বৈষয়িকতত্ত্ব

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের
প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

(১ম ভাগ।) তাহিরপুর,—বৈশাখ, ১২৯০ সাল। (১ম সংখ্যা।)

বৈষয়িকতত্ত্ব।

বাঙ্গলার পাঠকসংখ্যার সহিত পত্রিকার সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, গত কয়েক বৎসর হইতে যত মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হই-তেছে, তাহার অধিকাংশকেই দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে না। শত শত নূতন পত্রিকা নব নব আশার সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজে দুই একবার উপস্থিত হইতে না হই-তেই জলবিম্বের মত বিস্মৃতির অতল সাগরে চির কালের জন্য মিশাইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে আমাদের দেশে লেখকদিগের উৎসাহের বা যত্নের অভাব নাই, কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকসমাজের আশানুরূপ সহানু-ভূতি-প্রকাশ ও উৎসাহ-দানের কৃপণতাই, সাহি-ত্যের উন্নতি ও সংবাদ পত্রিকার বহুল প্রচারপক্ষে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মত অভ্রান্ত হইতে পারে কিন্তু আমরা নিজে এইরূপ মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের বিশ্বাস এই যে পাঠকগণের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবার অভাবে যত না হউক, লেখক ও প্রকাশকদিগের অধ্যবসায়ের অভাবে আমাদের অধিক ক্ষতি হইতেছে। ইহা ব্যতীত আর একটী কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অল্প সময় মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার সকল না হউক, অধি-কাংশই কি মূল্যে কি লিখনপ্রণালীতে সাধারণ বঙ্গীয় পাঠকগণের পাঠোপযোগী হয় নাই। অতি সুলভমূল্যে পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও বাঙ্গালি,—বিশেষতঃ মধ্যশ্রেণীর বাঙ্গালি দিন দিন এতই কঠোর দরিদ্রতায় জড়িত হইয়া যাইতেছে, যে, সে মূল্যেও অনেকে পত্রিকা গ্রহণ করিতে অক্ষম। যদি সর্ব্বসাধারণের সঙ্কীর্ণ আয়ের আয়ত্ত্বাধীন করিয়া ও পাঠকগণের প্রয়োজনানুরূপ বিষয়ে পূর্ণ করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিতে যত্ন করা হয়, তবে কোন কালেই পাঠকসাধারণের নিকট হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবার অভাবে পত্রিকার অকাল-মৃত্যুর কারণ থাকে না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, আজকাল যত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে তাহার অধিকাং-শই, হয় এইরূপ ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হয় যিনি দীর্ঘকাল পত্রিকা-প্রকাশের গুরু ব্যয়-ভার বহন করিতে পারেন না বা পারিলেও ইচ্ছা করেন না, নয় লেখকগণ পাঠকগণের রুচি ও প্রয়ো-জনের দিকে যথোচিত লক্ষ্য রাখেন না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কোন নূতন পত্রিকা

প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রকাশের দিকে যে কয়েকটী উপযোগিতা থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে উদ্যমপূর্ণ অধ্যবসায়, পাঠকগণের রুচি ও অভাব-জ্ঞান ও তদনুরূপ লিখন-শক্তি এবং গুরু-ব্যয়ভার-বহন ক্ষমতাই সর্ব্বপ্রধান। পত্রিকা প্রকাশক-দিগের এই প্রধান চারিটী উপযোগিতার যে কোন একটীর অভাব, পত্রিকার দীর্ঘজীবনের প্রকৃত শত্রু। কিন্তু দেশের দুরবস্থানিবন্ধন ইহার অধিকাংশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আশামুগ্ধ বঙ্গীয় যুবক পত্রিকা-প্রকাশ কার্য্যের ভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করেন; কাজেকাজেই তাঁহাদিগকে পরিণামে অকৃতকার্য্যতা ও হতাশার সহিত পরিচিত হইতে হয়। এই কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রকাশ কার্য্যে ব্রতী হইলে গত দশ বৎসরে যত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, হয়'ত তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পত্রিকা প্রকাশিত হইত কিন্তু যে কয়েকখানি প্রকাশিত হইত, তাহার অধিকাংশই জীবিত থাকিয়া দেশের একটী গুরুতর অভাব মোচন করিতে পারিত।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠক-গণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে, অদ্য আমরা যে পত্রিকা বঙ্গীয় পাঠকসমাজে উপহার দিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা প্রকাশের সংকল্প করিবার সময় পূর্ব্বলিখিত বিষয় কয়েকটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া এবং পত্রিকা-প্রকাশ-করণোপযোগী আবশ্যকীয় সমস্ত-গুণে আপনাদিগকে সম্পন্ন বিবেচনা করিয়াই আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। ইহা'ত নহেই;—পক্ষান্তরে স্বীয় ক্ষীণ অধ্যবসায়, অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা, সঙ্কীর্ণ শিক্ষা ও সীমাবদ্ধ আয়ের প্রতি, সর্ব্বক্ষণের জন্যই আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও দৃষ্টি আছে এবং ইহাও আমরা জানিতেছি যে, যে উচ্চ উদ্দেশ্যকে হৃদয়ে লইয়া অদ্য বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ দূরে থাকুক, আংশিক সাধন করিতেও হয়'ত বৈষয়িকতত্ত্ব সক্ষম হইবে না। হয়'ত বৈষয়িকতত্ত্বকে শৈশবেই এবং অচিরেই বৈষয়িকতত্ত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী শত শত অকালে কালগ্রাস-প্রাপ্ত পত্রিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভগ্নহৃদয়ে পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ শত শত আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও আমরা এই পত্রিকা প্রকাশ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি। এই রূপ সংকল্প করিবার প্রধান কারণ এই যে, বহু দিবস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও সময়োপযোগী কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, রাজনীতি, গার্হস্থনীতি প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব নিতান্ত কষ্টের সহিত আমরা অনুভব করিয়া আসিতেছি। আরও অধিক কষ্টের সহিত আমরা দেখিতেছি যে, এই জাজ্বল্যমান অভাবটী পূরণ করিবার জন্য অদ্য পর্য্যন্ত এক জনাও শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক হস্তক্ষেপ করিলেন না। বাঙ্গালিদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বঙ্গে অনেক গ্রন্থ, অনেক পত্রিকা, অনেক উপদেষ্টা আছেন; সাহিত্য, দর্শন, কাব্যের ও ভাষার পুষ্টি ও উন্নতিসাধন জন্যও বাঙ্গালায় গ্রন্থ ও পত্রিকার অধিক অভাব নাই। বর্ত্তমান বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা একটী অভাব দিন দিন নিতান্ত কষ্ট-কর হইয়া উঠিতেছে। আমরা না বলিলেও পাঠকগণ অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, বঙ্গের বৈষয়িক উন্নতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা ইহা বলি-তেছি। এই অভাবের দিকে এখন পর্য্যন্তও কোন লেখকেরই যতদূর আবশ্যক, ততদূর দৃষ্টি পড়ি-তেছে না। সত্য, বাঙ্গালা ভাষায় চারি পাঁচ খানি

উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-দর্শন-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা আছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন কোন পত্রিকায় কিছু দিবস হইতে কৃষি ব্যবসায় লইয়া কিছু কিছু আলোচনাও চলিতেছে কিন্তু তাহাতে কৃষি শিল্প বিষয়ের জন্য বিশেষ রূপে একখানি পত্রিকার অভাব যে কতদূর পূরণ হইতেছে, তাহা সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন।

এই অভাব আমরা অদ্য অনুভব করিতেছি না। গত দশবৎসর হইতে এই অভাব অনুভব ও অন্তঃকরণের সহিত তাহা দূর করিতে যত্ন করিয়া আসিতেছি। গত দশবৎসর যাবৎ দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ও স্বদেশবৎসল মহাত্মাকে সুবিধা প্রাপ্ত হইলেই অনুনয় বিনয় করিয়া এই অভাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ও এই অভাব মোচন করিয়া একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আমরা অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় প্রায় সকলের নিকটেই আমরা এক উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি। অনেকেই এই রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বাঙ্গলা দেশ, শিল্প ও কৃষিবিজ্ঞানের বা রাজনীতি সমাজনীতির আলোচনার স্থান নহে; কাব্য উপন্যাস নবন্যাসের স্রোতের ভিতর এ নীরস শাস্ত্র কে পড়িবে?" আমরা এইরূপে বিফলমনোরথ হইয়া অগত্যা স্বয়ং এইরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সংকল্প করি। যে যে বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য অদ্য আমরা এই বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি সাত বৎসর পূর্ব্বে ইহার সমস্ত না হউক বা ঠিক এই প্রণালীতে না হউক ইহার অধিকাংশ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা অন্য নামে এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করি। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা পত্রিকার দীর্ঘজীবনের শত্রু মধ্যে যে সকল উল্লেখ করিয়াছি তাহার অধিকাংশ কারণ সে সময়ে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইবার পরেই নিতান্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে ঐ পত্রিকাসংক্রান্ত সমস্ত সংশ্রব এককালীন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যদিও আমাদের অপরিপক্ক উদ্যমের প্রথম ফল সূতিকা-গৃহেই বিনষ্ট হইতে দেখিয়া আমরা কষ্ট বোধ করিয়াছিলাম কিন্তু পরে আমরা আহ্লাদের সহিত দেখিয়াছি যে, শিল্পবিজ্ঞান ও কৃষিপ্রভৃতি সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের মাসিক পত্রিকা আমরা সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিবার পরে পরেই দুই এক বৎসরের মধ্যে ঐ শ্রেণীর কয়েকখানি পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী প্রধান অভাব মোচন করিতে বিশেষ যত্ন করিতেছে। এই সকল পত্রিকার মধ্যে "কৃষিতত্ত্ব" "বিজ্ঞানদর্পণ" প্রভৃতি দুই একখানি পত্রিকা আজি পর্য্যন্ত জীবিত আছে দেখিয়া আমরা আরও অধিক আনন্দ লাভ করিতেছি। কিন্তু যদিও কৃষি বা বিজ্ঞানবিষয়ক দুই এক খানি পত্রিকা এক্ষণে দেখা যাইতেছে তথাপি ঐ প্রণালীর দুই এক খানি পত্রিকার দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর বিশেষতঃ বিষয়ী লোকদিগের পাঠোপযোগী কৃষি শিল্প ব্যবসায় রাজনীতি গার্হস্থনীতিপ্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় একখানি সুলভ মাসিক পত্রিকার অভাব যে সুন্দর ও সম্পূর্ণ রূপে পূরণ হইতেছে এরূপ আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি না, যে, এই পত্রিকাদ্বারাই এই অভাবটী সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইবে। যে অভাব আমরা বহু দিবস হইতে নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয়ে অনুভব করিয়া আসিতেছি এবং যে অভাব বঙ্গের

সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন, সেই অভাব যথাসাধ্য পূরণ করিবার জন্য বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

বৈষয়িকতত্ত্বের দ্বারা সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য কতদূর যে সাধিত হইতে পারিবে, এ বিষয়ের মীমাংসা ভবিষ্যতের গভীর অন্ধকারময় গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তবে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পাঠকগণকে আমরা এইক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি আন্তরিক যত্ন ও সাধ্যমত চেষ্টার উপর কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে, তবে কোন অচিন্তনীয় দুর্ঘটনার দ্বারা প্রপীড়িত না হইলে নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে নিষ্ফল-প্রযত্ন হইয়া বৈষয়িকতত্ত্বকে অঙ্কুরিত ভাবেই পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে না। বৈষয়িকতত্ত্বের জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিতে মনঃস্থ করিয়া স্থানীয় "দাতব্য কৃষিকার্য্যালয়ের" সহিত ইহাকে ঘনিষ্ঠ রূপে সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং এই পত্রিকা ও উক্ত কার্য্যালয় উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মূল বিষয়ে একতা থাকায় এইরূপ বন্ধন পরস্পরের বিশেষতঃ পত্রিকার হিত-সাধক হইবে এরূপ ভরসা করা যাইতেছে। এই প্রণালীতে এই পত্রিকার জীবন অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে ও এই পত্রিকাকে সর্ব্বসাধারণের পাঠ ও প্রয়োজনোপযোগী করিতে আমরা যথেষ্ট যত্ন করিয়াছি। এই কারণে অর্থাৎ সকলেরই প্রয়োজনোপযোগী করিবার জন্য আমরা ইহাতে বিশদ রূপে ও সরলভাষায় রাজনীতি, সমাজনীতি, গার্হস্থ্যজ্ঞান, শিল্প, কৃষিব্যবসায় এবং সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।

বৈষয়িকতত্ত্বের প্রতি সংখ্যাতেই রাজনীতি ও রাজকীয় নানা বিষয়ের যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের যে কোন বিধি-ব্যবস্থা ও আইন আদির উপর বঙ্গের হিতাহিত অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার আলোচনা দ্বারা ঐ সকল বিষয় যথাসাধ্য সর্ব্ব শ্রেণীর বঙ্গীয় পাঠকদিগকে অবগত করাইতে ও সেই সেই বিষয়ে দেশীয় লোকদিগের মতামত যতদূর সম্ভব যথার্থ তুলিকায় চিত্র করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণের সম্মুখে অর্পণ করিতে সর্ব্বক্ষণের জন্য বিশেষ যত্ন করা হইবে। যদিও বাঙ্গলায় রাজকীয় বিষয় আলোচনার জন্য অনেক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা আছে, কিন্তু সমস্ত পত্রিকা সকলের পাঠ করিবার সুবিধা হয় না। গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন্ বিধি-ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়, তাহা বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের যে কোন একখানি পত্রিকা, পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইবার সুবিধা নাই। এই কারণে যে মাসের বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব মাসে যত আবশ্যকীয় আইন, ব্যবস্থা, রাজকীয় মন্তব্য, শাসন বিজ্ঞাপনি প্রভৃতি প্রকাশিত হইবে, তাহা এবং বিলাতে ভারতবর্ষীয় রাজকীয় বিষয়ের আলোচনার স্থূল স্থূল সংবাদ ও ব্যবস্থাপক সভার বিবরণ ও এই শ্রেণীর নানা আবশ্যকীয় বিষয়ে প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে যত্ন করা যাইবে। সাময়িক কোন গুরুতর ও সাধারণ আন্দোলিত বিষয় সম্বন্ধে ইংরাজী কি বাঙ্গলা সর্ব্ব প্রকারের উচ্চ শ্রেণীর কোন্ পত্রিকায় কি প্রকার মত প্রকাশিত হয়, তাহারও সারাংশ সময় সময় এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করা হইয়াছে। কলিকাতা বা প্রধান প্রধান রাজধানী হইতে যে সকল সংবাদ

পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার সকল সম্পাদকেরই মফস্বলের সকল বিষয় সর্ব্বদা জানিবার সুবিধা হয়, ইহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ উচ্চ উচ্চ বিষয় লইয়া তাঁহাদিগকে এতই ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, পল্লিগ্রামের ক্ষুদ্র কৃষকের সুখ দুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিবার তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রচুর উপযোগিতা থাকিলেও অধিক সময় বা স্থান থাকে না; ইহা অনেকেই আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকেন। এই কারণে পল্লিগ্রামস্থ বাক্-শক্তি বিহীন কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের অভাব ও সুখ দুঃখের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে সর্ব্বক্ষণের জন্যই আমাদের আন্তরিক যত্ন থাকিবে। এই কারণে বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ নগর হইতে অতি সামান্য অপরিচিত পল্লিগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থান হইতে বৈষয়িকতত্ত্বে প্রকাশ করণোপযোগী আবশ্যকীয় তত্ত্বসংগ্রহের সুবিধা করিবার জন্য আমরা বিশেষ যত্নবান্ আছি, এবং এ পর্য্যন্ত আমরা শতাধিক স্থান হইতে প্রয়োজন-অনুরূপ সংবাদাদি প্রাপ্ত হইবার সু-ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইয়াছি।

রাজনীতির ন্যায় এই পত্রিকায় সমাজনীতি ও সামাজিক প্রথার দোষ গুণেরও আবশ্যক মত আলোচনা করা যাইবে। ইহা ব্যতীত দেশের সাধারণ সম্পদ্-বৃদ্ধির উপায় অবধারণ করিতে ও লাভকর কৃষি ব্যবসায় শিল্পাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে সর্ব্বদাই যত্ন করা যাইবে। সুবিধামত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যবহার্য্য যন্ত্রাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেও আমরা ক্ষান্ত থাকিব না। বিষয় কার্য্যে নিপুণ, অনেক বৈষয়িক লোকের প্রত্যহ সংবাদপত্রিকাদি পাঠ করিবার সুবিধা হয় না, এই কারণে বৈষয়িকতত্ত্বের কলেবরের এক নির্দ্দিষ্ট অংশে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্রিকা হইতে চিত্তাকর্ষক নানা সংবাদের সারাংশ সন্নিবেশ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। এই পত্রিকায় তরুণ-বয়স্কদিগের পাঠোপযোগী নৈতিক এবং বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করা গিয়াছে। এই সকল ব্যতীত বৈষয়িকতত্ত্বের প্রতি সংখ্যাতেই পরিশিষ্ট শীর্ষক কয়েকটি পৃষ্ঠা, প্রেরিত পত্রাদি প্রকাশের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক কোন প্রবন্ধের কোন অংশ কোন পাঠক সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিলে, বা কোন অংশের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে, বা স্বাধীন ভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা কি মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের পত্র এই অংশেই প্রকাশ করা যাইবে। ইহা ব্যতীত এই অংশে আবশ্যক-অনুসারে অন্যান্য বিষয়ও প্রকাশিত হইবে।

সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতেছি, যে, সাংসারিক জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়-কার্য্য সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা ও আন্দোলনের জন্য এ পত্রিকা প্রকাশ করা যাইতেছে এবং যে যে বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বঙ্গের পার্থিব সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই সেই বিষয়ের প্রতি আমাদের অধিক দৃষ্টি থাকিবে।

এক্ষণে বৈষয়িক তত্ত্বের উপক্রমণিকার উপসংহারে বিনীতভাবে আমাদের এই মাত্র নিবেদন যে, যে গুরুতর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য স্থলে স্থাপন করিয়া ও যে যে ইচ্ছাকে হৃদয়ে লইয়া বৈষয়িকতত্ত্ব অদ্য বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রথম উপস্থিত হইতেছে, ক্ষীণ-শক্তি বৈষয়িকতত্ত্বের জীবনে

তাহার কিয়দংশ সাধিত হইতে পারিলেও আমাদের দশ বৎসরের একটি যত্নপালিত অভিলাষ কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইবে॥

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়।

(ক)

যেমন একখানি নৌকা, নদীর মধ্যে মাঝি বা পরিচালকের সাহায্য ব্যতীত সমভাবে চলিতে পারে না, নানা স্থানে আঘাত পাইতে পাইতে ডুবিয়া যায়। তেমনি একজন লোকের গৃহস্থলীর কার্য্যও একজন পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তার অভাবে সুচারুরূপে চলিতে পারে না, নষ্ট হয় বা ডুবিয়া যায়। একজন কর্ত্তা ব্যতীত যেমন গৃহস্থালী চলে না, একজন রাজা ব্যতীতও তেমনি একটি রাজত্ব চলে না। একটি গৃহস্থলী ও একটি রাজ্য, আকাশ পাতাল ব্যবধান কিন্তু একটি গৃহস্থলী ও একটি বৃহৎ রাজত্ব. এক শ্রেণীর পদার্থ। যেমন মনে কর একটি বৃক্ষ, আর একটি বৃহৎ অরণ্য অথবা একটি মেটে পাহাড়, আর হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী। যে গৃহস্থালী চালায়, তাহাকে বলে গৃহস্থ; যে জ্ঞানের দ্বারা গৃহ-কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, তাহাকে বলে গার্হস্থ-নীতি: তেমনি যে রাজ্য চালায়, তাহাকে বলে রাজা ও যে জ্ঞানের দ্বারা রাজ-কার্য্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হয়, তাহাকে বলে রাজনীতি।

এ দেশে গৃহস্থের সন্তান, মাতৃ-স্তন্য পান করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে গার্হস্থ নীতির ক, খ, শিক্ষা করিতে থাকে; কিন্তু জীবনের অপরাহ্ণ কালেও রাজনীতির বর্ণমালার প্রথম অক্ষরও শিক্ষা করিবার সুবিধা বা আবশ্যক বোধ করে না। কেন করিবে? গৃহস্থের সন্তান গৃহস্থলীর কার্য্য শিক্ষা না করিলে তাহার চলে না। গৃহস্থলীর সমস্ত কার্য্য তাহাকে করিতে হইবে, আপনা আপনি কার্য্য আসিয়া তাহার উপর পড়ে; প্রয়োজনে তাহাকে গার্হস্থনীতি শিক্ষা দেয়। কিন্তু এ দেশের রাজকার্য্য তাহার নয়; রাজকার্য্য আপনা আপনি আসিয়া তাহার উপর পড়ে না; কাজেকাজেই প্রয়োজনে তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা দেয় না। গৃহস্থ যদি বিবেচনা করে, গৃহস্থালীতে তাহার শিশুগুলির কোন সত্ব নাই, আর শিশুগুলিও যদি শিক্ষা পায় এ গৃহস্থলী তাহার নয়, তবে শতবর্ষ জীবন পাইলেও সে গৃহকার্য্যের জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে না,—করিতে পারিবে না। শিশু জানে পিতা তাহার, মাতা তাহার, ভ্রাতা ভগিনী তাহার, বাড়ী তাহার, সকলি তাহার, সেও সকলের। শিশুর শিক্ষার পথ আপনা আপনি খুলিয়া যায়। যে জাতি জানে রাজা তাহাদের, রাজ্য তাহাদের, তাহারাও রাজ্যের, তাহাদের রাজনীতি শিক্ষার পথ আপনা আপনি খুলিয়া যায়। এই কারণে বিলাতের সর্ব্বশ্রেণীর লোককে সংবাদ পত্রিকা পাঠ করিতে, পারলিয়ামেন্টের সংবাদ জানিতে ও দেশের ভাল মন্দ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র দেখা যায়। এ দেশের সংবাদ পত্রিকার গ্রাহকের সংখ্যা এক দক্ষিণ হস্তের প্রথম অঙ্গুলিতেই গণিয়া শেষ করা যায়; দেশের মধ্যে মহাবিপ্লব ভয়ঙ্কর

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলেও সে তত্ত্ব গ্রহণ করিবার জন্যও কেহ কর্ণ উত্থিত করে না। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, বিলাতের প্রত্যেক শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে গার্হস্থ্য নীতির সহিত রাজনীতির আদি অক্ষর শিক্ষা পাইতে থাকে, সে জানে গৃহস্থলী তাহার রাজ্যও তাহার, গৃহস্থালীর ন্যায় রাজকার্য্যও সমস্ত তাহাকে করিতে হইবে, ইহা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সে শিক্ষা পায়। অধিকন্তু রাজ্যের কার্য্য আপনা আপনি আসিয়া তাহার উপর পড়ে; প্রয়োজনে তাহাকে রাজনীতি শিক্ষা দেয়, স্বভাব তাহাকে রাজনীতিজ্ঞ করে। আর আমাদের? আমরা সাতশত বৎসর হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি যে, "তুমি কার? কে তোমার?" আমরা শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি যে রাজ্য অন্যের। আর রাজ্যের কার্য্য আপনা আপনি আমাদের উপর আসিয়া পড়া দূরে থাকুক, পড়িতে চাহিলেও * * * দিগের ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার গর্জ্জন।

সত্য, রাজ্য অন্যের; কিন্তু আমরা'ত রাজ্যের। যদি তাহা হয়, তবে আমাদের রাজনৈতিক জ্ঞান নাই, এ অপবাদ কেন? তাহার কারণ এই,—আমরা রাজ্যের হইলেও আমরা তাহা মনে করি কৈ? যখন আমরা বুঝিতে পারিব, ভারতবর্ষ নামক এই বিস্তৃত রাজ্যের রাজা, অন্য জাতি হইলেও আমরা ভারতবর্ষেরই,—আমরা এই রাজ্যেরই,—তখন রাজনৈতিক বর্ণমালার প্রথম পাঠ "ক" আমাদের পীড়াগ্রস্ত চক্ষুর সম্মুখে প্রথম উন্মুক্ত হইবে। রাজনীতি শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রথম পাঠ—"স্বদেশানুরাগ"।

বঙ্গবাসী প্রিয় ভাই! তুমি যদি অতিগূঢ় রাজনৈতিক বিদ্যায় পণ্ডিত হইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার একজন সম-দেশবাসীর একান্ত অনুরোধ! সর্ব্ব প্রথমে পবিত্র ভারতভূমিকে,—প্রিয় বাঙ্গলাকে, আমারই নিজের বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা করিও। যে পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত দেশকে স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়া নিশ্চয়রূপে জানিতে ও বিশ্বাস করিতে না পারিবে, নিশ্চয় জানিও সে পর্য্যন্ত রাজনৈতিক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর "ক" তোমার কণ্ঠস্থ বা হৃদয়স্থ হয় নাই।

যেমন ভাষার বর্ণমালায় "ক" বাদ দিয়া, 'খ' হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষার সুবিধা হয় না, তেমনি রাজনীতি বর্ণমালারও "ক" প্রথম অভ্যাস না করিলে সমস্ত শ্রম অনর্থক নষ্ট হয়। অট্টালিকার যেমন ভিত্তি স্থাপন করাই কঠিন, ইহারও তেমনি "ক" অভ্যাস করাই কঠিন। ভিত্তি স্থাপন করিলে যেমন ক্রমে শীঘ্র শীঘ্র ও অনায়াসে স্থপতিরা কার্য্যের উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে পারে, তেমনি রাজনৈতিক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অর্থাৎ "স্বদেশানুরাগিতা" অভ্যাস করিলে রাজনীতির অন্যান্য অক্ষর অতি শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারা যায়।

দেশের উপর যদি হৃদয়ের ভালবাসা জন্মে, তবে বল, দেশের জন্য কি করা যাইতে না পারে? যে যাহাকে ভাল বাসে সে তাহাকে সর্ব্বদা চক্ষের উপর রাখিতে চাহে। দেশের উপর যখন তোমার চক্ষু রাখিতে ইচ্ছা হইবে, তখন রাজ্যের প্রত্যেক অঙ্গ সঞ্চালন, প্রত্যেক রাজনৈতিক স্পন্দন পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য মন ব্যগ্র হইতে থাকিবে। রাজনৈতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ তখন তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে জানিও।

ধৈর্য্যশীল পাঠক! এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পার; বুঝিলাম, রাজনৈতিক

বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠের যে মাহাত্ম্য, কিন্তু রাজনীতিতে তোমার আমার মতন লোকের প্রয়োজন কি ? আমি তোমার মুখে এইটিই শুনিতে চাই। অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়, ইহা না জানিলে ক্ষুধিত! তুমি অন্ন আহার করিবে কেন ?

রাজনীতির দ্বারা তোমার কি উপকার হইবে, তাহা না জানিলে তুমি রাজনীতি বর্ণমালার প্রথম অক্ষর কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিবে কেন? এ খাদ্য তোমার কোন্ কোন্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টি সাধনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইবে, তাহা আমি ক্রমে বলিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। বিলাতের আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী দরিদ্র ভিক্ষুক সকল শ্রেণীর লোকেই নিজের দেশের বিষয় লইয়া, দেশের আইন কানুন লইয়া, দেশের শাসন-প্রণালী লইয়া, এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া আন্দোলন করে কেন? হয়'ত তুমি উত্তরে বলিবে "রাজা তাহাদের, রাজ্য তাহাদের, তাহারাও রাজ্যের, এইরূপ বিশ্বাস আছে এবং রাজ্যের কার্য্য আপনা আপনি তাহাদের উপর আসিয়া পড়ে, এই জন্য তাহারা নিজের দেশের বিষয় লইয়া এত আলোচনা করে।" আমিও তাহাই স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহারা যে যে কারণে তাহাদের নিজের দেশের বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে অভ্যস্ত, আমাদের পক্ষেও তাহার প্রায় সকলগুলিই এক্ষণে বর্ত্তমান আছে। অবশ্য রাজা ভিন্ন জাতির; কিন্তু আর আর সকল বিষয়েই তাহাদের সহিত আমাদের ঐক্য আছে। তুমি বলিবে "রাজ্য আমাদের নয়"; কিন্তু কিছু তলস্পর্শিনী চিন্তা করিয়া দেখিলে এরূপ বলিবার আর কারণ থাকিবে না। পাঠক! মনে কর, রামকান্ত একজনের নাম, তাহার সন্তানের নাম শ্যামকান্ত। রামকান্তকে অক্ষম দেখিয়া প্রতিবাসী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া রামকান্তের ক্রোড় হইতে শ্যামকান্তকে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া নিজের অধীনে রাখিল এবং লালন পালন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহা বলিয়াই কি প্রতিবাসী কৃষ্ণকান্ত শ্যামকান্তের স্বাভাবিক পিতা হইবে? প্রতিবাসী সহস্র দয়ায়, লক্ষ স্নেহে, শ্যামকান্তকে প্রতিপালন করিলেও সে শ্যামকান্তের স্বাভাবিক জন্মদাতা পিতা হইতে পারে না; প্রতিপালক, রক্ষক বা পালক পিতা নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষকে মোগল, পাঠান, ইংরাজ যে কোন জাতি যখন শাসনাধীন ও ক্ষমতায়ত্ব করুক না কেন এবং যে কোন জাতি ভারতের রাজস্থলাভিষিক্ত হউক না কেন, স্বভাবের আইন-অনুসারে এই দেশে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে লালিত পালিত হইয়াছে এবং এই পবিত্র মৃত্তিকায় যাহার দেহ গঠিত হইয়াছে, সেই কেবল এ দেশকে "আমার দেশ" শব্দে ব্যবহার করিতে পারে। এক্ষণে আমরা রাজ্যের কি না? ইহা স্থির করা আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু বৈষয়িকতত্ত্বের পাঠকগণ মধ্যে এমন প্রস্তর গঠিত মস্তক কাহারও নাই, যিনি, আমরা যে রাজ্যের, তাহার যুক্তি প্রমাণ চাহেন। শেষ কথা এই যে, বিলাতে যেমন রাজকার্য্য আপনা আপনি আসিয়া দেশের লোকের উপরে পড়ে, এ দেশে তাহা পড়ে কি না? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, রাজকার্য্য আপনা আপনি আসিয়া পড়া দূরে থাকুক পড়িতে চাহিলেও কোন কোন ভারতহিতৈষীর হুহুঙ্কার গর্জ্জন! কিন্তু শুভক্ষণে ভারতের মৃত্তিকায় উদারহৃদয় লর্ড রিপন প্রথম পদ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এক্ষণকার রাজকার্য্যের ধারা মৃদু-

প্রবাহিণী ও অর্দ্ধ-অঙ্গুলিপ্রমাণ গভীর হইলেও দেশীয়দিগের উপর আসিয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছে। তবে পাঠক! এক্ষণে দেখিতে পার, কেবল এক রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেও রাজ্য আমাদের, আমরা রাজ্যেরই এবং রাজকার্য্যও আপনা আপনি আসিয়া আমাদের পৃষ্ঠে পড়িতেছে বা পড়িতে উদ্যত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে কারণে বিলাতের লোক, দেশের রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে অভ্যস্ত; আমাদের দেশেও তাহার প্রায় সমস্ত কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে, রাজনৈতিক আলোচনার সুবিধা পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা পশ্চিমদিকে মুখ ফিরাইয়া দাড়াই কেন?—কেনই বা রাজনৈতিক আলোচনাকে দেখিয়া নাসিকা-ভঙ্গী বা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধক্রোশ দূরে প্রস্থান করি? পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে,—বিলাতের লোক অপেক্ষা বরং আমাদের রাজনৈতিক ও রাজকীয় বিষয়ে অধিকতর লিপ্ত থাকাই আবশ্যক। কেন না স্বাধীন দেশের লোকদিগের রাজকীয় বিষয়ের কতকগুলিতে দৃষ্টি না থাকিলেও একরূপ চলিতে পারে; কিন্তু অধীন দেশের লোকের তাহা চলে না। স্বাধীন দেশের রাজপুরুষেরা নিজের দেশের সকল অবস্থা অবশ্যই সুন্দর জানেন এবং জানিবার সুবিধা প্রাপ্ত হ'ন। কিন্তু আমাদের দেশের রাজপুরুষেরা,—বিশেষতঃ প্রধান রাজপুরুষেরা, যাঁহারা আইন কানুন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জনক জননী, কোন বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে জানিবার সুবিধাপ্রাপ্ত হ'ন না। পদ-গৌরবের জন্য তাঁহাদের শরীরের শত ক্রোশ চতুঃসীমার মধ্যে দেশীয় কৃষ্ণকায় মক্ষিকার পর্য্যন্তও প্রবেশ নিষেধ। যে সকল উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় লোকের নিশ্বাস তাঁহাদের পাদুকা স্পর্শ করে, তাহাদের অধিকাংশের নিকট রাজপুরুষদিগের নূতন কোন কথা স্বাধীনভাবে শুনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, তাহার অন্য নাম প্রতিধ্বনি।

এরূপ দেশে, এরূপ অবস্থায়, দেশের সাধারণ লোকের, তাহাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টরূপে রাজপুরুষদিগকে জানাইবার যত প্রয়োজন হয়, স্বাধীন দেশে দেশের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞদিগের নিকট তদ্রূপ জানাইবার আবশ্যক হয় না। এই কারণে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমাদের দেশে আরো অধিক পরিমাণে রাজকীয় বিষয়ে দেশের লোকদিগের তত্ত্বানুসন্ধান রাখা কর্ত্তব্য।

কেহ বলিতে পারেন, এদেশীয়েরা নিজ দেশের যত বিষয় অবগত আছেন, তাহা অপেক্ষা এ দেশে অল্প দিবস বাস করিলেও সূক্ষ্মদর্শী ইংরাজ রাজপুরুষগণ অপেক্ষাকৃত দেশের অধিক সংবাদ রাখেন; অতএব দুর্ব্বল দেশীয়দিগকে অনর্থক নীরস রাজনৈতিক মরুভূমিতে ভ্রমণ করিবার এমন কি প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে আমরা এস্থলে একটী অদ্ভুত গল্প সন্নিবেশ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। আমরা বৈষয়িকতত্ত্ব কার্য্যালয়ের যে কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, তাহার গবাক্ষ-পথে সুদূরে একটী গৃহ হঠাৎ দর্শন করিয়া এই গল্পটী আমাদের স্মরণ হইল। এই গৃহে কিছু দিবস হইতে একটী ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনি শ্বাস পীড়ায় অত্যন্ত পীড়িত

হইয়া চিকিৎসার জন্য কএক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা গমন করেন। কলিকাতায় কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ ডাক্তরের নিকট তিনি যাইলে, বিজ্ঞ ডাক্তর তাঁহাকে নানা প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া উপদেশ করিলেন যে "তুমি পাঁচ সের চিনি কিনিয়া প্রাতে আর সন্ধ্যার সময় দুই ঘণ্টা করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। এই রূপ আট দশ দিবস জ্বাল দিলে পর কেমন থাক জানাইবে।" রোগী ডাক্তরের উপদেশ মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঐ সময় অন্তে ডাক্তারকে আনাইয়া এক্ষণে কি করা আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তর চিন্তা করিয়া আর এক সপ্তাহ ঐ প্রণালীতে চিনি ও তাহাতে কিছু দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিতে উপদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই রূপে উক্ত শ্বাস-রোগী সপ্তাহের পর সপ্তাহ অগ্নি-উত্তাপে শরীরকে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়াও কোনই ফল পাইলেন না, অধিকন্তু পীড়া বৃদ্ধি বোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ডাক্তর এক দিবস উপস্থিত হইলে রোগীর বৃদ্ধ পিতা ডাক্তরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তর সাহেব! কিছুই যে উপকার হয় না! চিনি জ্বাল দিতে দিতেই'ত এক মাস চলিয়া গেল, ঔষধ দিবে কবে?" ডাক্তার বলিলেন এই জ্বাল দেওয়াই ঔষধ। বৃদ্ধ আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া ডাক্তর সাহেবকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চিনি জ্বাল দেওয়া ঔষধ!" বৃদ্ধ বারংবার উৎপাত করায় অবশেষে ডাক্তর তাহার চিকিৎসার গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, চিনি জ্বাল দিলে শ্বাসের ব্যারাম ভাল হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সাহেব কিছু রুষ্ট-স্বরে বলিলেন—"তুমি বৃদ্ধ, ইহার মর্ম্ম কি বুঝিবে? আমি এই বাঙ্গলায় পঁচিশ বৎসর হইতে বাস করিতেছি, এ দীর্ঘ সময়ে এ দেশের চিকিৎসা বিষয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে আমি এই জানিতে পারিয়াছি যে চিনির জ্বালে শ্বাস পীড়া নষ্ট করে; কারণ দেখিতেছ না আমি এই পঁচিশ বৎসর মধ্যে শ্বাস-পীড়াগ্রস্থ এক জনা ময়রাকেও দেখি নাই? আমি ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি এবং অতি আগ্রহের সহিত এই আবিষ্কারটী আমার নোট্‌বুকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।" বৃদ্ধ, হরি হরি! বলিয়া দুখের হাসি হাসিয়া সেই দিবসেই তাঁহার সন্তানকে লইয়া অন্য এক জন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের নিকট গমন করিলেন।

আমরা উপরে যে গল্প বর্ণন করিলাম, ইহার নায়কের ন্যায় দেশীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি ডাক্তর, কি ধর্ম্মযাজক, কি রাজনীতিজ্ঞ, কি রাজ-পুরুষ, সকল শ্রেণীর ইংরাজের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে আছেন; আর এই রূপ অভিজ্ঞ ইংরাজ-দের করেই ভারতবর্ষের জীবনমৃত্যু!

এক্ষণে পাঠক দেখ! যে, দেশীয় রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরাজজাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের অধিক তত্ত্ব অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হইতেছে। একে দেশের এই অবস্থা ও যাঁহাদের প্রতি দেশীয় রাজকার্য্য পরিচালনের ভার অর্পিত আছে; তাঁহাদের সাধারণ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতুতে এ দেশ-বাসীমাত্রকেই রাজকীয় বিষয়সকলের প্রতি সর্ব্বদা বিশেষ তীব্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইতেছে; অধিকন্তু ঘটনার বায়ুও আমাদের সুসময় বশতঃ এক্ষণে অনুকূলে বহিতে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে, বহু উচ্চে, সিমলা শিখরে বাস করিয়াও মহাত্মা লর্ড রিপণ রাজকৌশলে কোটি কোটি নিরক্ষর ভারতবর্ষবাসীর কর ধারণ

করিয়া রাজনৈতিক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ কার্য্যতঃ শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥

সুখ অন্বেষণ।

(১)

"সুখ কোথা?" মূল মন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত
কে যেন পাঠান মোরে হেথা আচম্বিত।
জনমিয়া সেইক্ষণে এই সুখ অন্বেষণে,
প্রথমেই মাতৃ স্তনে অর্পিয়াছি মুখ।
দুগ্ধপোষ্য শিশু তবু খুজিযাছি সুখ।

(২)

জীবনের প্রাতঃকালে আধ আধ স্বরে
খুজিযাছি সুখে ল'য়ে প্রিয় সহচরে।
ধূলা দিয়ে মাটী নিয়ে হেথা হোথা ছুটে গিয়ে,
দেখিযাছি সুখ যদি পাই বা তথায়।
(কিন্তু) সুখ যেন মোরে দেখে সদাই পলায়!

(৩)

ছাত্র জীবনেতে পুনঃ এই সুখ তরে
খুজিযাছি কত গ্রন্থ নিশি শেষ ক'রে।
কতবার ভাবিয়াছি এই সুখে পাইযাছি
কিন্তু সুখ দেখা দিয়ে বিদ্যুতের প্রায়
হারায়, কেবল আরো আঁধার বাড়ায়।

(৪)

জীবনের মধ্যাহ্নে অল্পক্ষণ আগে
ভাবিতাম সুখ বুঝি অর্থ-মাঝে থাকে।
কখন হইত মনে সুখ নাই ত্রিভুবনে
থাকে যদি আছে তবে রমণী-অধরে
কিম্বা তার স্বর্ণ স্পর্শ হৃদয় মাঝারে।

(৫)

কিন্তু হায় হায় হায়। সুখ কোথা তায়?
পান করে আরো প্রাণ যায় পিপাসায়।
বুঝেছি সে সুখ নয় মাত্র মরীচিকাময়।
সুখ অন্বেষণে পুনঃ ব্যাকুল হইয়া
কতবার কত স্থানে গেলেম ছুটিয়া।

(৬)

ভাবিনু কীর্ত্তির বৃক্ষ করিয়া রোপণ
যশঃপূর্ণ সুখ-ফল করিব ভক্ষণ।
কিন্তু দেখি আঁখি মেলি, এ বৃক্ষ যে যায় গলি,
ক্ষুদ্র দেহ মুষিকের নিশ্বাসের বায়!
সুখ তবে কোথা থাকে কে কবে আমায়?

(৭)

কে কবে আমায় হায় সুখ পাব কোথা?
খুজিয়া না পাই সুখ,—দুঃখ যথা তথা!
আমি যথা খুজি সুখে আমাকে তেমনি দুখে
দিবানিশি বুঝি সদা খুজিয়া বেড়ায়;
তা না হলে প্রতিপদে আসি দেখা দেয়?

(৮)

জীবনের একবিংশ বর্ষ গত হ'লে,
ভাবিলাম সুখ বুঝি পড়িল উথলে।
কিন্তু হায় হাসি পায় সুখ স্বপনেও নয়।
দুখ আসি কহে মোরে, হাসি উচ্চ হাসি—
"আশার পৃষ্ঠে থাকি আমি হতাশ রাক্ষসী"

(৯)

এই মতে প্রতিপদে দুঃখের চর্ব্বণে
চর্ব্বিত হইয়া বারি ঝরিল নয়নে।
যথা যন্ত্রে নিষ্পিড়িলে ইক্ষুতে জল উথলে
তেমতি কঠোর দুঃখ-যন্ত্রেতে পড়িয়া
আঁখি হ'তে জল-স্রোত প'ল উথলিয়া।

(১০)

আঁখি জলে জলে সদা ধুইয়া ধুইয়া,
কাদা মাখা মূর্ত্তি এক দেবতা হইয়া,
হৃদি মাঝে দেখা দিল, শশী রাহু-মুক্ত হল!
সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি অপূর্ব্ব ভাষায়
কহিলা অপূর্ব্ব কথা সম্বোধি আমায় :—

(১১)

" রে উন্মত্ত! কার তরে ব্যাকুল হইয়া,
হেথা হোথা দিবা নিশি বেড়াও ঘুরিয়া;
বল বল কোন্ স্থানে দেখা পেলে সুখ সনে?
সুখ যদি চাও তবে এ মুহূর্ত্তে যাও,
যাইয়া গঙ্গার জলে আকণ্ঠ ডুবাও।

(১২)

" স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসাগুলি বিসর্জ্জন দিয়া,
এক হস্তে ভারতের মৃত্তিকা তুলিয়া,
অন্য হস্ত ঊর্দ্ধ করি নিজ উপাস্যেরে স্মরি,
অটল প্রতিজ্ঞা কর বিনা শব্দ ব্যয়ে;—
কর এ প্রতিজ্ঞা নিজ হৃদয় ছুইয়ে।

(১৩)

"রক্ত মাংস দেহ হ'তে আদি মন প্রাণ
যা কিছু আমার সব করিলাম দান
মাতঃ জন্মভূমি পদে; কি সম্পদে কি বিপদে
" ওমা বঙ্গ" মহামন্ত্র জপিব কেবল,
যা করি তোমারি তরে করিব সকল।"

(১৪)

আদেশের সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করিয়া
যেমন সে মূর্ত্তি পুনঃ দেখিব চাহিয়া
দেখি মূর্ত্তি মৃদু হাসি কহে আমায় সম্ভাষি :—
" সুখ যদি চাও হের নিজের হৃদয়ে;
আমি সুখ, থাকি হেথা অলক্ষিত হ'য়ে।

প্রভার সহিত রাত্রি দুই ঘণ্টা।

(রাজনৈতিক উপন্যাস)

[বৈষয়িকতত্ত্বের অনুষ্ঠানপত্রে উপন্যাস কাব্য ইত্যাদির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আমরা এরূপ আংশিক মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে অসার কল্পনাজাত উপন্যাস নবন্যাসদি হইতে এই পত্রিকাকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা হইবে;—এবং এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপন্যাস আদি কখন প্রকাশ করিতে আমাদের ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত না হইতেই আমাদের বহু সংখ্যক গ্রাহকের নিকট হইতে উপন্যাস প্রকাশের জন্য অনুরোধের উপর অনুরোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একজন সভ্যসত্যই লিখিয়াছেন যে,—"সংসারে রমণীজাতি না থাকিলে কে এত ক্লেশ সহিয়া সংসার মরুভূমিতে বাস করিত? শুধু বিষয় কার্য্যের শুষ্ক কথা পাঠ করিতে কে বৈষয়িকতত্ত্ব গ্রহণ করিবে?' আমরা পত্র প্রেরককে বৈষয়িকতত্ত্ব গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতাম। কিন্তু পাঠক কি বলিবেন না যে, পত্র প্রেরক অধিকাংশ বঙ্গীয় যুবকের হৃদয় লইয়া ঐ কথাটী লিখিয়াছেন? এই পত্রখানির আমরা কি উত্তর দিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া এ যাবৎ উত্তর দানে ক্ষান্ত ছিলাম। এক্ষণে পশ্চাৎ লিখিত পৃষ্ঠাচয়ে প্রভা ক্রমে ক্রমে ইহার যথা উচিত উত্তর দিতে থাকিবেন। এ স্থলে উল্লেখ না করিলেও পাঠকগণ অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারিবেন যে এই উপাখ্যানের মধ্যে যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মুখ হইতে রাজনৈতিক ও সামাজিক গুপ্ততত্ত্ব ও গুপ্তরহস্যসকল সময় সময় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহার সহিত ব্যক্তি বিশেষের কোন সংস্রব নাই।
সঃ—বৈঃ]

প্রথম অধ্যায়।

"In her was youth, beauty, with humble port
Bounty, richesse, and womanly feature;
God better knows than my pen can report,"—JAMES.

শরতের নির্ম্মল গগণের এক প্রান্ত দেশে কেমন এক অপূর্ব্ব শোভায় শশী দেখা দিতেছে,—এখনও সুদূর বৃক্ষরাজির সর্ব্ব উচ্চ শাখা অতিক্রম করিয়া চন্দ্র আকাশের অধিকদূর উচ্চে

উঠিতে পারে নাই। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কলিকাতার সারকুলার রোডের পার্শ্বস্থ একটী বৃহৎ গির্জ্জার অত্যুচ্চ চূড়াস্থিত ঘটিকাযন্ত্রে সাতটামাত্র বাজিয়াছে। এই সময়ে সারকুলার রোডের পশ্চিম দিকস্থ একটী উদ্যান বাটীর দ্বিতল প্রাসাদের কোন এক ক্ষুদ্র কক্ষের বাতায়নে উপবিষ্টা একটী যৌবনের প্রথম-সৌন্দর্য্য-প্রাপ্তা বালিকা গ্রীষ্মাতিশয্য জন্য তালবৃন্ত ব্যজন করিতে ছিলেন। নবোদিত চন্দ্রের প্রথম জ্যোৎস্নার স্রোত বালিকার মুখে, বক্ষের কতকাংশে ও বামপদের অঙ্গুলির উপর আসিয়া পড়িতে ছিল। সেই জ্যোৎস্নালোকে কেহ বালিকারদিকে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইত;—বড়ই রমনীয়, বড়ই মধুর, অর্দ্ধস্ফুট কমলের ন্যায় একখানি মুখ যেন চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যে ঢল ঢল করিয়া ভাসিতেছে। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, যৌবনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পূর্ণ এই মুখ খানির উপর প্রাতঃকালের শিশির-বিন্দুর মত স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে; আর একগুচ্ছ কালকেশ বামকর্ণ ঢাকিয়া, মুখের কতকাংশ ঢাকিয়া, বক্ষের উপরে আসিয়া পাখার ব্যজনে অল্প অল্প দুলিতেছে। বালিকার দক্ষিণ করে কতকগুলি কাগজ রহিয়াছে। সেই সময়ে অকস্মাৎ দেখিলে বোধ হইত যেন ক্লান্ত হইয়া মূর্ত্তিখানি আসিয়া বাতায়ন-সম্মুখে এই মাত্র উপবেশন করিল।

গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টেবিলের পার্শ্বে তিনটী বালক পাঠাভ্যাস করিতেছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বালকের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার নাম সুরেশ। সুরেশ বাতায়নে উপবিষ্টা রমনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"সেজ দিদি! তার পর রাসেলাসের কি হইল?"

সুরেশের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশবর্ষ মাত্র হইলেও সে অতি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালক। এই বয়ঃক্রমেই সুরেশ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। লেথব্রিজ সাহেবের সাহিত্য-সংগ্রহ পুস্তক মধ্যে "রাসেলাসের" উপাখ্যান পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে উপরি উক্ত প্রশ্ন উদিত হওয়ায় তাহার ভগিনাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"সেজ দিদি! তার পর রাসেলাসের কি হইল?"

সুরেশের ভগিনী বলিল—"উহাতে সমস্ত উপন্যাসটা তুলিয়া দেয় নাই। আমার নিকট জনসনের সম্পূর্ণ রাসেলাস আছে। তোমার ইস্কুলের পড়া প্রস্তুত হইলে, আজ আমি কতকটা পড়িয়া শুনাইব। রাসেলাস বড় উপদেশপূর্ণ পুস্তক।"

সুরেশ একটু পরে বলিল—"কিছু কঠিন —ভাষা কিছু দাঁত ভাঁ————————"

রমনী কিঞ্চিৎ রুষ্ট অথচ স্বাভাবিক কোমল-স্বরে সুরেশের বাক্যে বাধা দিয়া বলিলেন—"সুরেশ! তোমাকেত কেহ সংবাদ-পত্রিকার সম্পাদকতার ভার দেয় নাই, যে সকল বিষয়েরই সমালোচন করিতে হইবে। তোমাকেত আরো অনেক দিন বলিয়াছি যে, সমালোচন করিবার অভ্যাস টা ত্যাগ করিও। ছাত্রদিগের মুখে পাঠ্যপুস্তকের, গ্রন্থকারের, বা শিক্ষকের বিদ্যা বুদ্ধি দোষগুণের সমালোচন প্রায়ই শুনিতে নাই; এটী বড়ই কুরুচি-পরিচায়ক।" সুরেশ বিনা বাক্যব্যয়ে নিজ পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"যোগেশ! পড়া হইয়াছে?" যোগেশ পুস্তক হইতে চক্ষু না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল—"হ—ল"

এমন সময় নীচে হইতে একটী হাসির ক্ষীণ শব্দ এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই সুস্পষ্ট হাসিমিশ্রিত স্ত্রীকণ্ঠস্বর শুনা গেল। কেহ নীচে হইতে হাসিতে হাসিতে কিছু উচ্চস্বরে বলিলেন—

"প্রভা দিদি! শীঘ্র নীচে এস; কাকা মহাশয়ের ঘরে ভারি হাসির ধুম্ পড়িয়া গিয়াছে"।

সেজদিদি বা এক্ষণ হইতে যাহাকে আমরা প্রভা শব্দে উল্লেখ করিব—উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুরেশ যাইতে উদ্যত হইল। প্রভা পশ্চাৎ চাহিয়া সুরেশকে সম্বোধন করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"সুরেশ তুমি বসে পড়। আমি আস্‌ছি। পড়া ছেড়ে ওরূপ-খোসগল্পের তরঙ্গের মধ্যে একবার ডুবিলে চিরকালের জন্য ওতেই থাকিতে হইবে।" এই বলিয়া প্রভা প্রস্থান করিলেন। বালকদ্বয় বসিয়া পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। সুরেশ বাতায়নের নিকট আসিয়া বসিতে উদ্যত হইয়া একখানি পত্র খুলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল। কৌতূহলপরবশ হইয়া পত্রখানি তুলিয়া লইল। দীপের দিকে আসিতে আসিতে পত্রের প্রথম পংক্তির উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন কিছু লজ্জিত হইয়া অকস্মাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। এই কাগজের বিষয় প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"The truest characters of ignorance
Are vanity, and pride and arrogance
As blind men used to bear their noses higher
Than those that have their eyes and sight entire."—BAILEY.

প্রথম অধ্যায়ে সপ্তদশবর্ষীয়া রমণীর প্রতি "বালিকা" শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। আবার বাঙ্গালির অন্তঃপুরে সপ্তদশবর্ষীয়া একটী রমণীর মুখে যে সকল কথা স্বপ্নেও শোভা পায় না, তাহা উচ্চারিত হইতে শুনিয়া বঙ্গীয় পাঠক আরো চমৎকৃত হইতে পারেন, কেহ কেহ কিছু বিরক্তও হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় অধিক নাই। প্রভার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইলেও বালস্বভাবের রমনীয়তা তাহার চরিত্র হইতে এখন পর্য্যন্ত ধৌত হয় নাই। প্রভা বয়ঃক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলেও স্বভাবে বালিকা। প্রভা শৈশবকাল হইতেই তাহার বঙ্গবিখ্যাত পিতা,—যাঁহাকে এই উপাখ্যানে তারণকুমার ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত করা হইয়াছে, তাঁহার নিকটে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশিক্ষা এক জন যুবকের অন্তঃকরণে যে পরিমাণে ক্রিয়া করিতে পারে, একটী রমণীর অন্তঃকরণেও তেমনি ক্রিয়া করিতে পারে। তারণকুমার ভট্টাচার্য্য বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অসীম অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত যে অপর্য্যাপ্ত জ্ঞান সঞ্চয় ও শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাহার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে বিরত ছিলেন না। অন্যান্য কার্য্যমধ্যে তাঁহার এক মাত্র মাতৃহীন কন্যাকে শৈশব হইতেই বিশেষ যত্নের সহিত সুশিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। এক্ষণেও প্রভা তাঁহার পিতার নিকট প্রত্যহ নিয়ম মত শিক্ষা পাইতেছিলেন।

তারণকুমার ভট্টাচার্য্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিদ্বারা নিজকে ভূষিত কিম্বা মুক্ত-হস্ত বৃটিস গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত ভাষার বর্ণমালা নিঃশেষক উপাধিরাশিদ্বারা স্বীয় নামের পুচ্ছবৃদ্ধি করিতে না পারিলেও সমস্ত বঙ্গমধ্যে এক জন অতি সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন ; এবং রাজপুরুষদিগের নিকটেও যথেষ্ট সম্মানিত ও পরিচিত ছিলেন। তারণকুমারকে কখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিতে হয় নাই; কিন্তু তথাপি রাজকীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইলে বাঙ্গলার সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতে ভাল বাসিতেন। ইনি কোন সময়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন এক উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এক্ষণে বয়োবৃদ্ধি হওয়ায় উপযুক্ত পেন্‌সন গ্রহণ করিয়া কলিকাতার এক উদ্যানবাটিকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কেননা বাঙ্গলার যে প্রদেশ তাঁহার জন্মভূমি, তাহার জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না। ইহা ব্যতীত আর একটী কারণ ছিল। গ্রামস্থ হিন্দুসমাজের সহিত নানা কারণে তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। ইনি নাস্তিক কি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না,—নববিধানী বা থিওসফিষ্ট ছিলেন না, হিন্দুও ছিলেন না। কেহ কেহ তাঁহাকে ফ্রিমিসানসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত ; কিন্তু আমরা যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে তিনি ফ্রিমিসানসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন বলিয়াই স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ বিশ্বাস ও মত তাহা ঠিক এক কথায় প্রকাশ করা কিছু কঠিন ; তবে "বৈজ্ঞানিক-সগুণ-জড়-ঈশ্বরবাদী" শব্দ হয়ত তাঁহার প্রতি কতকাংশে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এই উপাখ্যানের প্রথমেই সারকুলার রোডের পার্শ্বস্থ যে উদ্যানবাটিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তথায় অদ্য পাঁচ বৎসর হইল তারণকুমার ভট্টাচার্য্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। তারণকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাবনকুমার বাঙ্গলার কোন প্রসিদ্ধ জেলার ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত ছিলেন। পাবনকুমার প্রত্যেক শনিবার কর্ম্মস্থল হইতে কলিকাতা আসিতেন এবং এক দিবস আহলাদ আমোদের সহিত প্রিয় পরিবারবর্গের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া সোমবারে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার রাশি রাশি কাগজ ও লাল ফিতার স্তূপের মধ্যে সপ্তাহের জন্য মগ্ন হইতেন। অদ্য রবিবার, তারণবাবু, পাবনবাবু ও তাঁহাদের অন্য দুই চারিজন বন্ধুবান্ধব সন্ধ্যার পর উদ্যানগৃহের এক কক্ষে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ আনন্দকর কথোপকথনে লিপ্ত হইয়াছেন।

সকলেই সুশিক্ষিত ও কোন না কোন প্রকারে বন্ধুগণমধ্যে অধিকাংশেরই বৈষয়িক জীবনের সহিত রাজকার্য্যের কিছু না কিছু সংশ্রব থাকায় সাধারণতঃ ইহাঁদের গল্পের স্রোত রাজকীয় বিষয় ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রবাহিত হইত। অদ্যও তাহাই হইয়াছিল। অদ্য তারণবাবু, পাবনবাবু ও তাঁহাদের আর তিন জন মাত্র বন্ধু একত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাদের একজনের নাম বিরূপাক্ষ চক্রবর্ত্তী, অন্য জনের নাম কানাইদাস বসু, তৃতীয়ের নাম বঙ্কচন্দ্র দাস। বিরূপাক্ষবাবু কোন এক কলেজের

প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয় জন সাধারণের সুপরিচিত জনৈক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। তৃতীয় বন্ধু বঙ্কচন্দ্র দাসকে পাঠকসমীপে আমরা কি পরিচয়ে পরিচিত করিব, স্থির করিতে পারিলাম না।

ইহাঁর কোন প্রকার ব্যবসার অবলম্বন ছিল না। পৈতৃক ভূসম্পত্তি বা মূলধন ছিল না। নিজেরও কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা ছিলনা। তথাপি "কোন প্রকারে" সংসার যাত্রাও নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু আমরা বঙ্কচন্দ্রের, কানাইদাসের বা বিরূপাক্ষ চক্রবর্ত্তীর চরিত্র চিত্র করিতে বসিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিব না। তবে যে চমৎকার তর্ক বিতর্কের আত্মপ্রতিঘাতে তারণ বাবুর ক্ষুদ্র কক্ষ আজ মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছিল, তাহার মধ্যে শঙ্কিতহৃদয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যত দূর আবশ্যক বক্তাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করা গেল। কিন্তু পাবন বাবুর চরিত্রগত দুই একটী বিষয় আরো কিছু বিস্তারিতরূপে না বলিয়া এক্ষণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে আপাততঃ কোন কোন পাঠকের কিছু অসুবিধা বোধ হইতে পারে এই আশঙ্কায় পাবনকুমার বাবু সম্বন্ধে আমরা আরো গুটিকত কথা বলিব।

পাবনকুমার যে জেলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, নানা কারণে আমরা সেই জেলাকে এস্থলে ফেনসিপুর বলিব। ফেনসিপুরে পাবন বাবু অল্প দিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই ফেনসিপুরের হাকিমগণে পাবন বাবু একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ উভয় মহালেই তাঁহার বিশেষ নাম ছিল। পাবন বাবু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নত হইয়া এই নূতন জেলায় উপস্থিত হইবা মাত্র প্রথমেই নিজের নাম লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে পাবনকুমার ভট্টাচার্য্য নাম ইংরাজীতে বিশুদ্ধরূপে লিখিতেন। হঠাৎ এক দিবস তাঁহার মস্তকে একটী চিন্তা প্রবেশ করিল। বন্দোপাধ্যায় যদি ইংরাজীতে "বানরজি" রূপে পরিণত হইতে পারে, তবে ভট্টাচার্য্য শব্দ কেন "ভটারজি" রূপে পরিণত না হইবে? এই সময় ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তা নিবারণ করিল।

মিঃ বোনার্জ্জি কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে ফেনসিপুরে আসিয়াছিলেন। পাবন বাবুর কর্ণে তাঁহার নাম প্রবেশ করা মাত্র তিনি "ইউরেকা" বলিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই দিবসেই প্রথম আফিসিয়াল পত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন P. K. Bhoterjee (পি, কে, ভোটার্জ্জি)। কিন্তু এইরূপে ইনি অধিককাল সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। ভোটার্জ্জি অধিককাল তাঁহার কর্ণে মিষ্ট লাগিল না। উপাধিকে আরো সঙ্কুচিত করিয়া অবশেষে কেবল Bhotta (ভট্টা) শব্দে পরিণত করিলেন। কিন্তু ইহাও অধিককাল মিষ্ট লাগিল না। অনেক চিন্তার পর ইদানীং পাবন বাবু স্বীয় নামকে কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ করিয়া তুলিলেন। এক্ষণে তিনি যে বর্ণবিন্যাস করেন, তাহার প্রকৃত উচ্চারণ কি হইবে, আমরা অনেক কষ্টেও এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই। ফলতঃ এক্ষণে তিনি এই প্রণালীতে স্বীয় নামের বর্ণ বিনাস করেন "P. K. Bottaurchourjea"। অধিক আবশ্যক করে না। ইহাতেই পাবনকুমার বাবুর সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা আপাততঃ এস্থলে জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিয়াছেন।

এইরূপে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন পাবন বাবু, অদ্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারণকুমারের সহিত একটী গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় বিরূপাক্ষ ও কানাইদাস বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বঙ্কচন্দ্র দাসও প্রবেশ করিলেন। যথোচিত সম্ভাষণাদির পর, সকলেই স্বীয় স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

সর্ব্ব প্রথমে কানাইদাস বাবু পাবন বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন——

"পাবনকুমার বাবু! এত একাগ্র চিত্তে আপনাদের কি কথা বার্ত্তা হইতেছিল?"

পাবনকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"একটী অতি গুরুতর বিষয়।"

কানাই। আপনাদের এ সুখ-গল্পের আমরা অবশ্য কিছু অংশ পাইতে পারি?

পাবন। শতবার। আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন?

কানাই। কি বিষয়ে?

পাবন। এই যে—আমাদের যে বিষয়ে এতক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল।

কানাই। বিলক্ষণ! কি কথোপকথন হইতেছিল তাহাই'ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

পাবন বাবু তখন তাঁহাদের সে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল বিস্তার করিয়া বলিলেন। বলিলেন "দেশের আজ কালকার অবস্থা অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ বিষয় অধিক গুরুতর, এবং কোন্ বিষয়েই বা দেশীয় লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য? এই বিষয়ে তাঁহাদের কথোপকথন হইতে ছিল।"

কানাই বাবু একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোন্ বিষয় বিবেচনা করেন?"

পাবন। আমি? আমি অবশ্য বিবেচনা করি কি উপায়ে আমাদের আয় বৃদ্ধি হয় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের অধিক চিন্তার সামগ্রী। কেন না কানাই বাবু অবশ্যই বিবেচনা করিবেন জাতিরূপ দেহের অর্থ হইতেছে শোণিত!

বিরূপাক্ষ। মার্জ্জনা করিবেন। আমি এইটী স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। এক জন বিখ্যাত কবি বলেছেন—

"High built abundance, heaps on heaps for what?
To breed new wants and beggar us the more,"

আর এক স্থানে—

"Much learning shows how little mortals know;
Much wealth how little mortalus can enjoy;
At best it babies us with endless toys,
And keeps us children till we drop to dust."

আমার বিবেচনায় নীতিশিক্ষা,—ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি আমাদের অধিক মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

কানাই। রাজনীতি শিক্ষা?

বিরূপাক্ষ। ধর্ম্মশিক্ষা সর্ব্বাগ্রে আলোচনার বিষয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষারদিকেও আমাদের এক চক্ষু কিঞ্চিৎ রাখা যাইতে পারে। ওয়াসিংটন বলেছে না?

"Of all the dispositions and habits which lead to political prosperity, religion and morality are indispensible supports."

পাবন। বিরূপাক্ষ বাবুর মুখে আমি গালাগালি সহ্য করিতে পারি কিন্তু তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত লোকের মুখে Religion শব্দটী উচ্চারিত হইলে তাহা আমি কখনই মার্জ্জনা করিতে পারি না।

বিরূপাক্ষ। বটে—

"That call not education which ——"

বিরূপাক্ষ বাবুর কথায় বাধা দিয়া তারণকুমার বলিলেন—"আহা-হা! আপনারা বেনারস যাইতে শিয়ালদহে কেন উপস্থিত?"

কানাই। যাক্, ধর্ম্ম যেতে দাও। যদি প্রকৃত আমাদের অভাবের কথা বল, তবে আমি বোধ করি রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার অভাবই অধিক গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে; এবং এই বিষয়েই সর্ব্ব প্রথমে আমাদের চক্ষু, হৃদয়, মস্তক দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে।

তারণ। পাবনের কথা হইতেছে,—'আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য?' আপনারা কেপ্গালীতে এর উত্তর অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে একটা মীমাংসায় শীঘ্র উপস্থিত হওয়া কিছু কঠিন। একটা সহজ কথায় দেখুন না—আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাব কোন্ বিষয়ে। যে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাব সেই বিষয়েই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গচন্দ্র। আমি তারণ বাবুর এ কথার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইলাম। যে বিষয়ে অধিক অভাব সেই বিষয়েই অধিক মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।

পাবন। কোন্ বিষয়ে অধিক অভাব?

এই প্রশ্নে সকলেই একটু চিন্তিত হইলেন। পাবন বাবু বলিলেন "দেশে অর্থের অভাব অধিক"। কানাই বাবু দেশের প্রকৃত অবস্থা সুন্দররূপে রাজপুরুষদিগকে জানাইবার উপায়ের অভাবই অধিক দেখিলেন। কিন্তু পাবন বাবু তাহা কখনই স্বীকার করিবেন না।

পাবন বাবু বলিলেন "এটি অতি অপরিপক্ক কথা।"

কানাই। কেন?

পাবন। দেশের অবস্থা সুন্দররূপে গবর্ণমেণ্টের কাণে উঠিবার যথেষ্ট পথ আছে। আমরা যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়েরই যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

কানাই। আমরাত কার্য্যে বিপরীত দেখি।

পাবন। অবশ্য আপনাদের এরূপ মত হওয়া অসম্ভব নয়। আপনাদের ত আর সকল বিষয় জানিবার সুবিধা নাই। আর বিশেষতঃ—

কানাই বাবু, পাবন বাবুর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনাদের কি সুবিধা আছে?"

পাবন। আমাদের? আমাদের যথেষ্ট সুবিধা আছে। এই মনে করুন প্রথমতঃ Statistics সংগ্রহ করা, রিপোর্ট সংগ্রহ করা, তার পর—

কানাইদাস পাবনকুমারের কথা শেষ না হইতেই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"পাবন বাবু! আপনাদের রিপোর্ট সংগ্রহের

কথাটি অনুগ্রহ করিয়া আর বলিবেন না। আপনাদের রিপোর্ট-রূপ ভাগীরথীর গোমুখী হইতেছে;—দশ টাকা বেতনের কোর্টের কেরাণী বা তাহার অপেক্ষাও অধম তিন টাকা বেতনের গ্রাম্য চৌকিদার বা পঞ্চায়েত।

বঙ্গচন্দ্র। আপনার রূপকটা ভাল রকম বুঝিলাম না।

কানাই। বুঝ্লেন না? লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর জানিতে চাহিলেন, অস্ত্র বিষয়ক আইনে সুবিধা হইতেছে কি অসুবিধা হইতেছে? কমিসনার বিনা বাক্য-ব্যয়ে তাহার পত্রের একখানি নকল দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাম হস্তে কালেক্টারের নিকট দিলেন; কালেক্টার মনে করুন একজন ডেপুটীর প্রতি পত্রখানি নিক্ষেপ করিলেন; ডেপুটী বাবু আর এক সোপান নীচে ফেলিয়া দিলেন; সেখান হইতে পুলীশ ইষ্টেসনে গেল; সবইনস্‌পেক্টার আউট্ পোষ্টের হেড্ কনেষ্টবলের নিকট পাঠাইলেন; হেড্ কনেষ্টবল চৌকিদারের নিকট এই গুরুতর তত্ত্ব সংগ্রহ করিলেন; রিপোর্ট করিলেন "অস্ত্রবিষয়ক আইনে দেশের মহা উপকার হইতেছে!" এই আদি স্থান, রিপোর্টরূপ পতিত-উদ্ধারিণী ভাগীরথীর গোমুখী স্বরূপ! এইস্থান হইতে রিপোর্ট জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে যথা নিয়মে এক এক পাত্র জল নিজ দেহে প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে যথাস্থানে যাইয়া পড়িবার সময়ে বৃহৎ নদীরূপে পরিণত ও "অস্ত্রবিষয়ক শাসন বিজ্ঞাপনী" নামে মুদ্রিত হইল। কানাইদাসের ব্যঙ্গপূর্ণ বক্তৃতার শেষ হইবা মাত্র গৃহমধ্যে একটা উচ্চ হাসির তরঙ্গ উঠিল। সকলেই হাসিতে লাগিলেন; কেবল পাবনকুমার ক্রোধে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইয়া [illegible] দাঁড়াইলেন। একবার, কাগজ আনিয়া এরূপ অযথা নিন্দা[illegible]র কথা এই মুহূর্ত্তেই রিপোর্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আবার, গবাক্ষের নিকট যাইয়া পাহারাওয়ালা ডাকিতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছা, রাজ ভক্তির অভাব বলিয়া এই ক্ষণেই কানাইদাসকে ধরাইয়া দেন।

পাবনকুমারের পক্ষে আর মৌন হইয়া থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। পাবনকুমার ক্রোধকম্পিত অথচ দুঃখব্যঞ্জক স্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন—"গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় মানুষ নাই"। তা থাকিলে কি আর ভারণেকুলার টং-য়্যাক্ট না করিয়া ভারণেকুলার প্রেস্-য়্যাক্ট হইত? প্রেসে আর কয়টা কথা ছাপা হয়? এই সকল ঘোর রাজদ্রোহী লোকের জিহ্বা দিন দিন যেমন অশাসিত হইতেছে, তাহাতে ইহার প্রতিবিধানের দিকে আমাদের দৃষ্টি না পড়িলে আমরা দেশ রাখিতে পারিব না।

পাবনকুমারের এই দুঃখের কথা শুনিয়া সকলে দ্বিগুণ হাসিয়া উঠিলেন। তারণকুমার কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন —"পাবন! তুমি দিন দিন বালক হইতেছ"।

এই সময় প্রভা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। তারণকুমারের পরিবারে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। প্রভা প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই হাসির বেগ হ্রাস করিয়া আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বঙ্গচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,——

"প্রভা! কৈ আজ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে"? প্রভা উত্তর না দিয়া এমন ভাবে সকলের দিকে চাহিতেছিলেন যেন তাঁহার দৃষ্টিতে ইহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে এতক্ষণ কি বিষয় লইয়া এত হাসি হইতেছিল? বিরূপাক্ষ তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বলিলেন। প্রভা শুনিয়া একটু হাসিলেন। প্রভার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা দেখিয়া বঙ্গচন্দ্র বারংবার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে কানাইদাসও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভা বিনীতস্বরে বলিলেন—"এই সকল কথা শুনিয়া আমাদের সুরেশের রচিত একটা কবিতা আমার মনে হইল।"

কানাই। কি কবিতা?

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "কি কবিতা"?

প্রভা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল——

"মেঘের মাঝারে থাকি কভু হলে মন,
ক্ষণতরে ধরা করি মাত্র দরশন,
অমনি গর্ব্বেতে ফুলে বিদ্যুত চিৎকারে
"ব্রহ্মাণ্ডের সব জানি" বলে উচ্চস্বরে।
আর কি না বহুদর্শী গ্রহ তারা যত,
জগতের চারিদিকে দেখ অবিরত;
তথাপি খুলিয়া জিহ্বা কথাটি না কয়;—
কেবল নিজের কাজ ক'রে চলে যায়।
অতএব উচ্চ কথা বলিবে যে জন,
সেই যে জানিবে সব নহে তা কখন॥"

প্রভার কবিতা শুনিয়া কেহ হাসিল না। কেহ একটী কথাও বলিলেন না, কেবল সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পাবনকুমার কথা কহিলেন।

[ক্রমশঃ]

লর্ড রিপণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

[বৈষয়িক জীবনের উন্নতির পথ, কোন প্রবীণ মহাত্মার উজ্জ্বল জীবনচরিত পাঠে যত দূর প্রশস্ত হয় এবং এইরূপ জীবনচরিত পাঠে মানুষের উচ্চাভিলাষ ও অনুকরণবৃত্তি যে পরিমাণে সুপথে চালিত হয়, অতি অল্প বিষয়েই ততদূর হইয়া থাকে; উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শক্তিমান্। কোন কবি বলিয়াছেন "জিহ্বার উপদেশ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ কার্য্যের উপদেশ অধিক হৃদয়স্পর্শী।" এই কারণে চৈতন্যের, খৃষ্টের ও অন্যান্য মহাত্মার মুখের ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা কার্য্যের ও জীবনের উপদেশ অধিক মূল্যবান্ বলিয়া ধার্ম্মিকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি দূরে থাকুক জীবিত ব্যক্তির কার্য্য সকল পাঠ করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই কারণে জীবনচরিত লিখিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। একখানি বহু আয়াসে লিখিত বৃহৎ নীতিগ্রন্থ মানুষের চরিত্রগঠনসম্বন্ধে যে কার্য্য করে, যথার্থ তুলিকায় চিত্রিত এক জন প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই অল্প কার্য্য করে না। আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের প্রতি সংখ্যায় কোন না কোন ভারতবর্ষীয় কিম্বা ইউরোপীয় বর্ত্তমান সাময়িক প্রবীণ মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী (সুবিধা অনুসারে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি) প্রকাশ করিতে অভিলাস করিয়াছি। অবশ্য এরূপ সংক্ষিপ্ত জীবনী হইতে জীবনচরিত পাঠের প্রকৃত উদার ফল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু গ্রন্থের সূচীপত্রপ্রকাশদ্বারা যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এরূপ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ দ্বারা আমরা তাহাই মাত্র সাধিতে ইচ্ছা করি। সং—বৈঃ]

বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাঁহাকে 'লর্ড রিপণ' বলিয়াই জানে, তাঁহার প্রকৃত নাম রিপণ নহে. উহা উপাধি মাত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম ও উপাধি,—"হিজ এক্সেলেন্সি দি মোস্ট অনরেবল জর্জ্জ ফেড্রিক সেমুএল রবিন্সন মারকুইস অব রিপণ, কে, জি, পি, সি, জি, এম, এস, আই; জি, এম, আই, ই; ইত্যাদি।" এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস, সততার সহিত চলিলে সকল সময়ে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। রাজনীতিজ্ঞ হইতে হইলেই বক্রপথে ভ্রমণ করিতে হয়। এইরূপ যাঁহাদের সংস্কার, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব-প্রথমে আমরা উপরি লিখিত মহাত্মার নামের প্রতি দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিব। সাধু-চরিত্রের লোকও সুচারুরূপে বৈষয়িক কার্য্য যে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এই সত্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতবর্ষবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য ধর্ম্ম, লর্ড রিপণকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন;—এই কথাটী এক দিবস এক জন পরম সাধু মহাপুরুষ বারাণসীতে বলিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষেও লর্ড রিপনের গবর্ণরীতে আমরা যত উপকার পাইতেছি, তন্মধ্যে তাঁহার উচ্চ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে সমস্ত ভারতবাসীর—কি ইংরাজ কি বাঙ্গালির হৃদয়ে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহাই সর্ব্বপ্রধান।

(ক্রমশঃ)

রাজকীয় প্রসঙ্গ।

ব্যবস্থাপক সভা।

গত এক মাসের * মধ্যে, যে সকল রাজকীয় বিষয় লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ও সংবাদপত্রিকায় অধিক আন্দোলন হইয়াছে তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান; যথা—(১) ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি, (২) আত্মশাসন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি, (৩) ফৌজদারি কার্য্য বিধি

* বৈশাখ মাসের বৈষয়িকতত্ত্বে, সমস্ত চৈত্র মাসে যাহা যাহা হইয়াছে লিপিবদ্ধ করিতে হইলে কার্য্যের অসুবিধা এবং যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাঘাত হয়। এই কারণে বাঙ্গলা মাসের পরিবর্ত্তে ইংরাজি মাস ধরা হইল। [সং—বৈঃ]

সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি, (৪) মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি এবং (৫) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিবরণ বা ফাইন্যানসিয়াল ষ্টেট্‌মেণ্ট প্রকাশ করণ। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ ফৌজদারি কার্য্যবিধি সংশোধন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্দোলন হইয়াছে। যদিও ইহা অপেক্ষা অপর কয়েকটি সহস্র গুণে গুরুতর এবং দেশীয় সর্ব্ব সাধারণের অধিক চিন্তার সামগ্রী; কিন্তু এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষবাসী ইংরাজগণ যেরূপ প্রবল আন্দোলন-ঝটিকা উত্থিত করিয়া সমস্ত দেশকে টলমলায়মান করিয়াছেন এরূপ কিছুতেই হয় নাই।

সমস্ত বৎসরের মধ্যে মার্চ্চমাসে বিধিব্যবস্থা ও রাজকীয় কার্য্য লইয়া অধিক আন্দোলন হয়। প্রকৃত পক্ষে এই সময়কেই এদেশীয় রাজকার্য্যের ঋতু বলা যাইতে পারে। প্রতি বৎসর এই সময় ব্যবস্থাপক সভা নবজীবন প্রাপ্ত হন; কিন্তু এ বৎসর কি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপকসভা কি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভা উভয়েই এত গুরুতর বিষয় লইয়া এক সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে তাহার সকলগুলি সমান ভাবে বিস্তার করিয়া আলোচনা করিতে উপস্থিত হইলে বৈষয়িকতত্ত্বের ক্ষুদ্র কলেবরের সমস্ত অংশ এই কার্য্যে উৎসর্গ করিলেও যথাবশ্যক স্থান হয় না। এই কারণে আমরা সংক্ষেপে অন্য কয়েক বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিয়া এই সংখ্যায় ফৌজদারি কার্য্যবিধি সংশোধন বিষয়ক পাণ্ডুলিপির অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক আলোচনা করিব। কেন না অন্যগুলি অপেক্ষা ইহা প্রয়োজনীয় অধিক না হইলেও ঘটনাবশতঃ ইহা অধিক আন্দোলনে গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে এবং সাধারণের কৌতূহলাবৃত্তি ইহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে।

(১) ভূম্যধিকারী ও প্রজা সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।—

এই পাণ্ডুলিপি গত ২রা মার্চ্চ তারিখে অনরেবল মিঃ এল্‌বার্ট ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে যত্ন করেন। মিঃ এলবার্ট ইহা ব্যতীত আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন। জমিদারদের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে কুঠারাঘাত করিতে ইনি প্রাণপণে যত্ন করেন। ইহাঁর তর্ক গভীর-চিন্তা-প্রসূত হইলেও অনরেবল্ মিঃ কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার মত বিবিধ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এবং অতি দক্ষতার সহিত এক কালীন মূল্যহীন বলিয়া প্রতীয়মান করাইতে যত্ন করিয়াছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে জমিদার সম্প্রদায়ের কিছু অসুবিধা ও ক্ষতির কারণ হইলেও সাধারণ প্রজাবর্গের বিশেষ সুবিধা হইবে।

যে বিধির দ্বারা অধিকাংশ লোকের উপকার হইবার সম্ভব, তাহার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি ও তর্ক থাকিলেও তাহা আদরণীয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ন্যায় পূর্ব্বক কি অন্যায় পূর্ব্বক জমিদারদিগের প্রধান স্বত্ব ধ্বংস করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, সে বিষয় আমরা এস্থানে আলোচনা করিব না, কিন্তু যাহা দ্বারাই হউক সাধারণ প্রজাবর্গের হিত সাধন করিতে গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক ইচ্ছা আছে দেখিয়া হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই গবর্ণমেণ্টের নিকটে কৃতজ্ঞ হইবেন।

এই বিল সম্বন্ধে আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের অন্য

সংখ্যায় আলোচনা করিব। এই বিল আইনানুরূপ সত্বরেই পাশ হইতেছে না, অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট সময় আছে।

(২) আত্মশাসন বা স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।—

যে আত্মশাসন লইয়া সমস্ত বঙ্গে এ পর্য্যন্ত শত শত সভা উপসভা হইয়া কত আন্দোলন কত আলোচনা হইল, অবশেষে সেই আত্মশাসন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি অনরেবল্ মিঃ মেকলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড-প্রণালীর পরিবর্ত্তে এক সেণ্ট্রেল বোর্ড মাত্র হইবে। নির্ব্বাচন-প্রণালীর সভাপতি-নির্ব্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ এ দেশীয়েরা ইচ্ছা করিতেছিলেন, সমস্তই প্রায় তদনুরূপ হইয়াছে।

(৩) ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।—

দেশীয় সিবিলিয়ানগণ ইংরাজ অপরাধীর বিচার করিতে পারেন না। ইহাতে অনেক সময়ে কার্য্যের অসুবিধা হয়, এই কারণে গত বৎসর ফৌজদারী আইন প্রণয়ন করিবার সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভার অন্যতম সভ্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই বিষয়টী সভায় উপস্থিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গবরনর জেনরেল সেই সময় এই রূপ প্রতিজ্ঞা করেন যে এক্ষণে এই অবস্থায় এই আইন বিধিবদ্ধ হউক, সময়ান্তরে তিনি এ গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। দেশীয় সিবিলিয়ানগণকে এই অধিকার দেওয়া সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় মিঃ এলবার্ট গত ৯ই মার্চ্চ এই বিষয়ের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থিত করেন। দেশীয় সিবিলিয়ানগণ এই রূপ বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইতে পারেন, এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ করিবার জন্য ৩০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে টাউনহলে ইংরাজেরা এক বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। কলিকাতা নগরী স্থাপন হইয়া অবধি কোন এক সভার এত ইংরাজ এক সময়ে উপস্থিত হন নাই। বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে স্রোতের ন্যায় সাহেবেরা আসিয়া সেই দিবস সভা স্থলে একত্রিত হইয়াছিলেন। বক্তাদিগের চিৎকার, হাততালী ও গর্জ্জনে টাউনহলের নিকটবর্ত্তী স্থান সকল সময়ে সময়ে কম্পিত হইতেছিল। এই সভার বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, ইহা কি প্রণালীর সভা হইয়াছিল তাহা পাঠকগণকে জানাইবার জন্য এস্থলে আমরা এই সভার সর্ব্বপ্রধান বক্তা বারিষ্টার মিঃ ব্রান্সন সাহেবের অনুতাপ লিপির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

THE SPEECHES AT THE TOWN HALL.

TO THE EDITOR.

SIR,—Let me say a word on the subject of Mr. J. Croft's letter in your issue of today.

Entirely appreciating the calm and moderate, tone of his criticism upon my speech of Wednesday last, I cannot but admit that I spoke under very great excitement.

My own extreme repugnance to the measure so strongly shared by the vast meeting I addressed, as manifested by their enthusiasm, not unnaturally acted very strongly upon me, a speaker almost entirely unused to a responsive audience.

This must be my excuse for having been

led to use language towards my native fellow-subjects which I feel to be unjustifiable and personally offensive, and which I should never have used except under the influence of very violent excitement.

I am aware that the great mass of the natives have not demanded this measure, and do not desire it, and there are many among them for whom I have very great esteem.

Such language forms no part of the ground on which I rest. I regret and sincerely apologise for the use of it, as well to those to whom it was applied, as to the audience to whom it was addressed.

That I should have been led by my excitement to use such language has pained me myself very much, and I do not fancy that any one has been more grieved by it than myself.

March 2, 1883.

JAMES H. A. BRANSON."

আমরা অনুবাদ না করিয়া উপরে মিঃ ব্রেন্সন সাহেবের অনুতাপলিপির প্রতিলিপি মুদ্রিত করিলাম। কেননা ব্রেন্সন সাহেবের এই পত্রের অবিকল মর্ম্ম রক্ষা করিয়া কোন সংবাদপত্রই অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পাঠক দেখিবেন, তাহার পত্রের প্রতি পঁক্তিতে টাউনহল সভার বিবরণ প্রকাশ করিতেছে।

দেশীয় ইংরাজেরা কেবল কলিকাতায় এরূপ সভা করেন নাই; ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে দুই জন শ্বেতকায় আছেন, সেই স্থানেই ঘোর আড়ম্বরের সহিত এই বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এবং সভাভঙ্গের পর দীর্ঘ টেলিগ্রামে সংবাদপত্রিকার উদর পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাঁদের এইরূপ শত শত সভা হইতে এ পর্য্যন্ত ষাইট হাজারের অধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় সভ্যগণ এই বিষয়ে নিজ নিজ মত অতি বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে মহাত্মা লর্ড রিপণের শাসন-প্রণালী দেখিয়া কোন কোন সংবাদপত্রিকা তাঁহার গবর্ণরি দুর্ব্বল বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই দিবসের বক্তৃতা পাঠ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত ও মোহিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বক্তৃতার আদি অন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় পূর্ণ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, এই পাণ্ডুলিপি আগামী বর্ষের পূর্ব্বে আইনরূপে পরিণত হইবে না। কোন সদ্‌যুক্তিমূলক আপত্তি উপস্থিত করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত তাহাতে কর্ণ অর্পণ করিবেন; নতুবা মূল্যশূন্য উচ্চ চীৎকার মুহূর্ত্তজন্যও তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিবে না। এই দিবসের ব্যবস্থাপক সভা বেলা এগারটার সময় আরম্ভ হইয়া রাত্রি আটটার সময় ভঙ্গ হইয়াছিল। এত দীর্ঘ সময় এক আসনে ব্যবস্থাপক সভার আর কখন কার্য্য হইয়াছিল, স্মরণ হয় না।

৪। মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি।—

রেণল্ড সাহেবের কৃত নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীতে অর্পিত হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটী বিল সংশোধনাদি করণান্তর ব্যবস্থাপক সভায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন এবং তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। রেণল্ড সাহেব বক্তৃতায় যেরূপ বলিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপিতেও তদনুরূপ অনেক কল্যাণকর বিষয় প্রবর্ত্তিত হই-

য়াছে দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। মিউনিসিপাল সভাপতি ও সহকারী সভাপতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, যে সকল মিউনিসিপালিটি কমিসনর নির্ব্বাচনে সমর্থ, তাহারা সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনেও সমর্থ হইবেন। মিউনিসিপাল কমিসনের বা আয়ব্যয়ের যে হিসাব প্রস্তুত করিবেন, তাহা সেন্‌ট্রাল বোর্ড কমাইতে পারিবেন কিন্তু বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

৫। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করণ।—

এ বিষয়টি অতি গুরুতর; কিন্তু সুবিচক্ষণ অর্থসচিব মেজার ব্যারিং এই আয় ব্যয়ের বিবরণ প্রকাশ করিতে এ বৎসর কোন নূতন রাজকর স্থাপন করিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এ বৎসর গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাদে তহবিল অনটন হইবে না। আমরা ক্রোড়পত্রে আয়ব্যয়ের বিবরণ মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

নূতন আইন।

মার্চ্চমাসমধ্যে নূতন কোন প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। মাদক দ্রব্য বিষয়ক আইন সংশোধন করিয়া এক নূতন আইন প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে তাড়িকে মাদক দ্রব্য মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। এক্ষণ হইতে তাড়ি বিক্রয় করিতে মদের ন্যায় লাইসেন্‌স লইতে হইবে। এই আইনের নাম ১৮৮৩ সালের ১ আইন।

সারকুলার।

ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে যদি কোন সভাসমিতি বা সম্প্রদায় দরখাস্ত করিতে চান তবে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম অনুসারে চলিতে হইবে।

(১) যেরূপ বিধি ব্যবস্থার সহিত খোদ ভারতগবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক, কি যে অনুষ্ঠানে খোদ ভারতগবর্ণমেণ্টের অধিকার, তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে হইলে, দরখাস্ত একাএক ভারতগবর্ণমেণ্টের কাছেই করিতে হইবে।

(২) প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন বিধি ব্যবস্থায় ভারতগবর্ণমেণ্টের সম্মতি বা অসম্মতি পাইবার প্রার্থনা থাকিলে, দরখাস্ত প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পাঠাইতে হইবে।

(৩) প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন শাসনগত কার্য্য, অথবা যে কার্য্যের সহিত শাসন গত কার্য্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে তাহা রদ করাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। যে সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতামত গ্রহণ করা আবশ্যক, অথবা যে সকল দরখাস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর এক রকম আপিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, সে সকল দরখাস্ত সম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৪) প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আইনকানুনের সম্বন্ধে দরখাস্ত করিতে হইলে, দরখাস্ত সেই গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পাঠাইবার সময় তাহার এক খানা নকল সঙ্গে সঙ্গেই সরাসর ভারতগবর্ণমেণ্টের কাছে পাঠাইতে হইবে। আইনকানুনের কথা না হইলে নকল পাঠান না পাঠান দরখাস্তকারীদিগের স্বেচ্ছা।

পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষ বিষয়ক সংবাদ। *

২রা মার্চ্চের হাউস অব লর্ডের সভায় মার্কুইস সেলিস্‌বারি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে ফৌজদারী আইন সংশোধন লইয়া যে সকল সভা হইতেছে, ষ্টেট সেক্রেটারী তাহা অবগত হইয়াছেন কি না?" আর একটি বিষয় এই যে, "এইরূপ বিল পাশ সম্বন্ধে ব্যাকি বিলাত হইতে সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে?" উত্তরে আরল্ অব কিমবারলি বলিয়াছেন—"সভা সম্বন্ধে অফি-

---

* বিলাত হইতে আগত সংবাদপত্রিকাসকল হইতে এই সকল সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল। টাইমস পত্রিকায় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ লুইস জাকসন ও বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার জর্জ ক্যাম্বেল ফৌজদারী বিধি সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা এইবার প্রকাশ করিতাম; কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ বৈষয়িক তত্ত্বের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করা যাইবে।

শিয়াল কোন সংবাদ পাই নাই। দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমি জানাইতে ইচ্ছা করি যে, সত্বরেই এই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ ও রিপোর্ট পার্লিয়ামেন্টে আমি প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে দৃষ্ট হইবে ষ্টেট সেক্রেটারির মঞ্জুরী অগ্রে গ্রহণ করা হইয়াছে।"

৫ই মার্চ্চের কমন্‌স সভায় মিঃ ষ্টেনহোপ উপরোক্ত বিষয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে মিঃ ক্রস্‌ বলিয়াছিলেন যে তিনি টাইমস পত্রিকায় এই সংবাদ পাঠ করিয়াছেন। অফিশিয়াল কোন সংবাদ আইসে নাই।

৮ই মার্চ্চ তারিখে মিঃ মেক্‌কারলিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে এরূপ নাকি আইন আছে যে স্ত্রীলোকেরা আদালতে উপস্থিত না হইলেও পারে এবং কোন কোন পুরুষেরও উপস্থিত হইতে হয় না?" উত্তরে মিঃ ক্রস বলেন,—"দেশীয় ব্যবহার অনুসারে যে সকল স্ত্রীলোক বাহির হন না, তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত হইতে হয় না। হয় তাঁহাদের সাক্ষ্য, কমিসনে লওয়া হয়, নতুবা পালকিতে করিয়া আদালতে আনিয়া পালকির মধ্য হইতে গ্রহণ করা হয়। কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থিত হইতে হয় না।"

সমাজনীতি ও সাময়িক সংবাদ।

রাজা দয়ালচাঁদের দান।

রাজা দয়ালচাঁদকে সাধারণে কলিযুগের দাতাকর্ণ বলিত। তাঁহার ন্যায় দাতা ও দয়ালু প্রকৃতপক্ষে দেশে অতিঅল্পই ছিল। কাবুল যুদ্ধে হত ব্যক্তিদিগের পরিবারবর্গের জন্য তিনি এক সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা, দুর্ভিক্ষের সময় এক লক্ষ টাকা, লর্ড এল্গ, ওয়াই, জেডের মূর্ত্তি স্থাপন জন্য সাত হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলেজ, স্কুল, ডাক্তারখানার জন্য প্রতিবৎসর তাঁহার কুড়ি বাইশ হাজার টাকা ব্যয় হইত। এতদ্ভিন্ন, অমুক লর্ডের শ্যালককে বিনা সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা, অমুক সাহেবকে বিনা সুদে চিরকালের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা, এরূপ ঋণ যে কত দিতেন, তাহার ত সংখ্যাই নাই। কাঙ্গালী দরিদ্রকে অনেক দান করিতেন। সময়ে সময়ে গৃহীতার অজ্ঞাতসারেও অনেক দান করিবার অভ্যাস ছিল। যাহারই কেন কষ্ট হউক না, দয়ালচাঁদের কাণে সে কথা আসিলে তাহার আর কষ্ট থাকিত না।

এরূপ উচ্চহৃদয় দয়ালচাঁদ, এক দিবস অপরাহ্ণে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন গ্রামস্থ রামা চামার পেটের দায়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার বিধবা স্ত্রী ও শিশু সন্তানগুলি দুই এক দিবস মধ্যে অন্নাভাবে মরিবে। দয়ার সাগর দয়ালচাঁদ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া পদব্রজেই রামাচামারের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার স্ত্রীকে বিস্তর সান্ত্বনা করিলেন এবং যাবজ্জীবন মুশাহারা দিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। রামার স্ত্রী বলিল—"আহা বাবু, তোমার মত দয়ালু লোক থাকতেও স্বামী আমার ভাত অভাবে গলায় ছুরি দিয়া মরিল।" দয়াল বাবু আত্মহত্যার সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামার স্ত্রী বলিল "আমরা বড় দুঃখী। প্রতিদিন আমাদের আহার হয় না। সে জুতা শিলাই করিয়া দিন দুই চার পয়সা পাইত, তাহাতেই দুঃখে কষ্টে আমাদের সংসার চলিত। আজ মাস দুই হইল, কোন এক বাবুর বাড়ীর ঘোড়ার সাজ মেরামত করিবার দরকার হওয়ায়, অনেক চেষ্টায় বাবুর বাড়ীর দেওয়ানের সঙ্গে টাকায় চারি আনা দস্তুরি বন্দোবস্ত করিয়া সেই কাজটি পায়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদের

কপাল ফলিল,—অদৃষ্ট ফিরিল। এক সঙ্গে চারি পাঁচ টাকা হাতে পাইলে আমাদের আর দুঃখ থাকিবে না। কিন্তু বাবু, ঐ কাজটি শেষ করে, আজ দশ পনর দিন হল দুই বেলা বাবুদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে টাকা না পেয়ে পেটের জ্বালায় সে আজ আত্মহত্যা করিল।" এই বলিয়া রামের স্ত্রী দ্বিগুণবেগে কাঁদিয়া উঠিল। দয়াল রাজা রামার স্ত্রীকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া সন্ধ্যার পর রামার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রতিদিনের নিয়মানুসারে তাঁহার কর্ম্মচারী প্রিয়নাথ হিসাবের খাতা আনিয়া সেই তারিখে কত আয় ব্যয় হইয়াছে দেখাইতে উপস্থিত হইল। দয়ালচাঁদ হিসাবের খাতা দৃষ্টি করিতে করিতে হঠাৎ এক পাতায় রামা চামার নামটি লেখা আছে দেখিলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু পাঠ করিয়া দেখেন; তাঁহারই ঘোড়ার সাজ মেরামতের জন্য রামা চামারের ছয়টি টাকা পাওনা রহিয়াছে। দয়ালচাঁদ কম্পিতহস্তে খাতাখানি মাটীতে রাখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—

"অতি উর্দ্ধে সূর্য্যালোকে দৃষ্টি অনুক্ষণ।
(কিন্তু) পদতলে জ্যোৎস্নাপোকা মরে অগণন॥"

গোয়ালিনীর সুমিষ্ট উত্তর।

কোন এক পল্লী গ্রামের জমীদারের বাড়ীতে কৃপানাথ দাস নামে জনৈক কর্ম্মচারী ছিল। কৃপানাথের উপর সংসারিক যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শনের ভার ছিল। জমীদার স্বয়ং কিছু দেখিতেন না বা কোন কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল কৃপানাথ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং কৃপানাথ সর্ব্বক্ষণের জন্যই তাঁহার হিতচেষ্টায় রত থাকেন। প্রকৃতপক্ষেও কৃপানাথের কতকগুলি গুণ ছিল। কি হিসাবপত্রে কি মোকদ্দমা মামলায় কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু রসময়ী নাম্নী এক গোয়ালিনী তাঁহাকে এক দিন পরাস্ত করিয়াছিল। রসময়ী জমীদারের বাড়ীতে দুগ্ধ যোগাইত। সকলেই জানিত রসময়ী দুধে বড় জল দিত না। কিন্তু কৃপানাথ মাসের শেষে রসময়ীর দুধে বড় জল দেখিতে পাইতেন। মাসান্তে যখন হিসাব করিয়া দুগ্ধের মূল্য দেওয়া হইবে তখন জল দেওয়া দুধের কথা উল্লেখ করিয়া কৃপানাথ প্রতি টাকায় দুই আনা হিসাবে বাদ দিলেন। রসময়ী বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল এবং রীতিমত দুধ যোগাইতে লাগিল। কিন্তু এবার অনেকেই দুধের নিকৃষ্টতা বুঝিতে পারিলেন। কৃপানাথ রসময়ীর এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না; কিন্তু মাস শেষ হইলে হিসাবের সময়ে প্রতি টাকায় চারি আনা বাদ দিলেন। রসময়ী বিনা বাক্যব্যয়ে পূর্ব্বের ন্যায় প্রস্থান করিল। কিন্তু পর মাসে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। কৃপানাথ এই রূপে ক্রমাগত হিসাবে বাদের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। চতুরা রসময়ীও হস্ত-কৌশলের পরিচয় ক্রমেই অধিক দিতে লাগিল। এই রূপে তিন চারি মাস গত হইলে কৃপানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া এবার প্রতি টাকায় আট আনা বাদ দিলেন। রসময়ীও ঈষৎ হাসিয়া প্রস্থান করিল; এবং যাইবার সময় মনে মনে বলিতে বলিতে গেল যে "লাভের বাড়ীর নিকটেও যাইতে পার নাই কিন্তু সাদা রঙ্গ বুঝি আর রাখা যায় না।" পর দিবস

নিয়মিত সময়ে রসময়ী জমীদারের বাটীতে প্রবেশ করিল কিন্তু দুগ্ধপাত্র দেখিয়া বাটীর মধ্যে মহা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। এবার পাত্রে সাদা বর্ণও নাই, কেবল জল! কৃপানাথ দাস ক্রোধে অধীর হইয়া রসময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসময়ি! এ কি—ইহার অর্থ কি?" রসময়ী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞা, এর অর্থ টাকায় ষোল আনা বাজেয়াপ্ত। কৃপানাথ পরাস্ত হইয়া এবার হিসাবে এক পয়সাও বাদ দিলেন না। কৃপানাথের এই কার্য্য আর রসময়ীর ব্যবহার দেখিয়া বাটীর বৃদ্ধ ভৃত্য সাধু রন্ধনগৃহে থাকিয়া বাটীর পরিচারিকা সুমতি দাসীকে সম্বোধন করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"মানুষ অবিশ্বাসী হয় না; মানুষ মানুষকে অবিশ্বাসী করিয়া তোলে।"

ক্ষুদ্র হইতে মহৎ উপদেশ।

জ্যোৎস্নাপোকা।

একটি জ্যোৎস্নাপোকা ঈষত হাসিয়া,
ঈষৎ আলোকবিন্দু চৌদিকে ছড়াইয়া।
কবিরে বসিতে দেখি, ভগ্ন মঠতলে,
জ্যোৎস্নামাখা মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলে;—
তোমরা না এ জগতে কবি হইয়াছ?
কল্পনার চক্ষে বিশ্ব দেখিতে শিখেছ?
তাই কি হে এ সংসারে কিছু না পাইয়া,
ক্ষুদ্রের তুলনা দাও আমারে তুলিয়া?
হায় রে কি দুঃখ! নিজে চক্ষুহীন হ'য়ে,
অপরের চক্ষু দিতে যাও রে খুলিয়ে!
ভাবিও না, ভাবিও না, এ বিশ্ব সংসারে
বেশী ব্যবধান এই কীটে আর নরে!
ঐ সৌরজগতে ঐ যে গ্রহতারাগণ,
যদিও প্রকাণ্ড, কিন্তু করিলে তুলন
অনন্ত বিশ্বের সনে, ক্ষুদ্র জ্যোৎস্নাপোকা,—
ঈষৎ আলোকমাত্র যায় অঙ্গে দেখা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্র যদিও তাহারা
নিজব্রত সাধিতে কি সদা জ্ঞানহারা?
বিধির আদিষ্ট কার্য্যে রত অবিরত,
ছড়াইতে আলোরাশি নিজ সাধ্যমত।
আমিও ত সেই বিধি-আদেশ পাইয়া
সাধ্যমত আলোবিন্দু দিতেছি ঢালিয়া।
ঘৃণা-চক্ষে কবি মোরে দেখো না কখন—
ক্ষুদ্র দেহ হলেই কি ক্ষুদ্র সেই জন?
নরদেহে শির আছে কিন্তু বলি তাই
ক্ষুদ্র অঙ্গুলির কি হে প্রয়োজন নাই?
এক একটি সৃজিত বস্তু, অনুক্ষণ
এক একটি অভাব করিছে মোচন।
অতএব এই সত্য জানিও রে ভাই
এ মহান্ বিশ্বমাঝে ক্ষুদ্র কেহ নাই।"

শ্রীমতী জ—

সাময়িক সংবাদ।

দান।—নববিভাকর পাঠে অবগত হওয়া গেল যে,—"হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল বাবু মোহিনীমোহন রায় ওবৎসর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার উৎসাহার্থ একটি ৪০ টাকার পারিতোষিকের ব্যবস্থা করেন। সেই জন্য ১০০০ টাকা দিয়াছিলেন; এবার উহার উপর আর ৫০০ টাকা দিয়া একটি বার্ষিক ৬০, টাকার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সাহিত্য ও দর্শনের ঐরূপ দুইটি বৃত্তির জন্যও আর ৩০০০ হাজার টাকার কাগজ দান করিলেন। স্মৃতির বৃত্তিটী মোহিনী বাবুর মাতা ক্ষেত্রমণি দেবীর নামে এবং সাহিত্য-দর্শনের বৃত্তি দুইটি তাঁহার পিতা রাজকৃষ্ণ রায়ের নামে চলিবে। মোহিনী বাবু রাজসাহী ও কৃষ্ণনগর কলেজের জন্য দুইটি বার্ষিক ৮০ টাকার পারিতোষিক

দানের ব্যবস্থা করিলেন। বি, এ, পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে দুইটি কলেজের যে দুইটি ছাত্র সর্ব্বপ্রধান হইবে তাহারাই পারিতোষিক পাইবে। পারিতোষিকের জন্য মোহিনীমোহন বাবু ৪০০০ টাকার কাগচ দিয়াছেন। মোহিনীমোহন বাবুর এ বিদ্যানুরাগ জন্য ছোট লাট সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।"

"ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বাবু গোপালচন্দ্র সরকার নিজের নামে একটি এবং মৃতপুত্রের নামে একটি, এই দুইটি মেডেল বৎসর বৎসর সেখানকার স্কুলে দিবেন। ১০০০ টাকা দিয়াছেন, ইহারই সুদ হইতে মেডেল দুইটি প্রস্তুত হইবে।"

দাতব্যভারতপ্রকাশক বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"মুক্তাগাছার খ্যাতনামা রাজা শ্রীল শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর ভারতপ্রকাশ কার্য্যের বিশেষ হিতেচ্ছু হইয়া এক কালীন এক সহস্র ১০০০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঐ মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ জমিদারবংশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতনারায়ণ রায় চৌধুরী ১০০, বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী ১০০, শ্রীল শ্রীযুত বাবু জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ৫০, শ্রীযুত বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ৫০, শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ২৫, শ্রীযুত বাবু যাদবকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ২৫, বাবু কেদারকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ২৫, বাবু ঈশানচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ১০, বাবু হরেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ১০, শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী চৌধুরাণী ২৫, টাকা দান করিয়া দেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মানুরাগিতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

নববিভাকর লিখিয়াছেন—"কচ্ছাধিপতি পাণলালজী মহারাজের রাজমহিষী চাপান ভোগ উৎসব করিবেন। দীয়তাং ভুজ্যতাং যতদূর হইতে হয় হইবে। ভোগের জন্য বোম্বাই হইতে ৭০০ মন চিনি রপ্তানী হইয়াছে।"

ঐ পত্রিকা আরো লিখিয়াছেন,—"দিঘাপতি রাজধানীর নিকটস্থ হাঘরিয়া গ্রামে আগুন লাগিয়া সমস্ত গ্রামটি পুড়িয়া গিয়াছে; ১১২টী বাটী ভস্মসাৎ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, দিঘাপতির রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর অগ্নিকাণ্ড নিবারণের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করাইয়াছিলেন এবং এখন গ্রামবাসীদিগকে প্রতিদিন চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য দিয়া সাহায্য করিতেছেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়েও সাহায্য করিবেন শুনা যাইতেছে। দিঘাপতিরাজের এরূপ অনুষ্ঠান অপর ভূম্যধিকারীর অনুকরণীয়।"

ইংরাজি সমাজ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন,—আগুনী নাম্নী এক ফিরিঙ্গীরমণী গোমিজ নামক এক ব্যক্তির নামে এই বলিয়া নালিস করে যে, গোমিজ তাহার সার্দ্ধ ষোড়শ বর্ষের কন্যাকে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া টাঙ্গারা নামক এক উদ্যানে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে মোকদ্দমা উঠিলে গোমিজ উক্ত যুবতিকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায় মোকদ্দমা এক্ষণে স্থগিত রহিল।

বিলাত হইতে গত মেলে যে সকল সংবাদপত্রিকা আগত হইয়াছে, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব মোকদ্দমার বিবরণ দৃষ্ট হইল। কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পারিসনগরে ভ্রমণ করিতে যাইয়া একটী হোটেলে অবস্থিতি করেন। একদা তাঁহার কক্ষের পার্শ্বস্থ গৃহে একটী রমণী গাহিতেছিল—"প্রিয় আয়ার্লণ্ড রে আমার!" সম্ভ্রান্ত যুবক সঙ্গীতে মোহিত হইয়া তান ধরিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই প্রিয়া হইবে আমার।" পরে নাকি সত্য সত্যই দুইজনে পরিচয় ও বিশেষ প্রণয় হয়। এক দিবস যুবক রমণীর সহিত নানা বিষয় গল্প করিতে করিতে "চুম্বনের" গল্প উত্থাপন করেন এবং চুম্বন লইয়া আন্দোলন করিতে করিতে ও চুম্বনের সুখ দুঃখ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে, চুম্বনে কি পরিমাণ সুখ ও আনন্দ আছে, রমণীর অধরে তাহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করেন। রমণী ও যুবক বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু এক্ষণে যুবক অনিচ্ছুক হওয়ায় রমণী নালিস করিয়াছেন। বিচারে যুবক এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, তাঁহার যে আয়, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টের ব্যয়ই তাঁহার কুলায় না, ইহার উপর স্ত্রীর খরচ কুলান তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা পূর্ব্বেই তিনি রমণীকে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়, চুম্বনের বিষয়; পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকের সম্মতি বা মত লওয়া হইয়াছিল। বিচারক তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষতিপূরণ জন্য রমণীকে চারি হাজার টাকা দিতে হুকুম করিয়াছেন।

দেশীয় সমাজ।—চক্রবর্ত্তী বলেন—"আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও চমৎকৃত হইলাম, টাঙ্গাইল গ্রেহাম হায়ার ইংলিস স্কুলের বর্ত্তমান ৫ম.শিক্ষক বাবু শশিমোহন তালুকদার গত পরশ্ব রজনীযোগে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। শশী বাবুর পলায়নে অনেকে অনেকরূপ অনুমান করিতেছেন। শুনিতে পাইলাম তাঁহার বিধবা—কে সঙ্গে করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে

কোন রহস্য আছে?" এইরূপ সংবাদগুলি সংবাদপত্রিকায় যত স্থান না পায় ততই সুখের বিষয়।

মেদিনীপুরের সহযোগী লিখিয়াছেন, সেখানকার জজ সাহেব সে দিবস একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার সাক্ষ্য লইবার সময় তাহার ঘোমটা খোলাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কন্যার স্বামী স্বয়ং সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। জজসাহেব যে এত দিবস এদেশে থাকিয়াও বুঝেন না এখানে স্ত্রীলোকেরা চতুর্দ্দশবৎসর পূর্ব্বেই যুবতী পর্য্যায়ে পরিণত হয় এবং যুবতীদিগের অবগুণ্ঠন মোচন করা মহাপাপ, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আত্মহত্যা।—বিজনীর নব্য রাজা, সে দিবস ৫নং চৌরঙ্গীর বাড়ীতে নেপালি ছোরার দ্বারা কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। হতাশ প্রণয় নাকি এই আত্মহত্যার কারণ!

যে সংবাদ মানুষে বিশ্বাস করে না।—চারুবার্ত্তা শুনিয়াছেন, আমেরিকার অন্তর্গত মিচি গ্রামের এণ্ডার উড নামক এক ব্যক্তি নিশ্বাসে অগ্নি জ্বালিতে পারেন। শুষ্ক তৃণাদির উপর তিনি নিশ্বাস ফেলিলে তাহা নাকি জ্বলিয়া উঠে। সোমপ্রকাশ এই সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন "এটি কোন আড্ডার খবর?"

আর একখানি সংবাদপত্রিকায় দেখা গেল, একজন সাহেব বুরুস দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিতেছিলেন। অসাবধানতা বশতঃ বুরুস খানি হঠাৎ গলার মধ্যে প্রবেশ করে। বাহির করিতে অশক্ত হইয়া অগত্যা তিনি তাহা গিলিয়া ফেলেন। কিন্তু শূকরের কতকগুলি লোম উদরে যাওয়ায় উদরের পীড়া হয়। ডাক্তার আহ্বান করিলে পর ডাক্তার অনেক চিন্তা করিয়া উদর কাটিয়া বুরুস বাহির করিয়া শেলাই করিয়া ক্ষত আরোগ্য করিয়া দিয়াছেন।

পত্রান্তরে দৃষ্ট হইল, আমেরিকার একজন বিখ্যাত ডাক্তার দুইজন লোককে দুই সহস্র টাকা দিয়া দুইজনের দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কাটিয়া একটী পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা সমাপনান্তে অঙ্গুলি পূর্ব্বের মত জোড়া লাগাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, তাড়াতাড়ির জন্য একজনের অঙ্গুলি অন্যের হস্তে লাগান হইয়াছে। এই দুইজন সহোদর ভ্রাতা। এরূপ পরিবর্ত্তন হওয়ায় কনিষ্ঠের কোন আপত্তি রহিল না কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিন্তিত হইয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ডাক্তার তুমি একি সর্ব্বনাশ করিলে আমার অঙ্গুলি হস্তে থাকিলে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কি প্রকারে তাহার স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে? স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর কখনই কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।" ডাক্তার ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে না পারায় তিনি ডাক্তারের নামে ক্ষতিপূরণের জন্য নালিস উপস্থিত করিয়াছেন।

বিলাস সংবাদ—আনন্দবাজার লিখিয়াছেন—"মোরকোদেশে রাজকার্য্য অতি আশ্চর্য্য প্রণালীতে সমাধা হইয়া থাকে। এক গ্রামের লোকেরা, ফসল না হওয়াতে, পূরা খাজনা—২০০ অশ্ব ও ৬৫ হাজার ফ্রাঙ্কমুদ্রা—দিতে অসমর্থ হয় ও রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রীর নিকট বাকি খাজনা রেহাই দিবার জন্য আবেদন করে। মন্ত্রী ভাবিলেন কখন কাহাকেও এক পয়সা রেহাই দিই নাই, কেমন করিয়া এত রাজস্ব ছাড়িয়া দিব? পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী ভায়া এই সমস্যার মীমাংসা করেন। তিনি উক্ত গ্রামবাসীদিগকে বলেন যে তাহারা যদি ৩০টি যুবতী কন্যা রাজাকে উপহার দিতে পারে, তবেই তাহাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে। তাহারা সম্মত হইল ও সকল পক্ষই সন্তুষ্ট হইলেন। গ্রামবাসিগণের সন্তোষের কারণ, তাহাদিগকে অর্দ্ধেক খাজানা দিতে হইল না;—রাজস্ব মন্ত্রীর আহ্লাদের কারণ, তিনি রাজস্ব ছাড়িয়া দেন নাই, অন্যরূপে পোষাইয়া লইয়াছেন;—রাজার আনন্দের কারণ, এই অসার সংসারে ত্রিংশৎটী স্ত্রীরত্ন লাভ করিলেন;—আর যুবতীদিগের আহ্লাদের কারণ, রাজরাণী হওয়া—সুতরাং সকলেই এ বন্দোবস্তে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

এই পত্রিকা আরো লিখিয়াছেন—"প্যারিসনগরে এক অতি মূল্যবান্ ও মনোরম খাট বিছানা প্রস্তুত হইয়াছে। একজন ভারতবর্ষীয় রাজার ফরমাইসে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে ও শীঘ্রই তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মূল্য ২৫০০০, টাকা। খাটখানি অতি মূল্যবান্ কাষ্ঠে প্রস্তুত ও রূপার কাজ করা। বিছানাটী এমন নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত, যে, কেহ উহার

উপর বসিলেই ভিতর হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরে মনোহর বাদ্য উত্থিত হইতে থাকে। খাটের চারিকোণে চারিটী বালিকার প্রস্তর-প্রতিকৃতি—একটি গ্রীক, একটী স্পেনিশ, একটী ইটালিয়ান ও অন্যটী ফ্রেঞ্চ। তাহাদিগের আভরণের মধ্যে এক সোনার সর্প কোমরে জড়াইয়া রহিয়াছে। এই চারিটী বালিকা, নিদ্রিত ব্যক্তির উপর অনবরত পাখার বাতাস করিতে থাকে। তাহাদিগের চক্ষুও এমনি নির্ম্মিত যে যখন তাহারা বাতাস করিতে থাকে, তখন জীবন্ত মনুষ্যের ন্যায় তাহাদিগের চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। বস্তুতঃ যখন এই সৌভাগ্যবান্ মহারাজ রাজকার্য্যের শ্রান্তিদূর করিবার জন্য, এই পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবেন,তখন মনোহর সঙ্গীতধ্বনিতে, সুমধুর বায়ুহিল্লোলে ও চারিপার্শ্বস্থ তরুণী রমণীগণের মোহিনী ও সজীব মূর্ত্তি দেখিলে বাস্তবিকই তাঁহার স্বর্গসুখ লাভ হইবে। এই চারিটী বিদ্যাধরীর স্কন্ধে চিত্রিত পাখা-সংলগ্ন আছে ও তাহাতে তাহাদের জাতীয় চিহ্ন খচিত আছে। সর্ব্বোপরি মহারাজের রাজবংশীয় চিহ্ন বিচিত্র কারুকার্য্যে খোদিত। পাঠক! এই প্যারিসী পালঙ্কের বর্ণনা শুনিয়াই কি তোমার তদুপরি শয়নের অর্দ্ধেক সুখ লাভ হয় নাই?"

আর এক সহযোগী লিখিয়াছেন—"ক্যাম্বের নবাবের দাওয়ান শ্যামরাও কিছুদিন পূর্ব্বে নবাবের নিমিত্ত একটী অশ্ব ক্রয় করিবার জন্য দুইজন লোককে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের যাতায়াতের ব্যয় আট সহস্র টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু পশুটীর মূল্য ইহার এক চতুর্থাংশও নহে। এ দাওয়ান কি আজিও পদস্থ আছেন?"

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

রেসমের ব্যবসায়।

রেসম কি?

এই জগতে যত অপূর্ব্ব ও চিত্তমুগ্ধকর সামগ্রী আছে, তাহার মধ্যে প্রজাপতি একটী প্রধান। প্রজাপতি সামান্য একজাতীয় পতঙ্গ হইলেও তাহার বিচিত্ররূপে সভ্য জগতের মার্জ্জিত-রুচি সুসভ্য লোক হইতে পর্ব্বতগহ্বরবাসী অসভ্য মানব পর্য্যন্ত সকলেই মুগ্ধ। একটী প্রজাপতিকে একবার দেখিয়া আবার সেইদিকে চক্ষু না ফিরাইয়াছেন এমন লোক সংসারে কেহই নাই। কিন্তু প্রজাপতিগুলির কেবল এই অসামান্য রূপ নহে; ব্যবসায়ীর চক্ষে দেখিতে উপস্থিত হইলে ইহার ন্যায় অর্থদাতা অতি অল্পই আছে। প্রজাপতি সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবির চক্ষে যত আদরণীয় উপার্জ্জনপ্রিয় ব্যবসায়ীর চক্ষে তাহা অপেক্ষা অল্প আদরণীয়, নহে। আমরা যে সকল রেসমী বস্ত্র ব্যবহার করি এক প্রকারের প্রজাপতিই তাহার প্রকৃত জন্মদাতা। প্রজাপতি যখন গুটী পোকা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার মুখ হইতে সুতার মত এক প্রকার লালাপদার্থ নির্গত হয়। এই সুতার মত লালাপদার্থ দ্বারা এক একটী গোলাকার সামগ্রী ইহারাই প্রস্তুত করে। এই গুলিকে ইংরাজীতে "ককুন" (Cocoons) এবং বাঙ্গলা-ভাষায় কোয়া বলে। যন্ত্রদ্বারা এই কোয়া হইতে সুতা প্রস্তুত করা হয় এবং সেই সুতা বা রেসম সমস্ত সভ্য জগতে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। এ দেশের কৃষকদের মধ্যে একটি উপকথা আছে, "বনের পাতা খেয়ে পোকা, ঢেলে দেয় সোনার টাকা!"

রেসমের ন্যায় প্রচুর লাভকর ব্যবসা অল্পই আছে। রেসম পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই আজকাল জন্মিতেছে।

রেসম কোথায় জন্মে?

কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই রেসম জন্মে না, বা জন্মিলেও ইহার উৎপাদনের চেষ্টা সকল প্রদেশে করা হয় না। ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাঙ্গলার রেসমের কারবার অধিক বাঙ্গলারও প্রত্যেক জেলায় রেসম হয় না। মালদহ, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বগুড়া এবং রাজসাহিতে অপেক্ষাকৃত অধিক রেসম উৎপন্ন হয়। কিন্তু শেষোক্ত জেলা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রেসম জন্মে। গত বৎসর সমস্ত বাঙ্গলা হইতে ৩৭৮৯০৪০ টাকায় প্রায় ১০১৪৩ মণ রেসম * ভিন্ন দেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর কেবল রাজসাহি হইতে কত রেসম রপ্তানি হইয়াছে তাহার সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই কিন্তু সাধারণতঃ রাজসাহি হইতে প্রতিবৎসর ৫০০০ হাজার মণ রেসম উৎপন্ন হয় †। এক্ষণে সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা কিছু অল্প

* See B. Administration Report 1881—82.
† See Statistical Account of Rajshahye P. 83

উৎপন্ন হইতেছে। কেননা আমাদের এই পত্রিকার কার্য্যালয়ের অনতিদূরে এ প্রদেশস্থ রেসমের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যের স্থান বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। এইস্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রতি সপ্তাহে একলক্ষ দেড়লক্ষ টাকার রেসম বিক্রয় হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ অর্দ্ধেকের অপেক্ষাও অনেক অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। তাহাও বৎসরের সকল সময়ে নহে। রেসম ব্যবসায়ের এরূপ হ্রাস হইবার কারণ কি? স্থানান্তরে এ সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করিব।

এ দেশে রেসমের ব্যবসায় কোন্ সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে?

রেসমের ব্যবসা কোন্ সময়ে এবং কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করা কঠিন। এ সম্বন্ধে নানা ব্যক্তির নানা মত। কিছুদিবস হইল মিঃ লিণ্ড জাপানের একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠে জানা যায়, প্রথমে চীনে রেসমের ব্যবসা আরম্ভ হয়। চীন দেশের গ্রন্থ বিশ্বাস করিলে বাইবেল বর্ণিত জলপ্লাবনের একশত বৎসরেরও পূর্ব্বে চীনে রেসমের ব্যবসায় ছিল। কথিত আছে, খৃষ্ট জন্মিবার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত চীন সম্রাট হোয়াংহইটের সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী সাইলিংচি স্বয়ং রেসমের পোকা প্রতিপালন করিতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ জে গেইগান সংগৃহীত ভারতবর্ষীয় রেসম সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, চীন দেশেই নিশ্চয় রেসমের ব্যবসা প্রথম প্রচারিত হয়। যদিও এই সকল মতের প্রতি সন্দেহ করিবার আমাদের অধিকার নাই কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে উপরোক্ত মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ বা বিশ্বাস করিবারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। মহাভারত ও রামায়ণ এবং তদপেক্ষাও প্রাচীন মনুসংহিতাদির স্থানে স্থানে রেসমী বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, রেসম বহু সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষে জন্মিতেছে।

পূর্ব্বতন সময়ে রেসম ব্যবসায়ের অবস্থা।

অতিপূর্ব্ব সময়ে রেসমের ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ ছিল এবং কি প্রণালীতেই বা ইহার ব্যবসায় চলিত, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যবসায় সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। মুসলমানদিগের সময়ে রেসম অপেক্ষা এ দেশের তুলজাত দ্রব্যের অধিক গৌরব ছিল, ইতিহাসাদিতে এরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়।

মধ্য সময়ে রেসম ব্যবসায়ের অবস্থা।

ইতিহাস ইত্যাদির সাহায্যে যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও পোর্টুগীজদিগের সময়ে এদেশে রেসমের ব্যবসায় সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখের "A letter to our agent council jn Fort St. Georgo" শীর্ষক পত্রে এদেশের রেসম ব্যবসায় সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বকার তারিখের রেসম-বিষয়ক আর কোন পত্র কি রিপোর্ট আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রেসম-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন তাহার অনেক নিদর্শন পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সময় জঙ্গিপুর কুঠির মিঃ এটকিন্সন সাহেব বড়পলু বা (Bombyx Texfor) নামক উৎকৃষ্ট পোকার বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে চীন দেশ হইতে এই বীজ আনয়ন করা হইয়াছে, এবং এই শ্রেণীর পোকা অতি উৎকৃষ্ট। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙ্গলা অধিকার করিবার পূর্ব্বে এক সময়ে ব্যবসায়ে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল কিন্তু এই সময় বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায়ে রেসমের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াই তাঁহারা এদেশে কারবার রাখিতে পারিয়াছিলেন; নতুবা হয়ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া বাধ্য হইয়া এদেশ ত্যাগ করিতে হইত। এবং তাহা হইলে পশ্চাতে এই বিস্তৃত ভারত রাজত্ব তাঁহাদের আয়ত্তাধীন করিতে পারিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে এক দিবস একজন চিন্তাশীল কৌতুকপ্রিয় বঙ্গীয় বক্তা বলিয়াছিলেন যে, রেসমই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের আদি কারণ! সে যাহা হউক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট রেসমের ব্যবসায় নানা বিষয়ে ঋণী।

বর্ত্তমান সময়ে রেসম ব্যবসায়ের অবস্থা।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যত্নে এ দেশের রেসমের ব্যবসায় এক সময়ে অতি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্ত হইবার পর ক্রমে ক্রমে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি রেসম-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কুঠি ও কারবার স্থান সকল বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক রেসম-উৎপাদক

জেলাতেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কারবার স্থান ছিল। কথন্ কোন্ জেলার কুঠি হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল, ইহার তালিকা আমরা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই রাজসাহী জেলায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির যে কুঠি ছিল, এবং এক্ষণে "বড়কুঠি" নামে যে স্থান বিখ্যাত, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহা ত্যাগ করেন এবং মিসার্স আর, ওয়াটসন কোম্পানি নামক এক সম্প্রদায় বণিক তাহা অতি সুলভমূল্যে গ্রহণ করেন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সংস্রব ধ্বংস হওয়ায় রাজসাহির কুঠির কোন ক্ষতি হয় নাই পক্ষান্তরে উন্নতিই হইয়াছিল। ওয়াটসন কোম্পানি এ প্রদেশের রেসম-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বিস্তর যত্ন করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। রেসম-ব্যবসায়ের অবনতি হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাপি সহস্র সহস্র লোক ওয়াটসন্ কোম্পানির প্রসাদে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহীর কালেক্টার গবর্ণমেণ্টে এক রিপোর্ট করিয়াছিলেন, এই রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় ঐ বৎসর ওয়াটসন্ কোম্পানীর অধীনে অন্যূন আট নয় হাজার লোক কেবল রেসমের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া প্রতিপালিত হইতেছিল। কেবল এই এক রাজসাহিতে এক কারবার-স্থানে নহে, অদ্যাপি বাঙ্গলার নানা স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক রেসমের ব্যবসায়ে সুখসচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যদিও আজ কাল শুনিতে পাওয়া যায় রেসমের ব্যবসায়ের কিঞ্চিৎ অবনতি হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত তুলনা করিলে বাঙ্গলায় রেসমের ন্যায় লাভকর ব্যবসায় অতি অল্পই আছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইবার আবশ্যক করে না, সামান্য একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ধানের জমীর নিরিখ যেস্থানে ১ একটাকা ১॥০ দেড়টাকা তাহার পার্শ্বেই তুঁতের জমি থাকিলে সে জমীর নিরিখ ৭।৮ টাকা ধার্য্য করা হইয়া থাকে। যদিও ইহা দ্বারা কিছু উৎপীড়ন করা হয় বলিয়া বোধহয় * কিন্তু রেসমের ব্যবসায় অদ্যাপি এতদূর লাভকর রহিয়াছে, যে, লাভের সহিত তুলনা করিয়া কৃষকেরা এরূপ জমাকেও কষ্টকর বোধ করে না।

* There is another point, Both in the Rajsahye and in the Berhampore districts, there are many Estates, under the Court of Wards. Unless the managers of these Ward estates are men of honor and honesty, they will be much more grasping, and will extort far more bribes than hereditary Zemindars. This they will do from the nature of things. They will know that their term of control over the Wards' estates is short and that they must make hay while the sun shines. I know one or two of these men, and all I know of them is to their credit. But notwithstanding that, there may be, and I rather fear there are, men of a very different stamp. It appears to me that Government does not take sufficient precautions to secure thoroughly honest men for the managers of Wards' esates in India. I think it quite likely that there is a good deal of underhand oppression, carefully concealed from Government, exercised on Ryots in Wards' estates. This would cease, if the ryots were educated sufficiently to know how to appeal in any sensible way to the Collector of the District, who is over all managers of Wards' estates, and who would at once give them redress against illegal cesses. But they are so ignorant as to be unable to do even this. I am given to understand from inquiries I have made, that many of the Wards' estates in Rajshahye are rack rented. If so, Government ought to lower the rents, for it has complete control over Wards' estates. If the rents of these rack rented estates were lowered, then a vast quantity of land would immediately come under mulberry cultivation to the great benefit of the silk trade.

(The Indian Agriculturist Vol. VII-P.390)

রেসমের ব্যবসায় কেবল এরূপ অসাধারণ লাভজনক নহে।

রেসমের ব্যবসায় বঙ্গীয় যুবকদিগের উপযোগী কিনা?

অর্থহীন ও শ্রমকাতর অর্দ্ধশিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের উপযোগী যদি কোন ব্যবসায় জগতে থাকে, তবে রেসমের ব্যবসায়ই তাহা। এত অল্প মূলধনে এত অধিক লাভ, এবং এত অল্প পরিশ্রমে এত অধিক ফল, আর কোন্ ব্যবসায় আছে? আমরা জ্ঞাত নহি। একজন সাহেব বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীরা যেমন শারীরিক শ্রমকাতর, নিপুণ ও ধৈর্য্যশীল তাহাতেই বোধহয় বিধাতা এদেশে রেসমের ব্যবসায় দিয়াছেন। রেসম-পোকা প্রতিপালন করিতে প্রতিপালকের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা চীনবাসীদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে। তাহাদের পরেই বাঙ্গালীর।

(ক্রমশঃ)

গৃহস্থালী।

যে, গৃহে বাস করে, সেই গৃহস্থ। গৃহস্থ শব্দ শুনিলে ব্যবসায়ী চাকুরিয়া প্রভৃতি অপেক্ষা সাধারণতঃ এক শ্রেণীর লোকের কথা মনে উদয় হয়। এবং গৃহস্থ কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন একখানী সুন্দর সরল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র চিত্র চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেন একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ী, যেন সেই বাড়ীর এক গৃহে গৃহিণী গৃহকার্য্যে রত, আর একস্থানে বালকগুলি ক্রীড়া করিতেছে, পুষ্টদেহ গাভীবৎসগুলি কখন বা দৌড়াইয়া আসিয়া সেই বালকগুলির সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে আবার ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া একদিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতেছে। গৃহপালিত 'মঞ্জুরি' বিড়ালটী রন্ধন গৃহের দ্বারসম্মুখে গৃহে প্রবেশেচ্ছু যে কোন লোকের পা জড়াইয়া জড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেন মধ্যাহ্ন সময়ের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় করিয়া রাখিতেছে। আঙ্গিনা বা প্রাঙ্গনের কোনএক দেশে শস্য রাখিবার জন্য একটী গোলাকৃতি শস্যের গোলাঘর। সেই ঘরের নিকটে একজন মধ্যবয়স্ক প্রফুল্লচিত্ত লোক দাঁড়াইয়া ভৃত্যদিগকে একাজে ওকাজে নিযুক্ত করিতেছে, এবং কখন কখন আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে সুদূরে শস্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। এই সুখের জীবন, এই প্রিয় পরিবার, এই পুষ্টদেহ গাভী, শস্যপূর্ণক্ষেত্র, ফলফুলপূর্ণ উদ্যান, এবং এই প্রাচুর্য্যপূর্ণ গৃহের, একমাত্র অধিকারী। মনে কর, সদানন্দ নামে একজন গৃহস্থ। এই গৃহস্থের ভাণ্ডারে রত্ন নাই কিন্তু শস্য আছে, উদ্যানে বিলাস গৃহ নাই কিন্তু মিষ্টদল আছে, অন্তঃপুরে অলঙ্কার যুক্তা পরমা সুন্দরী স্ত্রী নাই কিন্তু পতিব্রতা কার্য্যক্ষমা পত্নী আছে, হৃদয়ে উচ্চ অভিলাষ বা অহঙ্কার নাই কিন্তু শান্তি ও সহৃদয়তা আছে; মস্তকে মিল, কমৃটির প্রখর চিন্তাশক্তি-প্রসুত দার্শনিক তত্ত্ব নাই কিন্তু গার্হস্থতত্ত্ব আছে। এই গাহস্থতত্ত্ব বা গৃহস্থালীর জ্ঞান আছে বলিয়াই সদানন্দের গৃহে আজি সুখ শান্তির প্রাচুর্য্য ও পবিত্রতা পূর্ণভাবে বিরাজিত।

পাঠক যদি জিজ্ঞাসা কর—"সদানন্দের সংসার এমন সুখের সংসার কেমন করিয়া হইল?" তাহার উত্তরে আমি বলিব সদানন্দের চরিত্রে কয়েকটী প্রধান গুণ ছিল; তোমার চরিত্রে যদি সেই কয়েকটী গুণ থাকে বা শিক্ষা করিতে পার, তবে তোমার জীবন, তোমার সংসারও সদানন্দের মতন কিম্বা তাহার অপেক্ষাও অধিক সুখের হইবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিবে সেগুণ কি? আমিও তাহাই আজি তোমাকে বলিতে ইচ্ছুক হইয়াই এ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি এবং এই ভূমিকা এতক্ষণ করিলাম। কিন্তু এই স্থানে একটী কথা তুমি যদি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা কর সেগুণ কি? তবে আমি বুঝিয়াছি তুমি সদানন্দ হইতে পারিবে না। যে কোন বিষয় জানিবার প্রবল পিপাসা সদানন্দের একটী চরিত্রগত গুন ছিল। কৌতূহলবৃত্তি মানুষের মনের জীবনস্বরূপ। যাহার কোন বিষয় জানিবার জন্য প্রবল পিপাসা হয় না, সকল বিষয়েই যাহার বৈরাগ্য, সে কোন বিষয় কার্য্যেই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উদরের ন্যায় মনেরও ক্ষুধামান্দ্য হয়। আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহার নাম মনের ক্ষুধামান্দ্য। পরিশ্রম না করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দিলে উদরে ক্ষুধামান্দ্য রোগ জন্মে এবং এই আলস্যের কারণেই মনেরও ক্ষুধামান্দ্য রোগ জন্মিয়া থাকে। পাঠক নিশ্চয় জানিও যাহার গৃহের সকল ব্যক্তি, সকল সময়েই কোন না কোন কার্য্যে রত থাকে, তাহার গৃহে কখনই কলহ বিবাদ বিসম্বাদ, অর্থাভাব অন্নাভাব হতাশা ও দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়া প্রবেশ করিতে পারে না।

আমরা অনেকের, এমন কি অনেক শিক্ষিত যুবকেরও মুখে অনেক সময়ে শুনিতে পাই কাজ যে নাই, কি কাজ করিব? এ কথার অর্থ নাই। এই বিস্তৃত পৃথিবীতে,—অনন্ত বিষয়সমুদ্রে কার্য্যের অভাব নাই। যে বলে "কাজ যে নাই, কি কাজ করিব?" তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, এইমাত্র যে তাহার জীবনে শক্তি নাই, সে কি কাজ করিবে?

সদানন্দকে সর্ব্বদা কার্য্যে রত দেখিয়া একজন অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোক তাহাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "সদানন্দ! তুমি দিন রাত কাজ কর, তোমার কাজ কি শেষ হয় না?" সদানন্দ একটু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল "ভাই! গঙ্গা দিন রাত চলে, তাই বলে কি গঙ্গার জল ফুরায়? না গঙ্গা চুপ করে বসে থাকে?" সদানন্দের গৃহিনীর একটী প্রিয় কথা ছিল। সে কথায় কথায় বলিত;——

"পড়া লোহায় মর্‌চে ধরে
বসা মানুষ ক্ষিদেয় মরে।"

সদানন্দের গৃহিনীর আরও কতকগুলি এই শ্রেণীর কথা ছিল। সে অনেক সময় বলিত;—

"নিপুণ হয়ে দেখ্‌বে যা
মনের সঙ্গে গাঁথ্‌বে তা।"

তাহার আর একটী শ্লোক;—

"হয় না যাতে প্রাণ-পিপাসা
সে কাজে তার নাইক আশা।"

গৃহিনীর এই কথাটী সদানন্দের হৃদয়ে খোদিত হইয়াছিল। তাহার জীবনে কৌতূহল বৃত্তি ও কোন বিষয় জানিবার পিপাসা অধিক পরিমাণে ছিল। আমরা উপরে বলিয়াছি সদানন্দের ইহা একটী চরিত্রগত গুণ ছিল। এই কারণেই সদানন্দের জীবন ও সদানন্দের গৃহস্থালী সুখপূর্ণ। সদানন্দ এই সুন্দর বাড়ী ও আনন্দপূর্ণ সংসার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। সে নিজে নিজের মাথার ঘামে পা ধুইয়া এই সুখের সংসার গড়িয়াছিল।

এই আদর্শ গৃহস্থের,—বাটী, শস্যক্ষেত্র, দৈনিক কার্য্য, আয় ব্যয়, সঞ্চয়, পরিবার প্রতিপালন প্রভৃতি সকল বিষয়েরই চিত্র যথাস্থলে ক্রমে ক্রমে আমরা চিত্রিত করিতে যত্ন করিব।

(ক্রমশঃ)

গোয়াল ঘর।

দ্বিতল-বিলাস-গৃহবাসী শিক্ষিত যুবক দুই দণ্ড তাঁহার প্রিয় সেক্ষপিয়ার কালিদাস, বা বীণ এসরাজ ত্যাগ করিয়া অপরিস্কার দুর্গন্ধময় গোগৃহে বা গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার তাঁহার দুর্দ্দশা প্রাপ্ত গোরুগুলির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করেন, এরূপ অনুরোধ করিবার আমাদের সাহস বা ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থ, সংসারের সকল কার্য্য যাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা ও অভ্যাস আছে, গোরুর অবস্থার প্রতি যাঁহাদের শস্য ক্ষেত্রের অবস্থা অধিক নির্ভর করে; এবং যাঁহারা গো, মেষ, মহিষাদিকে নিজের সম্পত্তি-মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ও গোজাতির অভাবে যাঁহাদের জীবন চলে না বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই আমরা একবার "গোয়াল ঘরের" দিকে দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

এদেশে যেমন গোজাতির সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, দিনদিন যেমন গোজাতি দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রদেহ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বাঙ্গলার গোয়াল ঘরের দিকে একটু অধিক দৃষ্টি করিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই আর অবহেলা করা উচিত হয় না।

বাঙ্গলার এক এক স্থানে মড়ক উপস্থিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে হাজার হাজার গোরু মরিয়া যাইতেছে। সামান্য চিকিৎসায় যে সকল পীড়া আরোগ্য হইতে পারে গো-চিকিৎসকের অভাবে সেই সকল পীড়ায় শত শত গোরু মরিয়া যাইতেছে। পীড়াগ্রস্ত বা অনুপযুক্ত ষাঁড়ের দ্বারা অসময়ে লক্ষলক্ষ গাভী গর্ভবতী হওয়ায় যে সকল বৎস জন্মিতেছে, তাহার মধ্যে কত জন্মমাত্র মরিয়া যাইতেছে বা বাঁচিয়া থাকিলেও ক্রমেই দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। এই সকল কারণে ক্রমেই এদেশীয় গোরু ক্ষীণ ও 'রোগা' হইতেছে। এইরূপ দুর্ব্বল গোরু লাঙ্গল দ্বারা ভূমি চষিবার সময় উত্তমরূপ কার্য্য করিতে পারে না, শস্যও এই কারণে অনেক স্থানে ভাল জন্মে না। দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী সকলও এই কারণে ক্রমেই মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে।

যদি এইরূপ ভাবে ক্রমেই গো-জাতির অবনতি হইতে থাকে, তবে আর একশত বৎসর পরে সমস্ত বাঙ্গালাদেশকে এই কারণে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই ক্ষতি কেবল কৃষিকার্য্য বা গোজাত উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীতে মাত্র সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশীয় বাণিজ্যের উপর পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিবে।

মানুষের বিশেষতঃ বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনে সকল পশু অপেক্ষা গোরুর সহিত অধিক সংশ্রব। গোরুর দুগ্ধ হইতে রক্ত পর্য্যন্ত, বিষ্ঠা হইতে মূত্র পর্য্যন্ত, শৃঙ্গ হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত, অস্থি হইতে লোম পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে আবশ্যক হয়। বাঙ্গালীর সূতিকাগৃহ হইতে মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় জলন্ত চিতায় পর্য্যন্ত গোজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। গোজাতির উপর এতদূর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই কৃতজ্ঞ আর্য্যগণ গাভীকে জননী সম্বোধন করিয়াছেন, দেবী বলিয়া বর্ণনাও

করিয়াছেন। এবং গাভী-হত্যাকে নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া ভয় করিয়াছেন।

এইরূপ; আমাদের জীবনের একটী অতি প্রয়োজনীয় জীবের মন্দ ও ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই চিন্তিত হইবেন। আমরা জানি, অনেকে এবিষয় চিন্তাও করিয়াছেন। আমরাও সময়ে সময়ে এ বিষয় চিন্তা ও কি উপায় অবলম্বনে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান ও সংগ্রহ করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছি। বাঙ্গলা ভাষায় গো-বিষয়ক কোন গ্রন্থ বা এদেশীয় কোন চিকিৎসকের গো-শারীরতত্ত্বে অভিজ্ঞতা না থাকায় এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় মত গঠন করিবার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। তথাপি অসম্পূর্ণ ও অপ্রচুর তত্ত্বাদি যে পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া আপাততঃ আমরা যে উপায়ে বর্ত্তমান দুরবস্থাপন্ন গোজাতির অন্ততঃ কতকটা উন্নতি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবার জন্য "গোয়াল ঘর" শীর্ষক এই প্রস্তাবটীর অবতারণা করিয়াছি। এই প্রস্তাব;—(১) গর্ভিণীকরণ প্রথার সংস্করণ, (২) গো পালন, (৩) গোচিকিৎসা, (৪) গোজাত দ্রব্যের উৎকর্ষসাধন; এই চারিভাগে বিভক্ত হইবে॥

(১) গর্ভিণীকরণ প্রথার সংস্করণ।—

এদেশের গোরুগুলি দিন দিন এত রোগা ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া যাইবার যে কএকটী প্রধান-কারণ, তাহার মধ্যে গাভীর অসময়ে এবং অকর্ম্মণ্য ষাঁড়ের দ্বারা গর্ভিণী হওন একটী। যে সময়ে গাভী ঋতুমতী হয়, তাহা লক্ষ্য করা উচিত। গাভী ঋতুমতী এবং বীর্য্যগ্রহণ অর্থাৎ গর্ভধারণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না ইহা স্থির করিবার জন্য কতকগুলি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গাভীর যখন গর্ভধারণ করিবার সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহার দুগ্ধ ক্রমেই অতি অল্প হইতে থাকিবে, সর্ব্বদা চঞ্চল হইবে এবং কিছুতেই একভাবে অধিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। যদি মাঠে চরাইতে দেওয়া হয়, তবে এইরূপ ঋতুমতী গাভী অন্য গাভীর উপর উঠিতে ইচ্ছা করিবে। সর্ব্বদা অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ করিবে। এরূপ গাভীর পুচ্ছ মুহূর্ত্তকালের জন্যও সাধারণ ভাবে থাকিবে না—ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইতে থাকিবে। এই সময় উপস্থিত হইলে গাভীর আহার করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত কমিয়া যায়। বাহিরদেশ লালবর্ণ ও ঈষৎ স্ফীত হয়। প্রসবদ্বার হইতে স্বচ্ছ আঠার মত একরূপ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এই স্বচ্ছ আঠার মত পদার্থ দুই দিবসের অধিককাল নির্গত হয় না।

এইরূপ লক্ষণ যখন দেখা যায়, তখনই জানিতে হইবে, গাভী গর্ভধারণের উপযুক্ত হইয়াছে। তখন সময় নষ্ট না করিয়া ষাঁড়ের নিকটে পাঠাইতে হইবে। এদেশের কৃষকগণ সময় উপস্থিত হইলে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যে কোন একটা ষাঁড় প্রাপ্ত হইলেই গাভীকে গর্ভিণী করাইয়া লইয়া থাকে। এইটী ভয়ানক অনিষ্টের কারণ। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, সত্বর সত্বর গাভীকে গর্ভিণী করিয়া আনিবার জন্য নির্ব্বোধ কৃষকেরা অল্পবয়স্ক ষাঁড় অধিক মনোনীত করে। ষাঁড় যত প্রাচীন হইবে বৎস ততই বলবান্ হইবে। এদেশে সাধারণতঃ গাভী গর্ভিণী করিতে একটা ষাঁড়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং এক বৃক্ষের গুড়ির সহিত গাভীকে রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হয় এবং ষাঁড়কে বারংবার উত্তেজিত করা হয়। এইরূপ বল প্রয়োগ দ্বারা অনিচ্ছা সত্বে উভয়কে মিলিত করান অতি অনিষ্ট কর। বিলাতে "ব্রীডিং ফারম্" নামে এক একটী স্থান আছে; এদেশেও তদ্রূপ করা কর্ত্তব্য। কিছু জমী ঘেরিয়া তন্মধ্যে স্থানে স্থানে উচ্চ-নিম্ন করিয়া এবং একদিকে কিছু দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ কোণ বাহির করিয়া গো গর্ভিণী করিবার স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ স্থানে প্রথমে গাভীকে আবদ্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ পরে ষাঁড় প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এইরূপ হইলে নিজ নিজ ইচ্ছা-মত উভয়ে মিলিত হইতে পারে এবং বৃক্ষতলে সহস্র লোক সমক্ষে নানারূপে উত্তেজিত ও অনিচ্ছিত ভাবে মিলিত হওয়া অপেক্ষা এইরূপ স্থানে স্বেচ্ছায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় উভয়ে যথাসময়ে উত্তেজিত হইয়া সংসর্গ করণ দ্বারা যে বৎস উৎপাদিত হয় তাহা অনেকাংশে বলবান্ ও উৎকৃষ্ট হয়।

[ক্রমশঃ]

বাঙ্গলা দেশের জন্য নূতন লাভকর ব্যবসায়।

যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়াও শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া বৈশাখ মাসের রৌদ্রের মধ্যে মাঠে মাঠে ক্ষেত্র পর্য্য-

বেক্ষণ করিয়া বেড়াইতে অশক্ত। কোন পুরুষে যাহা করে নাই,—সমান শ্রেণীর লোকের মধ্যে কেহ যাহা করে না, এমন কার্য্যে হাত দিতে কাহারই সাহস হয় না। মূলধনও প্রত্যেক ব্যক্তির এত অধিক পরিমাণে থাকিতে পারে না যে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া সকলেই কোন না কোন এক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। চাকুরি দুর্ল্লভ সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় মধ্যশ্রেণীর অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য এক্ষণে কোন্ বিষয়ের দিকে চাহিবেন? কৃষিকার্য্যে পরিশ্রম করিতে হয়, কোন কোন সমাজে নিন্দিত হইতে হয়; ব্যবসায়ে অর্থ আবশ্যক করে; চাকুরিতে কেবল বিদ্যাবুদ্ধি নহে, বিস্তর অনুরোধ সুপারশ আবশ্যক করে। সহায়-সম্পদ্-হীন অর্দ্ধশিক্ষিত সহস্র সহস্র বঙ্গীয় যুবকের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা এই কারণে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে।

এমন কি কোন কার্য্য নাই, যাহাতে অতি অল্প মূলধন আবশ্যক করে, নিজের গৃহে বসিয়াই কার্য্য করিলে চলিতে পারে এবং সেই কার্য্যে বেশ দশ টাকা লাভও হইতে পারে? আমরা অনেক চিন্তা করিয়া এই প্রশ্নের একটী সন্তোষকর উত্তর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। আজ কাল মধ্য শ্রেণীর বঙ্গীয় যুবক যেরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতেছেন, ঠিক তাহার উপযুক্ত একটী নূতন লাভকর ব্যবসায় আছে। এই ব্যবসায়ের নাম "মধুমক্ষিকার ব্যবসায়"। বিলাতে, জর্ম্মণীতে, পোলাণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য অনেকদেশে সেই সেই স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বাঙ্গালী জাতি অপেক্ষাও দরিদ্রতায় জড়ীভূত হইয়া পড়িতেছিল। ইহাদের মধ্যে এই লাভকর ব্যবসায় প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়া অনেকে এক্ষণে একরূপ সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

এই ব্যবসায়ে মূলধন আবশ্যক করে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা কিছু ব্যয় একখানি চক্র বা চাক সংগ্রহ করিতে; মধুমক্ষিকা পোষণ করিলে অল্প সময় মধ্যে পোষিত হয়। কতকগুলি দ্রব্যাদি আছে, সেইগুলি ব্যবহার করিলে ইহারা ক্রুদ্ধ হইলেও হুল বিঁধাইয়া দিতে পারে না; পারিলেও দংশনকষ্ট হয় না। এই ঔষধ কি? যথা সময়ে পরে, আমরা তাহা উল্লেখ করিব।

বিলাতে মিঃ পেগডেন নামক একজন সাহেব "মৌমাছি হইতে বার্ষিক সাতশত টাকা আয়" নামে একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। তাঁহার এই পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৮৬৪ সালে তাঁহাকে কেহ মৌমাছি পুষিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি এই কার্য্যের জন্য কেবল ১২ সিলিং বা ৬ ছয় টাকা মাত্র ব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহা হইতে যে লাভ হইয়াছিল, তাহা ব্যয় করিয়া ক্রমে ক্রমে চারি বৎসরের মধ্যে এতবড় কারখানা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন যে একশত খানি উৎকৃষ্ট চাক তাঁহার হইয়াছে। ভাল করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিলে প্রতি চক্রে প্রায় এক মণ করিয়া মধু প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা ব্যতীত বিস্তর টাকার মোম পাওয়া যাইতে পারে।

এদেশে রেসম পোকার ন্যায় মৌমাছি পুষিয়া ব্যবসায় চলিতে পারে কি না, এ বিষয় কিছু দিবস হইল মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে আলোচনা চলিতেছে। মধুমক্ষিকা সংক্রান্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের একখানি রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই

রিপোর্ট হইতে এদেশের মৌমাছি সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইতে পারে।

সম্প্রতি কলিকাতায় "এগ্রিকল্‌চারাল্‌ গার্ডনে" একজন সাহেব প্রতিপালন, করিবার জন্য কতকগুলি মৌমাছি বিলাত হইতে আনাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইনি এদেশীয় মৌমাছি সংগ্রহের বিশেষ যত্ন করিতেছেন। কি প্রণালীতে মৌমাছি ধরিতে ও পুষিতে হয়, তাহা যে কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে এই মহাত্মা, আহ্লাদের সহিত শিক্ষা দেন।

(ক্রমশঃ)

প রি শি ষ্ট।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার গণনার ভ্রম।

আমি ১২৯০ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপিত বিষয়টি পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম এবং মনে করিলাম, আমাদের শুভাদৃষ্টক্রমে এবার ভট্টপল্লীস্থ কতিপয় পঞ্জিকাকার মহাশয়গণের অনুগ্রহে উক্ত বৎসরে ধর্ম্ম এবং বৈধ বিষয়ের কার্য্য সকল যথাকালে করিতে পারিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎপরেই দেখিলাম, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় প্রতিদিনের রবিভুক্তি ও সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত, বারবেলা ও কালরাত্রি, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা এবং ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি যাহা লিখিত আছে, তাহা দেখিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যাদি করিলে সকলই পণ্ড ও পতিত হইবে।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ভট্টপল্লীস্থ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব জ্যোতীরত্ন তথা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত রামময় তর্করত্ন তথা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়গণ নিজেই এই সকল ভুলিয়াছেন। যথা—

সন ১২৯০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে চৈত্রমাসের ৩০শে পর্য্যন্ত উদয় ও অস্ত, অস্ত ও উদয় সম্পূর্ণরূপে ভ্রমপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা দিবা ও রাত্রির পরিমাণ দণ্ডপল যাহা লিখিয়াছেন, সেই দণ্ডপলকে ইংরাজি ঘণ্টা ও মিনিট করিলেই উক্ত ভ্রম সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে। আর বারবেলা ও কালরাত্রি যাহা বৈশাখ মাসের ১লা হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত লিখিত আছে, তাহা রাত্রি ও দিবার পরিমাণ দণ্ড-পলাদিকে ইংরাজী ঘণ্টা ও মিনিট করিলেই উক্ত ভয়ানক ভ্রম স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

পূর্ব্বাপর সকল পঞ্জিকাতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিনমানের লিখিত দণ্ড পল অনুযায়িক ঘণ্টা ও মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়; কিন্তু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় তাহার বিপরীত। ১লা বৈশাখ দিবা ৩১। ১২ পল, উহাকে ঘণ্টা ও মিনিট করিলে ১২। ২৮। ৪৮ সেকেন হয়; কিন্তু উক্ত পঞ্জিকার দিনমানের পরিমাণ মতে ৫। ৪৫। ২৪ সেকেন গতে সূর্য্যের উদয় আর ৬। ১৪। ৩৬ সেকেন গতে সূর্য্যের অস্ত হয়; উক্ত পঞ্জিকায় ৫। ৪৭। ০ সেকেনে উদয় আর ৬। ১৫। ৪৮ সেকেন গতে সূর্য্যের অস্ত, ইহা কখনই হইতে পারে না। আর দেখুন সূর্য্যের উদয় অবধি ২ প্রহর

পর্য্যন্ত ৬। ১৩ মিনিট, তাহার পর ৬। ১৫। ৪৮ সেকেন গতে সূর্য্যের অস্ত, ঐ উদয় এবং অস্তের ঘণ্টাকে দণ্ড করিলে উদয়াবধি ২ প্রহর পর্য্যন্ত ১৫। ৩২। ৩০ বিপল হয়, আর ২ প্রহরের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ১৫। ৩৯। ৩০ বিপল হয়, ঐ দিনমানকে চতুর্থাংশ করিলে ৭। ৪৮ পল হইবে; ইহা প্রহর, ৬। ১৩ ছয় ঘণ্টা তের মিনিটকে অর্দ্ধেক করিলে ৩। ৬। ৩০ সেকেন হয়, ইহাকে দণ্ড করিলে ৭। ৪৬। ১৫ বিপলে ১ প্রহর, ইহা পূর্ব্বাহ্ণের প্রহর, ৭। ৪৯। ৪৫ বিপলে অপরাহ্ণের প্রহর। আমরা জানি ৪ প্রহরেরই দণ্ড পল সমান কিন্তু উক্ত পঞ্জিকায় বিপরীত। এক্ষণে আমরা কি করি,—দিনমানের চতুর্থাংশকে প্রহর বলিব? কি অপরাহ্ণের ঘণ্টার মতে প্রহর গ্রাহ্য করিয়া শুভ-কার্য্যাদি এবং জাতবালকের জন্মপত্রিকাদি গণনা করিব? এইরূপ সকল মাসেই দেখিতে পাইবেন।

আর বৈশাখ মাসের রবিভুক্তি অয়নাংশ মতে গণনা। যথা—

মেষলগ্নের মান ৪। ৭ পল, ইহাকে ৩১ দিয়া ভাগ করিলে ০। ৭। ৫৮। ৩ অনুপল প্রাপ্ত হওয়া গেল, ইহাই প্রতিদিনের রবিভুক্তি, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে মেষলগ্নের ০। ৭। ৫৮। ৩ অনুপল গতে সূর্য্যের উদয় হইবেক; এইরূপ ৩১ দিনে রবি মেষ লগ্নের মান ৪। ৭ পল ভোগ করিবেন, কিন্তু গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় মেষলগ্নের ০। ৫। ২১ বিপল গতে সূর্য্যের উদয় হইবেক লিখিত আছে, আর ঐ মাসের (অর্থাৎ বৈশাখের) শেষ দিবস অর্থাৎ ৩১ একত্রিংশৎ দিনে ৪। ৪। ৪৬ বিপল ভোগ করিবেন। তাহা হইলে অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান মেষ রাশির কত? ৪।৭ পল কি ৪।৪।৪৬ বিপল? এইরূপ সকল মাসেই দৃষ্ট করিবেন।

বিবাহ।

১৫ই বৈশাখ, ষষ্ঠ শুক্র তজ্জন্য হইবে না। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, কালরাত্রি। ২৭ শে আষাঢ়, পরিঘ যোগ জন্য দোষ। ২৮ শে আষাঢ়, দশ যোগ ভঙ্গ এবং ৪৬। ৫৯ গতে দগ্ধা এবং বিষ্টি দোষ। ২রা ফাল্গুণ, লগ্নাভাব এবং বিষ্টি দোষ।

দীক্ষা।

৬ই বৈশাখ, দ্বাদশী এবং নক্ষত্র দোষ। ২৭শে বৈশাখ, তিথি দোষ। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, তিথি দোষ। আর আষাঢ় মাস অবধি চৈত্রমাস পর্য্যন্ত যে কয়েকটি দীক্ষার দিন লিখিত আছে, তাহা অকা-লের নিমিত্ত হইতে পারে না।

গৃহারম্ভ।

১লা বৈশাখ, দগ্ধা এবং নক্ষত্র দোষ।

শ্রাদ্ধ।

২২ শে বৈশাখ, দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট হইবে না, ২১ শে বৈশাখ হইবে। ৩রা অগ্রহায়ণ পঞ্চমীর সপিণ্ডন হইবে না; ৪ঠা হইবে।

শকাব্দাঃ ১৮০৩ শকের মহাবিষুব সংক্রান্তি লইয়া মহা আন্দোলন হওয়াতে বালিগ্রামবাসী শ্রীশ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি পঞ্জিকাকার মহাশয় একটি ব্যবস্থাপত্র করিয়া, দেশ বিদেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের স্বাক্ষরিত উক্ত ব্যবস্থা পত্র গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় মুদ্রিত করিয়া জনসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর রবি সংক্র-মণ ৩০শে চৈত্র সোমবার ৪৪।৫৯ পলে রবি মেষ রাশিতে গমন করায় এ দেশস্থ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণেরা ব্যবস্থা করিলেন যে, ৩০শে চৈত্র সোমবার পরার্দ্ধকাল পুণ্য হইবেক। কেবল

ভট্টপল্লীস্থ শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র ন্যায়বাগীশ তথা শ্রীযুক্ত জয়রাম ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ কহিলেন, যে পুণ্যকাল অবধি সংক্রমণকাল পর্য্যন্ত এক তিথি হইলে সংক্রমণ দিবসের পরার্দ্ধ পুণ্যকাল হয়। আর পর দিবস সৌর মাসারম্ভ হইবেক; ইহা সর্ব্বসম্মত বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন। এক্ষণে দেখুন, সন ১২৯০ সালের ৩১ শে ভাদ্র শনিবার ত্রয়োদশী ৪।৩৪ পল আছে, তাহার পর চতুর্দ্দশী, পুণ্যকাল অবধি রবি সংক্রমণ কাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে কি না? ইহা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হইতেছে, যে পুণ্যকাল অবধি সংক্রমণকাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশী প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইলে মহাশয়েরা দেখুন ভট্টপল্লীস্থ উল্লিখিত ভট্টাচার্য্যগণ কেমন করিয়া পরদিন অর্থাৎ ১লা আশ্বিন রবিবার সংক্রান্তির পুণ্যকাল এবং তৎপর দিনে মাসারম্ভ লিখিয়াছেন। আমার কখনই বিশ্বাস হয় না যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ঐ সংক্রান্তি বিষয়ে মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এবং রামেন্দ্র ন্যায়বাগীশ এবং জয়রাম ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাদয়গণ স্বাক্ষর করিয়াছেন। সম্পূর্ণ অর্দ্ধরাত্রের পর, অর্থাৎ রাত্রি ২ প্রহর এক দণ্ডের পর রবি সংক্রমণ হইলে, পর দিবসের পূর্ব্ব যামদ্বয় পুণ্যকাল আর ঐ দিবসকেই মাসান্ত বলিয়া এক্ষণে ব্যবহার করা যায়; বস্তুত উহা মাসান্ত নয়, পর মাসের প্রথম দিন জানিবেন। আর অর্দ্ধরাত্রের মধ্যে রবি সংক্রমণ হইলে সংক্রমণকালে যদি দিবা-সম্বন্ধী তিথি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সংক্রমণ দিবসের পরার্দ্ধকাল পুণ্য হয়, ইহা যথার্থ শাস্ত্রসম্মত; আর যদি সংক্রমণ দিবসের তিথি সংক্রমণকাল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সংক্রমণ দিবসের পরার্দ্ধ এবং পর দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধকাল পুণ্য হয়, সংক্রান্তি নিমিত্ত কার্য্যাদি সংক্রমণ দিবসে কর্ত্তব্য, ঐ দিবসেই মাসান্ত হইবে, উক্ত দিবস সংক্রান্তি নিমিত্ত কর্ম্ম না করিলে অগত্যা ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার করিবেক। আর ৩১ শে ভাদ্র শনিবার দিবা ২ প্রহরের পর সংক্রান্তি নিমিত্ত সকল কর্ম্মই করিবেক এবং ঐ দিবসেই মাসান্ত হইবেক। ভট্টপল্লীস্থ নূতন পঞ্জিকাকার মহাশয়গণ যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় রবিবারে মাসান্ত এবং সংক্রান্তি পুণ্যকাল লিখিয়াছেন, তাহা ভ্রম। অতএব মহাশয়গণ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা দেখিয়া ঐ দুইটি সংক্রান্তি নিমিত্ত কোন কর্ম্মই করিবেন না; করিলে অসিদ্ধ হইবেক।

(উদ্ধৃত প্রেরিত পত্র) অঃ বাঃ পঃ

চিকিৎসা।

আমাদের দেশে আজ কাল পঞ্চবিধ চিকিৎসা প্রচলিত দেখা যায়। কবিরাজী, হকিমী, এলিয়োপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও বৈদ্যুতিক। এই পঞ্চবিধ চিকিৎসারই সমালোচনা,—বিশেষ সমালোচনা, আমাদের ভাবতেরই কর্ত্তব্য,; এ বিষয়ের কিছুনা কিছু জ্ঞান থাকা অস্মদাদির অতীব প্রয়োজনীয়। যেহেতু চিকিৎসার সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষা করাই ঐশ্বরিক নিয়ম এবং আরোগ্যই সর্ব্বধর্ম্মের বা সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মূল। প্রায় তাবৎ জীবই নিজনিজ চিকিৎসা নিজেনিজেই করিয়া থাকে; বন্য পশুপক্ষী বা গল-বন্ধন-বিহীন গৃহপালিত কুক্কুর বিড়ালাদি যে স্বীয় রোগ নির্ণয় স্বয়ং করে,—সেই সেই রোগের ঔষধ-তৃণাদিও বিদিত থাকে এবং যথাকালে স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তৎ-সেবনেই আরোগ্য লাভ করে, ইহা বোধ হয় অনেকেই অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। এতাবতা আমাদিগের প্রতিব্যক্তিরই যে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। সামান্যত কতকগুলি রোগের নিদান, পূর্ব্বলক্ষণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা অবগত না থাকিলে অনেক সময়ে যে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়, ইহাও অনেকে অনবগত নহেন; বিশেষত যাঁহারা সুচিকিৎসক শূন্য প্রদেশে বসতি করেন বা অল্প আয়ে বহুপরিবার ভরণ পোষণ করেন, তাঁহাদের

যে সময়ে সময়ে চিকিৎসা-জ্ঞানের অভাবে যাবজ্জীবন মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে হয়, ইহাও অশ্রুতপূর্ব্ব নহে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "আয়ুর্ম্মর্মাণি রক্ষতি" অর্থাৎ আয়ু থাকিতে মৃত্যু হয় না। কিন্তু তাঁহাদের ইহা অবগত থাকাও উচিত যে, তৈল থাকিতেও বাত্যাঘাতে দীপ-নির্ব্বাণ অদৃষ্টচর নহে; এইজন্যই বিষ্ণুপাদোদকের গ্রহণ-মন্ত্রে 'অকালমৃত্যুহরণং' দেখা যায়। অথবা "নাকালে ম্রিয়তে জন্তুঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি" অর্থাৎ কালপ্রাপ্ত না হইলে কাহারও মৃত্যু হয় না এবং কাল প্রাপ্তে কেহ জীবিত থাকিতেও পারে না। যদি ইহাই সাব্যস্ত হয় তথাপি রোগযাতনা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যও রোগের নিদান জানা নিতান্ত আবশ্যক এবং অল্পে অল্পেই সুস্থ হইবার জন্য রোগের পূর্ব্বলক্ষণ-জ্ঞানও প্রয়োজনীয়; ও পরে রোগ, প্রকৃত আকারে আক্রমণ করিলে শীঘ্র শীঘ্র কষ্ট উপশমের জন্য তৎপরিচয় ও চিকিৎসাজ্ঞানও অল্প প্রয়োজনীয় নহে। হয়ত কোন অদৃষ্টবাদী এস্থলেও 'যদভাবি ন তদ্ ভাবি, ভাবিচেন্ন তদন্যথা' অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা হইবেই এবং যাহা হইবার নহে তাহা হইবেই না, এই মত অবলম্বন করিতে পারেন পরং এরূপ মতবাদীদিগকে বোধ হয় অন্ন-পানীয় গলাধঃকরণও করিতে হয় না, যেহেতু যদি অন্ন পানীয় গলাধঃকৃত হইবার হয়, হইবেই বলিয়া স্থির থাকিলেই হইতে পারে।

কোন কোন ভক্ত, হয়ত ঈশ্বরানুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদিগের ইহা বিবেচনা করাও কর্ত্তব্য যে তৃণাদিতে রোগনাশিনী শক্তি, তদবোধক শাস্ত্রবোধ, এবং তদব্যবহারে স্বাস্থ্যলাভ; ইহাও ঈশ্বরেরই নিয়মানুগত। স্রষ্টার সৃষ্টি একরূপ নহে, কোন জীব আপন দেহস্থ লোম বা পালকেই শীতাতপ বারণ করে, কাহাকেও বা কন্থা-ছত্র ব্যবহার করিতে হয়; কোন প্রাণী বা একস্থানে পড়িয়া থাকিয়াই শ্বাসগ্রহণানুযায়ী জীবাদি খাদ্য উদরসাৎ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, কাহাকেও বা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্ন আহরণ করিয়া পাকান্তে হস্তের সাহায্যে গলনলিতে প্রদান করিতে হয়। এতাবতা ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বুদ্ধিজীবীদের সকল অবস্থাই, তত্তৎবুদ্ধি ও তত্তদনুগামী শিক্ষাদির অনুগত হইবে;- এইরূপই তাঁহার ইচ্ছা! অদৃষ্ট বা দৈব তাহার বলে থাকিতে পারে! পরং আমাদের পুরুষকার যে অবশ্য প্রদর্শনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যথা একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ঈদৃশ-দীর্ঘ প্রস্থ শরীর গ্রহণই বৃথা হয়।

শেষ কথা;—সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় তাবৎ বস্তুর সংগ্রহের জন্যই সতত চেষ্টাবান্ থাকিতে হইবে (সত্য বটে! চেষ্টা ফলবতী হওআ না হওআ ঈশ্বরাধীন বা অদৃষ্টাধীন) ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। যিনি সর্ব্ববিধ চেষ্টাই এককালে ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কেনই বা চিকিৎসা-জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে? অন্যত্র যাঁহাদিগকে প্রতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য উদ্যুক্ত থাকিতে হয়, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষসিংহকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করেন, এই বচনটীই যাঁহাদের জীবনীশক্তির পরিচালক, তাঁহাদিগের সকলেরই যে চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানও যথাসম্ভব থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও কোনরূপ আপত্তি না থাকিতে পারে। প্রয়োজনীয়তাই যদি অর্জ্জনের একমাত্র প্রকৃত হেতু হয়, তবে চিকিৎসাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে, তদর্জ্জনেই বা মনুষ্যের স্পৃহা না জন্মিবে কেন? অতএব ভরসা করি,—যাঁহারা বিষয়ী, বৈষয়িকতত্ত্ব যাঁহাদের আদরণীয়, চিকিৎসাবিষয়ক এ পর্য্যালোচনাও তাঁহাদের অপ্রীতিকর না হইতে পারে।

আমার এই বহ্বাড়ম্বর ভূমিকা দৃষ্টে পাঠক! হয়ত ভাবিতেছ, আমি একজন চিকিৎসক, আমার নিজের পশার ও চিকিৎসার পুস্তকাদি-প্রকাশার্থই এ উদ্যম এবং সেই পুস্তকগুলির গ্রাহক সংগ্রহ করাই ইহার উদ্দেশ্য। বস্তুত তাহা নহে। আমি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহি, চিকিৎসার পুস্তক প্রকাশার্থও এ যত্ন নহে সুতরাং তাদৃশ গ্রাহকসংগ্রহের কথা দূরপরাহত। আমার অভিপ্রায়,—ইদানীং এ দেশের সর্ব্বপ্রদেশেই বিবিধ রোগ যন্ত্রণার পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ শ্রুতিবিবরকে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে;—ক্ষীণকায়, হীনমস্তিষ্ক ও জর্জ্জরিতদেহ ব্যতীত, প্রকৃত সুস্থশরীর যে বিরল-দৃশ্য, ইহা প্রায় সকলেরই স্বীকার্য্য। এদিকে সর্ব্বত্র বিশেষত রাজধানীতে চিকিৎসাও নানাপ্রকার দেখা যাইতেছে। এস্থলে তাবতেরই বিশেষ বিচার্য্য, যে, কোন্ চিকিৎসার কি প্রকৃতি? কোন্ চিকিৎসার কি গুণ? কোন্ চিকিৎসার কিরূপ পরিণাম? এবং কোন্ চিকিৎসাই বা অপেক্ষাকৃত সুলভ? ইত্যাদি ইত্যাদি।—

(ক্রমশঃ)

(প্রেরিত) শ্রী স—

ক্রোড়পত্র।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।	১৮৮১।৮২ অব্দের হিসাব পাউণ্ড	১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত হিসাব পাউণ্ড	১৮৮২।৮৩ অব্দের সংশোধিত হিসাব পাউণ্ড	১৮৮৩।৮৪ অব্দের অনুমিত হিসাব পাউণ্ড
ভূমির রাজস্ব … …	২১৯৩১৮২২	২১৪৮৭০০০	২১৭০০৪০০	২১৭৯২৭০০
অহিফেন … …	৯৮৬২৩৪৪	৯৫০০০০০	৯৫৬১৮০০	৯২০০০০০
লবণ … …	৭৩৭৫৬২০	৬০৪৯০০০	৬১২৮৭০০	৬১৬৭০০০
ষ্ট্যাম্প … …	৩৩৮১৩৭২	৩৩৩২০০০	৩৪১১৬০০	৩৪২৭২০০
আবকারী … …	৩৩২৭২৭৪	৩৩৩১০০০	৩৬১৫৯০০	৩৬২৩৩০০
অন্যান্য বিষয়ে … …	৭৬৫৯৭২৯	৬১৬২০০০	৬৩৭৬৫০০	৬৩৮৩৯০০
সমষ্টি … …	৫৩৬৫৪৪৬১	৪৯৮৭১০০০	৫০৭৯৪৯০০	৫০৫৭৪১০০
পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ ও টাকশাল	১৪৮৯৬৯৯	১৬৩৭০০০	১৬৫২৮০০	১৬৭০০০০
সিবিল বিভাগের আয় …	১৫১৩০৮৩	১৩৭৪০০০	১৪৩৪২০০	১৪০২৩০০
অন্যান্য আয় ---	১৭০৭২২৬	১২৮৬০০০	১২৬৫০০০	১২৬৯৫০০
লাভকর পূর্ত্তকার্য্যের আয় ---	১০৭৮২০৬৩	১০৪২৩০০০	১০৩৬৯৫০০	১০৬০৭৬০০
যে পূর্ত্তকার্য্যে আয় নাই তৎসংক্রান্ত আয়	৭২৭৭৯৯	৬১৯০০০	৭৭১৫০০	৮৬৪৭০০
সামরিক বিভাগের আয় ---	৩৮২১৪৭৫	৮৬৮০০০	১৫২৬০০০	৮৬৫৮০০
রাজস্ব সমষ্টি …	৭৩৬৯৫৮০৬	৬৬০৭৮০০০	৬৭৯১৩৯০০	৬৭২৭৪০০০
স্থায়ী ঋণ …	---	---	২৪৬৮৬০০	২০৬০০০০
সাময়িক ঋণ ---	৩৩৫৮৫৩	১৪০০০	৭০৭২০০	৫৯৪৪০০
জমা ও অগ্রিম ---	---	---	২৬২৫০০	---
মিউনিসিপালিটি ও দেশীয় রাজা ইত্যাদিকে প্রদত্ত ঋণের মধ্যে মোট আদায়	১৯৫১৮৩	৮২০০০	১০২২০০	৫৪৮০০
যে সকল কোম্পানীকে গ্যারাণ্টি করা হইয়াছে তৎসংক্রান্ত আয়	---	---	১০৯২০০০	---
যে সকল টাকা পাঠান হইয়াছে তৎসংক্রান্ত আয় ---	৮৭৭৪৭৮	---	৩০৮৪০০	---
ষ্টেট সেক্রেটারির প্রেরিত আদায়	১৮৪১২৪২৯	১৫৩৪২০০০	১৫০৪২০০০	১৬৩০০০০০
প্রাপ্তি সমষ্টি ---	৯৩৫১৬৭৪৯	৮১৫১৯০০০	৮৭৮৯৯৮০০	৮৬২৮৩২০০
১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে মজুদ	৪১২৭৭৫৯	৩০৫১৩৪৯	২৬২০৯০৯	৫০৩৭১০৯
ভারতবর্ষে মজুদ ---	১৩৩৭১১০১	১৪১৯৯৬৫১	১৪৫২২৯১৩	১৩৮৪০০১৩
সর্ব্ব সমষ্টি	১১১০১৫৫৯৯	৯৮৭৭০০০০	১০৫০৪৫৬২২	১০৩১৬০৩২২

ব্যয়।	১৮৮১।৮২ অব্দের হিসাব পাউণ্ড	১৮৮২।৮৩ অব্দের অনুমিত হিসাব পাউণ্ড	১৮৮২।৮৩ অব্দের সংশোধিত হিসাব পাউণ্ড	১৮৮৩।৮৪ অব্দের অনুমিত হিসাব পাউণ্ড
সুদ	৪৫৫৮১০০	৪৩৭৬০০০	৪৪৫০৭০০	৪২৬৪০০০
রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয় ...	৮২২০১১১	৯০০৩০৭৯	৮৭৩৫৫০৫	৮৬৭৪৩০০
পোষ্টআফিস, টেলিগ্রাফ টাকশালের ব্যয়	১৭৭১৬৬২	১৯১৮০০০	১৯৩২২০০	২০৩৯৮০০
সিবিল বিভাগের বেতন প্রভৃতি ব্যয়	১১০৩৮৫০৪	১১০৮৪০০০	১১০০০৯০০	১১১৫৩৬০০
সিবিল বিভাগের অন্যান্য ব্যয় ...	৪০৪৪৫৩২	৩৭৬১৯২১	৩৯০৫১০০	৩৯৬৮১০০
দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ...	১৫০০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০
লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যের জন্য ব্যয়	৯৬৪৯০০৫	১০০২৭০০০	৯৯১৬৯০০	১০০৮৮৭০০
যে পূর্ত্তকার্য্যে আয় নাই তাহার ব্যয়	৬১৯৩৫৩১	৭২১০০০০	৭৩১৩৩০০	৭০৫৬০০
সৈনিক বিভাগে ব্যয় ...	১৮৮৬১১৪২	১৬১২৮০০০	১৭৫০৯৭০০	১৬০৬৪০০০
লণ্ডনের সহিত বিনিময়ের বাট্টা	৩১৫৬৭০০	২৭৭৫০০০	৩১৫৬০০	৩৫৪৮০০০
সমষ্টি	৬৯৫৯৩২৮৭	৬৭৭৮৩০০০	৬৯৩৭৯৫০০	৬৮৩১৬৩০০
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের ব্যয়েরজন্য যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে খরচ বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে	১৫২০১৯	---	১৮৩০০	১৪৭০০
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অকুলান দং বাদ	১২২৭	১৯৯০০০	৫৪৩৭০০	৫১৪০০০
রাজস্ববিভাগীয় ব্যয়ের সমষ্টি ...	৭১১১৩০৭৯	৬৫৭৯৩০০০	৬১৭৫৫৪১০০	৬৬৮১৭০০০
লাভকর পূর্ত্তকার্য্যে ব্যয় ...	৩৭১১৪২৩	৩২৫০০০০	৪৮৪৪০০	৩২০১০০
স্থায়ী ঋণ (ঠিক যাহা শোধ হয়)	৪৬৬৮৯৫	৬৮৮০০০	--	
সাময়িক ঋণ	-		-	---
জমা ও অগ্রিম	১৪০৯১৯	৫০০০০	-	৫৮০০০
দেশীয় রাজগণ ও মিউনিসিপালিটীকে যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ...	---	---		--
যে সকল কোম্পানীকে গ্যারাণ্টি করা হইয়াছে, ...	৫০২৭১৪	৫৪২০০০	-	১০১৫৬০০
যে টাকা পাঠান হইয়াছে ...	--	১০০০০	--	৩৯১০০০
ষ্টেট সেক্রেটারির বিলের যে টাকা প্রদত্ত হইয়াছে	১৮৩৩৬৯৯৭	১৫৭৪২০০০	১৫৪৬৮০০০	১৬৩০০০০০
সমগ্র ব্যয়ের সমষ্টি ...	৩৮৭১৭৭৭	৮৫৭৭৫০০০	৮৮১৬৬৫০০	৮৯১৫০০০০
৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে জমা ছিল	২৬২০৯২৯	২১৪৬৬৩৯	৩০৩৭১০৯	২৩১৩৬০৯
৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে জমা ছিল	১৪৫২২৯১৩	১০৮৪৮৩৫১	১৩৮৪০০১৩	১১৬৯৬৭১৩
সমষ্টি	১১১০১৫৫৯৯	৯৮৭৭০০০০	১০৫০৪৩৬২২	১০৩১৬০০২২
রাজস্ব সমষ্টি	৭৩৬৯৫৮০৬	৬৬০৭৮০০০	৬৭৯১৩৯০০	৬৭২৭৪০০০
তদন্তর্গত ব্যয়	৭১১১৩০৭৯	৬৫৭৯৩০০০	৬৭৮৫৪১০০	৬৬৮১৭০০০
উদ্বৃত্ত	২৫৮২৭২৭	২৮৫০০০	৫৯৮০০	৪৫৭০০০

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক

মাসিক পত্র।

১ম ভাগ) জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ (২য় সংখ্যা

তাহিরপুর

দাতব্য কৃষিকার্য্যালয় হইতে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা—সত্যযন্ত্রে
(৯৭ নং ঘোষের লেন)
শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১২৯০

২য় সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বের সূচিপত্র।

* লর্ডরিপণের জীবনীর সহিত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। এবার সুলভ-সংস্করণের সহিতও প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করা গেল।

প্রকাশক।

বৈষয়িকতত্ত্ব সংক্রান্ত।

বৈষয়িকতত্ত্বের অনুষ্ঠান পত্রে কতকগুলি পত্রিকা বিনামূল্যে দরিদ্র এবং শিল্প ও কৃষিজীবিগণ মধ্যে বিতরণ করা হইবে লিখিত হওয়ায় এত অধিক আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে যে তাঁহাদের সকলের প্রার্থনা পূরণ করা দূরে থাকুক উত্তর দেওয়াও আমাদের সাধ্যাতীত।

বিনামূল্যে পত্রিকা প্রাপ্ত হইবার জন্য এপর্য্যন্ত প্রায় ৭০০০ সাত হাজার জন প্রার্থী আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগকে দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতে হইতেছে যে বিনামূল্যে বিতরণ করিবার যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা ইহার দশাংশেরও ন্যূন। এরূপ অবস্থায় অনেকের ইচ্ছা পূরণ করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত হইতেছি। প্রার্থীগণ মধ্যে কে বিনামূল্যে পাইবার অধিক উপযুক্ত এবং কে বা আদৌ উপযুক্ত কি না, ইহা আমাদের স্থির করিবার ক্ষমতা নাই। নানা কারণে বাধ্য হইয়া যাঁহারা বিনামূল্যে পত্রিকা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নামের নম্বর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে সত্বর জানাইবেন।

এই পত্রিকার "সুলভ সংস্করণের"ও গ্রাহকের সংখ্যা যাহা পূর্ব্বে স্থির করা গিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অনেকে অগ্রিমমূল্য প্রেরণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অনেকে অত্যন্ত দুঃখিত হন, সেইজন্য আমরা "সুলভ সংস্করণ" অধিক পরিমাণে ছাপাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদিও সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকারের এই মাসিক পত্রিকাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভমূল্যে প্রকাশ করিবার আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি কিন্তু আমরা ভরসা করি প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রদের উপকারের জন্য যে নিয়ম করা গিয়াছে, তাহার সুবিধা গ্রহণ ও অপব্যবহার কেহই করিবেন না ইতি।

প্রকাশক।

বৈষয়িকতত্ত্ব।

বাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গাহস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রযোজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। } তাহিরপুর,—জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সাল। { ২য় সংখ্যা।

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

লোকেল সেলফ গবর্ণমেণ্ট
বা
স্বাযত্ত শাসন*।

বৈষয়িকতত্ত্বের প্রথম সংখ্যায় “রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়” শীর্ষক প্রস্তাবের উপসংহারে পাঠক পাঠ করিয়াছেন—“আমাদের নিকট হইতে বহু-দূরে, বহু উচ্চে, সিমলাশিখরে বাস করিয়াও মহাত্মা লর্ড রিপণ রাজকৌশলে কোটি কোটি নিরক্ষর ভারতবর্ষবাসীর কর ধারণ করিয়া রাজ-নৈতিক বর্ণমালার প্রথম বর্ণ কার্য্যতঃ শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন।” অদ্য আমরা লর্ড রিপণের এই সৎ অনুষ্ঠানের বিষয় লইয়া কিছু বিশদরূপে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

* Local self-Government, বাক্যের বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে কেহ “আত্মশাসন” কেহ বা “স্বাযত্তশাসন” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শেষোক্তটী অধিক সঙ্গত বিবেচনায় এস্থলে তাহাই গৃহীত হইল।

বংশীবাদন শিক্ষা করিতে হইলে যেমন কেবল একখানি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করি-লেই যথেষ্ট হয় না; সত্য সত্য একটি বংশী লইয়া তাহা ওষ্ঠে স্থাপন করিয়া দুই হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা এক একটি ছিদ্র নিয়মমত এক একবার বদ্ধ ও উন্মুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে বংশী-বাদন অভ্যাস করিতে হয়; তেমনি রাজকীয় কার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে কেবল দুইখানি সংবাদপত্র বা একখানি শাসন-বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেই যথেষ্ট হয় না; শিক্ষার্থীকে কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, ‘হাতে কলমে’ কার্য্য করিয়া বহু দিবসে কার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। দেশীয়দিগকে এ পর্য্যন্ত, পুস্তক দেখিয়া বংশীবাদন শিক্ষা করার ন্যায়, অফ-লোৎপাদক পরিশ্রমে সময় নষ্ট করিতে হইত; এক্ষণে উদার-হৃদয় লর্ড রিপণ, যাহাতে রাজ-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, “হাতে কলমে” কার্য্য করিয়া আমরা রাজকার্য্য ও রাজ্য-শাসনপ্রণালী-শিক্ষা করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় রাজকার্য্য সকলের মধ্য হইতে সহজ সহজ কতক গুলি কার্য্য দেশীয়দের দ্বারা সম্পাদন করাইয়া

লইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই উপায়ে এ দেশীয়েরা ক্রমে ক্রমে রাজ্য-শাসন কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া যাহাতে ভবিষ্যতে অধিক গুরুতর রাজকার্য্যের ভার সুবিধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার পথ উন্মোচন করিয়া দিতে লর্ড রিপণ যত্নবান্ হইয়াছেন। লর্ড রিপণ, এই সাধু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অন্যতম নাম—'স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন'।

গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর লর্ড রিপণ প্রদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরগণের নিকটে এই মর্ম্মে এক মন্তব্য-লিপি প্রেরণ করেন যে, এদেশীয় লোকদিগকে দেশীয় রাজকার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত করাইবার জন্য একটি ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতেছে; কি প্রণালীতে ইহা করা সঙ্গত এবিষয়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরগণের মতামত তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন। এই মন্তব্য-লিপি অনুসারে, বোম্বের, মান্দ্রাজের, পঞ্জাবের, বাঙ্গলার, সংক্ষেপে সকল প্রদেশেরই শাসনকর্ত্তৃগণ নিম্নস্থ রাজপুরুষগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় মত যথা সময়ে গবর্ণর জেনরলের সমীপে প্রেরণ করেন। তৎপর গবর্ণর জেনরল, প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তৃগণকে অধিক পরিস্ফুট করিয়া যে রাজনৈতিক সূত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এতদ্বিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, তাহা অবগত করান। তদনুসারে কোন কোন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা এতদ্বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন; কোন কোন্ স্থানে পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কোন কোন স্থানে আজ পর্য্যন্তও হয় নাই, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী ভারতের সর্ব্ব স্থানেই প্রবর্ত্তিত হইবে। এ দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভায় এতৎসম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি অনরেবল মিঃ মেকলে সাহেব গত ১৩ই ফাল্গুণ তারিখে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গত মাসের বৈষয়িকতত্ত্বের ব্যবস্থাপক সভা শীর্ষক প্রস্তাব মধ্যে সংক্ষেপে এ বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। এক্ষণে কি প্রণালীতে এই আইনের পাণ্ডুলিপি গঠিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে বিবৃত করিতেছি।—

জেলার প্রত্যেক গ্রামে এক একটী, অথবা অবস্থা অনুসারে একের অধিক গ্রাম লইয়া এক একটী "ইউনিয়ন" গঠিত হইবে। এই রূপ ইউনিয়নের আয়তন ঊর্দ্ধ সংখ্যা চারিদিকে চারি ক্রোশের অধিক হইতে পারিবে না। এইরূপে কতকগুলি ইউনিয়ন লইয়া এক একটী "লোকেল গবর্ণমেণ্ট সারকেল" হইবে। যেমন এক একখানি গ্রাম লইয়া এক একটী ইউনিয়ন গঠিত হইবে, তেমনি এক একটি থানা লইয়া অথবা আবশ্যক হইলে দুইটি তিনটি থানা লইয়া এক একটি লোকেল গবর্ণমেণ্ট সারকেল গঠিত হইবে। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন সমস্ত জেলার মধ্যে যত লোকেল গবর্ণমেণ্ট সারকেল গঠিত হইবে, তাহার সকল গুলি লইয়া একটী সেণ্ট্রাল বোর্ড সংস্থাপিত হইবে। যেমন কতকগুলি মহকুমা লইয়া এক একটি জেলা ও কতকগুলি জেলা লইয়া এক একটি ডিবিজন গঠিত হয়, তদ্রূপ কতকগুলি ইউনিয়ন্ লইয়া এক একটি সারকেল ও কতকগুলি সারকেল হইয়া একটী সেণ্ট্রাল বোর্ড গঠিত হইবে। যদিও "ইউনিয়ন"গুলিই স্বায়ত্ত শাসন বৃক্ষের মূল, কিন্তু এই সেণ্ট্রাল বোর্ডই প্রকৃত পক্ষে ইহার কেন্দ্রস্থলাভিষিক্ত হইবে।

এই সেণ্ট্রাল বোর্ড, ইউনিয়ন ও লোকেল সারকেল প্রস্তুত করিবে; ইহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিবে; হুকুমের দ্বারা ইহাদিগকে শাসিত করিবে; সংক্ষেপে ইহাদের প্রতি সর্ব্ব প্রকারের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতাই সেণ্ট্রাল বোর্ডের করে অর্পিত থাকিবে। সেণ্ট্রাল বোর্ডের কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইবে এবং ইহার কার্য্য সম্পাদন জন্য এক জন প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি ও কয়েক জন সভ্য থাকিবেন কত জন সভ্য ও কাহাকেই বা সভাপতি নিযুক্ত করা হইবে তাহা লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর স্থির করিবেন। এই বোর্ডের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ইউনিয়ন ও লোকেল সারকেল সকল গঠিত হইবে। প্রথমতঃ সেণ্ট্রাল বোর্ড ইউনিয়ন ও লোকেল গবর্ণমেণ্ট সারকেলের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন। তৎপরে এক একটি ইউনিয়নে এক একটি সভা সংস্থাপিত হইবে। এই সভার সভ্য পাঁচ জনের ন্যূন ও নয় জনের অধিক হইবে না। এই রূপ সভার বা ইউনিয়ন কমিটির সকল সভ্যই প্রজারা স্বয়ং মনোনীত করিয়া লইতে পারিবেন। যদি ঘটনাবশতঃ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য প্রজারা মনোনীত করিয়া লইতে না পারে অর্থাৎ দুই চারি জন অবশিষ্ট থাকে, তবে এক একটী লোকেল সারকেলে যে সভা হইবে, ঐ সভা বা তাহার অভাবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব, মনোনীত করিয়া দিবেন। বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে মাজিষ্ট্রেট, সমুদায় সভ্যই নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারিবেন। যদিও ইউনিয়ন কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা সেই ইউনিয়নের মধ্যবাসী সাধারণের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তথাপি নির্ব্বাচকদিগের কতকগুলি উপযোগিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। নির্ব্বাচকদিগের ও সভ্য পদ প্রার্থীদিগের যে যে উপযোগিতা থাকা আবশ্যক তাহার স্থূল বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

(যে যে লোক ইউনিয়ন্ কমিটীর সভ্যনির্ব্বাচক হইতে পারিবেন।)

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইসেন্‌সপ্রাপ্ত লোক,

২। সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত উকিল অথবা মোক্তার,

৩। যে কোন সূত্রে যাঁহাদের বার্ষিক ৬০ টাকা বা তদধিক আয় আছে তাঁহারা,

৪। যাঁহারা নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববৎসর চৌকিদারী ট্যাক্স অথবা পবলিক ওর্‌ক রোডসেস কি লাইসেন্‌স ট্যাক্স দিয়াছেন তাঁহারা,

সভ্যনির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন। কিন্তু যাঁহাদের ইউনিয়নের মধ্যে বাস নয়, যাঁহাদের বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, যাঁহারা জামিনে খালাস হইতে পারেন না এমন অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা কোন বিষয়কর্ম্ম করিলে আইন অনুসারে তাহা অসিদ্ধ হয়, এরূপ লোক ইউনিয়ন কমিটীর সভ্যনির্ব্বাচনে অধিকারী হইবেন না। পুরুষেরাই নির্ব্বাচক হইতে পারিবেন।

(যে যে লোক ইউনিয়ন কমিটির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।)

যাঁহারা ইউনিয়ন কমিটির সভ্যনির্ব্বাচন করিতে পারিবেন তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ ইউনিয়ন কমিটির সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

এই প্রকারে ইউনিয়ন কমিটী গঠিত হইলে এই সভার প্রতি কোন কোন রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনের ভার থাকিবে এবং কি প্রণালীতেই বা ইহার কার্য্য চলিবে তদ্বিষয়ে পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে,—

ইউনিয়ন কমিটিগুলি লোকেল বোর্ড অর্থাৎ এক একটী লোকেল সার্কেলে যে এক একটি সভা

থাকিবে তাহার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিবেন। ইউনিয়ন কমিটির কাজকর্ম্মের এষ্টিমেট, হিসাব-পত্র, চিঠিপত্রাদি, রিপোর্ট ইত্যাদি লোকেল বোর্ডে প্রেরিত হইবে। লোকেল বোর্ড আয়ব্যয় সম্বন্ধে যাহা স্থির করিয়া দিবেন, ইউনিয়ন কমিটি তাহার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবেন না। গ্রামস্থ রাজপথ সকল ইউনিয়ান কমিটির সম্পত্তি বলিয়া ধর্ত্তব্য হইবে। এই কমিটি গ্রামে নূতন রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন; গ্রামের যে কোন রাস্তা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন ও বন্ধ করিতে পারিবেন; রাস্তার সংস্কার করিতে পারিবেন। ইউনিয়ন কমিটী খোয়াড় বসাইতে পারিবেন ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করিবেন। ইউনিয়ন কমিটি প্রাইমারি ইস্কুলের তত্ত্বাবধান করিবেন ও ইহার উন্নতির জন্য দায়ী থাকিবেন। কমিটি শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন ও তাহাদের বেতন দিবেন।

ইউনিয়ন কমিটির সম্মতিক্রমে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইউনিয়নের মধ্যস্থিত কোন ডাক্তারখানার কাজকর্ম্ম দেখিবার ও তাহা রক্ষা করিবার ভার কমিটির হস্তে দিতে পারিবেন। এই কমিটিকে জন্মমৃত্যুর রেজিষ্টরি করিতে হইবে; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; মেলা, হাট ও লোকসমারোহের সময়ে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার উচিত বিধান করিতে হইবে; গ্রামের জল গমনাগমনের পথ পরিষ্কৃত করিতে ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমিটির হস্তে যে তহবিল গচ্ছিত থাকিবে, তাহা হইতে সরকারী জলাশয়াদি পরিষ্কার করিবার ও তহবিলের এতৎসম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ উপযোগী টাকা না থাকিলে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া লইবার ক্ষমতা ইহাঁদের থাকিবে। ইউনিয়নের মধ্যস্থিত কোন ব্যক্তিবিশেষের পুষ্করিণী যদি অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে ঐরূপ অবস্থায় মিউনিসিপালে যেরূপ করা হইয়া থাকে তদ্রূপ অর্থাৎ কমিটি পুষ্করিণী নিজ ব্যয়ে পরিষ্কার করাইয়া ঐ খরচা পুষ্করিণীর স্বামীর নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবেন। উপরি উক্ত যাবতীয় কার্য্যনির্ব্বাহার্থ কমিটি প্রয়োজনমত বেতন দিয়া লোক নিযুক্ত করিবেন।

ইউনিয়ন কমিটি গঠন করিবার জন্য যেরূপ সকল নিয়ম করা হইয়াছে, তদ্রূপ এই আইনের পাণ্ডুলিপিতে, লোকেল বোর্ড কি প্রণালীতে গঠিত হইবে এবং এই বোর্ডের প্রতি কি কি কার্য্যের ভার থাকিবে তাহাও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইউনিয়নের ন্যায়, লোকেল বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচন করিবার অধিকার যাঁহাদের থাকিবে, তাঁহাদেরও কতকগুলি উপযোগিতা থাকা আবশ্যক।

[যে যে লোক লোকেল বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচক হইতে পারিবেন।]

১। যাঁহারা ইউনিয়ন কমিটির সভ্য তাঁহারা,

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল লোক,

৩। সর্টিফিকেটপ্রাপ্ত উকিল অথবা মোক্তার,

৪। যাঁহাদের বেতন মাসিক ৫০ টাকার ন্যূন নয় তাঁহারা,

৫। যাঁহারা ইউনিয়ন কমিটির সভ্যনির্ব্বাচনে অধিকারী তাঁহারা,

অথবা এইরূপ অধিকারীর একান্নভুক্ত পরিবারের কোন ব্যক্তি, সভ্যনির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতাপন্ন হইবেন কিন্তু পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ সভ্যনির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইবেন না। যে যে ব্যক্তি ইউনিয়ন কমিটির সভ্য নির্ব্বাচন করিতে ক্ষমতাবান্ নহেন, তাঁহারা লোকেল বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচনেও ক্ষমতাবান্ হইবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অথবা

লাইসেন্‌সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যদি লোকেল গবর্ণমেণ্ট সার্কেলের চতুঃসীমামধ্যে কিম্বা ঐ সীমার অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে কোন মিউনিসিপালিটী মধ্যে বাস না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা লোকেল বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

(যে যে লোক লোকেল বোর্ডের সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।)

১। লোকেল বোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচনে যাহাদের অধিকার আছে তাঁহারা,

২। যাঁহারা সভ্যনির্ব্বাচনের পূর্ব্ববৎসর লোকেল গবর্ণমেণ্ট সার্কেলের সীমামধ্যস্থ ভূমির জন্য অন্যূন এক শত টাকা রোডসেস কি পবলিক ওয়ার্কসেস দিয়াছেন তাঁহারা,

৩। যাঁহারা পূর্ব্ববৎসর অন্যূন পঞ্চাশ টাকা লাইসেন্‌স ট্যাক্স দিয়াছেন তাঁহারা,

৪। যাঁহাদের যে কোন সূত্রে অন্যূন বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় আছে তাঁহারা,

লোকেল বোর্ডের সভ্যপদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। সভ্য নির্ব্বাচক হইবার পক্ষে যে কয়েকটি নিষেধ-বিধি আছে সভ্যপদ-প্রার্থীদের পক্ষেও তাহা বলবান্ থাকিবে। লোকেল বোর্ডের সার্কেলের চতুঃসীমার মধ্যে অথবা এই সীমার সার্দ্ধ দুই ক্রোশ মধ্যে যাঁহার বসতি নাই তিনি লোকেল বোর্ডের সভ্যপদ-প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

যে সকল অপরাধ করিলে জামিনে মুক্তিলাভ করা যায় না এরূপ অপরাধে যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে, সে সভার সভ্যপদ পাইতে পারিবে না।

ইউনিয়ন কমিটির যেমন সকল সভ্যই প্রজারা নির্ব্বাচন করিতে পারিবে, লোকেল বোর্ডের সকল সভ্য তদ্রূপ প্রজাদ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে না; কতকগুলি সভ্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া দিবেন। প্রজারা কত জন সভ্যনির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইবেন, গবর্ণমেণ্টই বা কত জন সভ্য মনোনীত করিবেন, তাহা পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট লিখিত হয় নাই। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বিবেচনাপূর্ব্বক ইহা স্থির করিবেন।

এই প্রণালীতে লোকেল বোর্ড সভা গঠন করিয়া ঐ সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি সম্বন্ধে মেকলে সাহেব প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিতে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন

৫৪ ধারা। প্রত্যেক লোকেল বোর্ড একটী সভা আহ্বান করিয়া সভাপতি ও সহকারী সভাপতি মনোনীত করিবেন। এইরূপ সভাপতি মনন করা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমোদন সাপেক্ষ।

৫৫ ধারা। উল্লিখিত ধারা অনুসারে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি যাঁহারা মনোনীত হইবেন, তাঁহারা যদি লোকেল বোর্ডের সভ্য নহেন এরূপ হয়, তবে পদপ্রাপ্তির তারিখ হইতে যে পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ পদে থাকিবেন, তত দিবস সভার সভ্যগণের যে সকল অধিকার ও ক্ষমতা আছে তাহা সম্ভোগ করিতে পারিবেন।

৫৬ ধারা। প্রত্যেক সভাপতি ও সহকারী সভাপতি, নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইলে পুনর্ব্বার ঐ পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে কর্ম্মচ্যুত করা আবশ্যক হইলে সভার দুই তৃতীয়াংশ সভ্য স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ও একমত হইয়া এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, তাহা করিতে পারিবেন।

ইউনিয়ন কমিটির ন্যায় লোকেল বোর্ডের হস্তেও কতকগুলি কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। যথা,—যেখানে ইউনিয়ন কমিটী নাই সেখানে লোকেল বোর্ড খোয়াড় বসাইতে পারিবেন। পারাপারের ঘাট সম্বন্ধীয় সমুদয় বন্দোবস্ত লোকেল বোর্ড করিবেন। লোকেল বোর্ড তাহার অধিকারমধ্যস্থ দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল রক্ষা করিতে ও তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন। বোর্ড স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াও চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে পারিবেন। লোকেল গবর্ণমেণ্ট সার্কেলের মধ্যে যত স্কুল থাকিবে তাহার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধানের ভার লোকেল বোর্ডের প্রতি থাকিবে। বোর্ড, স্কুল পরিদর্শন করিবেন, শিক্ষক নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের বেতনাদি দিবেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি

যেমন কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তেমনি করিতে থাকিবেন; ইউনিয়ন কমিটি যে সকল পাঠশালার ভার লইবেন, তাহার কাজকর্ম্ম তাঁহারাই দেখিবেন; বোর্ড তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; গবর্ণমেণ্ট, প্রাইমারি ও সেকেণ্ডারি স্কুলের সাহায্যদান, শিক্ষক ও সবইনেস্পেক্টার নিয়োগ, পাঠ্যপুস্তক নিরূপণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও বৃত্তিদানসম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম করিবেন বোর্ডকে তাহার অধীন হইয়া চলিতে হইবে; ইউনিয়ন কমিটির অধিকারমধ্যে যে সকল রাস্তা, সেতু, পুষ্করিণী, ঘাট, কূপ ও পয়ঃপ্রণালী থাকিবে, লোকেল বোর্ডকে সে সমস্তেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। লোকেল বোর্ড বেতনদ্বারা একজন ওভারসীয়ার বা পরিদর্শক ও তাঁহার অধীনস্থ লোকজন আবশ্যকমত নিযুক্ত করিতে পারিবেন; পথিকের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য রাজপথের পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিবেন; একটি লোকেল বোর্ড অথবা দুই তিনটি বা ততোধিক লোকেল বোর্ড একত্রিত হইয়া ট্রামওয়ে রেলওয়ে প্রভৃতি খুলিতে পারিবেন; সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য লোকেল বোর্ড ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং এই জন্য ইনেস্পেক্টার নিযুক্ত করিতেও পারিবেন; বোর্ডকে সরকারি টীকাদার নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বেতন দিতে হইবে; গবর্ণমেণ্ট, লোকগণনার কার্য্য লোকেল বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিবেন; দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে লোকেল বোর্ডকে প্রজারক্ষার্থ আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; বোর্ড ডাকবাঙ্গলা (এক প্রকার হোটেল) নির্ম্মাণ করিয়া পথিকদিগকে ভাড়া দিতে পারিবেন; কিন্তু ভাড়া দিতে পারিবেন বলিয়াই যত ইচ্ছা করিবেন তত ভাড়াই লইতে পারিবেন না; সেণ্ট্রাল বোর্ড যে নিয়মে ভাড়া লইবার নিয়ম করিবেন, তাহার অধিক লইবার ক্ষমতা লোকেল বোর্ডের থাকিবে না; হিংস্র-জন্তু মারিলে এক্ষণে কালেক্টর যে নিয়মে পুরস্কার দিয়া থাকেন অতঃপর এই বোর্ড তাহা দিবেন; সারকেলের মধ্যে হাট, মেলা ও কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী সংস্থাপন করিতে পারিবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইউনিয়নকমিটি ও লোকেল বোর্ড কি প্রণালীতে গঠিত হইবে এবং ইহাদের হস্তে কি কি কার্য্যের ভার অর্পিত থাকিবে তাহা আমরা পাঠকগণকে অবগত করাইলাম। এক্ষণে সেণ্ট্রাল বোর্ড কি প্রণালীতে গঠিত হইবে তাহা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। কিন্তু যদিও সেণ্ট্রাল বোর্ডকে কার্য্যত স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর কেন্দ্রস্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে, তথাপি ইহার গঠনপ্রণালী বা কার্য্যপ্রণালীর বিষয় লইয়া এত আড়ম্বর করা হয় নাই। সেণ্ট্রাল বোর্ডের কার্য্য ও গঠনপ্রণালীসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কয়েক পংক্তিতে সংক্ষেপে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, বিস্তারিত করিয়া লিখিতে উপস্থিত হইলেও কেবল তাহাই মাত্র পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। ইউনিয়ন কমিটি ও লোকেল বোর্ড সকল গঠন, ভঞ্জন, সৃজন, পালন, লয়, সকল করিবার ক্ষমতাই এই সেণ্ট্রেল বোর্ডের করে অর্পিত হইবে। এই বোর্ডের সভাপতি ও সভ্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিবেন। ইহাদিগকে নির্ব্বাচন বা মনোনীত করিবার সম্বন্ধে কি ইউনিয়নের কি লোকেল বোর্ডের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভাপতি ও সভ্যগণ উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইহাঁদিগের আফিস কলিকাতায় সংস্থাপিত হইবে।

ইউনিয়ন কমিটি ও লোকেল বোর্ডের হস্তে যে সকল কার্য্যের ভার অর্পিত হইতেছে তাহার সকলের সহিতই অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক্ষণে পাঠক দেখুন, কি কি প্রকারের আয়ের উপর এই বৃহৎ স্বায়ত্ত শাসনপ্রণালীর ভিত্তি সংস্থাপন করা হইয়াছে।—

[ইউনিয়ন কমিটির আয়]

১। ইউনিয়ন কমিটির অধীনে যে সকল খোঁয়াড় থাকিবে তাহা হইতে যে টাকা সঞ্চয় হইবে।

২। সেণ্ট্রাল বা লোকেল বোর্ড গ্রাম্য পথঘাট নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে টাকা দান করিবেন।

৩। এই আইন অনুসারে যে আয় হইবে।

[লোকেল বোর্ডের আয়]

১। সেণ্ট্রাল বোর্ড রোডসেস্ ফণ্ড হইতে যে টাকা দান করিবেন।

২। লোকেল সারকেলের মধ্যে এই আইন অনুসারে জরীমানা ইত্যাদি হইতে যে টাকা আয় হইবে।

৩। ইউনিয়ন কমিটির অধীনস্থ খোঁয়াড় ভিন্ন অন্য প্রকারের খোঁয়াড় হইতে যে আয় হইবে।

৪। লোকেল বোর্ডের অন্তর্গত সরকারী পারঘাট হইতে যে টাকা আয় হইবে।

৫। স্কুল, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে অথবা যে সকল বাটী লোকেল বোর্ড কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইবে কিম্বা যাহা লোকেল বোর্ডের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহা হইতে যে আয় হইবে।

৬। লোকেল বোর্ডের হস্তে যে সকল কার্য্যের ভার থাকিবে তাহা সম্পাদনার্থে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যে টাকা দান করিবেন।

৭। গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় সভা অথবা কোন ব্যক্তিবিশেষ যে টাকা সাহায্য করিবেন।

ইউনিয়ন কমিটি ও লোকেল বোর্ডের গঠনপ্রণালীর বিবরণ ও তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রের মানচিত্র পাঠকগণসমীপে উপস্থিত করা হইল। এক্ষণে এই অবয়বের স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের পিপাসা ও আশার অগ্নি কতদূর নির্ব্বাপিত হইবে এবং ইহাদ্বারা বঙ্গের কতদূর উপকার সাধিত হইবে ইহাই বিবেচ্য। কিন্তু অন্যান্য পত্রিকার ন্যায় এতৎসম্বন্ধে আমাদের নিজের মতামত প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিয়া পাঠকগণকেই এ বিষয়ের চিন্তা করিতে বিনীতভাবে অনুরোধ করি।

আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের ভূমিকায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কোন বিধিব্যবস্থার উপর বঙ্গের হিতাহিত অধিক পরিমাণে নির্ভর করিবে তাহার আলোচনা দ্বারা সেই সকল বিষয় বঙ্গীয় পাঠকগণকে অবগত করাইতে ও সেই সেই বিষয়ে দেশীয় লোকদিগের মতামত যতদূর সম্ভব যথার্থ তুলিকায় চিত্র করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ও সাধারণের সম্মুখে অর্পণ করিতে বিশেষ যত্ন করিব। আমরা উপরে এই নিমিত্ত কেবল বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রণালীতে স্বায়ত্তশাসনবিধি প্রণয়ন করিতেছেন তাহাই বিবৃত করিলাম; আগামী সংখ্যায় এই বিধির দোষগুণের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল॥

(গভীর নিশীথে)

ভারত বিষয়ক চিন্তা।

হায় হায় সে ভারত লুকাল কোথায়?
এ মূরতি মা'র আর সহা নাহি যায়।
জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি আধ খোলা আঁখি
ইংলণ্ডের পানে সদা এক ভাবে রাখি—

উহারই পদপ্রান্তে দৃষ্টি অনুক্ষণ।
সদা চিন্তা কি আদেশ হয় বা কখন!
নিশ্বাস ত্যাগেও শঙ্কা. পাছে ঝঞ্ঝা বলি
বিধাতারা কামানেতে দেয় অগ্নি জ্বালি।
দারুণ শীতেতে গাত্রে রোমাঞ্চ হইলে
শঙ্কা, পাছে গর্জ্জে তারা "উঠিল রে" বলে।
কিন্তু হায় সে শকতি রেখেছ কি আর?
ক্ষমতা কি আছে মা'র উঠি বসিবার?
যে পাশে বৃটিশ শক্তি শায়িত করিবে,
ভারত যুগান্ত কাল সে পাশে রহিবে।
ব্রহ্মাণ্ডে জীয়ন্ত-মরা কেহ যদি থাকে
ভারতই সেই;—তবে দেখিয়া তাহাকে
রাজনীতিবিশারদ বিজ্ঞ চিকিৎসক!
অস্ত্র-ক্রিয়া-অনুরক্ত রক্ত-উপাসক!
বল বল কেন তব হয় সাধ হেন
করিবারে এ রোগীরও রুধির মোক্ষণ?
জননি গো। বিধাতার বড় অনুগ্রহে
বৈষ্ণব ডাক্তর আজি পাইয়াছ গৃহে।
তা না হলে এতদিনে তব কর হতে
রক্ত লয়ে ডুবাইত সীমান্ত-পর্ব্বতে।
হয় ত আবার ব্রহ্ম রসাতল দিতে
লইত রুধির যত তব অঙ্গ হ'তে।
কিন্তু নিরামিষ-প্রিয় নব চিকিৎসক
ভাবিদর্শী সুকৌশলী ধীর বিবেচক।
তাই না, সে প্রণালীর চিকিৎসা ত্যজিয়া
চিকিৎসিবে বলিতেছে জীবিত রাখিয়া।
কারে বুদ্ধিমান্ বলি? এক বৃষ বীর
দারুণ ক্ষুধায় ব্যস্ত সদাই অস্থির;
সম্মুখে পাইয়ে এক রসাল তরুরে
উৎপাটিয়া খেতে চায় শাখা মূল ধরে।
অন্য জন নর, কিন্তু সেওরে ক্ষুধিত,
তথাপি সে তরুটীরে করি উৎপাটিত
এক দিনে শাখা মূল পত্র আদি করি
গ্রাসিবারে অনিচ্ছুক;—ভবিষ্যৎ স্মরি।
শুষ্কতরু উপরি সে করি কৃপাদান
চায় মূলে জল ঢালি বাঁচাইতে প্রাণ;
কেন না এরূপ কার্য্যে বৃক্ষটি বাঁচিবে,
সঙ্গে সঙ্গে সেও সুখে ফল আহরিবে;
উপরন্তু চির তরে বৃক্ষ, ছায়া দানে
বাঁচাইবে রৌদ্র হতে স্বজাতি সন্তানে।
অতএব কারে বল, বলি বুদ্ধিমান্—
বৃষবীর কিম্বা এই মানব মহান্?
অবশ্য মা! এ যুগেতে,—এ সভ্য যুগেতে,
নাহি কেহ আসি যেবা নিঃস্বার্থ দয়াতে
অকপট হৃদ্-জাত নয়নের জলে
জীবনের শক্তি ঢালি দিবে তব মূলে।
তাই মা! যে কেহ আসি দুটো মিষ্টি বলে,
তাতেই কৃতার্থ হই; হৃদয় উথলে।
কেমনে মা! আশা করি, ভিন্ন দেশবাসী
ভিন্ন উপাদানে সৃষ্ট ভিন্ন দেশে আসি,
দু দিনেই তব প্রতি অনুরক্ত হবে,
তব তরে নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবে?
কেমনে মা! আশা করি, দিনের প্রবাসী
হইয়া, তোমার তরে নিজ স্বার্থ নাশি—
দেবভাবে উপকার করিবে তোমার?
সমস্ত ব্রিটনে হেন উচ্চ হিয়া কার?
এই যে কিঞ্চিৎ দয়া-বিন্দু কৃপা-বারি,
ইহাই যথেষ্ট! মাগো! নিজাবস্থা স্মরি—
দেখ গো মা! কিবা ছিলে কি দশা এখন?
মরুভূমে শিশিরই সুধা-প্রস্রবণ!
কেমনে মা! আশা করি, দিনের প্রবাসী
হইয়া, তোমার তরে নিজস্বার্থ নাশি—

দেবভাবে উপকার করিবে তোমার—
যখন তোমারি মোরা হাজার হাজার,
লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, সন্তান হইয়া
তোমার পবিত্র গর্ভে জনম লইয়া,
তোমার শোণিতে দেহ পোষণ করিয়া,
তোমারই ক্রোড় মাঝে পালিত হইয়া,
তোমাকেই কভু হায় ভুলে না সম্ভাষি ;
তাহার ত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশবাসী।
দেশী গর্ভে দেশী বীর্য্যে জনম লইয়া
তোরে মা ! হৃদয় খুলে "ভারত" বলিয়া
ডাকিবারে নারি,—লাজ পড়ে উথলিয়া—
যদি ডাকি, ডাকি তবে "ইণ্ডিয়া" বলিয়া !
হায়রে কি দুখ ! দুঃখ করিতে প্রকাশ
ভাষাতে যে কথা নাহি কেবলি নিশ্বাস !
জননি রে ! দুঃখ-কথা কি বলিব আর—
নিজ ভাষা শিখি নাই ভাবি ভস্ম ছার !
এখন তোমার কাছে করিতে ক্রন্দন
বিলাতের দৌভাষিক করি অন্বেষণ !
জীবনের দ্বাবিংশতি বর্ষ গত হল
একূল ওকূল কিন্তু দুকূল ভাঙ্গিল।
কাক হয়ে শিখিদলে নারিনু পশিতে
এখন নিজের বাক্য পারি না বুঝিতে।
দেশীয় বসন ত্যজি লয়ে প্যাণ্টুলন
এবে দেখি ডুবে মরি জেনে সন্তরণ !
দেখেও যে তবু হায় আঁখি না ফুটিল
বরং বাঙ্গালীর জেদ্ হৃদয়ে জাগিল।
"ডুবিতে যদি বা হয়, না হয় ডুবিব ;
মৃত্যুকালে প্যাণ্টুলন দেখিতে ত পাব !
মৃত্যুপরে বিলাতের বস্ত্র দেহে রবে ;
ভবিষ্যতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যবে
আমার কঙ্কালে দেখি বিলাতি বসন
ভাবিবে ত, পেয়েছিনু পাশ্চাত্য কিরণ।
তখন প্রেতাত্মা মোর উঠিবে নাচিয়া
মরিব মরিব আমি 'প্যাণ্টুলন' নিয়া" !
জননি রে ! এ খেদ্ যে পারিনা রোধিতে ;—
হয় না যে সাধ আর দেশী গব্য ঘৃতে।
এখন সে কীটপূর্ণ পচা চর্বি বিনা
আলো-প্রাপ্ত এ রসনা কিছুই চাহে না।

এই ত মোদের দশা মাতঃ জন্মভূমি !
হেন কোটি পুত্র লয়ে কি করিবে তুমি ?
বল গো মা ! কি করিবে মোদের লইয়া ?
বাঁচাও মোদেরে লয়ে সাগরে পশিয়া ;
তা না হলে এত ঘৃণা আর যে সহে না,
জগতে আর যে মুখ দেখাতে পারি না।
একে ত তোমার মুখ করিলে দর্শন,
আপনি উথলি পড়ে অশ্রু প্রস্রবণ ;
তার পর নিজাবস্থা স্মরি মা ! যখন,
কাল অঙ্গে দেখি যবে সাহেবী বসন,
মনোভাব প্রকাশিতে দেশী বাক্য ভুলি,
দু ছত্র বাঙ্গলা লিখে অভিধান খুলি !
বিদেশ হইতে আসি জননী দেখিয়া,
প্রণাম ভুলিয়া, বসি 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া !
স্বদেশী সুহৃদ্ সনে যবে দেখা হলে,
দেশী মতে সম্ভাষিতে লজ্জা করে ব'লে
বিলাতী ধরণে করি হাত মলামলি,
চটি পায়ে তবু যবে সাহেবানা চলি,
যখন কদলী পত্রে "কাট্‌লেট্" হেরি,
তখন যেন মা ! বক্ষে শত শত ছুরি
কে যেন বিঁধায়ে দেয় ; যেন কালান্তকে
সক্রোধে আসিয়া দংশে—দংশে মা আমাকে।
তখন মা ! ইচ্ছা করে বলি উচ্চস্বরে—
বলি ভারতের নভ দ্বিধা, ত্রিধা, করে

যে—"ওরে ও গুণবান্ আর্য্যের সন্তান!
বিলক্ষণ পরিচয় করিতেছ দান।
দেশী বীর্য্যে, দেশী গর্ভে, জনম লইয়া,
ভারতের ক্রোড় মাঝে পালিত হইয়া
স্বজাতি স্বদেশ প্রতি যেবা বীতরাগ,
হৃদয়ে মুদ্রিত যার বিলাতীয় দাগ,
কিবা অধিকার তার, কিবা অধিকার
"ভারত-সন্তান আমি" বলিবারে আর?
"জননি ভারত" শব্দ যেন রে কখন
করে না তাহার জিহ্বা আর উচ্চারণ।
সকলি সহিতে পারি সকলি সহিব,
এ কথাটী তার মুখে সহিতে নারিব।
নিতান্তই যদি তার মনে সাধ হয়
ভারত-সন্তান বলি দিতে পরিচয়,
তবে যেন বলে সেই "ভারত আমার
জননী আছিল, কিন্তু এবে নাহি আর;
ছিনু বটে এক কাল ভারতের সুত
এবে ইংলণ্ডের দ্বারা 'দত্তক' গৃহীত!"
জননি ভারতভূমি! আমার জননি!
বৃথা এতক্ষণ আমি লইয়া লেখনী,
চেষ্টিলাম চিত্রিবারে শ্মশানের ছবি;
সূচিরন্ধ্রে কে দেখাবে রাহুগ্রস্ত রবি?

———

"হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি,
কারেই বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি?"
(হেমচন্দ্র।)

———

প্রভার সহিত রাত্রি দুই ঘণ্টা।

(নৈতিক উপন্যাস)

[প্রথম সংখ্যার ১৭ পৃষ্ঠা হইতে]

পাবনকুমার বলিলেন—"লর্ড মেওর ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শী গবর্ণর জেনারল কেহ আইসে নাই,—আর আসিবেও না।"

বঙ্গচন্দ্র। অসময়ে এরূপ কথার অর্থ কি?

কানাই। এর আর অর্থ বুঝিতে পারিলে না? লর্ড মেও দেশীয় উচ্চ শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। লর্ড মেও আর কিছু দিবস জীবিত থাকিলে অনেকগুলি কলেজ ইস্কুল বিসর্জ্জন দিতেন। তিনিই এই মত সংস্থাপন করিয়া যান যে, এদেশের লোক বেশী শিক্ষিত হইলে সময়ে গবর্ণমেণ্টের গলগ্রহ হইয়া পড়িবে। এইজন্য তাঁহার এরূপ মত ছিল যে এদেশের লোক যত অশিক্ষিত থাকে ততই মঙ্গল। প্রভার হৃদয়স্পর্শী কথায় পাবন বাবুকে লর্ড মেওর মতের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু যাই বলুন পাবন বাবু! প্রভার কথাটী কিন্তু আমার মনে লাগিয়াছে।

বঙ্গচন্দ্র। প্রভার কথাটী আমারও বেশ ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু আমি একটী কথা বুঝিতেছি না। কবিতাটী পাবন বাবুর উপর কি কানাই বাবুর কথার উপর লক্ষ্য করিয়া হইল এইটী আমি এতক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়াও বুঝিতে পারিলাম না।

বঙ্গচন্দ্রের অকপট হৃদয়ের সরলতামাখা কথা শুনিয়া সকলেই ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বিরূপাক্ষ বাবু কিছু গম্ভীরস্বরে কানাইবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কথাটী কিন্তু ঠিক্। যাঁহারা সংসারের সংবাদ কম রাখেন তাঁহারাই প্রায় অধিক উচ্চ কথা বলেন। অবশ্য আমার এ কথার অর্থ এরূপ নয় যে গবর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা দেশের খবর রাখেন না, কেবল দারজিলিং, শিমলা বা নীলগিরির চূড়ায় বসিয়া লম্বা লম্বা রিপোর্ট প্রসব করেন; তবে এটী আমি বেশ বিশ্বাস করি,——

মেঘের মাঝারে থাকি কভু হলে মন
ক্ষণ তরে ধরা করি মাত্র দরশন,
'ব্রহ্মাণ্ডের সব জানি' বল্য উচ্চস্বরে—

রোগটী তাঁহাদের বিলক্ষণ আছে।

কানাই। বিলক্ষণ না বিলক্ষণ! তাঁহাদের এ রোগটী প্রায় সন্নিপাতের আকার ধারণ করিয়াছে। মফস্বলের আসিস্‌টেণ্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে হিমালয়বাসী প্রভু পর্য্যন্ত প্রায় সকলেরই একটা দৃঢ় সংস্কার যে তাঁহারা যাহা জানেন তাহাই ঠিক। দুই দিবস প্রবাস করিয়াই দেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতির নাড়ী নক্ষত্র সকলই তাঁহারা জানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এটী কেবল রাজপুরুষদিগের দোষ নহে,—ও বিলাতী জল বায়ুরই দোষ।

তারণ। কানাইবাবু! অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ কথাটি আমি স্বীকার করিতে পারি না। না জানিয়া শুনিয়া মতামত গঠন করিবার দোষ আপনি ইংরাজদিগের প্রতি দিতেছেন; কিন্তু নিজেই যে এই মুহূর্ত্তে সেই দোষে দোষী হইতেছেন। আপনি এই কলিকাতায় বসিয়া ইংলণ্ডের কি সংবাদটা রাখিতেছেন বলুন দেখি? রাজপুরুষদের মধ্যে দুই চারি জনের কথা আপনি যাহাই বলুন কিন্তু ন্যায়বিচারে এক সম্প্রদায়বিশেষের বা জাতি বিশেষের প্রতি আপনি আক্রমণ করিতে পারেন না।

তারণকুমারের বাক্যে কানাইদাস রুষ্ট বা দুঃখিত হইলেন না; কিন্তু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। কানাইদাস যতটুকু লজ্জিত হইলেন, পাবনকুমারের হৃদয়ে হঠাৎ তাহার তিন গুণ উৎসাহ আসিয়া দেখা দিল। পাবনকুমার বলিলেন,—"কখনই পারেন না। সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি আক্রমণ করিবার অধিকার কাহারই নাই। এই শ্রেণীর মতামতপ্রকাশে সাধারণ শান্তিভঙ্গের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।" কানাইদাস যদিও একটুকু লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পাবনকুমারের কথায় হাস্যসম্বরণ করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন,—

"পাবনবাবু! কাহার শান্তি?"

পাবনকুমার একটু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এমন সময় তারণকুমার বলিলেন—"যাক্,. তার পর, আমাদের মূলকথার কি হইল?"

বঙ্কচন্দ্র। কি বিষয়ের?

তারণ। আমাদের কোন্ বিষয়েই বা অধিক অভাব এবং কোন্ বিষয়েই বা সর্ব্বাপেক্ষা মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য?

বিরূপাক্ষ। বটে বটে, সে কথাটী ত আমরা ভুলিয়াই যাইতেছিলাম। এই, সমালোচনার দোষই এই।—রোমীয় কবি Horatius ঠিক বলেছেন। তিনি এক স্থানে বলেছেন—"Grammatici certant, et, adhuc subjudice lis est!"

বঙ্কচন্দ্র। মহাশয়, এতক্ষণ ইংরাজী শ্লোক বলিতেছেন, মাঝে মাঝে দুই চারিটা বুঝিতে পারিতাম; এখন আবার ল্যাটিন ধরিলেন;—ইহার যে কিছুই বুঝি না।

তারণ। বুঝিতে পারিলেন না? অর্থাৎ সমালোচকেরা সমালোচনা করেন, মূল বিষয়টীর কিছুই মীমাংসা হয় না।

কানাই। এ সম্বন্ধে আমার যে মত, তাহা ত বলিয়াছি, পাবনবাবুও বলিয়াছেন, বিরূপাক্ষবাবুও বোধ হয় বলিয়াছেন এখন অবশিষ্ট আপনি আর বঙ্কচন্দ্র।

বঙ্কচন্দ্র। আর একজন আছেন।

কানাই। কে?

বঙ্কচন্দ্র। প্রভা।

কানাই। (হাসিয়া) তা বেশ ত! প্রভা বল না, তুমিই বা কি বিবেচনা কর?

তারণ। আগে বঙ্কবাবু বলুন না আপনার কি মত?

বঙ্কচন্দ্র কিছু বিপদে পড়িলেন। পূর্ব্বে কে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কেশকণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—

"আমার—আমার—আমার এ সম্বন্ধে মতটা কিছু গোলমেলে রকম। আমি আদৌ এ সম্বন্ধে কখন চিন্তা করি নাই। তথাপি আমি অবশ্য আমার মত বলিব।

আবার বোধ হয়——"

বঙ্কচন্দ্র এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ নিরস্ত হইলেন। কি বলিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কানাইদাস সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনার কি বোধ হয়?"

বঙ্কচন্দ্র। আমার বোধ হয়, আমাদের দেশে ভাল আহার্য্য সামগ্রীর অভাবই সর্ব্বপ্রধান।

বঙ্কচন্দ্রের নিকট হইতে সকলেই এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইবার আশা করিয়াছিলেন। কষ্টের সহিত তারণকুমার ও বিরূপাক্ষ হাস্য সম্বরণ করিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকলে কিছুতেই সক্ষম হইলেন না।

কানাই। আমাদের সকলেরই মতামত প্রকাশ করা হইল, এখন তারণবাবুর কি বক্তব্য শুনা যাউক।

তারণ। একখানি নৌকায় দশজন আরোহী উঠিয়া নদী

বাহিয়া যাইতেছিলেন, অর্দ্ধপথ যাইলে হঠাৎ মেঘ উঠিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া দুই চারি জন চিৎকার করিয়া উঠিলেন "নৌকা ডুবে!" সকলেই ব্যস্ত, সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—এখন নৌকা কিসে রক্ষা পায়—এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? কিন্তু উত্তর কেহই দেন না সকলেই প্রশ্নকর্ত্তা, উত্তর করিবে কে? এখন সময় দূরে আর দুই তিনখানি নৌকা দেখা গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা পাল নামাইতেছে—কেহবা অন্যদিকে নৌকা ঘুরাইতেছে—কেহবা অন্যের সাহায্য চাহিতেছে। এই নৌকার আরোহীরা উহা দেখিয়া ইহার অনুকরণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একজন বলিলেন তোমরা ও কি কর? উহারা যাহা করে আমরা তাহাই করি কেন? উহাদের ওদিকে একরূপ বাতাস লাগিতেছে। উহাদের ওদিকে নদীর একরূপ অবস্থা, আমাদের এদিকে আর একরূপ—আমাদের সম্মুখে চড়া, উহাদের ওদিকে প্রশস্ত নদী। আমাদের এ অবস্থায় আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর। আমাদের জীর্ণ নৌকা। নৌকায় কোন ছিদ্র থাকিলে আগে তাহাই বন্ধ কর। তাঁহার উপদেশ বাক্যে সকলেই নৌকার ছিদ্র বন্ধ করিতে প্রবৃত্ত; সকলেই নিজ নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিদ্র বন্ধ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ছিদ্র কোথায় তাহা কেহই অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন না। যে স্থান যাহার নিকটে সে সেই স্থানেই ছিদ্র কল্পনা করিয়া কাপড় প্রবেশ করাইতে উদ্যত! কেহ নৌকার তলায়, কেহ গলিতে, কেহবা মাস্তলেই ছিদ্র বন্ধ করিতে উদ্যত। নিকটস্থ নৌকার এক বৃদ্ধ মাঝি এই দেখিয়া বড় বিরক্ত হইয়া বলিল,—"আমি দেখিতেছি, তোমাদের নৌকায় ত ছিদ্র নাই, তোমাদের বুদ্ধির তলাতেই ছিদ্র"।

আমাদের অবস্থা তাহাই! আমাদের অভাব যে কি আমরা এখন ও তাহাই ভাল বুঝি নাই।

বিরূপাক্ষ। নৌকায় কানাইদাস বাবুর মত লোক ছিলেন না তাতেই নৌকার ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে এত বিপদ!

বিরূপাক্ষের ব্যঙ্গোক্তিতে সকলেই হাস্য করিলেন। কানাইদাসও হাস্য করিলেন। হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সে কথা বড় মিথ্যা নয়।"

বক্রচন্দ্র। তারণ বাবু গল্প করিয়া আসল বিষয়টী ছাড়িয়া গেলেন। কোন্ বিষয়ে আমাদের অধিক অভাব তাহাত কিছুই বলিলেন না।

তারণ। অভাব কি শুনিবেন? "আমাদের অভাব কি" এই জ্ঞানের অভাবই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টকর অভাব।

এমন সময়ে নগরের প্রত্যেক অট্টালিকার দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনি-রূপী সংবাদ দিতে দিতে সাড়ে আটটার তোপের শব্দ উন্মুক্ত তোরন-পথে আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। বিরূপাক্ষ বলিলেন "এত রাত্রি হইয়াছে! চলুন, কানাই বাবু! যাওয়া যাউক।" তারণকুমার আরো কিছুকাল থাকিতে অনুরোধ করিলেন, বিরূপাক্ষ ও কানাই অধিক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করিতে লাগিলেন; অবশেষে আগামী রবিবারে সকালে আসিবেন স্বীকার করায় পরস্পর সম্ভাষণাদি করার পর নিজ নিজ স্থানে সকলে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে ঈষৎ হাসিয়া পাবনকুমারকে সম্বোধন করিয়া কানাইদাস বলিলেন——

"পাবন বাবু! অসন্তুষ্ট হন্ নাই ত?"

পাবন হাসিয়া বলিলেন—"না, না—অসন্তুষ্ট হইব কেন? কিন্তু আপনারা যাহাই বলুন, দেশের অবস্থা সুন্দররূপে গবর্ণমেণ্টের কাণে উঠিবার যথেষ্ট পথ আছে আমরা যে কোন জ্ঞাতব্য বিষয়েরই যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া থাকি।"

তৃতীয় অধ্যায়।

"Presuming self-confidence is the badge of ignorance and the curse of fools."—BURNET.

পর দিবস অতি প্রাতে আহারাদি সমাপন করিয়া পাবনকুমার রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নয়টার ট্রেণে উঠিলে তাঁহার কর্ম্মস্থল কেনসিপুরে যথা সময়েই যাইয়া পৌঁছিতে পারা যায়। কিন্তু আজ হঠাৎ বিলম্ব হইয়া পড়ায় নয়টার গাড়ি চলিয়া গিয়াছে। পাবনকুমার আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন, গাড়িও ছাড়িয়া দিল। ইহাতে পাবনকুমারের মনে দ্বিগুণ অনুতাপ হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ষ্টেশনে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে আর একখানি গাড়ি আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। পাবনকুমার টিকেট পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, গাড়ি স্থির হইবা মাত্র গাড়িতে উঠিলেন। গাড়িতে উঠিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়া স্বীয় পকেট হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে দেখি-

লেন, কানাইদাস, বঙ্গচন্দ্র ও তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত রাজা বিনোদিলালের সহোদর ভ্রাতা বিজয়লাল দ্রুতপদে ইতস্ততঃ গাড়ি অন্বেষণ করিতেছেন। এরূপ সময়ে এরূপ অবস্থায় কানাইদাসকে হঠাৎ দেখিয়া পাবনকুমার আশ্চর্য্য বোধ করিয়া একবার তাঁহার গাড়িতে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলেন, আবার পরক্ষণেই গত রাত্রির কথা স্মরণ হওয়ায় ভীত হইলেন। মনে মনে বলিলেন—"না, ডাকিয়া কাজ নাই। আসিলেই আমার স্কন্ধের উপর পড়িবে এখন।" এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে বঙ্গচন্দ্রের চক্ষুর সহিত তাঁহার চক্ষু মিলিত হইল। বঙ্গচন্দ্র উচ্চস্বরে বলিলেন—"কানাইবাবু! এ দিকে আসুন, আমাদের পাবনবাবু যে এই গাড়িতে।"

তাঁহারা তিন জনেই সেই গাড়িতে উঠিলেন। পাবনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যে এখানে?"

কানাই। "বলিতেছি,—অরে রামা! আমার পোর্টমেণ্টটা এ দিকে দিয়ে যা।"

এই বলিয়া তাঁহার ভৃত্য রামাকে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। রামা উপস্থিত হইলে তাহার নিকট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি স্বীয় গাড়িতে লইয়া, তাহাকে অন্য গাড়িতে উঠিতে উপদেশ দিলেন। পরে পাবনকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমার মক্কেল রাজা বিনোদিলাল একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় আবদ্ধ হইয়াছেন। এইজন্য বিজয়বাবুর সঙ্গে আমরা তথায় যাইতেছি—কি বিপদ্, উঃ এত অত্যাচার! পাবনবাবু আপনি শুনিলে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না।

পাবন। কি? মোকদ্দমাটার অবস্থা কি?

কানাই। অবস্থা আর কি? এমন ভয়ানক কাণ্ড জগতে আর কোথায়ও হয় কি না, সন্দেহ। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কন্‌ক্লিউসন সাহেব রাজা বিনোদিলালকে জীবিত মানুষ আহার করা বলিয়া হাজতে রাখিয়াছেন—এখন তাঁহাকে ফাঁসিই দেন কি জীবিত মানুষ তাঁহার উদর কাটিয়া বাহির করেন, কিছুই বলা যায় না।

পাবন। জীবিত মানুষ আহার করা কিরূপ? ইহাত কখন শুনি নাই,—কোন আইন কানুন বহিতেও দেখি নাই!

(ক্রমশঃ)

—

বাঙ্গলার সংবাদপত্র।

বিলাতে সংবাদপত্রিকাকে দেশের চতুর্থ শক্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এ দেশে সংবাদপত্রিকাকে চতুর্থ দূরে থাকুক আদৌ শক্তিমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে কি না, তাহাতেও অনেকে সন্দেহ করেন। এরূপ বৈষম্যের কারণ কি, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, সংবাদপত্রিকার শক্তি কাহাকে বলা যায়। কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একখানি সাধারণ কাগজে কতকগুলি সংবাদ ও গুটিকতক সম্পাদকীয় প্রস্তাব মুদ্রিত থাকিলে তাহাতে আর শক্তি জন্মিবে কি হেতুতে? অবশ্য, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে উপস্থিত হইলে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কিন্তু একটু তলস্পর্শী চিন্তার সাহায্যে যে কেহই অনায়াসে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক সভ্য দেশেই এই সামান্য কাগজমধ্যে অপ্রত্যক্ষভাবে একটী গূঢ়শক্তি বিরাজিত রহিয়াছে।

অতি সুসভ্য ও সুশিক্ষিত দেশেরও আজি পর্য্যন্ত এরূপ উন্নত অবস্থা হয় নাই যে, দেশের সকল লোকেই স্বাধীনভাবে নিজ চিন্তাবলে সকল বিষয়ে মতামত গঠন করিতে পারেন। কি রাজকীয় কোন বিষয়ে, কি সামাজিক কোন বিষয়ে, ভাল হউক, মন্দ হউক, একটী না একটী মত দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে গঠন করিয়া লইয়া থাকেন। যদি একজন পথের লোককে জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর তাহার কিরূপ মনোভাব, সে হয়ত উত্তরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পদে প্রশংসার পুষ্পচন্দন

ঢালিয়া দিবে, নয়ত নিন্দার পুরীষরাশি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে। এরূপ লোক সংসারে অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায় যিনি কি নিন্দা কি প্রশংসা কিছুই করিতে জানেন না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া থাকেন অথবা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কার্য্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিয়াছেন— বা ততদূর দেখা দূরে থাকুক, মত গঠন করিতে যতটুকু দেখা আবশ্যক, তাহার শতাংশের এক অংশ দেখিয়াছেন, এরূপ নহে। তথাপি তাঁহারা অনায়াসে ও নিঃশঙ্কচিত্তে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের উপর স্বীয় স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে আপনাকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের এ উপযোগিতা সাধারণতঃ কোন্ স্থান হইতে জন্মগ্রহণ করে, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইলেই, উপরে সংবাদপত্রিকার গূঢ়শক্তি বিষয়ে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সহজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, আজি পর্য্যন্ত কোন দেশেরই এরূপ অবস্থা হয় নাই যে, দেশের সকল লোকেই স্বাধীনভাবে কেবল নিজের চিন্তাবলে নিজ নিজ মত গঠন করিতে পারেন, অথচ দেখা যাইতেছে যে সকলেই স্ব স্ব দেশীয়, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, গুরুতর কার্য্য সকল সম্বন্ধে একটা না একটা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখেন। দেশের সমস্ত লোককে এইরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত করিতে, বা এই সকল গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয় মতামত গঠন করাইতে যে প্রধান সাহায্যকারীর, বা স্থলবিশেষে পরিচারকের কার্য্য করে, তাহার একটা বিশেষ শক্তি আছে, এ কথা স্বীকার করিতে কাহারই আপত্তির সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, এই শক্তিমান্ পদার্থ দেশের সংবাদপত্র কি অন্য কিছু। সে দিবসের ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধক পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত ভারতব্যাপিনী তুমুল ঝটিকার প্রতি যিনি একটুকুও লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ এরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে আর ইতস্ততঃ করিবেন না। প্রধান রাজপুরুষ হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞাত হইয়াছেন যে, কয়েকখানি ইংরাজী সংবাদপত্রই এই ভারতব্যাপী আগুন জ্বালাইয়া দিতেছেন। আমাদের দেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখদ্বারা সংবাদপত্রিকার অসাধারণ ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিবার আজ পর্য্যন্ত উপায় হয় নাই, কিন্তু পাঠক ইংলণ্ডের বা ফরাসীদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবেন, এই সংবাদপত্রিকাদ্বারা সময়ে সময়ে কতদূর সমাজবিপ্লব—এমন কি রাজবিপ্লব পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে। এই কারণেই ইউরোপে সংবাদপত্রিকাকে দেশের চতুর্থ শক্তি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

এ দেশের সংবাদপত্রিকার আজি পর্য্যন্ত ততদূর শক্তি-বৃদ্ধি না হইলেও, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে খ্যাতনামা ঈশ্বর গুপ্তের "পাষণ্ডপীড়ন" ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের "রসরাজের" যে পদ, ক্ষমতা ও সম্মান ছিল, তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে বর্ত্তমান সাময়িক সংবাদপত্রিকার অবস্থা উচ্চ হইয়াছে এবং এইরূপ দ্রুতবেগে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, কে বলিতে পারে, ইংলণ্ডের টাইম্‌স পত্রিকা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য প্রায় শতবর্ষ

বয়ঃক্রমে যে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারিতে কোন বাঙ্গলা পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক সময়েই তদ্রূপ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিবে না?

হতাশা-প্রপীড়িত ভগ্নহৃদয় বঙ্গবাসীর মনে হয়ত উপরের বাক্যটী নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। হয়ত প্রকাশ্যে না বলিলেও বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ের গভীরদেশে কেহ বলিতে পারে, হাইকোর্টে এই অচিন্তনীয় অভিনয়ের পর আর কি এরূপ আশা হৃদয়ে স্থানও পাইতে পারে? কিন্তু এরূপ দীর্ঘনিশ্বাসপূর্ণ নির্জ্জীব বাক্য উচ্চারণ করিবার আমরা কোনই হেতু দেখি না। প্রতিবন্ধকে যেমন গতির হ্রাস হয়, তেমনি স্থলবিশেষে গতির বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। কে বলিবে সহস্র আঘাতে বঙ্গীয়পত্রিকার উন্নতির গতি দশসহস্র গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না?

গভীর-চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ যাহাই বলুন, আমরা বিশ্বাস করি যে, বঙ্গের আধ্যাত্মিক না হইলেও বৈষয়িক উন্নতির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নৈসর্গিক নিয়মানুসারে যতদিন প্রতিদ্বন্দ্বী কোন স্রোত আসিয়া ইহার স্থান অধিকার না করিবে, ততদিন অপ্রতিহতবেগে ইহা বহিতে থাকিবে। ঘটনাবশতঃ অদ্য যদি কোন পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ইহার সম্মুখে পড়ে, তবে সেই প্রতিবন্ধকে ইহার স্রোত রুদ্ধ হইবে না, পক্ষান্তরে দ্বিগুণবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। আমাদের উপরুক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিকদূর ভ্রমণ করিতে হইবে না। অদ্যকার ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। দৃষ্টান্তস্থলে ভার্ণেকিউলার প্রেস এক্টের উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে। যদিও এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় দেশীয় সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ক্ষতি হইতেছিল বলিয়া সাধারণতঃ প্রতীতি হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনাদ্বারা আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাইতেছি।

গত দশ বৎসরে যত নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার বলবৃদ্ধি না করিয়াছিল, এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর দুই এক বৎসর মধ্যেই তাহা অপেক্ষা প্রচুরসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার সংখ্যাবৃদ্ধি বা যথেষ্ট বলবৃদ্ধি করে নাই বা কেবল বঙ্গীয় সাহিত্যের বলবৃদ্ধি করে নাই; কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে উইলিয়াম্ কার্পেণ্টারের "পলিটিকেল লেটার" প্রভৃতি কয়েকখানি পত্রিকা অতি সুলভমূল্যে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া যেমন বিলাতের সংবাদপত্রিকার এক নূতন জীবন দান করিয়াছিল, তদ্রূপ এই সকল পত্রিকাও বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার এক নূতন ও উদ্যমপূর্ণ জীবন দান করিয়াছে। এই যন্ত্র-বিধি প্রকাশিত হইবার পর যেরূপ কয়েকখানি সুলভ বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং ক্রমেই হইতেছে, কেবল বাঙ্গলায় নহে, ইউরোপের অনেক সুসভ্যদেশেও কখন এরূপ সুলভমূল্যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই।

ইহা ব্যতীত অন্য দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা আঘাতের বিপরীত ফল-উদ্ভাবিনী শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু পাঠক যদি ইংলণ্ডের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন—ইংলণ্ডের "১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের বিচারালয়ের বিবরণ" ইত্যাদি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করেন,

তবে দেখিতে পাইবেন, এই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রিকাসকলের বিরুদ্ধে প্রায় সাত হাজার অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, অন্যূন পাঁচ শত ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড ও কারাবাস ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে পাঠক কেবল ইহাই দেখিতে পাইবেন না,—দেখিবেন, সংবাদপত্রিকার উন্নতির পথে পদে পদে নানা বিঘ্নবিপত্তি ও অসুবিধা রাশীকৃত ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রিকার প্রতিপাতে দেড় পেনি ষ্টেম্প কর লওয়া হইত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধ-পেনি বৃদ্ধি করা হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আর এক পেনি। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক পাতের জন্য চারি পেনি টেক্স লওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কাগজের উপর উচ্চ কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। এমন কি, সংবাদপত্রিকায় যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, তাহার প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের উপর প্রায় দুই টাকা কর লওয়া হইত। এই শত সহস্র অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ইংরাজী সংবাদপত্রিকাকে প্রত্যেক পদ নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে এবং এই অধ্যবসায়পূর্ণ যুদ্ধের ফল এত দিবসে এই হইয়াছে যে, অদ্য বিলাতে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মুদ্রিত কাগজে কেবল বিলাত আচ্ছাদিত হয় না, জগতের এমন সভ্য দেশ নাই যেখানে ইহা না যায়—এমন সভ্য দেশ নাই যেখানে বিলাতের সংবাদপত্রিকা উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত না হয়,—আর এমন পরাক্রমশালী লোকও কেহই নাই যিনি ইহার শক্তিকে ভয়-ভক্তিপূর্ণ চক্ষে না দেখেন।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার এরূপ শুভদিন উদয় হইতে বিলম্ব আছে, সত্য। কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গলা সংবাদপত্র আর বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গলা সংবাদপত্র এক নহে। কোন কোন রাজপুরুষের বা ইংরাজের নিকট তদ্রূপ বোধ হইলেও এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার প্রতি আজিও তাঁহারা প্রকাশ্য ঘৃণাপ্রকাশক নাসিকাভঙ্গী করিলেও হৃদয়ে অন্যরূপ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন——বাঙ্গলা সংবাদপত্রের শক্তি মুখে স্বীকার না করিলেও কার্য্যে স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গলার বৈষয়িক উন্নতিপক্ষে বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার এইরূপ ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধি একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই শক্তি বৃদ্ধি করিতে কেবলমাত্র পত্রিকাসম্পাদকগণের একাগ্রতা ও স্বদেশানুরাগিতার আবশ্যক নহে, পাঠকগণের নিকট হইতেও বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইবার আবশ্যক। কেবল ইহাই নহে, গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে আন্তরিক যত্ন থাকার একান্ত প্রয়োজন। বাঙ্গলা-সংবাদপত্রিকার অধিকাংশ সম্পাদকের স্বদেশানুরাগিতা থাকিলেও, একাগ্রতার কতকটা অভাব আছে বলিয়া কাহার কাহার সংস্কার আছে। এ সংস্কার নিতান্ত অমূলক, ইহা আমাদের বোধ হয় না; কিন্তু ইহা সত্য হইলেও কয়েকখানি সংবাদ-পত্রিকার সম্পাদকগণের অসাধারণ অধ্যবসায় ও দৃঢ় একাগ্রতার পরিচয় কেবল আমরা দেখিতে পাইতেছি না, বঙ্গবাসীমাত্রেই দেখিতে পাইয়াছেন ও প্রতিনিয়ত পাইতেছেন। বঙ্গীয় পাঠকেরাও সংবাদপত্রিকার শক্তিবৃদ্ধিপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। পূর্ব্বে যাহা হউক, অদ্য কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টও সংবাদপত্রিকার উন্নতির পক্ষে কিছু দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে দেশীয় সংবাদপত্রিকাকে গবর্ণমেণ্ট

যে চক্ষে দেখিতেন, এখন আর সে চক্ষে দেখেন না, তাহা গবর্ণমেণ্টের নিজের মুখের বাক্যেই পাঠক অবগত আছেন। যাঁহারা দেশীয় সংবাদপত্রসম্বন্ধে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অবগত নহেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য নিম্নে আমরা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"The vernacular press shows a distinct advance on the position it held five or six years ago. Though it is not yet free from the abuses or defects natural to a young institution in a country like India, there has been an improvement in its tone, its literary, and its value to the administration, both as an educator of the people and a guide to the Government. The native press discusses—now not only local affairs and private concerns, but every kind of question of political and public interest; and though this is done in many cases from a too exclusively native point of view, the Government does not think that this feature is to be entirely deprecated. When the arguments used are temperate and expressed, as is often the case, with ability and force, they afford a valuable indication of native opinion. The number of native newspapers supplied to the Bengal Library increased by 12 during the past year. There were 6 daily papers, 38 weekly, 3 fortnightly, and 4 monthly—or altogether 51 * * * * The leading papers were the Nava Bivakar, the Sahachar, the Ananda Bazar Patrika, the Sulava Samachar, the Bangabashi (Calcutta), the Sadharani (Chinsura), the Someprokas (Chingripota), in the 24 Parganas, the Dacca Prokash (Dacca), the Bharat Mihir (Mymensing), the Bardwan Sanjivani (Bardwan), the Medini (Midnapore) the Paridarshak (Sylhet) and the Charubarta (Sherepore) in Mymensing."

Bengal Administration Report 1881-82.

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সংবাদপত্রিকার শক্তিবৃদ্ধিপক্ষে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে এ দেশে বর্ত্তমান আছে। অতএব এরূপ অবস্থায় সাধারণ সাধারণ আঘাতে বাঙ্গলার সংবাদপত্রিকার শক্তির ক্রমেই বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না। এই কারণেই আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, হাইকোর্টে সম্প্রতি যে দুঃখজনক অভিনয় হইয়া গেল, তাহাতে বঙ্গীয় যুবকগণের হতাশ বা চিন্তাগ্রস্ত হইবার কারণ নাই।

হাইকোর্ট অতি সুবিচার করিয়া কি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া বাঙ্গালীসম্পাদক সুরেন্দ্রনাথকে কারাগারে পাঠাইলেন, তাহার সমালোচনা করিবার আমাদের স্থান বা ক্ষমতা নাই। কিন্তু এই ঘটনাদ্বারা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতির পথ যে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল, এরূপ নহে। এই ঘটনা বাঙ্গালীসম্পাদকের হিতকর বা অহিতকর যাহা হউক, বাঙ্গলা সংবাদপত্রসাধারণের অহিতকর হইয়া দাঁড়াইবে এরূপ বোধ হয় না। বাঙ্গলা সংবাদপত্রের প্রতি এই ঘটনা কিরূপ ক্রিয়া করিবে, বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকার শক্তিবৃদ্ধি কিম্বা হ্রাস করিবে, তাহা আমরা যদিও অদ্য নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, তথাপি গত ঘটনা সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে আমাদের কোনই চিন্তার বিষয় নাই।

এই দুর্ঘটনার পর কোন কোন সংবাদপত্রিকার স্বর ক্ষীণ, নিস্তেজ ও হতাশাপূর্ণ হইতে দেখিয়া যদিও কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন যে এই ঘটনাদ্বারা বাঙ্গলা সংবাদপত্র হয় ত কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি,এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত ভিত্তিহীন।

প্রস্তাবের উপসংহারে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, বাঙ্গলা সংবাদপত্র দিন দিন যেমন নবজীবন ও প্রবলশক্তি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে ইহার ঊর্দ্ধগতির বেগ রোধ করিতে ইহার সম্মুখে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহাতে গতিরোধ করিবে না। এরূপ অবস্থায়, এই ঘটনাদ্বারা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অপকার হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে॥

হতাশায় আশা।

১

ত্যজি নিজ দেশ, প্রিয়পরিজন,
ঐই যে পথিক চিন্তান্বিতমন,
পদ্মাবক্ষে তরী বাহি ধীরি ধীরি,
নিজ লক্ষ্যস্থলে করি'ছে গমন;—
হঠাৎ তাহার চমকিল মন—

২

চমকিল মন করি' দরশন
উঠি' কালমেঘ ঢাকি'ছে গগন।
দেখিতে দেখিতে ভীষণ বেগেতে,
উঠিল তরঙ্গ পর্ব্বতের প্রায়;—
ক্ষুদ্র তরী বুঝি এইবার যায়।

৩

শুকাইল মুখ, কাঁপিল হৃদয়;
হতাশে দাঁড়ীরা দাঁড় ছেড়ে দেয়;
তরঙ্গ উপরে তরঙ্গ আছাড়ে
যেন শত বাহু তুলি' বারে বারে
চায় পদ্মা বক্ষে লুকাতে তরীরে।

৪

এই,—এই বুঝি—এইবার গেল—
ডুবিতে ডুবিতে আবার বাঁচিল।
আসিছে আবার, বুঝি এইবার
পথিকের সব আশা ফুরাইল;—
অমনি পথিক উঠিয়া দাঁড়াল।

৫

জীবনের আশা গিয়াছে নিবিয়া,
নভসম হৃদি গিয়াছে ঢাকিয়া।
বিদ্যুৎ ছুটিল, হিয়া চমকিল;
বিদ্যুতের বেগে উদিল হৃদয়ে—
"কোথা "জাতি-শক্তি?" কোথা এ সময়ে?"

৬

মুদি অর্দ্ধ আঁখি, ঊর্দ্ধে বাহু তুলি',
"কোথা তুমি মাতঃ! কোথা তুমি" বলি'?
ডাকিছে সঘনে; আঁধার গগণে
হঠাৎ আসিয়া বাহিরিল আলো,
হতাশীর হৃদে আশা দেখা দিল॥

শ্রী——

রাজকীয় সংবাদ।

ব্যবস্থাপক সভা।

গতমাসের বৈষয়িকতত্ত্বের ব্যবস্থাপকসভা-শীর্ষকসংবাদমধ্যে যে কয়েকটী পাণ্ডুলিপির বিষয়

উল্লেখ করা হইয়াছিল. সেই সকল বিষয়েরই কথঞ্চিৎ আলোচনা ব্যতীত গত বৈশাখমাসে ব্যবস্থাপক সভার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় নূতন বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। গবর্ণর জেনেরল সিমলাশিখরে ও লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর দারজিলিং পর্ব্বতে প্রস্থান করায় সাধারণতঃ বৎসরের এ সময়ে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী অতি গুরুতর বিষয়ে লিপ্ত হওয়ায় অন্য কোন নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার তাদৃশ সুবিধাও উপস্থিত হয় নাই। এই সময় মধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে দুইখানিমাত্র নূতন আইন প্রকাশিত হইয়াছে।

নূতন আইন।

১। এপ্রেলমাস মধ্যে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট "কলিকাতা বন্দর উন্নতি করণ" বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ২ আইন প্রকাশ করিয়াছেন।

২। মেমাসের প্রথমার্দ্ধমধ্যে বা বাঙ্গলা বৈশাখমাসের শেষ তারিখের পূর্ব্বে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট আর একখানি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার "নাম ১৮৮৩ সালের ৩ আইন"। এই আইনে ট্রামওয়ে প্রস্তুত ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য্য নির্ব্বাহ করণ বিষয়ক কতকগুলি বিধি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সারকুলার।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ কেম্বলসাহের পরীক্ষাপ্রণালীদ্বারা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার প্রভৃতি নিযুক্ত করার নিয়ম করিয়াছিলেন। সার এস্লি ইডেনের সময়ে এই নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। তিনি এই সকল পদে ইচ্ছানুরূপ লোক নিযুক্ত করিয়া লইতেন। এক্ষণে বঙ্গের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রিভার্স টম্সন্ পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কিছু দিবস পূর্ব্বে এক মন্তব্যলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। গত ২০শে বৈশাখ কলিকাতা গেজেটে, কি প্রণালীতে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তাহার বিস্তারিত আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই আদেশের সারমর্ম্মের অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পরীক্ষার দিবস ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। প্রথম দিবস (মধ্যাহ্ন) ইংরাজী প্রবন্ধ, যে কোন সাধারণ বিষয়ে লিখিতে হইবে; সময় আড়াই ঘণ্টা মাত্র। এই প্রবন্ধ দেখিয়া সংখ্যা দিতে পরীক্ষকগণ নিম্ন লিখিত বিষয় কয়েকটী বিবেচনা করিবেন। পরীক্ষার্থীরা বিষয়টা কিরূপে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের বর্ণাশুদ্ধি, হস্তলিপি এবং রচনা। (অপরাহ্ণ) পত্রলেখা ও কোন একটী লিখিত বিষয় সংক্ষিপ্তকরণ ও বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদকরণ। এই পরীক্ষার উত্তর লেখার জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্দ্ধারিত থাকিবে।

দ্বিতীয় দিবস (মধ্যাহ্ন) ১৭৯৩ সালের ১ ও ৭ রেগুলেশন, দণ্ডবিধি, ফৌজদারী কার্য্যবিধি এবং সাক্ষ্যবিষয়ক আইনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। সময় ২॥ ঘণ্টা। (অপরাহ্ণ) নিম্নলিখিত রেগুলেশন ও আইন হইতে প্রশ্ন প্রদত্ত হইবে— ১৮২২ সালের ৭ রেগুলেশন, ১৮২৫ সালের ৯ ও ১১ রেগুলেশন, ১৮৩৩ সালের ৯ রেগুলেশন, ১৮৫৯ সালের ৮ ও ৯ আইন, ১৮৫৯ সালের ১১ আইন, ১৮৮১ সালের ৩ আইন, ১৮৬২ সালের ৩ আইন, ১৮৬৭ সালের ৭ আইন, ১৮৮০ সালের ৭ আইন এবং ১৮৩৭ সালের ৯ আইন। সময় ৩ ঘণ্টা।

তৃতীয় দিবস (মধ্যাহ্ন) সহজ জরীপ ও নক্সা প্রস্তুতকরণ। সময় ২॥ ঘণ্টা। (অপরাহ্ণ) অঙ্ক। সময় ২ ঘণ্টা। সংখ্যার নিয়ম—ইংরাজী ৮০০, আইন ৮০০, জরীপ ও নক্সা এবং অঙ্ক ৪০০,—একুনে ২০০০ দুই হাজার। পরীক্ষার্থীদিগকে ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়োগবিভাগের অণ্ডার সেক্রেটারী সমীপে আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে।

প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে আবেদনপত্রের সহিত ফীর পাঁচ টাকা

এবং নাবিল সার্জ্জনের হস্তলিখিত পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

পার্লিয়ামেন্টে ভারতবর্ষ বিষয়ক সংবাদ।

২রা এপ্রিলের পার্লিয়ামেন্ট সভায় মিঃ ষ্টেন্‌হোপ্‌ আণ্ডার সেক্রেটারি অব্‌ ষ্টেটের প্রতি এই প্রশ্ন করেন যে "কাবুলের আমীর গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কোন যত্ন করিতেছেন কি না এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তিনি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন?" আণ্ডার সেক্রেটারি উত্তরে বলেন যে—"কাবুলের আমীর তাঁহার মনোভাব অবগত করায় গবর্ণর জেনারল্‌ বলিয়াছেন যে আগামী শরৎকালে তিনি আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কি উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিতেছেন, তাহা এ সভায় প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে।"

৫ই এপ্রিলের সভায় সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেলের শিমলা গমনে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে ক্ষতি ও উপস্থিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি ও প্রজাভূম্যধিকারী সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি নিয়ম সকলের মীমাংসা করণ সম্বন্ধে অনর্থক বিলম্ব হইতেছে ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া আণ্ডার সেক্রেটারিকে এতদ্‌বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় ঐ আণ্ডার সেক্রেটারি বলিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট, সিমলা ও কলিকাতা উভয় স্থানকেই বৎসরের এক এক সময়ে সদরী কার্য্যস্থান বলিয়া গণ্য করেন। এ সম্বন্ধে কোনরূপ পরিবর্ত্তনের কোন প্রস্তাব হয় নাই এবং এ বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেন্টই সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিতে পারেন।

ইতোমধ্যে লর্ড লিটন হাউস অব্‌ লর্ড সভায় ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধক পাণ্ডুলিপি লইয়া এক বৃহৎ বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বিষয় ও স্বায়ত্ত শাসন বা আত্মশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন বিষয় লইয়া ঘোর বাগ্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কনজারভেটিব্‌দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং লিবারল্‌ দলের শিরোভূষণগণ এই বিষয়ে স্ব স্ব মত রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক্‌ বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারলের সুখ্যাতি ও এই সকল কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার বাহিরেও স্থানে স্থানে যথেষ্ট আন্দোলন হইতেছে।

১১ই মে (২৯শে বৈশাখ) কমন্সহাউসে মিঃ এবার্টলেট্‌ সাহেব লর্ড রিপণের শাসন কার্য্যে দোষারোপ করায় রাজমন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন লর্ড রিপণের কার্য্যের ও তাঁহার উদার মতের বিশেষরূপে পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। লর্ড রিপণকে বিলাতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করায় রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে, 'গবর্ণমেণ্ট ইহা অনুমোদন করেন না, পক্ষান্তরে আশা করেন, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিতে তাঁহার ন্যায় উচ্চ আদর্শের ব্যক্তি যেন নিযুক্ত করা হয়।" ইত্যাদি।

বিলাতে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় আন্দোলন

সম্প্রতি বিলাতে ভারতবর্ষের রাজকার্য্য লইয়া যেমন প্রবল আন্দোলন হইতেছে, শীঘ্র এরূপ আন্দোলন হইতে দেখা যায় নাই। নানা সভায় কন্‌জারভেটিব্‌ ও লিবারল্‌গণ ভারতবর্ষ লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ভারতবর্ষের পক্ষে এইটি সুসংবাদ। এইরূপ যত বক্তৃতা হইতেছে, তাহার মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টার নগরের জুনিয়ার কন্‌জারভেটিব্‌ ক্লবে কন্‌জারভেটিব্‌দলের দলপতি লর্ড সালিসবরি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে

পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, কনজারভেটিব্ দল কি প্রকার অধ্যবসায়ের সহিত এই বিষয়ের আন্দোলন করিয়া বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে অপদস্থ করিতে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন।

গত মেলে বিলাতের যে সকল সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের প্রেরিতপত্রস্তম্ভে ভারতবর্ষবিষয়ক শত শত পত্র দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত, বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়াছি। বৈষয়িকতত্ত্বের গত সংখ্যায় আমরা, "টাইমস" পত্রে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ও হাইকোর্টের জজ সার্ লুইস্ জ্যাক্সনের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অনুবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু গত ডাকে যে সকল সংবাদপত্র আগত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ বিস্তর পত্র ও ইহা অপেক্ষা গুরুতর পত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাববশতঃ পূর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করা হইল।

রাজপুরুষগণের নিকটে ভারতের ক্রন্দন।

হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন,—"গত ৯ই বৈশাখ বৈকালে কালেক্টর সাহেবের কুঠীর গাড়ি বারান্দায়, তাঁহার ঘোড়া যোড়া গাড়ি সাজান ছিল। কুঠীর নিকটে একটী প্রশস্ত রাজপথ। গাড়িবারান্দা ও রাজপথের মধ্যে সাহেবের ফুলবাগান। পুঁঠিয়া, তাহিরপুর, চৌগাম প্রভৃতি স্থানের ওয়ার্ডস্ কুমারগণ এবং স্থানীয় আর কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রবালক সমুদয়ে ৬।৭ জন (অধিকাংশ ঘোড়ায় এবং দুই এক জন গাড়ীতে) বেড়াইতে বেড়াইতে কালেক্টর সাহেবের কুঠীর নিকটবর্ত্তী সেই রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। (এইরূপ তাঁহারা প্রায়ই সাহেব পাড়ায় হাওয়া খাইতে যান) কিন্তু তাঁহাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন ঐ সময়ে সাহেবের গাড়ির ঘোড়া (তাঁহাদের ঘোড়ার পদশব্দ শুনিয়া নাকি) অপ্রতিহতবেগে গাড়ি টানিয়া হেড পোষ্টাফিসের পশ্চিম ও জেলের দক্ষিণের রাস্তা দিয়া নবাবগঞ্জ অভিমুখে দৌড়িতে আরম্ভ করে। হঠাৎ কালেক্টর সাহেবের গাড়ি-ঘোড়ার এই অবস্থা দেখিয়া উক্ত সম্ভ্রান্ত বালকগণ আপন আপন ঘোড়া থামাইয়া পোষ্ট আফিসের নিকট দণ্ডায়মান হয়েন। অনেকে ঐ গাড়ি আশু ধরিবার চেষ্টা করিয়া সফল হইতে পারে নাই। বালকগণ, গাড়ি ফিরিল ও অনেকে অগ্রে গিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, পুনরায় ঘোড়া চালাইয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে গমন করেন ও তৎপরে আপন আপন আবাসে ফিরিয়া আইসেন। সাহেবের গাড়ি নবাবগঞ্জে ধৃত হয়। গাড়ির কয়েকটী স্থান, অতিবেগে বিপথে প্রধাবিত হওয়ায় ভাঙ্গিয়া যায়। ১১ই কি ১২ই তারিখে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের উপর এই ঘটনার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। পুলিসসাহেব কুমারদিগকে ও সঙ্গী সম্ভ্রান্ত বালকগণকে লাইনে তলব দিয়া লইয়া যান। কালেক্টরসাহেবের গাড়ির সইস বাদী, চাপরাসিগণ সাক্ষী ও কুমারগণ প্রতিবাদী। পুলিস সাহেব বিচারাসনে (চেয়ারে), কুমারগণ সামান্য আসনে (বেঞ্চে) উপবিষ্ট এবং বাদী ও সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান। সইস বলে, "ইহারা অতিবেগে ঘোড়া ছাড়ায় সাহেবের ঘোড়া তদ্দৃষ্টে গাড়ি টানিয়া ঐরূপ ভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ করে। ইঁহারাও গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সবেগে ধাবিত হন। তাহাতে আমি আঘাত প্রাপ্ত হই ও গাড়ী ভাঙ্গে।" কুমারগণ বলেন, "তাঁহারা অনেক দিন ঐরূপ দৌড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার অভিসন্ধি ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞান বিশ্বাসমতে তাঁহাদের কর্ত্তৃক অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই ও সইসও আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই। সইস ও চাপরাসি প্রকৃত ঘটনার বিপরীত বলিতেছে। সে স্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী ও দুইজন ইংরাজ দর্শক ছিলেন।" চাপরাসিগণ ইহা বলে, "ইন্ লোক সব ঝুট বলতা হ্যা।" পুলিস সাহেব বলেন, তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিবে বলিয়া কালেক্টরসাহেব দুই দিন অপেক্ষা করেন। তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিলে না, সুতরাং আইন অনুসারে মোকদ্দমা চলিবার সম্ভাবনা। ইংরেজে ইংরেজে এরূপ হইলে, এত দিন ক্ষমা প্রার্থনা করা হইত। বাঙ্গালীতে বাঙ্গালাতে হইলেও বোধ হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করা হইত; কিন্তু ইংরেজবাঙ্গালাতে ঘটনা বলিয়াই বোধ হয়, তোমরা ইংরেজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর নাই। ওয়ার্ডসগণ লাইনে এইরূপে সম্মানিত হইয়া আবাসে আসিয়া কালেক্টর সাহেবকে অভিভাবকস্বরূপে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা জানান। কালেক্টর সাহেব গত সোমবারে তাঁহাদিগকে

Brahmo Public Opinion নামক এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশ করেন—

"Mr. Justice Norris is determined to set the Hooghly on fire. The last act of *zubburdusti* on his lordship's part was the bringing of a *salgram*, a stone idol, into Court for identification. There have been very many cases, both in the late Supreme Court and the present High Court of Calcutta, regarding the custody of Hindoo idols, but the presiding deity of a Hindoo household has never before this had the honor of being dragged into Court. Our Calcutta Daniel looked at the idol, and said it could not be a hundred years old. So Mr. Justice Norris is not only versed in law and medicine, but is also *conoisseur* of Hindoo idols. It is difficult to say what he is not. Whether the orthodox Hindoos of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into Court, is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw dispenser of Justice."

এই সংবাদ পাঠ করিয়া "বেঙ্গলী" সম্পাদক শ্রীযুত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া ২৮শে এপ্রেলের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় জষ্টিস্ নরিসের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করেন এবং এই সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন।—

"What are we to think of a Judge who is so ignorant of the feelings of the people and so disrespectful to their most cherished conviction, as to drag into Court and then to inspect an object to worship, which only Brahmins are allowed to approach, after having purified themselves, according to the forms of their religion? Will the Government of India take no notice of such a proceeding? The religious feelings of the people have always been an object of tender care with the Supreme Government. Here, however, we have a Judge who, in the name of justice, sets these feelings at defiance, and commits what amounts to an act of sacrilege in the estimation of pious Hindoos. We venture to call the attention of the Government to the facts here stated, and we have no doubt due notice will be taken of the conduct of the Judge."

হাইকোর্টের বিচারপতিরা ইহা এবং এই সংক্রান্ত আর কয়েকটী পংক্তি পাঠ করিয়া বিচারালয়ের মর্য্যাদা-ভঙ্গকরণ অপরাধে "বেঙ্গলী" সম্পাদককে গত ৫ই মে শনিবারে হাইকোর্টে উপস্থিত করিয়া সরাসরি বিচারে দুই মাসের কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। হিন্দু দেবতাকে আদালতে আনয়ন করা ও এই বিষয় লেখায় বেঙ্গলীসম্পাদক সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের কারাদণ্ড করা হইয়াছে, এই সংবাদ তাড়িতবেগে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে অসম্ভব অল্প সময় মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে; এবং এইরূপে এই আন্দোলনের আগুন দেশময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

এই ঘটনাদ্বারা হিন্দুসমাজ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত সংবাদ—যাহা আমরা "আনন্দবাজার" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝা যাইবে।—

"* * * বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। আফিসে এই দুঃসংবাদ যাইবা মাত্র কেরাণীরা কলম ফেলিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই তেজোময় প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখখানি হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরবে তাঁহার বিপদে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। হাটে, বাজারে, পথে, ঘাটে, প্রাসাদে, সকল স্থানেই বাঙ্গালীগণ বিনীতমস্তকে শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সেই দেশহিতৈষীর—সেই অগ্নিসম তেজোবান্ উত্তেজকের—কথা লইয়া হৃদয়ের দারুণ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। * * * এমন সার্ব্বজনিক শোক কখনও দেখা যায় না, এমন বিপদের অন্ধকার আমোদোন্মত্ত অলস বাঙ্গালীর হৃদয় কখনও আচ্ছন্ন করে নাই। সান্ধ্যসমীরণে সেই শোকলহরী দিগন্ত ব্যাপিয়া পড়িল এবং রজনীর প্রগাঢ় শান্তিতেও সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশীয়গণের শোকভারগ্রস্ত হৃদয় শান্তি লাভ করিল না। কত যুবক দেবদেবীর নিকট তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। কত লোকে, যাহাতে তিনি কারাগারে কোন কষ্ট না পান, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল ও সকলে মিলিয়া বিচারপতিগণের উপর রোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে শনিবার কাটিয়া গেল।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫শে বৈশাখ।

এই ঘটনা লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ও এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করিবার জন্য এবং সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য কলিকাতায় কয়েকটী প্রকাণ্ড সভা হইয়াছে। এরূপ বৃহদাকারের সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বজাতীয় সভা কলিকাতায় কখনও হয় নাই। এই সভায় এত অধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, অনেকে ইহার অনুমানও করিতে পারেন নাই। ইংলিশম্যান পত্রিকা লিখিয়াছেন, এই সভায় অন্যূন ছয় হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ডেলিনিউস দশ হাজার লোক অনুমান করিয়াছেন। ষ্টেট্সম্যান পাঠে দেখা যাইতেছে সভায় অন্যূন পনের হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, এই সভায় কুড়ি হাজার লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। আমাদের কলিকাতার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "এই সভায় কত লোক যে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা আমি অনুমানও করিতে পারিলাম না, কেন না আমার জীবনে এত লোক কখন এক স্থানে দেখি নাই!" আমরা এই বিষয়টি স্থির করিবার জন্য কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিবেচক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, "এই সভায় দশ হাজার, কুড়ি হাজার বা ত্রিশ হাজার লোক মাত্র উপস্থিত হয় নাই। ছয় কোটি লোক লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে এবং সমস্ত বাঙ্গলাদেশে এই সভা বসিয়াছে!" আমাদের বন্ধুর কবিত্বময় বাক্যের মধ্যে কেবল যে কবিত্ব নাই, সত্য আছে, তাহা বঙ্গদেশ স্বীকার করিবে।

স্থানাভাববশতঃ কলিকাতার বিরাটসভার বিবরণ এস্থলে আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, এজন্য দুঃখিত হইতেছি। এই বিষয় আমাদের আরও বিস্তার করিয়া লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কেননা

এই ঘটনাদ্বারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পক্ষে বিশেষরূপ অগ্রসর হইল। এই বিষয়ে কোন্ কোন্ প্রধান সংবাদপত্রিকা কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া ক্রোড়পত্রে প্রকাশ করা হইল।
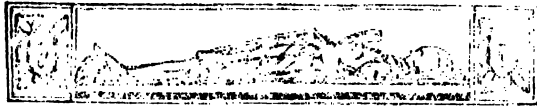
সমাজনীতি ও সাময়িক সংবাদ।

সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায়।

প্রশংসা, সম্মান ও সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না, এরূপ বৈরাগ্যপ্রকৃতি পুরুষ সংসারে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কি মূর্খ, কি বিদ্বান্, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয়ের গুপ্তদেশে একটী দারুণ পিপাসা আছে। এই পিপাসার নাম সাধারণের শ্রদ্ধা পাইবার ইচ্ছা। অবশ্য, জগতে এমন প্রবীণ হৃদয়বান্ ব্যক্তিও থাকিতে পারেন, যাঁহার নিকটে মস্তিষ্কবিলোড়ক প্রশংসার মিষ্ট মদ, আর মর্ম্মদগ্ধকারী নিন্দার তিক্ত বিষ, উভয়েই প্রায় সমান দরের সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিকে মানুষ অপেক্ষা দেবতা বলাই অধিক সঙ্গত। আমরা যে জগতে বাস করি, সে জগতের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রশংসালাভের পিপাসা সর্ব্বক্ষণের জন্য জ্বলিতেছে। আহার, নিদ্রা, ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ জ্ঞাতসারে হউক, বা অজ্ঞাতসারে হউক, সমাজে সম্মানিত হইবার ইচ্ছা, সাধারণের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা, দশ জনের প্রিয় হইবার ইচ্ছা, সর্ব্ব ক্ষণের জন্য হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকিয়া নানা পথে নানা লোককে চালিত করিতেছে। জগতে কয়জন লোক কেবল দয়ার অনুরোধে দান করেন? কয়জন লোক কেবল জ্ঞান-উপার্জ্জনসুখের জন্য, পড়াশুনা করেন? কয়জন লোক কেবল শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য বেশভূষা করেন? সমাজে সম্মানিত হইবার জন্য, সমাজ হইতে প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য, কেহ অর্থের বাক্স লইয়া, কেহ গ্রন্থের স্তূপ লইয়া, কেহ বা দর্পণ, সুগন্ধি দ্রব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া, স্বীয় উপাস্য দেবতার সাধনায় কায়মনোবাক্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি উপাসকের মধ্যে কয়জন ভাগ্যবান্ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে পারেন?

কেহ বা প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া—লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না; কেহ বা কৃপণ বা কৌশলী দাতা হইয়া অল্পব্যয়ে অথবা বিনা ব্যয়েই সাধারণের নিকট হইতে অনায়াসে যথেষ্ট যশ ও সম্মান পাইয়া থাকেন। কেহ দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া, রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, সাধারণের নিকট হইতে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রাপ্ত হইতে পারেন না; আবার কেহ জন্মাবধি বিদ্যার সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়া সময়ে পণ্ডিতাগ্রগণ্য বলিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের পূজনীয় হইয়া উঠেন। এ রহস্যের মূলদেশ কোথায়, জানিবার জন্য, চিন্তাশীল! তোমার মন কৌতূহলাক্রান্ত হয় না কি?

তুমি সাধারণের নিকট হইতে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবার জন্য নানা উপায়ে নানা পথে ভ্রমণ করিলেও ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই আশানুরূপ ফল পাইতে পারিবে না, যতক্ষণ না তোমার

জিহ্বাকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে পার। তুমি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর, দিবারাত্র সমভাবে পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন কর, অপূর্ব্ব বেশভূষায় নিজকে ভূষিত কর, কিন্তু তোমার বাক্য যদি কর্কশ হয় তবে তোমার সমুস্ত শ্রম বৃথা নষ্ট হইবে; তুমি সহস্র চেষ্টা করিলেও সাধারণের নিকটে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তোমার কথা যদি মিষ্ট হয়, তবে তুমি তোমার সে উপযোগিতার অপব্যবহার না করিলে, নিশ্চয় জানিও, তোমার সম্মুখে প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, কেবল পদনিক্ষেপ করিবার অপেক্ষা। সভ্যসমাজে সম্মান যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার যত উপায় আছে তন্মধ্যে কণ্ঠের কৌশল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। তুমি একটুকু মনোযোগের সহিত জগতের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানিতে পারিবে, এ সংসারে কেবল কণ্ঠের কৌশল দ্বারা কতদূর কি কার্য্য করা যাইতে পারে। কে না বলিবে, মানুষ অন্যান্য সামগ্রী অপেক্ষা অর্থ কত ভাল বাসে! কিন্তু একজন লোককে দশটী টাকা দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে যতটুকু যশ পাইবে, দুইটি মিষ্টকথা বলিয়া পরিমাণ করিয়া দেখিও, সে তাহার চতুর্গুণ প্রশংসা তোমার চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে। একটি সোণার পাত্রে তুমি যদি কাদাও ঢালিয়া লইয়া যাও, দেখিতে পাইবে, কতজনে তাহা দেখিয়া সম্মান করিবে; আবার অপরিষ্কৃত মাটীর কলস মণিমুক্তাপূর্ণ করিয়া লইয়া যাইলেও কেহ তাহা দেখিতে চক্ষুও মেলিবে না। এজগতে কয়জন লোক দ্রব্যের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করে? এই কারণে যাঁহারাই নিজের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করুন না কেন, তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য প্রথমতঃ বাহ্যিক মলিনতা দূর করা। বাহ্যিক ব্যবহারকে সুমার্জ্জিত ও নির্ম্মল করিয়া সমাজে উপস্থিত না হইলে, তোমার হৃদয়ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব গুণরত্নসকল থাকিলেও ঘটনাবশতঃ হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া না পড়িলে, সাধারণে অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করিয়া লইয়া, তোমার হৃদয়পূর্ণ রত্নরাশির জন্য তোমাকে সম্মান করিবে না।

উপরিউক্ত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। একজন প্রবীণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত (যাঁহার প্রতিভা কোন অংশেই একজন "এম্ এ," "বিএর" প্রতিভা অপেক্ষা ক্ষীণ নয়) দশজনের নিকট যে পরিমাণে সম্মান পাইবেন, একজন অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লবগ্রাহী বাকপটু যুবক তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে নিকৃষ্ট হইয়াও সহস্রগুণে অধিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাইবেন। প্রথম জন হয়ত কোন কোন স্থানে প্রবেশেরই অধিকার পাইবেন না; দ্বিতীয় জনকে লোকে সসমাদরে আহ্বান করিবে। ইহার কারণ কি? কারণ যতই থাকুক না কেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, এক জন বাহ্যিক ব্যবহারকে মার্জ্জিত ও রঞ্জিত করিতে না পারায় নস্যগ্রাহী ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া ঘৃণিত, অন্য জন বাহ্যিক ব্যবহার ও কণ্ঠকৌশলে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সক্ষমতার জন্য সাধারণে সম্মানিত।

সভ্য সমাজে কি দান, কি ধর্ম্মালোচনা, কি জ্ঞানালোচনা, কি শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রকাশ কোন উপায়েই কেহ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্থায়ী যশ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যদি বাহ্যিক ব্যবহার ও জিহ্বা নিজ আয়ত্ত না থাকে। এই কারণে যাঁহারাই যশঃপিপাসু, যাঁহাদেরই হৃদয় সাধারণের

প্রতিষ্ঠালাভে লালায়িত, তাঁহাদিগকে আমরা তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহারকে মার্জ্জিত ও জিহ্বাকে আয়ত্ত করিতে অনুরোধ করি।

কি প্রকারে সভ্যব্যবহার শিক্ষা করিলে, জিহ্বাকে আয়ত্ত করিয়া কি প্রণালীতে সভ্যসমাজে কথোপকথন করিতে পারিলে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সমাজে মিশিলে, সকলের চিত্তবিনোদন ও সকলের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করা যাইতে পারে, সংক্ষেপে আমরা তাহা বলিতে যত্ন করিব।

একজন নব্য পরিচিত লোকের নিকট যাইলে সে তোমার সম্বন্ধে মতামত গঠন করিতে, তোমার কার্য্য দর্শন করিবার জন্য তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার গৃহ পর্য্যন্ত আসিবে না, সে তোমার সম্বন্ধে ভালমন্দ যে রকমেরই মত সংস্থাপন করুক না কেন, তাহার ভিত্তিভূমি হইবে তোমার কথোপকথন—তোমার অর্দ্ধঘণ্টার ব্যবহার। যদি তাহাই হয়, তবে অগ্রে উহার প্রতিই দৃষ্টিপাত কর। অগ্রে, কি প্রকার সতর্কতার সহিত, কি প্রকার কৌশলের সহিত, ভদ্রসমাজে নিজকে চালিত করিতে হইবে, তাহাই দেখ। ইহা দেখিতে হইলে, যে সকল ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহার, কার্য্যকলাপ ও কথোপকথনের রীতিনীতি বিশেষ মনোযোগের সহিত কিছু দিবস পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিতে যত্ন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কেননা এই উপযোগিতা লাভ করিতে যত পথ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্যের দৃষ্টান্ত হইতে নিজের চরিত্র গঠন করিতে পারা সকলের পক্ষে সহজ নহে। নির্ম্মল দর্পণ না হইলে অনায়াসে প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না। দক্ষ চিত্রকর না হইলে আদর্শানুরূপ চিত্র নিজপত্রে চিত্রিত করিতে কয়জন লোকে পারে? এই কারণে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ হইলেও সহজগম্য পথ নহে।

সহজ উপায় কি? এক দিকে যেমন চক্ষুর্দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া লইয়া উপদেশপাঠ করা কঠিন, অন্যদিকে তেমনি প্রস্তুত উপদেশ কর্ণে শ্রবণ করা সহজ। বঙ্গবাসী ভাই! কঠিন পথ, পরিশ্রমশীল ইংরাজদিগের ন্যায় উন্নতজাতির জন্য রাখিয়া, আমরা অলস বাঙ্গালী, আইস সহজ যাহা তাহাই দেখি।

প্রথমতঃ মনে কর, তুমি একজন অপরিচিত ভদ্রের সহিত নূতন পরিচয় করিতে,—প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাইবে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে তোমার জানা কর্ত্তব্য, এই ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, ইঁহার জীবন কোন্ পথে প্রবাহিত হইয়াছে, ইঁহার রুচি কিরূপ এবং কোন্ সময়ে সাধারণতঃ অন্য লোকে ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া থাকে। এই সকল বিষয় জানিবার আবশ্যক কি, তাহা পরে আমরা বলিব। এক্ষণে কি কি উপায়ে জানিতে পারা যায়, তাহা চিন্তা কর। কোন ব্যক্তির চরিত্র ও রুচি জানিতে হইলে, কোন্ শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার অধিক বন্ধুতা ও আনুগত্য আছে তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কেননা সমপ্রকৃতির ব্যক্তি না হইলে বন্ধুতা জন্মে না। যাহার যেরূপ রুচি, সে তদনুরূপ সমাজেই গতায়াত করে এবং সেইরূপ সমাজের সহিত অধিক সংশ্রব রাখিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল আমাদের জনৈক বন্ধু কলিকাতায় কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য কথোপকথনের পর

প্রসঙ্গ ক্রমে, কালীঘাটের কালীর মূর্ত্তি দেখিলেই হৃদয়ে কেমন এক ভয়ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে এই সম্ভ্রান্ত মহাত্মা অন্য এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এই লোকটিকে বেশ শিক্ষিত বোধ হইতেছে; কিন্তু দেখিয়াছ, কুসংস্কারে এ হেন শিক্ষিত লোককে পশুর অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে!" প্রকৃত পক্ষে আমাদের বন্ধুর হৃদয়ে কালীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া যে কখন বিশেষ ভয়ভক্তির উদয় হইত, এরূপ বোধ হয় না; সম্ভবতঃ তিনি কেবল গল্পের অনুরোধেই এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া থাকিবেন। হয়ত, ইনি একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, ইহা জানিলে কখনই অসতর্কভাবে তিনি সেস্থানে এরূপ মত ব্যক্ত করিতেন না এবং এই দুষ্কর্ম্মের জন্য চিরকাল এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চক্ষে পশুবৎ থাকিতেন না; পক্ষান্তরে যে কার্য্যের উদ্দেশ্যে তিনি ইঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা স্বল্পায়াসেই উদ্ধার করিতে পারিতেন। অতএব, তুমি দেখিতে পার, একজনের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অসতর্কতভাবে একটি বাক্য উচ্চারণ করিলে স্থলবিশেষে বৈষয়িককার্য্যের ও প্রতিষ্ঠা লাভের কতদূর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে। এই কারণে আমরা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে—"আলাপ" করিবার সময়ে ব্যক্তির চরিত্রগত অবস্থা ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

বৈষয়িক জীবনের লক্ষ্য।

পর্ব্বতবেষ্টিত ক্ষুদ্র হ্রদে থাকি,
ক্ষুদ্রবীচিমালা নিরবধি দেখি;
একি অকস্মাৎ পরিবর্ত্ত হল?—
অকূল সাগরে কে মোরে ভাসাল?
কোন যে দিকেই কূল নাহি পাই,
ধূধূ ধূধূ করে যে দিকেই চাই।
ক্ষুদ্রতরী মোর ক্ষীণ মাঝী তায়;
দাঁড়ীরা যে আরো ক্ষীণ হায় হায়!
কর্ণধার যেবা,—অদৃষ্ট আমার—
চালাইতে হয় কর্ণ ধরি' তার।
দাঁড়াতে দাঁড়ীরা পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে,
উজানে বাহিতে যায় রে ভাটিয়ে!
শতচ্ছিদ্রতরী কোথাই বা ধরি?
বন্ধ করি এক, দেখা দেয় কুড়ি!
এ হেন তরীতে, এ হেন সাগরে,
হেন বাছা বাছা দাঁড়ী সঙ্গে করে,
অতল সাগরে বুঝি ডুবে যাই;
ভাবিয়া চিন্তিয়া উপায় না পাই।
আরো রে বিপদ্—দুই পাশে মোর
দুইটি রমণী চিৎকারি'ছে ঘোর।
এক ভীমরূপা কৃষ্ণবর্ণা নারী,
বিকটবদনে বিকট চিৎকারি',
কহে—"মোরে ভয় করিহ সদাই;
যা ধরিব আমি ছেড়ে দিও তাই।
প্রেতকুলে জন্ম, সর্পমুখে বাস,
নিন্দা মোর নাম, (আমি) জগতের ত্রাস।"
আর এক নারী ষোড়শী যুবতী,

মৃদু মৃদু হাসি, মৃদু মৃদু গতি,
সুরাপাত্রকরে কহে প্রেমভরে—
"চল মোর পিছে মোর কর ধরে,
পিও এই মদ, হও জ্ঞানহারা;
মোর মহামন্ত্রে মুগ্ধ এই ধরা।
প্রশংসা ডাকিনী নামে মোরে জেন,
আমারই দাস এ তিন ভুবন।"
এই দুই জনে মিলি' ক্ষণে ক্ষণে
ক্ষুদ্রতরী মোর নাচায় 'তুফানে'।
দারুণ চিন্তায় ত্যজিনু নিশ্বাস;
নিশ্বাসহইতে হইল প্রকাশ
জ্বলন্ত আগুন; আগুনের মাঝে
দেখিনু একটি মূরতি বিরাজে।
জ্যোতির্ম্ময়দেহ অপূর্ব্ব মূরতি,
মহাপরাক্রম অসীমশকতি,
জলদের স্বরে কহে ধীরে ধীরে—
"কেন হে পাথক ব্যাকুল অন্তরে
শূন্যপানে হেন চাও বারে বারে ?
লক্ষ্য স্থল আগে লও ঠিক করে।
উৎসাহের পাল সুখে তুলে দাও,
নবীনউদ্যমে তরীরে চালাও।
এক হস্তে ছুরি, অন্য হস্তে বারি
লয়ে নাবিকের জীবন সঞ্চারি',
প্রশংসা নিন্দার চুলমুষ্টি ধরে,
রাখি' দুই পদ দু'জনের শিরে,
তাদের কথায় কর্ণ না অর্পিয়া,
নিজ লক্ষ্য স্থলে যাওরে চলিয়া।
যাওরে চলিয়া উৎসাহিতচিতে
নিজ লক্ষ্য স্থলে হাসিতে হাসিতে;
হোক্ জীর্ণতরী, ক্ষীণ কর্ণধার,
যেখানেই তরী ডুবিবে তোমার,
আমি আসি' তোমা' কোলে নিব তুলি'
যেওনা জীবনে লক্ষ্য স্থল ভুলি'॥"

রামপুর বোয়ালীয়া।
২৯শে চৈত্র ১২৮৯।

লর্ডরিপণের সংক্ষিপ্তজীবনী।

(১ম সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বের ১৮ পৃষ্ঠার পর)

—০০—

যদিও এই মহান্ উপকারটী অদ্য সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে অনেকে অসমর্থ হউন, কিন্তু যে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি একটু প্রবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারতবাসী ইঁহার প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী বা এই শ্রেণীর যাবতীয় কার্য্যদ্বারা যতদূর উপকৃত না হইয়াছে, আমরা উপরে যে বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাদ্বারা এতদপেক্ষা অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু লর্ডরিপণদ্বারা ভারত কি বিষয়ে কত উপকার পাইতেছে; তাহার আলোচনায় লিপ্ত হইয়া এই প্রস্তাবের অধিকাংশস্থান পূর্ণ করা অনাবশ্যক, কেননা ইহার অধিকাংশ পাঠকগণের অবিদিত নাই।

এই ভারতহিতৈষী মহাত্মা বকিংহাম্ শায়ায়ের চতুর্থ আরল্ মহামান্য রবার্টের দুহিতা লেডী সারাএল্ বিনা লুইসাহবার্টের গর্ভে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের '২৪শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রিপণের প্রথম আরল্ মহামান্য ফ্রেড্রিকজন্। লর্ডরিপণ বাল্যকালে পাঠাবস্থাতেই স্বীয় ভাবী উন্নত জীবনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকাল

হইতেই সত্য এবং সত্যের প্রতি ইঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। ইঁহার ছাত্রজীবনের একটী ঘটনাদ্বারা ইঁহার প্রতি ইঁহার সমপাঠীদিগের ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকের অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়াছিল। প্রস্তাববাহুল্যভয়ে আমরা এ স্থলে এই ঘটনাটীর বিবরণ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম। লর্ডরিপণ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে স্বীয় পৈতৃক উপাধি ও ঐ খৃষ্টাব্দেরই ১৪ই নবেম্বর তারিখে পিতৃব্যের "আরল্ ডগ্রে" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই লর্ডরিপণ স্বদেশীয় রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রথম পদনিক্ষেপ করিয়া তদবধি ক্রমেই দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত উন্নতির অত্যুচ্চ মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। ইনি প্রায় দ্বাবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাজকীয়কার্য্যে প্রথম প্রবিষ্ট হন। প্রথমেই ব্রুশেলে কোন রাজকীয় কার্য্যে রাজদূতের আটাচি বা সহকারিস্বরূপ প্রেরিত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দেয় নির্ব্বাচনসময়ে লর্ডরিপণ হুলের প্রজাপ্রতিনিধি হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে হাউস্অব্কমন্সে প্রথম প্রবেশ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হডারস্ফিল্ডে নির্ব্বাচন সময়ে মিঃ ষ্টারকিকে পরাস্ত করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া হডারস্ফিল্ডের উদারনৈতিক প্রতিনিধি হইয়া পুনর্ব্বার সভায় প্রবেশ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনসময়ে ইয়র্ক শায়ারের ওয়েষ্টরাডিংয়ের প্রতিনিধি হইয়া সভায় পুনঃপ্রবেশ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ডরিপণ হাউসঅব্লর্ডে প্রবেশ করেন এবং এই বর্ষেই লর্ডহারবার্ট তাঁহাকে "আণ্ডার সেক্রেটারি অব্ ওয়ার" পদে মনোনীত করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি "আণ্ডার সেক্রেটারী অব্ ইণ্ডিয়া" পদে নিযুক্ত হন এবং এই সময়েই ভারতবর্ষের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে ক্রমেই ইঁহার কার্য্যদক্ষতার সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকায় অল্পসময়মধ্যেই "সেক্রেটারী অব্ ওয়ার" পদে উন্নীত হইলেন। প্রায় তিন বৎসর এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে "ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্" পদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ইহাঁকে "লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব্ দি কাউনসিল্" পদে নিযুক্ত করেন।

এই পদে নিযুক্ত থাকিতেই ইঁহার কার্য্যে সন্তোষলাভ করিয়া, মহারাণী ইঁহাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের সন্ধিকার্য্য সম্পাদনার্থ যে সমিতি গঠিত হয়, ইঁহাকেই তাহার সভাপতিত্বে বরণ করা হয় এবং এই অতি সম্ভ্রান্ত পদে বরিত হইয়া ইনি যে কার্য্যকৌশলের পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে দেশের যাবতীয় লোক ইঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী এই কার্য্যে এতদূর সন্তোষলাভ করেন যে, ইনি কার্য্যস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেই, "মার্কুইস্ অব রিপণ" উপাধিদ্বারা ইহাকে সম্মানিত করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তারিখে এই মহাত্মা সমস্ত ইংলণ্ডের "গ্রেণ্ড মাষ্টার অব্ ফ্রিমেশন্" পদ প্রাপ্ত হন।

এইরূপে ক্রমেই ইহাঁর কার্য্যদক্ষতার ও উপযোগিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে

ইহাঁকে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন এবং লর্ডরিপণ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে (বাঙ্গালা ১২৮৭ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার তারিখে) বোম্বাই উপকূলে অবতরণ করিয়া ভারতের মৃত্তিকায় শুভক্ষণে প্রথম পদনিক্ষেপ করেন।

জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া বোম্বাই উপকূলে "মালাবার পয়েন্ট" নামক স্থানে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে রাওসাহেব বিশ্বনাথের পঠিত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে লর্ডরিপণ যে একটি অতি মনোরম বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ণে সুধাসিক্ত শব্দে চিরকালের জন্য প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা;—ভারতীয় রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার প্রথম মতপ্রকাশ। আমাদের পত্রিকায় যদি স্থানের প্রাচুর্য্য থাকিত, তবে এস্থলে আমরা এই বক্তৃতা সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতাম। তথাপি আমরা এই বক্তৃতার মধ্যহইতে একটি স্থল উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সেটি এই—

"And I can assure you that if it should be my lot during my tenure of office to contribute in any degree to the developement of the resources of this great country—agricultural and industrial, and to promote to any extent the happiness and the welfare of the people of India, of all races, and creeds, and classes, and especially the prosperity of the mass of the people, I shall esteem it the greatest honour of my political life"

পাঠক! ইহা পাঠ করিয়া দেখিতে পাইবেন, কোন্ হৃদয় লইয়া লর্ড রিপণ ভারতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। ভারতের প্রতি তাঁহার কতদূর অনুরাগ, তাহাই প্রকাশ করিতে আমরা উপরে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু তাঁহার সেই দিবসের বক্তৃতার মধ্যহইতে যদি তাঁহার চরিত্রের ও হৃদয়ের প্রকৃত ছায়া বাহির করিয়া লইতে কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বক্তৃতার নিম্নোদ্ধৃত অংশের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।

"For myself, gentlemen, I can assure you that I am deeply sensible of the great responsibility which devolves upon me in respect to the great office which Her Majesty has been pleased to entrust to me. We are told that it does not become him who putteth on his armour to boast himself as the man who takes it off; and therefore I am not at all inclined upon this occasion to make to you, and through you, to the community of India, any large promises or to lay before you any extensive programme. I should prefer that your judgement should be pronounced, as I am sure it will be, intelligently and fairly upon my conduct when you have been able to judge of me by my acts (Applause) I will only say this,—that it will be my constant endeavour to devote earnestly and assiduously any power which I may possess, faithfully to discharge my duty to my sovereign and to the people of India. (Applause.)

এই সময় হইতে অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত

তিন বৎসর মধ্যে লর্ডরিপণ ভারতবর্ষের কত হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা সংক্ষেপে লিখিয়া এই সংক্ষিপ্তজীবনী সমাপ্ত করিতে উপস্থিত হইলেও বৈষয়িকতত্ত্বের কলেবরে তাহার উপযুক্ত স্থান হইবে না জানিয়া আমরা সেই ইচ্ছা দুঃখের সহিত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। তথাপি এই ক্ষুদ্র জীবনীর উপসংহার করিবার পূর্ব্বে লর্ডরিপণের সহিত এদেশের যে যে শাসনকার্য্যের অধিক সংশ্রব ও সম্বন্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনসংস্করণমধ্যে যেগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুতর, সংক্ষেপে তাহারই কিছুমাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সাময়িক সংবাদ।

দান।—ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "সিমলা রিপণ হাঁসপাতাল ফণ্ডে মুরশিদাবাদের নবাব দশহাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন।"

আনন্দবাজার বলেন—"আহুলের প্রধানরাজ্ঞী হাবড়া টাউনহলের জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।"

দেশীয় সমাজ।—১৮ই বৈশাখের নববিভাকর লিখিয়াছেন—"বিগত সোমবার এই সহরেই একটি নববিবাহিতা বালিকা স্বামীর কাছে গহনা পায় নাই বলিয়া সেঁকো খাইয়া মরিতে গিয়াছিল। মরিলেই ভাল ছিল!"

নববিভাকর বলেন,—"নদীয়ার কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য লোকটা বংশজ, বংশজের বিবাহদায় বড় দায়, মেয়ে পাইলে হয়। কেদারনাথের একটী কন্যা জুটিল, ৩০০ টাকা পণ ধার্য্য হইল। কেদার তাহাতেই রাজি, ২৫০ টাকা দিলেন। বিবাহার্থ আসিয়া শ্যালীর বাড়ীতে রহিলেন। যথানিয়মে বিবাহ হইল, কেদার স্ত্রী লইয়া গিয়া ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। একটী সন্তানও হইল। এখন কেদার জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী বিবাহের সময় বিধবা ছিল, জাতিতেও খাঁটি বামুণ নহে। বিবাহটা শিয়ালদহের এলাকায় হইয়াছিল কেদার এখন শিয়ালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কাছে কন্যাওয়ালাদিগের নামে জুয়াচুরীর দাবীতে নালিশ করিয়াছেন। এরূপ নালিশ নূতন নহে, বংশজের এরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।"

বৰ্দ্ধমানসঞ্জীবনীতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"কিয়দ্দিবস গত হইল, জাহানাবাদ মহকুমার অন্তর্গত তিরোল গ্রামে একটী বড় রহস্যজনক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তথাকার শ্যামাচরণ নামক জনৈক কায়স্থের ভগিনীপতি কোন কারণ বশতঃ বিবাহের পর নিরুদ্দেশ হয়, তদবধি আর তাহার সন্দর্শন ছিল না। পরে উহার পত্নী যৌবনসীমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত তিরোল গ্রামের নিকটবর্ত্তী বাগারপাড়া গ্রামে একজন ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। তাঁহার আকার প্রকার অবিকল শ্যামাচরণের ভগিনীপতির ন্যায় দেখিয়া শ্যামাচরণের কয়েকজন প্রতিবেশী ডাক্তারবাবুকে কোন ছলনায় স্বগ্রামে লইয়া আইসে ও উহার বাটীতে "তোমাদের জামাই আসিয়াছে" বলিয়া সংবাদ প্রদান করে। স্ত্রীলোকেরা আনন্দে অধীরা হইয়া উঠিলেন। হারানিধি জামাতাকে গৃহে আনিয়া যুবতী স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। ডাক্তারবাবু দেখিয়া শুনিয়া অবাক্! যাহা হউক, ইনি ধর্ম্মের অনুরোধে দুই এক বার অস্বীকারও করিয়াছিলেন; কিন্তু গৃহস্থেরা কোন প্রকারেই ছাড়িল না, কাজে কাজেই ডাক্তার মহাশয় শ্যামাচরণের ভগিনীপতিত্বে ব্রতী হইলেন। যাহা হউক, এই প্রকার কিছুদিন গত হইলে আসল জামাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন 'ঘরেও গৌতম, বাহিরেও গৌতম' উপস্থিত! সত্য মিথ্যা কখনই লুক্কায়িত থাকিবার নহে; সাবেক জামাই অন্তর্ধান করিয়াছেন! কন্যাটী (সগর্ভে) গ্রেপ্তার হইয়াছেন! গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এখন শুনিতেছি কন্যাটি জন্মের মত (মনোদুঃখে) ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

শিক্ষাবিভাগ—নববিভাকর বলেন;—"ভারতের এক স্বতন্ত্র শিক্ষাসচিব হইবেন, ক্রফ্‌ট সাহেব ৩৬০০ টাকা বেতনে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, এইরূপ যে জনরব উঠিয়াছিল, পায়োনিয়র বলিতেছেন, সে সর্ব্বৈব মিথ্যা; ভারতের জন্য একজন স্বতন্ত্র শিক্ষাসচিবও হইবে না, ক্রফ্‌টসাহেবও সে পদ পাইবেন না।"

আনন্দবাজার লিখিয়াছেন,–"ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাকি, এল্‌ এ পরীক্ষার সংস্কৃতের পরীক্ষক হইয়াছেন? একথা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ য রাজেন্দ্র বাবু, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লইয়া দেশে বিদেশে বাস করিয়া থাকেন, যাঁহার সংস্কৃতজ্ঞত্বের পরিচয় দিবার জন্য একজন "পণ্ডিত" গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যায় "না হইলে নয়" হইয়াছে, সেই সংস্কৃতগে মাংস ডাক্তার "লালা" যদি ভট্টির পরীক্ষক হইতে পারেন, তবে বেচারা ন্যায়রত্ন ইংরাজীতে অনার পরীক্ষার চসার ও গাউয়ারের পরীক্ষক না হন কেন? একজনের সংস্কৃতে দৌড়, আর অন্য জনের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি; নিক্তিতে ফেলিয়া ওজন করিলে তিল প্রমাণ উচ্চ নীচ হইবে না; অতএব যদি মিত্রজ মহাশয় সংস্কৃতের পরীক্ষক হইলেন, তবে ন্যায়রত্ন মহাশয় ইংরাজীর পরীক্ষক না হন কেন?"

আমাদের সহযোগীর বাক্যের সহিত আমরা সর্ব্বাংশে একমত হইতে পারিলাম না এজন্য দুঃখিত হইলাম।

আশ্চর্য্য সংবাদ। আনন্দবাজার লিখিয়াছেন "বিগত ৫ই এপ্রেল বিক্রমপুরবাসী পিশাচপ্রাপ্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নামক একজন দশ বৎসরের যুবা মুঙ্গেরস্থ গবর্ণমেন্ট বাগানে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত ছিল, মূর্চ্ছাপনোদনের পর উক্ত বাগানের রক্ষক তাহাকে পুলিসে লইয়া যাইতে চায়। তৎপরে মৃত রাজা অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সভাপণ্ডিতের ছাত্র তাহাকে রাজবাটীতে লইয়া যান। সভাপণ্ডিত মহাশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করায় যুবা কহিল "আমি আমার মাতার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, কিরূপে এখানে আসিয়াছি তাহা কিছুই জানি না। আমার সহিত তিনটী স্ত্রীলোক আছে, একটী কৃষ্ণবর্ণা, ও দুইটী সুন্দরী। আমার সহিত তাহারা বাৎসল্যভাবে কথাবার্ত্তা কহে।" তৎপর দিন সভাপণ্ডিত মহাশয় ও অনুচরগণ একসঙ্গে তাহাকে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন; রাত্রি দুইটার সময়ে যুবা ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন যে, তাহার বক্ষঃস্থলে একটী লোহার ত্রিশূল বিদ্ধ রহিয়াছে; পণ্ডিত মহাশয় তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভগবতীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবসমাপনান্তে ত্রিশূল আপনা হইতেই মুক্ত হইল।"

নববিভাকর বলেন, "আমেরিকার একটা পাগলাগারদের পাগল আর পাগলিনীরা একখানা সংবাদপত্র চালাইতে উদ্যত হইয়াছে বিলাতী পুরাণের মতে চন্দ্রদেবই পাগলামির সৃষ্টিকর্ত্তা, কাগজখানির নাম হইবে "চন্দ্র"; নামকরণ ঠিক হইয়াছে। অনেক সহজ সম্পাদক অপেক্ষা মার্কিন পাগল সম্পাদকেরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। মার্কিন পাগলা কাগজে পাগল ছাড়া আর কেহ লিখিতে পারিবেন না। পাগলমাত্রেরই ইহাতে লিখিবার অধিকার আছে। কাজেই কলিকাতার কোন কোন সহযোগী অনায়াসেই এই মার্কিন কাগজে প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন। ইংলিশম্যানের সম্পাদক ইহার কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা হইতে পারিবেন।"

আনন্দবাজার হইতে আমরা এই সংবাদটি গ্রহণ করিলাম। "তুর্কিস্থানে একটী সশ্মশ্রু অদ্ভুত বালকের জন্ম হইয়াছে। বালকটী, দাড়িগোঁফ, দুই পাটিতে ৩০টি দন্ত এবং হস্তপদে ৩০টী অঙ্গুলি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশুটী সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া থাকে। যাহাকে তাহাকে কামড়াইতে চেষ্টা করায় সম্মুখের দন্তগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। তথাপি বালকটীকে দেখিলে যেন মনে একটু আহ্লাদ হয়। সে দোলনায় শুইয়া সর্ব্বদা দাড়ি গোঁফে তা দিতে থাকে। কালকালে এমন অদ্ভুত জীবের কথা আর শুনা যায় না।"

বিদ্রূপকণিকা—সাধারণীতে নূতন "বেতাল পঁচিশের" তিনটী প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ পত্রিকা হইতে প্রশ্ন তিনটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

১। "বিলাতী কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম "আমার সদ্যঃপ্রসূত সন্তানকে স্তন্য দান জন্য একটী অবিবাহিতা, সচ্চরিত্রা, দুগ্ধবতী ধাত্রীর 'প্রয়োজন"; দেশী সকল কাগজেই বিজ্ঞাপন দেখা যাইতেছে "ঘনরাম অগ্রহায়ণ হইতে প্রতিমাসে এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে' বল দেখি দেশী বিলাতী এই উভয় বিজ্ঞাপনের মধ্যে কোনটী অধিক প্রশংসনীয়?

২। "চীফ্‌ জষ্টিস "বলিয়াছেন বিলাতে যখন লাইবেলের মোকদ্দমায় কঠিন দণ্ড হয় তখন ভারতে আদালত অবজ্ঞার মোকদ্দমায় কঠিন দণ্ড হইবে। প্রসন্ন মুখুয্যে বলিয়াছিল যে শ্রীগোপাল পাল চৌধুরীর হাতীটা যখন মরিয়া গেল, তখন বামনদাস বাবু আর টেকেন না। বল দেখি, এই উভয়ের মধ্যে তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত কে?

৩। "হিন্দু পেট্রিয়ট প্রথম সপ্তাহে বলেন 'হাইকোর্টের বিচার আমরা অবনতশিরে গ্রহণ করিলাম হাইকোর্টের পক্ষ সমর্থন করা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য।' তাহার পর সপ্তাহে বলিয়াছেন 'কে কবে হাইকোর্টের বিচারের পোষকতা করিয়াছি?' আর আনন্দবাজার নিজে বাঙ্গলা কাগজে গলৎ ছাপাইয়া ইংরাজী কাগজে মাপ চাহিয়া—সুরেন্দ্রনাথ আপন ভ্রম দেখিতে পাইয়া আদালতে ত্রুটী স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাকে কাপুরুষ বলিতেছেন। বেতাল কহিল বল দেখি এই উভয়ের মধ্যে অধিক বেহায়া কে? বিক্রমাদিত্য মাথা চুলকাইতে লাগিলেন!"

আনন্দবাজারপত্রিকা বলেন "হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন যে আগামী মে মাসে সর্ব্বগ্রাসা "চন্দ্রগ্রহণ" হইবে। বোয়ালীয়াস্থ সহযোগীর নিকট আমরা জিজ্ঞাসা করি Solar Eclipse অর্থ কি চন্দ্রগ্রহণ? আবার গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা লিখিয়াছেন যে আগামী ২৪শে বৈশাখ তারিখে রাত্রিতে সর্ব্বগ্রাসী "সূর্য্যগ্রহণ" হইবে। কুমারখালিতে রাত্রিতে সূর্য্য উঠে নাকি?"

ঐ পত্রিকা আরো লিখিয়াছেন "একখানি কাগজে নিম্নলিখিত রহস্যজনক ব্যাপারটি প্রকাশিত হইয়াছে। একদিন ইংলিশম্যানের সম্পাদক কলম হাতে ধরিয়া ভাবিতেছেন কি লিখেন, কি বলিয়া আর বাঙ্গালীদিগকে গালি দেন, যতদূর পর্য্যন্ত সম্ভব তাহাত দিয়াছেন কৌচের উপর শয়ন করিয়া এরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। অমনি তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন—একটি কোট্ হ্যাট্ ধারী (বোধ হয় লালমোহন ঘোষ) ও একটি ধুতি-চাদর ধারী যুবক (বোধ হয় অমৃতবাজারপত্রিকার সম্পাদক) তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে "কলা" দেখাইতেছেন। তিনি ঘুমের ঘোরে "মার মার" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়াছেন। পার্শ্বস্থ ঘরে কয়েকটী লোক ছিল; তাহারা চিৎকারধ্বনি শুনিয়া "ইংলিশম্যান" সম্পাদকের ঘরে দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখে তিনি পাগলের মতন হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছেন। পরে তেল জল দিয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করা হইল। গল্পটি কি সত্য?"

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

রেড়ির কৃষি।

যত প্রকার লাভকর কৃষি আছে, তন্মধ্যে রেড়ির আবাদ একটি প্রধান। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও অল্প যত্নে এবং যে কোন প্রকারের জমীতে রেড়ি যেরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে, এরূপ আর কিছুই জন্মে না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

রেড়ি নানাজাতীয়। স্থানীয় দাতব্য কৃষি-কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে কয়েক প্রকারের রেড়ির আবাদ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জাতীয় রেড়ি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রোপণ করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রত্যেক জাতির দুই একটা বীজ দীপশিখায় ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, কোন্ জাতির বীজ অপেক্ষাকৃত ভাল জ্বলে। এরূপ পরীক্ষায় উপরিউক্ত ক্ষুদ্র এক জাতীয় বীজকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিতে হইয়াছে। এই জাতীয় বীজে অগ্নি প্রদান করিলে প্রায় বিদ্যুদালোকের ন্যায় অতি তীব্র জ্যোতি বাহির হয়।

রেড়ির বীজ শ্রাবণ ভাদ্র মাসে ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। বপন করিবার পর অধিক বৃষ্টি হইলে ফসল ভাল হয় না; এই কারণে এই সময় অধিক উপযোগী বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। প্রায় দুই ফিট ব্যবধান ছয় ইঞ্চির জমীর মধ্যে এক একটি বীজ রোপণ করা আবশ্যক। রোপণ

করিবার পর আর কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু কিছু দিবস পর মধ্যে মধ্যে ঘাস নিড়াইয়া দিলে ও কখন কখন গোবরের সার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া দিতে পারিলে বৃক্ষ সতেজ হয় ও অধিক ফল উৎপাদন করে।

এই আবাদের আর একটি সুবিধা এই যে, ছাগ ব্যতীত অন্য কোন পশুতে প্রায় ইহা আহার করে না।

রেড়ির আবাদ কি প্রকার লাভজনক তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আমরা এই আবাদের একটী এষ্টিমেট নিম্নে প্রদান করিলাম ;—

মনে করুন দেড় শত বিঘা জমীতে রেড়ির আবাদ করিতে সঙ্কল্প করা হইল। দেড় শত বিঘা জমীর আট আনা নিরিখে বার্ষিক জমা ৭৫ টাকা। ঘাস নিড়ান ও সার দেওয়া এবং তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কার্য্যের জন্য পাঁচ জন লোকের বেতন ৩৬০ টাকা। বীজের মূল্য ৫০ টাকা। একুনে ৪৮৫ টাকা প্রথম বর্ষে ব্যয় করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ইহার অর্দ্ধেকেরও অনেক অল্প ব্যয় হইবে। প্রতি বিঘায় গড়পড়তায় দুই শত গাছ হইবে, প্রতি গাছে আড়াই সের বীজ হইলে দুই শত গাছে বা এক বিঘায় অন্যূন বার মণ বীজ হইবে। দেড় শত বিঘায় আঠার শত মণ বীজ হইবে। আঠার শত স্থলে পনের শত মণ বীজ ধরিলেও ৩০০০ তিন হাজার টাকা লাভ হইবে। প্রায় পাঁচ শত টাকা মূলধন ব্যয় করিয়া প্রতি বৎসর আড়াই হাজার টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে—ইহা আমরা বাঙ্গালী—আমরা বিশ্বাস করি না; কিন্তু বিলাত হইতে অনেক ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া এই রেড়ির আবাদ করিয়া বড়লোক হইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণভারতে অনেক স্থানে চা-বাগানের ন্যায় রেড়ির বাগান আছে।

শ্রীব—

ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং।
বা
তাঁবাকে সোণা করিবার কৌশল।

একটী তাঁবার ঘড়ার মূল্য দেড় টাকা, সমান আকারের একটি সোণার ঘড়া কিনিতে চাহিলে, তাহার মূল্য দেড়শত টাকারও অনেক অধিক আবশ্যক করিবে। তাঁবার ঘড়াতেও জল যেমন থাকে, সোণার ঘড়াতেও জল তেমনি থাকে; তবে সোণার ঘড়ার এক গুণ যে, দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হয়—বলে “দেখ সোণার ঘড়ায় জল রহিয়াছে”। এই বিস্ময়, অহঙ্কারও দর্শন-সুখবুদ্ধি ব্যতীত তাঁবার ঘড়ার সহিত সোণার ঘড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অধিক ব্যবধান নাই। ব্যবধান অধিক না থাকিলেও একটু বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও সুখের জন্যই শতগুণের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সকলেই প্রস্তুত।

বিলাতের শিল্পবিদ্যার মাহাত্ম্য এই যে, সাধারণের এই মনের ইচ্ছাটী অতি সামান্য ব্যয়ে পূরণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে। যাহার কখনও সোণার অলঙ্কার ব্যবহার করিবার ক্ষমতা নাই, যে রূপার অলঙ্কারও কিনিতে পারে না, সেও সামান্য ব্যয়ে সোণার অলঙ্কার হাতে দিতে পারে। একটি সামান্য যন্ত্রে অতি সামান্য ব্যয়ে, যে কোন একজন সামান্য অশিক্ষিত লোকও অল্প সময় মধ্যে তাঁবার দূরে থাকুক, লোহার দ্রব্যকেও সোণার ন্যায় করিতে পারে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কেবল অসমর্থ ও দরিদ্রদের বিলাসভোগেচ্ছা পূর্ণ হইতেছে না। অনেকে এই যন্ত্রের সাহায্যে ধাতু পরিবর্ত্তন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। যাঁহারা কলিকাতা চিৎপুর রোডের মধ্য দিয়া কখন গমন করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, শত শত লোক যদিও অশিক্ষিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এজন্য সাধারণ ভাবে নানা অসুবিধার সহিত এই যন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিতেছে, তথাপি এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। মধ্যশ্রেণীর ভদ্রমধ্যে কেহ কেহ—যাঁহাদের

জ্ঞান ও বুদ্ধি ইঁহাদের অপেক্ষা শতাংশে শ্রেষ্ঠ, শিক্ষাও কতকটা পাইয়াছেন এবং অল্প আয়াসেই এই যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিতে পারেন; অনায়াসে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া নিজের গৃহে বসিয়া পরের দাস না হইয়া সুখে জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। নিম্নে উক্ত যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া গেল —
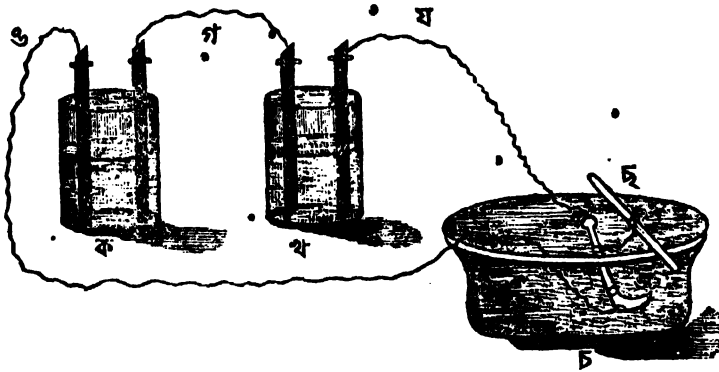
এই যন্ত্রটি প্রস্তুত করিতে অধিক কিছুই আবশ্যক করে না। দুইটী কাচের পাত্র, হাত তিন চারি লোহার তার আর চারিখানি ধাতুর পাত, ইহা ভিন্ন Potassium Cyanide নামক একটি সামগ্রী, দুই তিন টাকা মূল্যের হইলেই যাহা যথেষ্ট হয় এবং প্রত্যেক ডাক্তরখানাতেই যাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এই কয়েকটী মাত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

কাঁটালের গাছ হইতে যে যে উপায়ে লাভ হইতে পারে।

অদ্য জ্যৈষ্ঠমাস। জ্যৈষ্ঠমাসে এই উর্ব্বরভূমি বাঙ্গালাদেশ আম, জাম, কাঁটাল, লিচু, তরমুজ, আনারস প্রভৃতি নানা সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ। সকল ফলের মধ্যে সুমিষ্ট ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল আম। যদি আমরা এই সুখকর জ্যৈষ্ঠমাসে ফলমূলের কথাই পাড়িলাম, তবে এ হেন আম ত্যাগ করিয়া কোথা হতে এক তীব্রগন্ধপূর্ণ কাঁটাল লইয়া উপস্থিত হইতেছি দেখিয়া পাঠক, লেখকের রুচির প্রতি হয় ত দোষারোপ করিতে পার। কিন্তু লেখক, পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহে যে, সে বিষয়ী। বিষয়ীর চক্ষে দেখিতে উপস্থিত হইলে তোমার সুমিষ্ট আম অপেক্ষা আমার কাঁটাল উচ্চ। বল দেখি, তোমার আম এক দেখিতে লাল টুক্ টুক্ ও খাইতে মিষ্ট; ইহা ব্যতীত তাহার সমস্ত শরীরমধ্যে আর কি গুণ আছে? কাঁটালের পত্র হইতে মূল পর্য্যন্ত দেখ, দেখিতে পাইবে গুণে পূর্ণ। যদি গুণের সন্ধান করিতে হয়—যদি বিষয়ী হইয়া কোন্ দ্রব্য হইতে কিরূপে কি উৎপাদন করা যাইতে পারে জানিতে ইচ্ছা হয়, আইস, তবে কিছুক্ষণের জন্য সুমিষ্ট আমকে স্থানান্তরে রাখিয়া কাঁটালের গাছ তন্ন তন্ন করিয়া দেখ।—

এখন ফল পাকিয়াছে, ফলের দিকেই বারংবার দৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু ফল লাভ করিতে মূলই স্পর্শ করিতে হয়; অতএব প্রথমতঃ দেখা যাউক, মূল হইতে কি ফল পাওয়া যায়? কাঁটাল গাছের যে মূলগুলি [illegible] হয়, তাহা এ দেশে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া ত্যাগ করা হয়, কিন্তু ইহা শুষ্ক করিয়া ও খণ্ড খণ্ড তক্তা করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা অতি উত্তম ছবির ফ্রেম প্রস্তুত হয় এবং ফ্রেম প্রস্তুতকারকেরা ইহা আগ্রহের সহিত অধিক মূল্যে ক্রয় করে। কাঁটালের গুঁড়ি অতি মূল্যবান্, ইহা এস্থলে না বলিলেও হইতে পারে, কেন না, আমাদের পাঠকমাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। কাঁটালের গুঁড়ি হইতে তক্তা প্রস্তুত করা যায় এবং ভাল কাঁটালতক্তা টেবিল, আলমারিয়া, বাক্স প্রভৃতি সকল কার্য্যেরই উপযোগী। কাঠ পুরাতন হইলে এবং উত্তম করিয়া বার্ণিশ করিলে কাঁটালকাঠকে মেহগ্নির ন্যায় সুদৃশ্য করা যাইতে পারে। এ দেশের গ্রাম্যবৃক্ষ সকলের মধ্যে কাঁটালের ন্যায় উৎকৃষ্ট কাঠ আর কিছুই পাওয়া যায় না।

কাঁটালগাছের ছাল জ্বাল দিলে একরূপ উৎকৃষ্ট হরিদ্রা রঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন নীলের আবাদ করিয়া নীল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে, কাঁটাল গাছের ছাল হইতেও তেমনি রঙ্গ প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করা যাইতে পারে এবং ইহাতে লাভও বেশ হইতে পারে। করাৎ দ্বারা অন্য কাঠ কাটিতে যে গুঁড়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা চীনাবাসন বা গ্লাস ইত্যাদি মাল চালান করিতে প্যাকিং বাক্সমধ্যে ব্যবহার হয়; ইহা ব্যতীত অন্য কার্য্যে প্রায় লাগে না; কিন্তু কাঁটালতক্তা প্রস্তুত করিতে যে করাতের গুঁড়া পাওয়া যায়, তাহা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সুন্দর রঙ্গ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

এ দেশীয় গাছের পাতার মধ্যে কলাপাতা, শালপাতা বা তেজপাতা ব্যতীত অন্য কোন পাতা প্রায় কার্য্যে লাগে না বা অর্থ উপার্জ্জন জন্য ব্যবহার করা হয় না। আম জামের ন্যায় কাঁটালের পাতাও 'অকেজো' বলিয়া বৃথা নষ্ট হইতে দেওয়া হয়; কিন্তু কাঁটালের পাতা নিতান্ত অকার্য্যকর সামগ্রী নহে। অধিক পরিমাণে কাঁটালের পাতা আহার করাইলে গরু ও ছাগ দুগ্ধবতী হয়। আমরা খাসি ছাগকে পুষ্ট করিবার জন্য কাঁটালের পাতা নিয়মমত আহার করিতে দিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে ছাগ যেমন পুষ্ট হয়,—প্রত্যহ অর্দ্ধসের চাউল দিলেও তেমন হয় না। কাঁটালের পাতা কোন কোন প্রকারের অন্তরোগেরও আশ্চর্য্য ঔষধ।

কাঁটালের পাতা হইতে দুগ্ধবৎ যে পদার্থ বাহির হয়, ছালে অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া রাখিলেও অল্পক্ষণ মধ্যে তদ্রূপ এক পদার্থ বাহির হয়। আমাদের একজন বন্ধু, এই আঠার সহিত রবারের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া কিছু পরিমাণে আঠা সংগ্রহ ও সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন; ইহাতে পেন্‌সিলের চিহ্ন তুলিতে প্রায় রবারের ন্যায় কার্য্য করে। যদি কোন উৎসাহশীল বঙ্গীয় যুবক কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া একটী কারখানা স্থাপন করিয়া এইরূপ কাঁটালগাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিয়া রবার প্রস্তুত করিবার যত্ন করেন, আমরা বোধ করি তিনি যথেষ্ট আয় করিতে পারেন। এই সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান্ এগ্রিকাল্‌চরিষ্ট" নামক ইংরাজী পত্রিকাতেও চারি পাঁচ মাস হইল,আমরা একটি প্রস্তাব দেখিয়াছিলাম। সম্ভবতঃ কোন ভাগ্যবান্ ইংরাজের জন্যই বিধাতা কাঁটালগাছে রবার প্রস্তুত করিবার সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছেন।

কাঁটালের মূল, গুঁড়ি, ছাল, পাতা ও আঠা হইতে যত উপায় লাভ হইতে পারে, তাহার কতক কতক এ যাবৎ আমরা উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক;—ফল,কেবল আমের ন্যায় আহারের জন্যই রহিয়াছে? কি ইহা হইতেও নানা উপায় লাভ হইতে পারে? কাঁটালফলের অপক্ক অবস্থায় রন্ধন করিলে যেমন উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়, অতি অল্প সামগ্রীতেই তদ্রূপ হয়। পরিপক্ক অবস্থায় কাঁটাল উৎকৃষ্ট আহার্য্য বস্তু; কিন্তু আজ কাল কাঁটালকে উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী বলিয়া কেহ কেহ গ্রহণ না করিতেও পারেন; কেন না,ইংরাজেরা যে তীব্রগন্ধজন্য কাঁটালকে অশ্রদ্ধা করেন, তাহা সাধারণেই অবগত আছেন। কিন্তু পরিপক্ক কাঁটাল কেবল ভোজন ব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরিপক্ক কাঁটাল হইতে একরূপ উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহা হইতে মদ্য প্রস্তুত করিলে তাহা কেবল পান করিবার সময় সুমিষ্ট আস্বাদনে রসনাকে তৃপ্ত করে না, ইহার মাদকতা শক্তিও প্রচুর। পরিপক্ক কাঁটালের বিচি, কেবল উৎকৃষ্ট খাদ্য নহে; ইহা হইতে তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে তৈল অপেক্ষা ময়দা উৎপাদন করিলে অধিক লাভ হইতে পারে। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, এক বিঘা জমীতে ব্যবসায়ের জন্য কাঁটালগাছ রোপণ করিলে ৭।৮ বৎসরের পর প্রতি বৎসর কেবল ফল বিক্রয় দ্বারা ১০০।১২৫ টাকা হইতে পারে। ইহার বিচির ময়দা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে ইহার দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে এবং মদ প্রস্তুত করিতে পারিলে পঞ্চগুণ লাভ হয়। ইহা ব্যতীত উপরে আমরা কাঁটালের আঠা হইতে রবার প্রস্তুত করিবার বিষয় যে উল্লেখ করিলাম তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে বৎসর হাজার টাকা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। কাঁটালের আবাদ দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার সমস্ত উপায় ইহাতেই শেষ হইল না। প্রতি বৎসর এইরূপ লাভ হইয়াও এক সময়ের জন্য আবশ্যকমত একেবারে কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা প্রচুর লাভ করিবার উপায় অবশিষ্ট থাকে॥

রেসমের ব্যবসায়।

[প্রথম সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠা হইতে]

রেসমের কিরূপ ব্যবসায় কোন শ্রেণীর অধিক উপযোগী?

যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিলাম, বঙ্গীয় যুবকের উপযুক্ত যদি কোন ব্যবসায় জগতে থাকে, তবে রেসমের ব্যবসায়ই তাহা। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজ এক শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত হয় নাই। অতএব এরূপ আপত্তি উপস্থিত হওয়া অসঙ্গত নহে যে, ভিন্ন অবস্থাপন্ন নানা শ্রেণীর লোকের পক্ষে এক ব্যবসায়ই কিরূপে সমান সুবিধাজনক হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে কি রেসমের ব্যবসায়, কি অন্য কোন ব্যবসায়, এক দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমান উপযোগী হইতে পারে না; কিন্তু অন্যান্য ব্যবসায়ের সহিত রেসম ব্যবসায়ের এই একটু পার্থক্য আছে, যে, বাঙ্গলা সমাজের স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগের সহিত, রেসম ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যেরও বেশ বিভাগ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ বঙ্গসমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—কৃষকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী ও মহাজন বা ধনিশ্রেণী। রেসম ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যও তিন ভাগে বিভক্ত করিলে ঠিক এই তিন শ্রেণীর লোকেরই যে

উপযোগী, ইহা দেখা যাইবে। রেসমের ব্যবসায়ের কার্য্য এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(১) রেসম পোকা প্রতিপালনের জন্য তুঁতের আবাদ করা।

(২) তুঁত ক্রয় করিয়া রেসম পোকা প্রতিপালন করা ও কোয়া প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা।

(৩) কোয়া ক্রয় করিয়া যন্ত্রে রেসম-সুতা প্রস্তুত করা ও তাহা বিভিন্নদেশে রপ্তানি করা।

প্রথম শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গীয় কৃষক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্য অর্থহীন ও শ্রমকাতর বঙ্গীয় ভদ্রযুবকগণ (এবং স্থল বিশেষে ভদ্র মহিলারাও) ও তৃতীয় শ্রেণীর কার্য্য বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ (যাঁহারা কারখানা ও যন্ত্র ইত্যাদি স্থাপন করিবার জন্য অধিক মূলধন ব্যয় করিতে সক্ষম) অনায়াসে ও সুবিধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন।

রেসম ব্যবসায় কৃষক শ্রেণীর উপযোগী।

রেসম পোকা প্রতিপালন করিতে তাহাদের খাদ্য তুঁতের পত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এইজন্য ধান্যের ন্যায় এদেশে তুঁতেরও আবাদ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে পুড়িয়া বর্ষার জলে ভিজিয়া মাঠে যাইয়া তুঁত আবাদ করা কি মধ্যবিত্ত ভদ্র, কি ধনিশ্রেণীর কার্য্য নহে, ইহা কৃষক সম্প্রদায়েরই উপযোগী। গাঁজা, পাট বা আলুর আবাদে কৃষকদিগকে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তুঁতের আবাদে তাহার অর্দ্ধেকও করিতে হয় না। প্রায় সকল শ্রেণীর জমীতেই তুঁত জন্মে এবং ইচ্ছা করিলে ও স্থান পাইলে বাড়ীর মধ্যেও তুঁত জন্মা ইতে পারা যায়। তুঁতের জমীতে অধিক জল সেচন করিতে বা সার দিতে হয় না। বর্ষাতেও তুঁতের জমী ডুবিবার কম সম্ভাবনা থাকে, পঙ্গপালে যেমন এদেশের ধান নষ্ট করে, তুঁত তেমন করিতে পারে না। তুঁতের আবাদে যে বিশেষ লাভ হয় তাহা পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। এক্ষণে পাঠক দেখুন এদেশের কৃষকশ্রেণীর পক্ষে তুঁতের আবাদ কতদূর সুবিধাজনক।

রেসমের ব্যবসায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রযুবকের উপযোগী।

রেসমের ব্যবসায়ের মধ্যে তুঁতের আবাদ করিতে যে কিছু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়! প্রস্তুত তুঁতের পাত পাইলে রেসম পোকা প্রতিপালন করা অতি সহজ কার্য্য। পোকা প্রতিপালন করিতে না রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়, না জলে ভিজিতে হয়, না জল কাদা প্রভৃতি অপরিস্কার দ্রব্য স্পর্শ করিতে হয়। নিজের বাটিতে পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন গৃহে বসিয়া রেসম পোকা রক্ষা করা যাইতে পারে। পোকা প্রতিপালন করিতে যে কিছু অল্প পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ভদ্র গৃহস্থের মহিলারাও অনায়াসে করিতে পারেন এবং আমরা বোধ করি ইহাতে তাঁহারা যথেষ্ট আনন্দই অনুভব করিতে পারেন। পোকার বীজ ক্রয় করিতেও অধিক অর্থ আবশ্যক করে না॥

(ক্রমশঃ)

গোয়ালঘর।

(প্রথম সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে)

কিন্তু কেবল এইরূপ গো-গর্ভিণী করিবার স্থান প্রস্তুত করিলেই এদেশের গোজাতির উন্নতিসাধন জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক তাহার শেষ হইল এমত নহে। স্থান প্রস্তুত করা অপেক্ষা ষাঁড়নির্ব্বাচন করা অধিক গুরুতর। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ষাঁড় যত বৃদ্ধ হইবে, বাছুর তত উৎকৃষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়াই অতি বৃদ্ধ আদরণীয় নহে। যেমন এক দিকে এদেশের কৃষকগণ যেমন অল্পবয়স্ক ষাঁড়দ্বারা গাভী গর্ভবতী করাইতে ভালবাসে, তদ্রূপ অল্পবয়স্ক ষাঁড় ভাল নহে, অন্যদিকে তেমনি অতি বৃদ্ধ ষাঁড় গাভীগর্ভিণী করণকার্য্যে বাঞ্ছনীয় নহে। পাঁচবৎসরের বা ছয়বৎসরের ন্যূনবয়স্ক ষাঁড়েরদ্বারা গাভীগর্ভিণী করান কখনই কর্ত্তব্য নহে। অবস্থাবিশেষে ২।১টী ষাঁড় দুইতিন বৎসরেই এরূপ উন্নত আকার ধারণ করে যে হঠাৎ দেখিলে ৬।৭ বৎসরের ষাঁড় বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে গাভী গর্ভিণী করাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এরূপ বৃহৎ আকারের ষাঁড় দেখিয়া বয়ঃক্রম স্থির করিতে অসুবিধা বোধ করিতে পারেন; এবং সময়ে ভ্রমেও পতিত হইতে পারেন। এই কারণে ষাঁড়ের বয়ঃক্রম স্থির করিবার একটী উত্তম সহজ সঙ্কেত আমরা বলিতেছি। ষাঁড়ের শৃঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, শৃঙ্গবেষ্টন করিয়া এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রের দাগ রহিয়াছে। এই চক্র দেখিয়া ষাঁড়ের বয়ঃক্রম স্থির করা যাইতে পারে। শৃঙ্গে যতটি এরূপ চক্রের রেখা দেখা যাইবে, জানিতে হইবে ষাঁড়ের তত বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। গোরুর শৃঙ্গে এক এক বৎসরে এক একটী চক্রের রেখা পড়ে। কিন্তু এই সঙ্কেত অনুসারে বয়ঃক্রম গণনা করিতে শৃঙ্গে যে কয়েকটী চক্র দেখা যায়, তাহাতে আর তিন বৎসর যোগ করিবার আবশ্যক হয়।

কেননা তৃতীয় বৎসরে এইরূপ চক্র চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উপরোক্ত বিবরণ অধিক পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য মনে কর একটী ষাঁড়ের তাহার শৃঙ্গে সাতটী চক্রের চিহ্ন রহিয়াছে, এস্থলে জানিতে হইবে বুঝিবা বয়ঃক্রম ৯ম বৎসর। শৃঙ্গ ব্যতীত দাঁত দেখিয়াও বয়ঃক্রম নির্ণয় করা যাইতে পারে*।

গাভী গর্ভিণী করণ জন্য ষাঁড় মনোনীত করিতে, বয়ঃক্রমের ন্যায় তাহার অর একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। ষাঁড়ের কোনরূপ পীড়া আছে কি না ইহা নিশ্চয় করা বিশেষ প্রয়োজন ষাঁড়ের মূত্রাদি কি প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া ইহা স্থির করিতে হয় তাহা অন্য অধ্যায়ে লিখিত হইবে।

কোন কোন লোককে আমরা এরূপ মত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি যে, গর্ভিণী করিতে সাদা ষাঁড় অপেক্ষা কাল বর্ণের ষাঁড় অধিক বাঞ্ছনীয়। গাভী নাকি স্বভাবতঃ কাল বর্ণের ষাঁড়ের প্রতি অধিক অনুরক্তা হয়।

আমরা অনেক নানা স্থানের অবস্থাপন্ন বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি, বক্ষার কোন প্রকারে ঘুড়ী গর্ভিণী করাইবার সময় এক আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করা হয়। তেজস্বী ও সুন্দর ঘোড়াদ্বারা ঘুড়ীর গর্ভসঞ্চার করাইতে হইলে যে তা নষ্ট করিতে হয়। অথচ সাধারণ ঘোড়াদ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইলে, তাহা বলিষ্ঠ ও বৃহদাকারের হয় না। এই কারণে কিঞ্চিৎ ব্যবধান করিয়া একটী বৃহদাকারের বলবান্ ঘোড়া ও একটি ঘুড়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়; অল্পক্ষণমধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে উভয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, ঘুড়ীর দুইটী চক্ষু একখানি কাপড়দ্বারা আবদ্ধ করা হয় ও সে ঘোড়াটি স্থানান্তরিত করা হয়। পরে আবৃত-চক্ষু অবস্থাতেই যে কোন একটা সাধারণ ঘোটকদ্বারা গর্ভিণী করাইয়া লওয়া হয়; এবং এই কৌশলে ঘুড়ীর যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার জন্মদাতা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইলেও তাহার আকার ও অবস্থার আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা যায়। গো-গর্ভিণী করণ-কার্য্যেও এই কৌশল অবলম্বন করিলে, তদ্দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হইতে পারে কি না ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

কিন্তু যেস্থলে অধিক-বয়স্ক, বলবান্ ও ভাল জাতির ষাঁড় পাওয়া যাইতে পারে, সেরূপ স্থলে এ কৌশল অবলম্বন না করাই শ্রেয়স্কর। যদিও এদেশে ভাল জাতির ও বৃহদাকারের ষাঁড় অধিক দেখা যায় না, কিন্তু এদেশীয় ধনবান্ জমীদারগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলেই এ অভাব দূর হইতে পারে এবং এই অভাবটী দূর করিবার জন্য যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদেরই একান্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

* বৈষয়িকতত্ত্বের তৃতীয় সংখ্যায় এই প্রস্তাবের অন্তর্গত যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইবে, তাহা দেখিলে শৃঙ্গের ও দন্তের চিহ্ন সকল বুঝিবার পক্ষে অধিক সুবিধা হইবে।

পরিশিষ্ট।

[সংবাদপত্রিকায় প্রেরিতপত্র-স্তম্ভ যে জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, "বৈষয়িকতত্ত্বের" পরিশিষ্ট শীর্ষক স্থানটুকুও কিয়ৎপরিমাণে সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যে যে বিষয় এই পত্রিকার আলোচ্য, সেই সকল বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকিলে তাঁহাদের পত্র ইহাতে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

পত্রপ্রেরকগণ নামধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ও তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় সকল যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখিতে যত্ন করিবেন। পত্রপ্রেরকগণের মতামতের জন্য আমরা নিজের দায়িত্ব স্বীকার করি না। সং—বৈ]

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি।

আঃ চট্টোপাধ্যায়।—বৈশাখমাসের "বৈষয়িকতত্ত্বে" বাঙ্গলা-দেশের জন্য নূতন লাভকর ব্যবসায় শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিয়া মধুমক্ষিকা পুষিতে ইচ্ছা করিয়া লিখিয়াছেন, যে—"যে সাহেব বিলাত হইতে কতকগুলি মৌমাছি আনিয়া এগ্রিকাল্‌চরাল গার্ডেনে রাখিয়া গিয়াছেন এবং যিনি কি প্রকারে মৌমাছি ধরিতে ও পুষিতে হয়, তাহা যে কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে শিক্ষা দেন, সেই পরোপকারী মহোদয়ের নাম কি?" উঃ—ইহাঁর নাম মিষ্টার ডগলাস্। ইহাঁর মধুমক্ষিকাগুলি এক্ষণে কলিকাতা জিয়লজিকেল গার্ডেনে আছে।

জাফরআলি খাঁ।—উঃ ময়মনসিংহ জেলায় যত্ন করিলে রেসম হইবে না এরূপ বোধ হয় না। আপনি কিছু অল্প-পরিমাণে পোকা রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও দেখিতে পারেন।

শ্রীকুমুদচন্দ্র চৌধুরী।—জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'রাজা দয়াল-চাঁদের বাড়ী কোথায়?'

শ্রী—রঙ্গপুর। আপনার পত্র আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না তজ্জন্য দুঃখিত হইলাম।

শ্রীহ—কটক ও শ্রী—কলিকাতা। কস্যচিৎমার্ষক ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। আপনাদের পত্র প্রকাশ করা যাইতে পারিল না।

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। } তাহিরপুর,—আষাঢ়, ১২৯০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

রেসমের ব্যবসায়।

(দ্বিতীয় সংখ্যার ৭৭ পৃষ্ঠা হইতে)

রেসম পোকা প্রতিপালন করিবার পক্ষে আর একটী সুবিধা এই যে, অন্য কার্য্যের ক্ষতি না করিয়াও ইহাতে অনায়াসে লিপ্ত হওয়া যাইতে পারে। দিবসে দশটা হইতে চারিটা বেলা পর্য্যন্ত বিষয় কার্য্যের অনুরোধে গৃহে উপস্থিত থাকিতে না পারিলেও তজ্জন্য পোকা প্রতিপালন করিবার বিশেষ প্রতিবন্ধক হয় না। কৃষি কার্য্যের একটী প্রধান অসুবিধা এই যে, স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইবার প্রয়োজন হইলে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু রেসম পোকা প্রতিপালন করিতে এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। বাঙ্গলার দুই তিনটি জেলা ব্যতীত প্রায় সকল স্থানেই রেসম পোকার খাদ্য তুঁত গাছের পাতা সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেখানে তুঁত না পাওয়া যায়, সেখানে রেড়ির পাতা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। কেননা রেড়ি সকল স্থানেই জন্মে। এই রূপ শত শত সুবিধার প্রতি দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীত হইবে, রেসম ব্যবসায়ের এই অংশ, মধ্য শ্রেণীর বঙ্গীয় যুবকদের সম্পূর্ণ উপযোগী।

রেসম ব্যবসায় ধনিশ্রেণীর উপযোগী।

কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর ন্যায় এদেশীয় ধনিসম্প্রদায়ের পক্ষেও যে রেসম ব্যবসায় সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমরা, কি ইংরেজ, কি এদেশীয়, এমন অনেক ব্যক্তির নাম এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে এক্ষণে বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহাদের এককালে অধিক অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে কল কারখানা স্থাপন করিয়া কার্য্য চালান যেমন সুবিধাজনক ও লাভকর এমত আর কিছুই নহে। কিন্তু দরিদ্র ভারতের ধনিশ্রেণীও বিলাতের নির্দ্ধন অপেক্ষা অধিক ধনহীন। এই কারণে ইংরাজেরা যেমন এদেশে পাটের, কাগজের বা কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া পদ্মার স্রোতের ন্যায় এদেশের রাশি রাশি অর্থ ক্রমাগত নিজদেশে লইয়া যাইয়া ঢালিয়া দিতেছেন, তদ্রূপ এদেশের ধনবানেরা ঐরূপ উপায়ে ভিন্ন দেশের অর্থস্রোত নিজদেশে আনিবার চেষ্টা করিতে পারেন না। কল কারখানা স্থাপন করিতে প্রথমতঃ অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। এরূপ ব্যয় করিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারেন, এমত সামর্থ্য এদেশের অধিক ধনশালী ব্যক্তির নাই। একটী পাটের কল, কোন রূপে কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত করিয়া স্থাপন করিতেও এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা এক কালে ব্যয় করিবার আবশ্যক হয়। কাপড়ের বা কাগজের কলেও এই পরিমাণ বা ইহা অপেক্ষা অধিক টাকা আবশ্যক। কিন্তু রেসম সুতা প্রস্তুত করিবার কল, স্থাপন করিতে এত অধিক টাকার প্রয়োজন হয় না। রেসমের যন্ত্র চালাইতে যন্ত্রশাস্ত্রে দক্ষ কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার আবশ্যক করে না। এমন কি অধিক বেতনের বাঙ্গালী কল পরিচালকেরও প্রয়োজন হয় না। এই যন্ত্রের একটি প্রধান সুবিধা এই যে, যিনি যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম, তিনি তেমনি কল স্থাপন করিতে ও তাহাদ্বারা (যন্ত্রের আকার ও অবস্থা অনুসারে পরিমাণে ন্যূন হইলেও) সামগ্রী প্রায় সমান উৎকৃষ্ট প্রস্তুত করিতে পারেন। আমরা

ইতিপূর্ব্বে যে ওয়াটসন কোম্পানীর উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের কারখানায় আট হাজার লোকের হাত অবিরত নিযুক্ত রহিয়াছে; আবার আমাদের সম্মুখস্থ রামরাখা গ্রামের গোরিপা মণ্ডলের কারখানায় আট জন মাত্র ব্যক্তি দ্বারা সুতা প্রস্তুত করণ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সত্য, মেসার্স আর, ওয়াটসন কোম্পানীর প্রস্তুত সুতার সহিত গোরিপা মণ্ডলের বা ছিরু মণ্ডলের প্রস্তুত সুতা প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু যদি এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিরু মণ্ডলের স্থলাভিষিক্ত হযেন, তবে অল্প মূলধনের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেও, তাঁহার কারখানার সুতা ওয়াটসন কোম্পানীর কারখানার সুতার সমকক্ষ যে অনায়াসেই হইতে পারে, এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমরা এক্ষণে যাহা বলিলাম, তাহা কেবল আমাদের মত নহে,—অনেক বিষয়ী ইংরাজও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রেসম ব্যবসায়ের তিন ভাগের এই শেষ ভাগটী বঙ্গীয় ধনিশ্রেণীর যে বিশেষ উপযোগী এবং ইহা যে তাঁহাদের অধিকতর দৃষ্টিপথে পড়িবার সামগ্রী, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রেসমের ব্যবসায় সর্ব্বসাধারণের উপযোগী।

আমরা এতক্ষণ দেখাইতে যত্ন করিলাম যে, রেসমের ব্যবসায় এ দেশের প্রধান তিন শ্রেণীর লোকেরই সম্পূর্ণ উপযোগী। যে ব্যবসায় ঘটনাবশতঃ এক জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমানভাবে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী দেখা যাইতেছে, সে ব্যবসায়ের প্রতি সাধারণের একটু অনুরাগ পড়িলে যে তাহা দেশের সাধারণ সম্পদ-বৃদ্ধির এক প্রধান উপায় বলিয়া ক্রমে পরিগণিত হইতে পারে, এ বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নাই। রেসম ব্যবসায় তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, বঙ্গের প্রধান তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার কোন্‌টী কোন্ শ্রেণীর অধিক উপযোগী, তাহা আমরা ক্রমে বলিলাম। কিন্তু ইহাতে পাঠক একপ বিবেচনা করিবেন না যে, মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর পক্ষে আমরা এই ব্যবসায়ের যে অংশ অধিক উপযোগী বলিলাম, তাহা ধনিশ্রেণী বা কৃষকশ্রেণীর একবালীন উপযুক্ত নহে, বা কৃষকশ্রেণীর পক্ষে এই ব্যবসায়ের যে অংশটি উপযুক্ত বলা হইল, তাহা ধনিশ্রেণীর বা মধ্য শ্রেণীর উপযুক্ত নহে। এদেশের অনেক কৃষক তুঁতের জমী আবাদ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রেসম পোকাও প্রতিপালন করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহার তিনটিই বিশেষ লাভজনক এবং রুচি ও অবস্থা অনুসারে যে কোন শ্রেণীর লোক ইহার মধ্য হইতে যে কোন অংশ পছন্দ করিয়া লইয়া, তাহাতেই লিপ্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ ও সুখ লাভ করিতে পারেন।

রেসমের পক্ষে এ দেশ উপযুক্ত কি না ?

যেমন দেখা গেল, বঙ্গবাসিসাধারণের পক্ষে রেসম ব্যবসায় সম্পূর্ণ উপযোগী; এক্ষণে বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশবাসিগণ রেসম ব্যবসায়ের পক্ষে কতদূর উপযোগী, তাহা দেখা আবশ্যক। কেননা একটী পদার্থ একটি দেশের যথেষ্ট প্রিয় ও উপকারক হইতে পারে; কিন্তু সেই পদার্থ স্বভাবতঃ সেই দেশের উপযুক্ত না হইতেও পারে। আম উৎকৃষ্ট ফল। কে আমের বাগান করিতে ইচ্ছা না করিবে? কিন্তু তাহা বলিয়াই আম সকল স্থানে উত্তম হইবে না। ময়মনসিংহ বা ঢাকা জেলার লোকদিগের আমের বাগান রোপণ করিতে যথেষ্ট ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এরূপ ক্ষমতাও আছে যে, তাঁহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া মালদহের উৎকৃষ্ট আমের চারা লইয়া যাইতে পারেন, অধিক বেতনে শিক্ষিত উদ্যানপালক নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং আম বাগানের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ও উর্ব্বরা জমিও অনায়াসে দিতে পারেন,—সংক্ষেপে, আমের বাগান প্রস্তুত করিতে যে যে উপযোগিতা থাকা আবশ্যক, তাঁহাদের সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে আছে; তথাপি দেখা যায়, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ব বাঙ্গলার আম অতি কদর্য্য। কিছুতেই আম হইতে পোকা ত্যাগ করান যায় না। এ স্থলে যেমন দেখা গেল, ঢাকা প্রদেশের লোকের পক্ষে কোন অংশেই আমের আবাদ অনুপযুক্ত নহে কিন্তু আমের আবাদের পক্ষে ঢাকা অনুপযুক্ত এবং এই কারণে তথায় আমের বাগান করিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তেমনি, এক্ষণে দেখা কর্ত্তব্য বঙ্গদেশের কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ধনী এই তিন শ্রেণিই যেন রেসম ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইল, কিন্তু রেসমের পক্ষে বঙ্গদেশ উপযুক্ত স্থান কি না? এই সম্বন্ধে অনেকের অনেক রূপ মত। কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালীদের পক্ষে রেসম ব্যবসায় উপযুক্ত হইলেও রেসমের পক্ষে এদেশ সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। বাঙ্গালীরা রেসম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ লাভ করিতে পারিলেও এ দেশে রেসমের উন্নতি হইবে না। প্রত্যুত ক্রমেই অবনতি হইবে। আমরা এরূপ মতের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। রেসমের পক্ষে যে বাঙ্গলা দেশ সম্পূর্ণ উপযোগী, অল্প চিন্তাতেই ইহার উপলব্ধি হইতে পারে। রেসমের ব্যবসায় করিতে তুঁত পাতার প্রতি অধিক নির্ভর করিতে হয়। বাঙ্গলার জলবায়ু ও ভূমিতে যেমন

উৎকৃষ্ট তুঁত উৎপন্ন হয়, এমত প্রায় কোন স্থানে হয় না।

রেসমের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদিও আজ কাল প্রায় সকল সভ্য দেশই ইহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছে, তথাপি দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলা দেশে রেসমের ব্যবসায় যেমন বহুকাল হইতে স্থায়ী আছে, এরূপ আর কোন স্থানেই প্রায় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে এই ভারতবর্ষ মধ্যেই অন্যান্য স্থানে রেসম প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল। এক্ষণেও বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাবে রেসম প্রস্তুত করণ প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন,—অনেক অর্থ ব্যয়ও করিতেছেন; কিন্তু কোন স্থানেই আশানুরূপ ফল হইতেছে না। যত্নের ত্রুটির জন্য এইরূপ বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে, এমত নহে। অনুসন্ধানে এ পর্য্যন্ত কারণের যতদূর অবধারণ করিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে জল বায়ু ও দেশের স্বাভাবিক অবস্থাই উহার প্রধান হেতু বলিয়া, সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজ স্বীয় রাজ্যে রেসম প্রস্তুত করিবার জন্য যেমন অসীম যত্ন করিতেছেন,—যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহাতে উপরি উক্ত কারণ রেসম ব্যবসায়ের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক না হইলে অদ্য কাশ্মীর রেসমপূর্ণ হইয়া যাইত। কাশ্মীর প্রদেশে বারংবার যত্ন করিয়াও যে অকৃতকার্য্য হইতে হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ঐ দেশ রেসম পোকার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। কাশ্মীরের মহারাজ বারংবার অকৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহার দেশে রেসম ব্যবসায় প্রচলন করিবার জন্য কত যত্ন করিতেছেন, তাহা জম্বুবাসী জনৈক ভদ্রলোকের পত্র,—যাহা গত জুন মাসের "ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারিষ্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যাইবে।•

কাশ্মীরের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশও যে রেসম উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থান নহে, তাহা বোম্বাই গেজেটের এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হইবে। পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা বোম্বাই গেজেট গ্রহণ করেন, তাঁহারা গত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ফাইল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, এক জন পত্রপ্রেরক গুরুতর দৃষ্টান্তসকল উল্লেখ করিয়া বোম্বাই প্রদেশে রেসম ব্যবসায় যে লাভকর নহে, তাহা দেখাইয়াছেন।

মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এদেশ হইতে তুঁত, রেসম ও এদেশীয় কয়েকজন রেসম প্রতিপালন করিতে পারদর্শী এমন চাকর লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু বারংবার চেষ্টাতেও অকৃতকার্য্য হওয়ায় অগত্যা তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ভারতবর্ষের নানা স্থানেই রেসম প্রস্তুত করিবার জন্য সময়ে সময়ে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কোন স্থানের শীতাধিক্যে, কোন স্থানের গ্রীষ্মাতিশয্যে, কোন স্থানের জমী তুঁতের আবাদের অনুপযুক্ত হওয়ায় কোন স্থানেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে নাই।

যদিও আজ কাল ইটালীতে, ফরাসী দেশে এবং ইউরোপের আরো দুই একটি দেশে রেসম প্রস্তুত করিবার জন্য বিস্তর যত্ন ও অর্থব্যয় করা হইতেছে কিন্তু অদ্যাবধিও রেসমের ব্যবসায়ে যে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এমন আশা করিতে পারিতেছেন না। ঐ সকল দেশবাসীরাই স্বীকার করিয়াছেন যে এদেশ যেমন রেসম প্রস্তুত করিবার পক্ষে স্বভাবতঃ উপযোগী ইটালী বা ফরাসী দেশ তদ্রূপ নহে। তথাপি যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত নিজদেশে রেসমের কীটকে জীবিত

• Sericulture is not a new speculation among the Cashmerees. It is known to them from a very early period. It is said, that a Chinese princess first introduced the silk in Cashmere by secretly putting some eggs of *Bombyx Mori* under her hairlock when she was leaving her father's roof for her husband in Cashmere, as then there was a restriction and heavy penalty for taking out the silk eggs off the walls of China and thus she introduced it in Cashmere, her husband's kingdom. Since then, it has been a very favorite industry among the Cashmerees, who were rearing and spinning the silk in a juvenile rude system which is generally known under the name of "home-spun." Filature was not known to them until Babu Nilamvar Mukherjee, the renovator of the silk industry in Cashmere, introduced the system of high culture and machine reel and succeeded in harvesting the crop of cocoons yielding silk and floss of value not less than *L.* 15000 annually. But in the course of a few years, it showed its tendency to fall, and by and by it suffered so heavily, that a grain of eggs was not left. This sad failure was due to some unexpected natural phenomena to which the truth of Cashmere famine lies. A plague spread among men and beasts, the worms were not excepted and thus ended the golden era of the silk industry in Cashmere.

His Highness the Maharaja, not liking to allow this fine industry to disappear from his territory, caused the silkworms of France, Italy, Bokhara and Japan, to be acclimatized, and accordingly, M. Ermens, the Superintendent of his vinery, and distillery, was instructed to import some eggs of silkworms from France and Italy. The consignment reached us in the month of April of 1880; but they all proved a total failure.

(*Indian Agriculturist*, VO, VIII. No 6—Page 227.)

রাখিতে পারিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহাদের সর্ব্বশক্তিমান্ বিজ্ঞানের সাহায্যে।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এদেশের রেসম পোকার উন্নতি সাধনার্থ সিগনোর মুতি নামক জনৈক ইটালী দেশীয় দক্ষ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া এদেশের নানাস্থানে তাঁহাকে রাখিয়া তাঁহার দ্বারা রেসম সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। ইনি এদেশের রেসম সংক্রান্ত যে একটী অতি মূল্যবান্ রিপোর্ট ও মন্তব্যলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে ইটালী দেশের সহিত এ দেশের রেসম প্রস্তুত করিবার রীতির কত প্রভেদ, তাহা দেখা যাইতে পারে। ইনি এদেশের রেসম পোকা উল্লেখ করিয়া এক স্থলে লিখিয়াছেন ;—

'They thrive, more or less throughout the year, without any necessity for precautions and care to guard against extremes of temperature as in Europe ; but what is still more satisfactory and important to the object of producing silk, the worms of four stages or changes of skins from the cocoons in from only 22 to 27 days, according to the season, instead of from 30 to 40 days as is usual in Europe and elsewhere. The eggs hatch regularly throughout the year, in nine days, without having recourse to artificial apparatus, which is generally required in Italy."

এক্ষণে পাঠক দেখিতে পারেন যে, ইউরোপে নানাবিধ যন্ত্রাদির সাহায্য লইয়া,অনেক যত্ন করিয়া এবং অনেক কৌশল করিয়া রেসম পোকা পালন করিতে হয় ; পক্ষান্তরে এ দেশে তাহার কিছুই আবশ্যক করে না। এদেশে স্বভাবেই রেসম পোকা পালনের এবং তাহার ক্রমিক বৃদ্ধির ও উন্নতির সহায়তা করে। রেসম পোকার উন্নতি অবনতি তাহার খাদ্যের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে ; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ দেশে তুঁত যেমন অনায়াসে, অল্প অর্থব্যয়ে এবং অল্প যত্নে হয়, এমন প্রায় কোন দেশেই হয় না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীত হইবে যে, বঙ্গদেশবাসিগণের শারীরিক দুর্ব্বলতা, শ্রমকাতরতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও কার্য্য-নিপুণতা প্রভৃতি চরিত্রগত গুণের ঠিক উপযুক্ত যেমন রেসমের ব্যবসায়, আবার তেমনি রেসম পোকার প্রকৃতিগত অবস্থারও ঠিক উপযুক্ত এই বঙ্গভূমি ; এমত অবস্থায় বঙ্গবাসিগণ বিশেষতঃ মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ, রেসমের কার্য্যে লিপ্ত হইলে স্বভাবের অনুকূলতার সহিত শিক্ষার ও জ্ঞানের সহায়তা যোগ করিলে অল্প দিবস মধ্যেই যে বাঙ্গলার রেসম বাণিজ্য ইটালির, ফ্রান্সের ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের রেসম বাণিজ্যের সহিত সগর্ব্বে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে এবং কালে অন্যান্য স্থানের রেসম বাণিজ্যকে প্রতিযোগিতাদ্বারা পরাস্ত করিয়া কেবল বঙ্গভূমিই রেসমের জন্মভূমি বলিয়া যে জগতে বিখ্যাত হইতে পারিবে, ইহা নিশ্চিত।

এ পর্য্যন্ত আমরা রেসম ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা ও উপকারিতা ইত্যাদি দেখাইবার যত্ন করিলাম। এক্ষণে রেসমের কার্য্যে, ব্যবসায়ের জন্য অথবা কৌতূহলবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্যও যাঁহারা লিপ্ত হইতে অভিলাষ করেন,তাঁহাদের সুবিধার জন্য, কি প্রণালীতে তুঁতের কৃষি করিতে হয়,কি প্রকারে পোকা পালন করিতে হয়, এবং কিরূপেই বা কোথা হইতে যন্ত্রে সুতা প্রস্তুত করিতে হয় ? ইত্যাদি বিষয় সকল পর অধ্যায়ে বিবৃত করা যাইতেছে। (ক্রমশঃ।)

অর্থহীন লোকের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার উপায়।

সকলেই বলেন, "ঘৃণিত দাসত্ব ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবেশ কর।" বঙ্গীয় কবিও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিলেন ;—

"যদি ভাল চাও, বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,
বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও।"

কিন্তু কেবল উপদেশ ও কবিতার বলে মানুষ বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে সর্ব্বাগ্রে অর্থের প্রয়োজন ; বাঙ্গালীর ঘরে অর্থ নাই। বাঙ্গালী কি লইয়া ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবে ? অর্থহীন লোকের পক্ষে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে বাঞ্ছা করা,আর চক্ষুহীন লোকের পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করা, প্রায় সমান। তবে কি যাঁহারা বঙ্গবাসীকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা অনুপযুক্ত

পাত্রে বৃথা বাক্য নিক্ষেপ করেন ? না, তাহা নহে। সত্য, বাঙ্গালীর ঘরে অর্থ নাই; ইহাও সত্য, অর্থ না হইলে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া যায় না; আবার এটীও সত্য,যে, দরিদ্র জাতি হইলেও ইচ্ছা করিলে সে জাতি অনায়াসেই বিশেষ লাভকর বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারে। আপাততঃ এ বাক্যটী নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু আমরা এই মুহূর্ত্তে দেখাইতেছি যে, ইহা আমাদের কল্পনার কথা নহে, ইহা অসঙ্গত নহে, ইহা সত্য ও সঙ্গত।

পাঠক জানেন, বিলাতে এদেশ অপেক্ষা শত সহস্র গুণে অধিক ধনশালী ব্যক্তি আছেন; আবার লক্ষ গুণে দরিদ্রও আছেন। বিলাতে কেবল রথ্‌চাইল্‌ড বা বিয়ারিং পরিবারেরাই ব্যবসায় বাণিজ্য করেন না। বিলাতে যেমন লক্ষেশ্বরেরা ব্যবসায় করেন, তেমনি ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীরাও ব্যবসায় করিয়া থাকেন। কেবল ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণী নহে, দাস, দাসী, মুটে,মজুর প্রভৃতি অতি সামান্য আয়ের ব্যক্তিরাও নিজ নিজ অবস্থা-অনুসারে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া থাকেন। তাহা না হইয়া কেবল যদি ধনীরাই ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, তবে "ইংরাজ জাতি বাণিজ্যানুরাগী" বলিয়া জগতে প্রবাদ থাকিত না;— নেপোলিয়ান,ইংরাজ জাতিকে দোকানদার বলিয়া উপহাস করিতেন না। বিলাতে কি ধনী, কি নির্ধন, সকল শ্রেণীই সমান ব্যবসায়ী। বিলাতের নির্ধনেরা যদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারে, তবে এ দেশের ধনহীন ব্যক্তিরা কেন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারিবেন না? এক দেশের মানুষে যাহা পারে, যত্ন করিলে অন্য দেশের লোকেও তাহা পারে। বিলাতের দরিদ্রেরাও যখন নানা লাভকর ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন, তখন এ দেশের অর্থহীন লোকেরাই বা তদ্রূপ উপায়ে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিতে না পারিবেন কেন?

এক্ষণে দেখা যাউক, বিলাতের দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিরা কিরূপ উপায়ে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি চাকুরি করিয়া মাসে ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করেন, তিনি কায়ক্লেশে কুড়ি টাকা দ্বারা নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া মাসে দশ টাকা উদ্বৃত্ত রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু দশ টাকা দ্বারা বাণিজ্য করা যাইবে কি উপায়ে? আর সমস্ত দিবস কর্ম্মস্থলে আবদ্ধ থাকিয়া ব্যবসায় করিবার সময় ও সুবিধাই বা পাইবেন কখন্? বঙ্গীয় পাঠকের চিত্তে উপরি উক্ত প্রশ্ন উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বাস্তবিক, দশ টাকায় ব্যবসা করা আপাততঃ দেখিতে একরূপ অসম্ভব বোধ হয়। ভদ্রসন্তান ফেরিওয়ালার ন্যায় পণ্য দ্রব্যের বাক্স মাথায় করিয়া সহরের পথে পথে বেড়াইতে পারেন না। দশ টাকায় এইরূপ উপায়ে ব্যবসায় করা ভিন্ন একস্থানে দোকান করিয়া ব্যবসায় করা অসম্ভব; কেননা, সামান্য ঘর হইলেও তাহার ভাড়া ইত্যাদির জন্য দশ টাকার অধিকাংশ আবশ্যক করে। যদি অল্প ভাড়াতেও ঘর পাওয়া যায়, তথাপি নিজের চাকুরি করিতে হয়, এ জন্য দোকানে উপস্থিত থাকিবার সুবিধা না থাকায় এক জন বিশ্বাসী প্রতিনিধি রাখিতেই দশ টাকা আবশ্যক করে। সন্তান সন্ততি দ্বারা দোকানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে কতকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সহস্র সুবিধা হইলেও এরূপ উপায়ে দশ টাকার দ্রব্যে

ঊর্দ্ধসংখ্যা এক টাকা দেড় টাকাও উপার্জ্জন করিতে পারা কঠিন। অতএব এ রীতির ব্যবসায়ে যে বিলাতের দরিদ্র শ্রেণী লিপ্ত হ'ন না, ইহা দেখা গেল। আমাদের এ দেশের লোক,ব্যবসায়ের কথা শুনিলেই যেন এইরূপ একখানি চিত্র মনে আঁকিয়া তাঁহাদের পক্ষে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব বিবেচনা না করেন!

ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আজ এ দেশে মধ্য শ্রেণীর যে কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, বিলাতে যখন গুরুতর রূপে এই কষ্ট প্রথম দেখা-দিল, যখন বিলাতের মধ্য শ্রেণীর যুবকগণ উদরের চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথমে তাঁহারা এইরূপ দোকান করিয়া এইরূপ ভাবেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অতি অল্প দিবস মধ্যেই, সকলে এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করা বৃথা দেখিতে পাইয়া, কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া দোকান খুলিতে আরম্ভ করিলেন। এক এক জনে দশ টাকা দিয়া, পাঁচশত লোকে পাঁচহাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া একজন কার্য্যকারক রাখিয়া, ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই এক স্থানে এইরূপ হইতে দেখিয়া দেশের মধ্যে শত সহস্র দল গঠিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে বিলাতে যত প্রধান প্রধান ও বৃহৎ দোকান ও কল কারখানা আছে, তাহার অধিকাংশই এইরূপ শত. শত লোকের সম্পত্তি। ভারতবর্ষ, এখনও এ প্রণালীতে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে শিক্ষা করে নাই। এ দেশে এখন এ দেশীয়দের যত বৃহৎ বৃহৎ দোকান ও কারবার দেখা যায়, তাহা প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের বা পরিবারবিশেষের সম্পত্তি। বিলাতের এইরূপ দশ জনে মিলিয়া ভাগে ব্যবসায় করিবার প্রণালী অনুকরণ করিয়া, এ দেশেও দশ জনে মিলিয়া যাহাতে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে পারেন, তাহার পক্ষে চেষ্টা করা এ দেশবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য ; কেননা, অর্থহীন লোকের ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, যে দশ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায়ে প্রবেশ করিলে, প্রতি টাকায় যত লাভ পাওয়া যায়, লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, প্রতি টাকায় তাহার দশ গুণ কুড়ি গুণ লাভ হইয়া থাকে। এই কারণে পূর্ব্বে অল্প মূলধনের ব্যবসায়ীরা অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না; কিন্তু এক্ষণে উপরিউক্ত প্রণালীতে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, দশ টাকা যাঁহার মূলধন, তিনিও কোটি টাকার ব্যবসায়ের সুবিধা পাইতে পারিতেছেন। এই জন্যই বিলাতের সামান্য আয়ের ব্যক্তিরাও দশ টাকা ব্যবসায়ে খাটাইয়া পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং পারিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

এই সতত সুবিধাজনক, দশজনে মিলিয়া ব্যবসায় করিবার রীতি, বিলাতে প্রবর্ত্তিত হইয়া অবধি ব্যবসায়ের এতই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, যে বিলাতের সাধারণ সম্পদ্-বৃদ্ধির ইহাই একটী প্রধান কারণ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। পাঠক! কলিকাতা লালদীঘীর চতুষ্পার্শ্বে যে সকল রাজ-অট্টালিকা-বিনিন্দিত বৃহৎ বৃহৎ হাউস্ বা পণ্যালয় দেখিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই এইরূপ দশজনের ভাগের ভিন্ন, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। এক জন বা দুই জনের নামে দোকানের নামকরণ হইয়া থাকে, সত্য,

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সকল পণ্যালয়ের অধিকারী সহস্র ব্যক্তি। দৃষ্টান্তস্থলে এই পণ্যালয় সকল মধ্যে গবর্ণরজেনারেলের বাড়ীর সম্মুখস্থ গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল (সাধারণে যাহা "উইল্‌সনের হোটেল" নামে পরিচিত) এইরূপ শত শত জনের সম্পত্তি। ইহাতে পোনের যোল লক্ষ টাকা খাটিতেছে। সুখের বিষয়, এই পণ্যালয়ের মধ্যে এদেশীয়ও অনেক ব্যক্তি আছেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য যে যে এদেশীয় ব্যক্তি ইহার অংশিদার, তাঁহাদের নামের তালিকা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—ডব্‌লিউ, সি, বাঁড়ুয্যা, কুবেরকুমার বাঁড়ুয্যা, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, নন্দগোপাল চন্দ্রের ষ্টেট গোবিন্দ চন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র দাস, ব্রজনাথ দত্ত, গঙ্গারাম, খাঁজেআব্দুল আজিজ, গোপীকৃষ্ণ মিত্র, মণিমাধব মিত্র, নবীনমাধব মিত্র, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিত প্রাণনাথ শর্ম্মা, পণ্ডিত দ্বারকানাথ শর্ম্মা, রামকৃষ্ণ, গোষ্ঠবিহারী পাইন, নলিনমোহন রক্ষিত, শ্রীমতী সারদাসুন্দরী দাসী, শ্রীমতী অবীরকুমারী দাসী, ঈশ্বরচন্দ্র সেন ও যদুনাথ সেন।

এইরূপ, "নিউম্যান" কোম্পানী প্রভৃতি আরও কয়েকটী হাউসের অংশিদার এদেশীয় আছেন। কিন্তু বিলাতে যেমন ইহা সাধারণ ভাবে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং প্রতিনগরে এইরূপ ভাগের ব্যবসালয়সকল স্থাপিত হইয়াছে, এদেশে তাহার নামগন্ধও আজি-পর্য্যন্ত নাই। কিছুদিন হইল, কলিকাতার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত উকিল, বারিষ্টর ও এটর্ণি উদ্যোগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য দশ দশ টাকার এক এক অংশ নিরূপণ করিয়া একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া জেলায় জেলায় শিক্ষিত যুবকেরা সাধারণের সুবিধার জন্য এই প্রকারে জীবনোপায়ের নূতন পথ উন্মোচন করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট, এই প্রণালীর ব্যবসায়ের সুবিধা করিবার জন্য, একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা এইরূপ প্রণালীতে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই আইনে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দেখিতে পাইবেন। কি প্রকারে অংশ স্থির করিতে হয়, কি প্রকারে কার্য্যকারক নিযুক্ত করিতে হয়, হিসাব রাখিতে হয়, উপস্বত্ব ভাগ করিতে হয়, কি প্রকারে ফলাফল ও কার্য্যবিবরণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে হয়, কি প্রকারে এইরূপ ব্যবসায়ালয় রেজিষ্টরি করিতে হয়,—ইত্যাদি বিষয় সকল ইহাতে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে॥

ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং।

বা

তাঁবাকে সোণার মত করিবার কৌশল।

(দ্বিতীয় সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠা হইতে)

দুইটী কাচের পাত্র, যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল, তাহাতে প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে জল দিতে হইবে। পরে কতকটা গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric acid) তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। চারি খানি ধাতু-পাতের দুই খানি দস্তায়, ও দুই খানি তাঁবায়

প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক পাত্রে এক খানি দস্তার ও এক খানি তাঁবার পাত রাখিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্ব প্রদত্ত চিত্রের* "ঙ" চিহ্নিত তার যাহার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে, মনে কর সেই খানি দস্তার পাত; "ঘ" চিহ্নিত তার যাহার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে, সেই খানি তাঁবার পাত। এক্ষণে দুইটি পাত্রের অবশিষ্ট দুইটি ধাতুর পাতের একের সহিত অন্যকে একটি তার দ্বারা সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর "ঙ" চিহ্নিত ও "ঘ" চিহ্নিত তার, অপর দুই খণ্ড পাতের মধ্যে দস্তার সহিত একটী ও তাঁবার একটী, আবদ্ধ করিয়া, দুই তারের শেষাংশ একত্রিত করিতে হইবে। এইরূপে "ঙ" ও "ঘ" চিহ্নিত তার একত্র করিবামাত্র একটী আশ্চর্য্য শক্তি জন্মিবে। এই শক্তিকে ইংরাজীতে "ইলেক্‌ট্রিক ফোর্স" এবং বাঙ্গালায় "তাড়িত-শক্তি" বলা হইয়া থাকে। এই শক্তির গুণ অদ্ভুত। এই শক্তির বলেই তারের সংবাদ কলিকাতা হইতে বিলাতে মুহূর্ত্তমধ্যে নীত হয়। পাঠকগণ মধ্যে টেলিগ্রাফের জটিল তত্ত্ব বুঝিতে যাঁহারা অসমর্থ, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, এই অতি যৎসামান্য উপায়ে যে শক্তি উৎপাদন করা যায়, তাহাই টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের প্রধান সামগ্রী! এইরূপে উৎপাদিত তাড়িত-শক্তি দ্বারা যেমন সংবাদ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করা যায়, তেমনি অন্য উপায়ে এক পাত্রের ধাতু অন্য পাত্রে প্রেরণ করা যাইতে পারে। আমরা ইলেকট্রো প্লেটিং বা তাঁবাকে সোণা করার কৌশলের কথা যাহা বলিতেছি, তাহা আর কিছুই নয়; এই শক্তির দ্বারা এক পাত্রের ধাতু লইয়া অন্য পাত্রের গাত্রে লাগাইয়া দেওয়াইবার প্রণালী মাত্র।

এই যন্ত্রের নাম "ভল্টেইক ব্যাটারি"। ইহা কলিকাতার বৈজ্ঞানিক দ্রব্য বিক্রেতাদিগের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যেমন সহজে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহাতে পূর্ব্বপ্রকাশিত চিত্র দেখিয়া এবং আমরা যেরূপ বলিলাম তদনুসারে অতি অল্প ব্যয়ে, যে কেহ, নিজে এই যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন।

ব্যাটারি প্রস্তুত হইলে আর একটী বৃহৎ কাচের পাত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক। "চ"চিহ্নিত চিত্র মনে কর এই কাচের পাত্র। পূর্ব্বে আমরা Potassium cyanede এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এই সামগ্রী অত্যন্ত বিষাক্ত; অতএব ইহা ব্যবহার করিতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। "চ" চিহ্নিত কাচের পাত্রে উষ্ণ জল রাখিয়া তাহার মধ্যে ইহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। তদনন্তর "ঘ" চিহ্নিত তারের অগ্রে এক খণ্ড সোণার পাত বা সোণার অলঙ্কার সাকল্যে দুই তিন রতি মাত্র সোণা আবদ্ধ করিয়া উহার সহিত ঐ তারটি এই জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। এক্ষণে, তাঁবার যে বস্তু রূপান্তরিত করা আবশ্যক তাহা "ঙ" চিহ্নিত তারের সহিত আবদ্ধ করিয়া পাত্রে রাখিতে হইবে। অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখা যাইবে, তাড়িত-শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যাইবে, তাঁবা-নির্ম্মিত বস্তুটি ক্রমেই সোণার বর্ণ প্রাপ্ত হইতেছে। রূপান্তরকরণীয় সামগ্রীকে এই রূপ অবস্থায় রাখিয়া দিলে, যদিও আপনা আপনি ইহার চতুর্দ্দিকে সোণার পরমাণুরাশি আসিয়া একত্রিত

* দ্বিতীয় সংখ্যার ৭৫ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য।

হইতে থাকিবে; কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইহাকে ঝাঁকাইয়া দিলে চারি দিকে সমানভাবে ও আরও সুন্দর রূপে সোণার পরমাণু সকল ইহার গাত্রে মিশ্রিত হইবে। এই কারণে, একটি সূত্র দ্বারা রূপান্তর করণীয় সামগ্রীটি বাঁধিয়া একটি দণ্ডের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিতে পারিলে অধিক সুবিধা হয়। কিছুক্ষণ পরে এই পাত্র হইতে যখন ইহাকে উপরে উঠান হইবে, তখন প্রথমতঃ দেখিতে ঠিক সোণার দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বলিয়া বোধ হইবে না; কেননা, প্রথমতঃ ইহার উপর ভাগ কিছু অপরিষ্কৃত থাকে। রেশমী বা বনাত বস্ত্র দ্বারা অল্পক্ষণ মার্জ্জিত করিলে ক্রমে ইহা হইতেই অতি উজ্জ্বল সোণার বর্ণ বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ সামান্য কৌশলে, দুই দণ্ড পূর্ব্বে যাহা সাধারণ তাঁবার বস্তু ছিল, দুই দণ্ড মধ্যেই তাহাকে অপূর্ব্ব সোণার সামগ্রী করিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা কেবল, অতি সামান্য উপায়ে ও অল্প ব্যয়ে কি প্রণালীতে এক ধাতু অন্য ধাতুর মতন করিতে পারা যায়, তাহারাই সাধারণ বিবরণ মাত্র। এই উপায়ে ছুরি, চাম্‌চে, ছোট বাটী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। কিন্তু বৃহৎ বস্তু রূপান্তরিত করিতে এবং সুন্দররূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে অথবা বিস্তৃতরূপে এই উপায়ে ব্যবসায় চালাইতে ইচ্ছা করিলে, অন্য রূপ "ব্যাটারি" প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই কার্য্যের জন্য নানারূপ "ব্যাটারি" অর্থাৎ তাড়িত উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার আর লিংটন কোম্পানীর কারখানায় এই যন্ত্র দ্বারায় বিস্তর ধাতু দ্রব্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন করা হইয়া থাকে। আমাদের পাঠকগণ মধ্যে যদি কেহ এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে এইমত কোন প্রসিদ্ধনামা দোকানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে কার্য্য-প্রণালী দেখিলে, বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। যাঁহাদের পক্ষে এরূপ দেখিয়া কার্য্য শিখিবার সুবিধা নাই, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত "ভল্টেইক ব্যাটারি" প্রস্তুত করিয়া অথবা "বেনসন্ ব্যাটারি" ক্রয় করিয়া আনিয়া প্রথমে তদ্দ্বারাই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। প্রস্তাবের উপসংহারে আমরা এই কার্য্যে নব্য ব্রতী হওনেচ্ছুক যুবকগণকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা তাড়িত-যন্ত্র সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিবেন। পটেসীয়াম সায়ানাইড্ নামক অতি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত দ্রব্য যতদূর সম্ভব সাবধান হইয়া ব্যবহার করিবেন; এবং কার্য্য শেষ হইলে ঐ বিষাক্ত দ্রব্যমিশ্রিত জল এমন স্থানে ফেলিয়া দিবেন যাহাতে কোন জীব জন্তুর পান করিবার সম্ভাবনা না থাকে। আর একটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, "ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং" কার্য্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একান্ত আবশ্যক। এমন কি, যে ধাতু দ্রব্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে তাহাকে একবার উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া, হাত দিয়া স্পর্শ পর্য্যন্তও করা নিষেধ। কি ব্যবসায়ের জন্য, কি নিজের গৃহ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, কি কৌতূহল নিবারণ জন্য, যে ভাবেই এই কার্য্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করা যাউক না কেন, একটী নিভৃত কক্ষে এই সকল যন্ত্রাদি রাখিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য।

গাঁজার উপকারিতা।

প্রস্তাবের শিরোভাগ পড়িয়া পাঠক এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, লেখক পঞ্চানন্দের শিষ্য হইয়া বা বাগবাজারে অবস্থিতি করিয়া, গাঁজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছে। গাঁজাখোরের চক্ষু লইয়া আমরা গাঁজার উপকারিতা অনুসন্ধান করিবার জন্য গাঁজার কথা তুলি নাই; ব্যবসায়ীর চক্ষে গাঁজা কতদূর উপকারক, এই বিষয়ের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

গাঁজার কৃষি অসম্ভব লাভকর। এক তোলা গাঁজার মূল্য কত পাঠক তাহা অনায়াসেই জানিতে পারেন। এ প্রদেশে সচরাচর দশ পয়সা, বার পয়সা মূল্যে এক তোলা গাঁজা কিনিতে পাওয়া যায়; এই হিসাবে এক সেরের মূল্য প্রায় বার তের টাকা; প্রতি সেরে দশ টাকা মূল্য ধরিলেও এক মণের মূল্য হইবে ৪০০, শত টাকা। এক্ষণে দেখা যাউক, এক মণ গাঁজা প্রস্তুত করিতে কত ব্যয় হইতে পারে। অন্যান্য জমি অপেক্ষা গাঁজার জমির নিরিখ অধিক। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ফতে জঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে গাঁজা জন্মে। এই স্থানের গাঁজার জমির নিরিখ আমরা জানি; এই স্থানে গাঁজার জমির নিরিখ প্রতি বিঘায় তিন টাকার অধিক নাই। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি, ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে ইহা অপেক্ষা অধিক রাজস্ব গ্রহণ করিবার রীতি আছে। যাহা হউক, পাঁচ টাকা বা দশ টাকা নিরিখ স্বীকার করিয়া লইলেও লাভের সহিত তুলনায় ইহা কিছু নহে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এ দেশে ধানের কৃষিতে যেমন বিশেষ যত্ন করিতে হয় না, গাঁজার কৃষির পক্ষে তদ্রূপ নহে। এ দেশে যত প্রকার ফসল উৎপাদন করিবার প্রথা আছে তাহার মধ্যে গাঁজার আবাদেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়। গাঁজার আবাদে এতই পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয় যে, যদি ইহা দ্বারা বিশেষ লাভের সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে বহু দিবস পূর্ব্বেই শ্রমকাতর বঙ্গীয় কৃষক-শ্রেণীর শৈথিল্যে ইহার কৃষি এদেশ হইতে লোপ পাইত। ভূমির রাজস্ব বাদে গাঁজার কৃষি করিতে কত ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার যে একটী তালিকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

এক বিঘা জমিতে গাঁজার কৃষির ব্যয়।*

১। সার দিবার জন্য গোবর দশ মণ মূল্য ২,।
২। সার দিবার জন্য খইল দশ মণ মূল্য ১৫,।
৩। নূতন মাটি তুলিয়া দিবার ব্যয় ২, টাকা।
৪। জলসেচন ইত্যাদি কার্য্যের ব্যয় ৬, টাকা।
৫। সর্ব্বদা ঘাস প্রভৃতি জঙ্গল পরিষ্কার করিবার ব্যয় ১০, টাকা।
৬। কাটিয়া তুলিবার ব্যয় ৫, টাকা।
৭। উপরি ব্যয় ৫, টাকা।

সমষ্টিতে ৪৫, টাকা মাত্র, এক বিঘা জমিতে গাঁজার কৃষি করিতে আবশ্যক হইতে পারে। এক্ষণে পাঠক দেখিতে পারেন, ৪৫, টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া এক বিঘা জমিতে যদি ন্যূনকল্পে পাঁচ মণও গাঁজা জন্মাইতে পারা যায়, তাহা

* তিন জন তহশিলদারের প্রদত্ত তালিকার গড়পড়তায় এই তালিকা প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু ইহা যে আবশ্যকীয় ব্যয়ের বিশুদ্ধ তালিকা, তাহা আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারিতেছি না; তবে, ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যয় আবশ্যক করে না, ইহা নিশ্চয়।

হইলে অন্যূন দুই হাজার টাকার সামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে। এরূপ অসম্ভব লাভকর আবাদ আর কিছুরও হইতে পারে কি? কিন্তু যদিও এই হিসাব দেখিয়া গাঁজার কৃষি আপাততঃ নিতান্তই অসাধারণ লাভকর বলিয়া পাঠক বিবেচনা করিবেন, ফলতঃ আবগারি আইনানুসারে কৃষকেরা এত প্রচুর লাভ পাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই লাভের প্রধান অংশিদার। গবর্ণমেণ্ট আইনের দ্বারা অন্যের শ্রমোপার্জ্জিত সামগ্রীর অধিকাংশ উপস্বত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেও যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কৃষকের পক্ষে প্রচুর বলিয়া কৃষকেরা বিবেচনা করে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এহেন লাভকর সামগ্রীর কৃষি সমস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল এই জেলারই কিয়দংশ মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, এই বিস্তৃত ভারতে যত গাঁজা ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় সমস্তই এই অল্পপরিমিত স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যদিও প্রথমতঃ ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু রাজসাহীর কালেক্টরিতে তদন্ত করিলে উপরোক্ত বাক্যের সত্যতা অনুভূত হইবে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের কলিকাতা গেজেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও, আমরা যাহা বলিলাম, তাহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিবে না। *

* "A single tract of land in the extreme north of Rajshahye, lying to the south of Dinajpur and the south-west of Bogra, affords the sole supply, with but a few insignificant exceptions, to the ganja-smokers of the whole of India."

Calcutta Gazette—april 30, 1873.

এতক্ষণ গাঁজার কৃষি, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে কতদূর উপকারী, তাহাই দেখাইতে আমরা যত্ন করিলাম। কিন্তু এক্ষণে দেখা আবশ্যক হইতেছে যে, গাঁজা কেবল পান করিবার সামগ্রী কি না? কেননা, গাঁজার ধূম পানই যদি ইহার এক মাত্র ব্যবহার হয়, তবে গাঁজার কৃষি দ্বারা এইরূপ যথেষ্ট লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ইহার আবাদ করিয়া দেশের একটী ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যাবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণ অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ মধ্যে গাঁজাকে গণ্য করিয়া গাঁজা যে কেবল ধূমপানের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, ইহা কোন কোন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে যে অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারক ঔষধ, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পীড়ায় যে ইহা ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইলে অধিক স্থানের আবশ্যক করে; এ জন্য সংক্ষেপে ইহার কয়েকটি মাত্র প্রধানতম উপকারিতা দেখাইবার জন্য আমরা কলিকাতা, বালাখানানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ মহাশয় কর্ত্তৃক সানুবাদ প্রকাশিত "আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"সম্বিদামঞ্জরী চোগ্রা মাদিনী হর্ষিণী তথা।
আগ্নেয়ী হর্ষিণী বল্যা মন্মথোদ্দীপনী চ সা।
নিদ্রাসংজননী গর্ভপাতিনী চ বিকাশিনী।
বেদনাক্ষেপহরণী মেধ্যা চ মদকারিণী॥
স্বল্পগালাদিদংষ্ট্রোত্থং তোয়াতঙ্কং নিবারয়েৎ।
বাত্যায়ামান্তরায়ামৌ বিসূচী মপিদারুণাম্॥
মদাত্যয়ং মহাঘোরং শূলঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্।
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরঞ্চাপি রজোঽস্রমতি সংস্তুতম্॥"

"সম্বিদামঞ্জরী, উগ্রা, মাদিনী ও হর্ষিণী এই গুলি গাঁজার সংস্কৃত নাম। ইহা আগ্নেয়, বলকারক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাকারক, গর্ভপাতক, বিকাশী, বেদনানিবারক, আক্ষেপনাশক ও মাদক। কুক্কুর ও শৃগালাদির দংশন জন্য জলত্রাস, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, বিসূচিকা, মদাত্যয়, শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অতিপ্রবৃত্ত রজোরক্ত নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায়।"

Pharmacopoeia of India তেও ইহার উপকারিতা এইরূপ উল্লিখিত আছে ;—

"The properties of Indian hemp are stimulant, sedative, and antispasmodic, often equalling opium in its effects. A good oil is procured from the seeds by pressure, which is usede for the preparation of emulsions."

কেবল মত্ততা জন্মাইবার জন্য এবং কোন কোন রোগে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার জন্যই যে গাঁজা প্রয়োজনীয়, এমত নহে। এ দুই ব্যবহার ব্যতীতও ইহার অন্য ব্যবহার আছে। যত্ন করিলে গাঁজার গাছ হইতে উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম পাট প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিছু দিবস হইল, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন ; এবং এ সম্বন্ধে এক জন সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীর একখানি অতি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট আছে। গাঁজার গাছ হইতে যে পাট প্রস্তুত হইতে পারে, এই সত্যটি শীঘ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ অনেকে বলেন ; কিন্তু আমাদের নিকটে তাহা বোধ হয় না। পূর্ব্বকালেও যে গাঁজার গাছ হইতে পাট প্রস্তুত হইত, তাহা কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে আমাদের বিশ্বাস হয়। বিখ্যাত হিরোডোটাস (Herodotus) এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, সিথিয়ায় গাঁজার (hemp) বৃক্ষ জন্মিত। ইহা অনেকাংশে পাটের সদৃশ। ইহা হইতে লিনান কাপড়ের ন্যায় কাপড় প্রস্তুত হইত*। গাঁজার কৃষির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে এস্থলে আমাদের আর একটি কথা স্মরণ হইল। গাঁজার ব্যবহার যে অতি পূর্ব্ব সময় হইতে প্রচলিত আছে তাহা আমরা প্রাচীন কবিগুরু হোমরের গ্রন্থের এক স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা হোমর পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, মেনেলেয়সের গৃহে টেলিমেকসকে হেলেন্ যাহা পান করিতে দিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা গাঁজা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।

প্রাচীনকালাবধি গাঁজা নানা প্রকারে জন সমাজে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণেও কেবল ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার আছে, এমত নহে। রুসিয়ায় এবং উত্তর ইউরোপের অন্যান্য দেশে, ইজিপ্তে এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে, যথেষ্ট পরিমাণে গাঁজা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে যেমন উৎকৃষ্ট গাঁজা উৎপন্ন হয়, আমরা শুনিয়াছি, শীতপ্রধান দেশে তদ্রূপ হয় না। এমত অবস্থায় এদেশে প্রচুর পরিমাণে গাঁজার কৃষি করিলে তাহা যে অর্থোপার্জ্জনের একটি প্রশস্ত পথ হইতে পারে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

---

* See Herodotus Book—IV. C. 74-75.

চিত্রবিদ্যা।

পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে শিল্প-বিষয়ক কোন প্রস্তাব এপর্য্যন্ত প্রকাশিত করা হয় নাই; এ জন্য কেহ কেহ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শিল্পানুরাগবিহীন বঙ্গদেশে এরূপ অনুযোগ প্রাপ্ত হওয়াকেও আমরা আহ্লাদের বিষয় মনে করি।

শিল্প-বিষয়ক প্রস্তাব পাঠকসাধারণের সহজে বোধগম্য ও কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে যন্ত্রাদির চিত্র প্রদান করা আবশ্যক। যন্ত্রের চিত্র দেখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, চিত্র যে কতদূর বিশুদ্ধ করিতে হয়, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। এ দেশে আজি পর্য্যন্ত অঙ্কনকার্য্য সচরাচর সুলভমূল্যে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সুবিধা হয় নাই। এই কারণে আমাদিগকে বিলাত হইতে কোন কোন চিত্রের কাষ্ঠফলক প্রস্তুত করাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই প্রতিবন্ধকে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা যন্ত্র-শিল্প লইয়া আলোচনা করিতে পারিতেছি না।

এ দেশে চিত্রবিদ্যার প্রাচুর্য্য থাকিলে অদ্য আমাদিগকে এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। চিত্রবিদ্যাও যে একটি উচ্চ অঙ্গের শিল্পশাস্ত্র, তাহা সকলেই জানেন। সম্প্রতি এই চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী বিবৃত করিতেই আমরা ইচ্ছা করিতেছি। এই বিষয়টি নির্ব্বাচন করিবার আর একটি কারণ এই যে, যন্ত্রশিল্প স্বভাবতঃ কিছু নীরস। চিত্রশিল্প ইহার প্রায় বিপরীত। চিত্রশিল্পের প্রধান ও অনন্যসাধারণ সুবিধা এই যে, যে সময়ে চিত্রকার্য্যে চিত্রকরেরা লিপ্ত থাকেন, তখন তাঁহারা যেমন মহাসুখ অনুভব করেন, অন্য কোন শিল্পকার্য্যে দূরে থাকুক, কাব্যপাঠেও অনেকে তদ্রূপ সুখ অনুভব করিতে পারেন না। ইহা ব্যতীত, অল্প অর্থব্যয়ে, সামান্য ও সুখকর পরিশ্রমে এক একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদ্বারা প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করা যাইতে পারে। চিত্রবিদ্যা, কি পুরুষ, কি স্ত্রীজাতি, উভয়েরই শিক্ষার উপযোগী। ইটালির যুবকযুবতীগণ মধ্যে অন্ন বস্ত্র আহার বিহারের ন্যায় চিত্রকার্য্য বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইয়াছে। কাব্যানুরাগী ও কল্পনাপ্রিয় বঙ্গদেশ যে চিত্রবিদ্যার উন্নতির স্বভাবতঃ উপযুক্ত স্থান, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। দুঃখের বিষয়, এ দেশে চিত্রবিদ্যার আলোচনা মাত্র নাই। চিত্রবিদ্যালয় দূরে থাকুক, পড়িলে শিক্ষার সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারা যাইতে পারে এমন একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থও নাই। যাঁহারা এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করেন এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইবে। যাঁহারা ইহার সহায়তায় চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে একটি কাঁটা কম্পাসের বাক্স, পেন্সিল, রবার, ও একখানি একহস্তদীর্ঘপ্রস্থ ও অর্দ্ধাঙ্গুলিপরিমিত পুরু কাঠের বোর্ড, চারিটি পিন ও কিয়ৎ পরিমাণে ড্রয়িং পেপার সংগ্রহ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। স—বৈঃ]
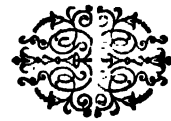
উপক্রমণিকা।

চিত্রবিদ্যা সূক্ষ্ম শিল্পের একটি প্রধান অঙ্গ। সভ্য, অসভ্য, সকল জাতিই ইহার সৌন্দর্য্য বুঝে। নিতান্ত অসভ্যজাতীয় নরনারীরাও শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ দেহ চিত্রিত করিয়া থাকে। যদিও তাহাদের চিত্রে চিত্রবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, তথাপি তাহাই যে চিত্রের আদি এবং তাহা হইতেই যে সভ্যতম প্রদেশসকলে চিত্রবিদ্যার এতদূর উন্নতি হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

চিত্রবিদ্যার প্রথম উদ্দেশ্য, দৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপ এরূপ অঙ্কিত করা যে সকল দেশে সকল সময়ে সেই প্রতিরূপ দর্শনে সকলেই চিত্রকরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, কোন কল্পনা মনে উদয় হইলে তাহা অঙ্কিত করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে পারা যাইবে। চিত্রবিদ্যার দ্বারা এই উদ্দেশ্য দুইটি যতদূর সুসম্পাদিত হইতে পারে, এমন আর কোন উপায়েই হইবার সম্ভাবনা নাই। কবি বিংশ পৃষ্ঠা পরিমিত

গ্রন্থে দৃষ্ট বা কল্পিত নিসর্গের শোভা বর্ণন করুন, ভাবুক পাঠক স্বীয় প্রতিভাবলে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু সেই পদার্থটি কিরূপ (যদি স্বয়ং না দেখিয়া থাকেন) তাহা কখনই যথার্থ অনুভব করিতে পারিবেন না। সম্ভবতঃ তদনুরূপ একটি বিভিন্ন পদার্থ তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। আবার কবির বর্ণনা তদ্ভাষানভিজ্ঞের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু চিত্র সার্ব্বজনিক ভাষা। চিত্রকর কোন নৈসর্গিক শোভা চিত্রিত করুন; লাপ্‌লাণ্ডের তুষারক্ষেত্রবাসী হইতে আফ্রিকার মরুদেশবাসী পর্য্যন্ত—সভ্যতম ইংলণ্ডবাসী হইতে অসভ্যতম গারো পর্ব্বতবাসী পর্য্যন্ত সকলেই, সেই চিত্র দর্শনে আদি বস্তু দর্শনের আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, চিত্রের এতদূর ক্ষমতা! সুতরাং চিত্রবিদ্যা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সকল উন্নত জাতির মধ্যেই, চিত্রবিদ্যার বহুল চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বীকার করেন, এই বিদ্যা উন্নতির একটি প্রশস্ত সোপান। জর্ম্মণি দেশের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে গণিত সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ফ্রান্সে সকলেই অল্পাধিক চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করে। ইটালীর ত কথাই নাই। কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে এই বিদ্যার অবস্থা অতি শোচনীয়। এই কেরাণী-প্রধান বঙ্গদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি যে কত দিনে হইবে, তাহা বলা মনুষ্যের অসাধ্য। আনন্দের বিষয়, কলিকাতার কোন কোন বিদ্যালয়ে এই বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য এক একটি বিভাগ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু শিক্ষা প্রণালী উন্নত না করিলে আশানুরূপ ফললাভ হওয়া দুষ্কর। আমাদের বিবেচনায় কার্য্যতঃ (practical) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সৌত্রিক উপদেশের (Theoretical lectures) প্রয়োজন আছে।

অনেকের বিশ্বাস, সকলে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারে না। চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতার (Genius) প্রয়োজন। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। বিশেষ ক্ষমতা (Genius) বলিয়া কোন একটি গুণের সত্তা আমরা অনুভব করিতে পারি না। গর্ভভূমিষ্ঠ শিশু মাত্রেই এক-বিধ গুণাবলীতে ভূষিত থাকে (রোগাদি কারণ স্বতন্ত্র)। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কোন গুণ চালনায় বর্দ্ধিত হয়,কোন গুণ বা চালনাভাবে ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমরা এক এক বংশে এক একটি বিশেষ গুণের প্রাধান্য দেখিতে পাই। যাহা হউক,চেষ্টা করিলে যে সকলেই অল্পাধিক চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চেষ্টাদ্বারা হস্ত বশ করা কখনই কঠিন কার্য্য নহে;—এমন কি, চেষ্টা করিলে নিজে নিজেই কতক পরিমাণে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

আমরা এই প্রবন্ধটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া,প্রথম অধ্যায়ে অঙ্কন(Elementary Drawing and Shading) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিত (Practical perspective),তৃতীয় অধ্যায়ে শারীরস্থান (Artistic anatomy), চতুর্থ অধ্যায়ে রঞ্জন কার্য্য (Art of coloring) এবং পঞ্চম অধ্যায়ে স্বভাবচিত্র ও প্রতিকৃতিচিত্রের (Landscape and portrait painting) বিষয় যথাক্রমে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

প্রথম অধ্যায়।

ELEMENTARY DRAWING AND SHADING.

(অঙ্কনাধ্যায়।)

DEFINITION.

সংজ্ঞা।

১। এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে পেন্‌সিল টানিয়া গেলে যে দাগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রেখা (line) বলে।

রেখা চারি প্রকার,—সরল রেখা (straight line [ক দেখ]), আন্দোলিত রেখা (waving line [খ দেখ]), বক্র রেখা (curved line [গ দেখ]) ও কুণ্ডলিত রেখা (scroll or spiral line [ঘ দেখ])। সরল রেখা আবার
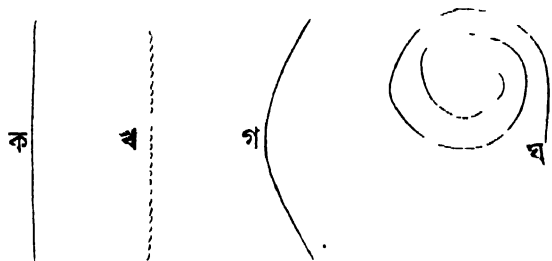
তিন প্রকার, লম্বরেখা (perpendicular or vertical line [ঙ দেখ]), সমতল রেখা (horizontal line [চ দেখ]) ও কোণাভিমুখী রেখা (oblique line [ছ দেখ])।
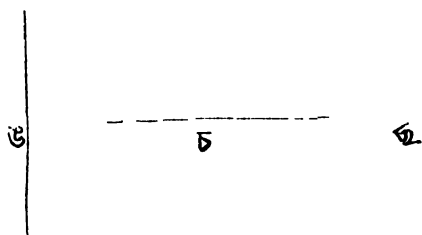
২। দুইটি সরল রেখা যদি বরাবর সমান অন্তরে থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে সমান্তর রেখা (parallel lines [জ দেখ]) বলে।

—

জ

৩। একটি বা বহু রেখার দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে ক্ষেত্র (figure) বলে। চিত্রবিদ্যায় ইহাকেই সীমাচিত্র (outline figure) বলা যায়।

ভারত স্বাধীন করিবার সুযোগ উপস্থিত।

অদ্য রুসিয়া ভারতের গবাক্ষপথ কাবুলের সন্নিকটে আসিয়া পরিপক্ব আঙ্গুর দেখিয়া জিহ্বা লেহন করিতেছেন, ভারতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা ইংলণ্ড এক্ষণে নিজ পরিবার আয়ার্লণ্ড লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এ সময়ে মুমূর্ষু ভারত নবজীবন গ্রহণ করিতে যত্ন করুক, এইরূপ বাক্যে ও এইরূপ যুক্তিতে আমরা, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। আমরা, অন্য প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সাধারণতঃ 'ভারত অধীন' বাক্যে, ভারত যে ভিন্ন জাতির শাসনাধীন, ইহাই পাঠক বিবেচনা করিবেন। কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে 'ভারত অধীন' বাক্য তদ্রূপ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি না। এক জাতি যে কেবল রাজ্যশাসন কার্য্যেই অন্য জাতির অধীন হয় এবং তদ্রূপ অধীনতা না থাকিলেই স্বাধীন হয়, এমত নহে। এক মানুষের সহিত অন্য মানুষের যেমন সম্বন্ধ, এক জাতির সহিত অন্য জাতিরও সম্বন্ধ তেমনই হইতে পারে। এক জন লোক অন্য জনের ক্রীত দাস হইলে সে তাহার অধীন হইল সত্য, কিন্তু দাসত্ব হইতে

মুক্তি লাভ করিলেই যে একটী স্বাধীন জীবরূপে গণ্য হইতে পারিল, এমত নহে। সে সহস্র অধীনতাপাশের মধ্যে একটি মাত্র পাশ ছেদন করিতে পারিল; ইহা ব্যতীত সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল না। এক জাতি যদি অন্য জাতির শাসন ক্ষমতার অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করে, তবে সে জাতি স্বাধীন হইল; কিন্তু সে জাতি কেবল সেই এক বিষয়েই স্বাধীন হইল। আজি যদি ইংরাজ জাতি ভারতের শাসনকার্য্যের সমস্ত ভার ভারতবাসীদের করে সমর্পণ করেন, তবে ভারতবাসীর এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে যে ইহাতেই ভারত স্বাধীন হইল। আমাদের এরূপ কথা শুনিয়া স্বাধীনতাশব্দানুরাগী বঙ্গীয় যুবক বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিরক্ত হইবারকোন সামগ্রীই ইহাতে নাই,দেখা যাইবে। আমাদের বিবেচনায় 'ভারত স্বাধীন' শব্দ তখন ঐ সম্পূর্ণ ও শুদ্ধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, যখন ভারতবর্ষবাসী কি স্বরাজ্যশাসনে কি জীবিকা পোষণে, কি সমাজগঠনে, কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি বাণিজ্য ব্যবসায়ে, কি আধ্যাত্মিক, কি বৈষয়িক সকল বিষয়েই ভিন্ন জাতির মুখাপেক্ষী না হইয়া এবং ভিন্ন জাতির সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত স্বয়ং স্বীয় শক্তিবলে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে পারিবে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহা আরও বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য এ স্থলে একটি গল্পের উল্লেখ করিব। গল্পটী রসপূর্ণ নহে; কিন্তু উপদেশপূর্ণ। এক দিবস আমরা কয়েক জন বন্ধুবান্ধবে একস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময়ে (পাঠক মনে কর রামচন্দ্র নামক) এক জন যুবক আসিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিলেন—"বাঁচিলাম; এত দিবস বৃদ্ধ পিতার অধীন থাকিয়া প্রাণান্ত হইতেছিল; সম্প্রতি তিনি আমাকে বিবাহ দিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। এত দিবস পরে স্বাধীন জীবন পাইয়া হাড়ে বাতাস লাগিল।" তিনি বারংবার এইরূপ ভাবে মনের আনন্দবেগ বাহিরে প্রকাশ করিতে থাকায় একজন বৃদ্ধ, যিনি সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন, একটু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বাপুহে! তোমার এক বাপ যাইয়া স্বাধীন হইলে কোথায়? আর তোমার হাড়েই বা বাতাস লাগিল কেমনে? আমি ত দেখিতেছি এখনও তোমার শরীরের চারি পাশে রাশীকৃত অধীনতা রহিয়াছে। তুমি পিতার অধীনতা হইতে রক্ষা পাইলে বটে, কিন্তু তুমি এখনও মাতার অধীন, ভ্রাতার অধীন, যাঁহার চাকরি কর তাঁহার অধীন, আমাদের সমাজের অধীন, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অধীন, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের ঘোর অধীন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীন, এ ছাড়া আবার বিবাহ করিয়া নূতন অধীনতার হাজার মোণি লোহার শিকল সাধ করিয়া গলায় পরিলে। এতেই আবার তুমি স্বাধীন হইলে! আবার স্বাধীনতার বাতাস হাড়ে লাগিল!" যুবক বৃদ্ধের বাক্য শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। আমাদের পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা ইংরাজ-শাসন ক্ষমতার অধীনতা হইতে ভারতকে স্বাধীন করিতে পারিলেই ভারতকে স্বাধীন করা হইল বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা উপরোক্ত গল্প হইতে সারাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। বস্তুতঃ উপরোক্ত গল্পবর্ণিত যুবক যেমন কেবল পিতার অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াই সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারিল না দেখা গেল, তেমনি বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, অন্য জাতির

শাসনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই অধীন দেশ স্বাধীন হয় না। যেমন উপরি উক্ত গল্পের রামচন্দ্রের পক্ষে, তাহার পিতার অধীনতা হইতে অন্যান্য অনেক গুরুতর ও প্রবল অধীনতা তাহার চতুষ্পার্শ্বে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্র তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একটীর প্রতি সমগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তেমনি বঙ্গীয় যুবকও, ভারতবর্ষ কত বিষয়ে কত জাতির অধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া চক্ষুর সম্মুখস্থিত একটী বিষয়ের প্রতি সমস্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

ভারতবর্ষ শাসনবিষয়ে ইংরাজ জাতির যেমন অধীন, মুখাপেক্ষী ও পদানুগত, চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, অন্যান্য অনেক গুরুতর বিষয়ে তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিকপরিমাণে পরাধীন, অধিকপরিমাণে পরমুখাপেক্ষী ও অধিকপরিমাণে পরপদানুগত।

অধীনতা মাত্রই কষ্টকর। যাহাতে অধিক অধীনতা, তাহাতেই অধিক কষ্ট। রাজনৈতিক বিষয় অপেক্ষা সমাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে ভারত যদি অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডের অধীন হয়, তবে তাহাতেই অধিক কষ্ট। যে বিষয়ে অধিক কষ্ট, সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পীড়িতের সমস্ত শরীরেই যন্ত্রণা; কিন্তু যে স্থানে বেদনার আধিক্য, অগ্রে সেই স্থানে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা সঙ্গত। পাঠক! চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, ভারত রাজ্য-শাসন-কার্য্য অপেক্ষা নিজের উদর পোষণ করিতে, নিজের অঙ্গাচ্ছাদন করিতে, নিজের ধর্ম্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা করিতে,—এমন কি, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতেও ভিন্ন জাতির অধিক অধীন, অধিক মুখাপেক্ষী, এবং অধিক পদানত। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা বঙ্গীয় যুবকের মনোমত বাক্য নহে; কিন্তু আমরা যাহা বলিতেছি তাহা মিথ্যা নহে;—অপ্রিয় হইলেও অলীক নহে। ইংরাজরাজ অদ্য যদি বোম্বাই উপকূলে জাহাজ ভাসাইয়া ভারত ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ঘোর চিন্তার কারণ হইবে সত্য, কিন্তু ইংরাজ জাতি যদি সত্য সত্যই আজি ভারতের উপর সম্পূর্ণ আত্মশাসনের ভারার্পণ করিয়া প্রস্থান করেন, তবে ভারত যে নিতান্তই অকূল পাথারে ডুবিয়া মরিতেই বাধ্য হইবে আজিও ভারতের এরূপ রাজনৈতিকজীবনীশক্তিবিহীন অবস্থা হয় নাই। বহু কালের অনভ্যাসের কার্য্য হইলেও দুঃখে কষ্টে ভারত স্বরাজ্য শাসন করিতে নিতান্ত অপারগ হইবে না;—কোনরূপে ভারতের শাসনকার্য্য চলিবেই। কিন্তু আজি যদি বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীরা পরিধেয় বস্ত্র রপ্তানী করিতে ক্ষান্ত হয়েন, আজই ভারতের কার্য্য চলা কঠিন হইয়া উঠিবে, ভারতের লজ্জা রক্ষা করা, অঙ্গ আচ্ছাদন করা, অতি কঠিন হইবে—হয় ত অসম্ভব হইবে। আজি যদি বিলাতের লবণব্যবসায়ীরা লবণ রপ্তানী করিতে ক্ষান্ত হয়েন, তাহা হইলে ঘরে অন্ন থাকা সত্ত্বেও ভারতে আজই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কষ্ট উপস্থিত হইবে,—ভারতবাসীর আহার বন্ধ হইবে। এক্ষণে পাঠক দেখিতে পারেন, শাসনকার্য্য অপেক্ষা দৈনিক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ভারত ইউরোপের কতদূর মুখাপেক্ষী। কেবল যে নিজের অঙ্গ আচ্ছাদন, উদর পোষণ, ও জীবন ধারণ করিতেই

ভারত ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী ও নিতান্ত অধীন তাহা নহে। অন্য কথা দূরে থাকুক, মনে মনে চিন্তা করিতেও ভারতবাসিগণ বিলাতের মুখাপেক্ষী ও সম্পূর্ণ অধীন। সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষ গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা অতুল। কিন্তু শাসনকার্য্যে আজি পর্য্যন্ত ইংরাজ জাতি ভারতকে এতদূর অধীন করিতে পারেন নাই যে, সিমলাশিখরে বসিয়া রাজপ্রতিনিধি যে কোন বিষয়ে আদেশ করিতে করিতেই তাহা সমস্ত ভারতে বিনা বাক্যব্যয়ে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্য ভারতবাসীর মনোরাজ্যে এতই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—এ বিষয়ে ভারত বিলাতের এতই অধীন হইয়া পড়িয়াছে যে, সিমলা ত সন্নিকট, সহস্র সহস্র যোজন দুরস্থিত ইংলণ্ডের একটী সামান্য "কাফি রুমে" বসিয়া সামান্য একজন ব্যক্তি যদি ভারতের মনোজগতের প্রতি ইঙ্গিত করেন, দেখিতে পাইবে, ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ভারত মস্তক অবনত করিয়া তাহা পালন করিবে। ইংলণ্ড হইতে কেহ বলিলেন, "জগতের যাহা কিছু জ্ঞান ইংলণ্ডের ইংরাজী ভাষামধ্যে নিহিত রহিয়াছে"; ভারতবাসী তন্মুহূর্ত্তেই পৈতৃক সম্পত্তি বেদ দর্শন পুরাণ তন্ত্রের উপরে বাম পদাঘাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে সেই বাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়া তৃষিতনেত্রে বিলাতের গ্রন্থের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সাংখ্যকে বাম পদের নীচে রাখিয়া মিলকে শিরে তুলিয়া লইলেন। আবার এক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত না হইতেই একটী ইউরোপীয়া রমণী ভারতবর্ষকে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন;—"তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞানরত্নে পূর্ণ, তোমাদের তন্ত্রশাস্ত্র গুপ্ত বিজ্ঞানে খচিত, তোমাদের সংস্কৃত ভাষা অমৃতে সিক্ত, তোমাদের পর্ব্বতগুহা যোগী ঋষিতে পরিপূরিত; তোমরা ভিন্ন দেশ হইতে দৃষ্টি তুলিয়া লইয়া নিজের দেশের উপরে স্থাপন কর। তোমাদের দেবতা থাকে থাকুক, তোমরা প্রেতকে ধ্যান করিতে আরম্ভ কর।" আর কি?—আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শিক্ষিত ভারতবাসী পুত্তলীবৎ পরিচালিত হইল। ভারতবাসীর হৃদয়দেবমন্দিরে প্রেতাত্মার পূজা নূতন আরম্ভ হইল। হিন্দুসন্তান ইউরোপীয়া রমণীর নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়া হিন্দু হইতে শিখিল। এক জন সাহেবের এক দিবসের কথায় ভারতবাসীর চিন্তাস্রোত, এক দিকে বহিল; পরদিবসেই অন্য জনের ইঙ্গিতে আর এক দিকে ধাইল। এরূপ এককালীন জড়বৎ অধীনতা জীবিত পদার্থের সম্ভবে না। স্বাধীন চিন্তার এরূপ এককালীন অন্তর্দ্ধান হিন্দুজাতির মধ্যে আর কোন যুগে হইয়াছে, এমত বোধ হয় না।

ভারত যে বিলাতের মানসিক আধিপত্যের কতদূর অধীন হইয়াছে, তাহা পরিমাণ করিতে উপস্থিত হইলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। রাজ্য শাসন বিষয়ে ভারত ইংরাজ জাতির যত পরিমাণে অধীন হউক না কেন, তাহাতে সুবিধা, অসুবিধা, কষ্ট, দুঃখ যতই থাকুক না কেন, কিন্তু একটী বিষয় নিশ্চিত আছে যে, ভারতের এরূপ অধীনতা আর দুই শত বৎসর থাকিলেও তাহাতে ভারতের আসন্ন কাল উপস্থিত হইবে না। প্রত্যুত, ইংরাজ জাতির নিকট হইতে ভারতবাসী রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষা করিবার প্রণালী শিক্ষাও করিতে পারে। কিন্তু ভারত দিন দিন বিলাতের মানসিক আধিপত্যের যেরূপ অধীন হইয়া পড়িতেছে; তাহাতে আর কিছুকাল মাত্র এরূপ ভাবে চলিলে

ভারতের জীবনের আশা এককালীন লোপ পাইবে। সময় এবং ঘটনাক্রমে ইংরাজ জাতির মধ্যে যদি কখনও পশুকুল অপেক্ষা দেবকুলের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহারা ভারতকে একটী স্বাধীনরাজ্যরূপে গঠন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তখন স্বাধীনতা পাইয়াও ভারতবর্ষ এক দিবসের জন্য স্বাধীন থাকিতে পারিবে না। মানসিক স্বাধীনতা হারাইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলেও তখন সেই স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতবর্ষবাসিগণের পক্ষে এককালীন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও যদি ভারতবাসিগণ স্বীয় মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে, তবে সহস্র বৎসর পরেও ইংরাজ জাতির নিকট হইতে ভারতের রাজ্যশাসনভার প্রাপ্ত হইলে অনায়াসেই তাহা রক্ষা করিতে পারিবে।

জাতীয় মনের উপর আধিপত্য ও রাজ্যের উপর আধিপত্য, দুইটী পৃথক্ কথা। এ দুইটীর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এক জাতি কেবল রাজ্যশাসন বিষয়ে অন্য জাতির অধীন থাকিলে তাহাদ্বারা অধীন জাতির আশু লোপের সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু এক জাতি অন্য জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীন থাকিলে, অতি সত্বরেই অধীন জাতির আসন্ন কাল উপস্থিত হয়। এই কথাটী আমাদের কপোলকল্পিত নহে। ঐতিহাসিক সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। অন্য দেশের কথা উল্লেখ করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা পাঠককে এই দেশের বর্ত্তমান ও অতীত অবস্থা চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। পাঁচ শত বর্ষের অধিক কাল মুসলমানের শাসনাধীন থাকিয়া ভারতবর্ষ যে পরিমাণে নির্জীব না হইয়াছিল, পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহার অর্দ্ধেকেরও অনেক ন্যূন সময়ের মধ্যে তদধিক নির্জীব ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? কারণ, ইংরাজ জাতির শাসনের অধীনতা নহে; কেননা, মুসলমানের রাজ্যশাসনপ্রণালী অপেক্ষা ইংরাজ জাতির রাজ্যশাসনপ্রণালী শতগুণে মার্জ্জিত। কারণ এই যে, মুসলমানেরা সমস্ত ভারতরাজ্য অধীন করিতে পারিয়াছিল কিন্তু ভারতবাসিগণের মনোরাজ্যের উপর তাহারা অধিক আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ইংরাজেরা আজি পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ শাসনাধীন না করিয়া থাকিলেও সমস্ত ভারতকে অসম্ভব মানসিক আধিপত্যের অধীন করিতে পারিয়াছেন। এক্ষনে পাঠক! দেখিতে পারেন, মুসলমানদের সময় অপেক্ষা সুশিক্ষিত জাতির শাসনাধীন থাকিয়াও ভারত অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক নির্জীব ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল কেন?

ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনে ভারত দিন দিন অধিক অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে ভারতের কত ক্ষতি হইতেছে, এবং কত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু এখনও এ অধীনতা বন্ধন ছেদন করিবার সময় আছে; কিছু দিবস পরে আর থাকিবে না। অতএব, বিলাতের মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে ভারতকে উদ্ধার করিতে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বদ্ধ পরিকর হইয়া একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সহিত এই মুহূর্ত্তেই

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু নিদারুণ দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক এ বিষয়ে অধিক কাপুরুষত্ব দেখাইতেছেন। তাঁহারা ভারত-মনোরাজ্যের সেনানায়ক হইবেন কি, তাঁহারাই অগ্রে ভিন্ন জাতির চরণে শির লুণ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন কি, তাঁহারাই লক্ষ্মণসেনী চরিত্রের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মণ বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিলেন; তিনি বিপক্ষের ভয়ে ভীত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা হয়। কিন্তু, আমরা ব্যথিত অন্তকরণে দেখিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে বিনা যুদ্ধে, বিনা সপ্তদশ অশ্বারোহিদর্শনেই, ভারতীয় সবল ও শিক্ষিত যুবকগণ পার্থিব রাজত্ব অপেক্ষা ভারতের অধিক রত্নপূর্ণ, অধিক গৌরবের ভাণ্ডার ও অধিক মূল্যবান্ মনোরাজ্য অম্লানবদনে ভিন্ন জাতির পদে দিন দিন উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন।

বিনা যুদ্ধে ও বিনা অপরাধে ভিন্ন জাতির পদানত হওয়া যদি কাপুরুষত্বের লক্ষণ হয়, তবে এ বিষয়ে লক্ষ্মণ অধিক গর্ব্ব করিতে পারেন কি আমরা অধিক গর্ব্ব করিতে পারি, ইহা পাঠক স্বয়ং বিবেচনা করিবেন।

গত অনুশোচনা ত্যাগ করিয়া এক্ষণেও ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিবার সময় আছে। সুখের বিষয়, এক্ষণে সেরূপ চেষ্টার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নরদেহের ন্যায় জাতিবিশেষ যখন অসাড় ও অবশাঙ্গে পড়িয়া থাকে, তখন তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে ফলের সম্ভাবনা অল্প। এ পর্য্যন্ত এই দেশে জীবনের কোন লক্ষণ দেখা দেয় নাই। কিন্তু সুরেন্দ্র-সালগ্রামী রসায়নে ভারতের কেশাগ্র হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত একবার একটু স্পন্দিত হইয়াছে। এ সময়ে ভারতে যদি কয়েক জন সুচিকিৎসক মনঃপ্রাণের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে দর্শন দেন, তবে অবশ অঙ্গে জীবনসঞ্চার হইলেও হইতে পারে। ভিন্ন জাতির কর হইতে পার্থিব রাজ্যের ন্যায় জাতীয় মনোরাজ্য উদ্ধার করিতে শোণিতপাত, যুদ্ধাস্ত্র, কামান, বারুদ গুলির আবশ্যক করে না। অদ্য ভারতবাসী, ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে স্বজাতিকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলে রাজবিদ্রোহিতা অপরাধে কাহাকে দণ্ড গ্রহণও করিতে হইবে না। অতএব, বিনা রক্তপাতেও রাজপুরুষগণের রোষভাজন না হইয়া অদ্য যদি ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতালাভের উপায় হইতে পারে, তবে সে চেষ্টা না করা কেন? বিশেষতঃ ভারতের ভাবী উন্নতি অবনতি এমন কি জীবন মরণ পর্য্যন্ত এই মানসিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতেছে। তবে, যাহাতে আমরা ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারি, এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে কাহারই আর বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকা কোন মতেই সঙ্গত নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি উপায়ে ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে ভারত উদ্ধার করা যাইতে পারে। এক জাতি অন্য জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীন তখনই হয়, যখন নিজ জাতি অপেক্ষা অন্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি ভয়ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। নিজের অপকৃষ্টতা ও অন্যের শ্রেষ্ঠতা অনুভূত হইলেই আপনা আপনি অন্যের অধীন হইয়া পড়িতে হয়। "ও

আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ”, এই জ্ঞান হইবা মাত্র তাহার আচারব্যবহার, রীতিনীতি, কথাবার্ত্তা, সকলই অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ অনুকরণেচ্ছা হইতে ক্রমে স্বাধীনতালোপ হইয়া আসিতে থাকে। ক্রমে নিজের সমস্ত হারাইয়া অনুকরণীয় পদার্থের প্রতি সকল বিষয়ে নির্ভর করিতে হয়। ক্রমে নিজের আর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার শক্তি থাকে না; স্রোতস্বতীবক্ষে তৃণের ন্যায়, স্রোতে যে ভাবে যে স্থানে চালিত করে, সেই স্থানে, সেই ভাবেই, চলিত হয়। ভারতের এক্ষণে এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। নিজের জাতির প্রতি শ্রদ্ধা যত দূর হইতে থাকিবে, আত্মাভিমান যত ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, ইংরাজ জাতির শ্রেষ্ঠতা ভারতবাসিগণ যতই হৃদয়ে অনুভব করিতে থাকিবেন, ভারত ততই ইংরাজ জাতির অধীন হইয়া পড়িবে,—ততই ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্য ভারতের মনোরাজ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। অতএব, ভারতকে ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ভারতবাসিগণের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরক্ত হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; ইংরাজজাতি অপেক্ষা নিজ জাতিকে শ্রেষ্ঠ,—অন্ততঃ সমান সমান বলিয়া বিবেচনা করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; জাতীয় অভিমান ও অহঙ্কারকে যত্নের সহিত হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য। “ইংরাজ জাতি আমাদের জাতি অপেক্ষা উচ্চ নহে, শ্রেষ্ঠ নহে,—সমান অথবা কোন কোন বিষয়ে আমরা শ্রেষ্ঠ” এইরূপ চিন্তা করিতে অভ্যাস না করিলে আমাদের হৃদয়ে অহঙ্কার জন্মিবে না। যতক্ষণ জাতীয় অভিমান ও আত্মাহঙ্কার না জন্মিবে, ততক্ষণ সহস্র চেষ্টা করিলেও ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে আমরা উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইব না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদিগেরই অনুকরণ করিব,—জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, তাহাদিগকেই পূজা করিব। যখন ভারতবাসীর হৃদয়ে জাতীয় অহঙ্কারের বীজ রোপিত হইবে, তখন আপনা আপনি নিজ দেশ, নিজ জাতি, নিজ ধর্ম্ম, নিজ ভাষা, নিজ আচার ব্যবহার, নিজের সমস্তই ভাল লাগিবে। তখন বিলাতী মখমল অপেক্ষা আমার নিজের দেশের চট ভাল লাগিবে, তখন বিলাতী মিল অপেক্ষা নিজের সাংখ্য অধিক আদর পাইবে, তখন বিলাতী বিগনোলিয়া অপেক্ষা আমার নিজ দেশের পদ্ম ফুলের সুগন্ধে আমাকে অধিক মোহিত করিবে। আত্মনির্ভরের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা পর্য্যন্ত দেশীয় শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, কিছুরই উন্নতি হইতে আরম্ভ হইবে না। যে পর্য্যন্ত ভারত ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীন থাকিবে, সে পর্য্যন্ত, আত্মনির্ভর কাহাকে বলে, ভারতবাসী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এক জাতি অন্য জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে কি প্রণালীর চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা দেখাইতে এতক্ষণ আমরা যত্ন করিলাম। এক্ষণে, এই সহজ উপায় দ্বারা স্বদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য, কি চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে ইংরাজ জাতির মানসিক আধিপত্যের অধীন থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতে থাকা কর্ত্তব্য, ইহা পাঠক স্বয়ং বিবেচনা করিবেন।

প্রস্তাবের উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, উপরোক্ত বাক্যগুলিতে কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন

না, যে, ইউরোপের নিকটে কোন বিষয়েই আমাদের ঋণী থাকা কর্ত্তব্য নহে। কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে,কি বাণিজ্য ব্যবসায়ে, কি শিল্পবিজ্ঞানে, যে বিষয়েই হউক না কেন, নিজের অভাব থাকিলে ভিন্ন জাতির সাহায্য গ্রহণ করা দূষণীয় কার্য্য নহে,—দোষ, এই সকল বিষয়ে ভিন্ন জাতির এককালীন অধীন হইয়া পড়া। এ দেশে এক্ষণে যন্ত্রে বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। কিরূপে যন্ত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা ইউরোপের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে দোষ দেখা যায় না; কিন্তু দোষ তখনই বলা যাইবে যখন বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষকে ইউরোপের এককালীন অধীন হইয়া পড়িতে দেখা যাইবে—যখন ইউরোপের বস্ত্র ভিন্ন এ দেশের কার্য্য চলা বন্ধ হইবে। ভারতবর্ষ কৃষি বিষয়ে ইউরোপের অধীন নহে, কিন্তু শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতি জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ ইউরোপের অধীন। এই অধীনতা হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার সুযোগ উপস্থিত। আমরা পূর্ব্বে দেখাইলাম, কিরূপে জাতীয় মন প্রস্তুত করিতে পারিলে এই সকল অধীনতা হইতে দেশকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এইরূপ জাতীয় মন গঠিত করিবার এক্ষণে সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এ বিষয়ে আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট ভারতের এরূপ স্বাধীনতালাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। কলিকাতায় যে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী সম্প্রতি হইবে, ইহা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগেই সম্পাদিত হইতেছে। এরূপ এক একটী প্রদর্শনী এক এক জাতিকে বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্পাদি বিষয়ে স্বাধীন করিবার পক্ষে প্রচুর সহায়তা করে। ইহা ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিষয়ের উন্নতি করিবার জন্য কৃষিবিভাগ নামে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ সত্বর খুলিবেন। প্রকৃত পক্ষে, ভারতের বৈষয়িক উন্নতি পক্ষে বর্ত্তমান ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন যত্ন করিতেছেন দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষ এ হেন উদার গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন যত সময় থাকিবে তত সময়ই ভারতের সকল বিষয়ে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। এ প্রধান সুযোগ ও সুবিধা বর্ত্তমান থাকিতে ভারতবাসিগণ ভারতকে ইউরোপের মানসিক আধিপত্যের অধীনতা হইতে এবং শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের আধিপত্যের অধীনতা হইতে উদ্ধার ও স্বাধীন করিতে যত্ন না করিলে অনন্ত কলঙ্কে ভারতবাসীর জীবন কলঙ্কিত হইবে।

উত্তর বাঙ্গলার সহিত নেপাল, ভূটান ও সিকিমের বাণিজ্য।

গত ১৮৮১—৮২ খৃষ্টাব্দে নেপাল, ভূটান ও সিকিমের সহিত বাঙ্গলার দারজিলিং, দরভাঙ্গা, পূর্ণিয়া, চাম্পারণ,রঙ্গপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলার ব্যবসায় সংক্রান্ত সরকারী হিসাব ও রিপোর্টাদি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায়, গত বৎসর বাঙ্গলা হইতে নেপালে ৫৫৩৬৬৬৮, টাকার, সিকিমে ৮৬০১১, টাকার এবং ভূটানে ১০৫১৬৮, টাকার,দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। নেপাল হইতে বাঙ্গলায় ৭৫৪২৭৪৩, টাকার, সিকিম হইতে বাঙ্গলায় ১৬৭৫৩৩, টাকার

এবং ভুটান হইতে বাঙ্গলায় ১২৫৪৪৮, টাকার দ্রব্য আমদানি হইয়াছে। উত্তর বাঙ্গলার সহিত নেপাল, ভুটান এবং সিকিমের যে যে সামগ্রীর বাণিজ্য হয়, তন্মধ্যে গোরু, মনোহারী জিনিস, শস্য, চাম, সরিষা, তামাকু প্রভৃতি প্রধান। গত বৎসর বাঙ্গলা হইতে ঐ কয়েক দেশে ৫৪৩৩ টি গোরু গিয়াছে। যদিও ইহার পরিবর্ত্তে কয়েক সহস্র টাকা ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া এ দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে এজন্য আমাদিগকে আহ্লাদিত হইতে হয় কিন্তু ক্রমেই এদেশের গোসংখ্যার যেরূপ হ্রাস হইতেছে, তাহাতে প্রতি বৎসর এই প্রকারে পাঁচ সাত হাজার গোরুর অভাব হইলে আহ্লাদের অপেক্ষা আমাদের চিন্তার কারণ অধিক হয়।

এ দেশ হইতে নেপালে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে, তাহার মধ্যে মনোহারী জিনিস অধিক। ৫৫৩৬৬৬৮, টাকার মধ্যে ১৮৩৪৮১৮, টাকার মনোহারী দ্রব্যই বিলাতী। আমাদের প্রতিবেশী দেশে আমাদের স্বদেশের উৎপন্ন দ্রব্য আমরা যত না পাঠাইতে সক্ষম হই, আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইয়াও সেই সকল দেশে ইংলণ্ড তাহার শত গুণ দ্রব্য পাঠাইতে সক্ষম। শিল্প ও বিজ্ঞানের এ মহিমা কবে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে?

আমরা সিকিম প্রদেশে কোন প্রয়োজনবশতঃ কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া সিকিমী লিপ্চা, ভুটিয়া ও নেপালী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিদের এদেশীয় যে যে দ্রব্যের প্রতি অধিক অনুরাগ আছে জানিতে পারিয়াছি। তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, এদেশ হইতে কেহ শাখা, চিড়া, তামাক, শুষ্কমাছ, নারিকেল, ছাতা ও ছিট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইয়া সীমান্ত প্রদেশে—অন্ততঃ দারজিলিঙ্গে থাকিয়াও ব্যবসায় করিলে বিস্তর লাভ করিতে পারেন।

গোয়ালঘর।

(দ্বিতীয় সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠা হইতে)

কিন্তু এই অভাব মোচন করিতে যে কেবল এ দেশীয় জমিদারগণেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা বলি না। কেননা, কেবল পরহিতকামনায় অধিক মূল্য দিয়া ভিন্ন দেশ হইতে বৃহদাকার তেজস্বী ষাঁড় ক্রয় করিয়া আনিয়া বাঙ্গলার সর্ব্ব স্থানে রাখা এদেশীয় দুই চারি জন জমিদারের কার্য্য নহে। ব্যবসায়িগণ এই কার্য্যে ব্রতী না হইলে ইহা বিস্তৃতভাবে চলিতে পারে না। ব্যবসায়িগণের ইহাতে লিপ্ত হইবার পক্ষে কোন প্রতিবন্ধকও দেখা যায় না। বিলাতে যে সকল গাভী গর্ভিণী করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে তথায় গর্ভিণী করিবার জন্য যে গাভী উপস্থিত করা হয়, তাহার প্রতি কর লইবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রথার অনুকরণে এ দেশের গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসায়িগণ উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারত হইতে ষাঁড় ক্রয় করিয়া আনিয়া অনায়াসে রাখিতে পারেন। এ উপায়ে নিজের যথেষ্ট আর্থিক লাভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইয়া দেশেরও প্রচুর লাভ হইতে পারে। আমরা এ স্থলে আর একটি প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিতেছি। গো জাতির উন্নতি সাধন পক্ষে আমাদের যেরূপ যত্ন করা কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টেরও তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষা অধিক যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টের যে সকল সরকারী খোয়াড় আছে তাহার সঙ্গে ব্রীডিং ফারম বা গো গর্ভিণী করিবার এক একটি স্থান খুলিলে সাধারণের বিশেষ সুবিধা ও উপকার হইতে পারে। এরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

গো গর্ভিণী করণ প্রথার সংস্করণ ও উন্নতি সাধন পক্ষে আমরা এ অধ্যায়ে এই পর্য্যন্ত বলিলাম। এক্ষণে এই অধ্যায়ের উপসংহারে পূর্ব্ব সংকল্প অনুসারে কয়েকটি চিত্র প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা শৃঙ্গ পরীক্ষা করিয়া গোরুর বয়ঃক্রম অবধারণ করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ১ম চিত্র পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গের প্রতিলিপি।—

শৃঙ্গের ন্যায় দন্ত পরীক্ষা করিয়াও বয়ঃক্রম অবধারণ করা যাইতে পারে। ২য় চিত্রে যেরূপ কয়েকটি দাঁত দেখা যাইতেছে, ইহার অনুরূপ দন্তবিশিষ্ট গোরু দেখিলে স্থির করিতে হইবে, উহার বয়ঃক্রম পঞ্চম বর্ষ হইয়াছে।—
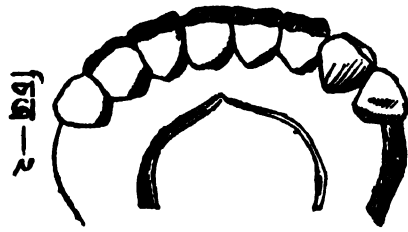
তৃতীয় চিত্র, ছয় বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে গোরুর দাঁতের যেরূপ অবস্থা হয় তাহারই প্রতিলিপি।—
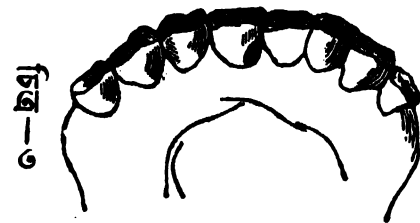
চতুর্থ চিত্রে গোরুর দশম বর্ষের দাঁতের অবস্থা দেখান হইল।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বৈজ্ঞানিক দ্রব্যগুণ।

সহজে ধাতুতে অক্ষর খোদিত করিবার উপায়— জনৈক চীন শিল্পীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া আমাদের এক জন বন্ধু, পাঠকগণের অবগতির জন্য ধাতুতে সহজে অক্ষর তুলিবার নিম্নলিখিত সঙ্কেতটি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। যে ধাতুপাত্রে অক্ষর বা কোন চিহ্ন বা চিত্র অঙ্কিত করা আবশ্যক তাহাকে অগ্রে একটু গরম করিতে হইবে। পরে একটু মোম তাহার গাত্রে লাগাইয়া দিতে হইবে। মোম গলিয়া চারিদিকে সমান হইয়া লাগিয়া যাইলে এবং পাত্র শীতল হইলে একটী লোহশলাকা দ্বারা সঙ্কল্পিত চিহ্ন বা অক্ষর আঁকিয়া (অর্থাৎ যাহাতে সেই স্থানের মোম উঠিয়া যায়) তাহার পর Aquafortis (একিউআফর্টিস্) বা Nitric acid (নাইট্রিক এসিড) তাহার উপর প্রলেপ দিতে হইবে। কিছুক্ষণ পর সমস্ত ধুইয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, বিনা পরিশ্রমে ও কষ্টে অতি অল্প সময় মধ্যে ধাতু অল্প পরিমাণে খোদিত হইয়া ইচ্ছানুরূপ চিত্র আপনা আপনি প্রস্তুত হইয়াছে। এই উপায়ে ব্যবহার্য্য ধাতুদ্রব্যে নাম লেখা, মোহর অঙ্কিত করা এবং মুদ্রাঙ্কনের জন্য সহজে ও অল্প ব্যয়ে ছবি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

রূপা পরিষ্কার করিবার উপায়— আমেরিকান ইন্‌ভেণ্টর লিখিয়াছেন, Hyposulphite of soda লবণাক্ত জলে সিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে তুলিয়া লইয়া তাহা দ্বারা রৌপ্যদ্রব্য মার্জ্জিত করিলে অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হয়।

কৃত্রিম মধু প্রস্তুত করিবার কৌশল— দেড় পোয়া বিশুদ্ধ জলে চারি সের উৎকৃষ্ট চিনি, তিন কাঁচ্চা আন্দাজ ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া পরে দেড়পোয়া আলকোহল ও পাঁচ ফোটা গোলাপী তৈল মিশাও; তাহা হইলে স্বাদজনক ও হিতকারী মধুর ন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত হইবে।

ইন্দুরের উৎপাত নিবারণ করিবার উপায়— সায়েণ্টিফিক্ আমেরিকান নামক পত্রিকায় ইন্দুরের উৎপাত নিবারণের একটি উপায় প্রকাশিত হইয়াছে। copperas নামক একটী সামগ্রী ডাক্তারখানায় পাওয়া যাইতে পারে। দেওয়ালে, মেজেয়, ছাদে, ইহা মিশ্রিত করিয়া একবার চুণকাম

করিলে বহু দিবস পর্য্যন্ত ইন্দুর কোন প্রকারেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার গন্ধ কষ্টকর নহে। ইহা মিশ্রিত করিয়া ঘর চুনকাম করিলে কেবল ইন্দুর তাড়িত হয় না,—ম্যালেরিয়া, উদরাময় প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতেও নাকি অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

উইএর উপদ্রব নিবারণ করিবার উপায়—ইণ্ডিয়াগেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, ১ ভাগ পার ক্লোরাইড্ মার্কারির সলিউশন্ (করোসিব সব্লিমেট) ১২৪ ভাগ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে পুস্তক ও কাগজ পত্রে উই প্রভৃতি কীট ধরিতে পারিবে না।

নবাবিষ্কৃত ঔষধ।

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন—"স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় সময়ে সময়ে জ্বর হইয়া থাকে। ঐ প্রকার জ্বরাবস্থায় দুধাগ্নি লতার কাঁচা পাতার (দুই আনা ওজন পরিমিত) রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন দিবস একবার করিয়া সেবন করিলে তিন দিনেই জ্বর আরোগ্য হইবে। লতা যদি শুষ্ক হয় তাহা হইলে উহার পালো গরম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে হইবে।" সম্পাদক এই ঔষধ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, যে, তিনি ব্যবহার করিয়া ইহার সদ্গুণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"সাহস" হইতে তুলসীর গুণ সম্বন্ধে আমরা কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—"তুলসী একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ। তুলসীতে ম্যালেরিয়া অর্থাৎ বায়ুর দোষ নষ্ট করে। যে বাটীতে তুলসীবৃক্ষ রোপিত হয়, তাহার বহুদূর ব্যাপিয়া দুষ্ট বায়ু নষ্ট হয়। তুলসীতে জ্বর নষ্ট করে। যে ব্যক্তির জ্বর হয়, সে যদি প্রতিদিন প্রাতে একতোলা মাত্রায় তুলসীর রস পান করে, তাহা হইলে সপ্তাহ মধ্যে তাহার জ্বর নাশ হইবে। তুলসীতে আমাশয়, রক্তামাশয় এবং অজীর্ণ দোষ নষ্ট হয়। এক তোলা মাত্রায় তুলসীরস প্রাতে পান করিলে সমূল আমাশয়, রক্তামাশয় এবং অজীর্ণ দোষ আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। তুলসীতে রক্তপ্রস্রাব এক দিবসে আরোগ্য হয়। ১ তোলা তুলসীরসে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, সেই দিবসেই রক্তপ্রস্রাব এবং জ্বালা নিবারিত হইয়া পরিষ্কার প্রস্রাব হইবে। রক্তপ্রদর রোগে ১ তোলা মাত্রা তুলসীরসে চিনি মিশ্রিত করিয়া ৫।৭ দিন প্রাতে সেবন করিলে উক্ত পীড়া আরোগ্য হইবে।

ঐ পত্রিকা আরও বলেন—কোন মৎস্যজীবীকে কুমীরে আক্রমণ করে। কাপড় রঙ্গ করিবার জন্য নোকায় প্রচুর পরিমাণে বাটা হলুদ ছিল। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি হলুদ কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করিবা মাত্র কুমীর ভয়ে পলায়ন করিল। মৎস্যজীবী প্রাণে বাঁচিল। এই ঔষধটী মনে রাখা ভাল।

সঞ্জীবনী চোখ উঠার একটি ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন—"এক ছটাক মাখন সাত বার পরিষ্কার জলে ধুইয়া তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক হরিদ্রাচূর্ণ ও এক রতি পরিমাণ আফিং মিশাইয়া মটর প্রমাণ দিনে দুইবার চোখের পাতার উপর মালিস করিলে চোখ উঠা শীঘ্র সারিয়া যায়। এই মলম যাহাতে চোখের ভিতর না যায় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।"

"সময়" নামক একখানি পত্রিকার এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—কুইনাইন সেবনের পর যদি এক সপ্তাহ চিরতার জলে ইক্ষু-চিনি মিশাইয়া পান করা যায়, তবে কুইনাইনের দোষ নিশ্চয় নষ্ট হয়। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি কুইনাইন সেবনের পর যথেচ্ছা করিলেও কোন অসুখ হয় না।

একখানি পত্রে বট বৃক্ষের নিম্নলিখিত পরীক্ষিত গুণ কয়েকটি প্রকাশিত হইয়াছে—লোকের ওষ্ঠ ফাটিলে, ইহার ছিন্ন পত্রের আঠা তাহাতে দিলে অতি শীঘ্র তাহা জোড়া লাগিয়া যায়। দুর্ব্বল ব্যক্তি প্রত্যহ দুই প্রহরের সময়ে ইহার সাতটী কচি পাতার দুগ্ধ বাতাসার মধ্যে ভরিয়া সাত দিবস খাইলে তাহার শরীরে অপরিমিত বল ও ধাতু বৃদ্ধি হয়। কাহারও ফোড়া উঠিবার সময়ে বট পত্রের আঠা তাহার উপরে প্রলেপ দিয়া শিমুলের তুলা তৎস্থানে লাগাইয়া দিলে ফোড়া আর উঠিতে পারে না এবং বেদনা সত্বরে নিবারিত হয়।

শিল্পযন্ত্রবিষয়ক নূতন আবিষ্কার।

এদেশীয়েরা শত বর্ষে একটি নূতন যন্ত্র প্রস্তুত বা প্রস্তুত যন্ত্রের উন্নতি-সাধন করিতে পারেন না, কিন্তু প্রতি মাসে কত ইংরাজ কত নূতন যন্ত্র

আবিষ্কার ও আবিষ্কৃত যন্ত্রের উন্নতি করিতেছেন তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্টের একটি আইন আছে যাহাদ্বারা কেহ কোন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিলে তাহার স্বত্ব রেজিষ্টারি করিয়া নিজে রাখিতে পারেন। এই আইনানুসারে গত মাসে যে ২১ জন লোক স্বত্ব রেজিষ্টারি করিয়া লইয়াছেন ইণ্ডিয়া গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে এই তালিকা হইতে কয়েকটি নাম উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম।—

মিঃ ডি, এচ, কেম্প—ঔষধ বোতল পূর্ণ করিবার কৌশল।

মিঃ টমাস, এ, এডিসন—তাড়িতালোকের তড়িত স্রোত ঠিক করিবার যন্ত্র। (ইনি তাড়িত যন্ত্রবিষয়ক আর ৪।৫টি উন্নতিসাধন করিয়াছেন)।

মিঃ মিডলে—রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে সংক্রান্ত উন্নতি।

মিঃ মরিস—মিশ্রণ করিবার যন্ত্রের উন্নতি।

মিঃ ক্যাম্বেল বে গার্স—ইক্ষু যন্ত্রের উন্নতি।

মিঃ বিমেন—তাড়িত যন্ত্রবিষয়ক উন্নতি।

মিঃ উইলিয়ম বুসেল—তৈল বহির করিবার যন্ত্র বিষয়ক উন্নতি।

সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম—কাগজের জাহাজ।—গ্যাসের প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন তাড়িত সেইরূপ লোহার প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ উপস্থিত হইয়াছে। কাগজের দ্বারা এখন এরূপ অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে যাহা লোহনির্ম্মিত দ্রব্যের ন্যায় দৃঢ়, ঘাতসহ অথচ তদপেক্ষা অনেক হালকা ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। পেনসেলেডলিয়াতে ২০ ফিট লম্বা এক খানা কাগজের জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা ২৫ জন আরোহী লইয়া যাইতে পারে। কাগজের তক্তা কিরূপ ঘাতসহ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ৭ হাত দূর হইতে একটী ভাল পিস্তল তক্তা লক্ষ্য করিয়া ছোড়া হইয়াছিল। পিস্তলের গুলি তক্তায় বিদ্ধ হওয়া দূরে থাক, তাহার আঘাতে তক্তা টোল পর্য্যন্ত খায় নাই।

রেল গাড়ীতে বাদ্য।—রেল গাড়ীর তীব্র বাঁশীর শব্দে অনেকেরই কাণ ঝালাপালা হয়। এক জন ইতালীদেশীয় পণ্ডিত গাড়ীর শব্দ শ্রুতিমধুর করিয়া দিতে পারেন। দ্রুত বেগে গাড়ী ছুটিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে মধুর বাদ্য বাজিবে—কি সুন্দর! তখন সখ করিয়াও লোকে গাড়ীতে চড়িবে।

বাণিজ্য ব্যবসায়।

কোম্পানিকাগজের দর—গত মাসের শেষ কয়েক দিবস হইতে ক্রমেই কোম্পানিকাগজের দর সুলভ হইয়া আসিতেছে। শেষ তারিখে নিম্নলিখিত মত দর ছিল।

৪ শতকরা ৯৯।০ হইতে ৯৯।৵, ৪।। শতকরা ১৮৭০ (১৮৮৫) ১০০।০ হইতে, ৪ শতকরা ১৮৭৮।৭৯ (১৮৯৩) ১০৪ হইতে, ৪।। শতকরা ১৮৭৯ (১৮৯৩) ১০২ হইতে, ৪।। শতকরা ১৮ (১৮৯৩) ঠিক নাই।

মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চর।

৬ শতকরা ১৮৬৩ [১৮৮৪] ১০১।০ হইতে, ৬ শতকরা ১৮৬৫ [১৮৮৫] ১০৪৷৶০ হইতে, ৬ শতকরা ১৮৬৬ [১৮৮৬] ১০৬ হইতে, ৬ শতকরা ১৮৬৭ [১৮৮৭] ১০৭৷৶০ হইতে; ৬ শতকরা ১৮৭০ [১৮৯০] ১১০ হইতে, ৬ শতকরা ১৮৭২ [১৮৯২] ১১১ হইতে, ৫ শতকরা ১৮৭৮ [১৯০৮] ১১০ হইতে, ৪।।০ শতকরা ১৮৮২ [১৯০২] ১০২।।০ হইতে; পোর্ট ট্রষ্ট ডিবেঞ্চর ১৮৮১ সালের ৪।।০ শতকরা ১০২ হইতে।

বাঙ্গলার প্রধান প্রধান স্থানের শস্যের মূল্য*—রামপুর বোয়ালিয়া ২০ সের, দিনাজপুর ২৪ সের, রঙ্গপুর ১৫ সের, বগুড়া ৬ সের, নবদ্বীপ ১৭ সের, নাটোর ১৭ সের, কলিকাতা ১৫ সের, বৈদ্যনাথ ২০ সের, হিলি ১৭ সের, সিরাজগঞ্জ ১৮ সের, কটক ১৭ সের, গোমস্তাপুর ১৬ সের।

কাগজের কল—নববিভাকর লিখিয়াছেন "পৃথিবীতে

* আমাদের সকল স্থানের সংবাদদাতা এক সময়ে সংবাদ প্রেরণ করেন না। কেহ উৎকৃষ্ট কেহ নিকৃষ্ট চাউলের দর লিখিয়া পাঠান এজন্য এই তালিকা সুবিশুদ্ধ হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যে তালিকা সংগ্রহ করেন তাহাও এ দোষশূন্য নহে।

৩৯৮৫টী কাগজের কল আছে। ৯৫২০০০ টন কাগজ প্রতিবৎসর প্রস্তুত হয়। প্রায় অর্দ্ধেক ছাপায় লাগে। সেই অর্দ্ধেকের মধ্যে প্রায় ৩০০০০০ টনে সংবাদপত্র ছাপা হয়। তবেই দেখা যাইতেছে সংবাদ পত্রের জন্য পৃথিবীর সমস্ত কাগজের ছয় আনা আন্দাজ খরচ হয়! সকল দেশের সরকারী খরচে ১০০০০০ টন সাদা কাগজ লাগে। সমস্ত স্কুলের জন্য ৯০ হাজার টন; সওদাগর দোকানদার প্রভৃতিদিগের ব্যবহারার্থ ১২০০০০ টন, শিল্প কার্য্যে ৯০০০০ টন লাগে। তোমার আমার চিঠিপত্রের জন্য ৯০০০০ টন লাগে। পৃথিবীর সমস্ত কলে ১৯২০০০ লোক খাটিতেছে। কোন্ রাজ্যে কত কাগজের কল আছে, তাহার হিসাব আমরা দিতে পারিলাম না, কিন্তু পৃথিবীতে যে প্রায় চারি হাজার কাগজের কল আছে, তাহার মধ্যে আমাদের ভারতে মোট ৭টী আছে। আমাদের দেশে সুন্দর ও সূক্ষ্ম কাগজের কল একটীও নাই। শুদ্ধ রেণ্টবিলের প্রতিবাদে মত্ত না হইয়া আমাদের জমিদার ধন-কুবেরেরা যদি এদেশে দুই চারিটী ভাল কাগজের কল করেন তাহা হইলে তাঁহাদের নিজের ও দেশের উভয়েরই উপকার হয়। এ দেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী দ্রব্য যথেষ্ট আছে, জলেরও অভাব নাই, তবে বিদেশীয়দিগের মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্যক কি?"

সমাজনীতি ও সাময়িক সংবাদ।

সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায়।

(দ্বিতীয় সংখ্যা ৬৭ পৃষ্ঠা হইতে)

আলাপ করিবার সময়ে উপস্থিত ব্যক্তিগণের চরিত্রগত অবস্থা ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন আবশ্যক, নিজের উপযোগিতা ও বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি সর্ব্বক্ষণের জন্য তেমনি বা তাহা অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, সাধারণ ভাবে অল্পক্ষণ আলাপে এক জনের প্রতি যেমন অন্যের শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং জ্ঞানবান্ ও উচ্চান্তঃকরণের ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়ায় মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তন্মুহূর্ত্তেই সে সংস্কার লোপ পাইয়া তাঁহাকে নিতান্ত অসার ও বিদ্যাহীন বলিয়া ধারণা হয়। এই কারণে প্রাচীন নীতিশাস্ত্রকারেরা স্বল্পভাষী হইবার জন্য বারংবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। স্বল্পভাষী হইবার পক্ষে আরও কয়েকটী যুক্তি আছে। মানুষ সাধারণতঃ অন্যের গল্প শুনা অপেক্ষা নিজে গল্প করিতে অধিক ভাল বাসে; তুমি অধিক কথা বলিলে এবং অন্যকে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিবার সময় না দিলে, তোমার গল্প মিষ্ট হইলেও তাহাতে তাহার তাদৃশী প্রীতি জন্মিবে না। অল্পবাক্য ব্যয় করিলে,তোমার শিক্ষার যদি কোন অসম্পূর্ণতা বা অভাব থাকে, তবে তাহা সহজে প্রকাশ হইয়া পরিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। বাক্যসংযম ক্ষমতা সম্বন্ধে মহাভারতে একটী সুন্দর ও সারগর্ভ উপদেশ আছে।

"বাক্‌সংযমোহি (নৃপতে) সুদুষ্করতমোমতঃ।
অর্থবচ্চ বিচিত্রঞ্চ ন শক্যং বহুভাষিতং।।"

অল্পভাষী হওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা বলিয়া ভদ্রসমাজে এককালীন মৌনী হইয়া থাকা সঙ্গত নহে। এক দিকে যেমন বহুভাষী হওয়া অকর্ত্তব্য, অন্য দিকে তেমনি এককালীন অল্পভাষী হওয়া অসঙ্গত। উভয়ের মধ্যস্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ এই উপদেশটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এককালে অবিচ্ছেদে অধিক কথা বলা উচিত নহে, অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও অল্প পরিমিত সুমিষ্ট কথা সর্ব্বক্ষণের জন্যই বলার অভ্যাস থাকা আবশ্যক। এক দিকে যেমন জিহ্বাপথে পদ্মার

স্রোত অবিরত ঢালিয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য, অন্য দিকে তেমনি তুষার-মণ্ডিত হিমাদ্রিশিখরসদৃশ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকা সুরুচিপরিচায়ক নহে। মৃদু-মন্দ-নাদে অল্পে অল্পে সুমিষ্ট ও চিত্ত-রঞ্জক বাক্য-লহরী দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে যিনি সক্ষম তিনিই ভদ্রসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ।

যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন সে বিষয়ে তিনি যত অল্প বাক্য ব্যয় করেন ততই উত্তম। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই, নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে বিষয় যাঁহার কিছুমাত্র জানা নাই, তিনি সেই বিষয়ে দুই চারি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া আপনাকে ভদ্রসমাজে একটী হাস্যোদ্দীপক সামগ্রী করিয়া তুলেন। আদৌ এক জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া সাধারণ কথোপকথনের মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কদর্য্য কার্য্য। কোন কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যদি নিতান্তই এরূপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়, তবে বক্তার যে বিষয়ে অধিক অভিজ্ঞতা অগ্রে কৌশলে গল্পের স্রোত সেই দিকে আনিয়া উপস্থিত করিতে হয়। পরে, নিজের উপযোগিতা প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে ইহা যাহাতে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কৌশলে অন্যের হৃদয়ে যে বিষয়টী অঙ্কিত করা অভিপ্রেত, তাহা অঙ্কিত করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। আমাদের এরূপ বাক্য পাঠ করিয়া মানুষকে সরলতা ত্যাগ করিয়া কুটিল পথে গমন করিতে উপদেশ করা হইতেছে জ্ঞানে পাঠক আমাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন। কিন্তু এ উপদেশ আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে। নীতিশাস্ত্রে এরূপ ব্যবহারকে সমর্থন করে। ভারতের প্রধান প্রাচীন নৈতিক এক স্থলে বলিয়াছেন—

"যস্য যস্য হি যো ভাবস্তেন তেন হিতং নরং।
অনুপ্রবিশ্য মেধাবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ॥"

(ক্রমশঃ)

লর্ড রিপণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(২য় সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠা হইতে)

ইঁহার রাজ্য-শাসন-কাল মধ্যে যত হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আমরা কাবুল যুদ্ধের অবসান, ও স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন উল্লেখ করিতে পারি। এদেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সংস্করণ জন্য এডুকেশন কমিশন বা শিক্ষাসমিতি নিয়োগ করণও তাঁহার রাজ্য-শাসন-কালের একটি প্রধান কার্য্য। যন্ত্রবিধি রহিত করিয়া তিনি এদেশবাসিগণকে যে কতদূর আহ্লাদিত করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা অতিরিক্ত মাত্র। এ দেশের প্রধানতম বিচারপতির আসন এ পর্য্যন্ত দেশীয় লোকের প্রতি রুদ্ধ ছিল; তিনিই সুযোগ্য অনারেবল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে চিফ্ জষ্টিস্ সার রিচার্ড গার্থ সাহেবের অনুপস্থিতিতে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। লবণের শুল্ক হ্রাস করিয়া ও আমদানী শুল্ক উঠাইয়া অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। লর্ড রিপণ মিসরযুদ্ধের ব্যয়ভার হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া ভারতবর্ষের সামান্য উপকার করেন নাই। এ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনিয়োগসময়ে সাধারণের মতামতের প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতেন

না। ইনিই কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাচনপ্রণালীর অনুকরণে ব্যবস্থাপকসভায় সভ্য নিয়োগ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতেছেন। আইন সমুদয় বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে সাধারণের মতামতের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে পরিমাণে দৃষ্টি রাখিতেন, লর্ড রিপণ এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্টি রাখিতে ইচ্ছুক হইয়া এবং বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে পাণ্ডুলিপির মর্ম্ম সাধারণে সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া এ দেশের সাধারণ মতের পুষ্টি ও উন্নতি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্দেশজাত বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিস্তৃতি ও শিল্পের উন্নতি সাধন জন্য লর্ড রিপণ সরকারী আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল পূর্ব্বরীতি অনুসারে বিলাত হইতে আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে এদেশ হইতে ক্রয় করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের নিতান্ত সামান্য উপকার করেন নাই। এ দেশীয় উপযুক্ত সিবিলিয়ানগণের প্রতি ইংরাজ জাতির বিচারের ক্ষমতাপ্রদানোপলক্ষে যে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা দ্বারা দেশের ভাবী উপকার কি অপকার হইবে, যদিও এ বিষয়ে অনেকে নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই, তথাপি উপকার হইবারই অধিক সম্ভাবনা জ্ঞানে আমরা ইহাকেও লর্ড রিপণের রাজ্যশাসনকালের একটী প্রধান ও উচ্চতম কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। সম্প্রতি "কৃষিবিভাগ" নামক একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করিয়া এ দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতিপক্ষে লর্ড রিপণ একটি সুমহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই সকল কার্য্যে ও এইরূপ আরও শত শত কার্য্যে এবং এ দেশের ভবিষ্যৎ ক্রমিক উন্নতি ও মহান্ উপকারসকলের বীজ সাধারণের অলক্ষিতে এক্ষণে রোপণ করায় ভারতের যে কতদূর উপকার লর্ড রিপণের দ্বারা সাধিত হইল তাহা ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানগণই কেবল সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা এই জীবনী যদি আর ৫।৬ মাস পরে লিখিতে প্রবৃত্ত হইতাম, তবে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধকরণ দ্বারা লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক এ দেশের আরও কয়েকটী মহান্ উপকারের বিষয় এ স্থলে উল্লেখ করিতে পারিতাম।

এই সকল বিষয় ও লর্ড রিপণের ভারতে অবস্থিতিকালের অবশিষ্ট সময় মধ্যে তাঁহার কর্ত্তৃক আর আর যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়া দক্ষ লেখনী দ্বারা যখন ইঁহার একখানি বৃহদায়তন জীবনচরিত সংগৃহীত হইবে, তখন পাঠক তৎপাঠেই ইঁহার উজ্জ্বল জীবনের প্রকৃত শুভ্ররশ্মি দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ইহার কিছুই প্রকাশ হইতে পারে না।

এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপসংহারে ইঁহার বর্ত্তমান পারিবারিক সংবাদও অল্পাক্ষরে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত। ইনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিঃ হেনরি ভিনার মহোদয়ের দুহিতা মহামান্যা শ্রীমতী হেন্‌রিটা এনি থিয়োডোসিয়াকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে লর্ড রিপণের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ ফ্রেড্রিক্ অলিভার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইঁহার নাম আরল ডি গ্রে। *

সম্পূর্ণ।

* লর্ড রিপণের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জ্ঞাতব্য বিষয় সকল

সাময়িক সংবাদ।

দান।—সম্প্রতি সুরাটে যে বন্যা হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে টি সি হোপ্ সাহেব ১০০০, টাকা দান করিয়াছেন।

বড়বাজারের শেঠবংশের ৺রাধামোহন শেঠের ভার্য্যা ৺গৌরমণি দাসী ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল সোসাইটির হাতে পরোপকারার্থ ৬০০০, টাকা দিয়া গিয়াছেন।

নববিভাকর লিখিয়াছেন—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভারতসভার সেক্রেটরি বাবু আনন্দমোহন বসুর হস্তে আর এক মহোদয় ৬০০০, টাকা দিয়াছেন। এখানে পরীক্ষা দ্বারা নির্ব্বাচিত করিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য এক জনকে বিলাতে পাঠান হইবে। দাতার উদ্দেশ্য ও পরীক্ষার বৃত্তি গ্রহণের নিয়ম প্রকাশিত হইবে। দাতার নাম আপাততঃ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আমরা এরূপ দানের সর্ব্বথা প্রশংসা করি। আশা করি দেশের ধনীরা এরূপ সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবেন।

ঐ পত্রিকা আরও বলেন—কলিকাতার বাবু যদুলাল মল্লিক ও ৺ প্রাণকৃষ্ণ মল্লিকের বিধবা পত্নী, প্রত্যেকে ৩০ হাজার টাকা করিয়া দিয়া একটী কমিটির হস্তে ৬০ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন। এই ৬০ হাজার টাকার সুদ হইতে ৪০টী ভদ্র বংশীয় দরিদ্র হিন্দু বালকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ১০টী, মেট্রপলিটান কলেজের স্কুল বিভাগে ১০টী, কলেজ বিভাগে ১০টী ও লক্ল্যাসে ১০টী ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। বাকী টাকা দ্বারা কতকগুলি দরিদ্র হিন্দুপরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা হইবে। যদুলাল বাবু ও তাঁহার আত্মীয়ার এই সদ্দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তির সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

সুরাটপ্লাবনের অসহায়দিগের সাহায্যার্থ বোম্বাই লাট নিজে ৫০০ টাকা দিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

এ দেশের বৃহৎ সমারোহে ব্রাহ্মণভোজন, অন্নদান, কাঙ্গালিবিদায় ও পণ্ডিতগণের সম্মান করিবার নিয়ম আছে। এরূপ দান ও অর্থব্যয় সাহেবদিগের মার্জ্জিত রুচির নিকটে অনাদৃত। ইউরোপীয়েরা কিরূপ ব্যয় করিতে ভালবাসেন তাহা নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠে জানা যাইতে পারে।—

"রুশসম্রাটের অভিষেকোপলক্ষে রুশলক্ষ্মী-চিত্রাঙ্কিত এক কোটি রুমাল বিতরণ করা হয়। অভিষেকের সময়ে বীয়ার মদ্যের ১৬টী ফোয়ারা হইতে বীয়ার নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রত্যেক ফোয়ারা হইতে ৪০০০০ বোতল মদ নিঃসৃত হয়। মাতালদের ভারি মরসুম গিয়াছে।"

সংগ্রহ করিতে এবং এই প্রবন্ধের সহিত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্য তাহার আদর্শ প্রাপ্ত হইতে যে যে সদাশয় রাজপুরুষ আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, কৃতজ্ঞহৃদয়ে এ স্থলে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।—প্রকাশক।

ইংরাজীসমাজ—আনন্দবাজারপত্রিকা লিখিয়াছেন—স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, সহায়শূন্য বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে কথায় কথায় স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ দয়ার চিহ্ন দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুসভ্য আমেরিকা ও ইউরোপীয় স্ত্রীজাতি এখন আপনাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া মনুষ্যের পুরুষত্ব-প্রাপ্ত হইবার যত্ন করিতেছেন। পুরুষদিগের সংসার ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় অধিকার আছে, তাঁহারা সেই সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির দুঃখ, যে, পুরুষেরা তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন। কিন্তু, পুরুষেরা যে ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, স্ত্রীজাতি সেই ক্ষেত্রে আগমন করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সে সুখময় স্থান নহে। সম্প্রতি আমেরিকার অন্তর্গত নব ইংলণ্ডে একজন মেমের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ইনি যদি আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিপ্লব করিয়া পুরুষ হইবার যত্ন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্ভবতঃ এই নিদারুণ যমদণ্ড সহ্য করিতে হইত না।

ঐ পত্রিকা আরও বলেন—"আমাদের এদেশে শ্যালী একরূপ অর্দ্ধেক স্ত্রী। আমাদের সকল শ্রেণীর মধ্যে আবার এ রীতি নাই। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বড় শ্যালী খাশুড়ী অপেক্ষাও গুরু জন, কিন্তু ইংরাজেরা প্রায় সহোদরা ভগিনী ও ভ্রাতা ভিন্ন প্রায় সকলকে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন না। মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণিগ্রহণের পোষকতার একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ইংরাজেরা এমন কি প্রিন্স অব্ ওয়েলস এবং তাঁহার অন্যান্য সহোদরেরা পর্য্যন্ত যত্ন করিতেছেন।"

"বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বড় শ্যালী শ্বাশুড়ী অপেক্ষাও গুরু জন" এ অপূর্ব্ব সংবাদ সহযোগী কোন্ সূত্রে জানিতে পারিলেন, আমরা বলিতে পারি না!

"—সম্প্রতি আমেরিকার একটী বিবি আদালত অবমাননা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে। বিবিটি উকিল, এক ফৌজদারি আদালতে প্রায়ই তাহার যাইবার প্রয়োজন হইত। জজের আইন মত না চলায় জজের মিস্ কেনের (বিবির নাম মিস্ কেন্) প্রতি রাগ ছিল। এক দিন এক জন অপরাধীর উকিল ছিল না। অপরাধী বলিল, আমি মিস্ কেনকে উকিল দিতে চাই। সেই দিন বৈকালে তিনটার কিছু পরে কেন্ কোর্টে হাজির হইল। জজের আসনের সম্মুখে এক কেরাণীর পার্শ্বে বসিল, খানিক ক্ষণ জজের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ উঠিয়া এক দোওয়াত ধরিল; দোওয়াত হাত থেকে পড়ায় এক জলপূর্ণ পাত্র ধরিল। জজ এতক্ষণ বিবির কাণ্ড দেখিতেছিল; কেনের দিকে মুখ ফিরাইলে বিবি জজের গায়ে জল ঢালিয়া দেয়। আদালত অবমাননা করায় বিবির ১০ পাউণ্ড দণ্ড হইল। ১০ পাউণ্ড না দেওয়া পর্য্যন্ত জেলে থাকিবার হুকুম হয়।"

বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন—বোষ্টনের একটী রমণী সংবাদ পত্রের সাহায্যে সাধারণকে অবগত করিয়াছেন "যখন দেখিলাম, স্বামী অপেক্ষা আমি অধিক উপার্জ্জন করিতে পারি, তখন কাজেই আমরা অবস্থা বদলাইয়া লইলাম। স্বামিমহাশয় এখন গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আমি বাহিরে গমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করি।" বন্দোবস্ত মোটের উপর ঠিকই আছে। মার্কিণ গৃহযুদ্ধের সময়ে পুরুষেরা লড়াইয়ে ব্যস্ত হন, মেয়েরা সংসার চালাইতে বাধ্য হন। সেই অবধি অনেক পরিবারে সেই বন্দোবস্তই বাহাল রহিয়া গিয়াছে।

দেশীয় সমাজ—বিলাত হইতে প্রত্যাগত বঙ্গীয় যুবকগণ সমাজচ্যুত না হইয়া সমাজে গৃহীত হয়েন, এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান মাসে প্রায় প্রধান প্রধান সংবাদপত্র সকল আলোচনা করিতেছেন। বেঙ্গলীসম্পাদক বলেন "হিন্দুসমাজ ও বিলাতপ্রত্যাগত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান জন্মিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে হয় প্রত্যাগত যুবকগণকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার অপমান সহ্য করিতে হয়, নতুবা হিন্দুসমাজকে একটু উদারভাব ধারণ করিয়া নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইঁহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। বিনা দোষে ন্যূনতা স্বীকার করিতে শিক্ষিত যুবকগণ স্বীকার করিবেন, সম্ভব নহে; অতএব হিন্দুসমাজকেই অগ্রসর হইতে হয়। এ উপায়ে এই সামাজিক অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে ইহা আমাদের নিকটে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।" সুযোগ্য সহযোগী সাধারণী এ সম্বন্ধে যে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তাহা একটু স্থির চিত্তে বিবেচনার সহিত পাঠ করিলে দেখা যাইবে, এরূপ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া কতদূর কঠিন। তথাপি উদ্যোগী পুরুষদিগের যত্ন করিতে কখনই ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্রূপকণিকা—পঞ্চানন্দ লিখিয়াছেন "বিলাত-ফেরত ছেলেকে জাতিতে উঠাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র পিতা অধ্যাপকের ব্যবস্থা আনাইলেন; ছেলেকে বলিলেন,—"বাকী সব টাকায় হবে, কিন্তু বাপু তোমায় যে একটু গোবর খেতে হবে?" ছেলে জন ষ্টুয়াট মিলের ন্যায় দর্শনে পরম পণ্ডিত; বিনয়ের সহিত উত্তর দিল,—"আমার উদরেই যে বিস্তর গো-বর, আবার কেন?" প্রায়শ্চিত্ত আর হইল না।

পঞ্চানন্দে সংবাদপত্রপ্রকাশের একটি কৌতুককর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনটি এই—

সরল বিজ্ঞাপন।

১। আমি একখানি কাগজ বাহির করিব, কেন না সম্প্রতি আমি বেকার।

২। অন্য অন্য কাগজে যে কথা থাকে, আমার কাগজে ঠিক তাই থাকিবে। সেই রাজনীতি, সেই সমাজনীতি, সেই সুনীতি, সেই দুর্নীতি, সেই ইতিহাস, সেই পরিহাস, সেই কাব্য, সেই গব্য ইত্যাদি। বেশি কিছু দিতে পারিলে দিতাম, কিন্তু সামর্থ্য নাই; কম দেওয়া অনেক জায়গায় দরকার, কিন্তু আমার সে সাহস নাই।

৩। বাঙ্গালা লেখা আমার খুব অভ্যাস আছে। অপর কাগজের জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতাম, কিন্তু সম্পাদক বাবুরা আমার লেখা পছন্দ করিতেন না, ফেলিয়া দিতেন। সেই আক্রোশেই, আমি নিজের কাগজ বাহির করিতে চাই।

৪। আমার কাগজে বাঙ্গালার কোনও উপকার হইবে না, তাহা জানি; আমার উপকার হইবে না, তাহাও মানি; কিন্তু

তবু একখানি কাগজ আমি বাহির করিব। আর দশ জনে করিয়াছে, আমিও করিব।

৫। বাঙ্গালা কাগজ কেহ পড়ে না এই আমার বিশ্বাস, আমি নিজে নিশ্চয়ই পড়ি না; বাঙ্গালা কাগজের কোন একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে এমন ধারণা নাই, আমারও কোনও বিষয়ে কোনও একটা স্থির মত নাই। সেই সাহসেই আমি কাগজ বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছি।

৬। এখন বড় কম দামে কাগজ পাওয়া যাইতেছে, আমিও কম দামেই দিব। আমার লাভের প্রত্যাশা নাই সত্য, অন্যেত মাটী হইবে!

৭। যত এম্ এ, বি এল্ ইংরেজীতে চিঠি লেখেন, আর দো-আঁশলা কথা কন, সকলেই আমার কাগজে লিখিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। দুই কারণে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা গেল না। এক, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁজীতে তাঁহাদের নাম ছাবা আছে, দ্বিতীয়, আমার কাগজে লেখার বিষয়ে কাহারও সহিত আমার কোনও কথা হয় নাই। শুদ্ধ সাধারণ প্রথার অনুরোধে, এ কথাটা আমি প্রকাশ করিলাম।

৮। দু হাজার গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দিলেই কাগজের নাম এবং আমার নাম এবং অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করিব।

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

রাজনৈতিক চিকিৎসক।

একটী জাতিকে যদি মানবদেহের সহিত তুলনা করিতে উপস্থিত হওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, নরদেহে মস্তিষ্ক যে স্বর্ণাভিষিক্ত, জাতি-দেহে মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় সেই স্বর্ণাভিষিক্ত। নরদেহের সহিত শোণিতের যে সম্বন্ধ, একটী জাতির ধনিশ্রেণীর সহিত সেই জাতির তেমনি সম্বন্ধ; আর নরদেহের সহিত অস্থির যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একটী জাতির কৃষক-শ্রেণীর সহিত সেই জাতির তেমনি সম্বন্ধ। যেমন একটী দেহ সুস্থ, সবল ও উন্নতিশীল হইবার পক্ষে মস্তিষ্ক, শোণিত, অস্থি সকলেরই সমান বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন আবশ্যক, তেমনি একটী জাতি সুস্থ, সবল ও উন্নতি-শীল হইবার পক্ষেও কি মধ্যবিৎ শ্রেণী কি ধনিশ্রেণী কি কৃষকশ্রেণী সকলেরই সমান বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা দেহের শোণিত বা অস্থির পুষ্টিসাধন বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেবল মস্তিষ্কের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করেন, তাঁহারা যেমন নরদেহের সুচিকিৎসক নহেন, তেমনি যাঁহারা কৃষকশ্রেণীর বা ধনিশ্রেণীর উন্নতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল মধ্যশ্রেণীর উন্নতির চিন্তায় ব্যস্ত, অথবা ধনিশ্রেণীর এবং মধ্যশ্রেণীর উন্নতির দিকে উদাসীন হইয়া কেবল কৃষকশ্রেণীর হিত চিন্তায় রত, তাঁহারা জাতিদেহের সুচিকিৎসক নহেন, রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নহেন। মূর্খ বৈদ্য দ্বারা নরদেহ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এরূপ "এক চোখো" রাজনীতিজ্ঞগণদ্বারা এক একটী জাতি তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতের অধিক দুর্ভাগ্য বশতঃ এইরূপ "এক চোখো" রাজনীতিজ্ঞের সংখ্যা দিন দিন এ দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এক একটী সুশিক্ষিত ও প্রতিভা-শালী যুবক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সতেজ লেখনী বা সুমার্জ্জিত রসনা লইয়া অবতীর্ণ হয়েন আর পীড়াগ্রস্ত দুর্ব্বল ভারতের হৃদয়ে নূতন আশা জন্মে, বুঝি ইঁহার সুচিকিৎসায় দুর্ব্বল শরীর সবল হয়। কিন্তু দুরদৃষ্ট! নব্য রাজনৈতিক

চিকিৎসক হয় ত পীড়িত দেহে মস্তিষ্কের অধিক অভাব অনুমান করিয়া কেবল নাশা কর্ণ চক্ষু পথে তত্ত্বজ্ঞানেরই পিচ্‌কারি করিতে থাকেন, অথবা শোণিতের প্রাচুর্য্যে অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না জ্ঞানে দেহ হইতে শোণিত বাহির করিয়া ফেলিয়া অস্থি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার স্থান করিয়া রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করেন।

শোণিত নষ্ট করিলেই অস্থির বৃদ্ধি হয় না, ধনিশ্রেণীর ধ্বংস করিলেই কৃষকশ্রেণীর বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই সাধারণ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এমন কি অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও অনিচ্ছুক। ইঁহাদের দৃঢ় সংস্কার, একের অভাব ব্যতীত অন্যের বৃদ্ধি সম্ভবে না। এ শ্রেণীর চিকিৎসকের এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান যুক্তি এই, যে, চড়া না ডুবিলে নদীর বৃদ্ধি হয় না, নদী না শুকাইলে চড়ার বৃদ্ধি হয় না। অতএব জমিদারশ্রেণীর অধঃপতন না হইলে প্রজাশ্রেণীর সুবিধা ও পুষ্টিসাধন হইবার সম্ভাবনা নাই; আবার প্রজার অধঃপতন না হইলে ধনিশ্রেণীর পুষ্টিসাধনের সম্ভাবনা নাই। আমরা এরূপ যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারি না। মানুষের হাত না ভাঙ্গিলে পার বৃদ্ধি হয় না, ইহা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন। প্রকৃত পক্ষে "জাতীয় উন্নতি" শব্দ সেই অবস্থাতেই ব্যবহার করিতে পারা যায়, যখন জাতির প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ, স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে সমানরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। এবং যিনি জাতীয় দেহের এইরূপ স্বাভাবিক পুষ্টি ও উন্নতি সাধনের পক্ষে সহায়তা করেন, তিনিই সুচিকিৎসক। ইহার বিপরীতে যিনি দেহ হইতে অস্থি বাহির করিয়া লইয়া রক্তের স্থান প্রস্তুত করিতে যত্নবান্, অথবা রক্তশুষ্ক করিয়া অস্থির স্থান দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তিনি কেবল কুচিকিৎসক নহেন,—তিনি জাতির উন্নতিপথের প্রধান প্রতিবন্ধক। তাঁহার দ্বারা সমাজ যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার শতাংশের একাংশও উপকৃত হয় না। তিনি ভাল করিতে যাইয়া গঠিত সমাজকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহার এক কণিকাও গঠন করিতে পারেন না।

চিকিৎসকমাত্রেরই জানা কর্ত্তব্য, তাঁহাদের হাতে একটী গুরুতর ভার অর্পিত আছে। তাঁহাদের ভ্রমে সাধারণের ঘোর অনিষ্ট; তাঁহাদের সুব্যবস্থায় ও সদ্বিবেচনায় সাধারণের যথেষ্ট উপকার। বিশেষতঃ যে স্থলে পীড়িত নিজের আত্মীয় বা সম্পর্কিত ব্যক্তি, সে অবস্থায় স্বভাবতঃই অধিক সতর্কতার সহিত চিকিৎসকগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা আবশ্যক। আজি বৃদ্ধা জননী মুমূর্ষু অবস্থায় সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ভারতের জীবন যে নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভারতের অধিকাংশ সন্তানেই জানেন না; যে দুই চারি জন জানেন, তাঁহারাও বিশ্বাস করিতে চাহেন না; যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাঁহারাও, শত পীড়াগ্রস্ত ভারতের কোন্ অভাব, কোন্ যন্ত্রণা, সর্ব্বাগ্রে দুর করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায় যাঁহারা রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিকিৎসকরূপে উপস্থিত হইয়া পীড়িত দেহের চিকিৎসা বা পীড়িত সমাজের সংস্কবণ ও পীড়িত রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে লেখনী কিংবা রসনাকে নিয়োজিত করেন, তাঁহারা যে কি গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, ইহা সর্ব্বক্ষণের জন্য

না হইলেও দিবসে অন্ততঃ একবারও চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এরূপ চিন্তা করিতে অনেকেই অনভ্যস্ত। আমরা দারুণ ব্যথিতহৃদয়ে দেখি, যাঁহারা ভারতের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক চিকিৎসায় মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কি সংবাদপত্রদ্বারা কি সভা সমিতি ও বক্তৃতার দ্বারা ভারতের ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে যত্ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই পীড়িত দেহের অধিক যন্ত্রণার স্থান সকল নির্ণয় করিতে যথোচিত যত্ন না করিয়া হাতের সম্মুখে যে অংশকে দেখিতে পান, সেই অংশ লইয়াই নাড়া চাড়া করিতে থাকেন। সেই অংশই তাঁহাদের চিকিৎসার লক্ষ্য স্থল হয়, সেই অংশই তাঁহাদের আন্দোলনের সামগ্রী হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য এ স্থানে দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। পাঠক! মনে কর, এ দেশের প্রজা ও ভূম্যধিকারীর স্বত্বনিরূপণবিষয় রাজনৈতিক চিকিৎসকগণের একটি বিশেষ চিন্তার সামগ্রী। জাতিদেহের এক অঙ্গ প্রজাশ্রেণী, আর এক অঙ্গ ভূম্যধিকারিশ্রেণী। এক্ষণে, প্রকৃতপক্ষে, দেহের স্বাস্থ্যবর্দ্ধন ও উন্নতিসাধন করিতে হইলে এ উভয় অঙ্গেরই সমান পুষ্টিসাধন করা আবশ্যক। কিন্তু দেখ, এই বিষয়ে রাজনৈতিক চিকিৎসকসম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর মতান্তর। কেবল মতান্তর নহে,—ঘোর দ্বেষাদ্বেষি, হিংসা বিবাদ, এমন কি, নিতান্ত লজ্জাকর গালাগালি বর্ষণের প্রথা পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক। পীড়িত ভারতকে সুস্থতা প্রদান করিতে যত্ন করাই সকলের অভিপ্রায়; ভারতের সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করাই সকলের হৃদ্‌গত অভিলাষ। অথচ, কেহ অস্থির পুষ্টিসাধন হইলেই দেহের উপকার হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া, কেহ শোণিতের পুষ্টিসাধন হইলেই দেহের মঙ্গল হইবে বিশ্বাস করিয়া, এক পক্ষ দেহ হইতে অস্থি বাহির করিয়া ফেলিতে চাহেন, অন্য পক্ষ শোণিত শুষ্ক করিয়া অস্থির আকার বৃদ্ধি করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে উভয় পক্ষই দেখিতে পাইবেন, এক দিকের পতন অন্য দিকের উন্নতির কারণ নহে। উভয় দিকের উন্নতিই উভয়দিকের উন্নতিপক্ষে সহায়তা করে। রক্ত ও অস্থির মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা রক্ষা করিয়া উভয়ের পুষ্টিসাধক ও হিতকারক যে ঔষধ বা ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া দেহের সুস্থতা সংস্থাপন করিতে যত্ন করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কোন অঙ্গবিশেষের পক্ষপাতী না হইয়া সমস্ত অঙ্গের প্রতি যিনি সমান দৃষ্টি রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী অনেকে নহেন। আমরা অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকেও এরূপ চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিতে শুনিতে পাই। আমাদের সুযোগ্য সুরুচিসম্পন্ন সহযোগী "সঞ্জীবনীর" ন্যায় রাজনীতিচিকিৎসাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত বৈদ্যের মুখ হইতেও এরূপ চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতেছে দেখিতে পাই। সহযোগী আমাদের জাতিদেহের অস্থির প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"কিন্তু ভারতসভা যে ভাবে সংগঠিত তাহাতে ইহাকে প্রজার প্রতিনিধিসভা বলা যাইতে পারে না। ভারতসভা সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহার লক্ষ্য প্রশস্ত

ও উদার। প্রধান লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থরক্ষা ও একতাবিধান। সুতরাং এই উদার লক্ষ্যসাধনের জন্য সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের লোকদিগকেই ভাবতসভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রজা, জমিদার, সকলেই এই সভার সভ্য হইতে পারেন। এবং উভয়পক্ষীয় লোকই এই সভার সভ্য আছেন।"

অতএব, আমাদের সহযোগীর পরামর্শ এই, যে, "কেবল অস্থির উন্নতি সাধনের জন্য ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা কর। ব্রিটিশইণ্ডিয়া সভাগৃহের চিকিৎসকগণ যেমন জাতীয় দেহের শোণিতের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশেই মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, আইস, অস্থির পুষ্টিসাধনের উদ্দেশেও তেমনি একটী সম্প্রদায়সৃষ্টি করা যাউক"। কিন্তু আমরা বলি, কেন? এরূপ চিকিৎসাপ্রণালীর উপকারিতা কি? "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" যেমন প্রাজ্ঞতাপূর্ণ নিরপেক্ষ ও সর্ব্বহিতকর চিকিৎসাপ্রণালীর প্রবর্ত্তক, তেমনি প্রত্যেক রাজনৈতিক চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য, এই পথ অনুসরণ করিয়া ইহার সহায়তা করা। তৎপরিবর্ত্তে "বৃক্ষ জাতীয় অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে। আইস ভাই কালি! আমরা শোণিত শোষণ করিয়া অস্থির উন্নতি সাধন করি" এরূপ মত হৃদয়ে পোষণ করিবার প্রয়োজন কি?"

অবশ্য, এরূপ চিকিৎসকগণের উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু পীড়িত দেহ এক এক সম্প্রদায়ের চিকিৎসক ভাগ করিয়া লইয়া নিজ নিজ নির্ব্বাচিত অংশের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন, ইহাই সৎ, কি সকলে মিলিয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা সঙ্গত, ইহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে স্থির হইতে পারে। মনে কর, এক জন লোক পীড়িত। তাহার উদরে, বক্ষে, শিরে, গাত্রে, সকল স্থানেই বেদনা। চিকিৎসক দশ জন উপস্থিত আছেন। এক্ষণে কি দশ জনে পরামর্শ করিয়া এমন একটি ঔষধ ব্যবহার করিবেন যাহা দ্বারা সমস্ত শরীরের যন্ত্রণানিবারণ হয়, অথবা, দশ জনে ভাগ করিয়া লইয়া, কেহ পীড়িতের উদর, কেহ হাত, কেহ পা, কেহ কর্ণ, কেহ নাসিকার, যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য, এক জন বিরেচন, এক জন বমন, এক জন সঙ্কোচন, এক জন অস্ত্র, এক জন ঔষধি, এইরূপ এক সময়ে নানা চিকিৎসকে নানা ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকিবেন?

এক্ষণে পাঠক দেখিতে পারেন, "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" কোন অঙ্গবিশেষের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া নিরপেক্ষ ও সর্ব্বহিতকর চিকিৎসায় লিপ্ত হইয়া প্রকৃত পক্ষে সুচিকিৎসকেরই কার্য্য করিতেছেন। যিনি প্রকৃত পক্ষে জননীকে ভাল বাসেন, তিনি কিরূপে এরূপ মনে করিতে পারেন, যে, জননীর হাতখানি যায়—উচ্ছিন্ন যাউক, আমি পাখানির শুশ্রূষা করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইব? এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অনেক উদীয়মান চিকিৎসকেরই এইরূপ চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। আমরা কোন কোন উৎসাহী চিকিৎসককে এ বিষয়ে এতদূর উন্মত্ত হইতে দেখিয়াছি, যে, তাঁহারা কেবল নিজ নিজ নির্ব্বাচিত অংশের প্রতিই অধিক অনুরক্ত নহেন,—অন্য অংশের চিকিৎসকের সহিত ঘোর গরলপূর্ণ বাগযুদ্ধে প্রস্তুত। আমরা যাহা বলিলাম, তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য আমাদের বৃদ্ধ সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকা হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"খাজানা আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদ জন্য গত ৩০ এ জুন মুঙ্গেরে জমিদারদিগের সভা

হয়, অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল তদুপলক্ষে বঙ্গীয় জমিদারগণকেও ঐরূপ সভা করিতে উত্তেজিত করেন। দুইটী নব সহযোগীর হৃদয়ে তাহা সহিল না. মাননীয় কৃষ্ণদাস পালকে নিতান্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালি দিতে তাঁহারা কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না। আমরা পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য সহযোগিদ্বয়ের রুচির পরিচয় দিতেছি ——

(১) বঙ্গবাসী। ২৪এ আষাঢ়। "* * * হিন্দুপেট্রিয়ট বাঙ্গলার জমিদারগণকে বলিতেছেন, "আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া কেন? নাকে সর্ষপতৈল দিয়া কি ঘুমাইতেছেন? * * *

বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবে সভা করে এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত 'স্বার্থে'র গৌরবে,
বাঙ্গলা শুধু ঘুমায়ে রয়।
মুঙ্গের পাটনা আরা গয়া ধাম,
কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় কত ল'ব নাম,
সবে সভা করে, সবাই প্রধান,
বাঙ্গলা শুধু ঘুমায়ে রয়।"

(২) প্রতিনিধি। ২২এ আষাঢ়। "জমিদারসেবক বিষ্ণুদাস কলু কর্ত্তাদের কাছে করযোড়ে জানিতে চান, নাকে সরিষার তেল দিয়া যাইতে তাঁহাদের অভ্যাস হইল কি না? কলুজী স্বয়ং উত্তম সর্ষপ তৈল প্রস্তুত করিতেছেন।"

ছি! ছি!—নব্য সহযোগিগণ না আপনাদিগকে উদারমতাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করেন! জাতিভেদ না তাঁহাদের চক্ষে কুসংস্কারের মূলীভূত কারণ! এক জনের (বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত জনের) জাতি উল্লেখে গালি দেওয়া যে কতদূর সঙ্গত, সহযোগিগণ আপনারাই একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন।"

(হিন্দুরঞ্জিকা ১০ই শ্রাবণ)

ফল কথা, চিকিৎসকে চিকিৎসকে দ্বন্দ্বে পীড়িতেরই অপমৃত্যু। এমত অবস্থায় দ্বন্দ্ব যত না হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। যে সকল রাজনৈতিক চিকিৎসক সমস্ত ভারতদেহকে ভালবাসেন, তাঁহারা এরূপ সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইতে পারেন না। যাঁহারা অঙ্গগত চিকিৎসক, তাঁহারাই এরূপ বিবাদে বাধ্য হইয়া জড়াইয়া পড়েন। এই জন্যই আমাদের প্রার্থনা, রাজনৈতিক চিকিৎসকগণ জননীর দুরবস্থা দেখিয়া সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিতা ত্যাগ করুন॥

রাজকীয় সংবাদ।

ব্যবস্থাপক সভা।

আষাঢ় মাস মধ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের প্রজা-ভূম্যধিকারিবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রধান। এ প্রদেশের সহিত সম্বন্ধ আছে এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় উত্থাপিত হয় নাই। বঙ্গদেশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংশ্রব আছে এমন কোন আইনও বিধিবদ্ধ হয় নাই।

আপীলেট বেঞ্চ।

জেলাকোর্টের আপীল হাইকোর্টে হইবার এক্ষণে রীতি আছে কিন্তু সাধারণের অসুবিধা হয় এজন্য ডিবিজনে ডিবিজনে কতকগুলি আপীল করিবার পক্ষে উপায় হইতে পারে ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টের কার্য্যভারের কতকটা লাঘব হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে আপীলেট বেঞ্চ নামে নূতন কতকগুলি বিচারালয় স্থাপনের

প্রস্তাব হইয়াছে। আপাততঃ ঢাকা, আলিপুর, হুগলি, পাটনা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বিচারালয় স্থাপনের কথা হইতেছে। আপীলেট বেঞ্চসম্বন্ধে যে কয়েকটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) নূতন মধ্যবর্ত্তী আপীলেট কোর্ট সংস্থাপনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতাবান্ হইবেন। কতকগুলি করিয়া জেলার উপরে প্রত্যেক আপীলেট কোর্টের এলাকা থাকিবে। প্রথমতঃ কেবল চারিটী ঐরূপ আপীলেট কোর্ট স্থাপন করিয়া দেখা হইবে। পরে এগারটী পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

(২) প্রতি কোর্টে (আদালতে) দুই জন করিয়া জজ থাকিবেন। এক জন সিবিল সার্ব্বিসের মেম্বর, ইহাঁর বেতন মাসিক ২৫০০, টাকা; অপর অধস্তন বিচার-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী।

(৩) ঐ সকল কোর্ট অনধিক পাঁচ হাজার টাকার সমস্ত মোকদ্দমারই আপীল শুনিতে পারিবেন;—যে সকল ছোট আদালতের মোকদ্দমা এবং করসংক্রান্ত মোকদ্দমা আপীলের উপযোগী, সে সকলেরও আপীল শুনিতে পারিবেন।

(৪) ৫০০, টাকার অধিক নয়, এমন মোকদ্দমায় উভয় জজ একমত হইলে, সেই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) ছোট আদালতের মোকদ্দমা ভিন্ন অপর ৫০০, টাকা মূল্যের অতিরিক্ত মোকদ্দমায় আপীলেট কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বিতীয় আপাল চলিবে, আর ৫০০, টাকার ন্যূন মোকদ্দমায় দুই জজ দুই মত হইলে, তাহার আপীলও হাইকোর্টে হইবে।

(৬) ৫০০, টাকার অতিরিক্ত মোকদ্দমায় উভয় জজের অনৈক্য না হইলেও, তাঁহারা ঐ মোকদ্দমায় (জটিল, দুরূহ বা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা হইলে) হাইকোর্টের মত লইতে পারিবেন, অথবা বাদী প্রতিবাদীকে হাইকোর্টে আপীল করিবার অনুমতি করিতে পারিবেন।

(৭) মধ্যবর্ত্তী আপীলেট কোর্টের বিচার নিষ্পত্তিতে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ লক্ষিত হইলে, হাইকোর্ট নিজ সমীপে তাহার আপীলের অনুমতি করিতে পারিবেন।

(৮) এই সকল বিশেষ স্থল ভিন্ন মধ্যবর্ত্তী আপীলেট কোর্টের বিচার বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারিবে না।

প রি শি ষ্ট *।

চিকিৎসা।

(১ম সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসাবিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে, ইহাই জ্ঞাতব্য, যে, আমাদের আয়ুর সীমা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মত কি? এবং কাল-মৃত্যু ও অকাল-মৃত্যুর স্বরূপ কি? অর্থাৎ

* সংবাদপত্রিকার প্রেরিতপত্র-স্তম্ভ যে জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে, "বৈষয়িকতত্ত্বের" পরিশিষ্টশীর্ষক স্থানের কিয়দংশ সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। যে যে বিষয় এই পত্রিকার আলোচ্য, সেই সকল বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকিলে তাঁহারা পত্র ইহাতে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে।

পত্রপ্রেরকগণ নামধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ও তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়-সকল যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে লিখিতে যত্ন করিবেন। পত্রপ্রেরকগণের মতামতের জন্য আমরা নিজের দায়িত্ব স্বীকার করি না। সং—বৈঃ।

কিরূপ মৃত্যুকে 'অকালমৃত্যু' কহে ও কিরূপ মৃত্যু হইলেই বা 'যথাকালে হ'য়াছে' বলা যায়? অদ্য পাঠকগণকে তাহাই উপহার দিতেছি। ইহাই আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলসূত্র। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান" গ্রন্থের সূত্রস্থানের জনপদোদ্ধংসনপ্রকরণ হইতে উদ্ধৃতানুবাদ যথা,—

অগ্নিবেশ, ভগবান্ আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন;—তাত! প্রত্যেক জীবের আয়ুর কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে কি না? কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। এই প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন বৎস! দৈব ও পুরুষকার এই উভয়েই আয়ুর বলাবল অবস্থিত। দৈব কোন এক স্বতন্ত্র অদ্ভুত পদার্থ নহে, দৈব ও পুরুষকার, উভয়েই আত্মকৃত কর্ম্ম। পূর্ব্বদেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম দৈব, আর বর্ত্তমানদেহকৃত আত্মকর্ম্মের নাম পুরুষকার। বিশ্বামিত্র রাজা পুরুষকারদ্বারা দৈবকে অভিভব করিয়াছিলেন। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই শক্তিমত্তা ও হীনশক্তিতা দৃষ্ট হয়। দৈব যদি দুর্ব্বল ও পুরুষকার প্রবল হয়, তাহা হইলে পুরুষকারদ্বারা দৈব উপহত হয়, তদ্রূপ প্রবলতর দৈব দ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন কোন রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায় না দেখিয়া কতকগুলি লোকে মনে করে আয়ুর অবশ্য এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, যাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যু হইতে পারে না এবং যাহার অতীত এক নিমেষও জীবন থাকিতে পারে না। আর চিকিৎসা করিতে করিতে অতি কঠিন পীড়ারও শান্তি হয় দেখিয়া অনেকে বিবেচনা করেন, রীতিমত চিকিৎসা করিলে অবশ্যই সর্ব্বত্র মৃত্যু নিবারণ করিতে পারা যায়। এই উভয় মতেই দোষ দৃষ্ট হয়। ইহার প্রকৃত মীমাংসা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবল পুরুষকারদ্বারা দুর্ব্বল দৈব ও প্রবল দৈবদ্বারা দুর্ব্বল পুরুষকার পরাভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা পুরুষকারের কিছু মাত্র শক্তি স্বীকার না করিয়া কেবল দৈবেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত-খণ্ডনোদ্দেশে কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। যদি আয়ুর এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকিত, যে, তাহার পূর্ব্বে কখনই মৃত্যুঘটনা হইতে পারে না, তাহা হইলে লোকে আয়ুঃপ্রার্থী হইয়া মন্ত্র, ঔষধি, মণিধারণ, মঙ্গল কর্ম্ম, বলি, উপহার, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন, প্রণাম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত না। তাহা হইলে উদ্ভ্রান্ত, প্রচণ্ড ও চপল গো, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অশ্ব ও মহিষ প্রভৃতিকে এবং ভয়ঙ্কর বাত্যাকে পরিহার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকিত না। প্রপাত, পর্ব্বত, দুর্গম কান্তার ও বিষম প্রবাহ সমস্তকে পরিহার করিতে হইত না। প্রমত্ত, উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত, প্রচণ্ড, চপল, মোহাক্রান্ত ও লোভাকুল ব্যক্তিদিগকে, শত্রুগণকে, প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে ও বিষধর সর্প সরীসৃপাদিকে ভয় করিতে হইত না, সাহসকর্ম্ম ও রাজপ্রকোপ প্রভৃতি ভাব সকল কদাচ আয়ুর অভাবকর হইত না। এবং স্বভাবতঃ প্রাণীদিগের মনে অকালমৃত্যুর ভয় উপস্থিত হইত না; মহর্ষিগণের রসায়ন প্রয়োগ বর্ণনের বুদ্ধি বৃথা হইত; ইন্দ্রকে শত্রু নিপাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া বজ্র প্রয়োগ করিতে হইত না; তাহা হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ব্যাধিত দেবতা ও ঋষিগণকে ঔষধ প্রদান করিতেন না; ঋষিগণ তপস্যাদ্বারা যথেষ্ট পরমায়ুঃ লাভ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের সম্যগ্ দর্শন, উপদেশ প্রদান ও আচরণ করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারা যায়, যদ্দ্বারা আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। আর জগতে এরূপ লোক দৃষ্ট হয় না, যিনি আয়ুর নির্দ্দিষ্ট সীমা স্বীকার করিয়া সকল সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। প্রাণ সংশয়কর বিপদ্ আপতিত হইবার উপক্রম দেখিলে ব্যাকুল হইয়া অবশ্যই তাঁহাকে বিপৎপ্রতিকারার্থ উপায়ান্বেষণে উদ্যত হইতে হইবে এবং নিজের বা অন্ততঃ কোন প্রিয়তম ব্যক্তির আশঙ্কাজনক কঠিন পীড়া হইলে চিকিৎসারও আশ্রয় লইতে হইবে। অতএব এ বিষয়প্রতিপাদনের জন্য অধিক তর্ক করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। স্থূলতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, প্রায় সকলেই এই প্রস্তাবিত মত বাক্যে না করুন, অন্তরে স্বীকার করিয়া থাকেন। যদি তাঁহাদের দৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস থাকিত, যে, নিয়মিত সময় উপস্থিত না হইলে কদাচ মৃত্যু হইবে না, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই বিপৎকালে অধীর হইয়া প্রতীকারার্থ উপায়ান্বেষণে যত্নবান্ হইতেন না। সামান্যতঃ আমাদের মত এই, যে, হিতোপচারমূলক জীবন, তাহার বিপর্য্যয় হইলে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অতঃপর অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যদি এইরূপ হইল, তাহা হইলে কালমৃত্যু ও অকালমৃত্যু কিরূপ? তাহার উপদেশ প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন বৎস! শ্রবণ কর। যেমন শকটসমাযুক্ত অক্ষ প্রকৃত অক্ষগুণযুক্ত, সমুদায় অপর আবশ্যক গুণসম্পন্ন ও নিয়মিতরূপ বাহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ যথা প্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যথাকালে অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দেহোপগত আয়ুঃ প্রকৃতরূপে উপচর্য্যমাণ হইয়া ক্রমশঃ যথাপ্রমাণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যথাসময়ে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এই

রূপ মৃত্যুকে কালমৃত্যু বলাযায়। আবার ঐ জন্যই অধিক ভার-সহন, বিষমপথগমন, অপথগমন, অক্ষচক্রভঙ্গ, বাহ্যবাহক দোষ, অনির্ম্মোচন, বিপর্য্যাস ও উপাঙ্গরাহিত্য, এই সকল কারণে অনুপযুক্ত সময়েই ব্যসনপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সাবধান হইয়া ঐ সমুদায় দোষ ঘটিতে না দিলে আরও অনেক দিন স্থায়ী হইতে পারিত, সেই রূপ আয়ুঃ ও অযথা বলসহকারে ক্রিয়া-করণ, অগ্নি বিরুদ্ধ ভোজন, বিষম ভাবে শরীরন্যাস, অতি মৈথুন, অসৎ সংশ্রয়, উপস্থিত বেগনিগ্রহ, ধারণীয় বেগের (কামক্রোধাদির) অধারণ; মারাত্মক জীবের আক্রমণ, অগ্নাবিভব, অভিঘাত ও আহার পরিত্যাগ, এই সকল কারণে কাল মৃত্যুর সীমার পূর্ব্বেই অবসান প্রাপ্ত হয়; এই মৃত্যুর নাম অকাল-মৃত্যু। উপযুক্ত সময়ে সাবধান হইলে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। কালমৃত্যু অবারণীয়। যে ব্যক্তি যেরূপ দেহ প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তাহার সেই দেহ যত দিন পর্য্যন্ত সংসারের স্বাভাবিক সুখ দুঃখ সহ্য করিবার যোগ্য থাকে, তাবৎকাল তাহার পরমায়ুঃ। অতএব প্রত্যেক জীবের পরমায়ুর ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। জীব-দেহ সংসার সাগরে নিরন্তর প্লবমান থাকিয়া ক্রমশঃ শিথিল ক্লিন্ন ও বিশীর্ণ হইয়া যথা সময়ে লয়প্রাপ্ত হয়। যে দেহ যত দিন পর্য্যন্ত সংসারতরঙ্গ সহ্য করিবার উপযুক্ত, তাহা ততদিন মাত্র ইতস্ততঃ ভ্রামিত ও স্পন্দিত থাকিয়া পরিশেষে বিলীন হইয়া যায়। অধিকন্তু বিপদ্‌বাত্যা উত্থিত হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উপ-স্থিত হইবার পূর্ব্বেই ছিন্ন ভিন্ন ও মগ্ন হইয়া যায়। দেহ বা অপর কোন উৎপত্তিমান্ পদার্থকেই চিরকাল অবিকৃত ও অব-স্থিত রাখিবার উপায় জগতে নাই।

শ্রী স—

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি।

শ্রীবেণিমাধব শর্ম্মা— রেসম প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "রেসমের বিচি কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ?"। রেসমপোকা প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই স্থানে তুঁতের পাতা পাওয়া যায় কি না অগ্রে তাহার তত্ত্ব লওয়া কর্ত্তব্য। রেসম পোকার ডিম রাখিয়া পোকা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। ডিম রাজ-শাহী মালদহ মুরশিদাবাদ প্রভৃতি জেলার কৃষক-দের নিকটে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। পত্রপ্রেরক রেসমপোকা পালন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকিলে এবং তুঁতপাত সংগ্রহ করিতে পারিলে, লিখিবেন; আমরা স্থানীয় দাতব্য-কৃষি-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষকে তাঁহার প্রার্থিত বিষয় জানাইব এবং আমরা ভরসা করি তিনি বিনা অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রমেই কিয়ৎপরিমাণে রেসমপোকার ডিম পাইতে পারিবেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে শীত ঋতু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। এক্ষণে নূতন লোক পোকাপালনকার্য্যে ব্রতী হইলে অকৃতকার্য্য হইতে পারেন।

অনাথবন্ধুদাস— ফোটোগ্রাফ্‌কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দ্বারা যে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। আমরা সত্বরেই এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিব। তাহা পাঠেই আপনি যে যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, জানিতে পারিবেন। এ স্থানে সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লিখিতে হইলেও স্থানাভাব হইবে। সমস্ত সরঞ্জাম সহিত একটী সাধারণ মত ফোটোগ্রাফ্‌যন্ত্রের মূল্য ২০০, টাকা।

শ্রীর—— আমরা আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সদুত্তর দিতে পারিলাম না। চেষ্টায় রহিলাম, জানিতে পারিলেই প্রকাশ করিব।

উচিতবক্তা—— জ্যৈষ্ঠ মাসের বৈষয়িকতত্ত্বের "সাময়িক সংবাদ" মধ্যে কয়েকটি সংবাদ পাঠ করিয়া আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়া-ছেন "সংবাদ কয়েকটির মধ্যে ২। ৩ টি নিতান্ত

অঘন্য ও কুরুচিপরিচায়ক। এইগুলি পড়িয়া কুরুচির পরিচয় পাইলাম"। পত্রপ্রেরক সম্পূর্ণ-দৃষ্টিতে সংবাদগুলি দেখিলে দেখিতে পাইতেন, সমস্ত সংবাদই আমরা কোন না কোন সংবাদ-পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি এবং যথাস্থানে সংবাদপত্রের নামও প্রকাশ করিয়াছি। যদি উহার মধ্যে দুর্গন্ধ থাকে, তবে তাহার জন্য সেই সকল সংবাদপত্রই দায়ী। ঐরূপ সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিবার অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সকলের মধ্যে কোন কোন খানিতে কিরূপ সংবাদ পর্য্যন্তও স্থান পায়, তাহারই নমুনা দেখান।

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ—— রেড়ির বীজ কানপুরে পাইতে পারেন।

শ্রীহ— কটক। অনাবশ্যক বোধেই আপনার পত্র গতবার প্রকাশ করা যায় নাই।

মোমবাতি।

মহাশয়,

মোমবাতির ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক। যদি কোন মহাত্মা মৌচাক হইতে ও চর্ব্বিদ্বারা বাতি প্রস্তুত করণ প্রণালী আনুপূর্ব্বিক ও বিশদরূপে বৈষয়িকতত্ত্বে লিখেন ও তাহার একটি আয় ব্যয়ের হিসাব দেখান, তাহা হইলে উহা অবলম্বন করিয়া অনেকেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ইতি—

ঘাটাল } শ্রীশীতলাদাস রায়।
২১এ আষাঢ় }

কাঁঠালের গাছ সম্বন্ধে আর একটি কথা।

জ্যৈষ্ঠের বৈষয়িকতত্ত্বে "কাঁঠাল গাছ হইতে যে যে উপায়ে লাভ হইতে পারে" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় জানিতে পারিলাম। ঐ গাছের পাতার একটি আশ্চর্য্য গুণের কথা লেখক সম্ভবতঃ জানেন না, এই জন্য লিখেন নাই। কাঁঠাল গাছের পাতা দদ্রুরোগের চমৎকার ঔষধ। যে স্থানে দদ্রু আছে তথায় পাতা বাঁধিয়া রাখিলে অতিসত্বর আরোগ্য হয়। আমি নিজে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

শ্রীনীলমাধব সেন গুপ্তস্য।

প্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং গ্রন্থাদির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। স্থানাভাববশতঃ সমালোচ্য গ্রন্থাদির সমালোচনা এবারে প্রকাশ করা যাইতে পারিল না।

১ সাধারণী। ২ এডুকেশন গেজেট। ৩ সঞ্জীবনী। ৪ প্রতিনিধি। ৫ ত্রিপুরাবার্ত্তাবহ। ৬ ভারত-মিহির। ৭ বর্দ্ধমানসঞ্জীবনী। ৮ আর্য্যদর্পণ। ৯ পরিদর্শক। ১০ হালিসহরপ্রকাশিকা। ১১ সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়। ১২ কৃষিতত্ত্ব। ১৩ বিজ্ঞান-দর্পণ। ১৪ নব্যভারত। ১৫ ভারতসুহৃদ্। ১৬ প্রবাহ। ১৭ চিত্তরঞ্জিনী। ১৮ কিরণ। ১৯ কল্পলতা। প্রকৃতি। ২০ উপন্যাসরত্নাবলী। ২১ জয়নগরপাঠালয়ের ১ম ও ২য় সাংবৎসরিক বিবরণ। ২২ রসকাদম্বিনী। ২৩ Indian Opinion। ২৪ ভারতমিহির।

বার্ষিক মূল্য ৫৲ সুলভ সংস্করণ ২॥০ টাকা।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা।

[সুলভ সংস্করণ]

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক।

সচিত্র

মাসিক পত্র।

১ম ভাগ] [৪র্থ সংখ্যা

তাহিরপুর।

তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রাবণ ১২৯১

বৈষয়িকতত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

"বৈষয়িকতত্ত্ব নামে যে একখানি মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং উপজীব্যের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা একটী মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ইহার উপজীব্য কেবল গ্রাহকমণ্ডলীর অনুগ্রহ মাত্র নয় প্রসিদ্ধ তাহিরপুরনগরস্থিত দাতব্যকৃষিকার্য্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও ইহার সম্ভাবিত দীর্ঘ আয়ুষ্মত্তার একটি হেতু। * * * * * অতএব কোন একখানি পত্রিকাও যদি সে দিকে যত্ন করিবার নিমিত্ত অবসর পায়, এবং করিতে পারে, তবে একটী প্রকৃত অভাবই মোচন হইবার আশা জন্মে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং বৈষয়িকতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য অনুভব করিয়া আমরা এই পত্রিকার আবির্ভাব দর্শনে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম * * (এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)।

"স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তন করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং এক বিষয়ে এই পত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন জিনিষ। বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য; প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক শিখা যায়।" (বঙ্গবাসী)

"——বঙ্গের বৈষয়িক উন্নতি এই পত্রের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ইহাতে রাজনীতির প্রচুর সমালোচনা থাকিবে। সমাজনীতি ও সামাজিক প্রথার দোষগুণের আবশ্যকমত আলোচনা থাকিবে। সম্পাদক দেশের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় অবধারণ করিতে ও লাভকর কৃষি ব্যবসায় শিক্ষাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যত্ন করিবেন। এই সুদীর্ঘ সমালোচনায় পাঠকবর্গ অবশ্যই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, বৈষয়িকতত্ত্বে কিরূপ উপকরণ থাকিবে এবং কিরূপ প্রকরণ পদ্ধতিতে ইহা প্রকাশিত হইবে। এই রূপ পত্রের জন্য বৈষয়িক লোক বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে বৈষয়িকতত্ত্বের বহুল প্রচারে যে আমাদের দেশের অনেক উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দুই রূপ মুদ্রণ বা সংস্করণ থাকিবে। সুলভের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আড়াই টাকা। অন্য সংস্করণ পাঁচ টাকা। ইহাতে প্রতি মাসে চৌকা বড় পেজির ৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে। এমন জিনিষ আড়াই টাকায় বাস্তবিকই সুলভ বলিতে হইবে।"

লেখা আগা গোড়া বেশ পরিষ্কার। শব্দের আড়ম্বর নাই; ভাবের জটিলতা নাই। কেবল ভূমিকা ভাগে যেন একটু গুণ পণা দেখাইবার চেষ্টা আছে; কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার হয়, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা; সেই জন্য ভাষার ও গাঁথনির নমুনা স্বরূপ আমরা প্রথম প্রবন্ধের মুখভাগ উদ্ধৃত করিলাম।"

(সাধারণী)

"যাহা হউক, দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া দেখা গেল; য পত্রিকাখানি চালাইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।"

(বর্দ্ধমানসঞ্জীবনী)

"আমরা বৈষয়িকতত্ত্ব নামে একখানি মাসিক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রখানি তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত। বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বৈষয়িকতত্ত্বের লেখা অতি সরল এবং সুখবোধ্য। এই পত্রিকাখানির একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী। প্রথম সংখ্যায় যে কয়েকটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং রচনানৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। (হালিসহরপ্রকাশিকা)

"আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য দেখিয়াই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে প্রত্যুত উহা পাঠ করিয়া অধিকতর আহলাদিত হইয়াছি। ইহার প্রায় সকল প্রস্তাবই সুপাঠ্য ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। লেখকেরা যে চিন্তাশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও দেশহিতৈষণার প্রশংসা করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই পত্রিকার কৃতকার্য্যতা যে প্রার্থনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।" (হিন্দুরঞ্জিকা)

"বৈষয়িকতত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান্ হইবে। কল্পনা প্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র উদ্ঘাটিত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সঞ্জীবনী।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের
প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। | তাহিরপুর,—কৃষি-কার্য্যালয়। | ৪র্থ সংখ্যা।

বৈষয়িকতত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

তৃতীয় সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্ব প্রকাশের পর কয়েক মাস যাবৎ নানা কারণে যথা সময়ে নিয়ম মত আমরা পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত আছি।

ইতঃ পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে এই পত্রিকার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সম্পাদিত হইত। ইহাতে অনেক সময় আমাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সেই অসুবিধা সকল দূর করিবার জন্য আমরা একটি মুদ্রাযন্ত্র এখানে আনয়ন করিয়াছি। যন্ত্রালয় সংস্থাপন ও অন্যান্য অভাব সকল পূরণ করিতে অধিক সময় অনর্থক নষ্ট হইয়াছে। যাঁহার প্রতি এই সকল কার্য্যের ভার ছিল, তাঁহার কার্য্য তৎপরতার গুণে আমাদিগকে এক অসুবিধা দূর করিতে উপস্থিত হইয়া শত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এবং অদ্যাপি হইতেছে।

পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিবার এই এক কারণ ব্যতীত আর একটি কারণ আছে। কেবল মাত্র মুদ্রাঙ্কনের প্রতিবন্ধকে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে অন্যস্থান হইতে এপর্য্যন্ত পত্রিকা মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারিত। এই বৃহদায়তন পত্রিকার লেখক সংখ্যা যে পরিমান অধিক হওয়া আবশ্যক অনেক চেষ্টা ও প্রচুর অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়াও এপর্য্যন্ত আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না।

বাঙ্গালার কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস লিখিবার জন্য যে পরিমান লেখক পাওয়া যায় দুঃখের বিষয় শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে লেখক তাহার শতাংশের একাংশও পাওয়া কঠিন। এই জন্য এদেশে এই শ্রেণীর পত্রিকা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ করা যে কতদূর কঠিন ও কষ্টসাধ্যকার্য্য তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। একে এই সকল অসুবিধা ও বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইতেছে, তাহার উপর সম্পাদক গত ৬। ৭ মাস হইতে অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় পত্রিকা প্রকাশে এত অধিক বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু আমরা ভরসা করি উপরি উক্ত কারণ সকল জ্ঞাত হইয়া আমাদের সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহক বর্গ আমাদিগের এই ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আমরা আশা করি এখন হইতে নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রকাশ করিতে আর কোন প্রতিবন্ধক ঘটিবে না। এবং এক্ষণ হইতে যাহাতে যথা সময়ে পত্রিকা প্রকাশ হইতে পারে তাহার সদুপায় করিবার জন্য আমরা কতকগুলি বিশেষ নিয়ম করিয়াছি, এবং এই কারণে এই পত্রিকার মূল লক্ষ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াও ইহার লিখন প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বের ন্যায় শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি ও গার্হস্থ্য জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবই ইহাতে অধিক পরিমাণ থাকিবে, কিন্তু "সাময়িক সংবাদ" যে প্রণালীতে পূর্ব্বে এই পত্রিকায় সন্নিবেশিত থাকিত এক্ষন হইতে তাহা অনাবশ্যক বোধ হওয়ায় পরিত্যক্ত হইল। উহার পরিবর্ত্তে সাময়িক আন্দোলন ও শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকল সম্বন্ধে সময় সময় উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালা ও ইংরেজী সংবাদ পত্রাদি হইতে উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় নানা প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হইত এক্ষণ হইতে তাহা আরও অধিক যত্নের সহিত অধিক পরিমাণে প্রকাশ করা যাইবে। প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিবার জন্য "পরিশিষ্ট" শীর্ষক কয়েকপৃষ্ঠা অতিরিক্ত রাখা অনাবশ্যক বোধে তাহাও তুলিয়া দেওয়া হইল। এই রূপ আরো কতকগুলি সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইল, এবং পাঠকগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য একটি নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হইল।

প্রকাশক।

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

পঞ্চভূত।

ভারতীয় আচার্য্যেরা বলেন প্রপঞ্চ জগৎ পঞ্চ ভূতাত্মক। তাঁহাদের মতে ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ (জল), তেজ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম এই পাঁচটি ভূত; এবং ইহাদের পরস্পর সহযোগেই নিখিল জগতের স্থূল, সূক্ষ্ম, লঘু, গুরু যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। সকল পদার্থে ঐ পঞ্চভূত তুল্য পরিমাণে অবস্থিত নহে, এজন্য পদার্থ সকল দেখিতে একরূপ হয় না; এবং উহাদের ন্যূনাতিরিক্ত সমাবেশেই বস্তু সকল ভিন্ন প্রাকৃতিক হইয়া থাকে। গ্রীস ও রোম দেশীয় পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে কিয়দংশে ভারতীয় সুধীমণ্ডলীর মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ব্যোম ব্যতিত অপর চারিটিকে ভূত শব্দে নির্দ্দেশ করিতেন।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এই প্রাচীন মত নিতান্ত অসঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না! এক খণ্ড কাষ্ঠ অগ্নি সংযোগে জ্বলিয়া উঠে, এবং কিঞ্চিৎ মনোযোগ সহকারে ঐ জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টি যোজনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা হইতে প্রথমে ধূম উত্থিত হয়, পরে অগ্নিশিখা প্রকাশ পায়। এই সময়ে সেই কাষ্ঠখণ্ডের অপর প্রান্ত হইতে জলবিন্দুবৎ এক প্রকার পদার্থ বিনিঃসৃত হইতে থাকে; এবং পরিশেষে উহা একবারে ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। কাষ্ঠ এক প্রকার পদার্থ। উহাকে পোড়াইলে যখন উহা হইতে অগ্নি (তেজ), ধূম (বায়ু), জল বা জলীয় বাষ্প, এবং ভস্মের (মৃত্তিকার) উৎপত্তি হয়, তখন উহা যে ঐ ঐ উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আবার এই চারিটি ভূত, এবং উহাদের বহুবিধ ও বিচিত্র লীলা খেলা সর্ব্বত্রই সুচারু রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। জগতের অসংখ্য বস্তু হইতেই অগ্ন্যুদ্গীরণ হয়। বায়ু সমস্ত পৃথিবীকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে এবং উহাকে বস্তু মাত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট ও দেখিতে পাওয়া যায়। জল মহাসমুদ্র আকারে পৃথিবীর ¾ অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, এবং বসুন্ধরাকে সরস করিয়া উদ্ভিদ ও জীবাদির পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। মৃত্তিকা কঠিন পদার্থ মাত্রেরই প্রধান উপাদান। ইহার প্রভাবে জগতে অবয়ব বিশিষ্ট পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যাবতীয় পদার্থ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারিটি ভূতের প্রাধান্য দেখিয়াই সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোম দেশীয় পণ্ডিতেরা উহাদের সহযোগে পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "ব্যোম" এই আর একটি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত চারিটির ন্যায় এই পঞ্চম ভূত ও সকল প্রকার পদার্থের একটি প্রধান উপাদান। সাধারণতঃ ব্যোম শব্দে অন্তরীক্ষ বা শূন্য বুঝা যায়। পঞ্চ ভূতের অন্তর্নিবিষ্ট ব্যোম শব্দ যে এ অর্থ জ্ঞাপক তাহা আমাদের বোধ হয় না। বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতেরা বিশ্বব্যাপী

যে সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় ইথার নামক এক প্রকার মূল পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিতেছেন· আমাদের বিবেচনায় ভারতীয় আর্য্যেরা তাহাকেই ব্যোম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পঞ্চ ভূতাত্মক জগৎ," অর্থাৎ জগত ও জগতের যাবতীয় বস্তুই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ভূতের সহযোগ মাত্র ঐ পঞ্চ ভূত হইতে সকল প্রকার বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বস্তুতেই ঐ পঞ্চভূত বিদ্যমান রহিয়াছে।

এক্ষণে এভূত শব্দের অর্থ কি? ভূত কি কোনও পদার্থ না কোনও প্রকার শক্তি বা কার্য্য? গ্রীক ও রোম দেশীয় পণ্ডিতেরা ঐ শব্দে মূল বা অমিশ্র পদার্থ বুঝিতেন। কিন্তু ভারত বাসীরা উহাদ্বারা ঠিক কি বুঝিতেন তাহার নিশ্চয়তা করা দুরূহ। বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে তেজ কোনও প্রকার পদার্থ নহে, শক্তি বা গতির প্রকার ভেদ মাত্র। ক্ষিতি, অপ, মরুৎ এই তিনটি প্রাচীন ভূত ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন জড় পদার্থ, কিন্তু মূল বা অমিশ্র পদার্থ নহে; এবং ব্যোম বা ইথারই এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে একমাত্র মূল পদার্থ। সত্য বটে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অম্লজনক, পারদ, স্বর্ণ প্রভৃতি ৬০। ৬৫ টি পদার্থকে মূল পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন; কিন্তু বিদ্বান্ মণ্ডলী মধ্যে কেহ কেহ আবার অনুমান করেন যে বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি হইলে যে সকল পদার্থ এক্ষণে মূল পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেছে সে সকলও যৌগিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; এবং ইথারই যে একমাত্র মূল পদার্থ এই সিদ্ধান্ত অক্ষুন্ন থাকিবে। তাঁহারা আরও বলেন যে সম্ভবতঃ এই সূক্ষ্মতম মূল পদার্থে শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় উহার অণু বা পরমাণু সমূহ মধ্যে গতি সঞ্জাত করিয়া দিয়া ক্রমে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সাধন করিয়াছে। আমাদের বোধ হয় ভারতীয় আর্য্য হৃদয়েও কিয়ৎ পরিমাণে কিন্তু অস্ফুট রূপে এবম্প্রকার ভাবের উদ্রেক হইয়া ছিল, এবং অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে ক্রমে যে স্থূল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে এ বিষয়ে তাঁহাদের এক প্রকার সংস্কারও জন্মিয়া ছিল। এই মত প্রচার করিবার জন্যই হয়ত তাঁহারা ক্ষিত্যাদি স্থূলসূক্ষ্ম তেজ সমন্বিত পঞ্চভূতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষিতি (মৃত্তিকা) কঠিন পদার্থ এবং স্থূলতার চরম সীমা। ব্যোম (ইথার) ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত এক প্রকার পদার্থ সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশক। এইদুই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী বায়ু বায়বীয় পদার্থের উদাহরণ, এবং জল তরল পদার্থের দৃষ্টান্তস্থল।

তেজ ব্যতীত ভূত চতুষ্টয় পদার্থ বটে, কিন্তু ইথার ব্যতীত অপর তিনটি মিশ্র বা যৌগিক পদার্থ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে উপর্য্যুক্ত পদার্থ ত্রয়ের প্রকৃতি ও কার্য্যাদি কিরূপ তাহা অতঃপর বলা যাইবে। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে তেজের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠক বর্গের নিকট দেওয়া আবশ্যক।

তেজের চলিত অর্থ শক্তি ও তাপ। কাহারও শরীরে তেজ আছে বলিলে তাহার শরীরে শক্তি আছে ইহাই বুঝাযায়, কিন্তু অগ্নির কি সূর্য্যের তেজ এরূপ স্থলে তেজ তাপার্থ জ্ঞাপক। শারীরিক তেজ আমরা অনুভব মাত্র করিতে পারি, কিন্তু অগ্নির বা, সূর্য্যের তেজ অনুভব করিতে পারি এবং চক্ষু দ্বারা দেখিতেও পাই। সাধারণতঃ শক্তি ও তাপ ভিন্নার্থ বোধক

হইলে ও উহাদের ক্রিয়া একই প্রকার। এক্ষণে তেজ কি? ইহাকি কোনও পদার্থ না কোনও প্রকার ক্রিয়া? কার্য্য ক্ষমতা বা যদ্দারা কোনও কার্য্য সাধিত হয় তাহাকে শক্তি কহে সুতরাং একার্থে তেজ কার্য্যের কারণ; আবার সূর্য্য বা দাহ্যমান কোনও বস্তু হইতে তেজ অর্থাৎ বাষ্প ও আলোক সমুদ্ভূত হয়, সুতরাং অন্যার্থে তেজ কার্য্যও হইতেছে। এ প্রকার কার্য্য, কারণে পরিণত, এবং কারণ, কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে সুতরাং তেজ পদার্থ নহে, পদার্থের শক্তি বিশেষ কিম্বা সেই শক্তির এক প্রকার কার্য্য। যখনই আমরা কোনও দাহ্যমান পদার্থ হইতে আলোক ও তাপ লাভ করি, তখন অগ্নি জ্বলিতেছে এরূপ বলিয়া থাকি; কিন্তু এ অগ্নিকে আমরা কখনই সেই দাহ্যমান পদার্থ হইতে স্বতন্ত্রিত করিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ন্যায় তুলদণ্ডের ওজন করিতেও পারিনা, কিম্বা জল বায়ু প্রভৃতির ন্যায় বোতলাভ্যন্তরেও প্রবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারি না। প্রাচীন পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যে তেজ যে এক প্রকার পদার্থ এ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। এমন কি নিউটন লাপলেস প্রভৃতি বিজ্ঞান বিদেরাও সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন যে তাপ ও আলোক সূক্ষ্মতম এক প্রকার অতীন্দ্রিয় পদার্থ। কোনও পদার্থের অণু বা পরমাণু সমষ্টি মধ্যে উহার প্রবেশ হইলে সেই পদার্থ উত্তপ্ত ও আলোকিতহয়; এবং উহার অণু বা পরমাণু সমষ্টি মধ্য হইতে সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থ নিরাকৃত হইলে সেই পদার্থ আলোক ও তাপ সম্পর্ক শূন্য হয়। নিউটনের সমকালিক পণ্ডিত হাইগেন্‌স্ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তাপ ও আলোক সম্বন্ধে পুরাতন মত পরিত্যাগ করিয়া যে মতপ্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত। ইয়ঙ্গ ফ্রেস্‌নেল প্রভৃতি প্রকৃতিবিৎ পণ্ডিতগণ এই মতের বিলক্ষণ পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। টিণ্ডাল প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণ ইহার সমধিক উন্নতি সাধন করিতেছেন। ইহাদের সকলেরই মতে তাপ ও আলোক কোন ও পদার্থ নহে পদার্থের অণু—সমষ্টির এক প্রকার প্রবলতম আন্দোলন বা অগ্র পশ্চাৎ গতি (Vibration) মাত্র। এ প্রকার আন্দোলন আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তির অতীত; কিন্তু উহার কার্য্য অর্থাৎ তাপ ও আলোক আমাদের স্পর্শ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

আমরা বলিলাম যে আধুনিক দার্শনিকদের মতে তেজ বা অগ্নি কোনও পদার্থ নহে, পদার্থের অণু সমষ্টির এক প্রকার আন্দোলন মাত্র। এক্ষনে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে কি উপায়েই বা অনু—সমষ্টিকে আন্দোলিত করিয়া অগ্নি সমুৎপন্ন করা যাইতে পারে; এ প্রশ্নের উত্তর এই মাত্র বক্তব্য যে সাধারণতঃ ঘর্ষণ, পেষণ, বিতাড়ন প্রভৃতি শারীরিক বা যান্ত্রিক বল তাড়িত শক্তি, এবং রাসায়নিক সম্মিলন এই তিন উপায়ে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইয়া থাকে। শারীরিক বা যান্ত্রিক বল সম্পাতে যে অগ্নির উৎপত্তি হয় তাহা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। পুরাকাল হইতে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া কিম্বা ইস্পাতে ও চকমকির পরস্পর সংঘাতে অগ্নি সমুৎপন্ন করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। দাবানলে যে অরণ্যানী দগ্ধ হইয়া যায় তাহাও হয়ত অনেকে

শুনিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মকারদিগের দোকানে গেলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, নেয়াইয়ের উপরে সংস্থাপিত সীসক খণ্ড হাতুড়ির প্রহারে উত্তপ্ত হইয়া চারিদিকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে। মেঘের কোলে যে বিজলীখেলা করে তাহাকে তাড়িত বা বৈদ্যুতিকাগ্নি বলে। আমরা কাষ্ঠ দীপাদি জ্বালাইয়া যে অগ্নি প্রস্তুত করি এবং যদ্দারা আমাদের রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা রাসায়নিক সম্মিলন সম্ভূত। কাষ্ঠ ও তৈলাদির প্রধান উপাদান অঙ্গার ও অজ্জনক (Hydrogen) নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। বায়ুর প্রধান উপাদান অম্লজনক নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। বায়ুর অম্লজনক, কাষ্ঠ বা তৈলের অঙ্গার ও অজ্জনকের সহিত যখন সম্মিলিত হয় তখনই অগ্নি প্রজ্জলিত হয়। এজন্য বায়ু নিরাকৃত স্থলে কখনই অগ্নি প্রজ্জলিত হয়না, পরন্তু তথায় জ্বলন্ত অগ্নিও নিবিয়া যায়। এ বিষয় অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। একটি প্রজ্জলিত বাতি যদি একটি সেজ ঢাকা দিয়া রাখা যায় এবং তন্মধ্যে যাহাতে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে দীপ শিখাটী ক্রমে মলিন হইয়া আইসে এবং পরিশেষে একেবারে নিবিয়া যায়। মধু বা গুড় ও চুণ একত্র মিশ্রিত হইলে ঐ মিশ্র পদার্থ যে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া উঠে রাসায়নিক সম্মিলনই তাহার কারণ।

আগুন জ্বালিলে আমরা আলোক দেখি এবং আগুনের উত্তাপ অনুভব করি। কিন্তু কোনও প্রকার কৃত্রিম আলোকই সূর্য্যের আলোকের ন্যায় দীপ্তিমান হয় না। সূর্য্যের আলোক শ্বেতবর্ণ। মাগ্‌নেসিয়াম ধাতু জ্বালাইলে যে আলোকের উদ্ভব হয় সূর্য্যের আলোকের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। বৈদ্যুতিক আলোকের সহিত সূর্য্যালোকের এতদপেক্ষাও অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্য আলোকের শুভ্র কিরণ সাতটী ভিন্ন বর্ণের আলোকের সংমিশ্রণ মাত্র। রামধনুতে লোহিত পাটল, পীত, হরিত, নীল, ধূমল, বায়লেট প্রভৃতি যে সাত প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় সূর্য্যালোকে সেই সাতটীই বিদ্যমান থাকায় উহাই দীপ্তির চরম সীমা; যে কৃত্রিম আলোকে উপর্য্যুক্ত সাতটী বর্ণের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক বর্ণ থাকে তাহা তত অধিক দীপ্তিমান হয়। গৃহাদি আলোকিত করিবার জন্য আমরা যে আলোক প্রজ্জলিত করিয়া থাকি তাহাতে সাতটী বর্ণ বিদ্যমান থাকে না। এজন্য দৃষ্ট বস্তুসকলের প্রকৃত বর্ণ আমাদের অনুভূত হয় না। একটি গৃহ পীতবর্ণ আলোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে, তথায় অবস্থিত হরিদ্রা-বর্ণ বস্তু ব্যতীত, লোহিতাদি বর্ণের বস্তুগুলি কখনই উহাদের প্রকৃত বর্ণ বিশিষ্ট দেখায় না; কিন্তু ঐ হরিদ্রাবর্ণ আলোক কোনও উপায়ে শ্বেত বর্ণ আলোকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে তখন ঐ গৃহাভ্যন্তরস্থ যাবতীয় বস্তু প্রকৃতবর্ণ বিশিষ্ট দেখায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তেজ শব্দের এক অর্থ শক্তি; বস্তুতঃ ও তেজ এক প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি ইহার প্রভাবে নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অহরহঃ সংসাধিত হইতেছে। ক্ষিতি, অপ, মরুৎ এই তিনটী প্রাচীন ভূত

অর্থাৎ কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থ ইহার প্রভাবে কিরূপ অবস্থান্তরিত হয় তাহা অতঃপর প্রকাশিত হইবে। এস্থলে পাঠকবর্গের আমোদের জন্য নানা বর্ণের আলোক প্রস্তুত করণ পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত করিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিব।

১ লোহিত আলোক প্রস্তুত করণ পদ্ধতি।

(১২ দেড় আউনস্ পরিমিতি শুষ্ক নাইট্রেট অব ষ্ট্রনসিয়া (Nitrate of Stronsia) ৩ ড্রাম,৬ গ্রেণ পরিমিত গন্ধক চূর্ণ, ১ ড্রাম ১২ গ্রেণ পরিমিত ক্লোরেট অব পটাস (Chlorate of Potass) ২ ড্রাম পরিমিত সালফিউরেট অব অ্যান্টিমনি (Sulphuret of Antimony) এবং এক স্ক পল পরিমিত অঙ্গার চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্র পদার্থের কিয়দংশ জ্বলন্ত অনলে প্রক্ষেপ করিলে অত্যুজ্জ্বল লোহিত বর্ণ আলোকের উৎপত্তি হয়। এই পদার্থ প্রস্তুত করণ কালে সর্ব্বাগ্রে ক্লরেট অব পটাস চূর্ণ করিয়া, উহা এক খণ্ড পুরু কাগজের উপরে রাখিয়া তাহার সঙ্গে সালফিউরেট অব অ্যান্টিমনির চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। এই দুই পদার্থ পৃথক পৃথক করিয়া একটি হামান দিস্তায় চূর্ণ করা আবশ্যক। তৎপরে ঐ মিশ্র পদার্থের সঙ্গে অঙ্গার চূর্ণ, নাইট্রেট অব ষ্ট্রনসিয়া চূর্ণ, গন্ধক চূর্ণ এক এক করিয়া মিশান কর্ত্তব্য। এস্থলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে গন্ধক চূর্ণ ও ক্লোরেট অব পটাস এই দুইপদার্থ একত্রে পেষিত হইলে বারুদে আগুন লাগার ন্যায় ফুটিয়া উঠে। নাইট্রেট অব ষ্ট্রনসিয়া কিম্বা ক্লোরাইড অব ষ্ট্রনসিয়া এই দুয়ের কোনটির কিঞ্চিৎ অগ্নি শিখায় প্রক্ষেপ করিবা মাত্র সেই অগ্নি বিলক্ষণ লাল হইয়া উঠে।

পাটল বর্ণ আলোক প্রস্তুত করণ পদ্ধতি।

মিউরিয়েট অব ম্যাগনেসিয়া (Muriate of Magnesia) নামক পদার্থের সহিত কিঞ্চিৎ অ্যালকোহল (Alcohol) মিশ্রিত করিলে এবং সেই মিশ্র পদার্থে অগ্নি জ্বালিয়া দিলে উহা অতি চমৎকার পাটল (কমলা লেবুর ছালের রংঙের ন্যায়) বর্ণ ধারণ পূর্ব্বক জ্বলিতে থাকে।

পীত বর্ণ আলোক প্রস্তুত করণ পদ্ধতি।

এক খানি টিনের ছোট থালায় ২ আউন্স্ সুরাসার (Spirits of wine) এবং ১ আউন্স্ জল মিশ্রিত করিয়া, উহা একটি ধাতুনির্ম্মিত ত্রিপাদার উপরে রাখিয়া সেই ত্রিপাদার নিচে একটি স্পিরিট ল্যাম্প (Spirit lamp) কিংবা অন্য কোন ও প্রকারে আগুন জ্বালিয়া ঐ মিশ্র পদার্থকে উত্তপ্ত করিতে হইবে। উহা হইতে বাষ্প উঠিতে থাকিলে এক গাছি জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরিয়া সেই বাষ্প জ্বালাইয়া দিতে হইবে। এমন সময়ে সেই টিনের থালায় এক মুষ্টি লবণ ফেলিয়া দিয়া এক খানি লৌহ নির্ম্মিত কাঠি দিয়া উহা নাড়িতে থাকিলে অতি পরিপাটী পীতবর্ণ আলোকের উৎপত্তি হয়। এই পীতবর্ণ আলোক মধ্যে মুষ্টি প্রমান লিকোপোডিয়াম (Lycopodium) নামক পদার্থ ছড়াইয়া দিলে উহা অবিলম্বে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে।

হরিৎবর্ণ আলোক প্রস্তুত কারণ পদ্ধতি।

নাইট্রেট অব ব্যারিটা (Nitrate of Baryta) ২৭ ভাগ, গন্ধক চূর্ণ (Flower of Sulphur) ১৩ ভাগ, নাইট্রেট অব পটাস (Nitrate of Potass) ৫ ভাগ,অঙ্গার চূর্ণ ৩ ভাগ এবং আর্সেনিক ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিলে যে বস্তু হইবে তাহার কিয়দংশ জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিলে উহা অতি চমৎকার হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। এদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে নাইট্রেট অব ব্যারিটা নামক পদার্থটী উত্তম রূপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। অনন্তর অন্যান্য দ্রব্যের ও চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া সকলগুলি এক সঙ্গে এক খানি পাথরের উপরে রাখিয়া পাথরের শিলা দিয়া নাড়িয়া বিলক্ষন রূপে মিশাইতে হইবে।

নীলবর্ণ আলোক প্রস্তুত করণ পদ্ধতি।

২৭ ভাগ ওজনে নাইট্রেট অব ব্যারিটা, ১৩ ভাগ ওজনে গন্ধক চূর্ণ, ৫ ভাগ ওজনে ক্লারাইড অব পটাসিয়াম চূর্ণ (Chloride Potassium) ২ ভাগ ওজনে রক্ত ধাতু বা লাল হরিতাল এবং

৩ ভাগ ওজনে অঙ্গার চূর্ণ একত্রে মিশাইয়া তাহার কিয়দংশ জ্বলন্ত আগুনে দিলে সেই অগ্নি অতি সুন্দর নীলবর্ণ ধারণ করে। এক এক করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। ১৬ ভাগ ওজনে সোরা, ৪ ভাগ ওজনে গন্ধক এবং ১ ভাগ ওজনে হরিতাল এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া সেই মিশ্র পদার্থে আগুন দিলে উহা জ্বলিয়া উঠে এবং সুনীল আলোক প্রদান করে।

অন্যের অধীন না হইয়া চাকরি করিবার উপায়।

আজ কাল কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবক সকলেই বলেন, অধীন চাকরি ত্যাগ করিয়া স্বাধীন বানিজ্য ব্যবসায়ে সকলে লিপ্ত হও। আমরা ও ব্যবসায়ের উপকারিতা ও প্রয়োজনিয়তা সম্বন্ধে ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু অর্থ ব্যতীত কেবল উপদেশ বলে কখন ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। এই কারণে শত স্থান হইতে শত উপদেশ প্রদত্ত হউক না কেন যে পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর গৃহে আবশ্যকীয় ব্যয় সকল নির্ব্বাহ হইয়া কিছু অর্থ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ না করিবে সে পর্য্যন্ত কখনই বঙ্গবাসীগণ ইংরাজ জাতির ন্যায় বানিজ্য ব্যবসায়ে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন না;—নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এবং আপাততঃ উদরের ক্ষুধা নিবারণ জন্য তাঁহাদের হস্তের সম্মুখে অর্থ উপার্জ্জনের যে কোন উপায় দেখিতে পাইবেন দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া এবং ব্যাকুল হইয়া অগ্রে তাহাই বাধ্য হইয়া ধরিতে চেষ্টা করিবেন। চাকুরির জন্য বঙ্গবাসীগণ যে এতদূর লালাইত ইহাই তাহার প্রধান কারণ। ব্যবসায় আরম্ভ করিতে দশটি টাকা ও মূলধন আবশ্যক করে। কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী শনি গ্রহের স্পর্শে বঙ্গবাসীর, বিশেষত বঙ্গবাসী মধ্য শ্রেণি লোকের অর্থের বাক্স এতদূরই শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে সেই দশটি টাকাও অনেকের নাই। এরূপ অবস্থায় পরের দাসত্ব স্বীকার না করিয়া এবং শারীরিক শ্রম বিক্রয় না করিয়া আশু অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং পরিবার পোষণের জন্য অন্য আর কি উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন?

অর্থ হীন লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রধানতঃ তিনটি উপায় দেখা যায়। অর্থহীন অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষে শারীরিক শ্রম দ্বারা অর্থ-উপার্জ্জন করিয়া কিম্বা ভিক্ষা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অথবা দস্যুতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কোন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যে স্থানে শারীরিক শ্রমে অর্থ উপার্জ্জন করিবার সুবিধা ও পথ নাই সে স্থানে অগত্যা ভিক্ষাবৃত্তি, এবং যেখানে আর ভিক্ষাতেও উদর পূর্ণ হয় না সেখানে কাজে কাজেই তিনের নিকৃষ্টতম উপায় শেষ অবলম্বনের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের এ দেশ এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইতেছে, বিলাতে যে সময় এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন সেখানেও চাকরির জন্য লোক সকল লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন যদিও বিলাত জগতের কুবের-ভবন হইয়াছে, স্বর্ণ মুদ্রায় আর বিলাতের মৃত্তিকার পরমাণুতে সমান হইয়াছে, তথাপি এখনও সে দেশের লোক চাকরির

জন্য আমাদের দেশবাসী লোক অপেক্ষা অল্প লালায়িত নহে। এই কথার প্রমাণ জন্য আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষে যত ইংরাজ এক্ষণে উপস্থিত আছেন তাহার শত জনের দশ জন যদি বাণিজ্য ব্যবসার উদ্দেশে এদেশে আসিয়া থাকেন তবে অবশিষ্ট নব্বই জন মধ্যে কেহ চাকরি লইয়া কেহ বা চাকরী পাইবেন আশা করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। পাঠক! ইহা হইতে এই স্থির করিতে পারেন যে, যে জাতিতেই উচ্চ শিক্ষা প্রচার দ্বারা ইতর শ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস, ভদ্র শ্রেণীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে এবং সামাজিকতার অনুরোধে সংসারের ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, সেই জাতিতেই অর্থের জন্য ব্যগ্রতার সহিত চাকরির দিকে লোকের মন স্বভাবতই ধাবিত হইবে।

পরের অধীন হইয়া চাকরী করা কষ্টকর তাহা ইংরাজেরাও যেরূপ বুঝেন এ দেশবাসীরাও তেমনি বুঝেন, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু পরের অধীন হইয়া চাকরি করা যত দূর কষ্টকর তাহা অপেক্ষা অনাহারে থাকা অধিক তর কষ্টকর। এই কারণে অধীনতাকষ্টকর জানিয়াও লোকে নিরুপায় হইয়া চাকরি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

পরের অধীন হইয়া চাকরি করা কষ্টকর ইহা আমরা যেরূপ জানি ইংরাজেরাও তেমনি জানেন। এবং ইহা জানিয়া আমরা নিরুপায় হইয়া চাকরি করিতে যেমন বাধ্য হই, ইংরাজেরাও তেমনি বাধ্য হয়েন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আমাদের একটু আশ্চর্য্য পার্থক্য আছে! আমরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ জন্য "চাকরি করা" এক উপায় পাইয়া তাহাতেই পুরুষানুক্রমে পরম পুলকিত হইয়া বসিয়া আছি;—উন্নতি-প্রিয় ইংরাজেরা "চাকরি করা" কার্য্যের মধ্যেও উন্নত প্রথার প্রচলন করিতে সচেষ্ট হইয়া তাহাতেও কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আবিষ্কারের ক্রীড়া-ভূমি আমেরিকায় চাকরি করা প্রথার ও উৎকর্ষ সাধন জন্য নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার করা হইতেছে। অন্যের অধীন থাকাই চাকরির প্রধান দুঃখ। তথায় মিঃ হিলস্ নামক এক জন চিন্তাশীল ইংরেজ বহু দিবস হইল এই প্রশ্নের মীমাংসায় লিপ্ত আছেন যে অন্যের অধীন না হইয়া চাকরি করিতে পারিবার কোন উপায় অবধারণ করা যাইতে পারে কি না? তিনি বহু দিবসের চিন্তায় ও অধ্যবসায়ে সম্প্রতি একটী উপায় অব ধারণ করিতে পারিয়াছেন।

গত কলিকাতা প্রদর্শনীর সময় অষ্ট্রেলিয়া হইতে এবং আমেরিকা হইতে যে সকল ইংরাজ আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ডুলিঅট নামক জনৈক সাহেবের সহিত ঘটনা ক্রমে প্রদর্শনীর মধ্যেই আমাদের নূতন পরিচয় হয়। পূর্ব্বোক্ত মিঃ হিলসের দলের ইনি এক জন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বা অধ্যক্ষ। ইহার নিকট মিঃ হিলসের অধ্যবসায়েরও কৃতকার্য্যতার বিষয় আমরা যেরূপ অবগত হইয়াছি এই প্রস্তাবে আমরা পাঠকগণকে তাহারই বিবরণ উপহার দিতেছি।

মিঃ হিলস এক জন মধ্য শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক। ইনি ইতঃপূর্ব্বে নানা স্থানে নানা

প্রকার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু কোন স্থানে বিনা দোষে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কর্কশ ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া আর পরের চাকরি করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করেন। পূর্ব্বসঞ্চিত কিছু অর্থের দ্বারা ক্ষুদ্রাকারে একটি "কারখানা" স্থাপন করিয়া, ছবি ও মনোহারি দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া কোন রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। ১৮৭০ কি ৭১ অব্দে হঠাৎ ঝড় ও সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার সমস্ত ঘর বাড়ী কল কারখানা সমুদ্র তরঙ্গে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাঁহাকে প্রায় পথের ফকীর করে। এই সময় তিনি অনন্যোপায় হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে থাকেন। তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে একটি উচ্চ বেতনের চাকরি প্রাপ্ত হইবার সুযোগ করিয়া দিতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া চাকরি অবলম্বন করিতে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে বলেন যে "আমি পরের অধীনে চাকরি করিব না এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি,— যদি পরের অধীন না হইয়া চাকরি করিবার কোন উপায় আপনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন তবেই চাকরি করিতে পারি।" এরূপ উক্তিতে তাঁহার বন্ধু ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট কেবল উপহাসাস্পদ হইয়া মিঃ হিল্‌স্‌ক্‌ন্‌ মনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং সেই দিবসেই পরের অধীন না হইয়া চাকরি করিতে পারিবার নূতন উপায় তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি এবং আমাদিগের নিকট এই বিষয় যিনি গল্প করেন অর্থাৎ মিঃ ভুলিয়ট এবং আর তিন চারি জন একত্রিত হইয়া পর দিবস একটি দল বা কোম্পানির সৃষ্টি করেন। এবং এই দল বা কোম্পানির নাম তাঁহারা অবধারণ করেন "পারস্পরিক সাহায্য সমিতি" ইহাঁরা কেহ কাহার অধীন না হইয়া পরস্পর সমান অবস্থায় থাকিয়া সমান পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইতেন। প্রথমত প্রত্যেকে শত মুদ্রা দিয়া মূলধন সংস্থাপন করেন, পরে অল্প দিবস মধ্যেই ইহাদের দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে কার্য্য ও বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

এক্ষণে প্রায় তিন চারি শত ব্যক্তি এই দলে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহাঁরা এই রূপ নিয়ম অবধারণ করেন যে, বলিষ্ঠ, নীরোগ এবং সচ্চরিত্র ও মদ্যপায়ী নহে এরূপ যে কোন স্ত্রী লোক কি পুরুষ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের দলে প্রবেশ করিতে পারিবেন। প্রবেশ করিবার সময় একশত মুদ্রা সাধারণ ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি হইলে তাঁহাকে দল মধ্যে গ্রহণ করা হইবে। যাঁহারা দল মধ্যে প্রবেশ করিবেন তাঁহাদের আহার অথবা বাসস্থান জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না। কার্য্যালয়ের সংলগ্ন একটি বাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার এক একটি কক্ষে এক এক জন সভ্য বাস করিতে পারেন এবং হোটেলের ন্যায় আহারের ও তথায় সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সাধারণ নির্দ্দিষ্ট আহারের অতিরিক্ত কোন সামগ্রী কেহ আহার করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার ব্যয় নিজ হইতে দিতে হয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের টাকা ও

ঘরের নম্বর পূর্ব্ব দিবস আহার বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট দিয়া আসিলে পর দিবস যথা সময়ে আবশ্যক খাদ্য সামগ্রী নিজ গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন সভ্য তাঁহার নিজের বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া ও এই রূপে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে পারেন। দশটার সময় ঘণ্টাধ্বনি হইবা মাত্র সকলকেই নিজ নিজ স্থানে যাইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কেহ অনুপস্থিত হইলে সে দিবসের প্রাপ্য বেতন হইতে তিনি বঞ্চিত হয়েন। যে সভ্য যে রূপ কার্য্যক্ষম তিনি ব্যতীত অন্য সকল সভ্য একত্রিত হইয়া তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার বেতন অবধারণ এবং সেই বেতন যথা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে সভ্যগণ মধ্যে যাঁহার যেরূপ প্রাপ্য সেই অনুসারে বিতরণ করেন। বেতন ও কার্য্যালয়ের অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া নিট লাভ যাহা স্থির হয়, প্রতি মাসান্তে তাহা সভ্যগণ মধ্যে সমান অংশে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু সভ্যগণ মাস মাস যে লাভের টাকা বা উপস্বত্ব প্রাপ্ত হয়েন তাহা সমস্তই নিজে গ্রহণ করিতে পারেন না; কতক টাকা সাধারণ মূলধন ভাণ্ডারে পুনর্ব্বার জমা দিতে হয়। এই রূপে মূলধন ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে থাকে। যখন কোন সভ্য দলত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহাকে তাঁহার প্রথম প্রদত্ত শত মুদ্রা ও মাস মাস উপস্বত্বের মধ্য হইতে যে টাকা সাধারণ ধন ভাণ্ডারে জমা লওয়া হইয়া থাকে তাহা সমস্ত হিসাব করিয়া এক যোগে পরিষ্কার করিয়া সমস্ত টাকা দেওয়া হয়। এই রূপে যিনি শত মুদ্রা প্রথম জমা দিয়া দলে প্রবেশ করেন আট দশ বৎসর পর দল ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তিনি সেই শত মুদ্রা সহ আর অনূ্যন ২।৩ শত টাকা প্রাপ্ত হইতে পারেন। পনর বৎসর কোন ব্যক্তি এই দলের মধ্যে থাকিলে তিনি পেনসেন্ প্রাপ্ত হইতে পারেন। কোন গুরুতর বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে কোন ব্যক্তিকে দলের মধ্যে লইতে হইলে কি কাহাকে ও দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে সভা আহ্বান করিয়া অধিকাংশ ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে সেই কার্য্য সম্পাদিত হয়। হিসাব পত্রাদি পরিষ্কার রাখিবার জন্য এবং ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পাদন জন্য এবং এই রূপ অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য সভ্যগণ মধ্য হইতে এক এক বৎসরের জন্য এক এক জন মেনেজার ও সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। সাধারণের ভোট বা সম্মতি ক্রমে কে সেক্রেটারি হইবেন তাহা অবধারণ করা হয়। এই দলের যেমন মেনেজারের ও সেক্রেটারির ক্ষমতা আছে, তিনি কোন ব্যক্তি কিরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা দর্শন করিবেন ও কোন ব্যক্তি কি কার্য্য করিবেন তাহা অবধারণ করিবেন তেমনি কর্ম্মচারী স্বরূপ সভ্যগণের ও সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, সেক্রেটারির হিসাব পত্র তাঁহারা দেখিবেন এবং তাঁহাকে নিযুক্ত ও কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন কাহার প্রতি কোন অন্যায় কি অত্যাচার হইলে তিনি সাধারণ সভাতে তাহা জানাইয়া তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারেন। সভা ও প্রতি সপ্তাহে এক এক বার আহূত হইয়া

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন এবং সেক্রেটারির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও হিসাবাদি দেখিবেন। আমরা এই অপূর্ব্ব কার্য্যালয় সম্বন্ধে ডুলিয়ট সাহেবের নিকট আরও অনেক বিষয় শুনিয়াছিলাম কিন্তু অতি অল্প সময়ে বিশেষত প্রদর্শনীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার বিবরণ সকল শুনিয়া আমরা সকল কথা স্মরণ রাখিতে পারি নাই। মিঃ ডুলিয়ট সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে এক খণ্ড মুদ্রিত কার্য্য বিবরণ ও নিয়মাবলী এবং অন্যান্য কাগজ পত্র দেখাইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ঘটনা ক্রমে তাঁহার সহিত পরে আর আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নাই। আমরা ইহার নিকটেই শুনিয়া ছিলাম যে প্রদর্শনী উপলক্ষে ভারতবর্ষে আসিবার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যে এদেশে কিরূপ দ্রব্য তাঁহারা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে পারিলে অধিক কাট্তি হইতে পারে এবং তাঁহাদের অধিক লাভ হইতে পারে তাহাই অবধারণ করা। তিনি প্রথমত আমাদিগের সহিত এই বিষয়েই কথোপকথন আরম্ভ করেন এবং ক্রমাগত এই বিষয়েই কথোপকথন করিতে তাহার অধিক ইচ্ছা আমরা অনুভব করিতে পারিয়া তাঁহাদের নূতন প্রণালীর কার্য্যালয়ের বিষয়ে আমাদিগের অনেক বিষয় জানিবার নিতান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও আমরা সে সম্বন্ধে অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিতে সুবিধা পাই নাই। আমরা যাহা কিছু শুনিয়া ছিলাম সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে পাঠকগণ সমীপে তাহাই উপহার প্রদান করিলাম।

বেল।

বেলের অন্য নাম শ্রীফল। কেহ কেহ ইহাকে মহাফল বলেন। কোন কোন স্থানে ইহাকে লক্ষ্মী-ফল বা গন্ধফলও বলিয়া থাকে। আমরা কোন কোন হিন্দুস্থানীর মুখে ইহাকে সইত ফল বা সত্য ফল বলিয়া উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। বেল বা বিল্ব বৃক্ষ ভারতের প্রায় মধ্য স্থানেই জন্মে।

পর্ব্বতের পশু পক্ষীগুলি যেমন চারিদিকে কত মূল্যবান হীরক ও উজ্জ্বল প্রস্তর সকল পা দিয়া দলিয়া চলিয়া যায়, কাহার কি ব্যবহার কিছুই জানে না দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরাও এ দেশজাত অনেক মূল্যবান দ্রব্যেরই প্রায় সেই রূপ ব্যবহার করিতেছি। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে পূর্ব্বকালে যে সকল সামগ্রীর যত্ন ও সম্মান ছিল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে সেই সকল সামগ্রীর নানাবিধ গুণাগুণ জানিতে পারিয়াও যতক্ষণ না ইংরাজদিগের মুখে সেই সকল দ্রব্যের নূতন প্রশংসা শুনিতেছি ততক্ষণ কিছুতেই সে দিকে আমাদিগের দৃষ্টিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছি না। এই স্থলে একটি গল্প আমাদের মনে পড়িল, গল্পটি প্রস্তাবের বহির্ভূত হইলেও আমরা এ স্থলে তাহা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। কয়েক বৎসর হইল আমাদের একজন সুশিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বন্ধু তাঁহার বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বি পিতার মৃত্যুর পর দিবসেই বাটী হইতে তাঁহার পিতার বিশেষ শ্রদ্ধার ও ভক্তির সামগ্রী তুলসী বৃক্ষটী তুলসীমঞ্চ হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া

লইয়া যাইয়া বহির্দ্দেশে নিঃক্ষেপ করিলেন। আমরা তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলাম কিন্তু কিছুতেই তিনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিন কি চারি বৎসর পর এক দিবস তাঁহার বাটীতে কোন কার্য্য বশতঃ আমরা গিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম আমাদের বন্ধুর বাটীর তুলসীমঞ্চের উপর দূরে থাকুক এবার তাঁহার বাটীর অঙ্গনে প্রাঙ্গনে অলিন্দার সকল স্থানেই তুলসীবৃক্ষের বন; এমন কি তাঁহার সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য টেবিলের উপর একটী মূল্যবান বিচিত্র চিনে টবের উপর এক তুলসী গাছ বিরাজ করিতেছে। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রথম থেকেই তাঁহাকে এ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "আমি সে দিবস ডেলি নিউসের প্রেরিত পত্রস্তম্ভে আসামের এক জন টি প্লানটারের পত্রে দেখিতে পাইলাম তিনি না কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তুলসী গাছে ম্যালেরিয়া নষ্ট করে"। আমরা কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম কিন্তু তাঁহাকে না স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকিতে পারিলাম না যে এ আবিষ্কারের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন—

"যস্মিন্ গৃহে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তুলসীতল মৃত্তিকা।
তত্রৈব নোপসর্পন্তি ভূতলে যম কিঙ্করাঃ ॥,,

তুলসী কেবল মাত্র ম্যালেরিয়ার বায়ুনাশক নহে, তুলসীর দ্বারা অনেক পীড়ার প্রতিকার হইয়া থাকে। তৃতীয় সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বে তুলসী বৃক্ষের অনেক আশ্চর্য্য গুণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।* অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে তুলসীর গুণাগুণ প্রকাশিত হইতেছে এক্ষণে শিক্ষিত যুবকগণ মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন তুলসীর প্রতি বৈষ্ণবেরা এবং আর্য্যেরা এত অনুরক্ত ছিলেন কেন, কেনই বা মুমূর্ষ অবস্থায় তুলসী বৃক্ষতলে হিন্দুদিগের অন্তর্জল করিবার প্রথা এখন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে।

তুলসীর পত্র যেরূপ বিষ্ণু উপাসকদিগের অত্যন্ত সম্মানের সামগ্রী তদ্রূপ বিল্বপত্র ও শিব-উপাসকদিগের বিশেষ আদরের বস্তু। বিশেষ গুণ না থাকিলে অন্যান্য সুদৃশ্য বৃক্ষ অপেক্ষা কণ্টকপূর্ণ বিল্ব-বৃক্ষের প্রতি প্রাচীন মুনি ঋষিদিগের এতাদৃশ অনুরাগ প্রকাশের কোন প্রয়োজন থাকিত না। কি অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুদগুণে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ এই বৃক্ষের প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি, এবং অবগত হইবার জন্য যত্নও করি না।

কিন্তু ইংরাজদিগের হৃদয় ও দেহ ভারতীয় উপকরণে সৃষ্ট নহে। দ্রব্যগুণতত্ত্ববিৎ কতিপয় ইংরাজ যথেষ্ট পরিশ্রমেও অধ্যবসায়ে ইতোমধ্যেই বিল্ববৃক্ষের কতগুলি আশ্চর্য্য-গুণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এলো প্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থে ইহার নাম গন্ধের ও উল্লেখ দেখা যাইত না, কিন্তু এক্ষণে বেল একটি অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ স্বরূপে (British Pharmacopoeia) গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে এবং বহুবিধ পীড়ায় নানা প্রণালীতে ব্যবহৃত

* তৃতীয় সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্ব—দ্রষ্টব্য—পৃ ১০৩

হইতেছে। Indian Annals of Medical Science গ্রন্থের দ্বিতীয় ভলমে মিঃ গ্রাণ্ট ও ক্লেগহরণ সাহেব বেল সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকগণ মধ্যে যাঁহারা এই বৃক্ষের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আমরা এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইংরাজ ডাক্তরেরা বেলের অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার ধারকতা শক্তির অধিক প্রশংসা করেন! কিন্তু ইহার যেমন A... ধারকতা শক্তি আছে তেমনি Laxative কোষ্ঠ পরিষ্কারকতা শক্তি ও বিলক্ষণ আছে। এক দ্রব্যে এরূপ উভয়বিধ বিপরীত গুণ থাকা সচরাচর লক্ষিত হয় না। ডাক্তারেরা ইহার ... বলকারকতা শক্তির ও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমরা উপরে মিঃ গ্রাণ্ট ও ক্লেগ হরণ সাহেবের বেল বিষয়ক যে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছি তাহার এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে মালাবার প্রদেশে বেলের মূল ও গাছের ত্বক্, শরীর শীতল করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিরূপে ব্যবহার করা হয় তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে দুগ্ধের সহিত বেলের ক্বাত মিশ্রিত করিয়া অনেকেই পান করিয়া থাকেন, কিন্তু মূল ও বৃক্ষের ত্বক দুগ্ধের সহিত কোন রূপে কেহ ব্যবহার করিয়া দেখিলে শরীর শীতল করন পক্ষে ইহা কতদূর উপযুক্ত তাহা আনায়াসেই স্থিরীকৃত হইতে পারে।

আমরা কোন কোন ডাক্তরকে চক্ষু উঠা রোগে বিল্ব পত্রের পুলটিস ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। কেহ কেহ বিল্ব মূলের ত্বক উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া সবিরাম জ্বরে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিল্ব মূলের ত্বক উষ্ণ জলে সিদ্ধ (Compound decoction of Bel) যেরূপ সবিরাম জ্বরে উপকারি ইহার পাতার সিদ্ধ জল Decoction শ্বাস রোগে তদ্রূপ কি তাহা অপেক্ষা ও অধিক উপকারি। আবার ইহার ত্বকের সিদ্ধ জল Decoction হৃদ্‌কম্প রোগে আশ্চর্য্য রূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

অর্থোপার্জ্জনের পথ অনুসন্ধান।

কোন লক্ষ-স্থানে যাইবার জন্য দশটি পথ আছে। কিন্তু নয়টি পথ ত্যাগ করিয়া সকলেই যদি এক পথে যাইবার জন্য ব্যগ্র হয় তবে লোকাধিক্য বশতঃ পথ চলিতে সকলেরই কষ্ট হয়। পক্ষান্তরে দশ পথে দশ জন চলিলে কাহারও কষ্ট হয় না, লক্ষ স্থলে সত্বর যাইয়া পৌঁছিবার পক্ষে ও কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় না।

কিন্তু এই সাধারণ কথাটী কেহ স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন না। এদেশের এতদূর আর্থিক অসচ্ছলতা ও বঙ্গীয় যুবকগণের দীনতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার ইহা একটি প্রধান কারণ। যে ব্যবসায়ে বা যে কার্য্যে কিছু লাভের সম্ভাবনা আছে এবং যে কার্য্যে দশ জন লোক প্রবেশ করিয়াছে দেখাগেল, অমনি দেশের সমস্ত লোক উন্মত্ত হইয়া সেই দিকেই ঝুঁকিবে। সকলেই দারুণ পিপাসিত সত্য কিন্তু এক কূপেই সকলে জল তুলিতে উদ্যত

হইলে কাহারই পিপাসা শান্তি হয় না এক ব্যবসায়ে সকলে প্রবেশ করিলে কাহারই লাভ হয় না।

যিনি চিন্তা করিয়া নিজের জন্য নূতন পথ খুজিয়া লইতে পারেন তিনিই সহজে ও অল্প সময়ে লক্ষ স্থলে যাইয়া উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু সকলের এরূপ শক্তি নাই যে আপনার জন্য আপনি পথ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারেন। এই কারণে অধিক লোককে অন্যের প্রদর্শিত পথে চলিতে হয়। যিনি পরীক্ষিত পথ প্রদর্শকের অনুসরণ করেন তিনি সহজেই সুফল প্রাপ্ত হয়েন আর যিনি অপরীক্ষিত ও বিপথগামি পথ প্রদর্শকের অনুসরণ করেন তিনি কাজে কাজেই ক্ষতি অনিষ্ট ও ভগ্নোৎসাহের সহিত যাইয়া অবশেষে পরিচিত হয়েন। এই কারণে কোন্ ব্যবসায়ে কে লিপ্ত হইবেন কোন্ পথে কে চলিবেন, তাহা প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যে ব্যবসায়ে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্যে লাভ করিতে পারিয়াছে দেখা গিয়াছে অথচ যে ব্যবসায়ে অধিক জনতা হয় নাই অর্থাৎ যে স্থানে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রীত বস্তুর ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক ন্যূন সেই স্থানের এবং সেই ব্যবসায়ের প্রতিই ব্যবসায়ে-প্রবেশেচ্ছু নব্য লোকের প্রথমে লক্ষ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

অনেকে কোন কোন ব্যবসায়ের আপাত রমণীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকেন। কোন স্থানে দেখা গেল স্থানান্তর হইতে এক টাকা মূল্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া পাঁচ টাকা মূল্যে তাহা এক জন বিক্রয় করিল। এই মাত্র দেখিয়াই যাঁহারা সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করেন তাঁহারা দারুণ ভ্রমে পতিত হইতে ও পারেন। কেন না ব্যবসায়ের লাভালাভ স্থির করিতে বিক্রীত বস্তু কি মূল্যে ক্রীত ও কি মূল্যে বিক্রীত হয় এই মাত্র দেখাই যথেষ্ট নহে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা এই স্থলে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিব দারজিলিং এ নারিকেল গাছ নাই; এই কারণে মার্জ্জনী (ঝাঁটা) সেস্থানে দুষ্প্রাপ্য। জন, ডয়েলি নামক একটি কোম্পানীর সেস্থানে দোকান আছে। তাঁহারা আট আনা বার আনা এবং এক টাকা মূল্যে ও মার্জ্জনী বিক্রয় করেন। ইহা দেখিয়া স্থানীয় জনৈক বাঙ্গালি বাবু যথেষ্ট লাভ করিবেন আশা করিয়া কলিকাতা হইতে ২০।২৫ টাকার ঝাঁটা ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিন মাস মধ্যে তাঁহার এক খানিও মার্জ্জনী বিক্রয় হয় নাই। এক বৎসর মধ্যে কেবল মাত্র দুই খানি মার্জ্জনী বিক্রয় হইয়াছিল কিন্তু তাহার এক খানির মূল্য তিনি পাইয়াছিলেন। যে এক বৎসর এই ভদ্র লোকের ২০।২৫ টাকা এই ভাবে আবদ্ধ থাকিল সেই এক বৎসর মধ্যে লুটনী নাম্নী সামান্য একটি স্ত্রী লোক ১০।১৫ টাকার ফল মূল হাটে হাটে কিনিয়া প্রতি টাকায় দুই চারি পয়সা মাত্র লাভ রাখিয়া ঐ সকল সামগ্রী প্রত্যহ বিক্রয় করিয়া বৎসরের শেষে দেখিতে পাইয়াছিল যে তাহার ১০ টাকা মূলধন স্থলে

বাক্সে এখন এক শত টাকা হইয়া রহিয়াছে!

এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ব্যবসায়ে প্রবেশেচ্ছু নব্য যুবকগণকে ইহাই দেখাইতে ইচ্ছা করি যে অধিক লাভে অল্প সংখ্যক বস্তু বিলম্বে বিক্রয় হওয়া অপেক্ষা অল্প লাভে অধিক সংখ্যক বস্তু সত্বর সত্বর বিক্রয় হওয়া অধিক প্রার্থনীয় ও শ্রেয়ঃ।

এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করিতে পারিবেন যে ইতঃপূর্ব্বে আমরা কেন বলিয়াছি যে— যে ব্যবসায়ে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অন্যে লাভ পারিতে পারিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে এবং যে ব্যবসায়ে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেয় বস্তুর ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক কম সেই ব্যবসায়ের প্রতিই, ব্যবসায়ে প্রবেশেচ্ছু নব্য লোকের প্রথমে লক্ষ স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু ব্যবসায় যতই লাভ কর হউক না কেন মূলধন যতই অধিক থাকুক না কেন এবং ক্রেতার সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে সফল মনোরথ হইতে পারিবার ততক্ষণ কোন সম্ভাবনা নাই যতক্ষণ ব্যবসায়ে প্রবেশেচ্ছু নব্য যুবক, হৃদয়ের ভিতর ইহা গাঁথিয়া রাখিতে না পারিবেন যে অর্থ উপার্জ্জনের পথের পর্য্যটক হইতে হইলে তাঁহাকে শ্রমী, অধ্যবসায়ী, মিতব্যয়ী, ও মিতাচারী, হইতে হইবে।

অর্থোপার্জ্জন পথের যাত্রি দিগের সুবিধা ও উপকারের জন্য কি এদেশীয় কি ইয়োরোপীয় শত শত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শত শত সদুপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্তাবের উপসংহারে মহাত্মা ফ্রেঙ্কিলেনের এতদবিষয়ক একটি উপদেশ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমরা এই প্রস্তাবের শেষ করিতেছি।

"The way to wealth is as plain as the way to market it depends chiefly on two words,—industry and frugality; that is waste neither time nor money, but make the best use of both. Without industry and frugality nothing will do, and with them everything."

রেসমের ব্যবসায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ে এদেশে রেসম ব্যবসায় প্রচলিত হইবার বিবরণ ও রেসম ব্যবসায়ের লাভালাভ, সুবিধা ও রেসমের ব্যবসায় এদেশের উপযোগি কি না ইত্যাদি বিষয় সকল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রথম অধ্যায়ে আমরা ইহা ও বিশেষ রূপে প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছি যে রেসম ব্যবসায় এদেশের কি ধনি শ্রেণী কি মধ্য শ্রেণী কি কৃষক শ্রেণী সকল শ্রেণী ও সকল অবস্থা পন্ন লোকের পক্ষেই সমান উপযোগিও প্রচুর লাভকর।

এক্ষণে কি প্রণালীতে তুঁতের কৃষি করিতে হয় কি প্রকারে রেসম কীট রক্ষাও পালন করিতে হয় এবং কি রূপেই বা যন্ত্রে রেসম সূতা ও সূতা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় সকল এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা যাইতেছে।

গর্ব্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এই উদ্দেশে বিধাতা যেমন পূর্ব্ব হইতেই স্তন্য দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

রেসম পোকার খাদ্য।

তেমনি রেসম পোকা পালন করিতে ইচ্ছা করিলে রেসম পোকার প্রতিপালক কে পূর্ব্ব হইতেই তাহার খাদ্য সামগ্রীর সংগ্রহ কার্য্যে-লিপ্ত হইতে হয়। সকল দেশে এবং সকল সময়ে রেসম পোকার খাদ্য সামগ্রী সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজসাহী প্রভৃতির ন্যায় যে যে প্রদেশে অধিক পরিমাণে রেসমের কারবার আছে সেখানে বাজারে ও হাটে কলাপাতা মাচ তরকারি ফল মূলের ন্যায় রেসম পোকার খাদ্য তুঁত পাতাও রাশি রাশি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সেস্থানের অধিবাসিগণকে রেসম পোকা প্রতিপালন করিবার জন্য স্বয়ং তুঁতের কৃষিতে লিপ্ত হইবার বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না। কেন না সেরূপ স্থানে কেবল তুঁতের কৃষি করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত থাকে। তাহারা কেবল তুঁতের আবাদ করিয়া ও তুঁত পাতা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু বঙ্গদেশের যে যে স্থানে রেসমের পোকা রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত নাই সেই স্থানের অধিবাসিগণ মধ্যে কেহ নূতন রেসমের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলেও রেসম পোকা রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে রেসম পোকার খাদ্য সংগ্রহ কার্য্যে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। যদিও আমরা ইতঃপূর্ব্বে স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি রেসম পোকার প্রধান খাদ্য তুঁত পাতা কিন্তু তুঁত পাতার অভাবে অন্যান্য আরো কএকটি বৃক্ষের পাতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদিও আমরা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নানা বৃক্ষের পাতা রেসম পোকার নিকট দিয়াছি এবং স্থানীয় কৃষিকার্য্যালয় হইতে প্রায় তিন মাস যাবৎ এবিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি কিন্তু কেবল তুঁত ও ভেরেণ্ডা পাতা ব্যতীত অন্য কোন পাতা রেসম পোকার খাদ্য স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে ইহা আমরা এপর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই তথাপি আমরা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি সিমুল, শাল, বাদাম প্রভৃতি ১০।১২ টি বৃক্ষের পাতাও তুঁত পোকার খাদ্য স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। *

এই সকল গ্রন্থ অনুসারে যে সকল বৃক্ষের পাতা রেসম পোকার খাদ্য স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে জানা যাইতে পারিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে :—

1 R[illegible]phora calceolaris Jann.
[illegible] T[illegible]nalia alata glabra Assam tree.
[illegible] Terminalia tomentosa the saj tree.
[illegible] Terminalia catappa country almond tree
5 Tectona grandis teak tree,
6 Zizyphus jujuba bertree,
7 Shorea robusta saj tree.
8 Bombax heptaphyllum Semu
9 Careya sphærica.
10 Pentaptera tomentosa.
11 Pentaptera glabra.
12 Ricinus communis castor-oil plant.
13 Cassia lanceolata.
14 Lagerstræmia Indica' vern. Daiyetu..
[illegible] Carissa' Carandas. .. Karinda.
[illegible] Terminalia arjuna ,, Sadara.
[illegible] Ficus Benjaminia .. Nandruk.

(ক্রমশ)

---

* F. Moore's catalogue of Lepidopterous insects. pp. 296 387 ও Herbarium Amboinense (dedicated by Mr Rumphius to the east India Company) voL. iii. p. 113. Mr. Thoms warble.s Hand book of Silks of India দ্রষ্টব্য।

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূতা প্রস্তুত করনের কল

"কলিকাতা তুলাপটী ৭৩ নম্বরের অধিবাসী শ্রীহরগোপাল সিংহ নামক জনৈক শিখ যুবার দ্বারা উপরিউক্ত কলটী উদ্ভাবিত ও প্রস্তুত হইয়াছে। প্রদর্শনীতে কলটী দেওয়া হইয়াছিল। কলটী এক খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিলের সহিত সংযুক্ত, টেবিল খানির দৈর্ঘ্য ৪ ফুট, প্রস্থ ২ ফুট, উচ্চতা ৩ ফুট। টেবিলের উপরিভাগে স্বর্ণ এবং রৌপ্য সূতা প্রস্তুত করণের ১২টী কল আছে; ঐ কলের উপরে ১২টী সূতাযুক্ত কাটী সংস্থাপিত; কলের দুই পার্শ্বে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের জরির ১২টী আংটী এ প্রকার ভাবে পরিরক্ষিত যে উহা কলের উপরিস্থিত সূতার সহিত একত্র হইয়া পাক হইতে পারে। কল হইতে ৬ইঞ্চি অন্তরে ১২ খানি স্বর্ণ এবং রৌপ্য প্রস্তুত সূতা জড়াইবার চাকা (Flying wheel) আছে। টেবিলের নিম্নে অর্থাৎ টেবিলের উপরি আচ্ছাদিত তক্তার ৬ ইঞ্চি নিম্নে, এক ফিট নিম্নে আর তিন খানি ছোট চাকা আছে, বড় চাকা খানি ছোট তিন খানি চাকার ১॥ ফিট অন্তরে অবস্থিত। বড় চাকাখানি টেবিলের বামে ও ছোট তিনখানি চাকা টেবিলের দক্ষিণে রক্ষিত। টেবিলটীর তিন ফিট নিম্নে ও ঠিক মধ্যস্থলে পদ স্থাপনের রেকাব রহিয়াছে। জামা সিলাইয়ের কলের ন্যায় উক্ত রেকাবে পদস্থাপন পূর্ব্বক বল প্রয়োগ করিলে বড় চাকা খানি ঘুরিতে থাকে; পরে উহার ঘর্ষণজনিত বলে ক্ষুদ্র তিন খানি চাকা ঘুরিতে আরম্ভ হয়, পরে এই ক্ষুদ্র চাকার, ঘূর্ণন জনিত বলে টেবিলের উপরিস্থিত কল চলিতে আরম্ভ করে। উহা যখন চলিতে আরম্ভ হয়, তখনই কল, সংলগ্ন সূতা ও স্বর্ণ ও রৌপ্যের জরি একত্র পাক হইয়া স্বর্ণের ও রৌপ্যের সূতা (কালাবতু) প্রস্তুত হইতে থাকে, সঙ্গে ফ্লাইং হইলে উহা জড়াইতে আরম্ভ করে। এই কলে ১নং হইতে ৬০নং পর্য্যন্ত কালাবতু প্রস্তুত হইতে পারে, নম্বরে কালাবতু সূক্ষ্ম বুঝাইয়া থাকে যত নম্বর অধিক হইবে, তত উহার সুক্ষ্মতা বুঝাইবে। এই ডবল সূতা (কালাবতু) হস্তে প্রস্তুত করিলে সমস্ত দিনে তিন তোলা পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারে কি না সন্দেহ কিন্তু এই কল ১০ ঘণ্টা পরিচালিত হইলে ১৫০ তোলা কালাবতু প্রস্তুত হইতে পারে। কালাবতু নম্বর অনুসারে ৷৵০ আনা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত তোলা বিক্রয় হইতে পারে। বঙ্গে এই কল চালাইলে প্রচুর অর্থের আগম হইতে পারে, চালাইবে কে? বঙ্গবাসিগণ কলের মর্ম্ম জানে না, দেখেও শেখে না। এক্ষণে বঙ্গবাসিগণ দেখিলেন এবং শুনিলেন যে এই কলটী ভারতবাসী এক জন শিখ যুবার দ্বারা উদ্ভাবিত এবং প্রস্তুত। তবে কি এক্ষণে বঙ্গবাসীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? এক্ষণে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য ফল প্রদর্শন করা শিক্ষিত বঙ্গবাসির একান্ত কর্ত্তব্য। জুরিগণ কলটী পরীক্ষা করিয়া কল নির্ম্মাতার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। জুরিগণের সন্তুষ্ট হইবার কথাও বটে কারণ প্রথমতঃ কল প্রস্তুতকারী ইংরেজী জানে না, দ্বিতীয়তঃ কলের জন্য চাকা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল সকলই এদেশেই প্রস্তুত হইয়াছে; পরন্ত অন্যদেশীয় মিস্ত্রিগণের কোন সাহায্যই গৃহীত হয় নাই; তৃতীয়তঃ কলটী এক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। জুরিগণের বিচারে আশানুরূপ ফল ফলে নাই। কারণ কল প্রস্তুত কারণ কল প্রস্তুত কারীকে রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। আমাদের মতে যদি প্রস্তুত কারীকে স্বর্ণপদক দেওয়া হইত তাহা হইলে গুণের উচিত পুরস্কার প্রদত্ত হইত। শ্বেতকায়গণের স্বার্থপরতাকে ধন্য। প্রদর্শনীতে কলটীর ১২০০ টাকা মূল্য স্থির হইয়াছিল। কলটী বাষ্পীয় বলেও চলিতে পারে"।

—০:*:০—

(ভাংবণিকা)

কলার উপকারিতা।

নববিভাকর, "আমরা কি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছি" নাম দিয়া কলার ব্যবসার সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন প্রস্তাবটি এমনই সুন্দর ও বঙ্গীয় যুবকগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে যে আমরা এস্থানে তাহা বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

"হনুমানের বংশাবলীই যে কদলীর ভক্ত এরূপ নহে, সুসভ্য ইংরাজও তাহার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের রম্ভানুরাগও নিতান্ত সামান্য নহে। বিজ্ঞানানুরাগি সুশিক্ষিত ইংরাজ এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উভয়েই যখন কদলীর এত অনুরক্ত, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান পশু, বানরও যখন ইহার এত ভক্ত, তখন কদলীর যে বিশেষ কোন গুণ আছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কদলীপত্র, কদলী কুসুম, কদলী ফল, কদলী দণ্ড সকলেরই যথেষ্ট উপকারিতা আছে। রসনা পরিতৃপ্তি ব্যতীত কদলী হইতে অনেক উপকার লাভ হইতে পারে। কদলীর বিবিধ উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার চাষ করিলে লোকে বড় মানুষ হইতে পারে। ইহার চাষকরিতে কিছুমাত্র ক্লেশ নাই, একটী ক্ষুদ্র তেউড় পুতিলে এক বৎসরের মধ্যে সেই স্থানে একটি বৃহৎ ঝাড় হইয়া পড়ে। এমন বংশবৃদ্ধি আর কোন বৃক্ষেরই হয় না। এ দেশের শিক্ষিত যুবক চাকরি না পাইয়া অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতেছেন, এই সকল সামান্য বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহারও অন্নকষ্ট দূর হয়, দেশেরও যথেষ্ট উপকার হয়। এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা অদ্য কলার বিবিধ গুণের পরিচয় দিব।

আধুনিক ডাক্তারেরা কলাকে কি কি কাজে লাগাইয়া থাকেন পাঠক শুনুন। ক্ষত স্থানে কচি কলাপাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহা ভাল হইয়া যায়। প্রথমে পাতার সোজা দিক দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তাহার পর শেষ দুই দিন উল্টাদিকটা ক্ষত স্থানের উপর রাখিতে হয়। অনেক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত যে মলম (spermeceti ointment) প্রয়োগ অপেক্ষা কলার পাতা বাঁধা অধিক উপকারী। ঘা অথবা নালীর স্থানে গটা পারচা যে কাজে লাগে কলাপাতাওঠিক সেই কাজে লাগে ও তাহাতে সেই রূপ উপকার দর্শে। চোখ ওঠা বা চোখের অন্য কোন ব্যারাম হইলে চসমা কি সবুজ কাপড়ের পরিবর্ত্তে কচি কলা পাতা দিয়া ঢাকিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। কলাগাছে ছুরি মারিলে যে পরিষ্কার শাদা জল বাহির হয় তাহা রীতিমত পান করিলে দুঃসাধ্য রক্ত বমন কাশ রোগ আরোগ্য হয়।*

এই ত গেল কদলীর ঔষধে ব্যবহার। তাহার পর দেখা যাউক কদলী ভোজনের লাভ কি। যিনি যাহাই বলুন সকলে স্বীকার করিবেন যে কদলীর ন্যায় উপাদেয় ও মধুর অথচ বলকারক এবং স্বাস্থ্য প্রদায়ক ফল অতি অল্পই আছে। অথচ এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আর কোন ফলই উৎপন্ন হয় না। তাই বুঝি আমাদের দেশে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে কদলী বৃক্ষ ও ফলের এত আদর হইয়া থাকে। কদলীর পুষ্টিকারক গুণ সম্বন্ধে স্কটলণ্ডের ডাক্তার বন্‌সন্ বলিয়াছেন,+ "আলুতে যে যে দ্রব্য আছে কলাতেও ঠিক সেই সেই দ্রব্য পাওয়া যায়। সুতরাং উভয়েই এক রূপ পুষ্টিকারক। আলুতে শতকরা ২৫ ভাগ সার পদার্থ আছে, কিন্তু কলাতে শতকরা ৩৭ ভাগ পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, শীতপ্রধান দেশেও শুধু কলা খাইয়া স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা করিতে পারা যায়; গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ত কথাই নাই," রসায়নজ্ঞ পণ্ডিত প্রসিদ্ধ বুসিগো সাহেব বলেন, কলা আলু অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। তিনি স্বয়ং কতকগুলি শ্রমজীবিকে প্রত্যহ তিন সের অর্দ্ধপক্ক কদলী ও এক ছটাক লবণ খাওয়াইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, কলাতে ম্যাগনেসিয়া, ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ যে রূপ পাওয়া যায় তাহাতে কলা অন্ততঃ আলুর ন্যায় শরীরের পুষ্টি

---

* ইহা ব্যতীত কলার আরও বিস্তর উপকারিতা আছে। কেবল ডাক্তারেরা কলার যে যে গুণের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নববিভাকর এস্থলে তাহ মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কলার অনেক ব্যবহার আছে এবং ইহা দ্বারা অনেক পীড়ার প্রতিকার হইয়া থাকে। রাজবল্লভ গ্রন্থে কদলী সম্বন্ধে এক স্থলে লিখিত আছে—

"চম্পকাখ্যা কদলী ফলগুণাঃ।
বাত পিত্ত হরত্বং গুরুত্বং শুক্র বৃদ্ধি কারিনং
অতি শীতলত্বং রসে পাকে মধুরত্বঞ্চ
তৃষ্ণা দাহ তত্র তালুযুক্তং কদলং দুর্জ্জরং।"

গ্রন্থান্তরে লিখা আছে—

কদলি মোচক গুণাঃ। "কুষ্ঠ প্লীহজ্বর হরত্বং
কফ কৃমি নাশিত্বং অগ্নিদীপনত্বং"

ইত্যাদি।

+ Journal of Agricultural Society of Scotland

কারক তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আবার যে যে গুণে চাউল আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হইয়াছে তাহা কলাতে অধিক ভাগপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।গ্লটেনচাউলে শতকরা পাঁচ কিন্তু কলাতে শতকরা ছয় ভাগ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত উভয়েই ষ্টার্চের অংশ খুব অধিক পরিমাণে আছে। তাই জনসন্ সাহেব আরও বলিয়াছেন কলাই এই কারণে চাউলেরও কাজ অনেকটা করিতে পারে।

এই জন্য আমেরিকার কোন কোন স্থানে কলাই প্রধান খাদ্য। সেখানে কাঁচা কলা কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া কলার গুড়ায় রীতিমত বাণিজ্য হইয়া থাকে। বিলাতে ও এই কলার গুড়ার রপ্তানি হয় এবং সেখানে সাহেবেরা সুখাদ্য বলিয়া তাহা ভোজন করেন। বোম্বাই সহরেও এইরূপ কলার গুড়ার ব্যবসা হইয়া থাকে। ১৮৫০ সালে বোম্বাই হইতে এই রূপ ৩০০।৪০০ মণ কলার গুড়া বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে শিশু ও পীড়িতদের পুষ্টি সাধনের জন্য কলা খাওয়ান হয়।

কলা যখন উপকারী ও উপাদেয় তখন কি কারণে ইহা হনুমানের তৃপ্ত্যর্থে দেওয়া হয় বলিতে পারি না। বিশেষ চাল কলাভোজী ব্রাহ্মণের উপর এত ঘৃণা কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। সাহেবেরা উপরিউক্ত কারণেই বোধ হয় কলার এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ত গেল কলার গুণ। আবার গাছের গুণ কত দেখ। মাটীতে রস রাখিতে হইলে কলা গাছ বসাইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। নূতন বাগানে চারাগাছ বসাইবার পূর্ব্বে ভূমি সরস থাকিবে বলিয়া আগে কলা গাছ দেওয়া হয়। সেই জন্য কলার বাসনার ছাই হইতে অতি উৎকৃষ্ট ক্ষার (potash ash) পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে রজকেরা সাবানের পরিবর্ত্তে সেই ক্ষার দিয়া অতি সুন্দর কাপড় কাচিয়া থাকে। ভবিষ্যতে দেশে যদি কখন ব্যবসায় বিস্তার হয় তবে এই কলার ক্ষার হইতে অনেক উপকার পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কলার পাতা সচরাচর গৃহস্থের কি রূপ আবশ্যক তাহা এস্থলে বলিবার প্রয়োজন নাই। আফ্রিকাতে পান্থপাদপ (Travellers'tree) নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা এক প্রকার কল্পতরু বলিলেই হয়। তাহার পাতায় সে দেশের লোকেরা ঘটী, বাটী, থালা প্রস্তুত করে, ঘরেরচাল ছায়, তাহার ডাটায় ঘরের দেওয়াল হয় আবার সেই, বৃক্ষে লৌহ ফলক মারিলেই তাহা হইতে যে সুস্বাদ ও উপাদেয় জল বাহির হয়, মরুভূমে তাহাতেই পথিকেরা জীবন রক্ষা করে। আমাদের দেশে কলা গাছও প্রায় সেই রূপ উপকারী। কলা গাছ আমাদের দেশের এক প্রকার কল্পতরু। সেই জন্য বুঝি দুর্গোৎসবে কদলীরূপী নবপত্রিকার এত দূর সম্মান।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কদলী বৃক্ষের যে প্রধান উপযোগিতা তাহা এখনও বলা হয় নাই। সকল প্রকার কলা গাছ হইতেই অতি সুন্দর ও দৃঢ় আঁশ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কাঁটালি কলার গাছ হইতে যে সুন্দর আশ বাহির হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও রেসমের ন্যায় উজ্জল ও মসৃণ। তাহা হইতে অতি চমৎকার কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। সম্প্রতি কলিকাতার আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে ভারতপ্রদর্শনীক্ষেত্রে যে স্থানে ঢাকার কাপড় প্রদর্শিত হইয়াছিল সেই স্থানে এক খানি যে সুন্দর ৫০ টাকা মূল্যের কলার কাপড় ছিল তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহার সূতা কারিগরির দোষে রেসমের মত তত পরিষ্কার ও মসৃণ হয় নাই। এই কলার আঁশে সুন্দর সূতা হইতে পারে। এই আঁশ হইতে মোটা সালটির কাপড়, জাহাজের কাছি ও দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দক্ষিণ সমুদ্রে যে সকল জাহাজ মৎস্য ধরিবার জন্য নিযুক্ত আছে তাহাতে এই কলার দড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলাগাছের উপরের খোলা হইতেই মোটা ও শক্ত দড়ি প্রস্তুত হয়। কলার আশ হইতে উপরি উক্ত দ্রব্য ব্যতীত সুন্দর কাগজও প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কলাগাছ প্রায় কোন ব্যবহারেই আইসে না। প্রায় তাহা গরুর উদরস্থ হইয়া থাকে। অথচ এদেশের সর্ব্ব স্থানেই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কলাগাছ পাওয়া যায়। সুতরাং যদি কেহ ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করেন, ও কলার আশ প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে সূতা, কাপড় দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশের লোক চাকরির জন্যই ব্যস্ত—কে ব্যবসার দিকে মন দিবে? নতুবা অল্প টাকায় মূলধন ব্যতীত এরূপ ব্যবসা করিতে কেন আমরা অগ্রসর হই না। ড্রুরি সাহেব বলেন শুধু কলা গাছ হইতেই যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আশ পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহা যেরূপ সুন্দর ও উপযোগী তাহাতে নিশ্চয়ই ইউরোপের সহিত এই দ্রব্যের ভারি ব্যবসা চলিতে পারে। সম্প্রতি বোম্বাই প্রদেশে

কলার আঁশের কারবার আরম্ভ হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে এরূপ কারবার আরম্ভ হইবে বলিতে পারিনা।

বৎসর তিন হইল. বোম্বাই অঞ্চলে দুই জন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কলার সূতায় কাজ চলে। সূতায় কাপড় হয়, সূতা বাহির করিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহার অধিকাংশে আবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। কলাবাসনায় যে বেশ কাগজ হয় তাহার পরীক্ষাও হইয়াছে। ৮০০ কদলী বৃক্ষে ৪০০ টাকা লাভ হয়—

সূতা	২৮ মণ	৩০০ টাকা
ঝড়্তী	১৪ মণ	৫০ ,,
কাগজের উপযুক্ত বাসনা	১৪ মণ	৫০ ,,
মোট	৫৬ মণ	৪০০ টাকা

১৮৮০ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহর হইতে লিভারপুল এই মাল লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই মাল উৎপন্ন করিতে এখানে ৫২ টাকা খরচ পড়িয়াছে—

৮০০ কলাগাছ শতকরা	২৲ হিঃ	১৬ টাকা
গাড়ী ভাড়া	ঐ	১৬ ,,
কাটা, ফাড়া, ধোয়া, শুকান, বস্তাবন্দী প্রভৃতি		
দঃ ৪০টা মজুর খরচ	।০ হিঃ	১০ টাকা
কলের কাঠ কাল।		৫ ,,
হরেক রকম		৫ ,,
মোট		৫২ টাকা

বোম্বাই সহর হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী বসীন প্রদেশে সাহেবদের কলার কারখানা হইয়াছিল। সেখান হইতে বোম্বাই লইয়া যাইতে এবং জাহাজ ভাড়া দিয়া লিভারপুল পৌচিতে যে খরচাটা পড়িয়াছিল, তাহা মাল তৈয়ারী খরচা ৫২ টাকার উপর চাপাইলেও ২০০ টাকার অধিক পড়িবে না। তবুও দেখ লাভ কত।

কলার আঁশ বাহির করিবার প্রণালী যেরূপ ডাক্তার হন্টার বলিয়াছেন তাহা এস্থলে লিখিত হইল। "কলার সরস ও তাজা খোলাগুলি ভিন্ন কর ও পাতার মাঝের শির বাহির করিয়া লও খোলার ভিতর দিক উপর করিয়া শোয়াইয়া লোহার ভোঁতা কুরাণি দিয়া খোলার মধ্যের শাস বাহির করিয়া ফেল, তাহার পর এইরূপ খোলার পিছনের দিকও আচড়াইয়া পরিষ্কার কর। যখন যথেষ্ট পরিমাণে খোলা এইরূপে পরিষ্কৃত হইবে তখন আচড়াইয়া শাসগুলি বাহির কর, তাহার পর, তাড়াতাড়ি জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া ক্ষারের জলে, কিম্বা বিলাতী সাবানে সিদ্ধ কর। তাহা হইলেই আঁশের সমস্ত রস নির্গত হইবে ও আঁশ পরিষ্কার হইবে। তাহার পর জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ছায়ায় শুকাইয়া লও। অধিকক্ষণ জলে রাখিলে বা রৌদ্র লাগাইলে আঁশ অপরিষ্কার ও কম শক্ত হয়। রাত্রে শিশির লাগাইলে আরো পরিষ্কার হইবে। ইহা যত পরিষ্কার হইবে তত শক্ত ও সুন্দর হইবে।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট আলিপুরের বাগানের পাশে যে আঁশ বাহির করিবার কল প্রদর্শিত করিয়াছিলেন সে গুলিতে কলার আঁশ বাহির করিবার তত সুবিধা নাই। একটা শুধু কলার আঁশ বাহির করিবার কলছিল, সেটাও ভাল চলে নাই। বোধ হয় আখমাড়া কলের ন্যায় কল করিয়া তাহাতে কলার খোলা মাড়িয়া ছড়াইয়া লইলে সুবিধামত ভাল আঁশ প্রস্তুত হইতে পারে।

কলার আঁশের আর এক গুণ এই যে ইহা পাট শণ ও ঘৃতকুমারীর আঁশ অপেক্ষা অনেক অল্প ভারি অথচ ইহা খুব শক্ত। যদি ইহা সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয় ও শীঘ্র রস নির্গত করান হইয়া থাকে তবে তাহা শণের অপেক্ষা ও শক্ত হয়, আর জলে পচিয়া যায় না। বড় ও মোটা কলা যে গাছে যত তাহা হইতে তত শক্ত ও মোটা আঁশ পাওয়া যায়। আরযাহার ফল ক্ষুদ্র তাহা হইতেই সূক্ষ্ম আঁশ পাওয়া যায়। ইহাতেই ভাল কাপড় হয়। কাঁঠালি কলার আঁশই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রেসমের মত।

ডাক্তার রয়লি কলার দড়ির ও কাছির ভার সহতা পরীক্ষা করেন। তিনি লিখিয়াছেন ১২ গাছি সূতায় যে দড়ি হয় তাহা দশ মণ ভার সহিতে পারে। তিনি বলেন, ইউরোপের বাজারে মণ করা ১৭।২০ টাকা মূল্য হইতে পারে। অন্ততঃ যদি ইহার ব্যবসা চলে তাহা হইলে কলার দড়ির মণ করা ১৩।১৪ টাকা যে মূল্য হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, সকল প্রকারের কাগজ প্রস্তুতের জন্য কলার আঁশ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও কলাগাছে সকল গাছ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আঁশ উৎপন্ন হয়।

এখনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কলার আঁশেতে মোটা রকম কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্রান্সে কলার আঁশ হইতে সুন্দর ও অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়। এদেশে কলার চাষ এত অধিক হইলেও তাহার গাছ কোন কাজেই ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং ইহার আঁশ অতি অল্প পরিশ্রমে উৎপন্ন হইতে পারে। রয়লি সাহেব ও অনেক কৃষিবিদ্যাবিদ্ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন আঁশ প্রস্তুত করিতে মণ করা লাভে তিন টাকা খরচ হয় মাত্র। সুতরাং যদি অন্ততঃ ১৩॥০ টাকা মণ করা বিক্রয় হয় তথাপি মণ করা দশ টাকা লাভ থাকে।

কৃষি বাণিজ্য এবং শিল্প।

১২৯০ অব্দে এদেশীয় শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের প্রধান প্রধান ঘটনার স্থূল স্থূল সংবাদ বর্ষ সমালোচন সময়ে ভারতমিহীরে যেরূপ প্রকাশীত হয় নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

উপযুক্তরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচুর পরিমাণ ফসল জন্মে নাই। বৎসরের মধ্য ভাগে সকলে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর উপযুক্ত সময়ে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে দেখা গিয়াছে বগুড়া ব্যতীত অন্যত্র শস্যের উচ্চ মূল্য হইবার আশঙ্কা থাকিলেও দুর্ভিক্ষের ভয় নাই। বগুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণ মানসে বঙ্গেশ্বর বগুড়া পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের একটী শাখা বিস্তারের আদেশ করিয়াছেন।

বৎসরের শেষ ভাগে প্রচুর পরিমাণ রবি শস্য জন্মিয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা পাটের মূল্য হঠাৎ অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় কৃষকেরা বেশ লাভবান হইয়াছে।

সাইরেনসেষ্টার রাজকীয় কৃষি বিদ্যালয় হইতে গবর্ণমেণ্ট বৃত্তিভোগী বাবু অম্বিকা চরণ সেন এবং সৈয়দ মমায়েত হোসেন বিশেষ পারদর্শীতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। মেঃ ওজানি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া মান্দ্রাজ কৃষিবিভাগের ডাইরেক্টার হইয়াছেন কিন্তু অম্বিকা বাবু প্রথম স্থান লাভ করিয়াও দেশীয় সিভিল সার্ভিসের অধিক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন না দেখিয়া অনেকেই বিষন্ন হইয়াছেন। অম্বিকা বাবুর প্রতি গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার দেখিয়া এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে প্রথম বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা গ্রহণে সম্মত হন নাই।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট নছরগঞ্জে কৃষি বিভাগ স্থাপন করিয়া বাঙ্গালায় কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

গোধূম বাণিজ্য লইয়া সাহেব সওদাগর মহলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল রেলওয়ে আছে তাহাতে গোধুম বাণিজ্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না সেই জন্য সওদাগর সাহেবগণ বিলাতে ঋণ করিয়া এদেশে রেলওয়ে বিস্তার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই প্রার্থনায় পার্লেমেণ্টে রেলওয়ে সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন হইয়াছে। বিলাতের অধিকাংশ গোধুম এখন এদেশ হইতে রপ্তানি হইতেছে। মার্কিন গোধুমে আর এখন বিলাতের প্রয়োজন কুলাইতেছে না।

কৃষি প্রধান বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে বঙ্গীয় কৃষকগণ তাহাতে উন্নত প্রণালী প্রবিষ্ট করিতে ইচ্ছুক নহে। রক্ষণশীল বঙ্গীয় কৃষক নব প্রণালীর নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে। কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিধান এখন কেবল এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি নির্ভর করিয়াছে। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই বিষয়ে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। বাবু শ্রীনাথ দত্ত সুন্দর বনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে 'আদর্শ কৃষি' স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা স্বীয় জমীদারীতে কৃষিকার্য্যের উন্নত প্রণালী প্রবর্ত্তন জন্য প্রজাদিগকে নানা প্রকার উৎসাহ দিতেছেন। স্থানীয় সারস্বত সমিতির যত্নে "আদর্শ কৃষি" নামে কৃষিবিষয়ক এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতা অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী কৃষি শিল্প বাণিজ্যের যে শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা সামান্য নহে। নূতন হল, নূতন যন্ত্র দেখিয়া বঙ্গীয় কৃষক দূরে থাকুক, বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। শিল্পের কথা আর বলিব কি? সূক্ষ্ম বল, স্থুল শিল্প বল, ভারতভুমি শিল্প বিষয়ে পৃথিবীর অধীশ্বরী। প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সেই অধীশ্বরী তাঁহার ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা নহে, তাই আমরা বর্ষ সমালোচনায় তাহার বিস্তৃত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। কলিকাতা আর্ট ষ্টুডিও যে নমুনা প্রদান করেন,

জুবার্ট সাহেব প্রদর্শনীর মেডেলের জন্য সেই নমুনাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রদর্শনী গৃহে ঢাকা হইতে যে কএকটী শিল্প দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাতে সাহেবদিগের পর্য্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে। বিলাত হইতে গবর্ণমেণ্টের কাগজ কলম আইসা কথঞ্চিৎ বন্ধ হওয়ায় দেশীয় শিল্পের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বালির কাগজে ষ্টেটসম্যান পত্র মুদ্রিত হইতেছে, বঙ্গদেশের পক্ষে এ সামান্য গর্ব্বের কথা নয়। ইলবার্ট বিল আন্দোলনে বঙ্গেশ্বর এবার জেল শিল্প সম্বন্ধে কোন বিশেষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সাহেবদিগের কল্যাণে দিন২ বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিতেছে কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাতে দেশের বড় উপকার হইতেছে না। বৈদেশিক বাণিজ্য সাহেবদিগের একচেটিয়া ব্যাপার। প্রচুর পরিমাণ রেলওয়ে বিস্তার না হওয়ায় অন্তর্ব্বাণিজ্য আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছে না। অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ আরও ঘনীভূত করিয়াছে। প্রদর্শনী পরোক্ষ ভাবে হউক ইংরেজ উপনিবেশের সহিত ইংরেজ অধিকারের সাক্ষাৎ বাণিজ্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

পাট, চাউল এবং গোধূমেই এদেশের বহির্ব্বাণিজ্য সীমাবদ্ধ। ইহার পরিবর্ত্তে মাঞ্চেষ্টার এবং লিবারপুল আমাদিগের বস্ত্র এবং লবণ যোগাইতেছে। লবণ শুল্ক হ্রাস হওয়া অবধি লবণের ব্যবহার ক্রমে বাড়িতেছে। অন্তর্ব্বাণিজ্যে আমরা এ সকল ছাড়া তামাকের খরিদ বিক্রী দেখিতে পাইয়া থাকি।

লাটুদহের জমিদার বাবু বিপ্রদাস পাল চৌধুরী বিলাত হইতে ব্যবহারিক কামারের কার্য্যে পারদর্শীতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। কয়েক লক্ষ টাকা মূল ধন লইয়া একটী কারখানা খুলিতে অভিলাষ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার বিশেষ কার্য্য কিছু হয় নাই।

ত্রিপুরাবার্ত্তাবহ বলেন প্রতিদিন প্রাতে কিছু বালু কণা খাইলে অজীর্ণ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

পত্রান্তরেদৃষ্টহইল ডিজিটেলিস ও জিঙ্ক সাল ফেট, এই ২ দ্রব্য ব সন্ত রোগের মহৌষধ। ইহাদের এক এক রতি ১ ছটাক্ জলে প্রথক২ ভিজাইয়া রাখিবে ও মিশ্রিত করিবে উভয় মিসাইয়া তাহাতে আর অর্দ্ধ পোওয়া জল ও কিছু চিনিতে সুস্বাদ্ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় এক চামচ করিয়া ১২ ঘণ্টা সেবনে বসন্ত রোগ যায়।

সঞ্জিবনী বলেন,— ক্ষারের মধ্যে একটু তারপীন তৈল দিয়া তাহাতে কাপড় সিদ্ধ করিলে কাপড় বড় শুভ্র হয়।

আনন্দবাজার আঁচিলের ঔষধ সম্বন্ধে বলেন পুরাতন কাগজের পলিতা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া আচিলের মধ্যে ৫। ৬ বার আঘাত করিলে আচিল পড়িয়া যায়।

সঞ্জীবনী হইতে আমরা নিম্ন লিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করিলাম— লালকুচের পত্র শীতল জলে রগড়াইয়া প্রাতে সেবন করিলে যতক্ষণ না কনুই ও হাটু পর্য্যন্ত ঠাণ্ডাজলে ধৌত করিবে ততক্ষণ স্বাভাবিক দাস্ত হইবে। ইহা যষ্টি মধুর ন্যায় বিকট মিষ্ট ও কষায়াস্বাদ বিশিষ্ট।

মান্দ্রাজে মাদরা নামক বৃক্ষের বিজ সর্পাঘাতের মহৌষধ মেজর জনষ্টোন সাহেব পরীক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে, জানাইয়াছেন।

অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শণীর মধ্যে একটি গৃহে কাঁচের নানাবিধ কার্য্য হইতেছিল ইহা অ-

অনেক পাঠক সম্ভবত দেখিয়াছেন। অতি সহজে অল্প ব্যয়ে ও সামান্য যন্ত্র দ্বারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর ক্রীড়ার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া উর্দ্ধ মূল্যে তাহা তথায় বিক্রীত হইতেছিল ইহাও অনেকে অনুধাবন করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। আমরা ঐ যন্ত্রটি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়া কৃত কার্য্য না হইয়া এদেশীয় কএকজন শিল্পিকে শিক্ষা করাইবার জন্য তথায় লইয়া গিয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য বশত প্রদর্শকগণ শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদৃশ কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাহা হউক ইহাঁদের এক জনের নিকট কাঁচ বিক্রয় করিবার, কাঁচে রঙ্গ করিবার, কাচ চূর্ণ করিবার, কাঁচের উপর চিত্র অঙ্কন করিবার এবং ভাঙ্গা কাঁচ জোড়া লাগাইবার এবং এইরূপ নানা বিষয়ের কতগুলিন সহজ সঙ্কেত অনেক কষ্টে আমরা সংগ্রহ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলাম নিম্নে কএকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।—

কাচ চূর্ণ করিবার সহজ উপায়।

পাথর চূর্ণ করিবার মত ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া কাঁচ চূর্ণ করিতে হইলে অনেক সময় আবশ্যক করে অথচ তাদৃশ উৎকৃষ্ট চূর্ণ ও হয় না। ইহার অতি সহজ উপায় একখণ্ড পাতলা কাঁচ গ্যাসের আলোর উপর খানিক ধরিয়া রাখিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলের গামলার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া। গামলার মধ্যে নিক্ষেপ করা মাত্র ইহা চূর্ণ হইয়া বালির মত হইয়া যাইবে। তাহার পর জল হইতে কাগজে ছাকিয়া তুলিয়া আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া সিরিস কাগচ বা আবশ্যক মত আর কিছু প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কাচ কাটিবার সহজ উপায়।

কাঁচ কাটার পেন্‌সিল চিনা বাজারে ৮। ১০ টাকায় পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা অভ্যাস করিলে ক্রমে উত্তম রূপে কাচ কাটা যায় এবং এদেশীয় শিল্পিরা এই রূপেই কাচ কাটিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ উপায়ে সকল কাচের জিনিষই ভাল রূপে কাটা যায় না। আমরা ঐ পেন্‌সিল দ্বারা অনেক চেষ্টাতেও একটি ভাঙ্গা গেলাস সুন্দর করিয়া সমান করিয়া কাটিয়া লইতে পারিনাই। ভাঙ্গা কাচের গেলাস বা বোতল অকর্ম্মণ্য বলিয়া অনেক সময় ফেলিয়া দেওয়া হয় কিন্তু ঐরূপ সকল সামগ্রী অন্য উপায়ে সহজে ইচ্ছামত গোল করিয়া কাটিয়া লইয়া যাইতে পারে। এইরূপ গোল করিয়া কাটিতে হইলে ভাঙ্গা অংশ বাদ দিয়া যে খানি সমান করিয়া কাটিয়া লওয়া আবশ্যক, তাহা নারিকেল বা সরিসার তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। পরে এক খণ্ড লোহার সলাকা আগুনে আরক্ত বর্ণ করিয়া পোড়াইয়া লইয়া ঐ পাত্রের তেলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে হইবে। মুহূর্ত্তমধ্যে তেলের সমসূত্রে একটি রেখা পড়িয়া পাত্রটি ফাটিয়া উঠিবে।

(ক্রমশ)

—০:*:০—

[সমাজ নৈতীক প্রস্তাব।]

উদ্বাহ-তত্ত্ব।

মানব সমাজ রূপ এই অদ্ভুত বৃহৎ ও মহান্ অট্টালিকার চতুর স্থপতি উহার প্রথম ইষ্টক খণ্ড যে সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমির উপর স্থাপন করিয়াছেন তাহার অন্যতম নাম উদ্বাহ প্রথা। জগতে নরনারী যদি পৃথক ভাবে থাকিত, যদি উভয়ে উভয়ের বাহু দ্বয় অগ্রসর করিয়া পরস্পরের পাণি গ্রহণ না করিত তবে মানব সমাজ সৃষ্টির দিবসেই লয় প্রাপ্ত হইত।

নরদেহে পশুত্ব ভাবের তীরোভাব হইয়া ক্রমে ক্রমে দেব ভাবের আবির্ভাব, সমাজের সৃষ্টি, সভ্যতার অভ্যুদয়, উন্নতির অঙ্কুর উৎগম, ধর্ম্মের উদয়, সকলেরই মুল দেশ না হউক আরম্ভ স্থান এই বিবাহ প্রথা। নরজাতির সহিত স্ত্রী জাতির সম্মিলন ইচ্ছা, এবং সেই ইচ্ছা হইতে অনুরাগ, প্রণয়, পরিণয় এবং পরিণয় হইতেই মানব সমাজে পারস্পরিক সাহায্য গ্রহণ, পরস্পর মধ্যে সহানুভূতি সংস্থাপন, সমাজগঠন প্রভৃতি নানা প্রথা ও নানা বিষয়ের ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবনা হইয়াছে।

মানব জাতির শৈশবাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল প্রকার অবস্থার ও ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ও চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে পরিণয় প্রথার উপর মানব সমাজের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা কতদূর নির্ভর করিয়াছে।

মানব সমাজের অতীত অর্থাৎ মানব জাতির শৈশবকালে, বিবাহ প্রথার সহিত তাহার যেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতেও বিবাহ প্রথার সহিত উহার তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও তেমনি থাকিবে।

যেমন মানব সমাজের উন্নতি অবনতি সুখ দুঃখ বিবাহ প্রথার উপর সমাজের সৃষ্টি কাল হইতে অত্যন্ত অধিক পরিমানে নির্ভর করিয়া আসিতেছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের জাবৎ জীবনের সুখ দুঃখ ও এই সামান্য দুইটি শব্দের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই করিতে থাকিবে। অতএব সামান্য তিনটি অক্ষরে ইহার অবয়ব রচিত হইলেও এ সংসারে ইহার মত গুরুতর আলোচ্য বিষয় ও গভীর চিন্তার সামগ্রী অতি অল্পই আছে। গুরুতর হইলেও আমরা এই বিষয়ে অদ্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বিবাহ প্রথার, আলোচনায় লিপ্ত হইতে হইলে বিবাহকি, কোথা হইতে কিরূপে সৃষ্টি হইল, বিবাহের রহস্য, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ বহু বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সকল প্রকার বিবাহের কথাই পর্য্যায় ক্রমে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য সত্য; কিন্তু আপাততঃ আমরা বিবাহ প্রথার প্রথম আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

“ বিবাহ কি ? ” এই প্রশ্নের উত্তর সহজ সাধারণ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে অভিধান অনুসন্ধান করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে

কিন্তু অভিধান পাঠেই পাঠকগণ পরিতুষ্ট হয়েন ইহা আমাদের ইচ্ছা হইলে এই বিষয়ে এরূপ দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতাম না। আমরা পাঠক কে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতির বিস্তৃত অভিধানে এই বিষয়ের কিরূপ অর্থ ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে তাহাই পাঠ করিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

প্রকৃতির দুইটি বাহু। অবিরত অনন্ত কাল জুড়িয়া এই দুইটি বাহু সমান ভাবে কার্য্য করিতেছে। এক বাহুতে গ্রহণ অন্য বাহুতে দান, এক বাহুতে সৃজন অন্য বাহুতে বিনাস, এক বাহুতে আকর্ষণ অন্য বাহুতে বিকর্ষণ কার্য্য অবিরত চলিতেছে। আয় ব্যয়ের অথবা সৃষ্টি ধ্বংশের সামঞ্জস্য রক্ষাই প্রকৃতির প্রাণ এই সামঞ্জস্য যে দিন রক্ষা হইবে না সেই দিন প্রকৃতির লয় হইবে— সেই দিন প্রলয় হইবে।

সামঞ্জস্য রক্ষার যে সুকৌশল স্বভাবের অঙ্গে নিহিত হইয়া রহিয়াছে তাহার নাম সঙ্গ বা সম্মিলন। প্রকৃতির দুইটি বাহুতে যে দুইটি শক্তি আছে অথবা যে দুইটি অধিষ্ঠাত্রি দেব দেবী আছে, সাধারণ চক্ষে দেখিতে তাহাদের ভিন্ন দিকে মুখ হইলে ও পরস্পর মিলন সাধন হয়। আমরা পূর্ব্বে যে সঙ্গ বা সম্মিলন শব্দ ব্যবহার করিয়াছি এই রূপ উভয় শক্তির মিলন সাধনই তাহার মুল তাৎপর্য্য।

সৃষ্টি শক্তি ধ্বংশ শক্তিই বল, আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তিই বল, আর তাড়িতের নেগেটিব, পজেটিব শক্তির ন্যায় শক্তিই বল, যে নামেই উল্লেখ কর না কেন প্রকৃতির দুই বাহুর দুইটি শক্তি হইতে জগতে দুই দুই শ্রেণীর জীব ও উৎপন্ন হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম পুরুষ এক শ্রেণীর নাম নারী। পজেটির শক্তির দিক হইতে পুরুষ এবং নেগেটিব শক্তির দিক হইতে নারী সম্ভবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি দুই শক্তির পরস্পর মিলন দ্বারা প্রকৃতির দুই বাহুর কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া আসিতেছে এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত দুই শক্তির প্রাণ লইয়া জীব জগতে নর নারী যে দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের ও মিলন অবশ্যম্ভাবি।

কেবল মানব জাতির নর নারীর মধ্যে নহে কি পশু-পক্ষী কি কীট পতঙ্গ ক্রিমি উদ্ভিদ চেতন অচেতন সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রকৃতির অচিন্তণীয় নিয়মে ও অটল আদেশে চিরকাল ব্যাপিয়া এই সম্মিলন বা সঙ্গ সংসাধিত হইতেছে।

স্থূল দৃষ্টিতে উপরোক্ত বিষয়ের পার্থিব দিকের প্রতি আমরা যখন দৃষ্টি করি তখন আমরা উহার অন্যরূপ অর্থ ও অন্য নামে ব্যখ্যা করিয়া থাকি। (ক্রমশ)

প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ।

বাঙ্গালি জাতির দুর্ণাম বাঙ্গালিরা অতিশয় চাকুরি প্রিয়। এই সংখ্যার অন্য প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা দেখাইতে যত্ন করিয়াছি যে, ইংরাজ জাতি ও বাঙ্গালি জাতি অপেক্ষা অল্প চাকুরি প্রিয় নহে। ফল কি বাঙ্গালি জাতি, কি ইংরাজ জাতি, কি সভ্যজগতের

অন্য কোন জাতি হউক সকল জাতিতেই চাকুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রথা যথেষ্ট রূপে প্রচলিত আছে এবং সভ্যতা যত বৃদ্ধি হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে চাকুরির প্রার্থী এবং পদ ও ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য কাহার চাকর রাখা আবশ্যক হইতেছে, কাহার ও বা চাকুরি করা আবশ্যক হইতেছে। এক জনের অর্থ আছে শ্রম করিবার শক্তি নাই, অন্যের শ্রম করিবার শক্তি আছে অর্থের অভাব। এক জনের নিকট নিজের অভাবের বস্তু লইয়া তদ পরিবর্ত্তে নিজের প্রচুর যেবস্তু আছে তাহার বিনিময় করার যে প্রথা স্থূল কথায় তাহাকেই "চাকুরি" বলে। চাকুরি প্রথার মূল দেশ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইলে আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহার উপরেই অবশেষে দাড়াইতে হইবে; কিন্তু সাধারণে চাকুরি কথার উপর অন্যরূপ চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে এবং "চাকুরি" শব্দ শুনিলেই যেন উহা একটা অতি ঘৃণার কথা এইরূপ ভাবে নাসাভঙ্গি করিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। কিন্তু স্থিরচিত্তে একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলেই দেখা যাইবে ইহার মধ্যে ঘৃণার কথা কিছুই নাই। দরিদ্রতা বা অভাবই যদি ঘৃণার কারণ হয় তবে বিবেচনা করা উচিত, যেচাকুরি করে তাহার যেমন অর্থের অভাব যেচাকর রাখে তাহার ও তেমন শ্রম শক্তির অভাব। যদি অভাব ঘৃণার কারণ হয় তবে যে চাকুরি করে সে যেমন ঘৃণার পাত্র যেচাকর রাখে সেও তেমনি ঘৃণার পাত্র; কারণ উভয়েরই এক এক বিষয়ে অভাব আছে।

লৌকিক ব্যবহারে যেরূপই প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ এক্ষণে গঠিত হইয়া থাকুক না কেন এবং প্রভুকে যতই উচ্চ ও ভৃত্যকে যতই নিম্ন পদস্থ করা হউক না কেন প্রকৃত পক্ষে প্রভু ভৃত্য মধ্যে একটি সুক্ষ্ম ও সুন্দর সমতুল্য ভাব অপ্রকাশ্য ভাবে নিহীত রহিয়াছে। পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ ও উপকার বিনিময় রূপ মূল দেশ হইতে যেমন মানব সমাজে স্বামি পত্নি সম্বন্ধের উৎপত্তি হইয়াছে তেমনি ঐ একই মূল স্থান হইতেই অন্য অবয়বে, অন্য প্রকারে এবং অন্য পথে মাত্র, প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ নীতি শাস্ত্রের এক সূত্রই এই উভয় বিষয়ের মূল দেশ উদ্ঘাটন পক্ষে কার্য্য কারী হইতে পারে।

প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বিষয়ে সাধারণ সংস্কারের সহিত, উপরে যাহা উক্ত হইল যদিও তাহার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাব লক্ষিত হইতে পারে কিন্তু ইহা নূতন বা আমাদের কল্পনা কল্পিত নহে। প্রাচীন ভারতে আর্য্য সমাজে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ কিরূপ সুরীতি ও সুনীতি মূলক ছিল তাহা সংস্কৃত অনেক গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতাভিমানী ইংরাজ এবং ইয়োরোপীয় অন্যান্য জাতির মস্তকে আজিও প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ বিষয়ের সেরূপ উচ্চও প্রশস্ত ভাব সুন্দর রূপে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে তাঁহাদিগের কার্য্য ও ব্যবহার দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না। এদেশেও

মুসলমান দিগের রাজত্ব সময় হইতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়ের ও পূর্ব্বতন পবিত্র ও প্রশস্তভাব লুপ্ত হইয়াগিয়াছে। ছাগ মৎস্যাদির ন্যায় বাজারে ভার্য্যা বিক্রীত হইবার প্রথা যে জাতির কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে এবং দাস ব্যবসায় যে জাতির জাতীয় সম্পদ স্বরূপ পরিগণিত, সেজাতির দীর্ঘ সহবাসে ভারত বাসীর ও চিন্তা প্রনালীর ভাবান্তর হইয়াছে। কাজে কাজেই যে ভারত বর্ষে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভৃত্য, প্রভুরবন্ধু ও পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি রূপে পরিগণিত ও ব্যবহৃত হইত সেই ভারত বর্ষে এক্ষনে "চাকুরি" শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা সামান্য ও জঘন্য ঘৃণার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে।

প্রভু-ভৃত্য মধ্যস্থ প্রকৃত সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া যখনই যে দেশে প্রভু ভৃত্যের প্রতি অযথা দৃষ্টি পাত করিয়াছে তখনই কুফল ফলিয়াছে। খঞ্জ অন্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর চড়িয়া যাইতে যাইতে যদি "আমি উচ্চ স্থানীয় এবং ও আমার নিম্ন স্থানীয়" এই রূপ বিবেচনায় গর্ব্বে ফুলিয়া বার বার বাহকের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করে কি কেশ ধরিয়া টানা টানি করে অথবা ঘৃণা করিয়া "আমাকে ছুইওনা ছুইওনা" বলিয়া চিৎকার করে তবে বাহক কতক্ষণ তাহাকে বহন করিতে পারে? ভূপৃষ্ঠে পতন তাহার চরম ফল হয় মাত্র। সংস্কৃতে একটি কবিতা আছে যে— প্রভু আপনাকে খঞ্জ বিবেচনা করিয়া ভৃত্যের উপর বসিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া চালিত করিবেন এবং তাহার শিরের উপর বিশ্বাস এবং তাহার পদের উপর দৃষ্টি রাখিবেন পক্ষান্তরে ভৃত্য অন্ধ অনুরাগে প্রভুর প্রতি অনুরক্ত হইয়া একহস্তে প্রভুর হস্ত ও অন্যহস্তে যষ্টি ধারন করিয়া বিনাবাক্য ব্যয়ে প্রভুর আদেশ মত পদ নিক্ষেপ করিবেন। এবং পরস্পর উভয়ে উভয়কেই পথ পর্য্যটনের সাহায্যকারি বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এই ভাবের উক্তি কেবল সংস্কৃতে নাই ইংরাজ গ্রন্থ কর্ত্তাগণ ও এরূপ উপদেশ পূর্ণ অনেক কথা বলিয়াছেন এডিসন্ এক স্থানে বলিয়াছেন "ভৃত্যেরা কোন কার্য্যেই আসেনা যদি না তাহারা তাহাদের পরিচালকের বুদ্ধির উপর আস্থাবান থাকে। মহাকবি সেক্স্পিয়র তাঁহার স্বজীত একজন ভৃত্য মুখে একস্থানে বলাইয়াছেন

"Master go on and I will follow thee
To the last grasp, with truth and loyalty"

সুবিখ্যাত DEMOCRITUS ভৃত্য গণ প্রতি প্রভু কিরূপ ব্যবহার করিবেন তাহার একটি সুন্দর সৎ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন— তোমার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় ভৃত্যগণকে ব্যবহার করিও * ভৃত্যগণ সহিত প্রভুর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এসম্বন্ধে অনেক গ্রন্থকার অনেক রূপ সৎউপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কোওরলস নামক এক জন ইংরাজ গ্রন্থকার সম্পাক্ষরে, সরল ভাষায় এবং সহজে যেমন একটি উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন এরূপ আর কাহারও গ্রন্থে আমারা পাঠকরিয়াছি স্মরণ হইতেছেনা। তাহার কথাটি এই "যদি তুমি একটি ভাল ভৃত্য পাইতে অভিলাষ কর তবে তোমার ভৃত্যেকেও একটি ভাল প্রভু পাইতে দাও" †

---

* "Make use of servants as of parts of your own body"

† "If thou wouldst have a good servant, let the servant find a good master."

কিন্তু উপরোক্ত উপদেশ বাক্য মূলে কি প্রভু কি ভৃত্য প্রায় কেহই কার্য্য করেন না। কাযে কাযেই প্রভু-ভৃত্য মধ্যে যে মধুর সম্বন্ধ পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল এক্ষণে দিন দিন তাহা হ্রাস হইয়া যাইতেছে এবং এক্ষণে অধিকাংশ স্থলেই ভৃত্য প্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধা চক্ষে এবং প্রভু ভৃত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা চক্ষে দৃষ্টি করিতে অভ্যস্থ হইতেছেন। ইহাতে উভয়েরই পারিবারিক সুখ শান্তি অনেক পরিমাণে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে ইহা হইতে বিষম বিপত্তি ও কষ্টের কারণ উদ্ভাবিত হইয়াছে। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্ষপীয়র সত্যই বলিয়াছেন যে

"We connot all be masters nor all masters connot be truly follow'd ——"

কিন্তু যত্ন ও ইচ্ছা করিলে সকলেই এরূপ কষ্টের কারণ দূরী ভূত করিয়া প্রভু ভৃত্য মধ্যের মধুর সম্বন্ধের রস আস্বাদন করিতে পারেন। কি উপায়ে এবং কি পথে চলিলে প্রভু ভৃত্য মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইতে পারে এ বিষয়ে মহাত্মা ব্যাসদেবের কএকটি উপদেশ বাক্য আছে। প্রস্তাবান্তরে সেই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণ সমিপে উপহার প্রদান করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

—:::—

সভ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার উপায়।

(৩য় সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠা হইতে)

উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে-যারযেভাব, সেই ভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধি মান ব্যক্তি অন্যকে স্বীয় মতে আনয়ন করিতে যত্ন করিবেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত উপদেশ বাক্য আমাদের স্বকপোল—কল্পিত নহে। নীতি শাস্ত্র কারেরা ও যে এরূপ ব্যবহারকে সমর্থন করেন ইহা উপরোক্ত বচনেই সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে

কিন্তু এইরূপ কঠিন পথ অবলম্বন করিতে এরূপ সতর্কতার সহিত প্রতিপদ নিক্ষেপ করা উচিত যে, কোন রূপ নিবুদ্ধিতার বা অসাবধানতার জন্য পশ্চাতে চাতুর্য্য প্রকাশ হইয়ানা পড়ে। ধীরে ধীরে ভাবিয়া চিন্তিয়া গল্পের ক্ষনিক বিরাম পর হটাৎ এক এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কথোপকথনের শ্রোত ফিরাইয়া স্বীয় লক্ষস্থলে আনিতে যিনি চেষ্টাকরেন তিনি সম্ভবত উদ্দেশ্য সাধনে সফল মনোরথ হইতে পারেন। একটি "টানা স্রোতে" অবিছিন্ন ভাবে গল্পের তরঙ্গকে যিনি আপনার ঘাটে অর্থাৎ অভিষ্ট স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। ইংরাজ কবি কাউপারের একটি কবিতা এস্থলে আমাদের স্বরণ হইল। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—

'আলাপ,যে কোন বিষয়ে কেন না লই তুলিয়া
বিশেষত ধর্ম্ম কথা পড়িলে আসিয়া
বর্ষনান্তে নদী সম বেগে বহা চাই
যন্ত্রে কুপোত্থিত বারি, প্রয়োজন নাই।' *
প্রকৃত পক্ষেও কূপ হইতে ঘড়া দ্বারা কায় ক্লেশে জল তুলিবার মত উদরের মধ্য হইতে বাক্য তুলিয়া গল্প করিতে উপস্থিত হইলে তাহা কখনই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর মধুর তরঙ্গের মত আনন্দ দায়ক হয় না। এবং কাযে কাযে সেরূপ বক্তার গল্পের ও তাদৃশ আকর্ষণী শক্তি থাকেনা। গল্পের আকর্ষণী শক্তি না-থাকিলে কথোপকথোনেব স্রোতকে ও স্বীয় ইচ্ছামত যথাস্থানে আনয়ন করা যায়না। অত-এব যিনি গল্পের স্রোতকে ফিরাইয়া আ-পন লক্ষ্য স্থানে আনিতে চেষ্টা করিবেন তাঁ-হাকে সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টিকরা আবশ্যক (ক্রমশ)

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

জাতীয় ধন ভাণ্ডার।

খঞ্জ ব্যক্তি পদের সাহায্য ব্যতীত কেবল চক্ষের সাহায্যে যেমন পর্ব্বত আরোহণ করিতে পারে না, তেমনি অর্থ বল ব্যতীত কেবল মাত্র বুদ্ধি বলের সাহায্যে একটি জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। আমরা কোথায় দেখিয়াছি স্মরণ নাই, কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে কোন রাজ পথে একটি অন্ধের স্কন্ধের উপর বসিয়া একজন খঞ্জ মহানন্দে চলিয়া যাইতেছে। অন্ধ পথ ঠিক করিতে পারে না এক পদ যাইতে দশ বার পড়িয়া যায়। খঞ্জ পথ ঠিক করিতে পারিলেও পদবল অভাবে চলিতে অক্ষম। দুই জনে এক বৃক্ষ তলেই বসিয়াছিল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় উভয়েই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া-ছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে বাকবিতণ্ডা ও কলহ বিবাদ করিয়া উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া প-ড়িতেছিল এমন সময় হটাৎ দুই জনেরই জ্ঞান উদয় হইল উভয়ে পরামর্শ করিল "আমরা এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিয়া কেন কষ্ট পাই? আইস আমরা দুই জনে এক দেহ হই!" এই বলিয়া দুই জনে যুক্তি করিয়া খঞ্জ অন্ধের স্কন্ধের উপর উঠিয়া বসিল; অন্ধ খঞ্জের উপ-দেশ অনুসারে চলিতে লাগিল। এইরূপে উভয়েই উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অনা-য়াশে ও অল্প সময় মধ্যে লক্ষ স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিল।

আমাদের এদেশীয় ধনি শ্রেণী এবং শি-ক্ষিত সম্প্রদায় বৃক্ষতলে বসিয়া আত্মকলহ কোন্দল, ও বাকযুদ্ধে দিন অতিবাহিত করিতে লিপ্ত না হইয়া যদি পরস্পরের সাহায্য গ্রহণে এক দেহ হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে যত্ন করিতেন তবে বঙ্গে আজি কি সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিত হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদের দুঃসময়ের ও দুর্দ্দি-

* But conversation, choose what theme we may,
And chiefly when religion leads the way,
Should flow, like waters after summer show'rs
Not as if raised by mere mechanic powers.
Cowper.

সার কথা বিস্মৃত হইয়া বিলাতের রাজনৈতিক মন্ত্রে দিক্ষিত হইয়া বিলাতের জমিদার সম্প্রদায়ের সহিত সে দেশের মধ্য শ্রেণীরসম্বন্ধ ও অবস্থা এদেশের উক্ত দুই শ্রেণীর অবস্থার সহিত সমান জ্ঞান করিয়া লইয়া তাহাদের অনুকরণে পরস্পর বিষ চক্ষে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ পাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর হইতে বিশেষতঃ ইলবার্ট বিলের ও রেণ্ট বিলের আন্দোলনের সময় হইতে এই বিরুদ্ধ ভাব পরস্পর মধ্যে ক্রমেই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। সামাজিক শান্তি ও সুনিয়ম ধ্বংশের ও ভয়ঙ্কর বিপ্লব সৃষ্টির সূত্র পাৎ, এই সামান্য দ্বেষাদ্বেষী ও মনান্তর হইতে যে ক্রমে ক্রমে জন্ম গ্রহণ করিতেছে এবং কোন কোন সংবাদ পত্রের পাতার বাতাসে যেতাহা ক্রমেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে ইহা অনেকেই দেখিয়াও দেখিতেছেননা।

সম্প্রতি কিছু দিবস হইল কলিকাতার প্রসিদ্ধ দুইটী সভার মুখ পত্র স্বরূপ দুই খানি বিখ্যাত ও বহুজন আদৃত সংবাদ পত্র পরস্পর প্রতি যেরূপ বিরক্তি প্রকাশ ও ঘৃণা কটাক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে স্বদেশানুরক্ত হৃদয় মাত্রেই দারুণ ব্যাথা ও কষ্ট অনুভব করিয়াছে উহাতে যে, ইহাই হইয়াছে এমত নহে। কেবলমাত্র একটী অতি প্রয়োজনীয় ও শুভ অনুষ্ঠানের অঙ্গে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে এবং সেই সদনুষ্ঠানের বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পক্ষে গুরুতর প্রতি বন্ধক জন্মাইয়াছে।

আমরা এই সৎ অনুষ্টান যে "জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার" সংস্থাপন বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি তাহা পাঠক অবশ্যই অনুমান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্য জগতে অর্থই প্রধান শক্তির স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পারিবারিক সুখ শান্তি ক্রয় হইতে রাজনৈতিক সত্ব ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া লওয়া পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই অর্থের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। এই কারণে এদেশের কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিতে সংকল্প করিয়াছেন এবং সংগৃহীত অর্থ এক স্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য "জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার" নামে একটি তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ অনুষ্টানের প্রয়োজনিয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে কাহাকে ও কোন কথা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক করে না কেন না বালকেও ইহা বুঝিতে পারে। তবে এস্থানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহার প্রয়োজনিয়তা সকলে বুঝিয়া থাকিলে আবশ্যকীয় ছয় লক্ষ টাকার মধ্যে এপর্য্যন্ত ষোল হাজার টাকাও কেন সংগৃহীত হইল না?" এপ্রশ্নের চারি প্রকারে উত্তর হইতে পারে।

১ম— যাঁহারা জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী পদ গ্রহণ করিয়াছেন হয়ত তাঁহাদের প্রতি সাধারণেরশ্রদ্ধা নাই।

২য়— অথবা ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহ হইতে পারে দেশে এ পরিমাণ অর্থ নাই।

৩য়— অথবা অর্থ আছে কিন্তু অর্থ দিতে কাহার ও ইচ্ছা নাই।

৪র্থ— কিম্বা যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে সেই সকল বিষ-

য়ের এতদূর গুরুত্ত নাই যে, তাহার জন্য সাধারণে অর্থ দিতে ইচ্ছা করে।

প্রথম হেতু আদৌ উল্লেখ করিবার উপযুক্ত নহে কেন না যাঁহারা আপনা আপনি জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাধারণে বিশেষ রূপে পরিচিত, উচ্চপদস্থ এবং কোন না কোন সম্প্রদায়ের নিকট অতিশয় পূজ্য ও সম্মানিত। ইহঁাদের কাহার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সাধারণ অর্থের অযথা ব্যবহার হইতে পারে ইহা কেহ স্বপ্নে ও মনে করে না। অতএব প্রথম কারণ কারণ মধ্যে গননীয় নহে।

দ্বিতীয় আপত্য ও যে মূল্য শূণ্য তাহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে কেন না ভারতবর্ষে যত লোকের বাস তাহাতে তাহারা যতই দরিদ্র হউক এক পয়সা হিসাবে সকলেই দিতে পারে এবংতাহা দিলেও প্রয়োজনীয় টাকার দশগুণ সংগৃহীত হইতে পারে।

তৃতীয় আপত্য ও অমূলক। কেন না ভারতবাসীরা কৃপণ নহে। যে জাতির জাতীয় গুণ মধ্যে দানশক্তি সর্ব্ব প্রধান সেই জাতি নিজের কার্য্যের জন্য ছয় লক্ষ টাকা দিতে কষ্ট বোধ করিবে ইহা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ও অকথ্য।

তবে কেবল চতুর্থ হেতুই খণ্ডন করিতে অবশিষ্ট থাকিতেছে। চারিটি ব্যতীত কারণ আমরা যখন অবধারণ করিতে পারি নাই এবং অপর তিনটির অযৌক্তিকতা যেরূপ উপরে অতি সহজে প্রমাণ করা গেল তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যদি কোন কারণে এই সদনুষ্ঠানের আশানুরূপ সুফল না ফলে তবে সেই কারণ এই যে, যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে তাহা গুরু নহে, তাহা অপেক্ষা ও গুরুতর বিষয় সকল ভারতবাসীদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে জাগ্রত রহিয়াছে। (ক্রমশ)

১২৯০ অব্দের প্রধান প্রধান ঘটনার
স্থুল বিবরণ।

বৈষয়িক তত্ত্বের প্রথম সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় গত মাস মধ্যে নূতন প্রয়োজনীয় আইন কানুন যাহা বিধি বদ্ধ হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভায় ও পার্লিয়ামেণ্টে ভারত বর্ষ বিষয়ক যে সকল আলোচনা হইবে তাহার বিবরণ ও অন্যান্য রাজ নৈতিক ঘটনার স্থুল সংবাদ যথা নিয়মে প্রকাশ করা যাইবে! দুর্ভাগ্য বশতঃ কয়েক মাস যাবৎ পত্রিকা প্রকাশ বন্দ থাকায় এক্ষণে সেই অতীত কয়েক মাসের মাসিক ঘটনার পৃথক বিবরণ প্রকাশের তাদৃশ আবশ্যক দেখা যায়না। এই কারণে আমরা ১২৯০ অব্দের প্রধান প্রধান ঘটনার স্থুল বিবরণ নানা সংবাদ পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ভারতীয় ব্যব্যস্থাপক সভা।

গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভায় ইলবার্ট-বিল লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্দোলন হইয়াছে। এই বিষয়ের শেষ মিমাংশা অতিশয় শোচনীয় ও সর্ব্বসাধারণের বিশেষ মন কষ্টের কারণ হইয়াছে বঙ্গীয় প্রজা সত্ব আইনের এখন ও চূড়ান্ত মিমাংশা হয় নাই। বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য প্রায়

সমস্ত প্রদেশেই আত্মশাসন বিধি বদ্ধ হইয়াছে। উপ-রোক্ত দুই তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন গুরুতর বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হয় নাই।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে রাজা শিবপ্রসাদ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং সৈয়দ আমীরআলি এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মণ্ডলিক নূতন সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যব্যস্থাপক সভা।

বঙ্গের মিউনিসিপাল আইন, ট্রামওয়ে আইন, কলিকাতা সহরের জল সরবরাহ আইন, হাবড়া ও রাজধানীর পুলিষ আইন ইত্যাদি কয়েকটি আইন পাস হইয়াছে। যে সকল আইনের পাণ্ডুলিপি পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত ড্যাম্পিয়ার সাহেবের প্রস্তাবিত বাঁটোয়ারা বিষয়ক বিধিই প্রধান।

পার্লিয়ামেণ্ট ও বিলাতে ভারত বিষয়ক আলোচনা।

বিলাতে ভারতবর্ষ বিষয়ক আলোচনা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বিলাতের নানা স্থানে ভারত বর্ষীয় ফৌজদারি আইন সংশোধনের বিধি অথবা প্রজাসত্ব বিধির তর্ক লইয়া বৃহতী সভা সকল আহূত হইয়াছিল এবং বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে, ব্রাইট ওডনেল. স্লাগ, ব্যাক ষ্টার, প্রভৃতি মহাত্মাগণ অনেক সময়েই ভারত কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং লর্ড কিম্বার্লি, নর্থ ব্রুকহার্টিংটন ক্রস প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ ভারতের বর্তমান শাসন প্রনালীর অনুকূলে এবং লর্ড লিটন, সালিসবেরি. নর্থকোট প্রভৃতি কনসারভেটীব প্রধানগণ ভারতের বর্তমান শাসন প্রনালীর প্রতিকুলে মত প্রকাশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলে মুহূর্ত্ত জন্য ও মৌন থাকেন নাই।

ভারতে রাজ নৈতিক আন্দোলন।

১২৯০ অব্দে ভারতবর্ষে বিশেষত বঙ্গদেশে যেরূপ রাজ নৈতিক আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়া ছিল অনেকে বলেন এরূপ তরঙ্গ ইংরাজ রাজত্য স্থাপন হইয়া অবধি উঠে নাই। যাহাহউক সিপাহী বিদ্রোহ পর হইতে সর্ব্বসাধারণ মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ের আন্দোলন ও আলোচনা এতদূর বিস্তারিত ও প্রশস্ত ভাবে হইতে আর কখন দেখাযায় নাই গত বর্ষের ঘটনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনেক গভীর ও ভবিষ্যত চিন্তাশীল মহাত্মা ও আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং এদেশে নূতন যুগের যবনিকা উন্মোক্ত হইয়াছে বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৎসরের আরম্ভে নব্য ভারত লিখিয়াছিলেন—

" ভারত ইতিহাস লেখকগণ কলম ধরিয়া লিখুন— ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' নামে অভিহিত হইল। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে পৃথিবী বুঝিবে— প্রকৃত পক্ষেই ভারত বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারত' নামে পৃথিবীর কাহিনীতে আখ্যাত হইয়াছে।"

ইহা পাঠ করিয়া প্রবীন সাধারণী লেখকের উচ্চ আশার প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়া হতাশের হাসি হাসিয়াছিলেন কিন্তু আজি তাঁহারও হৃদয়ে এই নব ভাবের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে। আজি তিনিও নব উৎসাহে উৎসাহীত হইয়া বলিতেছেন— "বোধ হয়, বঙ্গ ভূমে নবযুগের অভ্যুদয় হইতেছে।"

ভারত সভা কর্তৃক "জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার" স্থাপন, ও ঐ সভা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি সভার এক অধিবেশন ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের উদ্দেশ্যে "ইণ্ডিয়ান— ইনষ্টিটিউসন" নামক একটি নূতন সভা সংস্থাপন, মান্দ্রাজে "মহাজন সমিতি" নামক একটী সভা স্থাপন এবং ঐরূপ স্থানে স্থানে আর ও দুই একটি সভা সমিতি সংস্থাপন হইয়াছে আত্মজীবন রক্ষা করিতে মানুষ যেমন ব্যাগ্রহয় তদ্রূপ ব্যাগ্রতার সহিত ব্রিটিস ওিয়া সভা ও পরোপকার করিতে মানুষের যেমন মহত্ব প্রকাশ হয় তদ্রূপ মহত্ব প্রকাশ করিয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিএসন প্রজাসত্ব আইন লইয়া নিজ নিজ সাধ্যমত মনে প্রাণে আন্দোলন করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে এদেশের অন্যান্য সভাও আপন আপন উৎসাহ ও সজীবতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। সংক্ষেপে আমরা ইহাই বলিতে পারি ১২৯০ সনে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসেক এক নব অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে।

দাবা বা চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

তাসপাশা প্রভৃতি সময় ধ্বংস কারী ক্রীড়ার প্রতি আমাদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা। কেন না ইহাতে শারীরিক শ্রম, কিম্বা মানসিক শ্রম কিছুরই আবশ্যক হয় না। কাযে কাযে এদুয়ের কিছুতেই স্ফূর্ত্তি হয় না। অলসতা বৃদ্ধি ও অর্থনাশ মাত্র এই শ্রেণী ক্রীড়ায় লিপ্ত হইবার পুরস্কার। কেবল ইহা নহে পাশা ক্রীড়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ। মহাভারত ও মনুসংহিতার অনেক স্থানে পাশা বা দ্যূত ক্রীড়ার নিষেধ বিধি দেখা যায় বিরাট পর্ব্বের এক স্থানে লিখিত আছে।——

বিত্তে দ্যূতেন রাজেন্দ্র বহু দোষেণ মানদ।
দেবনে বহবো দোষাস্তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

দ্যূত বা পাশা ক্রীড়ায় অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছেন। কেন না এই শ্রেণীর ক্রীড়া এত নিরস যে ইহার নিজের আদৃশ আকর্ষণ শক্তি না থাকায় অর্থ দ্বারা আকর্ষণ ও মত্ততা শক্তি জন্মাইয়া লওয়া আবশ্যক করে। কিন্তু চতুরঙ্গ ক্রীড়ার এসকল কোনই দুর্ভাব নাই। পক্ষান্তরে চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় অত্যন্ত মানসিক শ্রমের আবশ্যক করে। এবং এই কারণে এই ক্রীড়া প্রত্যক্ষভাবে যেমন বিশুদ্ধ আমোদ দেয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ ভাবে যাঁহারা ক্রীড়া করেন তাঁহাদিগকে চিন্তাশীল করিয়া তোলে ও একাগ্রতা শিক্ষা দেয়। এক বিষয়ে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিবার অভ্যাস করাইতে জ্যামিতি শাস্ত্র যেমন উৎকৃষ্ট, অনেকের মতে চতুরঙ্গ ক্রীড়াও প্রায় তদ্রূপ উৎকৃষ্ট। ফল গৃহে বসিয়া যে সকল ক্রীড়া করা যাইতে পারে তন্মধ্যে চতুরঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমরা এই জন্য সর্ব্বাগ্রে চতুরঙ্গ ক্রীড়া সম্বন্ধে এই পত্রিকায় আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

চতুরঙ্গ ক্রীড়া কোথায় কত দিন হইল প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল এই বিষয়ের উত্তর সংগ্রহ করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। সাহেবেরা বলেন প্রথমত এই ক্রীড়া ইটালিতে সৃষ্টি হয়। মুসলমানেরা বলেন চিনে প্রথম এই ক্রীড়া প্রচলন হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট আমরা শুনিয়াছি লঙ্কায় রাণী মন্দোদরী রাবণের জন্য দেবগণের আদেশে এই ক্রীড়া সৃষ্টি করেন কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমরা উপরোক্ত বাক্যের কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে মহাভারতের একস্থানে এই ক্রীড়া সম্বন্ধে কয়েকটী কবিতা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু ইহ দ্বার এই ক্রীড়ার সৃষ্টির কোন তত্ত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যদিও কত দিবস হইল এই চমৎকার ক্রীড়া সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই কিন্তু এই ক্রীড়ার এদেশে যে নাম, পারস্য দেশে যেনাম, ইটালিতে যেনাম, ফরাসিতে যেনাম, এবং ইংরাজিতে যেনাম ব্যবহার দেখা যাইতেছে তাহা দ্বারা আমরা একটি বিষয় স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

স্থানাভাব বশতঃ এই সংখ্যায় পত্র প্রেরক গণের পত্রের উত্তর, প্রাপ্তি স্বীকার, ও প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা প্রকাশ করা যাইতে পারিল না।

৪র্থ সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বের সূচি পত্র।

এই পত্রিকা তাহিরপুর তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য সুলভ সংস্করণ, ২৷০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ॥০ আনা।

(সুলভ সংস্করণ)

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায় কৃষি, বিজ্ঞান গার্হস্থ্যজ্ঞান,
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক

সচিত্র

মাসিক পত্র।

১ম ভাগ] [৫ম সংখ্যা

তাহিরপুর।

তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাদ্র ১২৯১

বৈষয়িকতত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

"বৈষয়িকতত্ত্ব" নামে যে একখানি মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং উপজীব্যের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা একটী মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ইহার উপজীব্য কেবল গ্রাহকবর্গের অনুগ্রহ মাত্র নয় প্রসিদ্ধ তাহিরপুরনগরস্থিত দাতব্য কৃষিকার্য্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও ইহার সম্ভাবিত দীর্ঘ আয়ুষ্মত্তার একটি হেতু। * * অতএব কোন একখানি পত্রিকাও যদি সে দিকে যত্ন করিবার নিমিত্ত অবসর পায়, এবং করিতে পারে, তবে একটী প্রকৃত অভাবই মোচন হইবার আশা জন্মে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং বৈষয়িকতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য অনুভব করিয়া আমরা এই পত্রিকার আবির্ভাব দর্শনে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম" (এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)।

"স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তন করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং এক বিষয়ে এই পত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন জিনিষ। বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য; প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক শিখা যায়" (বঙ্গবাসী)

—বঙ্গের বৈষয়িক উন্নতি এই পত্রের প্রধান লক্ষ্য সুতরাং ইহাতে রাজনীতির প্রচুর সমালোচনা থাকিবে। সমাজনীতি ও সামাজিক প্রথার দোষগুণের আবশ্যকমত আলোচনা থাকিবে। সম্পাদক দেশের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় অবধারণ করিতে ও লাভকর কৃষি ব্যবসায় শিক্ষাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যত্ন করিবেন। + + এই সুদীর্ঘ সমালোচনায় পাঠকবর্গ অবশ্যই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৈষয়িকতত্ত্বে কিরূপ উপকরণ থাকিবে এবং কিরূপ প্রকরণ পদ্ধতিতে ইহা প্রকাশিত হইবে। এইরূপ পত্রের জন্য বৈষয়িক লোক বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে বৈষয়িকতত্ত্বের বহুল প্রচারে যে আমাদের দেশের অনেক উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দুই রূপ মুদ্রণ বা সংস্করণ থাকিবে। সুলভের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আড়াই টাকা। অন্য সংস্করণ পাঁচ টাকা। ইহাতে প্রতি মাসে চৌকা বড় পেজির ৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে। এমন জিনিষ আড়াই টাকায় বাস্তবিকই সুলভ বলিতে হইবে।

লেখা আগা গোড়া বেশ পরিষ্কার। শব্দের আড়ম্বর নাই, ভাবের জটিলতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার হয়, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা; সেই জন্য আমরা ও গাঁথনির নমুনা স্বরূপ আমরা প্রথম প্রবন্ধের মুখভাগ উদ্ধৃত করিলাম।" (সাধারণী)

"পত্রিকাখানি চালাইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।" (বর্দ্ধমানসঞ্জীবনী)

"বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বৈষয়িকতত্ত্বের লেখা অতি সরল এবং সুখবোধ্য। এই পত্রিকাখানির একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী প্রথম সংখ্যায় যে কয়েকটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম" (হালিসহরপ্রকাশিকা)

"আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য দেখিয়াই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে প্রত্যুত উহা পাঠ করিয়া অধিকতর আহলাদিত হইয়াছি। ইহার প্রায় সকল প্রস্তাবই সুপাঠ্য ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। লেখকেরা যে চিন্তাশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও দেশহিতৈষণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই পত্রিকার কৃতকার্য্যতা যে প্রার্থনীয়, তাহা বলা বাহুল্য" (হিন্দুরঞ্জিকা)

"বৈষয়িকতত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান্ হইবে। কল্পনা প্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র উদ্ঘাটীত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য" (সঞ্জীবনী)

"ইহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। এখানি যাহাতে দীর্ঘায়ু হয় বঙ্গবাসীর তদপক্ষে বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত" (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

"ইহার কলেবর বৃহৎ। এরূপ বৃহদায়তনের মাসিক পত্র এখন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না।" (রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ)

The two numbers are well written and deserve great credit we can certify that the magazine will be a success if regularly conducted and hope thet every educated youths of Bengal who are nicknamed as service hunters will do a great good to them elves and to their country if they read it (The Indian Opinion)

বৈষয়িক তত্ত্ব।

—০:*:০—

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। | তাহিরপুর—(রাজসাহী) | ৫ম সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণকরা হইয়া থাকে। এবং পাঠক ও লেখক গণের স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয় বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ীত্ব স্বীকার করিনা।

২। শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত ও মতা সকল সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এতদ্বিষয়ক সকল তত্ত্বই যে অভ্রান্ত হইবে ইহা কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না। কেহ কোন ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, এবং যাঁহারা এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিষয়ে নিজে কার্য্যতঃ লিপ্ত হইয়া দেখিবেন তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

৩। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বহুল রূপে প্রচার করিতে চেষ্টাকরাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িতত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করিনাই বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিছু কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী গণ সাধারণের হীতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

—+—

শিল্প, ব্যবসায় কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

ব্যাঙ্ক ও জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী।

কিছু দিবস হইল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ অর্থনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ষ্টেটসম্যান সম্পাদক দেশীয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদক মণ্ডলী প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া বলিয়াছিলেন যে এদেশীয় সম্পাদকগণ এক্সচেঞ্জ রেলওয়ে পাবলিক ষ্টক প্রভৃতি টাকা কড়ির বিষয়ে আলোচনা করিতে বড়ই অনভ্যস্ত। সঙ্গত রূপে এই অভিযোগটি দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা যাইতে পারে কি না তাহা ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক অপেক্ষা যাঁহারা বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা অধিক বিবেচনা করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দূরে থাকুক 'বান্ধব' 'ভারতী' প্রভৃতি সাহিত্য, দর্শণ, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় যে সকল মাসিক পত্র সদা সর্ব্বদা

লিপ্ত থাকেন, তাঁহারাও 'একস্‌চেঞ্জ' ও 'ব্যাঙ্কিং' বিষয়ে কিরূপ দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক অবগত থাকিতে না পারেন কিন্তু বঙ্গীয় পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন।

যদিও আমরা উপরে ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের ভ্রম প্রদর্শন করাইবার জন্য এই কয়েকটি কথা বলিলাম কিন্তু তিনি যে সৎ অভিপ্রায়ে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে এই সকল গুরুতর বিষয় লইয়া এদেশে সংবাদ পত্রে যেরূপ আলোচনা হওয়া আবশ্যক তাহা যে সম্পূর্ণ হয় না ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। উত্তর কেন্দ্রের নিকটে একটি নূতন নক্ষত্র দেখা দিয়াছে, অথবা এমেরিকার এক প্রান্তে একটী নূতন ত্রিপদ বিশিষ্ট জীব আবিস্কৃত হইয়াছে এরূপ দূরপ্রয়োজনীয় সংবাদাবলী অপেক্ষা আশু প্রয়োজনীয় অর্থ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা যে বঙ্গীয় পাঠকগণের অধিক প্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য ইহা বলাই অতিরিক্ত। বঙ্গদেশ প্রতি মুহূর্ত্তে যেরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা দেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা করাই সকলের অগ্রে কর্ত্তব্য। রক্ত শূণ্য হইয়া পড়িলে যেরূপ মানুষ দুর্ব্বল হইয়া যায় তেমনি অর্থ শূন্য হইয়া পড়িলে যে কোন জাতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয় ইহা সকলেরই জ্ঞাত থাকা কর্ত্তব্য। ইংরাজ জাতি জগতে শ্রেষ্ঠ। কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ! সকলেই জানেন অর্থ বিষয়ে জগতে ইংরাজ জাতির ন্যায় ধনী নাই। কাজে কাজে ইংরাজ জাতি অদ্য সমস্ত সভ্য জাতিরূপ নক্ষত্র- লোকে ধূমকেতু স্বরূপ হইয়া স্বীয় উজ্জল লাঙ্গুল গগণের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত লোকের চক্ষু চমকিত করিয়া দিতেছেন।

উপরে আমরা বলিলাম রক্ত শূণ্য হইলে যেমন মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে অর্থ শূণ্য হইলে তেমনি জাতি বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশ এক্ষণে এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, অনেকে বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ চিন্তিত ও ভীত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রয়োজন বশতঃ গবর্ণমেণ্ট টাকা ঋণ করিতে উপস্থিত হইল এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে কোটি টাকার টেণ্ডার অর্থাৎ ঋণ দানের প্রার্থনা পত্র চক্ষের নিমিষে গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইতেন। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল গবরর্ণমেণ্টের পোর্ট কমিশনরের একটি কার্য্যের জন্য দশপনের লক্ষ টাকা ঋণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, এই সামান্য টাকা সংগ্রহ হইবে না নিশ্চয় জানিয়া অন্য ফণ্ড হইতে টাকা দিবার জন্য ইণ্ডিয়া গবরর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। কলিকাতার বেঙ্ক অব বেঙ্গলের ইতোমধ্যে দশ টাকা এগার টাকা সুদের হার উঠিয়াছিল। কলিকাতার টাকার বাজার এরূপ অসম্ভব উচ্চে উঠিতে আমরা আর কখন দেখিয়াছি স্মরণ হইতেছে না। সম্প্রতি বিলাতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সংক্রান্ত সভায় বিলাতের একজন প্রধান রাজ পুরুষ এদেশের অর্থ যে সমস্ত এককালে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছেন। অধিক বলিবার আবশ্যক কি প্রত্যেক বঙ্গবাসী আপন আপন সিন্ধুকের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেই দেশ যে কিরূপ এক কালিন অর্থহীন হইয়া গিয়াছে সহজে বিবেচনা করিতে পারিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায়ে দেশের অর্থ বৃদ্ধি হইতে পারে ইহা প্রত্যেক বঙ্গ বাসীরই

চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। চিন্তা করিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে ব্যাঙ্ক ও জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী স্থাপন দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য যেরূপ সাধিত হইতে পারে এরূপ আর প্রায় কিছুতেই হয়না। বৈষয়িকতত্ত্বের প্রথম সংখ্যা হইতে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই আমরা দশজনে মিলিয়া ব্যবসায় করিবার সুবিধা ও উপকারিতার বিষয় বারম্বার পাঠকগণকে জানাইয়া আসিতেছি। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী আর কিছুই নহে কেবল দশজনে একত্রিত হইয়া একস্থানে দশের টাকা রাখিয়া সেই টাকা দ্বারা তেজারতি কারবার বা কোন প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করা মাত্র। বিলাতে এইরূপ শত সহস্র কোম্পানী আছে। বিলাতে এইরূপ দশজনে একত্রিত হইয়া যে সকল কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যাঁহারা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় নাকরিয়া নগদ টাকার 'লওয়া দেওয়া' কার্য্য করেন অর্থাৎ যাঁহাদের কারবার ব্যাঙ্ক নামে অবিহীত হয় তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আয়ারলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড ব্যতীত কেবল ইংলণ্ডে টাকা ঋণ দিবার ও আমানত রাখিবার জন্য অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের কার্য্য করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ প্রায় চারিশত কোম্পানী আছে এবং তাহাদের সাখা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানী ও প্রায় সাড়ে আটশত আছে। অন্যরূপ ব্যবসায়ের অপেক্ষা এইরূপ ব্যাঙ্ক সকলের দ্বারা দেশের অধিক উপকার হয়। এই রূপ ব্যাঙ্ক সকলের মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির নাম তাহাদের মূলধন ও লাভালাভের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

কোম্পানীর নাম	মূলধন	প্রতিঅংশ	[illegible]কবের পূর্ব্ব বৎসর প্রতি অংশ শত করা যে লাভ হইয়াছে
ক্যাপিটাল ও কাউনটি ব্যাঙ্ক	১৭৫০০০০০	৫০	১৮
কার লাইসলি সিটি ঐ	৫০০০০০০	২৫	১৫॥০
কার লাইসলি ব্যাঙ্কিং কোং	৪০০০০০০	২০	২০
কলনিয়াল ব্যাঙ্ক চারটারড়	২০০০০০০০	১০০	১৬
কলনিয়াল ঐ সিডনি	*	২৫	২৫
কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক স্কটলণ্ড	৫০০০০০০০	১০০	১৩
কাউনটি অব ষ্টাফোর্ড ব্যাঙ্ক	৮০০০০০০	৫০	১৫
ক্রভেন ব্যাঙ্ক	১২০০০০০০	৩০	১৫
কাম্বার লেণ্ড ইউনিয়ন	৬০০০০০০০	৩০	১৮
ন্যাশনেল প্রভিন্সল ব্যাঙ্ক	১২০৩১৫০০০	১৫এবং৬০	২০
নর্থ ও সাউথ ওয়েল্স ঐ	১৪০০০০০০	৪০	১৭॥০
পার ব্যাকিং কোম্পানী	২৫০০০০০০	১০০	১৭॥০
ব্যাঙ্ক অব নিউসাউথ ওয়েলস	১০০০০০০০	২০	১৭॥০
ঐ ঐ নিউ জিলণ্ড	১০০০০০০০	১০	১৬
ঐ ঐ ওয়েষ্ট মরলেণ্ড	২৫০০০০০	১০০	১৭॥০
বাঙ্ক এবং অবমন্ ইউনন	৬০০০০০০	২৫	২০
মেঞ্চেষ্টার ও কাউনটিব্যাঙ্ক	৫০০০০০০	১০০	১৫
ঐ এবং ডিঃ ব্যাঙ্ক কোং	[illegible]৪৩০০০০০	৬০	২০
লেন চেসটার ঐ	৩০০০০০০	২৫	২৪
লণ্ডেড ব্যাঙ্কিং কোং	৩০৬২৫০০০	৫০	২০
লণ্ডন ওয়েষ্টমিনষ্টর ব্যাঙ্ক	১৪০০০০০০০	১০০	১৮
হল ব্যাঙ্কিং কোম্পানী	৮০০০০০০	২০	১০
আইলস অবমেন ঐ	১৫০০০০০	১০	২৫
হোয়াইটহেবন জয়েণ্টষ্টক	৩০০০৬০০	১০০	৩৩।/৫

পাঠক মনে করিবেন না যে এই তালিকাতেই বিলাতের সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ও তাহাদের লাভালাভের হিসাব দেওয়া হইল। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বিলাতে এক সহস্রের ও অধিক ব্যাঙ্ক আছে। আমরা উপরের তালিকার মধ্যে অতি বড় বড় অনেক ব্যাঙ্কের নামই উল্লেখ করি নাই। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের মূল ধন চৌদ্দ কোটি টাকার ও অধিক। এদেশে যেমন গবরর্ণমেণ্টের নোট চলে বিলাতে এই সকল প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের তেমনি নোট নগদ টাকা কড়ির মত দেশে বিদেশে চলিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক অব

ইংলণ্ডের ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে আমরা দেখিতে পাইতেছি ঐ বর্ষের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩৬৯৫৬০০০০ টাকার ইহাঁদের নিজের ছাপা করা নোট নানা দেশে চলিতে ছিল। বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের এত দূরই নাম ও মান সম্ভ্রম এবং ইহাদের প্রতি সাধারণের এতদূরই বিশ্বাস।

কিন্তু এই সকল অর্থ-সমুদ্র ব্যাঙ্ক একজনের বা দুই জনের সম্পত্তি নহে। কোটী কোটী লোকের এক এক মুষ্টি টাকা একত্রিত করিয়া এই সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। এবং ইহা দ্বারা কোটী কোটী অংশিদার বিনা কষ্টে বিনা শ্রমে তিন মাস ছয় মাস বা বৎসর পর নিজ নিজ লাভের অংশ আপন গৃহে বসিয়া পাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ব্যাঙ্ক দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে অসংখ্য লোকের উপকার এবং জাতীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের অসীম শ্রীরদ্ধি সাধন হইতেছে। জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর লাভ ও সুবিধা কত এবং দশে মিলিয়া ব্যবসায় করিবার সুখ ও গৌরব কত তাহা আমরা বঙ্গবাসী আমরা কবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব?

আমাদের দেশে বগুড়া, যশোর, সেরপুর, ঢাকা ত্রিপুরা, প্রভৃতি স্থানে 'লোন আফিস' ও ময়মন সিংহ গ্রেট ইষ্টারণ এবং বেঙ্গল এক্সচেঞ্জ কোম্পানী প্রভৃতি বাঙ্গালি দ্বারা চালিত সর্ব্ব সুদ্ধ২০। ২২টী মাত্র ব্যাঙ্ক আছে।

আমরা অনেক কষ্টে ও উপরোক্ত ব্যাঙ্ক সকলের অংশপ্রতি শতকরা কাহার কত লাভ হয় ইহা সংগ্রহ করিতে পারিনাই। সংবাদ পত্রিকায় আয় ব্যয়ের ও লাভালাভের হিসাব প্রকাশ হইলে যে কারবারের বিশেষ সুবিধা হয়, ইহা হয়ত এদেশীয় অনেকেই বিবেচনা করিয়া দেখেন না। সাহেবেরা অর্থ ব্যয় করিয়া সংবাদ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া আপন আপন কার্য্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় এদেশীয় কোন কোন কোম্পানীকে পত্র লিখিয়া ও আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি নাই।

এদেশে দেশীয়দিগের দ্বারা চালিত এই সকল ব্যাঙ্ক ব্যতীত ইংরাজদিগের দ্বারা চালিত কয়েকটী বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। তন্মধ্যে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। গত ৩০শে জুন যে ছয় মাসের শেষ হইয়াছে সেই ছয় মাসের লাভালাভের হিসাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি এই ব্যাঙ্কের অংশিদারদের শত করা দশ টাকা হিসাবে লাভ দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্ব সুদ্ধ এই ছয় মাসে ইহাদের ১৬১২৫২০ টাকা লাভ, তন্মধ্যে দশ টাকা শত করা হিসাবে অংশিদারগণকে দিতে ১০০০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। রিজার্ভ ফণ্ডে ১৫০০০০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে। তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা বর্ত্তমান ষাম্মাসিক হিসাবে বার করিয়া আনা হইয়াছে। বম্বে ও মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের হিসাব ও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাব বশতঃ এবার তাহার বিবরণ প্রকাশকরা যাইতে পারিল না।

বিলাতের কথাদূরে থাকুক এদেশে সাহেবেরা কিরূপ বিস্তৃত ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা পাঠক দেখিলেন। আমাদের দেশ যে অতি দরিদ্র তাহা সত্য। কিন্তু দশ টাকা কি পাঁচ টাকা অংশ অবধারণ করিয়া উপযুক্ত লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হইলে এবং তাহার মধ্যে দেশের প্রধান ২ লোক লিপ্ত থাকিলে তাহা কখনই ক্রীড়ার সামগ্রীরূপে পরিণত হইতে পারেনা এবং তাহাদ্বারা প্রচুর লাভ ভিন্ন ক্ষতির আসঙ্কা করিবার কোনই কারণ থাকেনা। কিরূপ উপায়ে এইরূপ ব্যাঙ্ক এদেশে সংস্থাপিত হইতে পারে প্রস্তাবান্তরে আমারাই তাহার আলোচনা করিব।

জল জলের ব্যবহার ও

জল পরিষ্কার করণের নানাবিধ কৌশল।

জলের অন্য নাম জীবন। প্রকৃত প্রস্তাবে জলের সহিত জীবনের যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেবল এক বায়ু ব্যতীত অন্য কিছুরই সহিত জীবনের তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নহে। নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বারি ব্যবহারে শরীরের যে রূপ অপরিমিত উপকার হয় দোষিত ও অপরিস্কৃত বারি ব্যবহারে শরীরের তেমনই ভয়ঙ্কর অপকার হইয়া থাকে। আমাদের যত পীড়া হয় তাহার অর্দ্ধেকের ও অধিক কেবল কদর্য্য জল ব্যবহার হইতে উৎপন্ন হয়। বিশুচিকা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পীড়ার সংক্রামক শক্তি জলের দ্বারা যেরূপ নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এরূপ আর অন্য কোন পদার্থের সহযোগেই হয় না। বর্ষাকালে এদেশের সমস্ত নদ নদীর জল কদর্য্য হয় সঙ্গে সঙ্গে পীড়ার ও আক্রমণ সে সময় তেমনি ভয়ঙ্কর হয়। এই সকল কারণে মফঃস্বলে যে সকল সাহেব থাকেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই" বাংলায়" এক একটি জল পরিস্কারের কল থাকে। তাঁহারা কলে শোধিত না করিয়া কখনই জল ব্যবহার করেন না। অনেক ইংরাজ এরূপ অধিক সতর্ক যে, ম্যালেরিয়া দোষিত প্রদেশে যাইলে প্রাণান্তেও তাঁহারা জল ব্যবহার করেন না। বিয়ার প্রভৃতি জলবৎ মদ্য বা সোডাওয়াটর দ্বারা পিপাসা শান্তি করিয়া থকেন। আমরা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোক হইয়া আমাদের প্রাণতুল্য জলের সহিত চির শত্রুতা করিয়া সাহেবদের অনুকরণে কেবল বিয়ার লইয়া জীবন ধারণ করি এরূপ আমাদের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু সাহেবেরা যে রূপ সতর্ক হইয়া জল ব্যবহার করেন আমাদের ও (বিশেষত আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন তাঁহাদের) তেমনি সতর্ক হইয়া পানীয় জল পরিস্কার ও বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য ইহাই আমাদের বক্তব্য। কলিকাতার কলের জল কত পরিস্কার তাহা সকলেই জানেন কিন্তু কলিকাতার প্রধান প্রধান সাহেবেরা এহেন কলের জলও আবার আপনার গৃহে ফিলটারে পরিস্কার করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করেন। প্রকৃত পক্ষে পানীয় জল সম্বন্ধে এই রূপ সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোক এই অতি প্রয়োজনীয় ও সদা ব্যবহার্য্য বস্তুর প্রতি যেরূপ অবহেলা ও উদাসীনতা প্রকাশ করেন এরূপ আর কিছুতেই করেন না। পরিস্কার জল যে স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্তই আবশ্যক এবং দোষিত জল যে আমাদের শরীরের এবং জীবনের ঘোর অনিষ্ট কারী তাহা আমরা একবার ভ্রমেও চিন্তা করিনা। পীপাসার সময় পথ পার্শ্বের অর্দ্ধেক কাদা মিশ্রিত অর্দ্ধেক গলিত ঘাস পাতা আবর্জ্জনা মিশ্রিত জল পান করিতেও আমরা সঙ্কিত হইনা। আমাদের রন্ধন গৃহের কার্য্য, অর্দ্ধ ক্রোশ মধ্যে নদী থাকিলেও রন্ধন গৃহের নিকটস্থ

যে কোন অপরিস্কৃত ক্ষুদ্র পুস্করিণীর জলেই শেষকরা হয়। নিকটে কোন প্রকার জলাশয় পাইলে আমরা একটু দুরস্থিত নদী বা অন্য কোন ভাল জলাশয় হইতে জল আনাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত হইনা। অল্প শ্রম বা অল্প অর্থ ব্যয়ে কৃপণতা প্রকাশ করিয়া আমরা যে অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হই ভবিষ্যতে তাহাতে আমাদের কত কষ্ঠ স্বীকার ও কত অর্থব্যয় করিবার আবশ্যক হয় তাহা আমারা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিনা। বলা বাহুল্য আমাদের সদা ব্যবহার্য্য জল ও পানীয় জল সম্বন্ধে যদি আমরা কথঞ্চিত সতর্কভাব অবলম্বন করি এবং পরিস্কার জলের জন্য একটু শ্রম ও কিছু কিঞ্চিত অর্থব্যয় স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি তবে অনেক সময়েই আমরা কঠিন কঠিন পীড়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি।

কিন্তু এস্থলে কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে পানীয় জল বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া পান করা কর্ত্তব্য বুঝিলাম এবং দূষিত জল পানে নানাবিধ পীড়া হয় ইহাও স্বীকার্য্য কিন্তু এদেশবাসিরা ইংরাজ দিগের মত ধনী নহে, প্রতি গৃহস্তের বাড়িতে বাড়িতে এক একটি জল পরিস্কারকরনযন্ত্র থাকিতে পারে ইহা বঙ্গের ন্যায় দীন দরিদ্র দিগের উপযুক্ত কথা নহে। আমরা এরূপ বাক্যের প্রতিবাদ করিনা; আমরাও বিশেষ রূপে জানি দরিদ্র বঙ্গের এক চতুর্থাংশ লোকের অবস্থাও এরূপ সৌভাগ্য পূর্ণ নহে যে, পানীয় জল পরিস্কার করিবার জন্য ২০ ২৫ টাকা মুল্যের একটি বিলাতি জল পরিস্কার করিবার যন্ত্র অনায়াশে ও বিনা কষ্টে ক্রয় করিতে পারেন। এদেশে এমন লোক বহুতর আছেন যাঁহারা প্রতি দিবস মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া—সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শারীরিক শ্রম করিয়া বৎসর কুড়িটি টাকাও সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে কুড়ি টাকা ব্যয় করিয়া একটি ফিলটার ক্রয় করিতে পারা অসম্ভব সত্য। কিন্তু পরিস্কার করিয়া জল পান ও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ইহা মনে ধারনা হইলে কুড়ি টাকা ব্যয় করিয়া ফিলটার ক্রয় করিয়া তবে জল পরিস্কার করিয়া লইবার কোন আবশ্যক থাকেনা; অন্য অনেক সহজ ও সুলভ উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন করা যাইতে পারে। সেই সকল উপায় কি পশ্চাতে আমরা তাহার উল্লেখ করিব।

মন্দ জল ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ইহা পাঠকের হৃদয়ে বিশেষ করিয়া ধারনা করাইবার জন্য অগ্রে এই সম্বন্ধে আমরা এত কথা বলিলাম। মন্দ জল ব্যবহার করা যে অতি অনিষ্টকর কার্য্য ইহা এতদুর সাধারণ কথা যে, ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। তথাপি এবিষয় উল্লেখ করিবার কারণ এই যে দোষিত জল ব্যবহার করা অনিষ্টকর জানা সত্বেও অনেকে এ বিষয়ের প্রতি অবহেলা করেন। যাঁহরা অবহেলা করেন না তাঁহাদের মধ্যে আবার হয়ত

অনেকে দোষিত জলকে দোষিত জল বলিয়া মনে না করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এইরূপ ভ্রমে যে কত জনে পতিত হয়েন তাহার দৃষ্টান্ত স্থলে দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সর্ব্বসাধারণেই নদীর বিশেষতঃ প্রবাহীত নদীর জলকে সকল দোষ হইতে মুক্ত বিবেচনা করেন; এবং প্রখর বেগবতী এবং বালুকাগর্ভ নদীর জল ব্যবহার করিতে কোনই আশঙ্কার কারণ দেখেন না। কিন্তু পাঠক হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন আয়ুর্ব্বেদ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর জল মাত্রেই ত্যাগ করিতে বারম্বার উপদেশ করিয়াছেন। যথা

'নাদেয়ং বারি নাদেয়ং বসন্তগ্রীষ্ময়োর্বুধৈঃ
বিষবদ্ধনরক্ষাণাং পত্রাদৈ্যদূর্ষিতং যতঃ
ঔদ্ভিদং বান্তরীক্ষংবা কৌপং বা প্রাবৃষিস্মৃতম্'

এস্থলে 'নাদেয়ং' শব্দ নদীর জল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যেহেতু উক্ত আছে।

'নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতম্'

কেবল এই দুই সময় নদীর জল ব্যবহার করিতে নিশেধ এমত নহে। কোন কোন নদী, প্রশ্রবনাদির জল সকল সময়েই অব্যবহার্য্য। কেন না দেশ ভেদে মাটির দোষ গুণের সহিত জলেরও দোষগুণ জন্মিয়া থাকে। চিকিৎসা গ্রন্থেও আছে——

'নদীসরস্তড়াগস্থে কূপপ্রস্রবণাদিজে।
উদকে দেশভেদেন গুণান্ দোষাংশ্চ লক্ষয়েৎ'॥

নদীর জলের ন্যায় বৃষ্টির জল সম্বন্ধেও সাধারণের একটি অতি আশ্চর্য্য কুসংস্কার আছে। বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ এবং এক কালিন নির্ম্মল, ও নির্দ্দোষ, ইহা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। এমন কি কোন২ বিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয়েরাও অম্লান বদনে এই রূপ অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বৃষ্টির জল সাধারণত নিতান্ত অপবিত্র বস্তু। শরৎ কালের বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিত ভাল কিন্তু অন্য সময়ের বৃষ্টির জল কোন প্রকারে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। হিন্দু শাস্ত্রে বৃষ্টি জল অপবিত্র ও অব্যবহার্য্য এবং দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনায় নিতান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে ইহা পাঠকগণ মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ অবগত আছেন।

"ফুৎকার বিষবাতেন নাগানাং ব্যোমচারিণাম্।
বর্ষাস্থ সবিষং তোয়ং দিব্যম প্যাশ্বিনং বিনা॥

উপরোক্ত বচনের ভাষাগত অর্থ যাহাই হউক না কেন, যে গুঢ় উদ্দেশ্যে আশ্বিন মাস ব্যতীত অন্য সময়ের বৃষ্টির জল 'বিষাক্ত' বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গত।

সাধারণ মতের বিরুদ্ধে বৃষ্টিজলের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে আমরা এস্থলে হটাৎ যে সাস্ত্রীয় বচন আনিয়া ফেলিলাম ইহাতে অনেকেই হয়ত অসন্তুষ্ট হইবেন এবং কেহ কেহ এজন্য আমাদিগকে উপহাস ও করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সেই সকল পাঠককে বিনীত ভাবে বিলাতের নব্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ— যাহাদের বাক্য শিক্ষিত যুবকগণ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবেন তাঁহারা— বৃষ্টি জলের অপবিত্রতা সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।*

(ক্রমশঃ)

* "One great office of rain is to Wash the air and free it from these impurities. Hence When rain-Water is carefully collected, especially in large towns, it is found to contain plenty of these solid particles, Which it has brought down

সর্ব্ব প্রকার রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

"যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্ন বিবোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"
শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক চিকিৎসক্ সাধারণের দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়ার প্রতীকার ও সেই সঙ্গে আপন আপন ধন লাভ চেষ্টা পরিতুষ্ট করনাশয়ে মধ্যে মধ্যে এক একটী ঔষধ আবিস্কার করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন যে "আমার নবাবিস্কৃত ঔষধ সকল রোগের প্রতীকারে অব্যর্থ ফলপ্রদ অমুক স্থানের অমুকের নিকট মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারিবেন, যদি উপকার নাহয় মূল্য প্রতিদান করা যাইবে"। এইরূপ বিজ্ঞাপন দ্বারা অনেক লোক সম্পত্তির অধিকারি হইতেছেন দেখিয়া একটী নূতন ঔষধ প্রকাশে আমার ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমার ঔষধ যদিও নূতন শব্দে অভিহিত হইল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বহুকাল অবধি লোক সমাজে প্রসিদ্ধ আছে কেবল যথা বিধি আদরের ও সেবনের অবহেলায় অকর্ম্মন্য প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে পথ্যের সুব্যবস্থার সহিত উহা ব্যবহারে সর্ব্ব প্রকার রোগ নিশ্চিত আরোগ্য লাভ হইবে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে নূতন শব্দ প্রয়োগে সাহসী হইলাম। শ্রদ্ধা না জন্মিলে ঔষধ সেবনে কাহার ও যত্ন হয়না এই জন্য অগ্রে উহার গুণের বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইতেছে। এই ঔষধের উৎকৃষ্ট প্রধান তিনটী গুণ আছে। প্রথম উহা প্রায় সর্ব্ব রোগের মহৌষধ, দ্বিতীয় উহার আহরণে বা পথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত একটী পয়সা ও ব্যয়নাই, তৃতীয়গুণ এইযে ঔষধটী শুনিবা মাত্র রোগের প্রতীকার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকেনা। ঔষধটী স্বপ্ন লব্ধ নহে উহা জাগরণে প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি প্রকৃতরূপে উপরের তিন গুণ বিদ্যমান থাকে তবে নিতান্ত অদূরদর্শী ব্যতীত সকলেই এই মহৌষধের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবেন। সম্প্রতি ঔষধ প্রকাশের পূর্ব্বে রোগের নিদান, অর্থাৎ আদি কারণ কি? রোগ কত ভাগে বিভক্ত হইতে পারে? পর পর তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। রোগের নিদান মূল কারণ দেখিতে হইলে দুইটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। যে উপাদানে ও যেরূপ অবস্থায় শরীর সুস্থ থাকে তাহার বিপরীতে উপাদানের ব্যত্যয় বা অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলেই শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে; অর্থাৎ হয়ত কোন মূলীভূত বস্তু অধিক হই-

---

with it in its fall through the air. The accompanying drawing, for example, shows what is seen when a small quantity of rain, gathered from an open space in a town, is evaporated to dryness, and the residue is placed under a microscope. Adundant particles of dust or soot are mingled with minute crystals of such substances as sulphate of soda and common salt. Hence we learm that, besides the solid particles, there must be floating in the air the vapours or minute particles of various soluble substances which are caught up by the rain and crried down with it to ihe soil. In seizing these impurities and taking them with it to the ground, the rain purifies the air and makes it more healthy, while at the same time it supplies the soil With substanees useful to plants."
GEIKIF

য়াছে যাহা শরীর রাখিতে ও সহিতে অশক্ত যাহা বিযুক্ত করিয়া ফেলা উচিত; না হয় এমত কোন বস্তুর অভাব হইয়াছে যাহা সংযুক্ত করা আবশ্যক। উক্তরূপে আধিক্য এবং অভাব ঘটিলেই রোগের সঞ্চার ও প্রচার হইয়া থাকে। উপাদানের আতিশয্য বা ন্যূনতা এবং স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত ভাবই রোগের আদি কারণ। দ্বিতীয়তঃ রোগ কতভাগে বিভক্ত হইতে পারে দেখিতে হইলে সাধারণতঃ দৃষ্ট দোষ জন্য এবং অদৃষ্ট দোষ জন্য রোগ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। আবার দৃষ্টি অপরাধে যাহারা সমুৎপন্ন হয় তাহারা দুই পৃথক পৃথক ভাগে পরিগণিত হইতে পারে; এক দলের নাম নিমন্ত্রিত অপর দলের নাম অনাহুত। পূর্ব্বোক্ত নিমন্ত্রিত অনাহুত যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়াথাকে তন্মধ্যে কত অংশ নিমন্ত্রিত কত অংশ অনাহুত এবং কত অংশ ইবা অদৃষ্ট কারণ হইতে জন্মিয়া থাকে তাহার একটি সংখ্যা স্থিরকরা আবশ্যক। অনেকে বলিয়া থাকেন যে সমুদায় রোগের মধ্যে নিমন্ত্রিত বার আনা, অনাহুত দুই আনা এবং অদৃষ্ট দোষ জন্য দুই আনা. এইরূপে যোল আনার মোট তালিকা নির্দ্দিষ্ট হইলে বোধ হয় ভুল হইবেনা। দেখা যাইতেছে যে নিমন্ত্রিত এবং অনাহুত এক যোগে চৌদ্দ আনা রকম রোগ দৃষ্টদোষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং দুই আনা রকম অদৃষ্ট দোষ সম্ভুত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অনাহুত পীড়ার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যেগৃহস্থের বাটীতে বহু লোকের আহ্বান হইয়া থাকে সেই বাটীতেই আহ্বান না হইলেও অপর কতক গুলি লোক আহারার্থ উপস্থিত হয়। যদি বাড়িতে নিমন্ত্রিত লোক না দেখে তবে বাটী ভুল হইয়াছে বলিয়া আপনারাই স্থানান্তরে চলিয়া যায়। সেই রূপ যে শরীরে আদৌ রোগের আহ্বান নাই. তথায় অনাহুত রোগ স্থান পায়না। অপর অদৃষ্ট সম্ভুত দুই আনা রকম রোগ প্রতীকারের নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা আবশ্যক তদ্বিষয়ে যাহা বলিবার পশ্চাতে তাহা আমরা আলোচনা করিব।

ঔষধ প্রকাশের পূর্ব্বে যাহা কিছু বিরত হইল তাহা পাঠে জানা যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা নিমন্ত্রিত রোগই অধিক। মোহ বশতঃ আমোদের লোভে আহার বিহারে ব্যভিচারে মনুষ্য যে অমিতাচার করিয়া থাকে তাহাতে ত্বরায় নিপাত নাহইয়া কিছু কাল যে পীড়া সহ্য করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। সুখ চেষ্টা, মনুষ্য লোকে যেপরিমাণ, রোগ, শোক, পরিতাপ, আহরণ করিয়া অনিয়াছে তাহা ভাবিলে মানুষকে বুদ্ধিমান জীব বলা যাইতে পারেনা। এক্ষণে চিকিৎসা শাস্ত্রও দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যাইতেছে। পীড়া না হয় তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব সাবধানতা Preventive এবং রোগ সংঘটিত হইলে পশ্চাৎ তাহার প্রতীকার চেষ্টা Curative চিকিৎসা। এখন কোন পক্ষ শ্রেয়ঃকল্প তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে কোন অলীক অনুরোধ বশতঃ পক্ষে লিপ্ত হইয়া তাহা

ধৌত করা অপেক্ষা আদৌ পঙ্ক লেপন না করাই সহস্র গুণে উচিত। "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদর্শস্পর্শনংবরং"। সুখের চেষ্টা জগতে যত পরিমাণ দুঃখ আনিয়াছে, ধনী হইতে গিয়া যত লোক নির্ধন হইয়াছে, জীবনের নিমিত্ত যত লোক মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা কমনহে। ভারতবর্ষে আর্য্য মহা পুরুষেরা, অন্যের নিকট দণ্ডিত হইতে নাহয় এই উদ্দেশে জ্ঞান প্রভাবে আপনা দিগের অপরাধের দণ্ড আপনারাই স্বীয় স্বীয় হস্তে রাখিয়া ছিলেন। কায় দণ্ড, বাগ্ দণ্ড, এবং মনো দণ্ড, এই তিনরূপ দণ্ড যিনি আপন হস্তে রাখিতে পারেন, তিনিই দণ্ডী। এই ত্রিদণ্ড নিজ হস্তে রাখিতে পারিলে, অপরিণাম দর্শী অল্পবুদ্ধি কোন শাসন কর্ত্তার অবিচারে অল্প পরিমাণ দণ্ডের যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। কায় দণ্ড অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযত করিতে পারিলে শরীর গত ব্যাধির, বাগ্ দণ্ড করিলে সহস্র প্রকার বিরোধের, এবং মনোদণ্ড অর্থাৎ কুৎসিত চিন্তার শাসন করিতে শক্ত হইলে অনন্ত প্রকার মনঃপীড়ার সমূলে উন্মূলন হইবে তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্রও যেন মনে না আইসে। নিজের ভাল থাকা বা মন্দ থাকা যে পরিমাণ নিজের উপর নির্ভর করে, দৈবের উপর কিম্বা অন্য লোকের উপর তত খানি নির্ভর করে না। মোহ বশতঃ উচিত অনুচিত বিচার হীনতা প্রযুক্ত আমাদের লোভে, প্রায় সর্ব্ব প্রকার শারীরিক মানসিক পীড়াকে আমরা প্রথমে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরে শরীরে তাহা দিগকে যথোচিত কাল থাকিতে দিতে ইচ্ছা করিনা। যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হয়, উপযুক্ত স্থান দিয়া আদর না করিলে তাহাদিগের হতমান করাহয়। প্রিয় হউক আর অপ্রিয়ই হউক, আহুত ব্যক্তিকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থানদান যোগ্য হইবেই হইবে। আদর দূরে থাকুক অধিকন্তু একটা ডাক্তার লাগাইয়া দিয়া এক গুণের রোগকে শত গুণ করা হয়। ডাক্তার খেউ খেউ করিয়া ভয় দেখাইলে যে রোগ প্রথমে সরল ছিল ঔষধের ধাক্কায় সে শতধা হইয়া শরীরের অন্তরতম প্রদেশে আশ্রয় লয় যে, ডাক্তার বাবু তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না। প্রথমে রোগ সরল ভাবে থাকিতে পারে কিন্তু পরে অবিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুচিত ঔষধ প্রয়োগ বিরুদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপসর্গ উদ্ভাবিত করে। এখন এই তর্ক হইতে পারে যে মনুষ্য লোকে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা কি নিরর্থক উঠিয়াছিল? না নিরর্থক নহে; বিচার করিলে চিকিৎসা সম্বন্ধে চারিটি বিষয়ের উপলব্ধি হয়,। প্রথমতঃ রোগ আপনি উপস্থিত হইয়া আপনিই উপশম প্রাপ্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ প্রাণ নাশের সাংঘাতিক কারণ ঘটিলে কিছুতেই প্রতীকার না হইয়া শেষগতি প্রাপ্ত করায়,

তৃতীয়তঃ চিকিৎসায় উপশম হয়, এবং চতুর্থতঃ অবিজ্ঞের ঔষধ সেবনে অনেকের প্রাণ ধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বিষয় চতুষ্ঠয়ের মধ্যে একটি বিষয় অনুকুল হইতে পারে, অপর তিনটিতে চিকিৎসার প্রয়োজন থাকেনা। আরও চিকিৎসকের মধ্যে কে বিজ্ঞ এবং কেইবা অবিজ্ঞ তাহার নিশ্চয়করা অতীব কঠিন ব্যাপার। ধন হীন লোকের একটু সুবিধা আছে, অসঙ্গতি নিবন্ধন চিকিৎসক ডাকিতে পারেনা, সুতরাং চিকিৎসা ঘটিত দুর্ঘটনায় তাহাদের পরিত্রাণ আছে। কিন্তু কিঞ্চিৎ সংস্থান সম্পন্ন হইলে তাহার বাঁচিবার সুবিধা অতি অল্প। একদিকে সুখ ভোগে শরীর লোল এবং অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে সুতরাং অল্প অসুখের কারণে অধিক অস্থির হইতে হয়, পক্ষান্তরে অনেক চিকিৎসক একত্র গোল করিতে থাকে এমতাবস্থায় নিমন্ত্রিত রোগ অধিক অসম্মানিত হইয়া কি করিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেনা। ফল এই হয় যে সকলেই আপন আপন মতের পক্ষ পাতি হইয়া চিকিৎসকগণ নানা ঔষধ অস্ত্র প্রয়োগে রোগকে মারিতে রোগিকে পর্য্যন্ত মারিয়া বসেন।

কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যাহ্ন কালে ঘরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে একাকি বসিয়া ছিলেন। জল নিঃসারণের নালী দিয়া একটি ইঁদুর ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি কাঁচ পাত্র উপরে উঠিয়া কোন খাদ্য সামগ্রী আহার করিতেছিল দেখিয়া অধিক যত্নে ও আয়াসে তিনি তাহাকে ধরিতে ইচ্ছাকরিলেন। মনে করিলেন উহাকে খাঁচায় রাখিয়া পুষিতে হইবে। কোন রূপে না মরিতে পারে এমন ইচ্ছা করিয়া একখানি কাপড় হাতে জড়াইয়া কৌসলে ইন্দুরের গলা টীপিয়া ধরিলেন। যেহেতু লেজের দিকে ধরিলে পাছে কামড়ায় এই ভয়ে গলাটীপেধরিবার আবশ্যক হইয়াছিল। সেই টীপনে ইদূরের শ্বাসরুদ্ধহইল ও জীবনের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ছট ফট করিতে লাগিল। ইঁদুরটা বুঝি কামড়াইবার জন্য বল করিতেছে ইহা মনে করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক জোরে তিনি ধরিলেন সে ততই ব্যাকুল হইল। তিনি আরও জোরে অবশেষ দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন। এইরূপে দুই তিন টীপনের পর ইদূঁর প্রাণ হারাইয়া হাত হইতে পড়িয়া গেল। এবং সেই সঙ্গে কাঁচপাত্রটিও ভাঙ্গিয়াগেল। অনেকের চিকিৎসা সম্বন্ধে ও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সরল রোগের উপর কিঞ্চিৎ বিকট ঔষধ সেবন করাইলে যে উপসর্গ পূর্ব্বে ছিলনা এরূপ উপসর্গ সহযোগে দ্বিগুণিত হয়, পরে ভ্রম প্রযুক্ত ডাক্তার বাবু পরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয় বার অধিক তীব্র ঔষধ দেন তৎপরে পীড়া তিনগুণে জাগাইয়া উঠে। যতক্ষণ ইঁদুর হাত হইতে নাপড়িয়া যায় ও সঙ্গে ২ পাত্র নাভাঙ্গিয়া যায় ততক্ষণ কেবল ঔষধই খাওয়াইতে থাকেন। এইরূপ উপশমই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। একজনের ভ্রম অন্যের প্রাণ হানি, উকিলের দোষ বিষয়ের কিয়দংশ নাশ. চিকিৎসকের দোষ প্রাণের সর্ব্বাংস নাশ, ইহা কোন মতে উপেক্ষার বিষয়

নহে। নিজের আহারের চেষ্টায় অন্যের বিশেষত মানুষের জীবন সংহার কোন মতেই ক্ষমার যোগ্য নহে।

এইত গেল চিকিৎসা সাধারণের কথা। চিকিৎসা বিশেষের কথা আমরা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি।

সম্প্রতি বিলাতীয় চিকিৎসার সঙ্গে যে বিজাতীয় ঔষধ আমাদের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাহার শুভ বা অশুভ ফল আলোচনা করা উচিত। ঔষধের দোষ নাদিয়া ম্যালেরিয়া এপিডেমিক প্রভৃতি অশ্রুত পূর্ব্ব কতকগুলি কথা প্রচলিত করার তাৎপর্য্য কি তাহার ও আলোচনা করা উচিত। "সত্য কথা বলিবে" এই উপদেশ যেমন দেশ কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখেনা তদ্রূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের যে সকল বিষয় সকল অবস্থায় অবিকৃত থাকে সেসকল কথায় কোন প্রতিবাদ থাকিতে পারেনা। অস্ত্র চিকিৎসা কোন ঋতুর প্রভাবে অন্যথা হইবার নহে, শীতল দেশেও যেরূপ গ্রীষ্ম প্রধান দেশেও সেইরূপ কার্য্যকরে তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই। কিন্তু শীত গ্রীষ্মে যেরূপ বিরুদ্ধ ভাব, তৎ তৎ প্রধান দেশেও আহার বিহারের সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব হইবেই হইবে। শীতল দেশে প্রখর শীত এড়াইবার জন্য তাপের দিকে অভিমুখ করিয়া আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমুদয় ব্যবহার উঠিয়াছে। ঠিক তাহার বিপরীতে গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে তাপ এড়াইবাব উদ্দেশে শীতের দিকে অভিমুখ করিয়া সমস্ত ব্যবহার কল্পিত হইয়াছে। কাঁচা মাংস আহার, গরম কাপড় ব্যবহার, সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়া ঘর উষ্ম রাখা, "গরম আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া গরম পানীয় প্রদান প্রভৃতি, শৌচ আচমন বৰ্জ্জিত দেশেই ভাল লাগে। সুপক্ক অন্নাহার, খোলা শরীর, শীতল জলে ঘর আর্দ্র রাখা, শীতল পানীয় প্রভৃতি উষ্ম দেশের উপযোগি; বৈশাখ মাসে শীতল দান, কথা শুনিয়া শরীর শীতল হইল এই সকল শব্দ আমাদের ভাষায় অধিক শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে শীতাতপের তারতম্যে অধিকবিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং পরীক্ষোৎপন্ন চিকিৎসা গত ভেদ ও সেই পরিমাণে এইদুই দেশে লক্ষিত হয়। ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসা উষ্ম মুখী এবং ভারতবর্ষের চিকিৎসা শীতল মুখী বলিলে দোষনাই। ইহাতে ও বিজাতীয় ঔষধ আমাদের যে পরিমাণে অনিষ্ট করিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ও এদেশের চৈতন্য নাই। চৈতন্য দেব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি অচিকিৎসা হইতে চিকিৎসাই আমাদের অধিক সর্ব্বনাশ করিতেছে; অধিক পীড়া উৎপন্ন করিতেছে। এই কারণে আমার ব্যবস্থা এইযে ঐ সকল ঔষধ ব্যবহার না করিয়া আমার নির্দ্দোষ ঔষধ সকলে ব্যবহাব করিতে আরম্ভ করুণ। স্মরণ রাখা উচিত এ মহোদয়ের নাম—

'মিতাহার, মিতাচার, ও মিত বিহার'

শ্রীউমা চরণ হালদার।

———০ঃ(*)ঃ০———

সংগ্রহ ও সংকলন।

ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধান কারণ।

আমাদের প্রাচীন সহোযোগী হিন্দু-রঞ্জিকা "স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম ভঙ্গ বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির প্রধান কারণ" সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছেন। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ মনযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমরা ভরসা করি আমাদের পাঠকবর্গ নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন।

"যদি বঙ্গ-দেশের পল্লীগ্রামগুলির সহিত ইউরোপের কোন প্রদেশের কোন পল্লীগ্রামের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তাহাদের তুলনায় বঙ্গ-দেশের পল্লীগ্রামগুলি পীড়ার আকর ও যমের আবাস ভূমি। আমরা কথায় কথায় যমালয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু ইউরোপের কোন ব্যক্তিকে যদি যমালয় কোথায় জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তিনি যদি বিশেষ অবগত থাকেন, তবে তিনি নিঃসংশয়ে বাঙ্গলা দেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবেন, "ঐ যমালয়।" বাস্তবিক যদি ইউরোপের কোন দেশের মৃত্যু সংখ্যার সহিত এদেশস্থ পল্লীগ্রামের মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করা হয়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, প্রতিসহস্রে ইউরোপে যত লোক মরে, এদেশে তাহার প্রতিসহস্রে অন্ততঃ দ্বিগুণ সংখ্যক লোক বর্ষে বর্ষে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এমন কোন জেলা, এমন কোন পরগণা, এমন কোন গ্রামই নাই, যেখানে মৃত্যু ম্যালেরিয়ার আকারে বিচরণ করিতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক একটী স্থান ওলাউঠা রোগে প্রায় লোক শূন্য হইয়া যাইতেছে। কোথাও বা বসন্ত রোগের এত প্রাদুর্ভাব যে, তাহার আক্রমণে তত্রত্য প্রজাপুঞ্জ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের নানা স্থানের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ যেরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তৎপাঠে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

এদিকে, মফঃস্বলের প্রায় সকল গ্রামে এখানে জঙ্গল ওখানে ময়লা, প্রজা বর্গের বাটী ঘর অপরিষ্কার, কোথাওবা পূতিগন্ধ উত্থিত হইতেছে কোথায় জীব জন্তু মরিয়া পচিতেছে। মপস্বল-বাসীদিগের বাটীর ভিতর যাও দেখিবে, সেখানেও ঐ অবস্থা, ঘর, দ্বার, উঠান, সমুদয় অপরিষ্কার এখানে জঙ্গল, ওখানে কতকগুলা ঘাস, এদিকে ময়লার স্তূপ, অন্য স্থানে একটা প্রকাণ্ড খাত, তাহার মধ্যে ভাঙ্গা হাড়ি খোলা, বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি একাকার হইয়া আছে। আবার গৃহগুলি যেমন অল্পায়তন তেমনই নিম্ন; তেমনই ভিজে ভিজে আবাস ভুমি। ঘরের এক দিকে একটী ছোট দ্বার জানলা প্রায় নাই বলিলেই হয়, যদি থাকে, তাহা আবার তেমনই ক্ষুদ্র। আবার সে গুলি এমন ভাবে অবস্থিত যে, বায়ু সেখান দিয়া গতায়াত করিতে পারে না। আবার দরিদ্র লোকের বাটী গিয়া দেখ যে, তাহার ঘরের চাল নাম মাত্র আছে, কার্য্যে কিছুই নাই। বর্ষা কালের বৃষ্টি, শীত কালের হিম, গ্রীষ্ম কালের রৌদ্র তদ্দারা নিবারিত হয় না। ঘরে পাতিবার একখানি খাট অথবা চৌকি নাই। বাটীর সকলকেই ভিজে মেঝের উপর শয়ন করিতে হয়। আবার বাজারে গিয়া দেখ, সেখানে রাশি রাশি পচা মৎস্য ও মাংস বিক্রয় হইতেছে, দুর্গন্ধে বাজারে প্রবেশ করা ভার। দোকানে যে সকল মিষ্টান্ন ও খাদ্য পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার মনে না এই বিশ্বাস জন্মে যে, বাঙ্গালী অস্বাস্থ্যকর ভুমিতে বাস করিয়া অস্বাস্থ্য কর গৃহে শয়ন করিয়া, অস্বাস্থ্য কর ভক্ষ্য আহার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর জল পান করিয়া

এবং অস্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া শরীর নষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য শরীরতো আর বজ্রে নির্ম্মিত নহে যে, এত অত্যাচার তাহাতে সহ্য হইবে। সুতরাং বাঙ্গালির শরীর জীর্ণ, ভগ্ন ও অকর্ম্মন্য। পীড়ায় যে বাঙ্গালি এত কষ্ট পায়, তাহার কারণ এই সকল ভিন্ন আর কিছুই নহে; * অথচ কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের দেশে মৃত্যু ও পীড়ার এত প্রাদুর্ভাব কেন? সে তখনই বলিবে, "এসকল ঈশ্বরের হাত, মনুষ্যের ইহাতে কোন ক্ষমতা নাই।" এই সকল নিবারণের যে উপায় আছে, অজ্ঞ বাঙ্গালি তাহা জানে না। তাহাদের সকলই ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর। তাহারা নিজেই স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ ও মূল নিয়ম ভঙ্গ করে, অথচ পীড়া ও মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের দোষ দিয়া থাকে। যাঁহারা যুক্তির মর্য্যাদা বুঝেন ও যুক্তি অনুসারে বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন, বঙ্গদেশের এ অবস্থাতো বরাবর আছে, পূর্ব্বে এত পীড়া হয় নাই, এখন এত পীড়া হইতেছে, তাহার কারণ কি? তদুত্তরে আমরা বলিতেছি, বঙ্গ দেশের বরাবর এই অবস্থা ছিল, আমরা একথা স্বীকার করি না। পূর্ব্বকার লোকে এক্ষণকার লোকের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন এবং স্নান ও আহারাদির নিয়ম ও সুন্দর রূপে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্বাস্থ্যের কতক নিয়ম ভঙ্গ করিলে ও, তাঁহাদের স্বাস্থ্য হানি হইত না। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। এখন আবার স্বাস্থ্য নাশক কতকগুলি আগন্তুক কারণও ঘটিয়া উঠিয়াছে। অতএব এখন স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন না করিলে, স্বাস্থ্য রক্ষার সম্ভাবনা নাই।

* এই সকল ভিন্ন আর একটি গুরুতর কারণ আছে। প্রবন্ধ লেখক এস্থানে তাহা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু চিন্তা করিলে দেখাযাইবে অন্ন কষ্ট এদেশ বাসীদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের এবং অকাল মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ। সং বৈঃ তত্ব।

ফলতঃ, এখন বঙ্গদেশের সকলের স্বাস্থ্য রক্ষার সহজ ও মূল নিয়মগুলি জানা ও তাহা প্রতি পালন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করা যেমন আবশ্যক আবার এই নিয়মগুলি যাহাতে তাহারা পালন্ করে, তাহারও উপায় বিধান করা তেমনি আবশ্যক। যত দিন তাহা অবলম্বিত না হইবে, তত দিন বঙ্গদেশ হইতে পীড়ার যন্ত্রনা ও অকাল্ মৃত্যু দূরগত হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের অধীনে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় বিধানার্থ এক জন কমিশনর আছেন। তিনি অতি উচ্চ বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আফিসে তাঁহার অধীনে অল্প ও উচ্চ বেতনের অনেক কর্ম্মচারী ও আছেন। তাহাদের কার্য্য আর কিছুই নয়, তাঁহারা কেবল বৎসর বৎসর এক এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট লিখেন। সেই রিপোর্ট আবার তাঁহাদের অপেক্ষা উচ্চতর বেতন ভোগী রাজকর্ম্মচারীগণ পাঠ করিয়া থাকেন। কিসে যে রাজ্যের রোগের হ্রাস হইবে, কিসে যে লোকের যন্ত্রণার লাঘব হইবে, কিসে যে অকাল মৃত্যু নিবারিত হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন দেখা যায়না। বর্ষারম্ভে ও শেষে যখন ভারতবর্ষ রোগ ও শোকে আচ্ছন্ন হয়, তখন চারিদিকে মহামারি ও হাহাকার পড়িয়া যায় তখন কোথায় তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, না তাঁহারা শৈল বিহারে ব্যাপৃত থাকেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রজাদিগকে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম শিক্ষাদেওয়া যেমন উচিত, আবার সেই নিয়ম গুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা তেমনি উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অনুরোধ করি যে, তিনি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিশনরের দ্বারা গ্রাম ও নগরের স্বাস্থ্য রক্ষার কতকগুলি প্রধান প্রধান নিয়ম প্রস্তুত করাইয়া লউন এবং সেই নিয়ম ভারত বর্ষের নানা

স্থানের মিউনিসিপাল কমিটীতে ও প্রত্যেক ম্যাজিষ্ট্রেটী কাচারিতে ও থানায় থানায় প্রেরণ করুন। গবর্ণমেণ্ট সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিবেন যে, প্রজাদিগকে ঐ সকল নিয়ম অনুসারে অবশ্য কার্য্য করিতে হইবে। এতভিন্ন আমরা আর ও একটী পরামর্শ দিতেছি, যদি উপাদেয় বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহাও অবলম্বন করেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পাঠশালা আছে। গ্রামস্থ প্রায় সকল বালক সেই পাঠশালায় অধ্যয়নকরে। গবর্ণমেণ্ট, স্যানিটারি কমিশনরের দ্বারা সহজ ভাষায় স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষুদ্র ২ পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া তাহা পাঠশালার অবশ্য পাঠ্য পুস্তক মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিউন এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে লোকের জ্ঞান জন্মিবে এবং তাহার নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইলে এদেশের মহোপকার সাধিত হইবে।

বিষ চিকিৎসা।

ভারত মিহির 'সুলভ' হইতে বিষ চিকিৎসা বিষয়ের কতগুলি উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে ইহা পাঠক গণের বিশেষ কার্য্যে লাগিতে পারে বিবেচনায় 'ভারত মিহির' হইতে গ্রহণ করিয়া আমরা নীম্নে উহা প্রকাশ করিতেছি।

'স্থাবর বিষ উদরস্থ হইলে রোগীকে বমন করান আবশ্যক। রোগীর অবস্থা, অগ্নিবল, বায়ু পিত্ত কফাদি কোন্‌টী প্রবল কোন্‌টী দুর্ব্বল এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং অনেক রকম বমন কারক বস্তুর মধ্যে বিষাক্ত রোগীর পক্ষে কোন্‌টী হিতকর তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত হইয়া বমনকর ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। * সকল প্রকার বমন কারক ঔষধের মধ্যে মধুযুক্ত সৈন্ধব লবণ অধিক হিতকর ইহা সকল অবস্থায়, সকল রোগীর পক্ষেই উপযুক্ত। + এক তোলা মধু এবং অর্দ্ধ তোলা সৈন্ধব একত্রে একবারে সেবন করিলে ২।৩ বার বমন বেগ জন্মে। ইহা পূর্ণ মাত্রা। কিন্তু বিষাক্ত রোগীর পক্ষে আকন্দ মূল চূর্ণ।০ চারি আনা শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে ২।৩ বার বমনবেগ উপস্থিত হইয়া কোষ্ঠ পরিস্কার হয়। বিষ পায়ীর বমন জন্য এই যোগই সর্ব্ব প্রধান। আকন্দ মূল যে কেবল বমন কারী তাহা নহে ইহার বিষনাশিনী আর একটী চমৎকারিণী শক্তি আছে, সুতরাং ইহা উদরস্থ হইয়া যেমন বমন করায় সেইরূপ ইহাদ্বারা শরীরস্থ বিষের এবং বিষ দূষিত রস রক্তাদির অনেক পরিমাণে অল্পতা ও বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়। এইস্থলে দুষী বিষের চিকিৎসা বলা যাইতেছে। পিপুল গজপিপুল, গন্ধ তৃণ জটামাংশী, লোধ কাষ্ঠ, ছোট এলাইচ, বালা পলাস ছাল গেরিমাটি, এই সকল বস্তুর প্রত্যেক।০ আনা লইয়া একত্রে কুটিয়া ✓।০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ৵ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া ঐ ক্বাত জলে কিঞ্চিৎ (।০ আনা) মধু মিলিত করিয়া সেবন করিলে দুষী বিষদোষ বিনষ্ট হয় ইহাকে

---

* কিরূপ বিষাক্ত রোগীর পক্ষে কোন ঔষধ হিতকর তাহা এস্থলে বর্ণীত হয় নাই। পাঠক গণের সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত অংশের পশ্চাতে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। সঃ বৈ তত্ত্ব।

+ কোন ব্যক্তি বিষ পান করিলে তাহাকে বমন করাইবার পক্ষে আর একটি অতি উৎকৃষ্ট অথচ সহজ উপায় আছে। কবুতরের অথবা তদ্রূপ অন্য কোন পাখীর একটী পাখনা লইয়া তাহার অগ্রভাগে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের কেশর গুলি রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোগীর গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পাঁচ সাত বার ঘুরাইলে তৎক্ষণাৎ উদরের সমস্ত বস্তু বমন হইয়া উঠিয়া পড়িবে আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি সঙ্কেতটী আমরা ডাক্তার মুরের নিকট জানিতে পারিয়াছি এবং একদা এই উপায়ে আমার একটী জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া ছিলাম। সঃ বৈ তত্ত্ব।

বিষরি নামক অগদ কহে। ঔষধ ঐরূপে সেবন করিলে প্রবল জ্বর, দাহ হিক্কা, শুক্রমেহ, শোথ অতিসার মূর্চ্ছা হৃদ্রোগ, উদরী উন্মাদ,কাশ প্রভৃতিও অতি শীঘ্র উপশম হয়"।

এদেশে আজি কালি, স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে বিশেষতঃ, আত্মহত্যা করিবার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ কার্য্যে অধিকাংশ স্থলেই আফিং ব্যবহার করা হইয়া থাকে দেখা যায়। আফিং বিষ যাহার উদরস্থ হয় তাহাকে তৎক্ষণাৎ খানিকটা উত্তপ্ত কাফি পান করাইয়া দেওয়া উচিত। রাই সরিসা গরম জলের সহিত ব্যবহারে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। আফিং বিষের আর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ sulphate of zinc। ধুতুরা দ্বারা বিষাক্ত হইলেও এই সকল ঔষধ ব্যবহার করাযাইতে পারে। কষ্টিক অর্থাৎ ফোড়া ইত্যাদি হইলে যাহা দ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে তাহাও বিষ। হটাৎ যদি কোন কারণে তাহা উদরস্থ হয় তবে খনিকটা সামান্য লবন, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘন ঘন পানকরিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। বেনের দোকানে সবুজ বর্ণ একরূপ পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে তুঁতে বলা হইয়া থাকে। তুঁতেও ভয়ানক বিষ। এই বিষ কোনরূপে উদরে প্রবেশ করিলে ডিম্বের কুসুম অর্থাৎ মধ্যের তরল পদার্থ দুই তিন তোলা জলে মিশাইয়া কিম্বা গরম দুগ্ধ অথবা ময়দা জলে মিশাইয়া পান করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা এই সংখ্যার ১৭৩ পৃষ্ঠায় কাঁচের প্রস্তাবে vitriol নামক একটী পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি উহাও ভয়ঙ্কর বিষ। যদি কোনরূপে ঐ বিষ উদরস্থ হয় তবে তাহার প্রতিকার জন্য নিসাদল কি সোডা ব্যবহার করান উচিত। দুগ্ধের সহিত চূন মিশ্রিত করিয়া কিম্বা চাখড়ি মিশ্রিত করিয়া পান করাইলেও ফল হইবার বিশেষ সম্ভব। গন্ধক দ্রাবক প্রভৃতি কোন দ্রাবক বস্তু উদরস্থ হইলেও উপরোক্ত দ্রব্য সকল ব্যবহার করান যাইতে পারে। যে নিসাদল পূর্ব্বে বিষের প্রতিকার করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে আমরা উপদেশ দিলাম সেই নিসাদল ও একটী বিষাক্ত পদার্থ। কেহ নিসাদলের বিষে বিষাক্ত হইলে তাহার প্রতিকার জন্য তেল খানিকটা কিম্বা ভিনিগার আর জল সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া পান করাইয়া দেওয়া উচিত। ফল কতরূপ যে বিষ আছে তাহার সংখ্যাকরা যায়না। এক সময় যে ভয়ঙ্কর বিষ, অন্য সময় সেই আবার অন্য বিষের ঔষধ স্বরূপ প্রয়োগ হয়।

এপর্য্যন্ত আমরা কেবল দুই চারিটি খনীজ ও বৃক্ষজ বিষের ও তাহার প্রতিকারের উল্লেখ করিলাম ইহা ব্যতিত সর্পাদি জন্তুর বিষের ও নানা বিধ প্রতিকারের উপায় আছে। কোন প্রকার জন্তুর বিষ উদরস্থ হইলেও সর্ব্ব প্রথমে রোগীকে বমন করাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। বচ, হিঙ্গ, সৈন্ধব, পিপুল, গজ পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, আতইচ, ও আকনাদি এই দশটি দ্রব্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে অল্প বিষাক্ত সর্প ও কীটাদির বিষ সহজেই নষ্ট হইতে পারে।

গো-হত্যা।

“এদেশের গো-জাতি ক্রমশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, দেবে মানবে দুই পক্ষেই গো-জাতির উপর লাগিয়াছে। পাঁচ বৎসর অন্তর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইতেছে। পৃথিবী পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া শস্যশূন্যা হইতেছেন। মানবেরই আহার জুটেনা ত গো-জাতির আহার জুটিবে কিরূপে? দুর্ভিক্ষের সময় যেমন অসংখ্য মানবের ধ্বংস হইতেছে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য গো মহিষেরও ধ্বংস হইতেছে। শীতলার প্রকোপ গো-জাতির উপর ক্রমেই বাড়িতেছে, বসন্তরোগে গো জাতির মৃত্যু ক্রমেই অধিক হইতেছে। রক্ষার উপায় নাই। সভ্য ইংরাজ এখনও পশু-রক্ষণী ব্যবস্থার তাদৃশ পক্ষপাতী হন নাই। সহজস্বাস্থ্যকর শীতপ্রধান দেশে ইংরাজের বাস, যে দেশে রোগ শোক জ্বরা যন্ত্রণা কম সেই দেশে বাস, সেখানে মানবজাতির মত গো জাতিরও রোগ ব্যাধি কম, পরমায়ু দীর্ঘ।

এ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মানবের মত মানবপালিত পশুদিগের ও যে আয়ু কম, তাহা ইংরাজ সর্ব্বদা ভাবেন না ভাবিলে গোরক্ষার জন্য এত দিন যত্নহীন হইয়া থাকিতেন না, এত দিন ভারতে বিলাতী গো- চিকিৎসকের ছড়াছড়ী হইত, গো-চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য কতদিকে কত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইত। দেবতারা গো-জাতির প্রতি বিরূপ হইয়াছেন; রোগ ব্যাধিতে তাহাদিগকে অকালে কাল মুখে নিক্ষেপ করিতেছে। মানবেও দেবগণকে সাহায্য করিতেছেন, রোগ ব্যাধির গ্রাস হইতে গো-জাতিকে রক্ষাকরা দূরে থাকুক, আপনারাই গোজাতিকে উদরে পুরিয়া গো-বংশের ধ্বংস পক্ষে সাহায্য করিতেছেন।

আর্য্যগণ নির্ব্বোধ ছিলেন না, তাঁহারা জানিতেন এ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গৃহ পালিত পশু জাতির পরমায়ু অল্প, জানিতেন এদেশের গোজাতি অধিক দিন বাঁচিবেনা, অধিক দুগ্ধ ও দিবেনা। এই অভিজ্ঞতা প্রণোদিত হইয়াই যাহাতে গোবংশ রক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গোহত্যা নিবারণের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভারতে যত দিন আর্য্য দিগের আধিপত্য ছিল, যত দিন আর্য্য আইন চলিয়াছিল ততদিন গো হত্যা নিবারিত ছিল, ততদিন পয়স্বিনীরা মানব শিশু পালনে মাতার কার্য্য করিয়া ছিল। বৃষভেরা হল বাহনে কৃষকের পরম মিত্রের কার্য্য করিয়াছিল।

কুক্ষণে মুসলমানেরা ভারতে পদার্পণ করিল, ভারতে অধিকার বিস্তার করিল। নিষ্ঠুর মুসলমান ধর্ম্মের নিষ্ঠুরতর উপাসকেরা ভারতকে যেন নররক্তে প্লাবিত করিল, সেরূপ গো-রক্তে ও রঞ্জিত করিয়া তুলিল। ভারতে গো হত্যার ধূম পড়িয়াগেল। স্বজাতির আধিপত্য বিস্তারের জন্য মহম্মদ যখন নরশোণিতের স্রোত বহাইতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন তখন যে পশুহত্যা কার্য্যেও প্রশ্রয় দিবেন তাহাতে আর বিচিত্রকি? মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য ভুমিতে গো-ধ্বংসের প্রশ্রয় বাড়িতে লাগিল।

মুসলমান দিগের পর খৃষ্টান আসিয়া ভারত অধিকার করিলেন, গো খাদক খৃষ্টান গো-খাদক মুসলমানের সঙ্গে যোগ দিলেন, গোজাতির প্রাণ লইয়া আরও টানা টানি পড়িয়া গেল। দৈব মৃত্যু পূর্ব্বের অপেক্ষা, বাড়িয়াছে গোপালনে আর্য্য ভূমিপতিদিগের আস্থাছিল অনার্য্যদিগের আস্থানাই। মহারাজ বিরাটের মত সকল আর্য্য অধিপতিরই রাজকীয় গোশালা ছিল। গো-পালন এবং গোরক্ষার আইন সকল আর্য্য অধিপতি সযত্নে প্রতি পালন করিতেন। এখন সে ব্যবস্থা নাই, রক্ষণের দিকে এখন রাজার দৃষ্টি নাই ভক্ষণের দিগেই লালসা।

হিন্দু মৎস্য মাংসের মর্য্যাদা জানিত না, দুগ্ধ, সর, নবনীত, ঘৃত, ছানা ক্ষীরই হিন্দুর দেব ভোগ্য স্বর্গীয় খাদ্য, গাভী হিন্দু ঘরের ভগবতী এবং লক্ষী। গোধন হিন্দুর মহা

ধন। যাহার মূত্র পুরীষ পর্য্যন্ত হিন্দুর নিকট পবিত্র যাহার সাহায্য বিনা হিন্দুর মূহুর্ত্তমাত্র চলেনা সেই পরম ধনের সর্ব্বনাশ হইতেছে, গোজাতির ক্রমশঃ ধ্বংস হইতেছে ইহাকি হিন্দুর প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু চারানাই হিন্দুর ক্রন্দনের পালা পড়িয়াছে ক্রন্দন করিতে করিতেই হিন্দু জাতির আয়ুঃশেষ হইবে। খৃষ্টান মুসলমান যে গোহত্যায় নিবৃত্ত হইবেন, হিন্দু এত পাগল হন নাই যে স্বপ্নেও সে আশা করিবেন; তবে মনের দুঃখ নাকি মুখ ফুটিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে তাই আজ আমাদের হিন্দু প্রাণ গো-শোকে কাঁদিয়া উঠিল।

দৈব পীড়া হইতে গোজাতিকে রক্ষা করিবার দিকে রাজার দৃষ্টি নাই। কিন্তু মানব হস্তে গোহত্যা সাধন করিতে রাজার বিলক্ষণ উৎসাহ আছে। গোখাদক ও গো-ঘাতকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গোহত্যা স্রোত ক্রমেই প্রবল হইতেছে কিন্তু গোবংশ বৃদ্ধি পাইতেছেনা। পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগতে যেমন গোবংশ ধ্বংস হয়, তেমনই গোবংশের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দৈব ও মানবী দুই প্রকার উপায়ে পাশ্চাত্য প্রদেশে গোবংশের বৃদ্ধি হইতেছে। জল বায়ু নিবন্ধন সেখানে গোজাতির স্বাভাবিক মৃত্যু এদেশের অপেক্ষা অনেক কম হইয়া থাকে, মানবের পালন গুণেও কম হইয়া থাকে। আবার মানবের পালন গুণে পাশ্চাত্য গোজাতির এখানকার অপেক্ষা বংশ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনও অধিক হইয়া থাকে।

গো-রস অপেক্ষা যে গোমাংসের গৌরব অধিক নহে তাহা খৃষ্টান মুসলমান ও স্বীকার করিতে বাধ্য। গোমাংস না হইলে অনায়াসে দিন যায় কিন্তু গোরস না হইলে দিন যাইবার যো নাই। যুবক বৃদ্ধের নানাবিধ খাদ্য আছে, প্রাণ ধারণের নানা প্রকার উপায় আছে। শিশুর এক দুগ্ধই ভরসা। মাতৃদুগ্ধ সকলের ভাগ্যে পূর্ণ মাত্রায় ঘটেনা। গোমাতাই শিশুদিগের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সন্তানের জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন সেই গোজননীর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া খৃষ্টান মুসলমান কিরূপে আপনাদের আসুরিক উদর পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাহা খৃষ্টান মুসলমানেই বলিতে পারেন, আমাদের হিন্দু হৃদয়ে সে ভাবনার উদয় হইলে, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়া যায়। খৃষ্টান মুসলমানের দগ্ধোদরের জন্য স্তন্যদাত্রী গোমাতৃগণের ক্রমশঃ কণ্ঠচ্ছেদ হইতেছে, আহা! সদ্য প্রসূত বৎস গণকে ও জননীর স্তন্য ছাড়িয়া দিয়া ঘাতকের কুঠারে মস্তক পাতিয়া দিতে হইতেছে। জানিনা তাহাদের কেমন প্রাণ যাহারা এই হত্যাকাণ্ডে প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

বৃটীশ ভারতে বিশকোটী মানবের বাস, ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৮ লক্ষ মুসলমান, ৯ লক্ষ খৃষ্টান। ধরিলাম না হয়, ২০ কোটীর ভিতর ৫ কোটী গোখাদক। অবশিষ্ট ১৫ কোটী গো-দুগ্ধপায়ী। গোখাদক দলে যে ৫ কোটী ফেলিয়াছি, তাহার মধ্যেও অনেক বাদ আছে। সকল মুসলমান গোমাংস ও প্রয়াসী নহেন। আর যাঁহারা গোমাংসভুক, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে গো-দুগ্ধের পক্ষপাতী, তবেই দেখা যাইতেছে, দুগ্ধেরই দরকার অধিক, অস্থিতে মাংস না থাকিলে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না। তবে দুগ্ধের খাতিরে মাংসরক্ষা না হয় কেন?

বলিবে, গাভী রক্ষা হউক, বৃষবংশের বৃদ্ধি করিয়া কাজ কি? যত বৃষ জন্ম গ্রহণ করে সকল গুলিরই ত আর দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য, গোজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, প্রয়োজনীয়তা নাই? নাই আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বৃষগণের ও অন্য উপযোগিতা অনেক আছে। পাশ্চাত্য প্রদেশে যে সকল কার্য্য অশ্বদ্বারা সাধিত হয়, কল কারখানা দ্বারা সম্পন্ন হয়, আমাদের দেশে সে সমস্ত কার্য্যই বৃষকুলের কল্যাণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃষই আমাদের অশ্ব, বৃষই আমাদের বিজ্ঞান বিনির্ম্মিত কল কারখানা। গাভীর ও আমাদের দেশে যেমন উপযোগিতা, গাভীনাথ দিগের ও তেমনই উপযোগিতা। সেই জন্যই বলিতেছি

যাহাতে গো-বংশ রক্ষা হয়, রাজা প্রজার তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কলিকাতায় একটী গোরক্ষণী সভার সূত্রপাত হইয়াছে। সভা স্থানে স্থানে সাখা প্রসাখা প্রতিষ্ঠিত করিবার আশা দিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য সফল হউক। রাজ পুরুষদিগের কাছে আমরা গো-হত্যা নিবারণের আশা করি না। মোল্লার কাছে মুরগির প্রাণ ভিক্ষা করিতে চাই না। ভারতে গো-খাদক দিগের উদরপূর্ত্তি করিবার জন্য প্রতিদিন যে কত গরুর প্রাণ যাইতেছে, তাহা হিশাব করা দুঃসাধ্য। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী আপনাদের জবাই খানার একটা হিসাব রাখিয়া থাকেন, হিসাবে বার্ষিক গো মেষাদি হত্যার বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু ছাগ মেষই বা কত আর গোরু বাছুরই বা কত তাহার পৃথক বিবরণ পাওয়া যায় না। ত্রিবিধ জীবে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল জবাই খানায় ১৮৭২ অব্দে ২২০২০৫, ১৮৭৩ অব্দে ২০৫৮৭১, ১৮৭৪ অব্দে ২২৮২৮১, ১৮৭৫ অব্দে ২২৬০৬৭, ১৮৭৬ অব্দে ২২০৬৮১, ১৮৭৭ অব্দে ২২৪০০৯, ১৮৭৮ অব্দে ২২৮৪২৭, ১৮৭৯ অব্দে ২০৮০০৫, ১৮৮০ অব্দে ২১৩১০৮ টী প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে গোরু যে দেড় লক্ষ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক কলিকাতায় এই, কত সহরে কত গো-হত্যা হইতেছে তাহা পাঠক অনুমান করিতে পারেন"। (নববিভাকর ৩১ আষাঢ)

রঙ্গপুরদিক্ প্রকাশ বলেন— "আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, গোবিন্দগঞ্জ হইতে ঘোড়া ঘাট পর্য্যন্ত অরণ্যের মধ্য দিয়া যে, একটী নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে, সেই স্থানে এক প্রকার আশ্চর্য্য জনক বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে। উহার কোন স্থানে কাটিলে পরিষ্কৃত জল ধারা বহির্গত হয়। কুলিরা ঐ জল পানার্থ ব্যবহার করিতেছে। ঈশ্বর সৃষ্ট কোন্ বস্তুর যে কোন্ শক্তি আছে তাহার নির্ণয় করিতে পারিলে পৃথিবীর সমস্তঅভাবই দুরী করণ হইতে পারে।"

"রঙ্গপুর ব্রাহ্মণী কুণ্ডা হইতে শ্রীযুত বাবু জাহ্নবী কান্ত মৌলিক লিখিয়াছেন; অনেকেই জানেন যে, আম্র কুঁঠাল ও কলা ইত্যাদি মিষ্টফলে গুড়ের ভাগ আছে, আমিও এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সম্প্রতি বহু চেষ্টা ও পরিশ্রমে কুঁঠাল এবং কলা হইতে পৃথক করিয়া গুড় বাহির করিয়াছি, গুড় খুব স্বাদু ও মিষ্ট হইয়াছে, কলা হইতে অর্দ্ধছটাক কাঁঠাল কোষ হইতে এক সিকি এবং আম্র হইতেও ঐ পরিমাণে গুড় পাওয়া গিয়াছে, কলার গুড়ই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, সাধারণের যত্ন হইলে, এই গুড়ের বহুল প্রচার হইতে পারে"।

"বোম্বাইএ চিয়ার্স মোডস নামে এক প্রকার মৎস্য জন্মায় উহার মস্তক হইতে আলো নির্গত হয়। উহা লম্বা ১৩ ইঞ্চি উহার ডানা গুলিও জ্বলে। উহার পাকস্থলী রবারের মত স্থিতিস্থাপক"।

"কাশীপুরে একজন মালিকে সাপে কামড়ায়। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র তাহাতে পারম্যান গানেটের পিচকারী দিয়া আরাম করিয়াছেন"।

সাধারণী বলেন— মান্দ্রাজের "এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে মাঁদার গাছের রসের দ্বারা গোক্ষুরা সাপের কামড়ানেরবিষ নষ্ট হয়"।

ভারতমিহিরনিম্ন লিখিত আশ্চর্য্য বিষয়টি লিখিয়াছেন। "সুরভি পত্রে একটী মৎস্যের আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও মেধার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার ওয়ার উইক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উদ্যানের এক পুষ্করিণীর ধারে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী মৎস্য ভীত হইয়া যেমন লম্ফ প্রদান করিল অমনি একটী লৌহ শলাকার উপর পড়িয়া বিদ্ধ ও তাহার একটী চক্ষুর সহিত কিঞ্চিৎ মস্তিষ্কও বাহির হইয়া পড়ে। মৎস্যটী যাতনায় তটোপরি

পতিত হয়। ডাক্তার সাহেব উহাকে ধরিয়া ক্ষত স্থানে ঔষধাদি দিয়া জলে ছাড়িয়া দেন। ক্ষণকাল পরে মৎস্যটী পুনরায় লাফাইয়া ডাঙ্গার উপর পড়ে এবং ডাক্তার পুনরায় ঔষধাদি দেন। পরদিন প্রাতে ডাক্তার সাহেব যখন আসিয়া পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়াইলেন তখন মৎস্যটী পুষ্করিণীর ধারে আসিল। ডাক্তার মৎস্যটীকে ধরিয়া ক্ষত স্থান পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি দিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর পুষ্করিণীর ধারে যেমন পাদচারণ করিতে লাগিলেন মৎস্যটীও ধারে ধারে তাঁহার সহিত জলে বিচরণ করিতে লাগিল। সাহেব মৎস্যের কৃতজ্ঞতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার কয়েক জন বন্ধুকে এই কৌতুক দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। মৎস্যও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নিকট আসিল। মৎস্যটী ডাক্তারের এরূপ পোষ মানিয়াছিল যে তিনি শিশ দিলেই নিকটে আসিয়া হাত হইতে খাবার খাইত।

উপরোক্ত বিষয় অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য জনক একটি বিষয় আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মালদহে একটি বৃহত পুষ্করিণী মধ্যে প্রকাণ্ড দুই তিনটি কুম্ভীর আছে। একজন ফকির তীর হইতে তাহাদের কল্পিত নাম ধরিয়া উচ্চস্বরে দুই তিন বার ডাকিবা মাত্র তাহারা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রীড়া করিতে থাকে দয়া ও অনুরাগে জলের মৎস্য কুম্ভীর হইতে বনের ব্যাঘ্র সিংহ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়।

আনন্দ বাজার পত্রিকা বলেন— "লোকের এখন সেরি, সেম্পেন প্রভৃতি পান করিয়াও তৃপ্তি হয় না। এখন তাহারা অন্য কোন মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছে লিভাত নামক কোন ফরাসী রসায়নবিৎ তরমুজ হইতে এক প্রকার নূতন মদ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে; ৬ পাউণ্ড তরমুজের রসের সহিত খানিক সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে মিশ্র পদার্থ হইতে দশ কোয়ার্ট উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়।"

"সঞ্জীবনী বলেন— "রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে নিত্য নূতন কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। থিওলাইট নামে এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তদ্দ্বারা কাষ্ঠ বা তন্তুময় বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি সহজেই জলবৎ তরল করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে।"

গবাদি পশুর খাদ্যের নিমিত্ত ঘাস উঠাইয়া দুই তিন মাস কাল পর্য্যন্ত তাজা রাখিবার উপায় স্থিরিকৃত হইয়াছে। মাটীর অল্প নিচে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহা ইষ্টকাদি দ্বারা উত্তম রূপে বাঁধাইয়া লইতে হয়; এবং তন্মধ্যে ঘাস রাখিয়া এমন করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয় যে, যেন তন্মধ্যে সহসা বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। তাহা হইলেই ঘাস দীর্ঘ কাল সবুজবর্ণ ও কাঁচা থাকিতে পারে দুরন্ত গ্রীষ্মের সময়ে বা বর্ষাকালে, কি বৃহৎ বৃহৎ নগরে ইহা অনেক উপকারে আইসে। ভুসি, ছোলা খড় প্রভৃতি হইতে ইহা অনেক উৎকৃষ্ট। বিলাতে বিশেষ পরিক্ষা দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে যে ইহা যত অধিক পরিমাণে আহার করিতে দেওয়া যায় গরু তত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয়।

দিক্‌প্রকাশ বলেন— কখন এত অধিক কোষ বেদনা হয় যে, তাহাতে জ্বর ও কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে। অতিশয় উষ্ণ ও রক্ত বর্ণ হইয়া বেদনা হইলে সোরা ও আফিং উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া একটা কাপড় ভিজাইয়া ঐ স্থানে ক্রমাগত রাখিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিবে। কোষ যাহাতে না ঝোলে এমত চেষ্টা বিশেষরূপে করিবে ঝুলিলে কোষ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হইবে। ধুতুরা পাতা বাটিয়া নিসাদলের সহিত প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

কাঁচ সংক্রান্তশিল্প কৌশল।

কাঁচে ছিদ্র করিবার উপায়,— ছুতারেরা যাহাকে ভোঁওরা বলিয়া থাকেঅর্থাৎ যে যন্ত্রদ্বারা কাষ্ঠ ছিদ্র করা হইয়া থাকে তাহা গ্যাসের আলোতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিয়া অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইলে পারদ পাত্রের মধ্যে একবার ডুবাইয়া লইতে হইবে। স্পিরিট অব টারপিন টাইনে কর্পূর দ্রব করিয়া ঐ দ্রব পদার্থ দ্বারা কাচ খণ্ডকে সুন্দররূপে ভিজাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর উত্তপ্ত ও পারায় নিক্ষিপ্ত ভোঁওরাদ্বারা কাঁচ বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে। ভোঁওরাঁদ্বারা কাঠ যেমন সহজে বিদ্ধ হয় এই প্রণালীতে কাঁচ ও তেমনি সহজে ও অল্প সময়ে বিদ্ধ হইবে এবং উহাতে আবশ্যকীয় ছিদ্র প্রস্তুত হইবে।

কাঁচের কপাটে অনেকে এরূপ কাচ ব্যবহার করিয়া থাকেন যে তাহাতে বাহির হইতে আলো আসিবার তাদৃশ ব্যাঘাত হয়না অথচ সচ্ছ কাঁচদ্বারা বাহির হইতে অন্য লোকের গৃহের অভ্যন্তরে দর্শন করিবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মান যাইতে পারে। এইরূপ কাঁচকে সাধারণে ঘষা (ঘর্ষিত) কাঁচ বলে, সামান্য কাঁচ হইতে ইহার মূল্য অনেক অধিক। কিন্তু একটি সহজ সঙ্কেত আছে ইহাদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে সকল কাঁচকেই ঐরূপ কাঁচের মত করা যাইতে পারে। নিম্ন লিখিত কয়েকটি বস্তু একত্রিত করিয়া একরূপ আরক প্রস্তুত করিয়া উহাদ্বারা প্রলেপ দিলেই সামান্য কাচ ঘসা কাচের মতহয়।

Sandarac	—	—	১৮ ভাগ
Mastic	—	—	৪ ভাগ
Ether	—	—	২০০ ভাগ
Benzol	—	—	৮০ ভাগ

এই সকল পদার্থ কলিকাতার প্রধান প্রধান ডাক্তার খানায় পাওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ আছে, সাবধান হইয়া ইহা ব্যবহারকরা উচিত।

যাঁহারা অন্তর্জাতিক প্রদর্শণীর মধ্যে কাচ প্রস্তুতের ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, কেমন সত্বর একজন সাহেব কাঁচের পানপাত্রের উপর বা কাঁচের অন্য কোন সামগ্রীর উপর সহজে দর্শকদিগের নাম খোদিয়া দিতেছিল। কিন্তু কাচ খোদনকার্য্য যেমন সহজ, অতি নরমকাঠ খোদন করাও তত সহজ নহে। আমরা ইহার সঙ্কেতটি নিম্নে লিখিতেছি সামান্য ব্যয়ে সকলেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। চিনাবাজারে [illegible] কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রলেপ দ্বারা কাচ পাত্রকে উত্তম রূপে আবৃত করিতে হইবে। যে চিহ্ন বা অক্ষর পাত্রে লিখা আবশ্যক তাহা পাত্রের উপর কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা এরূপে লিখিতে হইবে যে, সেই স্থানের কাল প্রলেপ সম্পূর্ণ রূপে উঠিয়া যায়। তাহার পর রৌদ্রে পাত্রটি উত্তম রূপে শুষ্ক করিয়া Hydrofluoric Acid মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরে জল দিয়া সমস্ত ধুইয়া ফেলিলে দেখা যাইবে আপনা আপনি চিহ্নিত স্থান গুলি গভীর হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশ)

রাজ নৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

জাতীয় ধন-ভাণ্ডার সংস্থাপন অনুষ্ঠানের এপর্য্যন্ত আশা অনুরূপ সফলতা না ঘটিবার যে কয়েকটি কারণ সম্ভবিতে পারে এবং তন্মধ্যে যেগুলি অপ্রকৃত কারণ এবং যেটি প্রকৃত কারণ তাহা অমরা প্রথম প্রস্তাবে বিশদরূপে দেখাইতে যত্ন করিয়াছি। পূর্ব্ব প্রস্তাবে উক্ত চারিটী কারণ মধ্যে শেষ কারণটি অর্থাৎ "যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে সেই সকল বিষয়ের এতদূর গুরূত্ত নাই, যে তাহার জন্য সাধারণে অর্থ দিতে ইচ্ছা করে" এইটিই যে প্রকৃত কারণ ইহাই আমরা স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যে সূত্র অবলম্বন করিয়া এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি নিরপেক্ষ ভাবে সেইরূপ যুক্তির সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইলে পাঠক গণকেও একই মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে।

এস্থলে এরূপ কেহ বলিতে পারেন যে, যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে তাহার তাদৃশ গুরূত্ব না থাকিলেও কিছু গুরূত্ব অবশ্যই আছে এবং তাহার জন্যই অর্থ সংগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করি। সত্য সামান্য অজীর্ণ রোগ অতিসার রোগের ন্যায় ভয়ঙ্কর বা মারাত্মক নহে কিন্তু তাহাই বলিয়া কি কেহ অজীর্ণ রোগের প্রতিকার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিবেনা? অবশ্যই করিবে। কিন্তু পাঠক বিবেচনা কর একজন রোগির শিরঃ পীড়া হইয়াছে, দন্তের বেদনা হইয়াছে, কপালে দুই তিনটী স্ফোটক হইয়াছে, পায়ে দুইটী কাঁটা ফুটিয়াছে, এবং গাত্রে মশার দংশনে স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে ইহা ব্যতীত ছারপোকার দংশন জাতকষ্ট ও সময় সময় অনুভব করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তাহার আর একটী যন্ত্রনার কারণ আছে তাহার বিসূচিকা হইয়াছে এবং সেই পীড়া তাহার এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে যে হয়ত সে দুই এক ঘণ্টা মধ্যে মরিয়া যাইবে। এইরূপ অবস্থায় পাঠক মনেকর একজন বৈদ্য আসিয়া রোগীকে বলিল— "তুমি ছয়টী টাকা আমার নিকট রাখ আমি তোমার জন্য স্থানে স্থানে যথোচিত আন্দোলন করিতেছি ইহাতে তোমার শিরঃ পীড়া, দন্তবেদনা, স্ফোটক এবং মশা ও ছারপোকার দংশন জনিত সকল যাতনা নিবারণ হইবে এবং পায়ের কাঁটা উঠিয়া পড়িবে"। তাহার আশু মৃত্যুর কারণ বিসূচিকা পীড়ার প্রতিকারের কোন কথাই রাজ বৈদ্য উল্লেখ করিলেননা। বৈদ্যের এরূপ উক্তিতে রোগী কি ছয়টি

টাকা দিবে না মরিতে বসিয়াও একটু দুঃখের হাসি হাসিবে ? এই রোগির অবস্থাতে আর ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাতে বিন্দুমাত্র প্রভেদ আছে এরূপ আমরা বিশ্বাস করিনা। শত সহস্র পীড়ার, দারুণ যন্ত্রনায় ভারতের পদাঙ্গুলী হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সদা সর্ব্বদা দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে কিন্তু একটি ভয়ঙ্কর পীড়ায় ভারতের নির্জ্জীব জীবণকে প্রতি মুহূর্ত্তেই নির্ব্বান প্রায় করিয়া আনিতেছে।

যাঁহারা জাতীয় অর্থ-ভাণ্ডার সংস্থাপনের উদ্‌যোগ কর্ত্তা এবং যাঁহারা জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী পদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যদি ভারতের এই প্রধান যন্ত্রনার প্রতিকার করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া দাঁড়াইয়া আবশ্যকীয় অর্থের জন্য কর প্রসারণ করিতেন তবে ভারতবাসী দিগের গৃহে গৃহে অর্থের জন্য দুত প্রেরণ করিবার আবশ্যক করিত না, এতদিন আপনা আপনি নানা দিক্‌দেশ হইতে আসিয়া অর্থে, অর্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া যাইত।

গুরুতর কষ্টের কারণে হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকিলে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টের কারণ দূর করিবার জন্য এজগতে কে যত্নকরে ? ভারত বাসীদের প্রধান অভাব যাহা এবং যে অভাব পূর্ণ করিতে উপস্থিত হইলে অন্যান্য কষ্ট ও অভাব সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া যাইবে তাহারদিকে জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার সংস্থাপনের উদ্‌যোগ কর্ত্তা গণের দৃষ্টিপড়ে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

দুইটি গবর্ণমেণ্টের চাকুরি কিম্বা উচ্চ পদ এদেশ বাসীরা পাইলনা একষ্ট মারাত্মক নহে। ভারত ইংলণ্ডের অধীন, ইহাও তাহার মুমূর্ষ অবস্থার কারণ নহে। তবে ভারতের এ ভয়ঙ্কর অবস্থার কারণ কি ? ভারতের প্রধান অভাব কি ?

এ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব কি এবং কি উপায়েই বা ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহা আমাদের অপেক্ষা জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারের সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত উদ্‌যোগ কর্ত্তা গণ ইচ্ছা করিলে অধিক সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারেন।

তাঁহারা কেবল এই বিষয়টী বুঝেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও ইচ্ছানহে, অন্ধ ও খঞ্জে একত্রিত হইয়া ও এক দেহ হইয়া পথ পর্য্যটন করিতে যত্ন না করিলে অভিলষিত স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইবার পক্ষে সুবিধা হয়না এবং গৃহ বিবাদ সকলের পক্ষেই এবং সকল সময়েই দারুণ অনিষ্টকর, ইহাও তাঁহারা বুঝেন ইহাই আমাদের আন্তরিক ও অকপট প্রার্থনা।

ভারতের ধনসম্পদ রক্ষার উপায়।

তুমি পণ্ডিত হও কিম্বা জ্ঞানী হও কিন্তু যদি তোমার অর্থ সম্পদ মাত্র না থাকে এবং পথের ভিক্ষুক হও তবে এজগতে তোমার সম্ভ্রম সম্মান, পদ মর্য্যাদা এমন কি উদরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মুষ্টি তণ্ডুলের ও সংস্থান হইয়া উঠিবে না। দরিদ্রতার ন্যায় কষ্ট নাই।

অতুল রত্নের ভাণ্ডার ভারত এই ভয়ঙ্কর দরিদ্রতার ভিতর দিন দিন ডুবিয়া পড়িতেছে।

ভারতে দরিদ্রতা, অর্থ অসচ্ছলতা ও দৈন্যতার রাজত্য দিন দিন এতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষ, মহামারির সহিত হাত ধরাধরি করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রতিক্ষণ "পলকা" নৃত্য করিতেছে; এবং তাহাদের পদতলে পড়িয়া কোটি কোটি ভারতবর্ষ বাসী দিবা রাতি দলিত বিদলিত হইতেছে। যে ভারতবাসী পৌরাণিক কালে নিজের দেহ কাটিয়া দিয়া অতীথি সংকার করিতেও আনন্দ বোধ করিত সেই ভারতবাসী আজি এতদূরই অধঃপতনের শেষ সীমায় আশিয়া পড়িয়াছে যে, গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় অনেক স্থানে এরূপ ও ঘটিয়াছে, অনেক জননী স্বীয় গর্ভ জাত মৃত শিশু সন্তানের গলিত মাংসের উপরও ক্ষুধিত নেত্রে ব্যাগ্র হইয়া কটাক্ষ পাৎ করিয়াছে!! কিন্তু সংবাদ পত্রিকায় বা সরকারি কাগজ পত্রে ৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের যে ভয়ঙ্কর চিত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন তাঁহারা চক্ষুর সমুখে সেই সকল কি তাহার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর চিত্র আজিও দেখিতে পাইতেছেন। ভারতবর্ষের প্রতি পল্লিতে পল্লিতে প্রতি গৃহস্থের গৃহে গৃহে এমন কি প্রতি গৃহস্থ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির উদরে এক্ষণে জাগ্রত দুর্ভিক্ষ দিবা রাতি বিরাজ করিতেছে। অর্থাভাবে অন্নাভাবে শরীর ক্লিষ্ট নহে, দুইবেলা উদর পুরিয়া অন্নাহার করিতে পারেন এরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিদেশী ব্যতীত ভারত বর্ষিয়দের মধ্যে কেহ আছেন কি না সন্দেহ।

এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভারতবর্ষ এক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থার নামই সন্ধিস্থান! আর একপদ নিম্নের দিকে অগ্রসর হইলে ধ্বংশের বিকট গ্রাসের মধ্যে গড়াইয়া পড়িতে হইবে। তাহা হইলে জগৎ হইতে হিন্দু নাম লোপ পাইয়া যাইবে—হিন্দু দিগের পবিত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র, সুমধুর সংস্কৃত ভাষা, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান সকলই সেই নামের সহিত জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। যে কথা ভাবিতে হৃদয় কাপিয়া উঠে, আজি আমরা সত্য সত্যই সেই ভয়ঙ্কর সন্ধিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই সন্ধি স্থানের একদিকে গড়াইয়া পড়িবার পথ যেমন সহজ ও পিচ্ছল অন্যদিকে আরোহণ করিবার পথ তেমনি কঠিন ও দুর্গম। অর্থবল, বুদ্ধিবল, ও লোক বল এই তিন গাছি রজ্জু অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে উঠিতে চেষ্টা-করিলে বহু ক্লেশে ও বহু দীর্ঘ সময়ে উঠিতে পারা যাইতেপারে। কিন্তু এই তিন গাছি রজ্জুর যদি এক গাছির অভাব হয় তবেই সমস্ত চেষ্টার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই তিন গাছি রজ্জুর মূলেই দুরন্ত মূষিক আসিয়া লাগিয়াছে। লোক বল নামক রজ্জুর মূলদেশে যে মূষিক কার্য্য করিতেছে তাহার নাম "অন্নকষ্ট"। বুদ্ধিবল রজ্জু যে মূষিকে ধীরে ধীরে কাটিতেছে তাহার নাম "অন্ধ অনুকরণ

স্পৃহা'। আর অর্থবল রজ্জুকে যে মূষিকে প্রায় ছেদন করিয়া ফেলিল তাহার নাম 'বিদেশী বাণিজ্য'। প্রথম দুইটী বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাবান্তরে আমরা আলোচনা করিব। তৃতীয় বিষয় টিই এক্ষণে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং আপাততঃ এইটীই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখিবার ও আলোচনা করিবার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। (ক্রমশঃ)

সাময়িক সংবাদ।

গত মাস মধ্যে এমন কোন বিশেষ ঘটনা হয়নাই যাহা বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গত মাস মধ্যে কোন কার্য্যই হয়নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, বাবু কৃষ্ণ দাস পালের মৃত্যুতে জমিদার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহার স্থানে অন্য একজন সভ্য মনোনীত করিবার জন্য জমিদার সভার প্রতি আদেশ হওয়ায় শ্রীযুত বাবু মোহিনী মোহন রায় এবং শ্রীযুতবাবু প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায় প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছিল অবশেষ সভা কর্ত্তৃক শেষোক্ত ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতায় তথাকার মিউনিসিপ্যালিটী লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। কমিসনরগণ দ্বারা কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছেনা বলিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তদন্তের জন্য একটি সভা সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৫ জন কমিসনর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। যাহারা এপর্য্যন্ত পদ ত্যাগ করেন নাই তাঁহারা কিছু বিপদে পড়িয়াছেন।

এই সময় মধ্যে আর গুটিকত বিষয় অতি সামান্য হইলেও কিছু অধিক গুরুতর আকার ধারণ করিয়া উঠিয়াছে। আসাম প্রদেশে ওয়েবনামক একজন সাহেব একজন কুলি রমণীর প্রতি অত্যাচার করেন এই মর্ম্মে একটি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকটী কয়েক দিবস পর মরিয়াছে, বিচারে দোষ সাব্যস্থ হওয়া সত্ত্বেও বিচারক কেবল মাত্র তাঁহার একশত টাকা জরিমানা করেন; জেলার জজ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া নথী হাইকোর্টে প্রেরণ করেন, হাইকোর্টে ওয়েব সাহেব নির্দ্দোষ স্থির হইয়াছেন। কিন্তু এই সংক্রান্ত কাগজ পত্র সাক্ষীর জবানবন্দি সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে। ইহা যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই এককালে বজ্রাহত স্বরূপ হইয়া যাইতেছেন। এই অল্প সময় মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশের পল্লি গ্রামে গ্রামে এমন কি স্ত্রীলোক পরিজনের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা হইতেছে। ইহার উপর আর একটী ভয়ঙ্কর ঘটনার সংবাদ প্রচার হইয়াছে। মাঠের মধ্যে রেল গাড়ি থামাইয়া একজন সাহেব একটী স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করিতে থাকেন। মেজিষ্টেট সেই সময়েই ঘটনা বশতঃ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিতে বলা সত্বেও নির্লজ্জভাবে অমানুষিক ব্যবহারে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া

তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। সে তাহা গ্রাহ্য ও করে না। এই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মের দণ্ড ও নাকি কেবল কিছু অর্থদণ্ড ও এক মাসের কারাবাসের দ্বারাই শেষ হইয়াছে।

এই সকল মোকর্দ্দমার দণ্ড উচিত কি অনুচিত হইয়াছে, কি অভিযুক্ত সাহেবগণ দোষি কি নির্দ্দোষি, এসকল বিষয়ে আলোচনা করিবার সুবিধা এবং ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা এই মাত্র দেখিতে পাইতেছি ইহা দ্বারা সহরে এবং সংবাদ পত্রে যত না হউক পল্লিগ্রামে বিশেষতঃ স্ত্রী লোকদিগের মধ্যে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয় এই জন্য তাহাদের প্রতি 'রাজনৈতিক অসন্তুষ্টি' ভাব প্রকাশ করা হইতেছে। এই অসন্তুষ্টির জন্য আজি কালি অনেক স্থানে অনেক আক্ষেপজনক ঘটনাও উপস্থিত হইতেছে। এক্ষণে বাঙ্গালিদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে ও যদি রাজ নৈতিক তরঙ্গের আঘাত লাগে তবে ভবিষ্যতে আমাদের অদৃষ্টে আর কি আছে কে বলিবে? সম্প্রতি 'বিদ্যালয়ের ছাত্র নীতি' যদিও এদেশের রাজনীতির অন্তর্গত করিবার জন্য যত্ন করা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা রাজনীতির অন্তর্গত নহে বিবেচনায় এই সম্বন্ধে আমরা এই প্রস্তাব মধ্যে কোন কথা উল্লেখ করিতে পারিলাম না। 'সামাজিক' প্রস্তাব মধ্যে বর্ত্তমান ছাত্র গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য উক্ত হইবে। জটিল রাজনৈতিক বিষয় মধ্যে স্ত্রী লোক বালক জড়াইয়া দেওয়া যে কতদূর অসঙ্গত কার্য্য এবং কুনীতি অনুমোদিত, তাহা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন না ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

পার্লিয়ামেণ্ট।

গত ১৫ আগষ্ঠ পারলিয়ামেণ্ট এক মাসের জন্য বন্দ হইয়াছে। যথা রীতি শ্রীমতি মহারাণীর পক্ষ হইতে নিম্ন লিখিত বক্তৃতা হইয়া পারলিয়ামেণ্ট বন্দ হইয়াছে।

The Lord Chancellor read her Majesty's gracious Speech, which was in the following terms:—

My Lords and Gentlemen,

The satisfaction with which I ordinarily release you from discharging the duties of the session is on the present occasion qualified by a sincere regret that an important part of your labours should have failed to result in a legislative enactment.

The most friendly intercourse continues to subsist between myself and all foreign powers.

Diplomatic relations have been resumed with Mexico and a preliminary agreement has been signed, providing for the negotiation of a new Treaty of Commerce and Navigation.

I have to lament the failure of the efforts which were made by the European powers assembled in the recent Conference, to devise means for restoring that equilibrium in the finances of Egypt which is so important an element in its well-being and good order.

I shall continue to fulfil with fidelity the duties which grow out of the presence of my troops in the valley of the Nile; and I trust that the special mission which I have determined upon sending to that country may materially aid me in considering what counsels to the Egyptian Government, and what steps to adopt in connection there with.

Imperial authority has been resumed in Basutoland and as much progress made in the settlement of its affairs as I could reasonably have anticipated. The Convention

concluded with the Delegates from the Transvaal has deen ratified by the Volksraad,

I regret that the condition of Zululand, outside of the Reserve. continues to be disturbed,

প্রভার সহিত রাত্রি দুই ঘণ্টা।

(রাজ নৈতিক উপাখ্যান)

(দ্বিতীয় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠা হইতে)

চতুর্থ অধ্যায়।

বিরূপাক্ষ বাবু অবনত মস্তকে বৃহদাকারের একখানি গ্রন্থ দক্ষিন হস্তে করিয়া এবং বামহাতে একটী ক্ষুদ্র ছাতা লইয়া দ্রুতপদে কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া উত্তর মুখে চলিয়া যাইতেছিলেন। আর এক জন লোক সেই সময়েই উর্দ্ধ মুখ হইয়া আকাশে পাড়ার বালকদের ঘুঁড় উড়ান ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে হিন্দু কলেজের নিকট হইতে মেডিকেল কলেজ অভিমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। উভয়েই অন্য মনস্ক। উভয়েরই চক্ষু সম্মুখের পথ হইতে অন্য দিকে থাকায় হঠাৎ বিরূপাক্ষ বাবুর চিবুকের সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তক সজোরে আঘাত লাগিল। বিরূপাক্ষ বাবু চমকিয়া উঠিলেন। মর্ম্মান্তিক যাতনায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। বিরূপাক্ষ বাবু চক্ষু মুদিয়া অন্ধকার দেখিবার সময়টা নষ্ট নাকরিয়া অগ্রে উপস্থিত ব্যক্তিকে তিরস্কার করা কর্ত্তব্য, কি তাঁহার নিজের অসাবধানতার জন্য তিরস্কৃত হইলে কি উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইবে, ইহাই স্থির করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিরূপাক্ষ বাবু যেমন চক্ষু মেলিলেন পরস্পর প্রতি পরস্পরের অমনি দৃষ্টি পড়িল। বিরূপাক্ষ বাবু তন্মুহূর্ত্তেই "কে বঙ্গ চন্দ্র ?" আর বঙ্গ চন্দ্র 'বিরূপাক্ষ বাবুনাকি ?" বলিয়া এক বারেই দুই জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলাবাহুল্য চক্ষুর নিমিষে উভয়ে উভয়ের পাণি গ্রহণ করিয়া আমুল শক্তিতে পাণি পীড়ন কার্য্য শেষ করিলেন। কর মর্দ্দনা শেষ হইলে অন্যান্য দুই চারি কথার পরে বঙ্গ চন্দ্র বিরূপাক্ষ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অনেক দিন প্রভা আহা—তারণ বাবুদের সংবাদ পাই নাই, তাঁদের মঙ্গল ত?"

বিরূ। তারণ বাবু সকল সহিত এক বারেই প্রায় এদেশ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশে থাকিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন সম্প্রতি আবার ঘটনা স্রোতেবাধ্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। কেন সেখানে যাবে কি ?

বঙ্গ। যাব ? না- যাইতে বড় ইচ্ছা—ছি-ল-না; তবে আচ্ছা নাহয় চলুন যাওয়া যাউক।

বিরূ। মাথা নাড়িয়া বলিলেন না—সেখানে আজ যাইবার সুযোগ হইবেনা। এখন তাঁহারা পূর্ব্ব রীতি অনুসারে আর সকল সময়েই গোলমেলে ভাবে বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেননা। প্রতি শনিবার তাঁহারা বন্ধু বান্ধবকে রিসিভ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বঙ্গ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "ইংরাজি ধরণে ?"

বিরূ। না—ইংরাজি ধরনে ঠিক নয় তবে উন্নত ধরণে কতকটা বটে। কথোপকথন ও বৃথা আমোদে বা সময় নষ্ট করার জন্য করা নয়, যাতে আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্দেশ্য ও সাধিত হয় সেদিকেও লক্ষ থাকে।

বঙ্গ। আপনার কথা শুনিয়া আমার কেমন যেন ভয় হইতেতেছে। এআবার কি প্রণা——

বিরূ পাক্ষ বাবু বঙ্গচন্দ্রের বাক্যে বাধাদিয়া বলিলেন— "কেন এ মন্দকি ? বৃথা আমোদ গল্পে, বা নাটক নবেলের স্বপনের রাজ্যে না বেড়াইয়া দশজন বন্ধু সপ্তাহান্তে একত্রে বসিয়া কোন একটী বা দুইটী বিষয় বিশেষ লইয়া দু ঘণ্টা আলোচনাকরা, সে বিষয় নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করা, ভালমন্দ বিবেচনা করা, এত কিছুই মন্দ কার্য্য নয় ?

বঙ্গ। তবে আমি এখন যাই।

বিরূ। কোথায় ?

বঙ্গ। আমার পেটের বেদনা হইয়াছে, আমি চলিলাম। বঙ্গচন্দ্র এই বলিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন বিরূপাক্ষ সহসা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "তোমাকে আগামী শনিবারে আমাদের 'মজলিসে' উপস্থিত হইতে হইবে"।

বঙ্গ। আমার এখন একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমি এখন চলিলাম। সময়ান্তরে আপনার সহিত সাক্ষাত করিব। আপনাদের ওরূপ উচ্চ রকম "মজলিসে" ওরূপ নিরামিষ ভোজন করিতে—

বিরূপাক্ষ বাবু বঙ্গ চন্দ্রের কথা শেষ নাহইতেই

বলিলেন—"না, না, সেকি? সেখানে সময় সময় কত রঙ্গ তামাসা কত কৌতুক কত হাসিবার কথা উপস্থিত হয়; আর তুমি যাইলে তোমার ভোজনের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থাও করা যাইবে। আমাদের এবন্ধু—সমিতিতে সকল শ্রেণীর বন্ধুর অভ্যর্থনা করিবার জন্যই সুব্যবস্থা আছে।

বঙ্গচন্দ্র বিরূপাক্ষ বাবুর কথার উত্তর প্রদানের জন্য আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত পদে নিকটবর্ত্তী একখানি পুস্তকের দোকান মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই আকণ্ঠ পূর্ণ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন "বাঁচিলাম,— কি বিষম বিপদের হাতেই পড়িয়াছিলাম। তারণ বাবুর গৃহ কি আমোদ আহলাদের স্থানই ছিল;— এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেহেন স্থানকে কি এক অদ্ভুত পেণ্ডিমনিয়ামে পরিণত করিতেছে।" এই বলিয়া বঙ্গচন্দ্র পুস্তক বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "নূতন ভাল বই কিছু বাহির হইয়াছে কি?" পুস্তক বিক্রেতা তাঁহার হাতে একখানি "পশুপতি সংবাদ" দিল।

এদিকে বিরূপাক্ষ বাবু পূর্ব্বের ন্যায় অধোবদনে দ্রুত পদে কলেজষ্ট্রীট দিয়া উত্তর মুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই উপখ্যানের এই পর্য্যন্ত পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, প্রভার পিতা পাবন বাবু যে প্রকৃতির লোক তাহাতে সপ্তাহান্তে সেই এক সময় ব্যতীত তাঁহাদের গৃহে কোন বন্ধু বান্ধবেরই গমনাগমনের সুবিধা নাই। কাজে কাজে গ্রন্থকারের ও এমন ক্ষমতা নাই যে পাঠকগণকে যখন তখন প্রভার নিকটস্থ করিতে পারেন। যাঁহারা আমাদের এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানের নায়িকা প্রভার সহিত ঘনিষ্ঠ রূপে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের অগত্যা বিরূপাক্ষ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইবার আবশ্যক হইবে। প্রভার সহিত যে দুই ঘণ্টা পাঠকের দেখা সাক্ষাত হইতে পারিবে সে সময় ও যে কিভাবে এবং কিরূপ কথোপ কথনে অতিবাহিত হইবে তাহাও বিরূপাক্ষ বাবু ও বঙ্গচন্দ্রের কথায় বার্ত্তায় পাঠক সবিশেষ অবগত হইয়াছেন। এক্ষনে উহা যদি আমাদের প্রিয় পাঠকের অপ্রীতি কর হয় তবে তাঁহাকেও আমরা বঙ্গচন্দ্রের পথ অনুসরণ করিতে এবং এই স্থানেই এই উপাখ্যানটি ত্যাগ করিতে অনুরোধ করি, আর যদি তাঁহার প্রীতিকর হয়, অন্ততঃ অপ্রীতিকর না হয় তবে আমাদের সহিত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিরূপাক্ষ বাবু বঙ্গচন্দ্রকে যে "বন্ধু সম্মিলনীতে" উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন অদ্য শনিবার, কাজে কাজে তারণ বাবুর গৃহে সন্ধ্যারপর সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় বন্ধু একত্রিত হইয়াছেন।

একটী সুসজ্জিত অথচ বিলাষের বহ্বাড়ম্বরবিবর্জ্জিত প্রশস্থ কক্ষে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত একখানি টেবিলের উপর একটি প্রদীপ্ত আলো জ্বলিতেছে। টেবিলটি বেষ্টন করিয়া ৭। ৮ জন পুরুষ এবং দুই জন স্ত্রী লোক বসিয়াছেন। সকলেরই মুখ মণ্ডলে প্রফুল্লতা ও ভদ্র ভাব বিরাজিত, পুরুষগণের মধ্যে গৃহস্বামী তারণ কুমার তাহার ভ্রাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পাবন কুমার, প্রসিদ্ধ উকিল কানাই দাস এবং স্ত্রী লোক দ্বয়ের মধ্যে এই উপাখ্যানের নায়িকা শ্রীমতি প্রভা দেবি পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত, অবশিষ্ট কয়েক জনের সহিত পাঠকের ক্রমে পরিচয় হইবে।

ইতঃপূর্ব্বে কোন একটি গল্প উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণেও সেই গল্পের আনুসঙ্গিক হাসির তরঙ্গ অল্প অল্প চলিতেছিল। এমন সময় কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; বাহির হইতে আর দুইটি নূতন হাসির শব্দ আসিয়া সেই হাসির তরঙ্গের মধ্যে মিশ্রিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর দুই জন বন্ধু আসিয়া বন্ধুসম্মিলনীতে মিলিত হইলেন। দুই জনের একজন বিরূপাক্ষ বাবু আর এক জন বঙ্গচন্দ্র। ইহাদিগকে দেখিয়া সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন।

তারন বাবু যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "বঙ্গ বাবু! আসুন আসুন বহুদিনপর আপনার দর্শন পাইলাম সমস্ত মঙ্গল ত?

বহুদিবস পর বন্ধু বান্ধবের প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ কথা বার্ত্তার বিনিময় হয় সে সমস্ত সমাধা হইলে বিরূপাক্ষ

বাবু ঈসর্ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তার পর এখন আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় কি?"

তারণ। আজ কাল এদেশের কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি রাজনীতি সম্বন্ধে একটা নূতন জীবন, একটা যেন নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ সকলেই বলেন। বাস্তবিক তেমন তর কিছু হয়েছে কিনা এই বিষয়ে আমাদের কথা বার্ত্তা হইতেছিল—আপনি কি বলেন?

বিল্ল। আপনার এই প্রশ্ন উপস্থিত করাই যে কতকটা তাহার যেন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তারণ। আমার ভায়া পাবন কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

পাবন। আমি বাস্তবিক ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। স্বীকার নাকরিবার আমার প্রধান কারণ এইযে, আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবরর্ণর আজ পর্য্যন্ত এসম্বন্ধে কোন রিজলিউসন প্রকাশ করেন নাই।

কানাই। প্রত্যেক বিষয়েই কি তাঁহাকে রিজলিউসন পাশ করিতে হইবে?

পাবন। প্রত্যেক বিষয়ে নাহউক এরূপ গুরুতর বিষয় সকল সম্বন্ধে ত কোনই কথানাই। স্কুলের বালকদের পুরাতন জীবন কোনস্থানে বাল্য স্বভাবে একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেছে কি নাউঠিতেছে ইহার জন্য কত বড় প্রকাণ্ড রিজলিউসন পাশ হইল আর সমস্ত দেশ মধ্যে একটা নূতন জীবন অনধিকার প্রবেশ করিবে অথচ রাজপুরুষেরা কিছুই করিবেন না একিরূপ অযৌক্তিক কথা?

বঙ্গ। আচ্ছা এ সম্বন্ধে প্রভার কিমত শুনা যাউক।

বিল্ল। হাঁ—প্রভা তুমি কি বল?

প্রভা। আজ্ঞে—আমি ক্ষুদ্র আমি কি বলিব? তবে ডার ডিনের একটি কবিতা আমার স্মরণ হইল———

On what strange grounds we build our hopes and fears;
Ours life is all a mist, and in the dark
Our fortunes meet us.
Whether we drive, or whether we are driven
If ill, 'tis ours; if good, the act of Heaven.

সমাজিক ও নৈতিক প্রস্তাব।

নামের ব্যবসায়।

বৈষয়িক তত্ত্বের শিল্প, ব্যবসায়, কৃষিশীর্ষক খণ্ডের মধ্যেই ঐসকল বিষয়ক প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। সামাজিক ও নৈতিক শীর্ষক প্রস্তাবাবলির মধ্যে আমরা আবার ব্যবসায়ের কথা কেন তুলিতেছি? একথা পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা নিজেও নিজের প্রতি বারম্বার এ প্রশ্ন করিয়াছি এবং "নামের ব্যবসায়" উচিত রূপে বাণিজ্য ব্যবসায় কি সমাজনীতির অন্তর্ভূত ইহা অবধারণ করিবার জন্য একজন মহাজনকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাঁহারা আজ কালের বাজারে কি দরে নাম কিনিতেছেন। মহাজন খাতা পত্র উলটাইয়া পালটাইয়া বলিলেন "আমাদের এ আড়তে এরূপ সামগ্রীর কেনা বেচা নাই;— আমরা ওরূপ ভুসি জিনিষের কারবার করি না।" তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে পথে একটি বাজার বসিয়াছে দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম এই খানেই নামের 'কেনা বেচা' কার্য্য হইয়া থাকে। এই বাজারে বড় বড় রাজা রাজরা, ধর্ম্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ, পণ্ডিত, বিদ্যান, প্রাজ্ঞ, সকলেই দীর্ঘ দীর্ঘ বিজ্ঞাপন মাথায় বাঁধিয়া দৌড়া দৌড়ি করি-

তেছেন। প্রশ্নের উত্তর অবধারণ করিতে আর আমাদের চিন্তা করিতে হইল না।

নামের ব্যবসায়টী নুতন নহে। সকল সভ্য সমাজেই ইহা প্রচলিত আছে। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এ ব্যবসায়ের ও অনেক রহস্য আছে, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় এব্যবসায়ের ব্যবসায়ী গণও সুলভ মূল্যে অভিষ্ঠ সামগ্রী ক্রয়করিতেই বিশেষ যত্ন করেন; এবং অল্প মানে অধিক ফলন করিবার জন্য ইহার মধ্যে "ভেজান" মিশাইতে ও ক্রুটি করেন না। চতুর ক্রেতা হইলে সহজেই এবং অল্প মূল্যেই অধিক নাম কিনিতে পারেন। যদিও আজি কালি ইহার ক্রেতার সংখ্যা অত্যন্তই অধিক হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার মুল্য অধিক বৃদ্ধি হয় নাই;— ইহার বাজার যথেষ্টই নরম আছে।

লোহা, সোণা, রূপা প্রভৃতি পাকা মাল যেমন একবার ক্রয় করিয়া লইতেই প্রথমে যে কিছু মূলধন ব্যয় করিবার আবশ্যক হয় দীর্ঘ কালেও তাহা নষ্ট হয় না এবং রৌদ্রে বা জলে ফেলিয়া রাখিলেও নষ্ট হয় না, এ সামগ্রী সেরূপ নহে। কাপড় ইত্যাদির ন্যায় ইহাকে ক্রয় করার সময় হইতেই বিশেষ যত্নে রাখিতে হয় এবং অতি সতর্কতার সহিত নাড়িতে চাড়িতে হয়। কাপড়ের বস্তার উপর একটু বৃষ্টি পরিলেই যেমন দাগি হইয়া যায় ইহার উপরেও তেমনি দুর্নামের দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িলেই দাগি হইয়া যায়—তখন আর "ড্যামেজ" মালের কোনই আদর থাকেনা। কিন্তু চতুর-বস্ত্র-বণিক যেমন সেরূপ অবস্থায় বস্তার নিচের কোন চিত্র বিচিত্র রাঙ্গা দু চার খানি কাপড় উপরে তুলিয়া দিয়া নষ্ট মাল ঢাকিয়া রাখেন তেমনি চতুর নাম ক্রেতা হইলে তাঁহার নষ্ট নামের উপর দুই চারিটি রাঙ্গা রাঙ্গা "ভাল কায' দিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিতে যত্ন করেন।

কাপড় ব্যবসায়ীরা ইন্দুরকে বড় ভয় করেন। নাম ব্যবসায়ীরাও নিন্দুক ইন্দুরকে বড় ভয় করেন। ইহারা সুযোগ মত ঘরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত জিনিষ কাটিয়া একবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই রূপ নিন্দুক ইন্দুর দিগের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চতুর ব্যবসায়ীরা রূপার চক্র দুই চারি দশখণ্ড ইহাদের নিকট কৌশলে নিক্ষেপ করেন,—তখন উহারা তাহা লইয়াই ক্রীড়া করিতে থাকে, আপন দন্ত বেদনার কথা ভুলিয়া যায়। নাম ব্যবসায়ীরা ইন্দুরকে যেমন ভয় করেন বিড়ালকে তেমনি ভাল বাসেন। বিড়াল লক্ষ্মী বাহন, ইহারা যেমন সম্পদ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়, তেমনি লাঙ্গুল উর্দ্ধ করিয়া দুধ ভাত দাতার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। ইহাদের উচ্চনাদে ইন্দুরের কিচ্ মিচ্ শব্দ ঢাকিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন বড়বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীর প্রধান ক্রয় বিক্রয়ের স্থান যেমন আফিংয়ের চৌরাস্থা, তেমনি নাম ব্যবসায়ী দিগের কেনাবেচার প্রধান স্থান সংবাদ

পত্রের আফিস। সংবাদ পত্র সম্পাদকদের মধ্যে সকলে না হউক কেহ কেহ যে ইহার দালালি করিয়া থাকেন এবং এক হস্ত ইন্দুরের এবং অন্য হস্ত মার্জ্জারের পৃষ্ঠে রাখিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন

দেশ যত সভ্য হয় এব্যবসায়ের বিস্তার ও ততই অধিক দেখাযায়। এদেশ অপেক্ষা বিলাতে নামের ব্যবসায় অধিক বিস্তৃত ও অধিক সুপ্রণালী বদ্ধ। পাঠক হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন বিলাতে অনেক সময় বড় বড় নাম সত্য সত্য ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। কিছু উপার্জ্জনের জন্য কয়েক জন লোক একটি নূতন রেলওয়ে প্রস্তুত কি বিদেশে খনী আবিস্কার করণ জন্য একটি কোম্পানী সৃষ্টি করিয়া তাহার বিজ্ঞাপন পত্র সাধারণে প্রকাশ করিলেন। এই কার্য্যের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা আবশ্যক, এই টাকার জন্য প্রতি অংশ এক শত টাকা হিসাবে পাঁচ হাজার অংশ অবধারণ করা হইল। এখন অজ্ঞাত লোকের হাতে খনী আবিস্কারের জন্য কে এক শত টাকা দিবে? কেহই টাকা দিতে সাহস করে না টাকাও সংগ্রহ হয় না। তখন সাধারণের প্রিয় দুই চারি জন বড় বড় লর্ড আরল প্রভৃতির নিকট যাইয়া তাঁহাদের নাম ভাড়া করিয়া না আনিতে পারিলে কার্য্য বন্ধ হয়। অবস্থা বিশেষে দশ হাজার পনের হাজার কি পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া বিজ্ঞাপনে নাম ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। সাধারণে এ রহস্য জানিতে পারে না তাহারা মনে করে সত্য সত্যই এ কোম্পানীর ডিরেক্টার দলে অমুক অমুক লর্ড আছেন। তখন নদীর স্রোতের মত টাকা আসিয়া পড়িতে থাকে। এক খানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ করা আবশ্যক কি একটি সভা আহ্বান করা আবশ্যক এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞাপনের মধ্যে বিলাতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ দশ কুড়ি জন লোকের নাম পূরিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সকল সময় বিনা মূল্যে নাম বিতরণ করিতে কেহ প্রস্তুত থাকেন না অন্ততঃ "ডাক মাসুল" স্বরূপ কিছু কিঞ্চিত গ্রহণের আবশ্যক হইয়া উঠে!

বিলাতে নামের ব্যবসায়ের এতদূর উন্নতি হইয়াছে এবং নামের ভাড়া দেওয়া না দেওয়া দ্বারা প্রকৃত পক্ষে এত অর্থ উপার্জ্জন করা হইয়া থাকে যে, সহসা কেহ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। বিলাতে এমন অনেক লব্ধনামা লেখক আছেন যাঁহারা বৎসর মধ্যে এক কলম না লিখিয়া কেবল নাম ভাড়া দিয়া আরো আশ্চর্য্য! স্থল বিশেষে ভাড়া না দিয়া— অনায়াসে ষাইট সত্তুর হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন। বড় বড় নামিক লেখকদের সহিত প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রিকার প্রকাশক দিগকে এই রূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় যে, তাঁহাদের

নিজ পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ লিখেন বা না লিখেন কিন্তু প্রতিযোগী 'অমুক' পত্রিকায় এক পংক্তিও লিখিতে পারিবেন না এই চুক্তিতে বৎসর দুই হাজার পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য যে পত্রিকায় লিখিবেন না বলিয়া গোপনে এক স্থানে বন্দোবস্ত করা হইল সে পত্রিকার সহিত ও অন্য পত্রিকা সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে সেই সকল লেখকগণ ত্রুটি করেন না!

এদেশেও বিলাতের ন্যায় নাম ভাড়া দেওয়ার প্রথা অল্পে অল্পে প্রচলিত হইতেছে। বিলাতের ন্যায় সত্য সত্য অর্থ বিনিময়ে নাম ভাড়া দেওয়ার প্রথা এখনও এদেশে প্রচলিত হইয়াছে কিনা আমরা অবগত নহি, কিন্তু সভা সমিতিতে সভাপতি বা অধ্যক্ষ আদি পদের জন্য অনেক সময় যে নাম ভাড়া করিয়া লইবার চেষ্টা করাহয় ইহা আমরা অবগত আছি। দৃষ্টান্ত স্থলে আমাদের পাঠকের নিকট একটি গল্প করিতেছি। আমাদের পঠ্যাবস্থাতে এক দিবস আমাদের গুরুর নিকট বঙ্গের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকারী দলের কয়েক জন নব্য বয়স্ক শিক্ষিত উৎসাহশীল যুবক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একটি সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমাদের অধ্যাপক দুঃখ প্রকাশ করিয়া অসুস্থতার আপত্য জানাইলেন। যুবক দিগের মধ্যে একজন অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি সেই সময় বলিলেন "নাহয় আপনি সভায় নাইবা গেলেন আপনার সভায় যাওয়া হউক না হউক তাহাতে আমাদের বড় অধিক বলিবার কথানাই কিন্তু আপনি যে এই সভার সভাপতি আছেন এইটি প্রকাশ থাকিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হয়"। এরূপ উক্তিতে অন্যে কিরূপ উত্তর দিতেন আমরা জানিনা কিন্তু আমাদের পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার নামের গুরুত্ব যে কেবল ভারতবর্ষব্যাপী নহে সমস্ত সভ্য জগৎ ব্যাপী, ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন; তিনি ঘৃণা প্রকাশক ব্যাঙ্গ স্বরে বলিলেন "তবে তোমাদের আমাকে প্রয়োজন নাই আমার নামকে মাত্র তোমাদের প্রয়োজন,—ইহাতে আমাকে এখন বিনামা হইতে ইচ্ছা হইতেছে"!

কিন্তু সকলে উপরোক্ত মত উত্তর প্রদান করেন না। একটু অনুনয় বিনয়ে একটু খোসামোদে তুষ্ট হইয়া অনেকেই সাধারণকে প্রতারণা করিয়া নাম ভাড়া দিতে প্রস্তুত হয়েন। কি কোন সভা সমিতি, কি কোন সাধারণ কার্য্যে নিজের শরীর মন নাদিয়া কেবল নাম দেওয়া নিতান্তই অবৈধ কার্য্য। ইহাকে সভ্য জগতের অনুমোদিত সুমার্জ্জিত প্রতারণা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অনেক সময় অনেক বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ লোক দোষের কার্য্য নয় বিবেচনা করিয়াও এইরূপ প্রণালীতে নামভাড়া দিতে সম্মত হয়েন। বিবেচনা করিলে সহজেই

ইহার অনিষ্ট কারিতা দেখা যাইতে পারে।

নামের ব্যবসায় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে কিন্তু নামের মাহাত্ম্য সম্যকরূপে বর্ণন করিবার শক্তি আমাদের কি আছে যখন বিলাতের পণ্ডিত প্রবর মত মহাত্মা কারলাইল স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন--- "Could I unfold the influence of names, which are the most important of all clothings, I were a second great TRISMEGISTUS."

উদ্বাহ তত্ত্ব।

(চতুর্থ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে)

নর এবং নারী জাতির মধ্যে পরস্পরের সম্মেলন ইচ্ছা স্বভাবের কোন অনির্ব্বচনীয় শক্তির গুঢ়তম স্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভাবিত ও ক্রমে ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। এই সম্মেলন ইচ্ছাই যে, উদ্বাহ প্রথার ভিত্তি ভূমি এবং মানব সমাজের বর্ত্তমান সভ্যাবস্থার মলিভূত কারণ তাহাও আমরা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে উহা-দ্বারা কিরূপে মানব সমাজে উদ্বাহ প্রথা প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং উদ্বাহ প্রথা দ্বারাইবা কিরূপে মানবসমাজের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু সম্যকরূপে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে এক স্থানে কথিত হইয়াছে জগতে নর নারী হইতে পশু, পক্ষী কৃমি, উদ্ভিদ, চেতন, অচেতন সকল শ্রেণীর জীব এবং পদার্থ মধ্যেই আপন আপন বৃদ্ধি সাধন জন্য সম্মেলন বা সঙ্গ সংসাধিত হইতেছে সেই সম্মেলন বা সঙ্গ কোন শ্রেণীর মধ্যে কিরূপে সাধিত হইয়াথাকে এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে অগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

আমরা স্থূল ভাবে যাহাকে জড় ও চেতন বলি তাহা যে একই শ্রেণীর পদার্থ, ইহা নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে। উভয় হইতে দৈশব্য সাধারণ ভাবে দেখিতে উপস্থিত হইলে সম্পূর্ণ বিপরীত পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইলে ও উভয়েই যেমন এক পদার্থ, তেমনি জড় ও চেতন স্থূল চক্ষে দেখিতে ভিন্ন রূপ বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে উভয়েই এক ধর্ম্মাবলম্বি ও এক পদার্থ। এবিষয়ে অনেকের আপত্তি বা সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাতে সন্দেহের কারণ থাকিলেও আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ সঙ্গইচ্ছা, জড় ও চেতন উভয়ের মধ্যেই যে বর্ত্তমান আছে ইহাতে কোনই সন্দেহের কারণ নাই। ইহা সম্প্রতি বিজ্ঞানে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছে। ইহা নিশ্চয় যে আপন আপন শ্রেণীর বৃদ্ধি সাধন ইচ্ছা— সঙ্গবা সম্মেলন ইচ্ছা ও তাহার আবশ্যকতা জগতের সকল পদার্থেই আছে।

অনেকে মনে করেন সঙ্গ কেবল জীব জন্তু মধ্যেই সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃক্ষাদির মধ্যে স্ত্রী জাতি এবং পুরুষ জাতি এবং তাহাদের বৃদ্ধির জন্য তাহাদের মধ্যে সম্মেলন প্রচলিত আছেই, নিতান্ত সামান্য জড় প্রস্তর কঙ্কর ইত্যাদির বৃদ্ধি জন্য তাহাদের মধ্যেও সূক্ষ্ম ভাবে এই নৈসর্গিক নিয়মের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রামাণী কৃত হইয়াছে।

একটী প্রস্তরের অনু বা খনীজ পদার্থের পূর্ব্বের দেহের মধ্যে অন্য একটী

পৃথক পরমাণু হটাৎ সম্মিলিত অর্থাৎ প্রবিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট হইলেই তবে তাহা হইতে আর একটী পর্কের বা অণুর জন্ম হয় * অন্যথা হয় না। একটী বৃক্ষের পুষ্প-গর্ব্ভাশয়ে অন্য একটী বীজ রেণু পড়িলেই তাহা হইতে ফল এবং ফল হইতে অন্য বৃক্ষ হয়। + একটী জীবের পক্ষেও তেমনি নিয়ম। দুইটির সংযোগ ব্যতীত কেবল মাত্র এক হইতে জগতে কিছুই জন্মেনা। কিন্তু জগতের প্রত্যেক বস্তুতে এই ধর্ম্মের মূলগত সাম্য ভাব থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন২ প্রণালীতে এই সংযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। খনীজ প্রস্তরাদি পদার্থের অর্থাৎ যাহাকে আমরা জড় বলি তাহাদের যেপ্রণালীতে মেলন সাধনহয় তাহা আমরা অব্যবহিত পুর্ব্বে সংক্ষেপে বলিলাম। উদ্ভিদাদির বিষয় যদিও ইতঃপূর্ব্বে বলাহইল কিন্তু উদ্ভিদাদির অসঙ্গপ্রথা ও জন্ম প্রণালী সম্বন্ধে এত বিষয়ই জানিবার ও বলিবার আছে যে, কেবল তাহার আলোচনা করিতে উপস্থিত হইলেই এক খানি অতি বৃহত গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সাধারণত উদ্ভিদ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। * ক্রমশঃ

* " While minerals are produced fortuitously or by the casual juxta-posi-tion of the different particles that enter into their make, animals and vegetables can only be produced by generation, by a system of organs contrived for this express purpose, and regulated by laws peculiar to itself. Good,s study of medicine VOL. V. P. 4

+ See LINDLEY'S Vegetable kingdom.

* এসম্বন্ধে মত ভেদ আছে। মিঃ বেন্টলীর মতে উদ্ভিদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, কিন্তু পণ্ডিত ডি, ক্যানডোলি এবং লিণ্ডলে প্রভৃতির মতে উদ্ভিদকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। আমরা শেষোক্ত মতের পক্ষপাতি।

৫ ম সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বের সূচিপত্র।

এই পত্রিকা ভাহিরপুর "তত্ত্বপ্রকাশ" যন্ত্রে শ্রীবরদা চরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ সুলভ সংস্করণ ২॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵ আনা।

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি সম[illegible]নীতি, [illegible]প, ব্যবসায় কৃষি, বিজ্ঞান গার্হস্থ্যস্থান,
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক

সচিত্র

মাসিক পত্র।

১ম ভাগ] [৬ষ্ঠ সংখ্যা

তাহিরপুর।

তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন ১২৯১

বৈষয়িকতত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

" বৈষয়িকতত্ত্ব " নামে যে একখানি মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং উপজীব্যের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা একটী মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ইহার উপজীব্য কেবল গ্রাহকমণ্ডলীর অনুগ্রহ মাত্র নয় প্রসিদ্ধ তাহিরপুরনগরস্থিত দ্রষ্টব্য কৃষিকার্য্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও ইহার সম্ভাবিত দীর্ঘ আয়ুষ্মতার একটি হেতু। * * অতএব কোন একখানি পত্রিকাও যদি সে দিকে যত্ন করিবার নিমিত্ত অবসর পায়, এবং করিতে পারে, তবে একটী প্রকৃত অভাবই মোচন হইবার আশা জন্মে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং বৈষয়িকতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য অনুভব করিয়া আমরা এই পত্রিকার আবির্ভাব দর্শন যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম" (এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)।

" স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তন করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং এক বিষয়ে এই পত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন জিনিষ। বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য; প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক শিখা যায় " (বঙ্গবাসী)

—বঙ্গের বৈষয়িক উন্নতি এই পত্রের প্রধান লক্ষ্য সুতরাং ইহাতে রাজনীতির প্রচুর সমালোচনা থাকিবে। সমাজনীতি ও সামাজিক প্রথার দোষগুণের আবশ্যকমত আলোচনা থাকিবে সম্পাদক দেশের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় অবধারণ করিতে ও লাভকর কৃষি ব্যবসায় শিল্পাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যত্ন করিবেন। + + এই সুদীর্ঘ সমালোচনায় পাঠকগণ অবশ্যই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, বৈষয়িকতত্ত্বে কিরূপ উপকরণ থাকিবে এবং কিরূপ প্রকরণ পদ্ধতিতে ইহা প্রকাশিত হইবে। এইরূপ পত্রের জন্য বৈষয়িক লোক কিছু অভাব বোধ করিতেছিলেন কিনা, তাহা আমরা জানি, তবে বৈষয়িকতত্ত্বের বহুল প্রচারে যে আমাদের দেশের অনেক উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দুই রকম সংস্করণ বা সংস্করণ থাকিবে। সুলভের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আড়াই টাকা। অন্য সংস্করণ পাঁচ টাকা। ইহাতে প্রতি মাসে চৌকা বড় পেজির ৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে। এমন জিনিষ আড়াই টাকায় বাস্তবিকই সুলভ বলিতে হইবে।

লেখা আগা গোড়া বেশ পরিষ্কার। শব্দের আড়ম্বর নাই, ভাবের জটিলতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার হয়, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা; সেই জন্য ভাষার ও গাঁথনির নমুনা স্বরূপ আমরা প্রথম প্রবন্ধের মুখভাগ উদ্ধৃত করিলাম।"

(সাধারণী)

"পত্রিকাখানি চালাইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।"

(বৰ্দ্ধমানসঞ্জীবনী)

"বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বৈষয়িকতত্ত্বের লেখা অতি সরল এবং সুখবোধ্য। এই পত্রিকাখানির একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী প্রথম সংখ্যায় যে কয়েকটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম" (হালিসহরপ্রকাশিকা)

" আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য দেখিয়াই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে প্রকৃত উহা পাঠ করিয়া অধিকতর আহলাদিত হইয়াছি। ইহার প্রায় সকল প্রস্তাবই সুপাঠ্য ও হৃদয় গ্রাহী হইয়াছে। লেখকেরা যে চিন্তাশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও দেশহিতৈষণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই পত্রিকার কৃতকার্য্যতা যে প্রার্থনীয়, তাহা বলা বাহুল্য " (হিন্দুরঞ্জিকা)

" বৈষয়িকতত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান্ হইবে। কল্পনা প্রিয় বঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্যক্ষেত্র উদ্‌ঘাটীত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য " (সঞ্জীবনী)

" ইহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। এখানি যাহাতে দীর্ঘায়ু হয় বঙ্গবাসীর তদপক্ষে বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত" (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

" ইহার কলেবর বৃহৎ। এরূপ বৃহদায়তনের মাসিক পত্র এখন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না।" (রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ)

The two numbers are well written and deserve great credit we can certify that the magazine will be a success if regularly conducted and hope that every educated youths of Bengal who are nicknamed as service hunters will do a great good to themselves and to their country if they read it (The Indian Opinion).

বৈষয়িক তত্ত্ব।

—০ঃ*ঃ০—

রাজনীতি সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ।	তাহিরপুর—(রাজসাহী)	৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তি থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণকরা হইয়া থাকে। এবং পাঠক ও লেখক গণের স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয় বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকার সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করিনা।

২। শিল্প, ব্যবসায় কৃষি, বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত ও সত্য সকল সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এতদ্বিষয়ক সকল তত্ত্বই যে অভ্রান্ত হইবে ইহা কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না। কেহ কোন ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, এবং যাঁহারা এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিষয়ে নিজে কার্য্যত: লিপ্ত হইয়া দেখিবেন তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

৩। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মধ্যে সকল রূপে প্রচার করিতে চেষ্টাকরাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িক তত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করিনাই বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিছু কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগিগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

—০ঃ০—

৬ষ্ঠ সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বের সূচিপত্র।

বিবিধ বক্তব্য।

নানারূপ দুর্ঘটনায় এবং প্রতিবন্ধকে **বৈষয়িক তত্ত্ব** প্রকাশ হইতে আবার কএক মাস বিলম্ব হইল। এজন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত আছি। গত কএক মাসের পত্রিকা এই বৎসরের অবশিষ্ট দুই মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে এবং ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রালয় হইতে ঐ কএক সংখ্যক পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া একযোগে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৈষয়িক তত্ত্বের প্রতি সংখ্যাতেই রাজকীয় সংবাদ শীর্ষক একটী পৃথক বিভাগ থাকিত। উহাতে সাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ের ও রাজকীয় ঘটনার আলোচনা করা হইত। স্থানাভাব এবং চারি পাঁচ মাসের পূর্ব্বের ঘটনার আলোচনা এক্ষণে পাঠক গণের প্রীতিকর হইবেনা এজন্য এসংখ্যায় তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইল।

যদিও এসংখ্যায় আমরা বিশেষ রূপে পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিলাম না কিন্তু যে কএক মাস বৈষয়িক তত্ত্ব প্রকাশ নাহইয়া বন্দছিল ইহার মধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক গগণে যে একটি আশাপ্রদ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ মালার ক্রীড়া হইয়া গিয়াছে যে একটি অচিন্তনীয় ঘটনার জ্যোতিতে সমস্ত ভারত ভূমি আলোকিত ও চকিত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল এস্থলে সংক্ষেপেও সেই বিষয়টীর উল্লেক নাকরিলে বোধহয় নিতান্তই অন্যায় কার্য্য করা হইবে।

লর্ড রিপণ ভারতবর্ষের গবরনর জেনেরেলি পদ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করিবার সময় সমস্ত ভারত ময় তাঁহার যেরূপ অভ্যর্থনা ও পূজা হইয়াছে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাকে লইয়া যেরূপ রাজনৈতিক উন্মত্ততা প্রকাশ করিয়াছে ইহা দেখিয়া বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাও বিস্মিত হইয়াছেন। ভারতের দেহে যে রাজনৈতিক জীবন সঞ্চার করিয়াছে ইহা একরূপ নিশ্চয়রূপে সকলেই এক্ষণে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ঘটনা লইয়া কেবল এদেশীয় ইংরাজ সমাজে নহে ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে। সাধারণ মতের প্রতিকূল স্রোতে কেহই যে দাড়াইয়া থাকিতে পারেন না ইচ্ছার সঙ্গেই হউক অনিচ্ছার সঙ্গেই হউক জাতীয় সাধারণ মতের স্রোতে ব্যক্তি বিশেষ ও সম্প্রদায় বিশেষ অবশেষে আসিয়া গড়িয়া পড়িতে যে নিতান্তই বাধ্য হয়েন ইহা লর্ড রিপণের অভ্যর্থনা সময়ে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা এমন কি এদেশীয় ইংরেজ সমাজ দ্বারাও সুন্দর রূপে ও পরিষ্কার রূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। কোন কোন সংবাদ পত্র ও সভা, লর্ড রিপণের নিন্দা-

বাদ করিতে উপস্থিত হইয়াও সাধারণ মতের মহান আকর্ষণ শক্তিতে অনিচ্ছার সঙ্গেও প্রশংসা করিয়া বসিয়াছেন। লর্ড রিপণের বিদায় কালীন অভ্যর্থনা উপলক্ষে ভারতে নবদৃশ্য দেখা গিয়াছিল।

—০(×)০—

২৯ অগ্রহায়ণ শনিবার লর্ড রিপণ ভারতের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিলে লর্ড ডফারিণ ঐ দিবস যথা নিয়মে চিরাগত প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠ শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার নিয়োগের ঘোষণা পত্র ইত্যাদি প্রচার হইলে ভাইসরয় ও গবরণর জেনেরল পদ এবং শাসন পরিগ্রহণ করিয়াছেন।

নূতন গবরণর জেনেরেল ভারতে পদার্পন করিয়া ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথমে কিরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য কোন কোন পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। ইনি বোম্বাই নগরে প্রথম বক্তৃতায় এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—

"Whatever criticisms may be passed on my future administration, it shall be in the power of no man to allege that either from fear or favour or any personal considerations I have turned aside from whatever course was most conducive to the happiness of the millions entrusted to my care or to the dignity, honour and safety of that mighty empire with which this great dependency is indissolubly incorporated."

বৈষয়িক তত্ত্বের প্রথম সংখ্যায় আমরা লর্ডরিপণের প্রতিমূর্ত্তি সহ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনি প্রকাশ করিয়াছিলাম। নবাগত রাজ প্রতিনিধির প্রতিমূর্ত্তিও আমরা সত্বর প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

সমাজিক ও নৈতিক প্রস্তাব।

উদ্বাহ তত্ত্ব।

(পঞ্চম সংখ্যার ১৮৫ পৃষ্ঠা হইতে)

উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ মাত্রেই অবগত আছেন সঙ্গম ক্রীয়া সাধন জন্য প্রায় সকল শ্রেণীর পুষ্পেই উভয়বিধ জননেন্দ্রিয়ই থাকিয়া থাকে। সাধারণতঃ এরূপ বাক্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই। এক পুষ্পে স্ত্রী এবং পুং ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ইহা প্রকৃতির ভাণ্ডারের অন্য স্থানে দৃষ্টি করিলেও অনুভব হইতে পারে। পুষ্প দূরে থাকুক জীবিত জন্তু মধ্যে ও এদৃষ্টান্তের অভাব নাই। গারডেন স্নেল নামক একরূপ জন্তু আছে ইহাদের অঙ্গে স্ত্রী এবং পুং ইন্দ্রিয় উভয়ই দেখা যায়। বিভিন্নতা এই যে পুষ্পের ন্যায় একেই সঙ্গম কার্য্য সম্পন্নকরিতে পারে না। এই জাতীয় দুইটি জন্তু একত্রিত হইয়া একের পুং ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্যের স্ত্রী ইন্দ্রিয় এবং একের স্ত্রী ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্যের পুং ইন্দ্রিয় অর্থাৎ পরস্পর উভয়েই উভয়ের দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত করিয়া ইহাদের সঙ্গম কার্য্য নির্ব্বাহকরে এবং উভয়েই গর্ভবতী হয়। কেবল পুং ইন্দ্রিয় যুক্ত এবং কেবল স্ত্রী ইন্দ্রিয় যুক্ত পুষ্পের ও অনেক গাছ আছে। ইহাদের সঙ্গম ক্রীয়া আশ্চর্য্য রূপে সংসাধিত হয়।

পুং পুষ্পের একরূপ রেণু, ভ্রমর, পতঙ্গ, কি কোন কীটের শরীরে লাগিয়া তাহা দ্বারা সেইগুলি স্ত্রী পুষ্পের জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে তাহা হইতেই স্ত্রী পুষ্প গর্ব্ভবতী হইয়া যথা সময়ে ফল প্রসব করে। বায়ু দ্বারাও অনেক সময়ে এই কার্য্যটি সাধিত হয়। এমন কি বহু ক্রোশ দূর স্থিত এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপেও পুষ্প রেণ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া যাইয়া থাকে বিজ্ঞানে ইহা ও সপ্রমান করিয়াছে। আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক সময় স্বয়ং, দেখিয়াছি কোন কোন উদ্ভিদের পরাগ কোষ এত বেগে বিদারিত হইয়া মধ্যের পরাগ রাশি চারি দিকে এত দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে যে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যে শ্রেণীর পুষ্পে পুং ইন্দ্রিয় ও স্ত্রী ইন্দ্রিয় উভয়ই আছে তাহার গঠন প্রণালী মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে উপস্থিত হইলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। স্ত্রী ইন্দ্রিয় উপরি পরাগ সংযোজন ক্রীয়া সম্পাদনার্থে উর্দ্ধ মুখে কিম্বা অধোমুখ পুষ্পের আকার ভেদে কেশর এবং গর্ব্ভতন্তু এতদুয়েরই দৈর্ঘ্য এবং হ্রস্বতার আশ্চর্য্য পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ভ্রূণ হত্যা।

"ABORTION is a learned form, and at the same time a dangerous one, of the system of MALTHUSIAN prevention" — LETO.

একটী পুষ্করিণীতে যে পরিমাণ মৎস্য থাকিতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় জন্মিলে আপনা হইতেই কতগুলি মৎস্য মরিয়া যায়। এরূপ হইয়া যখন মৎস্য মরিয়া যাইতে থাকে, তখন সাধারণে তাহাকে বলে গাদি ধরিয়া মাছ মরিয়া যাইতেছে। একটী দেশে যে পরিমাণ মানুষ স্বভাবতঃ থাকিতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিক লোক হইলেই মৎস্যের ন্যায় মানুষও মরিয়া যাইতে থাকে। মানুষের বেলায় "গাদি ধরা" শব্দের পরিবর্ত্তে এপিডেমিক কলেরা ম্যালেরিয়া মহামারি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ফলিতার্থে দুই সমান।

যে দেশের মানুষ সমাজে এইরূপ গাঁদি ধরিতে" আরম্ভ হইয়া শত শত জীব অকালে মরিতেছে সেসমাজে জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে যত্নকরা কতদূর সঙ্গত কার্য্য তাহা সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে। যে পুষ্করিণীতে মাছের গাঁদ ধরিয়াছে দেখা যাইতেছে সেই পুষ্করিণীতে আবার নুতন মাছ আনিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা যেমন অধিক অনিষ্টকর হইয়া উঠে তেমনি যে মানব সমাজে গাঁদি ধরিয়া লোক মরিতে আরম্ভ করিয়াছে সেই সমাজে মানুষ সংখ্যার বৃদ্ধির উপায়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলে তাহাও নিতান্ত মন্দ ও অসৎ কার্য্য হয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এরূপ সমাজে বিধবা বিবাহ বহু বিবাহ প্রভৃতি জন সংখ্যা বৃদ্ধির যত পথ আছে তাহা অগ্রে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যে সমাজের ব্যক্তির দিগের মনের বল নাই অর্থাৎ সমাজের অনিষ্ট নিবারণ জন্য স্ত্রী পুরুষ যেমন সুখভোগ হইতে

বঞ্চিত হইয়া থাকিবার শক্তি যে সমাজের ব্যক্তি গণের নাই সে সমাজে এরূপ পথ অবলম্বন করা ঘটিতে পারেনা কাজে কাজে সে সমাজে আপনা হইতে আর একটী উপায় আসিয়া দর্শন দেয়। ইহার নাম ভ্রূণ হত্যা প্রথা।

ইয়োরোপের ইংলাণ্ড ফরাশি প্রভৃতি দেশ বুদ্ধি ও শারীরিক বলে বিশেষ বলবান হইলেও মানসিক বল সম্বন্ধে নিতান্ত দরিদ্র। মানসিক বল হিন্দুদের যেমন ছিল জগতের অন্য কোন জাতির তেমন ছিল এখন তাঁর হ্রাসে প্রমাণ পাওয়া যায়না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ জন্য স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় চঞ্চলতার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আর্য্য নর নারীগণ মানসিক বলে স্বভাবের ইঙ্গিতও অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে চির কুমার ও চির কুমারী অবস্থায় থাকিতে পারিতেন। সময়ের গতিতে এবং বিদেশীয় জাতির সহবাসে এক্ষণে ভারত বাসীগণ এতই দুর্ব্বল মন ও ক্ষীণ চিত্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে চির কুমার কুমারী অবস্থা দূরে থাকুক এক বিবাহ অন্তে স্বামীর অভাবে স্বামীর দেহ চিতানলে ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বেই আবার স্বামী গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়াছেন। এখন সেই ভারত বর্ষে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলন করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

কোন জাতির মানসিক বল চিরকাল সমান থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না। হিন্দু সন্তানগণ চিরকালই তাঁহাদের পিতৃ পুরুষগণের মহাত্ব মানসিক বলের উত্তরাধিকারী হইয়া সেই অমূল্য ও অতুল্য সম্পত্তি সগর্ব্বে ভোগ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। কাজে কাজে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলনের আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এবং এই আবশ্যকতার উত্তেজনায় অদ্য বঙ্গভূমে কএক জন খ্যাতনামা সমাজ সংস্কারক দেখা দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বিধবা বিবাহ প্রথা এই সকল সমাজ সংস্কারক দ্বারা দেশে প্রচলিত হইতেছে এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। ইহারা বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলনের কারণ নহেন; পক্ষান্তরে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান মানসিক দৌর্ব্বল্যের অসাধারণ বেগই কেবল এই শ্রেণীর শত শত সমাজসংস্কারক জন্মিবার একমাত্র প্রধান কারণ। আবশ্যক উপায়ের জন্মদাতা ও উদ্ভাবন কর্ত্তা। বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক ইহাই এই শ্রেণীর শত শত সমাজ সংস্কারকের জন্ম দায়। সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সমাজের এই সকল বাহ্যিক লক্ষণ ও উপলক্ষণ সকল আলোকন করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্থির করিবেন এদেশে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

আমরা ইতপূর্ব্বে বলিয়াছি এদেশের স্থানের পরিমাণের তুলনায় জন সংখ্যা যেরূপ ভয়ানক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ইহাতে আবার আরও জন সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বার স্বরূপ বিধবাগণের বৈধব্য দশা ঘুচাইয়া দিলে দেশের যে

একটি গুরুতর অমঙ্গল ঘটিবে তাহা নিবারণ করিতে স্বভাবতই আপনা হইতে ভ্রূণ হত্যা প্রথা রূপ আর একটি উপায় আনিয়া উপস্থিত করিয়া দিবে। বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল, এক্ষণে অবশ্যম্ভাবি ভ্রূণ হত্যা প্রথা প্রচলিত হইতে না পারিয়া অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে আশঙ্কিত অমঙ্গল নিবারণ হইতে পারিবে কি না ইহাই বঙ্গের হিতেচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ চিন্তার সামগ্রী হওয়া কর্ত্তব্য।

সত্যই একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় দার্শনিক সমাজ সংস্কারকের অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক সমাজ সংস্কারকের অধিক প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ও বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলনের যত্ন অপেক্ষা ভ্রূণ হত্যা করণ প্রথা নিবারণের জন্য যত্ন করিবারই অধিক প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

আমিত কম্বল ছাড়িয়াছি কম্বল যে আমাকে ছাড়ে না।

একটি গল্প আছে। একদিন পদ্মাতীরে এক জন সাহেব ঘোড়ায় এবং তাঁহার সইস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাত যাইতেছে। তীরহইতে সাহেব দেখিলেন একটু দূরে একখানি কালকম্বল ভাসিয়া যায়। সাহেব সইসকে বলিলেন 'হুয়া দেখ একঠো কম্‌লী ভাস্‌তা যাতা হায়, তোমলেনে সকো তাব দরিওামে জল্‌দি উতরো। হাম্‌ ঠিয়া রায়্‌ তেহেঁ।" সইস আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জলে ঝম্প প্রদানকরিল এবং পাঁচমিনিট মধ্যে সাঁতরাইয়া কম্বল খানি ধরিল কিন্তু সইস আর ফিরিয়া আসিতে পারেনা; কম্বল সহিত ক্রমেই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সাহেব তখন চিন্তিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "এইদেখো! কম্‌লী ছোড়ো কম্‌লী ছোড়্‌দেকে তোম আও" সইস কাতর স্বরে উত্তর করিল 'খোদাবন! আমিত কম্বল ছাড়িয়াছি কম্বল যে আমাকে ছাড়েনা।' ফল, কম্বল, প্রকৃতপক্ষে কম্বল নহে, উহা একটা ভল্লুক। স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, সইসকে নিকটে পাইয়া অবলম্বন স্বরূপ তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই জন্যই এখন সইসকে বলিতে হইতেছে "আমিত অনেক ক্ষণই কম্বল ছাড়িয়াছি কম্বল যে এখন আর আমাকে ছাড়েনা।'

সভ্য সমাজে এতদিন পর এইরূপ একটি কম্বল দেখা দিয়াছে। এই কম্বল খানির নাম "ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কার'। বিজ্ঞানে ধর্ম্মকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। ইয়ুরোপের কি এমেরিকার কি ভারতবর্ষের সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে বহু দিবস হইতেই ধর্ম্ম অনাবশ্যক বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোনরূপে নাস্তিকতারই রাজত্ব সমস্ত সভ্য জগতের পরিমার্জ্জিত মানব হৃদয়ে একরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের এবং দর্শনের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে ধর্ম্মের মুল দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ফলতঃ মানব জাতি (অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়) ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কার হৃদয় হইতে একরূপ উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু মানব

জাতি ইচ্ছা করিলে কি হয়, কম্বল ছাড়ে কোথায়? এদিকে বিজ্ঞানে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইতেছেন ঈশ্বর, দেব দেবী, পরলোক, স্বর্গনরক কিছুই নাই। মানুষেও তাহাই প্রতিধ্বনি করিতেছে কিন্তু অন্য দিকে থিওছবি, স্পিরিচুয়ালিজম, ভূত, প্রেত, মহাত্মা, ছাই, ভস্ম, কতগুলি একদল আসিয়া দেখা দিতেছে। ইহা দেখিয়া বিলাতের "সেট জেমস্ গেজেট" একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ৬ই ডিসেম্বরের পত্রিকার ১১পৃষ্ঠায় এই প্রবন্ধটি পাঠক দেখিতে পাইবেন। বৈষয়িক তত্ত্বের পাঠক মাত্রেই এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখেন ইহা আমাদের নিতান্ত অনুরোধ। মানুষ শিক্ষা বলে হৃদয় হইতে ধর্ম্ম বিষয়ক কুসংস্কার গুলি উৎপাটন করিয়া বিসর্জ্জন দিতে উপস্থিত হইলেও প্রকৃতি কলে কৌশলে সেগুলি কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য রূপে মানুষের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে যত্নবতী। সুশিক্ষিত মানব জাতি অনেকক্ষণ হইল কম্বলত্যাগ করিয়াছে কিন্তু কম্বোল যে মানব জাতিকে ত্যাগ করে না ইহাই দুঃখ। শ্রী চ, ক, ভ,

মানুষের অভাব বোধ।

মানব সমাজে দিন দিন নানা সুখকর সামগ্রী ও বিলাস বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে কিন্তু মানব সমাজের অভাব কমিতেছে না, বরং দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। পদ ব্রজে গমন করিবার স্থলে অশ্ব আসিয়া জুটিল, অশ্বের স্থলে গাড়ি আসিয়া দেখা দিল গাড়ির স্থলে বাষ্পীয় যান আসিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু গমনের সুবিধার অভাব আর কিছুতেই দূর হইল না। এক বৎসরের পথ আজি এক মাসে যাইতে পারিবার উপায় হইয়াছে কিন্তু মানুষের গমনাগমনের অসুবিধা আর দূর হয় না। মানুষে ঘুমাইতে ২ কলিকাতা হইতে কাশি এক রাত্রে যাইতে যাইতেও ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া বলিতেছে "কি অসুখ, এতক্ষণ কি রেলে থাকা যায়। রেলের পায়ে কি বাত ব্যাধি হইয়াছে? এত ধীরে ধীরে চলিতেছে কেন?" ইহা শুনিয়া হয়ত আর এক কক্ষ হইতে আর এক ব্যক্তি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন "রেলে ত বিলম্ব হইতেই পারে আগুন, জল, মোটা পদার্থের কারবার; আমি বর্দ্ধমান ষ্টেসন হইতে আমেরিকায় একটি বন্ধুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া উত্তর জন্য পুরাপুরি দুই মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিলাম ইহার মধ্যে এই সামান্য দূর এমেরিকা হইতে আমার কথার উত্তর আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। বিজ্ঞানের এত দীর্ঘ সূত্রতা আর সহ্য করা যায় না।"

বৈজ্ঞানিক কল যন্ত্র ইত্যাদির দীর্ঘসূত্রতার ন্যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উন্নতির দিকে চলিবার দীর্ঘ সূত্রতা ও মানব সমাজের পক্ষে বড়ই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আয়রলণ্ডের ফেনিয়ান, জারমেনির সোসিয়ালিষ্ট রুশিয়ার নিহলিষ্ট সম্প্রদায়ের ন্যায় জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশেই এবং প্রত্যেক জাতিতেই অধৈর্য্য মন্ত্রে দিক্ষিত এক শ্রেণীর লোক জন্মিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই

এই শ্রেণীর লোক সংখ্যা দিন দিন ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। সমাজ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের গতি মন্দ দেখিয়া ইহারা কোন স্থানে রাজনীতির উদরে দিনামাইট ঠাসিয়া আগুন লাগাইয়া দিয়া হঠাৎ চক্ষুর নিমেষে উহাকে দেড়শত হাত আকাশে উঠাইয়া দিতে পারেন কিনা তাহার যত্ন করিতেছেন কোথায় বা নর নারী একত্র হইয়া এক কাপড়ে উভয়ের কটি দেশ বন্ধন করিয়া প্রাণপণে সমাজ নীতিকে ঊর্দ্ধদিকে ঠেলিতেছেন।

এতৎসত্ত্বেও এত চেষ্টার মূলদেশে একটী সামগ্রী পদার্থ গুপ্তভাবে দিবা রাত্রি নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছে। এই সামগ্রীটির নাম অভাব বোধ। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার এই এই বিষয়ে অভাব আছে, চেষ্টায় এই, এই রূপ সুবিধা হইতে পারে ইত্যাকার জ্ঞান মনোমধ্যে জন্মিলেই মানুষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট এবং অভাব দূরীকরণ জন্য যত্নবান হয়। যে পর্য্যন্ত মানুষের মনে এই জ্ঞানের বিকাশ প্রাপ্তি না হয় সে পর্য্যন্ত মানুষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়া কোন উদ্যোগ করিতে নিবিষ্ট থাকে।

এই কারণে যেমন সমাজে প্রকৃত পক্ষে যে বিষয়ের অভাব থাকে সেই বিষয়ের অভাব জ্ঞানটী সেই সমাজস্থ ব্যক্তি গণের হৃদয়ে সম্যকরূপে অনুভূত হওয়া আবশ্যক। এক দিকে যেমন এইটী নিতান্ত আবশ্যক অন্য দিকে তেমনি যে বিষয়ের প্রকৃত অভাব নাই সেই বিষয়ের একটী কাল্পনিক অভাব জ্ঞান জন্মিয়া উঠাও নিতান্ত অনিষ্টকর।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় মানুষে তাহার প্রকৃত অভাবের দিকে দৃষ্টি না করিয়া একটা কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া লইয়া তাহার জন্যই স্থূল স্থূল করিয়া উঠায়। তাহার জন্যই জগৎ আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া তুলে।

চতুর ও কৌশলি রাজনৈতিক পণ্ডিত-গণও সময় সময় স্বীয় অভিসন্ধি সাধনার্থ জাতি বিশেষের মধ্যে কৌশলে ক্রমে ক্রমে কোন একটি বিষয়ে কল্পিত অভাব জ্ঞান প্রবেশ করাইয়া দেন। কি উদ্দেশে এরূপ পথ অবলম্বন করা হয় তাহা সুন্দর রূপে বুঝাইবার জন্য আমরা এস্থলে একটি সাধারণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। এক জন পথিক মাঠের মধ্যে একটি পুষ্করিণীর নিকট বসিয়াছে তথায় আসিয়া বসিলেন। সেই সময় আর এক জন পথিক আসিয়াও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দুই জনে পরিচয় হইল, ক্রমে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। প্রথম আগন্তুকের মাথায় একটি পরিপক্ক কাঁঠাল ছিল; দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে এক খানি সুতীক্ষ্ণ ছুরি লুক্কাইত আছে দেখা যাইতেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বেলা ত অনেক হইয়াছে এই পুষ্করিণীর শীতল জলে স্নানের উদ্যোগ করিলে হয় না?" প্রথম ব্যক্তি বলিলেন আমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে—বিশেষতঃ একটু ক্ষুধাও বোধ হইয়াছে আমি সত্বর বাড়ি

যাইব।” দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন সেকি এত প্রাতঃকালে ক্ষুধা? আমার তউদর স্ফীত হয়ে আছে। এই মাঠের মধ্যে এমন সুন্দর পুষ্করিণী কি পাওয়া যায়,—এমন সুন্দর স্নানের সুবিধাও কি মানুষে ত্যাগ করে।” অনন্তর উভয়েরই স্নান করা স্থির হইল। দ্বিতীয় আগন্তুক ব্যক্তি অগ্রে অগ্রে চলিলেন কিন্তু জলে এক পা দিয়াই বলিলেন “মহাশয় জলে নামুন আমি একটু দূর হইতে অতি সত্বর মল মূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতেছি।” এই বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া যাইয়া পরিপক্ক কাঠাল ও তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া বসিলেন। দেখিয়া দেখিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রথম আগন্তুক অগত্যা স্নান করিয়া উঠিলেন এবং বট গাছ দিকে আসিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিলেন ‘মহাশয় করিলেন কি ঐ রাস্তায় আসিতেছেন! ঐ খানে একটা ভয়ানক সাপ; আমি ঐ ভয়ে এপর্য্যন্ত ঘাটে যাইয়া নামিতে পারিনাই। আপনি দেখেন কি? ঐ যে সাপটা আপনার দিকে দৌড়াচ্ছে আপনি পালান পালান শীঘ্রই জলের ভিতর নামিয়া পড়ুন।’ ইহার বাক্যের শেষ না হইতেই প্রথম ব্যক্তি অত্যন্ত ভীত হইয়া দৌড়াইয়া যাইয়া জলে নামিয়া পড়িলেন কায়মনো বাক্যে ঈশ্বরের নাম জপিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন “আপনার বোধ হয় পূজা আহ্নিক ও হয় নাই। আপনি অনর্থক জলে কতক্ষণ দাড়াইয়া থাকিবেন বরং বসিয়া বসিয়া পূজা আহ্নিক করিতে থাকুন আমি ততক্ষণ সাপটী মারিতে চেষ্টাকরি। এই বলিয়া এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি অবকাশ মত ধীরে ধীরে সমস্ত কাঠালটী উদরসাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

উপরিউক্ত গল্পটী গল্পনহে। অনেক সময় উপরিউক্ত গল্পের অনুরূপ সত্য ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের পাকা কাঠাল এইরূপ কৌশলে ভক্ষিত হইতেছে। এবং পাছে ভারতের এরূপ বুদ্ধি সন্তান গণের দৃষ্টি তাহাদের কাঠালের উপর পড়ে এই কারণে কোশলে তাহাদিগকে “ততক্ষণ পূজা আহ্নিক করিতে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে”।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ধর্ম্মালোচন ও ধর্ম্মান্দোলনের প্রবল স্রোত সম্প্রতি যে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা দেখিয়া অনেকের মনে উপরিউক্ত সন্দেহের উদয় হওয়া অসঙ্গত বা অসম্ভব নহে।

ভারতবর্ষে যদ্যপি কোন বিষয়ের অভাব না থাকে তবে সে কেবল এই ধর্ম্ম জ্ঞানেরই। জগতে কোন দেশই ধর্ম্ম লইয়া এত আন্দোলন হয় নাই এবং ধর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে ভারতবর্ষ যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে জগতের অন্য কোন দেশই তদ্রূপ হয় নাই। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষে ধর্ম্মালোচনার অভাব বুঝাইয়া দিয়া ঐ বিষয়ে এত দেশে লোকের মন আকর্ষণ করা এবং উপস্থিত

শত শত গুরুতর এবং কঠোর অভাবের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ধর্ম্ম লইয়া লিপ্ত থাকিতে উপদেশ করা কিরূপ সঙ্গত কার্য্য তাহা অনায়াসেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

পাঠকগণ আমাদের উপরি উক্ত বাক্যে এরূপ বুঝিবেন না যে আমরা ধর্ম্মযোগী গণকে নাস্তিক হইতে উপদেশ দিতেছি। নাস্তিক হইতে উপদেশ না দিলেও আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে ও মুক্ত কণ্ঠে বঙ্গীয় যুবকগণকে একথা অবশ্যই বলিব যে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্ম বিষয়ক অভাব আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভাব নহে এবং ভারতবাসী দিগের পক্ষে এসময় টি ও ধর্ম্মালোচনার এবং তপজপে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নহে। আমাদের অন্য অভাব আছে।

(ক্রমশঃ)

——০ঃ০——

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

আজ কাল জারমেনি এমেরিকাকেও পশ্চাদে ফেলিয়াছে। সম্প্রতি জারমেনির এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন পর্ব্বতে ও সমুদ্রে পৃথিবীর অনেকটা স্থান অনর্থক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐসকল স্থানে কৃষিকার্য্য চলিতে পারিলে জগতে দুর্ভিক্ষের আর আশঙ্কা থাকিতে পারে না। তিনি সেই সমস্ত জগৎ এই কার্য্যে লাগাইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার প্রস্তাব এইযে আপাততঃ ইয়ুরোপের আলপস্ পর্ব্বত এবং ভারতের হিমালয় পর্ব্বত কাটিয়া আনিয়া তদ্দারা মেডিটারেনিয়ান এবং ভারত সাগর সমান ভাবে পূরণ করিয়া ফেলা হউক। এবং এক্ষণে যে পথে জাহাজ যাতায়াত করে অতঃপর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইলে সেই পথে একটি রেলওয়ে খুলা হউক। এরূপ অবস্থায় রাস্তা বাঁধিবার জন্য কি সেতু প্রস্তুত জন্য কিছুই ব্যয় আবশ্যক হইবে না। কাজে কাজে রেলওয়ে খুলিতে অতি যৎসামান্য ব্যয় হইবে ইহা তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন।

কৃষি ক্ষেত্রে সার দিবার রীতি এদেশে অধিক নাই। তবে গোময় অথবা খইল মাত্র ভূমির সার স্বরূপ কোন কোন স্থলে ব্যবহার করা হয়। বিলাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিতে সার দেওয়া হয়। দরিদ্র বঙ্গদেশে এরূপ উপায়ে জমির সার দেওয়ার কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। জমির সার সম্বন্ধে আমরা একটি সহজ ও নূতন সঙ্কেত পাঠকগণকে এস্থলে বলিয়া দিতেছি। রন্ধন ঘরের ঝুল অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ ঝুল গুলি একত্রিত করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাছের গোড়ায় দিলে হাতে হাতে তাহার ফল দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার আর একটী উপকারিতা আছে, বপন করা বীজ ঝুল মিশ্রিত জল ক্ষেত্রে দিলে পক্ষি

আসিয়া উৎগত প্রায় বীজ সকল নষ্ট করিতে পারেনা।

কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌চপিয়ার বলিয়াগিয়াছেন পদ্মনিজেই এত সুন্দর যে তাহাকে আবার রং-দিয়া সাজাইতে বসিলে উপহাস করাহয়। কিন্তু বিজ্ঞানে তাঁহার এউক্তি অনুমোদন করিতে পারিলনা। সম্প্রতি আমরা আমাদের একজন ইংরেজ বন্ধুর গৃহে তাঁহার টেবিলের উপর কাচ পাত্রে একটী অপূর্ব্ব পদ্ম ফুল দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। পদ্মের গায়ে যেন অসংখ্য হীরা মুক্তা ঝল্ মল্ করিতেছে। কমলটী কি কৃত্রিম জিজ্ঞাসা করায় আমরা জানিতে পারিলাম কৃত্রিম নহে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কমলের ঐরূপ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করা হইয়াছে। সঙ্কেতটি এই;— একসের উষ্ণ জল মধ্যে অর্দ্ধসের এলাম (ALUM) নামক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে পদ্ম কি গোলাপ কি অন্য কোন ফুল অথবা ফুলের তোড়া কিছু ক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া পরে বাতাসে শুষ্ক করিয়া লইলে ইহার গাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক মালা দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। এলাম ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায় পাঠক স্বয়ং একবার এই বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

এই সময়ে অনেকেই কফি বপন করিয়াছেন এবং অনেকে কফির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগাছে কীট লাগিতে দেখিয়া নিতান্তই ব্যথিত হইয়াছেন। হুকার জল দিয়া অনেক সময় কীট তাড়াইতে যত্ন করাহয় কিন্তু এ উপায়ে অনেক সময়েই কৃত কার্য্য হওয়া যায়না। আমরা আর একটী উপায় বলিয়া দিতেছি—দুগ্ধের সহিত কেরসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া গাছের মূলদেশে অল্প অল্প দিতে থাকিলে নিশ্চয়ই কীট গুলি মরিয়া যাইবে।

—০:(*):০—

রেসমের ব্যবসায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৪র্থ সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠা হইতে)

যদিও উপরি উক্ত তালিকায় রেসম পোকার খাদ্য স্বরূপ যে যে বৃক্ষের পাতা ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা লিখিত হইল কিন্তু যাঁহারা এই কার্য্যে প্রথম ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগকে আমরা কেবল তুঁত পাত দ্বারাই পোকা রক্ষার যত্ন করিতে উপদেশ করি।

রেসম পোকার খাদ্য।

অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেই নূতন প্রণালীতে কার্য্য করিয়া লাভালাভ ও সুবিধা অসুবিধা অবধারণের চেষ্টা করা পরামর্শ সিদ্ধ, নব্য ব্রতীর পক্ষে চিরাগত প্রথার অনুসরণে কার্য্য করাই শ্রেয়।

এক্ষণে তুঁত পাতা কিরূপে জন্মাইতে ও সংগ্রহ করিতে হয় তাহাই আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এদেশে সাধারণতঃ দুই প্রকার তুঁত আছে। একের নাম 'দেশী' অন্য প্রকারের নাম বিদেশী। কোন কোনস্থানে এই দুই

প্রকারের তুঁতকে 'মরিচা' এবং 'জাত' শব্দে অবিহিত করা হয়। আমরা এদেশের আবাদি জমিতে এই দুই শ্রেণীর অতিরিক্ত তুঁত দেখি নাই কিন্তু ডাক্তার রস্‌বর্গের 'ফ্লোরা ইণ্ডিকা' গ্রন্থে আরো কয়েক প্রকার তুঁতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা শিবপুর গবর্ণমেণ্ট উদ্ভিজ্জ উদ্যানে পরস্পরের মধ্যে অতি অল্প প্রভেদ পাঁচ সাত প্রকারের তুঁত গাছ দেখিয়াছি এবং তথা হইতে কলম লইয়া যদিও সেই সকল প্রকার তুঁত গাছ স্থানীয় কৃষি কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এদেশের স্থানে স্থানে জন্মাইতে যত্ন করা হইয়াছে কিন্তু বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়াছে। এই কারণে সাধারণতঃ আমরা দুই শ্রেণীর তুঁতই এদেশে জন্মে ইহাই স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এদেশের সাধারণ তুঁতকে ডাক্তার রসবার্গ সাহেব (MORUS—INDICA) মোরাস্ ইণ্ডিকা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। (MORUS—ALBA) মোরাস্ এলবা, মোরস্ গিরেটা, মোরস্ লাটিফোলিয়া, মোরাস্ লিপ্‌টোষ্টাসিয়া, মোরাস্ আট্রোপুর পোরিয়া প্রভৃতি আরো কয়েক শ্রেণীর তুত আছে এরূপ উক্ত ডাক্তারের গ্রন্থে জানিতে পারা যাইতেছে। আমরা একজন পাঞ্জাবির নিকট অবগত হইয়াছি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন স্থানে সাতুত নামে একরূপ তুত গাছ আছে। ইহার ফলগুলি শাদা বর্ণের এবং গাছ ও অতি বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ফলতঃ জলবায়ুর ক্রিয়ায় এক শ্রেণীর তুত গাছই নানা স্থানে পাতার এবং বৃক্ষের অন্যান্য অবয়বের পার্থক্যে এতদূরই ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে এদেশের কত স্থানে কত শ্রেণীর ও কত প্রকারের তুঁত গাছ বিদ্যমান আছে তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন। ডাক্তার ওয়ালস্ একস্থানে ব[illegible]ছেন।—

"I am not acquainted with any plant of agricultural or commercial interest, of which the natural history is involved in greater doubt and obscurity than the mulberry

সাধারণতঃ যে দুই শ্রেণীর তুত গাছ এদেশে দেখা যায় তাহার আবাদ কিরূপে করিতে হয় ইহা বিশেষ রূপে জানিতে হইলে ঐ কার্য্যে ব্রতী এই প্রদেশের কোন কৃষককে লইয়া যাইয়া অথবা ১০।২০ দিনের জন্য এই প্রদেশের অর্থাৎ রাজসাহী মালদহ, বগুড়া, কি মুর্শিদাবাদের কোন পল্লিগ্রামে অবস্থিতি করিয়া স্বচক্ষে এতদ্ সংক্রান্ত কার্য্যাদি সুন্দর রূপে পরিদর্শন করিলে তবেই এই বিষয়ে অবশ্যকোপযোগিনী অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে বলা বাহুল্য এরূপ কষ্ট স্বীকার ও যত্ন করিয়া কৃষি কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছুক এরূপ ব্যক্তি সমস্ত বঙ্গদেশে দুই এক জনও এক্ষণে আছেন কিনা সন্দেহ। কাজে কাজে গ্রন্থের সাহায্যে যত দূর জানিতে পারা যায় [illegible] তাহার উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

——:o:——

জল—জলের ব্যবহার ও

জল পরিষ্কার করণের নানাবিধ কৌশল।

(৫ম, সংখ্যা ১৫৯ পৃষ্ঠা হইতে।)

বৃষ্টি জলের নির্ম্মলতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ভ্রান্ত সংস্কার আছে এবং প্রকৃত পক্ষে বৃষ্টি জল যে অব্যবহার্য্য ও নিতান্ত অপবিত্র তাহা ইহা হইতেই পাঠক নিসংশয় রূপে জানিতে পারিলেন।

কেবল নদী বা বৃষ্টি জল সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ ভ্রম মূলক সংস্কার আছে এরূপ নহে আরো অনেক স্থলেই জল সম্বন্ধে সাধারণে এইরূপ আশ্চর্য্য ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। কলের জল, যাহা অতি নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ এবং বিশুদ্ধ বলিয়া কলিকাতাবাসী মাত্রেই বিবেচনা করেন সুক্ষ্ম ভাবে দেখিতে উপস্থিত হইলে তাহাতে ও কোন কোন ভয়ানক অনিষ্টকারী সামগ্রীর অস্তিত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। কলের জলের অন্য অপকারিতার কথা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন সীসার নলে কলের জল আবদ্ধ থাকে। সীসা একটী বিষাক্ত ধাতু ইহাও অনেকে অবগত আছেন। ক্রমিক ঘর্ষণে সীসার নল হইতে অতি অল্প পরিমাণে হইলেও কিয়দংশ বিষাক্ত পদার্থ উঠিয়া যে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই প্রকারে জলকে দূষিত করে ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিলে একটি সীসার পাত্রে ১৫।২০ দিবস উষ্ণ জল রাখিয়া ঐ জল শরীরের কোন ক্ষত স্থানে অল্পে অল্পে কয়েক দিবস ক্রমাগত দিতে থাকিবেন। এই কার্য্যে কিরূপ ফল উৎপত্তি হয় দেখিলেই আমাদের উপরিউক্ত বাক্যের প্রতি সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না। তবে কলের জল পান করিয়া কেহ এপর্য্যন্ত বিষাক্ত হইয়া মরেন নাই এরূপ আপত্তি উপস্থিত করিয়া কেহ কেহ আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এইযে মৃত্যু দুই রূপ। একের নাম প্রত্যক্ষ মৃত্যু অন্যের নাম অপ্রত্যক্ষ মৃত্যু। এক মৃত্যু চক্ষুর সম্মুখে হইয়া থাকে অন্য মৃত্যু ধীরে ধীরে অপ্রত্যক্ষভাবে শরীর যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করে। (ক্রমশঃ)

—:০:—

শিল্প ও কৃষি পত্রিকা।

যে উদ্দেশে "দাতব্য কৃষিকার্য্যালয় হইতে বৈষয়িক তত্ত্ব" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা হয় সেই উদ্দেশ্য এই পত্রিকা দ্বারা সম্যক রূপে সাধিত হইতেছেনা ইহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত কৃষক শ্রেণীর উপকার ও দেশীয় শিল্প ও কৃষি কার্য্যাদির কার্য্যত (Practical) উপকার করিতে যত্ন করাই "কৃষি কার্য্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈষয়িক তত্ত্ব যে প্রণালীতে লিখিত ও চলিত হয় ইহাতে এই পত্রিকা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সুন্দর রূপ সাধিত হইতে পারেনা — আশাও করা যাইতে

পারেনা। বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াও প্রকৃত কৃষক সম্প্রদায় মধ্যে গত দেড় বৎসর মধ্যে এই পত্রিকার ৬২ জনের অধিক নিয়মিত গ্রাহক প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে নাই!

ইহার কারণ ইহা নহে যে এদেশের কৃষক গণ পত্রিকা পাঠ করিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেনা; অথবা কুসংস্কার বশতঃ কৃষি কার্য্যে নূতন প্রথার প্রচলন করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ। বিষয় কার্য্যে নিত্য শত, সহস্র কৃষিজীবিদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব থাকায় আমরা বিশেষ রূপে অবগত আছি যে কৃষকদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়াধিক্য না হইলে নূতন লাভকর কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতে বিশেষ ইচ্ছুক। গ্রাম্য পাঠশালার ক্রমিক বিস্তৃতি হওয়ায় অনেক কৃষি জীবি এতৎসংক্রান্ত পুস্তক পত্রিকা পাঠ করিতেও সমধিক উৎসাহী। তবে প্রতি বন্ধক এই যে কঠোর দরিদ্রতা বশতঃ তাহারা অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক পত্রিকা গ্রহণ করিতে অসমর্থ, বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইলেও অতি "সামান্য লেখা পড়াজানা কৃষক" ভদ্র শ্রেণীর পাঠো-পযোগী পুস্তক ও পত্রিকার লিখিত বিষয় সকলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

এই কারণে এই শ্রেণীর পত্রিকা দ্বারা প্রকৃত কৃষক শ্রেণীর কোনই উপকার হইতে পারেনা। কৃষি কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষগণ এইটী সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া কৃষি কার্য্যালয় হইতে এক্ষণে অতি সরল ও গ্রাম্য ভাষায় ক্ষুদ্রাকারে আর একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এবং এই উদ্দেশে তাঁহারা সম্প্রতি একখানি অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক গণের অবগতির জন্য আমাদের ভবিষ্যত কনিষ্ঠা ভগিনী "শিল্প ও কৃষি পত্রিকার" জন্মবার্ত্তা সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান পত্র খানির চুম্বক, সানন্দ চিত্তে আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

এত দিন পরে শিল্প কৃষি বিজ্ঞানাদি আলোচনার উপকারিতা ও প্রয়োজন এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সকল বিষয়ের প্রতি সাধারণের অধিক দৃষ্টি পড়া যে নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ইহাও প্রায় সকলেই এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। কাজে কাজে দেখিতে দেখিতে অতি অল্প কএক দিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য কএক খানি পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ক্রমেই এক খানি দুই খানি করিয়া উহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে।

যদিও এই এক শ্রেণীর উদ্দেশ্যকেই লক্ষ্য স্থলে স্থাপন করিয়া অল্প সময় মধ্যে আট, দশ খানি পত্রিকা কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যদিও এই সকল পত্রিকা দ্বারা অনেক অভাব পূরণ হইবার সূত্রপাত হইয়াছে কিন্তু সূক্ষ্ম ও অভ্যন্তরদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে এই সমস্ত পত্রিকার সমবেত চেষ্টা দ্বারাও একটী প্রধান অভাব পূরণ হইতে পারিতেছেনা।

এই শ্রেণীর যত পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে সকল গুলিই কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠোপযোগী। কি লেখন প্রণালীতে, কি ভাষায়, ভাবে, ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের সংমিশ্রনে ও সংঘর্ষণে আকারে প্রকারে মূল্যে সকল

বিষয়েই এই সকল পত্রিকা কেবল শিক্ষিত ও উচ্চ সম্প্রদায়েরই পাঠের উপযোগী। দুঃখের বিষয় আজিও বাঙ্গালার উচ্চ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় "হাতে কাজে, শিল্প ও কৃষিকার্য্যাদিতে ব্রতী হয়েন নাই। যে সম্প্রদায় "হাতেকাজে, এই সকল বিষয়ে লিপ্ত তাহারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র, তাহারা এই সকল পত্রিকা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেছেনা। তবে এই সকল পত্রিকা দ্বারা একটী কার্য্য হইতেছে শিল্প ও কৃষি কার্য্যাদিতে শিক্ষিত ও উচ্চ সম্প্রদায়ের মতি দিন দিন আকর্ষিত হইতেছে কিন্তু ইহার দ্বারা আপাততঃ দেশীয় শিল্প ও কৃষি কার্য্যের বাস্তবিক উপকার অল্পই সাধিত হইতে পারিতেছে। শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য কোন একটী উপায় অবধারণ করাও নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা প্রকৃত শিল্প ও কৃষি ব্যবসায়ী তাহাদের মধ্যে উন্নত শিল্প ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার ও বিস্তার ভিন্ন এ উদ্দেশ্য সাধনের অন্য কোন সহজ উপায় নাই।

প্রকৃত শিল্প ও কৃষি ব্যবসায়ী গণের মধ্যে অতি সরল ও গ্রাম্য ভাষায় উন্নত প্রণালীর কৃষি কার্য্যের ও নূতম নূতন নানাবিধ শিল্প কার্য্যের সংবাদ ও উপদেশ সকল সম্বলিত একখানি সংবাদ পত্র প্রচারিত হইলে কতক পরিমাণে উপরের উক্ত উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।

এই কারণে 'তাহের পুর কৃষি কার্য্যালয়' হইতে সামান্য রূপ শিক্ষিত কৃষক ও শিল্পকার শ্রেণীর পাঠোপযোগী অতি সরল ভাষায় ক্ষুদ্রাকারে একখানি পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করা হইয়াছে।

এই পত্রিকাখানির "শিল্প ও কৃষি পত্রিকা নাম" দেওয়া হইল। কেননা শিল্প ও কৃষি জীবিগণের পাঠোপযোগী করিবার জন্য শিল্প ও কৃষি কার্য্যের আলোচনা এবং দেশীয় শিল্প ও কৃষি কার্য্যাদির উন্নতি পক্ষে যত্ন করাই প্রস্তাবিত পত্রিকার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

মূল্য দূরে থাকুক কেবল মাত্র ডাকমাশুলের ব্যয় বহন করিয়াও পাঠ করিবার জন্য কোন সংবাদ পত্রিকা গ্রহণ করিতে সক্ষম এরূপ কৃষকের সংখ্যা এদেশে অতি অল্প. এই কারণেই পত্রিকাখানি বিনা মূল্যে এবং বিনা ডাকমাশুল গ্রহণেই কৃষি জীবিগণ মধ্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এইরূপ কার্য্যে পত্রিকার আকার বৃহৎ করিতে হইলে যে তৎসঙ্গে ব্যয় বাহুল্য ও অত্যন্ত অধিক হয় ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই কারণে আপাততঃ "শিল্প ও কৃষি পত্রিকার" আকার কেবল এক ফর্ম্মা মাত্র করা হইল।

আকার ক্ষুদ্র করিলেও বিনা মূল্যে বিতরণীয় পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা দরিদ্র বঙ্গদেশে যথেষ্টই হইতে পারে এবং এরূপ অবস্থায় সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে উপস্থিত হইলে ব্যয় ও প্রচুর বহন করিতে হয়। এরূপ ব্যয় বহন করাতে বিশেষ আনন্দের কারণ থাকিলেও সীমাবদ্ধ আয়ে এরূপ আনন্দ অধিক পরিমাণে অনুভব করিবার সম্ভাবনা অল্পই থাকে। কাজে কাজে গ্রাহক সংখ্যার ও একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইয়াছে। আপাততঃ "শিল্প ও কৃষি, পত্রিকা" ২০০০ খণ্ডের অধিক মুদ্রিত হইবে না।

কিন্তু এই পত্রিকা প্রচার দ্বারা কৃষি কার্য্যালয় সংস্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, গ্রাম্য কৃষি জীবিগণ আগ্রহের সহিত এই পত্রিকা পাঠ করিতেছে এবং ইহা হইতে তাহারা কিছু কিঞ্চিতও উপকার প্রাপ্ত হইতেছে ইহা দেখিলে কৃষি কার্য্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কেবল এই পত্রিকার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা বা ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিবেন না আরও অধিক পরিমাণে এই পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া নানা স্থানে প্রচারের উপায় অবধারণ করিতে বিশেষ প্রয়াসী হইবেন।

এক্ষণে বঙ্গের সুশিক্ষিত স্বদেশ হিতৈষী ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ এবং দেশীয় শিল্প ও কৃষিকার্য্য এবং জমি জমার সহিত যাঁহাদের সংশ্রব ও স্বার্থ আছে তাঁহাদের সন্নিধানে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের এই চেষ্টা যাহাতে সফলীকৃত হয়, এই পত্রিকা এবং পত্রিকার লিখিত বিষয় সকল যাহাতে প্রকৃত কৃষক ও শিল্পকার ও দরিদ্র রাইয়ত শ্রেণী মধ্যে প্রচার হইতে পারে তাঁহারা এইরূপ যত্ন করিলে এবং শিল্প ও কৃষি কার্য্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা, অভিমত, ও উপদেশ সকল এই পত্রিকা দ্বারা যাহাতে সাধারণে প্রচার হইতে পারে তজ্জন্য সেই সকল বিষয় সময় সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব।

কোন মহাত্মা নিজ লোক দ্বারা তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে উপযুক্ত পাত্র মধ্যে এই পত্রিকা বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত কতগুলি পত্রিকা এক ডাক মাসুলে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের ডাক মাসুল ব্যয় যে কিছু পরিমাণে লাঘব হইতে পারিবে তাহা দ্বারা আরো অধিক পরিমাণে আমরা পত্রিকা মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইব।"

জমিদারি কার্য্য প্রণালির উন্নতি-সাধন।

বিলাত বাণিজ্যপ্রধান দেশ। সেদেশে দেশের অধিকাংশ লোকের বাণিজ্য ব্যবসায়ে সংশ্রব থাকায় কি প্রণালীতে কার্য্য চালাইলে ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে পারে, কি রকম উন্নত প্রণালীতে ব্যাঙ্ক রেলওয়ে খনী প্রভৃতির কার্য্য চালিত হইলে অধিক লাভ ও সাধারণের উপকার এবং দশ জনের সুবিধা হইতে পারে এই সকল বিষয় অধিক আলোচনা হয় এবং এই সকল বিষয়েই নানা পুস্তক ও পুস্তিকা ও পত্রিকা লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

বিলাত যেমন বাণিজ্য প্রধান দেশ, বাঙ্গালা তেমনি কৃষি প্রধান দেশ। এই কারণে বিলাতের লোকদিগের যেমন বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুরোধে শিল্প কল, কারখানা এবং যন্ত্র বিজ্ঞানাদির আলোচনায় অধিক লিপ্ত থাকিতে হয় তেমনি এদেশ বাসী গণের কৃষি কার্য্যের অনুরোধে জমি জমার কথার সহিত অধিক সম্বন্ধ রাখিতে হয়। বিলাতের একজন অতি দরিদ্র মুটে মুজুরের ও যেমন ব্যাঙ্কে কি কোন রেলওয়ে প্রায়ই দুই একটী অংশ থাকিয়া থাকে, তেমনি এদেশ বাসী নিতান্ত কাঙ্গাল গরিব পথের ভিক্ষুকেরও প্রায়ই এক বিঘা জমি থাকিয়া থাকে। দুই এক বিঘা জমি নাই এমন লোক বাঙ্গালায় অতি অল্প। সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই থাকুক কি পরম্পর সম্বন্ধেই থাকুক, নিজ হাতের নিজ লাঙ্গলের ব্যাবহারে খামার জমি থাকুক কি অন্যের তত্ত্বাবধানে বর্গাই থাকুক, জোতের মালিক সত্ত্বেই থাকুক কিম্বা পত্তনির মালিক অথবা স্বয়ং জমিদার সত্ত্বেই থাকুক জমিতে কোন না কোন প্রকারে বাঙ্গালা দেশের ন্যুন সংখ্যায় পনের আনা লোকের সত্ত্ব ও সম্বন্ধ আছে।

সম্প্রতি এদেশের লোক সংখ্যাগণনার যে কাগজ ও হিসাব পত্র গবর্ণমেণ্ট পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনুসন্ধান করিয়া আমরা যতদূর দেখিতে পাইয়াছি তাহাতে আমরা ইহাই স্থির করিয়াছি যে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে যদি একশত লোক আছে বলিয়া মনে করিয়া লওয়া যায় তবে তাহার মধ্যে প্রায় ৯৩ জন লোকের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে এদেশের জমি জমার সহিত সংশ্রব ও সম্বন্ধ আছে। এই ৯৩ জন লোকের মধ্যে কেবল ৫১ জন লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজ হাতে কৃষি-কার্য্যেলিপ্ত। অবশিষ্ট ৪২ জনের মধ্যে কতক জোতদার, কতক দরাদর জোতদার, কতক পত্তনিদার, দর পত্তনিদার ও কতক জমিদার; ইহা হইতে দেখা যাইবে এদেশবাসিগণের শত করা ৯৩ জন লোকের জমি জমার সহিত সংশ্রব থাকিলেও ইহার প্রায় অর্দ্ধেক লোক কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, অবশিষ্ট সকলেই দূর হইতে আপন আপন লাভের অল্প বিস্তর অংশ অনুসারে জমির সহিত স্বার্থের সূত্রে আবদ্ধ। বলা বাহুল্য এদেশের জমির সহিত শেষোক্ত প্রণালীতে যাঁহাদের সংশ্রব আছে সেই শ্রেণীতেই দেশের গণ্য মান্য শিক্ষিত ও অবস্থা পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক এবং অনক্ষর অগণ্য ও দরিদ্র লোকের সংখ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত কৃষক শ্রেণীতেই অধিক। এই কারণে এই দেশে কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন সম্বন্ধীয় কোন অনুষ্ঠান হইতেই আশা জনক সুফল প্রসব করিতে পারেনা। এবং এই কারণে কৃষি বিষয়ক কোন পত্রিকা ও পুস্তক ইত্যাদি দ্বারা এদেশের কৃষক দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনই উপকার হইতে দেখা যায়না। জমির সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাঁহারা কৃষি বিষয়ক কোন পুস্তক পত্রিকাদি পাঠ করিবার প্রায়ই আবশ্যক বোধ করেন না। কৃষি কার্য্যের উন্নতি দ্বারা কৃষক শ্রেণীর যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উন্নতি জমিদার শ্রেণীর ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে হইলেও যে তেমনি কি তদপেক্ষাও অধিক উন্নতি হয় ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। কাজে কাজে কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধাদি বিস্তৃত রূপে না জমিদার শ্রেণীর পাঠ্য না কৃষক শ্রেণীর প্রয়োজনোপযোগী হয়। এই কারণে অনেক সময়েই এই পত্রিকায় আমাদের কৃষি কার্য্য বিষয়ক আলোচনা অরণ্যে রোদন তুল্য হইয়া পড়ে। এমন কি কোন কোন স্থান হইতে আমরা এরূপ পত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি যে 'বৈষয়িক তত্ত্ব' প্রজাও কৃষক শ্রেণীর পক্ষপাতী পত্রিকা, কেননা ইহাতে তাহাদের হিত ও প্রয়োজনোপযোগী বিষয় সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করা হয়; অতএব জমিদার দিগের এই পত্রিকা প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রয়োজন করেনা। আমাদিগের এইরূপ অনুগ্রাহক গ্রাহক বর্গের প্রতি বিনীত নিবেদন এইযে, ২০। ২৫ টাকা বেতনের নির্ব্বোধ গণ্ডমূর্খ সামান্য ইঞ্জিন ড্রাইভারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রেলগাড়ী চালায়

তাহাই বলিয়া কি জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্র তাহাদের আলোচনার ও শিক্ষার সামগ্রী না প্রবীণ প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার যাঁহারা জগতের মধ্যে অতি সম্মানের পাত্র যাঁহাদের বুদ্ধিবলে দুর্ভেদ্য পর্ব্বত মালা মুহূর্ত্তে ভেদ হইয়া যাইতেছে, মরুভূমি সমুদ্রে, সমুদ্র মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে, তাড়িতে বাষ্পে যাঁহাদের অদ্ভুত ক্ষমতার ও বুদ্ধি শক্তির পরিচয় প্রতি-নিয়ত প্রদান করিতেছে তাঁহাদেরই আলো-চনার ও শিক্ষার সামগ্রী? পুত্তলিকার ন্যায় ড্রাইভারে দিবারাত্র রেল চালায় সত্য, কিন্তু জটিল যন্ত্রবিজ্ঞান তাহার আলোচনার সামগ্রী নহে; যন্ত্র বিজ্ঞান প্রবীণ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দ্বিতল ত্রিতল গৃহের একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া অধ্যয়ন করে। তেমনি কৃষি-বিজ্ঞান পর্ণকুটীরবাসি লাঙ্গল ধারি কৃষকের আলোচ্য বিষয় নহে; কৃষি বিজ্ঞান দ্বিতল ত্রিতলগৃহবাসী ধনি ও বিদ্যান জমিদার সম্প্র-দায়েরই আলোচ্য বিষয়।

(ক্রমশ)

প্রাত্যহিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ।

বিষয় কার্য্যের উন্নতিই বল অর্থ উপা-র্জ্জনের চেষ্টার বিষয়ই বল সকলেরই আদিতে নিজের শারীরিক সুখ সচ্ছন্দতা। স্বাস্থ্যই সকলেরমূল। "ধর্ম্মার্থ-মোক্ষ কামঃ আরোগ্য সর্ব্ব মূলম।" অতএব স্বাস্থ্যরক্ষা প্রতি দৃষ্টি করাই মানবের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কি উপায়ে মানুষে নিরোগী হইতে পারে এবং কি উপায়েইবা সুচারু রূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যাইতে পারে এসম্বন্ধে গত সংখ্যার বৈষয়িক তত্ত্বে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া-ছিল। প্রবন্ধ লেখক প্রস্তাবের উপসংহারে বলিয়াছেন স্বাস্থ্যরক্ষার মূল সূত্র "মিতাহার; মিতাচার ও মিত বিহার।" প্রকৃত পক্ষে আচার ব্যবহারের সুনিয়মই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান হেতু। দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় যুবকগণ আর্য্যগণের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া কুদৃষ্টান্তের অনুকরণে দিন দিন কদা-চারে অনুরক্ত, এবং কদাচারে অনুরক্ত হইবার ফল স্বরূপ নানা ব্যাধিও পীড়ায় পীড়িত ও জড়িত হইয়া পড়িতেছেন।

প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল এবং নিত্য নৈমিত্তিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আর্য্য ঋষিগণের কিরূপ উপদেশ সকল জানিতে পারা যায় এবং কি উদ্দেশ্যেই বা সেই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা জন্যই আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতরণা করিতেছি।

প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা হইতে রাত্রে শয়ন করা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাচীন হিন্দুগণ যে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেন যথা ক্রমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ—

"ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত্বা" ইত্যাদি

এই বচন দ্বারা অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিবার বিষয় বলা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদানু-

সারে সূর্য্যোদয়ের পর শ্লেষ্মার সময়। সেই সময় জাগ্রত হইলে শরীরে রসের সঞ্চার হইয়া (রসাধিক্য প্রযুক্ত যে সমস্ত পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াথাকে) তাহারা পরিবর্দ্ধিত হয়। এবং বায়ুর সময়ে জাগ্রত হইলে সে আশঙ্কা থাকেনা, অতএব বায়ুর সময়ে জগরিত হওয়াই উচিত। রজনীর শেষ ভাগ বায়ুর সময়, ও সূর্য্যোদয়ের পর প্রথমার্দ্ধ প্রহর শ্লেষ্মার সময়, যথা, — "আদৌচ বহুতে শ্লেষ্মা মধ্যে পিত্তং তথৈবচ অন্তে প্রভঞ্জন জ্ঞেয়, ইত্যপি যৎপঠন্তি তদপি প্রাতমধ্যাহ্নাপরাহ্নপরং॥ বিশেষতঃ ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে জাগরিত হইলে প্রভাত বায়ু নিসেবন দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। অতএব "ব্রাহ্ম্যের মুহূর্ত্তে বুধ্যেত,,— এবাক্য সর্ব্বথা পালনীয়।

মল মূত্র ত্যাগ। "নিদ্রাংত্যজ্যাং গৃহীরাগ নিত্যমেবারুণোদয়ে, বেগোৎসর্গং ততঃকৃত্বা দন্তধাবন পূর্ব্বকং স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্ব্ব কল্মস নাশনং।" ইতিবিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে। গৃহীরা অরুণোদয় কালে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দন্ত ধাবন পূর্ব্বক সর্ব্ব দোষাপহারক প্রাতঃ স্নান করিবে। "উদয়াৎ প্রাক্ চতশ্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।" সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ডের নাম অরুণোদয় কাল।

"উথ্যায় পশ্চিমে রাত্রেস্তত আচম্যাচোদকং অন্তর্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিবঃ প্রাবৃত্য বাসসা। বাচং নিযম্য যত্নেণ ষ্ঠীবনোচ্ছাস বর্জ্জিত, কুর্য্যান্মূত্র পুরীষেতু শুচৌদেশে সমাহিতঃ,, রাত্রি শেষে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রথমতঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে, তদনন্তর তৃণ দ্বারা মল ত্যাগের স্থান আবৃত করতঃ বস্ত্র দ্বারা মস্তকাচ্ছাদন, এবং ষ্ঠীবন ও নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বী হইয়া পরিস্কৃত স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে। নিদ্রাবস্থায় মুখ গহ্বর লালাক্লিন্ন ও দুর্গন্ধ ময় হয়, মল মূত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত অধৌত মুখে থাকিলে মুখস্থিত দুর্গন্ধ ময় ক্লেদ উদর প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাধি উৎপাদন করে। এজন্য প্রথমতঃ মুখ প্রক্ষালন করিয়া তৎপর অন্যকার্য্য করা কর্ত্তব্য।

মলত্যাগ কালে মস্তক, বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিলে শিশিরাতপে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে পারেনা। ষ্ঠীবন ও নিশ্বাস রুদ্ধ থাকিলে দুর্গন্ধ জনিত অপকার হইতে পারেনা। মলমূত্র ত্যাগাদি সময়ে বাক্য সংযমন করার প্রথম উদ্দেশ্য "অনন্যচিত্ত হওয়া,, দ্বিতীয় "শ্বাস গ্রহণ না করা" অনন্যচিত্ত না হইলে মল পরিস্কারের ব্যাঘাৎ জন্মে, এবং মল পরিস্কারের ব্যাঘাৎ হইলে নানারূপ রোগোৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব বাক্য সংযমন পূর্ব্বক অনন্য চিত্তে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিবে। তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি মলমূত্র ত্যাগ করিলে রোগোৎক্ষিপ্ত সকর্দ্দম মূত্র ও সৌচ ক্রিয়ার জল দ্বারা অশুচি অথবা উদ্বেজিত হইতে হয় না। বোধ হয় উক্ত কারণ প্রযুক্তই আধুনিক ধনশালী ব্যক্তিগণ মধ্যে অনেকে মল ত্যাগাধারে "তৃণ" (ঘাস) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে "ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যা-

স্মৈত্র নরেশ্বর. নৈঋত্যামিষু বিক্ষেপ মতী ত্যাভ্যধিকং ভুবঃ। তিষ্ঠেন্নতি চিরং তস্মিন্নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥”

প্রত্যুষে উত্থিত হইয়া নৈঋত কোনে শর ত্যাগ করিবে, এবং ঐ নিক্ষিপ্ত শর যেস্থানে পতিত হয় তাহা অতিক্রম করিয়া (মল ত্যাগ করিবে) তৎস্থলে অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে না। এবং বাক্যব্যয় করিবে না।

কোন ঋতুতে অথবা দিবা রাত্রির কোন অংশে প্রায় নৈঋত কোন হইতে বায়ু প্রবাহিতহয় না, সুতরাং নৈঋতি কোনে মল ত্যাগ করিলে বায়ু কর্ত্তৃক দুর্গন্ধ আনীত হইয়া সাধারণের পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, শর সন্ধান ও লক্ষ্যস্থান অতিক্রম করিয়া মল ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চারিটী উপকার সাধিত হইয়া থাকে। (১ম) মল ত্যাগের পূর্ব্বে পাদ সঞ্চালন করিলে মলবেগ বৃদ্ধি হয়। (২য়) প্রভাত বায়ু সেবন দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি এবং মনের প্রফুল্লতা জন্মে। (৩) দূরে মল ত্যাগ করিলে দূষিত বায়ু স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেনা। (৪র্থ) এই কার্য্যানুরোধে ব্যায়াম ও বান শিক্ষা হইয়া থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শৃগালাদি পশু ও শব্দে দূরে পলাইয়া যাইতে পারে।

মনুঃ“ মূত্রোচ্চার সমুৎসর্গং দিবাকুর্য্যাদুদঙ্মুখে
দক্ষিণাভি মুখো রাত্রৌসন্ধয়োশযথা দিবা”

দিবাতে উত্তরাস্য ও রাত্রিতে দক্ষিণাস্য এবং উভয় সন্ধ্যাতে (প্রভাত ও সায়াহ্নে) দক্ষিণাভি মুখী হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত বচনের “দিবা” শব্দ, বচনান্তরের প্রতিষেধ দ্বারা কেবল মাত্র মধ্যাহ্ন কালকে বুঝাইবে। যথা,

‘প্রত্যঙ্মুখশ্চ পূর্ব্বাহ্নে, অপরাহ্নেচ প্রাঙ্মুখঃ। উদঙ্মুখস্তু মধ্যাহ্নে নিসায়াং দক্ষিণামুখঃ„

পূর্ব্বাহ্নে পশ্চিমাস্য, অপরাহ্নে পূর্ব্বাস্য, মধ্যাহ্নে উত্তরাস্য, ও রাত্রিতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। প্রভাত ও সায়াহ্নের শীতল সমীরণ প্রায় সর্ব্বদা উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত হয়, এবং রজনীতে প্রায় (মেঘাদি কারণ ভিন্ন) দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইয়া থাকে অতএব প্রভাত ও সায়াহ্নে উত্তরাভিমুখী, এবং রজনীতে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া মল ত্যাগ করিলে প্রতিকুল বায়ুর সাহায্যে অপসৃত মল—গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে পারেনা। পূর্ব্বাহ্নে পূর্ব্বাস্য, ও অপরাহ্নে পশ্চিমাস্য হইয়া মল ত্যাগ করিতে বসিলে সূর্য্যের তীব্র জ্যোতিতে চক্ষের তেজো হ্রাস হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে “বেগ রোধং নকর্ত্তব্য অন্যত্র ক্রোধ বেগতঃ” ক্রোধের বেগ ব্যতীত অন্য (মল মূত্রাদির) বেগ ধারণ করিবেনা। মল মূত্রাদির বেগ রোধ করিলে নানা প্রকার উত্কট ব্যাধি জন্মে।

“বিন্মূত্র আচরেন্নিত্যং সন্ধ্যায়াং পরিবর্জ্জয়েৎ,

সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অন্যান্য সময় মল মূত্র

ত্যাগের কাল নিদ্ধারণ করিবে। কারণ মানব শরীরে যে সমস্ত নাড়ী আছে, তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না; নাড়ীই প্রধান। স্বরবেত্তা পণ্ডিতগণ এই তিন নাড়ী দ্বারা শরীরের মধ্যে বায়ু সঞ্চার অনুভব করিয়া থাকেন।

"ইড়া বামেচ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা
দক্ষিনেস্মৃতা।,,

ইড়া নাড়ী বাম দিকে ও পিঙ্গলা নাড়ী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত আছে। যখন বাম নাসা পুট দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয়, তখন ইড়া নাড়ীর, ও যখন দক্ষিণ নাসা পুটদ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হয় তখন পিঙ্গলার, এবং যে সময় উভয় নাসা রন্ধ্র দ্বারা শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে তৎকালে সুষম্নার ক্রিয়া হইতেছে বুঝিতে হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ যুক্তি সহ স্বরোদয় শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাম নাসায় শ্বাস বহন কালে মন প্রফুল্ল ও পবিত্র থাকে। এবং শারীরিক যন্ত্র কর্ম্মক্ষম হয়। দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন কালে ক্রোধ, ঈর্ষা, কাম প্রবৃত্তি প্রভৃতি ক্রূর ভাবের উদয় হয়। এবং উভয় নাসিকাতে শ্বাস বহন সময়ে চিত্ত চাঞ্চল্য, আলস্য, শারীরিক যন্ত্র সমুহের শিথিলতা, ঔদাস্য উপস্থিত হয়।

"ইড়ায়াশ্চ প্রবাহেণ সৌম্য কর্ম্মাণি
কারয়েৎ, পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্র
কর্ম্মাণি কারয়েৎ"

ইড়াতে শ্বাস বহন কালে শুভ কার্য্য, ও পিঙ্গলাতে শ্বাস বহন সময়ে ক্রূর কার্য্য (যুদ্ধাদি) করিবে।

"দ্বাভ্যাঞ্চৈব প্রবাহেচ ক্রূর সৌম্য
বিবর্জ্জয়েৎ,,

উভয় নাসা বহণ কালে শুভ কিম্বা অশুভ কোন কার্য্যই করিবেনা। ইতি পবন বিজয় স্বরোদয়ে। যথা নিয়মে শ্বাস প্রবাহিত হইলে,ও শরীরে কোন রূপ ব্যাধি না থাকিলে, সন্ধ্যা সময়ে উভয় নাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অতএব সন্ধ্যা কালে মল মুত্রাদি ত্যাগ করিবেনা। "ইতিতু পীড়িতেতর পরং,, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাক্য পীড়িতের পক্ষে নহে।

মনুঃ 'পবিত্রং দক্ষিণে কর্ণে কৃত্বাবিণ্মু ত্র মাচরেৎ' যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে স্থাপন করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। নচেৎ উপবীত লম্বমান হইয়া মল মূত্রে পতিত হইতে পারে। দক্ষিণ কর্ণে স্থাপন নাকরিয়া বাম কর্ণে স্থাপন করিলে সে আশঙ্কা সম্যক নিবৃত্তি হয় না। (পরীক্ষা করিলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়) মহাভারতে, "প্রত্যাদিত্যং প্রতিজলং প্রতি
গাঞ্চ প্রতি দ্বিজং মেহন্তি যেচ
পথিমূ তেভবন্তি গতায়ুষঃ।,,

সূর্য্য সমক্ষে, জলে গো সমক্ষে, ব্রাহ্মণ (মনুষ্য গাত্র) সম্মুখে, এবং পথিমধ্যে যে ব্যক্তি মুত্রাদি ত্যাগকরে, সে অল্পায়ুঃ হয়। সূর্য্য সমক্ষে মুত্রাদি ত্যাগ করিলে আতপক্লিষ্ট হইয়া রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সলিলে মুত্র ত্যাগ করিলে জল দূষিত হইয়া সধারণের অপকার সাধন করে। গো সমক্ষে মলমুত্র ত্যাগ করিতে বসিলে বিষ্ঠা ভক্ষাণাশয়ে বল বান ষণ্ডাদি সমীপস্থ হইয়া মলমুত্র ত্যাগের

ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। দ্বিজ (মনুষ্য) সমক্ষে মলমূত্র ত্যাগ করিতে বসিলে লজ্জা জনিত বাধা, মলমূত্র নিঃসরণের ব্যাঘাত জন্মাইয়া রোগোৎপন্ন করে। পথি মধ্যে মূত্রাদি ত্যাগ করিলে পথিক মাত্রেরই পীড়ার কারণ হয়।

মনুঃ 'নমূত্রং পথি কুর্ব্বীতন ভস্মনি নগোব্রজে
নফালকৃষ্টে নজলে নচিত্যাং নচপর্ব্বতে,
নজীর্ণ দেবায়তনে বল্মীকেচ কদাচন
নসসত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছনপি সংস্থিত,
ন নদী তীর মাসাদ্য নচ পর্ব্বত মস্তকে,
বাযুগ্নি বিপ্রানাদিত্য মপঃপশ্যং কদাচন,
ন ত্বথৈবচ কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনং।,

পথে, গোসমূহ সন্নিধানে, কর্ষিত ক্ষেত্রে, জলে, চিতাতে, জীর্ণ দেবালয়ে (ভগ্নঅট্টালিকাদিতে) উইর ঢিপিতে, যাহাতে প্রাণী (সর্পাদি) বাস করে এরূপ গর্ত্তে, এবং গমনাবস্থায়, দণ্ডায় মান হইয়া, নদীতীরে, পর্ব্বত শিখরে, বায়ুতে (প্রকৃষ্টবাতস্থলে) অগ্নিতে, বিপ্রাদি সমক্ষে, সূর্য্য সমক্ষে, কদাচ মূত্র ত্যাগ করিবেনা। ভস্মে মূত্র ত্যাগ করিলে উর্দ্ধোত্থিত ভস্মরেণু বায়ু সহযোগে নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে, এবং গাত্র বস্ত্র প্রভৃতি মলিন্ করে। কর্ষিত ক্ষেত্রে মলাদি ত্যাগ করিলে বন্ধুরতা নিবন্ধন মল ত্যাগের ব্যাঘাত হয়, এবং ক্ষেত্রাধিপের ক্লেশের কারণ হয়। চিতাতে মল মূত্রত্যাগ করিলে সংক্রামক পীড়া জন্মিতে পারে। বিশেষতঃ পদ তলে অস্থ্যাদি বিদ্ধ হইয়া পীড়া প্রদান করিতে পারে। জীর্ণ দেবালয়ে (ভগ্ন অট্টালিকাদিতে) সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে, এবং সর্ব্বদা ইষ্টকাদি স্খলনের সম্ভাবনা থাকে, অতএব এরূপ আশঙ্কা সঙ্কুল স্থলে মল-মূত্র ত্যাগ করিতে বসিলে জীবন বিনষ্টের নিতান্ত সম্ভাবনা। বল্মীকে (উইয়ের ঢিপিতে) মূত্র অথবা শৌচ ক্রিয়ার জল প্রবেশ করিলে অভ্যন্তর হইতে 'উই' বাহির হইয়া দংশন করিতে থাকে, এবং "ঢিপি" কঠিন মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভারসহ না হইলে মূলদেশ জলসিক্ত হইয়া পতিত হইতে পারে। প্রাণীবস্তু গর্ত্তে মল মূত্রত্যাগ করিলে গর্ত্ত হইতে সর্পাদি নির্গত হইয়া দংশন দ্বারা জীবন বিনাশ অথবা পীড়া প্রদান করিতে পারে। গমনাবস্থায় এবং দণ্ডায়মান হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে মলাদি ত্যাগের ব্যাঘাত ঘটে, বিশেষতঃ মল-মূত্র দ্বারা শরীরের অধোভাগ অপরিষ্কৃত হয়। নদী তীরে মল মূত্রত্যাগ করিতে বসিলে নৌকারোহী গণের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ অজ্ঞাতসারে খাতমূল তটসহ জল মগ্ন হইয়া জীবন নাশ অথবা আহত হওয়ার সম্ভবনা থাকে। পর্ব্বতশিখরে মল মূত্র ত্যাগ করিতে দৈবাৎ পদ স্খলন হইলে প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, বিশেষতঃ উচ্চারোহণ জনিত পরিশ্রমে বেগের হ্রাস হইয়া রোগোৎপত্তির কারণ হইতে পারে। বায়ুতে (বাত্যাকুলিত স্থলে) মল মূত্র ত্যাগ করিতে বসিলে বাতোত্থিত ধূলী রাশিতে অতিশয়

উৎপীড়িত হইতে হয়, এবং বায়ুবেগে মুত্রাদি ও গাত্রে আসিয়া লাগিতে পারে। প্রজ্জলিত অগ্নিতে মল মূত্র ত্যাগ, এক রূপ অসম্ভবনীয়, তবে অঙ্গারশেষ অগ্নিতে মল মুত্র ত্যাগ করিলে উত্তাপে ক্লেশ পাইতে হয়, বিশেষতঃ বস্ত্র অগ্নিতে পতিত হইলে নিতান্ত বিপদের সম্ভাবনা।

বশিষ্ঠ বলেন—"আহার নির্হার বিহার যোগাঃ সুসম্বৃতা ধর্ম্মবিদাতু কার্য্যাঃ। বাগ্ বুদ্ধি কার্য্যানি তপস্তথৈব, ধনায়ুষী গুপ্ত তমেতু কার্য্যে"

ভোজন, মল মুত্র ত্যাগ, স্ত্রী সম্ভোগ নির্জ্জনে করিবে। এবং মন্ত্রণা, তপস্যা, ধন, ও আয়ু গোপন করিবে। ভোজন নির্জ্জনে নাকরিলে অন্য মনস্কতা বশতঃ চর্ব্বণ উচিত রূপ নাহওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। মল মূত্র নির্জ্জনে ত্যাগ নাকরিলে লজ্জা-জনিত বাধা, মল মূত্রাদি ত্যাগের বিঘ্ন জন্মাইয়া রোগোৎপন্ন করে। তপস্যা নিভৃত স্থলে না করিলে মন সংযোগ হইতে পারেনা। ধন সর্ব্বথা গোপন করা কর্ত্তব্য, কারণ, নির্ধন বলিয়া জানিলে লোকে হেয় জ্ঞান করে। এবং ধন গৌরব প্রকাশ করিলেও লোক সমাজে দাম্ভিক বলিয়া পরিচিত হইতে হয়। পারস্য ভাষাতেও এই মর্ম্মের একটি সুন্দর কবিতা আছে বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা।

আপস্তম্বঃ,-"নচ সোপানৎ কোমুত্র পুরীষে-কুর্য্যাৎ,, পাদুকাসহ মল মূত্র পরিত্যাগ করিবেনা। কারণ, মল মুত্র ত্যাগ কালে মুত্র ও শৌচ জলাদি, সদা ব্যবহার্য্য পাদুকা সংলগ্ন হইয়া অপবিত্র করিতে পারে।

শৌচসম্বন্ধে 'ধর্ম্ম বিদ্দ ক্ষিণং হস্তং অধঃশৌচে নযোজয়েৎ; তথৈব বাম হস্তেন নাভেরুর্দ্ধং নসোধয়েৎ।,, ইতি দেবলঃ অধঃশৌচে (গুহ্যাদিতে) দক্ষিণ হস্ত সংযোগ করিবেনা। এবং নাভির ঊর্দ্ধ ভাগে (অশুচি) বাম হস্ত দ্বারা মার্জ্জনাদি করিবেনা। দক্ষিণ হস্ত ভোজনে প্রসস্ত, অতএব ঐ হস্ত দ্বারা শৌচ ক্রিয়া করিলে, ভোজন সময়ে ঘৃণা উপস্থিত হইয়া ঘৃণা জনিত স্বাস্থ্যের অপকার করিতে পারে। যেহেতুক, অপ্রবৃত্তি কর কার্য্য অস্বাস্থ্য জনক। ঐরূপ বাম হস্তদ্বারা দন্তমার্জ্জনাদি করিলেও ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে যাজ্ঞবল্কে "গন্ধলেপ ক্ষয়করং শৌচং কুর্য্যাদতন্দ্রিত,, গন্ধলেপ ক্ষয় নাহওয়া পর্য্যন্ত তন্দ্রতা (সংক্ষেপ) নাকরিয়া শৌচ ক্রিয়া, করিবে। শৌচ দ্বারা মানব গণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ও মানসিক মহদুপকার সংসাধিত হইয়া থাকে।

পাতঞ্জল দর্শনে, —"শৌচাৎ স্বাঙ্গে জুগুপ্সা পরৈর সংসর্গঃ।,,

শৌচ দ্বারা স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঘৃণা জন্মে, অর্থাৎ দেহাভিমানের লাঘব হয়। এবং ঐকারণে অন্যান্য শরীরী গণের সহিত সংসর্গাসক্তিও হ্রাস হইয়া থাকে।

অপিচ,—" সত্ত্বশুদ্ধি- সৌমনস্যৈকাগ্রতা
ইন্দ্রিয় জয়াত্ম দর্শন যোগ্যত্বানিচ। ,,
শৌচ সাধিত হইলে সত্ব প্রকাশ স্বরূপ " আত্মা,,
সুখময় ও বিশুদ্ধ হয়, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে,
ইন্দ্রিয় গণের চাপল্য দূরীভূত হয়, এবং
তদ্বারা আত্ম দর্শনের ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

কামরাঙ্গা।

কামরাঙ্গার গাছ এদেশের প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। কামরাঙ্গা ফল পীড়া-কারক বিবেচনায় অনেকে ইহা আহার করেন না। কিন্তু আমরা স্বয়ং ইহার কিছু অনিষ্ট কারিতা অনুভব করিতে পারি নাই। ইহাতে অম্লরসের আধিক্য থাকিলেও সুপ্রণালীতে ইহা ব্যবহার করিলে যে বিশেষ পীড়া-দায়ক হয় আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। কাচা কামরাঙ্গা ব্যবহার না করিয়া ইহাতে মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া কিম্বা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভিনিগারের মধ্যে কিছু দিবস ডুবাইয়া রাখিলে ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী হয়। লবণ মিশ্রিত লেবুর রসের মধ্যে কামরাঙ্গা ডুবাইয়া রাখিলে কিছু দিবস পর অতি উত্তম চাট্‌নি প্রস্তুত হইতে পারে।

উপরোক্ত নানা প্রণালীর আহার্য্য বস্তু স্বরূপ ব্যতীতও কামরাঙ্গার অন্যরূপ প্রয়োজনীয় ব্যবহারও আছে। কামরাঙ্গা কেবল ভোজনের সামগ্রী হইলে আমরা যত্ন পূর্ব্বক এতদ্‌ বিষয়ে এতদূর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। ব্যবসায়ীর চক্ষে দেখিতে উপস্থিত হইলেও কামরাঙ্গার মূল্য আছে। উদ্যান রচনা কার্য্যে কামরাঙ্গা গাছের বিলক্ষণ আদর আছে। কামরাঙ্গা গাছ যেমন একদিকে অতি সত্বর সত্বর বৃহৎ হইয়া পড়ে অন্যদিকে তেমনি বাগানের স্থানে স্থানে ইহা রোপিত হইলে ইহার সুচিক্কণ পাতায় এবং সুদৃশ্য ফলে সুন্দর শোভা সম্পাদন করে। ইহার মূল এবং ত্বক কোন কোন উৎকট পীড়ায় ঔষধির কার্য্য করে * মোরেলের পরিবর্ত্তে ইহার পাতা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার পাতা নীলের ন্যায় পচাইলে এবং তদ্রূপ প্রণালীতে ইহা হইতে রং প্রস্তুত জন্য চেষ্টা করিলে ইহা হইতে অতি সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে।

কামরাঙ্গার আর একটি অতি আবশ্যকীয় ও সাধারণের জ্ঞাতব্য বিশেষ গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। এইটি স্মরণ রাখিলে প্রত্যেক পাঠকেরই, সময়ে কার্য্যে লাগিতে পারিবে। বিশেষ গুণটি এই—কাপড়ে লোহার দাগ লাগিলে নানা উপায়ে এবং অনেক পরিশ্রমেও তাহা অনেক সময় উঠান যায় না; কামরাঙ্গা ফলের রস দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে এবং পরে উহা দ্বারা ঘষিতে থাকিলে অতি সহজে কাপড় হইতে লোহার দাগ উঠিয়া যাইতে পারে।

---

* SEE—AVERRHOA CARAMBOLA (Pharm of India)

সংগ্রহ ও সংকলন।

শিল্প বিজ্ঞান।

সাবানের ব্যবসায়।

"সাবানের ব্যবসায় আমাদের দেশে যত দিন প্রচলিত আছে তাহা স্থির করা সহজ নহে। সকলেরই প্রায় বিশ্বাস আছে যে আমাদের দেশে কেহই সাবান তৈয়ার করিতে জানিত না। কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম। কেলিকো ছিট তৈয়ার করার ব্যবসায় আমাদের দেশে অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। এই কেলিকো রং করিতে সাবান নিতান্ত আবশ্যক। সাবান ব্যতীত কতকগুলি রং একেবারে প্রস্তুত হয় না বলিলেই হয়। সুতরাং আমরা একরূপ নিশ্চয় বলিতে পারি যে অন্ততঃ কেলিকো রং করা যত দিন এদেশে প্রচলিত আছে, তত দিনই এদেশে সাবান তৈয়ার করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা ব্যতীত আজিও আমাদের দেশে দেশী সাবান তৈয়ার হয় ও সাধারণে তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি অনেক সহরেই কেলিকো ছাপার উপযোগী নানা রূপ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালার ঢাকাতে সচরাচর যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে। তবে পশ্চিম দেশের মত ঢাকার লোকেরা নানারূপ সাবান প্রস্তুত করে না। কলিকাতার সন্নিহিত কোন কোন পল্লীতে সাধারণ দেশী সাবান তৈয়ার করিবার কারখানা আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক আমাদের দেশে এক্ষণে যে সাবান তৈয়ার হয় তাহা আদৌ সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। এমন কি তাহাতে সামান্ত কাপড় কাচিবার কার্য্য পর্য্যন্তও সুচারু রূপে চলিতে পারে না। আজি কালি এক সের ওজনের এক খানি বিলাতি বার সোপ সাড়ে তিন আনা চারি আনা দামে কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক সের দেশী সাবান কিনিতে পাঁচ আনা পড়িবে। অথচ দেশী সাবান বারসোপ অপেক্ষা অপরিষ্কার। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশের সাবানের ব্যবসায় যে একেবারে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে তাহার আশ্চর্য্য কি? এমন অবস্থায় যদি কৃতবিদ্য লোকে সাবানের ব্যবসার দিকে মন দেন তাহা হইলে তাঁহারও বিশেষ উন্নতি হইবে এবং তাহার সহিত দেশের ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

সাবানের ব্যবসা সম্বন্ধে আর এক কথা এই যে, অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় ইহাতে অধিক মূলধন প্রথমে আবশ্যক করে না। দুই তিন হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেই অতি উৎকৃষ্ট রূপে ইহা চালাইতে পারা যায়। অন্ততঃ যদি চারি পাঁচ শত টাকা কেহ ব্যয় করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে ও সাবানের ব্যবসা এক রূপ চলিতে পারে। এরূপ অবস্থায় নির্ধন বাঙ্গালীর এরূপ সুবিধাজনক ব্যবসায় ব্যতীত বড় বড় ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা বড় সহজ নহে।

সাবানের ব্যবসায় আজি কালি বিশেষ লাভ জনক হইবে তাহা বোধ হয় অনেকেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। সভ্যতার উন্নতির সহিত সাবানের ব্যবহারের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ধোপারা কলা বাসনার ক্ষার অথবা সাজি মাটী ও চুণের জলেই কাপড় পরিষ্কার করিত। এক্ষণে সকলেই উহাদের পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তাহার পর আজি কালি বাঙ্গালী বাবুরা প্রায়ই তৈল ব্যবহার ঘৃণাকর মনে করেন। সাহেবদের দেখাদেখি এখন সাবান মাখার অত্যন্ত ধুম পড়িয়াছে। বাবুদের অপেক্ষা তাঁহাদের গৃহিনীদের সাবান মাখার সরঞ্জাম কিছু বাড়িয়াছে। সুতরাং সাবানের ব্যবহার যে বড়ই

বাড়িয়াছে, তাহা আর অধিক করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এরূপ অবস্থায় দেশীয় লোকে সাবানের ব্যবসা করিলে ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে সাবান তৈয়ার করিবার প্রণালীর বিবরণ প্রকাশ করিলাম। ভরসা করি ইহা হইতেই বুদ্ধিমান পাঠকের সাবান প্রস্তুত করিবার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবে।

বাল্যকালে বস্তুবিচার পাঠ করিয়া অনেকেরই ধারণা আছে যে চুণ, সাজিমাটী ও তৈল একত্র করিলেই সাবান প্রস্তুত হয়। বোধ হয় অনেকেও বালক সুলভ কৌতূহল পরবশ হইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়াছেন কিন্তু কিছুতেই বোধ হয় সাবান প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক আমরা পূর্ব্বে যে দেশী সাবান প্রস্তুত করিবার কথা বলিয়াছি তাহা উপরি উক্ত দ্রব্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশী সাবান প্রস্তুত করিবার প্রথা এই রূপ। একটি সারে ৮। ১০টী বড় লোহার পাত্র (জালা) সাজান থাকে। তাহার সকলগুলিরই নিম্ন ভাগে ছিদ্র করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নুতন পোড়ান ঘুটিং বা পাথর ফুটাইয়া ও সাজিমাটীগুলি গুড়া করিয়া থাকে থাকে (অর্থাৎ এক থাকে চুন, দ্বিতীয় থাকে সাজিমাটী এই রূপ করিয়া) পূর্ব্বোক্ত লোহার বা মাটীর জালার অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া সাজাইতে হইবে। পরে তাহা জল দিয়া পূর্ণ করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে। তাহার পর উক্ত জালার নিম্নের ছিপি খুলিয়া দিলে যে জল চোয়াইয়া পড়িবে—— তাহা লইয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হইবে। ইহাকেই সাবানের জল কহে। ইংরাজীতে এই জলকে lye বলে। এই লে প্রস্তুত করিবার আর এক উপায় এই যে সাজিমাটী জলে গুলিয়া আগুনে চড়াইয়া তাহাতে কতক পরিমাণে চুণ বা জাল দিতে হইবে। চুণ অল্পে অল্পে দিতে হইবে। চুণ [illegible] দিলে ক্ষতি হইবে। তাহার পর পরিষ্কার জল অল্প পরিমাণে উঠাইয়া তাহাতে দুই এক ফোটা মহাদ্রাবক (Sulphuric acid) দিলে যদি তাহা ফুটিয়া না উঠে তবেই ভাল সাবানের জল তৈয়ার হইয়াছে জানিবে। এই রূপে পূর্ব্বোক্ত সাবানের জলও পরীক্ষা করিতে হয়। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশের কলার বাসনা প্রভৃতি কতক গুলি গাছের পাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই লইয়া তাহাতে জল দিয়া ছাঁকিলে যে জল বাহির হয় তাহা ও উত্তম সাবানের জল। তবে তাহাতে যে সাবান তৈয়ার হয় তাহা জমে না; ইহার কথা পরে উল্লিখিত হইবে।

তাহার পর, আমাদের দেশীয় সাবান ব্যবসায়ীরা বৃহৎ (১০ মণ কি ২০ মণ ধরিতে পারে এরূপ) লোহার (কিম্বা তামার হইলে আরও ভাল হয়) কটাহ জ্বালে চড়াইয়া তাহাতে কতক পরিমাণে তৈল ঢালিয়া দেয়। সচরাচর ইহারা রেড়ির তৈল কি মৌয়ের তৈল অথবা যে তৈল সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যের তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকে। আগুনে তৈল চড়াইয়া তাহার পর তাহাতে ক্রমে ক্রমে সাবানের জল দেওয়া হয়। এইরূপে ১২। ১৪ ঘন্টা আগুনে পাক হইলে সাবান প্রস্তুত হইবে। কারিকরগণ উপর হইতে অল্প পরিমাণে সাবান উঠাইয়া যখন দেখে যে হাওয়ায় রাখিলে তাহা জমিয়া যায় তখন বুঝিতে পারে যে সাবান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার পর ইহার সহিত কতকটা লবণ মিশাইয়া দিলেই জল নীচে পড়িয়া যায় এবং সাবান সমস্ত উপরে ভাসিতে থাকে। পরে সাবান লইয়া তাহা খুলীতে অথবা অন্য কোনরূপ ছাঁচে ফেলিয়া সাবান জমাইয়া লইলেই দেশী সাবান প্রস্তুত হইল। সাবান প্রস্তুত হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার আর এক সহজ উপায় এই যে অল্প সাবান লইয়া কলের জলে দিলে যদি তাহা সম্পূর্ণ রূপে গুলিয়া যায় তবেই সাবান প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে।

যাহা হউক দেশী সাবান প্রস্তুত করিবার যে উপায়

উল্লিখিত হইল তাহাতে সু দর সাবান প্রস্তুত হয় না। আমরা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য বিলাতী প্রথার বিষয় এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

সাবান দুই প্রকার। কঠিন সাবান বা hard soap আর নরম সাবান বা soft soap। কঠিন সাবান সহজে জলে গুলিয়া যায় না অল্পে অল্পে গুলে। নরম সাবান তরল তাহা কঠিন হয় না। কঠিন সাবানেরই ব্যবহার অধিক। নরম সাবান কেলিকো রং করা এবং এইরূপ কোন কোন ব্যবসায় ব্যবহার হয় মাত্র। সাবানের বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আর একটী বিষয় বলা আবশ্যক। সাবান সকল জলে গুলে না। জল দুই প্রকার। এক রকম কঠিন জল বা hard water আর এক রকম তরল জল বা soft water কঠিন জলে গন্ধক দ্রাবক (বা কোন sulphate) অথবা খড়িমাটী (বা কোন carbonate) মিশ্রিত থাকায় তাহার সহিত সাবান সহজে গুলে না, অনেক সাবান বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। তরল জলে উপরি উক্ত পদার্থ না থাকায় তাহাতে সাবান সহজে গুলিয়া যায় ও ফেনা উঠে। সুতরাং সাবান ব্যবহার করিতে হইলে তরল জলেই করা উচিত নতুবা বৃথা অনেক সাবান নষ্ট হয়। এস্থলে বলিয়া রাখি যে কলিকাতার কলের জল তরল।

পূর্ব্বে দুই শ্রেণীর সাবানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বিলাতে সচরাচর চারি শ্রেণীর সাবান বিক্রয় হয়। তাহাদের নাম হার্ড সোপ, মটলড্ বা বুটিদার সাবান, ইয়েলো বা বোসিন সাবান অর্থাৎ হলদে সাবান এবং সফ্ট বা নরম সাবান। ইহাদের প্রস্তুত করিবার প্রণালী ক্রমে লিখিত হইতেছে।

বিলাতে সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য নানা প্রকার তৈল এবং চর্ব্বি ও মাছের তেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে অলিভ্ এবং পাম্ তৈল, সিল্ প্রভৃতি মাছের তেল গরু বা ভেড়ার চর্ব্বি এবং রজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। নারিকেল তৈল, [illegible] তৈল, মসিনা তৈল, পাটের বিচির তৈল, তিসি [illegible] পোস্ত তৈল প্রভৃতি নানা প্রকার তৈলেই সাবান প্রস্তুত [illegible] থাকে। তৈলে ষ্টিরিণ, ওলিন্, মার্গারিণ ও গ্লিসিরিন [illegible] পদার্থ থাকে। যখন তৈলে সাবানের জল দিয়া [illegible] তখন সাবানের জলের সোডা বা পটাস্ হাইড্রেট [illegible] সচরাচর কস্টিক সোডা বা পটাস বলে) গ্লিসিরিন্ [illegible] তৈলের পূর্ব্বোল্লিখিত পদার্থের সহিত মিশিয়া ষ্টিরেট অব সোডা বা ওলিয়েট অব সোডা প্রস্তুত হয় ইহাকেই সাবান বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাজিমাটীর জল বা কস্টিক সোডা দিলে কঠিন সাবান প্রস্তুত হয়। কিন্তু কলাবাসনার জল বা কস্টিক পটাস্ দিলে তরল সাবান হইয়া যায়। এই [illegible] তেলে যে কয়টী পদার্থ আছে তাহার মধ্যে ষ্টিরেটেই অধিক কঠিন এবং ওলিয়েটে অধিক তরল সাবান প্রস্তুত হয়। সুতরাং ষ্টিরেট অব সোডায় সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং ওলিয়েট [illegible] পটাসে সর্ব্বাপেক্ষা তরল সাবান হইয়া থাকে। সাবান প্রস্তুতের এই রাসায়ণ প্রক্রিয়া বুঝিলেই সাবান প্রস্তুত করা বড় সহজ হইবে। আমাদের দেশে সাবান তৈয়ার করিতে হইলে আমাদের দেশ জাত অল্প মূল্যের তৈল গুলি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কতটুকু ষ্টিরেট বা ওলিয়েট ইত্যাদি আছে তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে। সাবানের জল প্রস্তুত করিতেও অনেক পরীক্ষার প্রয়োজন। বিলাতী সোডা এসেব পরিবর্ত্তে আমাদের দেশী সাজিমাটী ব্যবহার করা অনেকটা সুবিধাজনক বটে কিন্তু সাজিমাটীর সাবান পরিষ্কার হয় না। সুতরাং যে সকল বৃক্ষের সোডা ক্ষার প্রস্তুত হয় তাহাও পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশে সাবান প্রস্তুত করিবার প্রধান প্রতিবন্ধক এই যে এখানে যথেষ্ট পরিমাণে চর্ব্বি পাওয়া যায় না। চর্ব্বি ব্যতীত সুন্দর সাবান প্রস্তুত হয় না; তাহা পরে দেখাইব। সুতরাং যতদিন আমাদের দেশে সুবিধামত চর্ব্বি

না পাওয়া যাইবে ততদিন তেলের দ্বারাই আমাদিগকে সাবান প্রস্তুত করিতে হইবে। সাবান প্রস্তুতের দ্বিতীয় অন্তরায় এই যে ইউরোপে সাবান প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ (palm oil) পাম তৈল। আমাদের দেশে তাহা পাওয়া যায় না সুতরাং তাহার ন্যায় সুবিধা মত তৈল আমাদের বাছিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। আর যদিও আমাদের দেশে তিল তৈলে অলিভ তৈলের কতকটা কার্য্য করিবে বটে কিন্তু তিল তৈলের দ্বারা অলিভ তৈলের অভাব সম্পূর্ণ দূর হয় না। এই সকল নানা প্রকার অসুবিধা জন্য আমাদের দেশে সাবান প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ নহে। কিন্তু যদিও সম্প্রতি সাবানের ব্যবসা করিয়া বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারা না যায় তথাপি সাবানের ব্যবসায়ে যে কিংরূপ লাভ হয় তাহা আমরা সাধ্যমত বুঝাইয়া দিব।

ইউরোপে সচরাচর অলিভ তৈলের সহিত তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রেপ তৈল মিশাইয়া দিয়া কঠিন সাবান প্রস্তুত করে। রেপ তৈল বা গজন তৈলের গুণ এই যে ইহা অধিকক্ষণ বাতাসে থাকিলে শুকাইয়াযায়, ইহাদের দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহা নরম হইয়া থাকে। এ জন্য অলিভ তৈলে যে কঠিন সাবান হয় তাহাতে রেপ তৈল মিলাইলে তবে সাবান অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া যায়। বিলাতে সাধারণতঃ অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে চর্ব্বি দিয়া সাবান প্রস্তুত করে। চর্ব্বি-প্রস্তুত সাবান অত্যন্ত কঠিন, বোধ হয় তাহা ছয় মাস এক বৎসর ব্যবহার করিলেও অধিক ক্ষয় হয় না। যাহা হউক রেপ তৈল বা মসিনা তৈল ইহার সহিত মিশাইয়া এই সাবান নরম করিয়া দেওয়া হয়। আজ কাল বিলাতে আবার রেপ প্রভৃতি তৈলের পরিবর্ত্তে নারিকেল তৈল মিশাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নারিকেল তৈলের এই এক বিশেষ দোষ যে ইহার গন্ধ কোন রূপেই সংশোধিত হয় না। সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইলেও ইহার গন্ধ যায় না। ইহা ব্যতীত চর্ব্বির সহিত সিকি ভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ রজন মিশ্রণও হইয়া থাকে এই রজন মিশ্রিত সাবানকে ইয়লো সোপ বলে, ইহার কথা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

বিলাতে আবার ঘোড়ার তৈল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থে সাবান প্রস্তুত হয়। কিন্তু ইহাদের সাবান বড় নরম হয় এজন্য তাহার সহিত সোডা সল্ট বা জিপসাম মিশাইয়া দেওয়া হয়, এইরূপ করিলে সাবান কঠিন ও ব্যবহার উপযোগী হইয়া আইসে।

আমরা নানা প্রকার সাবান প্রস্তুত করিবার প্রকরণ ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিব।" নববিভাকর ১৯শে কার্ত্তিক।

দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে সঞ্জীবনীর মত।

"আমাদিগের দেশে পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ কেন উপস্থিত হইতেছে, আমরা তদুত্তরে উল্লেখ করিয়াছিলাম, জলসিঞ্চনের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উপায়াভাব, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির ক্রমশঃ খর্ব্বতা, এবং এদেশীয় কৃষকমণ্ডলীর অনভিজ্ঞতা ও মূলধনের অভাব প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। আমাদিগের কোন সহযোগী বলেন, যদি ইহাই দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়াগণ্য হয় তবে এই সকল কারণ পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় নাই কেন? আমাদিগের সহযোগীর বিবেচনায় ইহা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ কি তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিদেশে শস্য রপ্তানি, ধান্যক্ষেত্রে কৃষকগণের পাটোৎপাদন এবং মূল ধনের অভাব দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ। দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর তাহা অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে বলিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এপর্য্যন্ত যত দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাঠ করি-

য়াছি, তাহার কোথাও একথা প্রাপ্ত হই নাই। এসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আছে কি না আমাদিগের সহযোগীও তাহার উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং যথেষ্ট প্রমাণ ব্যতীত এসিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যেন না দেশে উপযুক্ত পরিমাণ কাটতির সম্ভাবনা থাকিলে বিদেশে সেই শস্য পাঠাইতে প্রস্তুত হয় না। অর্থনীতি শাস্ত্রের ইহা একটী মূল নিয়ম যে, কাটতির উপর আমদানি রপ্তানি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আর একটী কথা এই, কৃষকের ক্ষেত্রে যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শস্য হয় তাহা হইলে সেই শস্য বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া সে অন্ততঃ ধন সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। কৃষকের গৃহে ধন আছে, কিন্তু সমুদায় শস্য বিক্রয় করার দরুণ সে এখন আহারাভাবে মরিতেছে একথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। বরং দুর্ভিক্ষের ইতিহাস স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, অজন্মা নিবন্ধনই এদেশে সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বীরভূম প্রদেশে যে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কেবল এক বৎসরের নহে, কিন্তু তিন বৎসরের অজন্মা নিবন্ধন, সহযোগী কি এই প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া বলিতে চাহেন যে, বিদেশে শস্য রপ্তানি নিবন্ধনই এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আর যদি তাঁহার সিদ্ধান্তই যথার্থ বলিয়া অনুমান করা যায় তাহা হইলে এদেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় কি? সহযোগী কি শস্যের রপ্তানি বন্ধ করিতে পরামর্শ দেন? আশা করি তিনি কখনই এরূপ গুরুতর ভ্রম সমর্থন করিবেন না।

সহযোগীর মতে দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় কারণ, পাটের চাস বৃদ্ধি; পাটের চাসে অনেক লোক বিলক্ষণ লাভবান হইয়াছে। ক্ষেত্রে ধান্য উৎপাদন করিলে, কৃষক যে পরিমাণ লাভবান হইতে পারে, পাট উৎপাদন করিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভবান হয়। সুতরাং পাটের চাসের বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাই দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে অগ্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক, যে, যে পরিমাণ ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইতেছে এদেশীয় লোকের অন্ন সংস্থান পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ করিতে হইবে যে, পাটের চাসে যে লাভ হয়, বিদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইবে। অর্থাৎ নিজ ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন না করিয়া পাট জন্মাইলে এবং তাহা বিক্রয় করিয়া সেই লব্ধ অর্থে বিদেশাগত শস্য কৃষকদিগকে ক্রয়করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। সহযোগী এবিষয়ের কোন প্রমাণ দিতেই চেষ্টা করেন নাই, অথচ বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একথা গ্রহণ করা কঠিন।

আমরা দুর্ভিক্ষের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। প্রথমতঃ ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আকবরের রাজত্ব কালে রাজা তোডরমলের অনুমত্যানুসারে একাদিক্রমে ১৯ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের তালিকা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই তালিকা এরূপ সাবধানতার সহিত সংগ্রহ করা হইয়াছিল যে, এপর্য্যন্ত কেহ তাহার পরিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে সাহসী হন নাই। সেই তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, এক একর (প্রায় তিন বিঘা) ভূমিতে গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে ষোল মণ ধান্য, সাড়ে চোদ্দমণ গম, পৌনে তিন মণ তুলা উৎপন্ন হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়ে ১০ কি ১১ মণ ধান্য, ৮ মণ গম, ২৬ সের তুলা জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি যে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। একজন কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন ভূমিতে সার

দান না করাতেই এইরূপ হইতেছে। ইউরোপের ভূমি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা নহে, অথচ ইউরোপে এক একর ভূমিতে গড়ে পৌনে উনিশ মণ গম জন্মিয়া থাকে, ভারতবর্ষে ৮ মণের অধিক জন্মে না। প্রতি একরে ইটালিতে সোয়া একত্রিশ মণ, আমেরিকায় ২৫ মণ ধান্য জন্মে, কিন্তু ভারতবর্ষে ১১ মণের বেশী জন্মে না। আমেরিকায় আড়াই মণ, মিশরে পৌনে চারি হইতে পাঁচ মণ তুলা জন্মে, আর ভারতবর্ষে কেবল মাত্র ২৬ সের। ভারতবর্ষ স্বর্ণ ভূমি বলিয়া বিখ্যাত, অথচ তাহার এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। এমন পার্থক্যের কারণ কি? ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক শিক্ষিত, তাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষের চিরাবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করে না। স্বয়ং কারণ অনুসন্ধান করে, নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। অনাবৃষ্টি বা অতি বৃষ্টিতে, তাহাদিগের কোন ক্ষতি করে না। বৃষ্টির অভাব হইলে তাহারা আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে না। তাহাদিগের ক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের উপায় আছে। অতি বৃষ্টিতে তাহাদিগের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইতে পারে না, জল নির্গমনের জন্য অন্তর্ব্বাহিনী পয়ঃপ্রণালী আছে, তদ্দারা প্রয়োজনাতিরিক্ত জল ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং শস্যের কোন ক্ষতি হয় না। তাহারা ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল সার প্রদান করে, আমাদিগের দেশের কৃষকগণ তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে। অথচ এমন লোক আছেন, যাঁহারা অনায়াসে বলিবেন, আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের শিক্ষার প্রয়োজন নাই, তাহারা যাহা জানে বিজ্ঞান শাস্ত্র তাহাদিগকে তদতিরিক্ত কিছু শিক্ষাইতে পারে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত চাসার বৈষম্য কি আমরা উপরে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এদেশীয় কৃষকের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না এখন পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে এদেশে দীঘি পুষ্করিণীর অপ্রতুল ছিল না লোকে ইহা খনন করা পুণ্যকর কার্য্য মনে করিত। অনেক স্থানে এমন সকল প্রাচীন দীঘি অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, যাহার এক একটীর জলে গ্রামের সমস্ত শস্য ক্ষেত্র রক্ষা পাইতে পারে। শস্য ক্ষেত্র অনাবৃষ্টির অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে হইলে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা থাকা যে বিশেষ প্রয়োজন, তাহা কৃষকেরাও অস্বীকার করে না; তাহার শুভফল তাহারাও বিলক্ষণ অবগত আছে। আমরা স্বয়ং দর্শন করিয়াছি, বীরভূম প্রদেশে যে সকল স্থানে শস্য-ক্ষেত্রে শস্য জন্মিয়াছে, তথায় জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি অনেকে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিতে চাহেন। জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা, সার দানের নিয়ম ইত্যাদি বশতঃ যে এদেশের এক এক স্থানের শস্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে প্রয়োজন হইলে আমরা বারান্তরে তাহারও প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

সঞ্জীবনী ২৪ কার্ত্তিক।

ইক্ষুরচাস।

এদেশের এত ধুমধাম, এত ঐশ্বর্য্য কেবল কৃষিজাত দ্রব্যের বলে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সকল রাজাই অতুল সুখ সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের সে সুখের মূল এদেশের কৃষি কর্ম্ম। আজি ইংরেজ জাতি ও যে এত ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছেন কৃষকের ললাট বিগলিত স্বেদ বারিই সেই স্বর্গীয় সুখ সমৃদ্ধির নিদানভূত। ভারতে অর্থাগমের আর অন্য উপায় নাই, যা আছে, তদ্দারা বিদেশ হইতে এখানে টাকা আসে না। আমরা কোন ভুষি দ্রব্য যোগাইয়া অন্য জাতির মন ভুলাইতে পারি না। ভুষি দ্রব্য দেখাইয়া আমরা কোন জাতির হাত হইতে কৌশল বলে টাকা লইতে শিখি নাই। আমাদের দেসলাই নাই, এক পয়সায় এক কুড়ি সুচ নাই, সস্তা দরে দিবার আলপিনের গোছা নাই,

চীনের বাসন, চীনের পুতুল, কিছুই আমাদের ঘরে তৈয়ার হয় না। আমাদের যাহা আছে, সকলই সার-পদার্থ। তাহা দিয়া আমরা কতকগুলি অসার পদার্থ ক্রয় করি। আমরা হীরার বদলে জীরা লই, কাঞ্চন দিয়া কাঁচ লইয়া থাকি। আমরা যাহা খাই, ভাণ্ডার শূন্য করিয়া সেই চাউল দাউল প্রভৃতি সমস্ত রাজস্বের দায়ে বিপদগ্রস্থ হইয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিতেছি। যাহা আমাদের উপজীব্য, তাহাই আমরা হারাইতেছি। এদেশের অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ এই খানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। এ গূঢ়তত্ত্ব অনেকের আকর্ণ প্রসারিত চক্ষে পড়েনা। দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া অনেকেই দশভুজে তাল রাখিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন।

বাণিজ্য বিস্তার ও পণ্য দ্রব্যের প্রচুর রপ্তানি যারপর নাই অতীব মঙ্গলকর। উৎপন্ন দ্রব্য যদি সমস্তই কাটিয়া যায়, সে সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। তদ্দ্বারাও কমলা আপনি আসিয়া পদ্মাসনে ভর দিয়া বসেন। কিন্তু সে নিয়মটী কেমন দ্রব্যের পক্ষে খাটে? সকল দ্রব্যেরই কি অবাধ রপ্তানি হইলে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়? এদেশে যদি দুই লক্ষ মণ চাউল জন্মে, আর সেই দুই লক্ষমণ চাউল সমস্তই কাটিয়া যায় তবে কি অন্নজীবিরা শুকাইয়া মরিবে না? যে দ্রব্য খাইয়া আমরা প্রাণ ধারণ করি না, সেসকল সামগ্রী আমাদের প্রাণ ধারণের প্রধান উপায় নহে, তৎ সমুদয়েরই প্রচুর রপ্তানি শ্রেয়। আমরা পাট, নীল, চা, কাফি, চিনি, রেসম প্রভৃতি দ্রব্য খাইয়া প্রাণ ধারণ করিনা। এই সমস্ত দ্রব্য যত জন্মে, তত কাটিয়া গেলে দেশের মঙ্গল। অতএব এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর রপ্তানির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বিধেয়। রাজনীতি প্রভৃতি সকল প্রকার প্রস্তাব অপেক্ষা স্বদেশের অবস্থা উন্নতির প্রস্তাবই আমাদের পক্ষে অতীব গুরুতর। কৃষক ও শিক্ষিত সমাজকে এই গুরুতর বিষয়ে উত্তেজিত করা আমাদের প্রধান সঙ্কল্প।

ইক্ষুর চাস এদেশীয় লোকের একটী প্রধান অর্থকর উপায় ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তাহার বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে ইক্ষুর চাস অল্প লোকেই করিয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় চিনি জন্মেনা। ইক্ষুর চাস অন্যত্র বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু এদেশ হইতে চিনির রপ্তানি খুব কমিয়াছে, রপ্তানি হয়না বলিলেই হয়। নূতন নূতন দ্বীপ সমূহে ইক্ষুর চাস ভূরি পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের চিনি বিদেশে প্রেরিত হয় না, যাহা প্রেরিত হয়, তাহা ধর্ত্তব্যই নহে।

আমরা কোন সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হইলাম, ২০ বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের অনেক স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় দুর্দ্দান্ত বন্য পশুই বিচরণ করিত, লোকের সমাগম মাত্র ছিল না। কিন্তু অন্যান্য চাসের মধ্যে আজি কালি তত্রৎ স্থলে ইক্ষুর চাস এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ আর কিছুতেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। এদেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়াতে ইক্ষুর বীজ নীত হয়, কিন্তু সেই বীজে উৎপন্ন ইক্ষু হইতে পর্য্যাপ্ত গুড় জন্মিতেছে। এখানকার এক বিঘা জমির ইক্ষুতে যত চিনি হয়, তথায় তাহার চতুর্গুণ চিনি হইতেছে। সেখানকার ইক্ষুর চাসের ব্যবস্থা এদেশের মত নয়। ভূমির চতুর্দ্দিকে গাছ আছে, তাহাতে মৃত্তিকার রস শুষ্ক হইতে পায় না। এবং জল সেচনের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশবাসিরা ইক্ষু ভূমির চারি ধারে অহরহঃ গাছ রোপণ করে, তদ্দ্বারা অনেকটা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আমাদের দেশে কৃষকেরা সমস্ত পাতা ইক্ষুদণ্ডে জড়াইয়া দেয়, অষ্ট্রেলিয়ার প্রথা অন্য প্রকার। সেখানে সমস্ত পাতা ছাটিয়া ফেলে, সুতরাং বায়ু সচ্ছন্দে সঞ্চালিত হয়। এতদ্ভিন্ন গভীর চাস দেওয়া হইয়া থাকে। ইক্ষু চাসের এত ধুম যে, রাত্রিতে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে

ইলেকট্রিক আলো দিয়া দিবসের ন্যায় ভূমি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কল প্রভৃতিরত কথাই নাই। যেখানে যত্ন, সেইখানেই কার্য্য সিদ্ধি। যেখানে এত যত্ন হইতেছে, তথায় আশানুরূপ ফল লাভ কেন না হইবে?

ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও কৃষি বিভাগের যত্নে ও উৎসাহে স্থানে স্থানে চাসের কিছু কিছু নূতন শিক্ষা হইতেছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু খরচের সঙ্গে তুলনা করিলে বলিতে হইবে, এখনও কোন উপকার হয় নাই। এদেশের কৃষকেরা মুর্খ ও নির্ধন, তাহাদের জ্ঞান নাই অর্থ-বলও নাই। ভাল করিয়া লাঙ্গল দিতে হইলে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এদেশের কৃষকের তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। নূতন আবাদী দ্বীপগুলিতে কস্মিন্‌কালে লাঙ্গল পড়ে নাই, কোন কারণে, তাহার এক বিন্দু স্বত্ব উঠিয়া যায় নাই। আবহমান কাল কেবল প্রচুর সার জমিয়া আসিতেছে, অতএব সেখানকার মৃত্তিকায় কেন না সোণা ফলিবে? অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপগুলির সঙ্গে যথোচিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে এদেশের ভূমিতে যথেষ্ট সার দেওয়া চাই। কিন্তু সে কর্ম্ম কি কুটীর বাসী কৃষকের? এদেশের অনেক কাজের ধারাধরণ ইংরেজী ছাঁচে উঠিয়াছে। ইংরেজী কেতায় বসা, ইংরেজী কেতায় কথা, ইংরেজী কেতায় দুঃখিত হওয়া বেশ চলিয়াছে, কিন্তু ইংরেজী কেতায় অর্থাগমের উপায় চিন্তা আজিও চলে নাই। যশ কারণ আমরা শিক্ষিত যুবকদিগকে উপদেশ দেই, তোমরাও চাকর, নীল কর, চাস কর হও। আর চাসার হাতে ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না।

২৮শে কার্ত্তিক হিন্দুরঞ্জিকা।

বঙ্গে অন্ন কষ্ট।

সম্প্রতি বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ ও সাওতাল পরগণার অন্তর্গত কতিপয় স্থানে লোকের বিলক্ষণ অন্নকষ্ট হইয়াছে।

× × × × × ×

বাঙ্গালার অন্নকষ্টের বিষয় সময়ে সময়ে আমরা রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উপরি উক্ত ও অপর কয়েকটী জেলায় অন্নকষ্ট চিরদিনই বর্ত্তমান, এই সকল স্থানে এমন অনেক লোক আছে যে তাহারা যে বৎসর সম্পূর্ণ শস্য জন্মে সে বৎসরও বারমাস উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পায় না। নানাপ্রকার অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও বন্য পশুর ন্যায় বনে জঙ্গলে বাস করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করে। কোন দিন দুটা জনার; কোন দিন দুমুঠা ঘাসের বীজ, কোন দিন বা মৌয়ার শুষ্ক ফুল চূর্ণ করিয়া রাখে তাহারই দুমুঠা জলে সিদ্ধ করিয়া অলবণ অমিষ্ট ভক্ষণ করে। আমরা স্বচক্ষে অনেককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি যে ঐ সকল স্থানের জলবায়ু ভাল বলিয়া তাহারা দুঃখিত, ক্ষুধা অত্যন্ত অধিক হয় অথচ তদুপযুক্ত আহার পায় না। তাহাদিগের অবোধ শিশু বুঝে না, ক্ষুধায় কাতর হইয়া দুঃখিনী মাতার নিকট রোদন করে, মাতা অসহায়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ঈশ্বরের নিকট মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে। এরূপ ঘটনা প্রতি ঘরে প্রতিদিন হয়। ইহার কি কোন প্রতীকার হইতে পারে না?

× × × × × ×

আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট একটু বিশেষ যত্ন করিলে অনেকটা উপায় হইতে পারে। ঐই সকল জেলার ভিতর বিস্তর ছোট ছোট নদ নদী আছে তন্মধ্যে দামোদর, অজয় ও ময়ূরাক্ষী প্রধান, অপরগুলি ইহাদের একটী না একটীর সহিত মিশিয়াছে। যে বৎসর বেশি বৃষ্টি হয়, মাঠে জল দাঁড়ায় সে বৎসর এই সকল ছোট ছোট নদ নদীতে জল প্রবাহিত হয়, নচেৎ বারমাস প্রায় শুষ্ক থাকে। আমরা বলি গবর্ণমেণ্ট যদি খাল কাটিবার ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হন মধ্যে মধ্যে এই সকল নদ নদী বালাইয়া ও একটু গভীর করিয়া দামোদর অজয় প্রভৃতি হইতে জল প্রবাহিত করিয়া

ঐ সকল জেলার ভিতরে প্রেরণ করিতে পারেন। তাহা হইলে যেবৎসর অল্প বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে সে বৎসরও কৃষকগণ এই সকল খাল হইতে জল সিঞ্চন করিয়া ধান্য বাঁচাইতে পারিবে। যদি প্রজাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিলষিত হয়, তাহা হইলে এই প্রকার কার্য্যের হস্তক্ষেপ করাই উচিত। ০

উল্লিখিত অন্নকষ্টের অপর কারণ কৃষকদিগের মূলধনের অভাব। কিছুদিন পূর্ব্বে এ কথার আন্দোলন হইয়াছিল. কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। কৃষকগণ মহাজনের নিকট হইতে অধিক সুদে টাকা ধার লইয়া অতি অল্প দিন মধ্যেই একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়ে, তৎপরিবর্ত্তে যদি গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহাদের কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থ সুদ না লইয়া অথবা স্বল্প হারে সুদ লইয়া টাকা ধার দেন, তাহা হইলে বিস্তর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ প্রস্তাব আর বড় শুনা যায় না। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার নিয়ম বহুদিন হইতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা দেখিতেছি সে নিয়ম ও সে আইনে কোন ফলই হইতেছে না। কৃষিকার্য্যের জন্য কূপাদি খননার্থ গবর্ণমেণ্ট বিনা সুদে টাকা ধার দেন এবং কিস্তি মত আদায় করিয়া লন। এ নিয়ম আমাদের মফস্বলবাসী কৃষিজীবী কয়জন অবগত আছে? সুতরাং এ আইন কোন কাজেরই হয় নাই। এক্ষণে কৃষি ব্যাঙ্কের রীতিমত যাহাতে কার্য্য হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই গবর্ণমেণ্টের একটী প্রজার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা যেরূপেই বঙ্গবাসীর উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা করিনা কেন, যদি বহুসংখ্যক লোক প্রতিনিয়ত অন্নকষ্টে হাহাকার করিতে লাগিল তাহা হইলে কিছুতেই কোন উপকার হইবেনা। সুতরাং আমাদের দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের সর্ব্বাগ্রে যাহাতে বঙ্গের অন্নকষ্ট দূর হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হওয়াও কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রজার অন্নকষ্ট নিবারণ করিতে প্রকৃতই ইচ্ছুক হইয়া থাকেন এমন উপায় অবলম্বন করুন যাহাতে অন্নকষ্ট আর সহজে না হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ষ্ট্রাচী বাহাদুর রিলিফ ফণ্ড খুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাহাতে সহজে দুর্ভিক্ষ ঘটিতে না পারে, বর্ত্তমান রাজস্বসচীব এ প্রকার বিধান করিয়া বঙ্গবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সোম প্রকাশ

দাবা বা চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

(৪র্থ সংখ্যার ১৫২ পৃষ্ঠা হইতে)

চতুরঙ্গ শব্দটি সংস্কৃত। পারস্য ভাষায় এই ক্রীড়ার নাম চাৎরাং। আরব দেশে এই ক্রীড়াকে শাৎরঞ্জ্ এবং ইয়োরোপে শাচ্চি, ইচ্চেছ, এবং চেছ বলা হইয়াথাকে।

চতুরঙ্গ হইতে চতুরাং বা চাতরাং এবং চাতরাং হইতে শাতরঞ্জ এবং শাতরঞ্জ হইতে শাচ্চি, শাচ্চি হইতে ফরাসী ভাষায় ইচ্ছেছ এবং ইচ্ছেছ হইতে ইংলণ্ডে চেছ নামের উৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করিয়া জানিলে বোধহয় অসঙ্গত হয়না।

অন্য আর কিছু প্রমাণ না পাইলেও উপরোক্ত কয়েকটি শব্দের প্রতি দৃষ্টি করিলেই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে এই ক্রীড়া প্রথমে ভারতবর্ষেই সৃষ্টি হয়। ভারতের জ্যোতিষ ও অঙ্ক শাস্ত্রাদি যেরূপ ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে ক্রমে ক্রমে ইউরোপের নানাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তেমনি চতুরঙ্গ ক্রীড়াও ভারতেই প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে নানাদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজেরা যে বলিয়া থাকেন চীন দেশে প্রথম ইহার সৃষ্টি হয় ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না চীন

দেশের কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই ক্রীড়ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রোমে, গ্রীসে কিম্বা ইজিপ্টেও যে প্রাচীন কালে চতুরঙ্গ ক্রীড়া প্রচলিত ছিল এরূপ বোধ হয় না। ঐ সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসে কিম্বা কোন গ্রন্থে এই ক্রীড়ার নাম প্রসঙ্গও নাই। কাহার কাহার নিকট আমরা শুনিয়াছি এ দেশের সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও এই ক্রীড়ার কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমরা ও ইতিপূর্ব্বে অনেকবার যত্ন করিয়া কোন গ্রন্থে চতুরঙ্গ ক্রীড়া সম্বন্ধে কোন বচন পাই নাই। কিন্তু সম্প্রতি মহাভারত মধ্যে এই ক্রীড়া সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি পাঠকগণের অবগতীর জন্য আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়াদিতেছি।

অষ্টৌ কোষ্ঠান্ সমালিখ্য প্রদক্ষিণক্রমেণ তু।
অরুণং পূর্ব্বতঃ স্থাপ্য দক্ষিণে হরিতং বলং॥
পার্শ্বে পশ্চিমতঃ পীতমুত্তরে শ্যামলং বলং।
রথোবামে গজং কুর্য্যাৎ তস্যাদশ্বং ততঃ পরং॥
কুর্য্যাৎ কোষ্ঠস্য পুরতো যুদ্ধে পত্তিচতুষ্টয়ং।
কোণে নৌকা দ্বিতীয়ে ইশ্বস্তৃতীয়ে তু গজো বসেৎ॥
তুরীয়ে চ বসেদ্রাজা বটিকাঃ পুরতঃ স্থিতাঃ।
পঞ্চমেন বটী রাজা চতুষ্কোণে কুঞ্জরঃ॥
ত্রিকোণে তু চলত্যশ্বঃ পার্শ্ব ...রতু।
কোষ্ঠমেকং বিলঙ্ঘ্যাপি সমন্তাৎ যাতি ভূপতিঃ॥
অগ্র এব বটী যাতি বলং ছক্কারকোণগা।
স্বেচ্ছং কুঞ্জরো যাতি চতুর্দ্দিক্ষু মহীপতে॥
তির্য্যক্ তুরঙ্গমো যাতি লঙ্ঘয়িত্বা ত্রিকোষ্ঠকং।
কোণ কোষ্ঠদ্বয়ং লঙ্ঘ্য ব্রজেন্নৌকা যুধিষ্ঠির॥
সিংহাসনং চতুরাজী নৃপাকৃষ্টং ষট্পদং।
কাকাকাষ্ঠং বৃহন্নৌকা নৌকাকৃষ্টং প্রকারকং॥

ক্রমশঃ।

চতুরঙ্গ ক্রীড়ার ইতিহাস লিখিয়া ক্রমে এই ক্রীড়ার প্রশ্ন মালা (প্রবলেম) প্রকাশ করিতে আমাদের অভিলাষ ছিল কিন্তু অনেক পাঠক "দাবা খেলার প্রবলেম" সত্বর দেখিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখায় অগত্যা আমরা এই সংখ্যাতেই প্রবলেম প্রকাশ করিতেছি। এতৎ সংক্রান্ত পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যে সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বে প্রশ্ন বাহির হইবে পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিবস পরে তাহার উত্তর আর গৃহীত হইবে না।

২। সর্ব্বাগ্রে যাঁহার উত্তর আমাদের হস্তগত হইবে এবং তাঁহার উত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলে তিনিই পুরস্কার পাইবেন।

৩। বৈষয়িক তত্ত্বের গ্রাহক ভিন্ন অন্যের উত্তর গৃহীত হইবে না।

৪। প্রতি মাসের পুরস্কার পাঁচ টাকা মূল্যের নূতন বাঙ্গালা বা ইংরাজি গ্রন্থ, বার্ষিক পুরস্কার, একটী রৌপ্য ওয়াচ ঘড়ি।
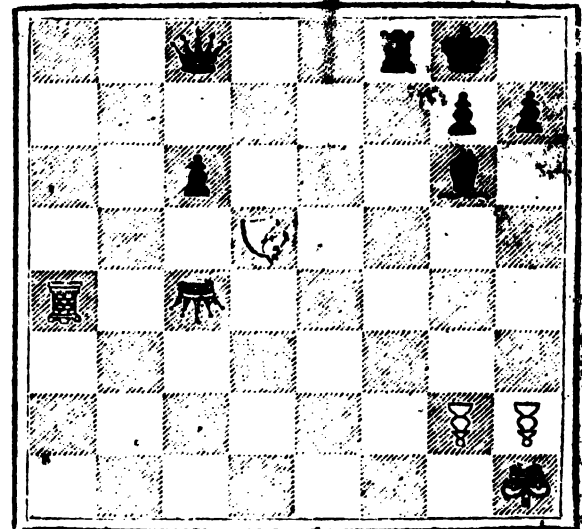
চতুরঙ্গ প্রশ্ন নং ১

(কাল।)

(শাদা।)

শাদার চাল আগে। চারি চালে মাৎ
কাল রাজাকে মাত করিতে হইবে।

এই পত্রিকা ভবানীপুর "তত্ত্বপ্রকাশ" যন্ত্রে শ্রী... চরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি. বিজ্ঞান. গার্হস্থ্যজ্ঞান,

প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিষয়ক

সচিত্র।

মাসিক পত্র।

১ম ভাগ]　　　[৭ম সংখ্যা

তাহিরপুর।

'তত্ত্বপ্রকাশ' যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯২ সাল

বৈষয়িক তত্ত্ব।

——:(*):——

রাজনীতি সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ ম, ভাগ। | তাহিরপুর—(রাজসাহী) | ৭ম, সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তি থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণকরা হইয়া থাকে। এবং পাঠক ও লেখক গণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয় বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকার সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করিনা।

২। শিল্প, ব্যবসায় কৃষি, বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত ও মতা, সকল সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এতদ্ বিষয়ক সকল তত্ত্বই যে অভ্রান্ত হইবে ইহা কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না। কেহ কোন ভুল নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, এবং যাঁহারা এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিষয়ে নিজে কার্য্যতঃ লিপ্ত হইয়া দেখিবেন তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

৩। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ-মধ্যে সহজ রূপে প্রচার করিতে চেষ্টাকরাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িক তত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করিনাই বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিছু কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাষ্পদ সহযোগিগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

——:——

সূচি-পত্র।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

আমরা বুঝি একজন হইলাম।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যেমন দর্পণের সম্মুখে মুখ লইয়া নিজের ঈষৎ—দেখা যায় বা না যায়— গোঁফের রেখা কল্পনার চক্ষে দেখিয়া "আমি তবে তো একজন হইয়াছি" বলিয়া আনন্দে আট খানা হইয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়ে,—কি করিবে কি বলিবে কোথায় দৌড়াইয় যাইবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না, আজি আমাদের বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর দশাও কতকটা তেমনি হইতেছে দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। আজি দুই তিন বৎসর হইতে মফঃস্বলের দুই এক স্থানে দুই একটী সভা সমিতি স্থাপন, বা দুই এক খানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশ, লর্ড রিপনের স্বদেশে প্রতিগমন সময়ে এদেশ বাসিগণের স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সূচক রাজ ভক্তি ও উৎসাহ প্রদর্শন এবং এইরূপ দুই চারিটী কার্য্য দেখিয়া "তবেতো আমরা রাজনৈতিক জীবনী শক্তি পাইয়াছি" "আমরা একজন হইয়াছি" এইরূপ ভাবিয়া আমরা অদ্য আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছি। বালকের নূতন গোঁফের রেখা দেখিয়া "মানুষ হইয়াছি" বলিয়া মহানন্দ এবং আমাদের সাধারণ ও স্বাভাবিক এইরূপ দুই একটী কার্য্য দেখিয়া 'আমরা রাজনৈতিক শক্তি পাইয়াছি' ভাবিয়া মহানন্দ প্রকাশ এউভয়ই আমাদের চক্ষে সমান কৌতুকাবহ ব্যাপার।

আমরা আজি কালি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া চিত্ত চপলতার কত পরিচয় দিতেছি,— আমরা কি যেন হইলাম ভাবিয়া আনন্দে কতই উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছি, এইটি দেখিতে ইচ্ছা হইলে কলিকাতার ট্র্যাম গাড়িতে, মফঃস্বলের স্কুল গৃহে, কাচারির উকিল ঘরে, অথবা পল্লীগ্রামের তাস পাশা খেলিবার আড্ডায়, কিম্বা শস্তা মূল্যের কোন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় দুই মিনিটের জন্য একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই প্রচুর হইতে পারে। পাঠক! কৌতুক বিবেচনা করিতে পারেন কিন্তু আমরা সত্য সত্য স্বকর্ণে অদ্য কয়েক দিবস হইল কয়েক জন বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকের কথোপকথন শুনিয়া বাক্য হীন হইয়াছি। একটী বালক তাহার সঙ্গিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে ছিল "বলকি ভাই! আমাদের স্কুলের ছেলের দেক তো একটা রুশিয়া ক্রান্স জার্ম্মেণির মত power ব'লে আজ কাল গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন। দেখনা কোথায় কোন স্কুলের দুই একটা ছেলের মধ্যে কি সামান্য গোল যোগ হয় বা না হয় অমনি ছোটলাট সাহেব নিজে টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম করেন। আমাদের ভাই বাড়ির মেয়েছেলে গুলো এমনি অশিক্ষিতা, এরা, হাজার বুঝিয়ে বল্লেও বুঝবে না যে, আমরা দিন দিন কতবড় একটা পাওয়ার হইয়া উঠছি" সেই স্থানে তখন যাহারা যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই এই কথা গুলি শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই এবং ভরসা করি এরূপ বাক্যে পাঠক ও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী সূক্ষ্ম সমস্যা রহিয়াছে। হাসিবার বিষয় আছে সত্য, কিন্তু সেটী কোন কথায়? বালকগণের নিজে নিজে রুশিয়া ফ্রেন্স জার্ম্মেণীর ন্যায় "পাওয়ার" জ্ঞান হওয়া, অথবা এরূপ সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের টেলিগ্রামে তত্ত্ব লওয়ায়, কিম্বা বাড়ির মেয়ে ছেলেদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা বশতঃ বাড়ির বালকগণকে রুশিয়ার রাজশক্তি স্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করিয়া উঠিতে না পারায় ইহার কোনটীতে অধিক হাসিবার বিষয়, তাহা পাঠক স্বয়ং বিবেচনা করিয়া লইবেন।

বালক গণের মুখে এইরূপ মিষ্ট কথা বার্ত্তা শুনিলে তাহা হাসিবার বিষয় হয় সত্য, কিন্তু এই কথা গুলি যদি আমরা একজন সুশিক্ষিত অধিক বয়স্ক যুবকের মুখে শুনি, তবে তখন আর আমাদের হাসিবার বিষয় হয়না তখন সত্য সত্যই কাঁদিতে ইচ্ছাকরে। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বালকের মুখের উপরি উক্ত বাক্য অপেক্ষা ও আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কথা সকল কখন কখন আমরা কেবল সুশিক্ষিত

পরিণত বয়স্ক অনেক যুবকের মুখে শুনিনা দেশের কোন কোন রাজনৈতিক সংস্কারকের কণ্ঠনিঃসৃত উচ্চ বক্তৃতার মধ্যেও শুনিতে পাই। কেবল ইহাই নহে কোন কোন দেশবিখ্যাত সংবাদ পত্রেও এই শ্রেণীর ভাবের তরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া উথলিয়া উঠিতেছে ইহাও আমরা দেখিয়া থাকি।

একটী সভার মফঃস্বলে কয়েকটী শাখাসভা হইল; আর আনন্দের পরিসীমা নাই, কেননা ভারতের মৃত শরীরে জীবাত্মা সঞ্চারের সূচিহ্ন ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? ভারত তবে নিশ্চয়ই এক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছে। একজন বক্তা ধর্ম্ম বক্তৃতা প্রদান করিলেন, দিন কতক নূতনত্বের অনুরোধে কিছু অধিক পরিমাণে শ্রোতা হইল। আর চাইকি? ভারতে ত নব ধর্ম্মজীবন পুনঃ দেখাদিল? ভারত তবে নিশ্চয়ই এক্ষণে উন্নততর সিংহাসনের উপর দণ্ডায়মান। একখানি সংবাদ পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধিকরা হইল, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন গ্রাহক বৃদ্ধি হইল ভারতের অদৃষ্ট অমনিই ফিরিল। ভারতে নব যুগের আবির্ভাব হইল ভারত এক্ষণে উন্নতির স্বর্ণ সিংহাসনের উপরে কেবল দণ্ডায়মান নহেন, সিংহাসন স্কন্ধে করিয়া উন্নতির প্রশস্ত পথে মরি বাঁচি জ্ঞান হারা হইয়া এক্ষণে উর্দ্ধ শ্বাসে ধাবমান !!

পাঠক! বিবেচনা করিবেননা যে আমরা অতিরঞ্জিত ভাষায় এসকল লিখিতেছি, অন্যের কথা দূরেথাকুক, বঙ্গীয় পাঠক গণের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত যে পত্রিকা, বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত যে সংবাদ পত্র, সেই বঙ্গবাসী কিরূপ লিখিতেছেন পাঠক একবার তাহাই দেখুন। ——

"এইরূপ নানা দিক, নানা কথা,—দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া বুঝিলাম, দেশে বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকৃতই অভাব;—দৈনিক কাগজ পাঠার্থ বাঙ্গালীর একান্ত আগ্রহ বড় শুভ লক্ষণ? নির্জীব বাঙ্গালী সজীব হইয়া উঠিল, বজ্রদগ্ধ বৃক্ষ ফলফুলে পরিশোভিত হইল, মরুভূমে হঠাৎ স্রোতস্বিনী দেখাদিল, অন্ধকারময় অমানিশায় চন্দ্র হাসিল—বুঝি অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর ভাগ্যে স্বর্গরাজ্য লিখিত হইয়াছে।"

আর একস্থানে——

"অন্তত দশ হাজার গ্রাহক না হইলে, এরূপ কাগজ কখন স্থায়িত্ব লাভ করেনা। বাঙ্গালী দরিদ্র। তিনি কি দৈনিক কাগজের ব্যয় যোগাইতে পারিবেন? মূল্য যতদূর কম হওয়া সম্ভব, ততদূরই কম করিব—তথাচ কি দশ হাজার বাঙ্গালী দৈনিক কাগজ লইতে সক্ষম হইবেন? পূর্ব্বে বিশ্বাসছিল কখনই সক্ষম হইবে না কিন্তু এখন দেখিতেছি,—সে বিশ্বাস অমূলক, আমরা ভ্রান্ত, উৎসাহে বঙ্গালী হৃদয় নাচিয়া উঠিয়াছে—আর থামেনা।"

"আর থামেনা" এই বাক্য আজি বঙ্গদেশের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠে সকল সময় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের একটি জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কি থামেনা? বঙ্গ বাসীর উন্নতি, অথবা বঙ্গবাসীর লেখনী

আমরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যখন দুই দণ্ড আত্মদশার বিষয় চিন্তা করিতে বসি, তখন সত্য সত্যই আমাদের মন অবসন্ন হইয়া আইসে। মন হইতে আশা ভরসা যেন সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের নূতন গোঁফের ঈষৎ রেখা দেখিয়া তাহার অহঙ্কার ও আনন্দ প্রকাশের ন্যায় আমাদের ও রাজনৈতি শক্তির পরিস্ফুটা বস্থা উপলক্ষ করিয়া বহ্বাড়ম্বর, গর্ব্ব, গর্জ্জন, সকলই বৃথা ও স্বপ্নময় বলিয়া বোধ হয়। ফল রাজনৈতিক শক্তির পরিস্ফুটা বস্থা দূরের কথা, রাজনৈতিক শক্তি কি অগ্রে তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক শক্তি কি তাহা জানিয়া মৌলিক বাষ্পাকার বায়ু হইতে তাহাকে ঘনীভূত ও একত্রী ভূত করিয়া হৃদয়ে সাবধানে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সময়ের উত্তাপে অঙ্কুরিত করিতে পারিলে তবেই কখনো তাহার পরিস্ফুটাবস্থা ঘটি বার সম্ভাবনা হয়। নতুবা অঙ্কুরেই যদি উন্মত্ত হইয়া হলস্থুল উপস্থিত

করিয়া দাও তবে সেবৃক্ষের ফল যত তোমার ভোগে আসিবে তাহা সহজেই বুঝাযায়।

এই কারণে আমাদের সবিনয় নিবেদন,——বালকের প্রথম গোঁফ রেখা দর্শনে অহঙ্কার ও মত্ততা প্রকাশের ন্যায় এদেশের শিক্ষিত ও পরিণত বয়স্ক যুবকগণ দেশের সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনী শক্তির দুই একটা ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখিয়াই এক্ষণে এরূপ চঞ্চলতা ও চপলতা প্রকাশ না করেন। "আমরা বুঝি একজন হইলাম" এইরূপ ভাবিয়া আমাদের পরকাল নষ্টকরা নিতান্তই অন্যায় ও অবৈধকার্য্য। যাঁহারা এইরূপ অনিষ্টকর কার্য্যের উদ্‌যোগী বা সাহায্য কারী তাঁহারা নিশ্চয়ই সমাজরূপ দেহের সংক্রামক পীড়া স্থানীয় এবং দেশের শত্রুপদ বাচ্য। যে পর্য্যন্ত বঙ্গবাসিগণ একজন হইতে নাপারিবেন সেপর্য্যন্ত "আমরা বুঝি একজন হইলাম" এইরূপ আত্ম গরিমা প্রকাশক বাক্য হৃদয়ে মুহূর্ত্ত ও যেন স্থান প্রাপ্ত না হয় ইহা সকলেরই সর্ব্বক্ষণের জন্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যে দিন বঙ্গের ছয় কোটি লোক একজন হইতে পারিবে সেই দিনই কেবল বঙ্গ বাসিগণ "আমরা বুঝি একজন হইলাম" এরূপ আত্ম গরিমা পূর্ণ চিন্তা কতকটা ন্যায় সঙ্গত রূপে হৃদয়ে স্থানদিতে পারিবে এবং তখন সেরূপ বাক্য আমাদের মুখে কতকটা শোভাও পাইতে পারিবে নতুবা দুগ্ধ-পোষ্য বালকের রাঙ্গা কাপড় পড়িয়া রাজা হইয়াছি বলিয়া নৃত্য করাও যেরূপ এক্ষণ কার বঙ্গীয় যুবক গণের মুখে দুইটা বক্তৃতা বা সংবাদপত্রিকায় দুইটা প্রবন্ধ উদ্গীরণ করিয়া "আমাদের নবযুগ হইয়াছে" 'আমাদের নবজীবন হইয়াছে" ভাবিয়া আনন্দে আটখানা হওয়া ও আনন্দ উৎসব করাও তদ্রূপ। তবে প্রভেদ এই যে, বালকের মুখে যেকথা মিষ্ট শুনায় পরিণত বয়স্ক শিক্ষিত যুবকের মুখে সেরূপ আধ আধ আবদারের কথা নিতান্তই তিক্ত বিকট ও বিরক্তিকর বোধহয়।

সমাজ-নৈতিক প্রস্তাব।

এক্ষণে এরূপ ধর্ম্ম আলোচনার
সময় নহে।

১ ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যার বৈষয়িক তত্ত্বে "নাস্তিকের অভাব কেন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি উপলক্ষ করিয়া আমাদের কোন সহযোগী প্রবন্ধ লেখকের প্রতি অকারণ তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম পংক্তি হইতে শেষ পংক্তি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও আমরা এমন একটী শব্দ কি এমন একটী ভাব ইহাতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাইলাম না যাহাতে "বৈষয়িক তত্ত্ব অপ্রত্যক্ষ ভাবে 'নাস্তিকতার' দিকে বঙ্গীয় পাঠক গণের মতি লওয়াইবার জন্য যত্ন করিতেছেন" বলিয়া আমাদের প্রতি সঙ্গতরূপে দোষারোপ হইতে পারে। এক্ষণে দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে,—অন্য গুরুতর বিষয় সকলের প্রতি আমাদের মনোযোগও দৃষ্টি প্রদান করা কর্ত্তব্য এই বাক্যে বঙ্গীয় যুবক গণকে নাস্তিক হইতে কিরূপে উপদেশ করা হইল ইহা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না। এরূপ অনর্থক ও অপ্রকৃত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বৈষয়িক তত্ত্বে অদ্য কিছু লিখিবার আমাদের প্রয়োজন বা ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু আমাদের কোন কোন পাঠক ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এতদ্বিষয়ে অদ্য দুই একটী কথা লিখিতে হইতেছে।

বৈষয়িক তত্ত্বের প্রথম সংখ্যা হইতেই আমরা বিশেষ সতর্কতার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক কোন আলোচনা হইতে এই পত্রিকার পৃষ্ঠা-চয় নিমুক্ত রাখিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের ঘোর ধর্ম্মালোচনার সময়,—বঙ্গের এই নবউদ্দী-

পিত ধর্ম্মোন্মত্ততার সময়, আমরা ইচ্ছা করিয়া বৈষয়িক তত্ত্বের পৃষ্ঠায় এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কথাই উত্থাপন করিনাই। আমাদের বিশ্বাস ছিল দিন দিন দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার যেরূপ বিস্তৃতি হইতেছে, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের যেরূপ প্রচার হইতেছে, তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের যত্নে উত্থিত এই সামান্য কাল মেঘ সত্বরেই এক পাশে উড়িয়া চলিয়া যাইবে— জ্ঞান তপনের প্রদীপ্ত কিরণের সম্মুখে এসকল কুসংস্কারের মেঘ কিছুতেই বহুক্ষণ থাকিতে পারিবেনা। কিন্তু আমরা যখন দেখিলাম এদেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলন একটি অকর্ম্মন্য স্বপ্ন চ্ছায়ামাত্র নহে, ইহা সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি প্রতিঘাত (Reaction) তখন সত্য সত্য আমাদিগকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছে। এই কারণে আমাদের পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিয়া অগত্যা স্পষ্ট ভাষায় বঙ্গের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের দোষ ও অনিষ্ট কারিতা দেখাইয়া দিবার জন্য যত্ন করিতে হইতেছে। " মানুষের অভাব বোধ " শীর্ষক প্রবন্ধটী এই কারণেই এই পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা ' ধর্ম্মত্যাগ কর ' ' নাস্তিক হও ' এরূপ উপদেশ আমরা কাহাকেও প্রদান করিনাই।

" ধর্ম্ম ত্যাগকর বা নাস্তিক হও " একটী কথা, " আর ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত হইওনা " ইহা আর একটী পৃথক্ কথা। এতদুভয়ের মধ্যে অর্থের প্রভেদ কত তাহা নিতান্ত শিশুও সহজে বুঝিতে পারে।

আমরা জানি অশিক্ষিত অবস্থায় ধর্ম্ম বিশ্বাসে অনেক সময় মানুষকে অসৎকার্য্য হইতে রক্ষাকরে। শাক্য সিংহের প্রশস্ত উচ্চ ও বিশুদ্ধ হৃদয় সকলে পাইতে পারেনা কাজে কাজে সাধারণের ভোজনের জন্য সাধারণের মতরূপ ভোজন পাত্রে শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্ম পরিবেষণ করাও সঙ্গত নহে। যেরূপ ভোক্তা সেইরূপ আহার্য্যবস্তু চাই। সাধারণের জন্য মোটা চাউল, শাক ঘাস পাতার ব্যবস্থায়ই সঙ্গত। উচ্চ পদস্থ মুনি ঋষির জন্যই হবিষ্যান্ন বিধি। এই কারণে আমরা সাধারণতঃ এদেশ বাসি গণের জন্য পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচারের বিরোধি নহি। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমরা অতি ভোজনের পক্ষ পাতি নহি। তোমার গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়া সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাউক তুমি চক্ষু মুদিয়া চর্ব্বন করিয়া করিয়া পরম সুখে পিষ্টকের রস আস্বাদন করিতে থাক এরূপ অসঙ্গত উপদেশ বাক্য আমাদের কর্ণে অসহ্য। অদ্য প্রত্যেক বঙ্গবাসির গৃহে সংক্রামক পীড়া মহামারি অন্নকষ্ট দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করিয়া বঙ্গ ভূমি প্রায় উচ্ছন্ন করিতে চলিল, সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তুমি চক্ষু মুদিয়া পিষ্টকের মধুর রস আস্বাদনে মুগ্ধ থাক এরূপ বাক্য আমরা নিজে ও জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারি না, অন্যকেও উচ্চারণ করিতে শুনিলে মৌন হইয়া থাকিতে পারি না। এরূপ স্থলে পিষ্টক চর্ব্বনে লিপ্ত না থাকিয়া প্রকৃত বিষয়ের দিকে চক্ষুঃ উন্মিলন

কর এরূপ বলাতেই কি বঙ্গবাসি গণকে নাস্তিক হইতে বলা হইল বলিয়া পাঠকগণ সিদ্ধান্ত করিবেন? যদি পাঠক গণ এইরূপ সিদ্ধান্তই করেন তবে বুঝিব ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়গণের দোষে আমাদের প্রিয় পাঠক সত্য সত্যই পেটুক হইয়া পড়িয়াছেন। কৌতুক দূরে যাউক আমরা যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইতে কাহাকে ও উপদেশ প্রদান করি নাই ইহা এক্ষণে সহজেই উপলব্ধি হইবে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন একটি মানুষের অবস্থার সহিত, বহু মানুষে গঠিত মানব সমাজের অবস্থার ও একটি অতি সুন্দর এক ভাবত্ব বা মিল আছে। বাল্য কালে মানুষ বড়ই দুরন্ত, সদাই অস্থির, ক্ষুধা হইলে আহারের জন্য কেবল ব্যস্ত, ক্ষুধা শান্তি হইলেই ক্রীড়ায় মত্ত; মানব সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ও দেখা যাইবে আদিম কালে মানব সমাজ কেবল আহারের জন্য পশু হত্যা, বন্য ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যেই ব্যস্ত এবং উদর পূর্ণ হইলে ক্রীড়া কৌতুক আমোদ আহ্লাদাদিতে অনুরক্ত। মানুষের কৌমার অবস্থা শিক্ষা লাভ করিবার সময়। মানব সমাজের ও মধ্যাবস্থায় শিক্ষা লাভ ও উন্নতি করিবারই কাল। যৌবনে মানুষ জীবনোপায়, অর্থ সঞ্চয়, মান সম্ভ্রম লাভ, ক্ষমতা বিস্তার, গৃহ কার্য্য-নির্ব্বাহ, বৈষয়িক উন্নতি সাধন এই সকল কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। মানব সমাজের ও পরিণত অবস্থায় রাজ্য বিস্তার, শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি, সাহিত্য দর্শনের উৎকর্ষ সাধন, রাজ্য শাসন, রাজনৈতিক উন্নতি সাধন এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য কার্য্যেই লিপ্ত থাকিতে দেখাযায়। মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়া সময় অতিবাহিত করিবার জন্য কোন না কোন একটি উপলক্ষ লইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ধর্ম্ম-চিন্তা এই সময়ই আসিয়া দেখাদেয়। মানব সমাজের ও পরিপক্কাবস্থায় অর্থাৎ যখন বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতি সে সমাজের যতদূর হইতে পারে তাহা হইয়া যায় তখন কাজে কাজেই ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা আসিয়া সেই সমাজে দেখা দেয়। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই আমাদের একথার সত্যতা নিঃসংসয় রূপে উপলব্ধি হইবে। এদেশে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে স্থির চিত্তে দেখা কর্ত্তব্য আমরা, অর্থাৎ (বর্ত্তমান সময়ের, ভারতবর্ষীয় আর্য্য সমাজ) এক্ষণে কোন অবস্থায় উপস্থিত। স্মরণ করা কর্ত্তব্য, সাত শত বৎসর মুসলমানদের অধীনে থাকিয়া আমরা জীবন্মৃতবৎ হইয়া ছিলাম। আমরা এক্ষণে নূতন জীবন পাইতে উপস্থিত হইয়াছি। তাহা হইলে পরিশুদ্ধ রূপে বলিতে হইলে এক্ষণে আমাদের পুনঃ কৌমার অবস্থা। এক্ষণ কার যে কার্য্য তাহাতেই আমাদের লিপ্ত থাকা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় যুবকগণের যদি উপরোক্ত কথা গুলি মনমত বা প্রীতিকর না হয় এবং ধর্ম্মালোচনা করিবারই সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে বোধ হয়, অথবা ধর্ম্মালোচনার আবার সময়াসময় কি এরূপ বিবেচনা হয় তাহা হইলেও আমাদের একটি নিবেদন আছে।

ধর্ম্মালোচনা সম্বন্ধে বিলাতের একজন প্রধান পণ্ডিত হরার্ট হল কিবলেন পাঠক এক বার মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাই দেখুন—

Religion grows and blooms among the highest and most palmy branches of liberty and ripens in luxuriance amongst its topmost boughs,

it is by a

favourable arrangement of political circumstances that religion is most likely to be advanced; by the establishment of that genuine and legitimate freedom which is equally removed from the extremes of anarchy on the one side, and tyrauny on the other."

সুসভ্য ইংরাজ জাতি আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে যে রাজ নৈতিক উন্নত অবস্থায় আরোহণ করাইয়া দিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে অগ্রে সেইস্থানে উপনীত হইবার জন্যই আমাদের যত্ন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম লইয়া দিবা রাত্র চিন্তা করিবার দিন পরে উপস্থিত হইবে।

সমাজ চিত্রাবলি। *

নং ১

(১নং চিত্র— তাঁহার উচ্চতা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ পশুনাথ যক্ষ ভারত ধুমকেতু, ও. ছি, ছি, ইত্যাদি।)

সমাজের স্কন্ধোপরে বসি পশুনাথ
স সম্মানে সমাদরে করি দিন পাত,
ভাবেন ভারত মাঝে "আমি একজন।"
ভুলেও ভূমিতে তাঁর পড়ে না নয়ন।
একদিন রাজ গৃহে বসি পশুপতি
পাত্র মিত্র বন্ধু লয়ে ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি
ঘৃণা আর উপহাস ঢালি দিতেছেন;
কটাক্ষেতে ধরাটিরে "সরা" দেখিছেন।
হেন কালে নিম্ন হতে ক্রন্দনের ধ্বনি
আসিয়া পশিল গৃহে; শুনিয়া অমনি
ঘৃণা মাখা রুষ্ট স্বরে আহ্বানিলা দ্বারি
দ্বার বান গৃহে পশি কাঁপি থরথরি
জোড় করে কাঁপা স্বরে নিবেদিল পায়-
"ধর্ম্ম অবতার প্রভো! দোষ ক্ষমা হয়
একজন অনাথিনী— দুখিনী— রমণী
নাহি তার স্বামী পুত্র জনক জননী
নাহি তার ত্রিসংসারে কোনই সম্বল
আছে মাত্র সেই আর দেহটি কেবল!
তাহাতে ও মাংস রক্ত আদি কিছু নাই
প্রাণটিও করিতেছে এবে যাই যাই।
হুজুরের অধিকারে কুঁড়ে ঘর তার
(এবে তায় তৃণ নাই ভিটা মাত্র সার।)
তাহারই উপরেতে জরীপ করিয়া
আনা প্রতি টাকা বেশি ল'তেছে ধরিয়া।
তাই এ দুখিনী আজি দেড় মাস ঘু'রে
হুজুরের দরশন পাইতে না পে'রে
সাহসে করিয়া ভর পশি এ প্রাঙ্গনে
কাঁদাইছে সবারেই দুখের ক্রন্দনে

---

* ইংরাজিতে (SATIRE) যেরূপে লিখিত হয় বাঙ্গালা ভাষায় তদ্রূপ প্রণালীতে কাব্যাদি লিখিবার প্রথা এপর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত হয় নাই। বিলাতে (SATIRE) বা ব্যঙ্গোক্তি ও বক্রোক্তি বর্ণন দ্বারা কি সামাজিক কি রাজনৈতিক বিষয়ের সংস্কার যেরূপ সুন্দর রূপে সময় সময় সংশোধিত হইতে দেখাগিয়াছে তাহা নিতান্তই আশ্চর্য্য জনক। বিলাতে কোন কোন স্থলে দশ বৎসর প্রবীন সমাজ সংস্কারক গণ দিবা রাত্র পরিশ্রম করিয়াও যে ফল প্রাপ্ত হইতে না পারিয়াছিলেন সময়ে একখানি ক্ষুদ্র ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা তাহার অধিক ফল ফলিতে দেখাগিয়াছে। এই কারণে একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবিবলিয়াছেন

"OF all the ways that wisest men contd find
To mend the age. and mortify mankind.
Satire well writ has most Successful proved
And cures, because the remedy is loved
T'is hard to write on such a subject more
without repeating things oft said before"

বঙ্গদেশে এক্ষণে যে এই রূপ (SATIRE) শ্রেণীর কাব্যের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা অতিরিক্ত। সমাজ চিত্রাবলির চিত্রগুলি যদি বৈষয়িকতত্ত্বের পাঠক বর্গের প্রীতিকর হয় তবে সমাজের যুপ স্বরূপ রাজা, মহারাজ, হাকিম, বৈলাতিক, স্বদেশিক, সম্পাদক, সংস্কারক, বক্তা, শ্রোতা, গ্রন্থ কর্ত্তা, কর্ত্তৃ প্রভৃতি সকল আদর্শেরই চিত্র আঁকিয়া পাঠকগণের নিকট ক্রমে ক্রমে উপহার দিতে যত্ন করিব এবং ফেডিক্‌দিগ্রেটের কণ্ঠ নিসৃত বাক্যে সবিনয়ে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিব— "If evil be Said of thee and if it be true, correct thyself; if it be a lie laugh at it."

এনে যেবা অনুমতি, না থামিতে ঝারি
বাহিরিল বজ্র যেন গগণ বিদারি—
" রে গর্দ্দভ ! এখন ও আছে সে হেথায় ?
ভিকারিণী মোর গৃহে প্রবেশিতে পায় !
আমার হুকুম আছে গ্রামের ভিতরে
ভিক্ষুক কাঙ্গালি যেন পা দিতে ওনারে।
তাত দূরে থাক পড়ে, রাজ বাড়ি মাঝে
ভিকারিণী এল চলে ! হাঁরে কেও আছে
কে আছেরে— এখনই ওর চুল ধরি
দিয়ে এস দেখি ওরে নদী পার করি।"
মহারাজ মুখে বাক্য শেষ না হইতে
দশ জন মোসাহেব উঠি আচম্বিতে
জ্ঞান হারা হয়ে তারা নিচেতে ছুটিল
সিড়ি মাঝে তিন জন আছাড় পড়িল।
অগ্রের লোকের পৃষ্ঠে তাহারা পড়িয়া
গড়াইতে আরম্ভিল তাদিগে লইয়া।
কোন মতে অতঃপর বাঁচিয়া উঠিয়া
উপনীত হল যথা বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া
কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ শিরধরি
কহে· "উঠ রাজ আজ্ঞা নদী পারকরি।"
নির্দ্দোষি রমণী আহা কিছু না বুঝিয়া
চীৎকারিল " মহারাজ বাচাও " বলিয়া।

* * * *

এক জন মোসাহেব ফিরিয়া আসিয়া
মহারাজে সম্বোধিয়া কহিলা হাসিয়া
" নদী কোন কথা রাজা ধরে লয়ে ওরে
রেখে এনু ভবনদী সুদ্ধ পার করে।"
মহারাজ মহানাদে লাগিলা হাসিতে
পাত্র মিত্র বন্ধু হাসে দ্বিগুন বেগেতে।

হেন কালে কুঠিয়ালজোনের চাপরাসি
এক খানি পত্র দিল কক্ষেতে প্রবেশি।
মহা ব্যস্তে উঠি রাজা পত্র খানি লয়ে
সসম্মানে চাপরাসিরে সেলাম করিয়ে
ভয়ে ভয়ে খুলি পত্র পড়িলা আপনি
" খানাহবে মিষ্টি ঘরে পরশ্বঃ রজনী
আপনার নামে খানা, সন্তুষ্ট হইয়া
পাঠাবেন এরহাতে হাজার রূপেয়া।"
তখনই পশু নাথ ধনাগার হ'তে
চাপরাসিরে টাকা আনি দিলা নিজ হাতে।

* * * *

অনন্তর এল ক্রমে সে সুখ শর্ব্বরী।
কিনখাব মখমলে শরীরটি জুড়ি
" ভারতীয় ধুমকেতু " পদক লইয়া
মহা যত্নে বক্ষোপরি দিলেন বাঁধিয়া
মুখে মাখি পমেটম্, পাউডার শিরে
চলিলেন পশুনাথ মহা সজ্জা করে।
খানা গৃহে উপনীত হইলা যেমতি
হস্ত মর্দ্দনের ধুম পড়ে গেল অতি।
রাজার সম্মান তরে কামান না হেরে
একুশ বোতলে কাগ খুলে এক বারে।
রঙ্গ দেখে বঙ্গ কাপে নৃত্যের দাপটে
বুঝিবাজি ভারতের ভাঙ্গাবুক ফাটে।
সম্মানিতা জোনপত্নী রাজ হাত ধ'রে
নৃত্য করিবার তরে অনুরোধ করে।
অনুরোধে বাধ্য হয়ে সুখে পশুনাথ
ভল্লুক নৃত্যেতে নাচে উর্দ্ধে করি হাত।

নৃত্য দেখি বিবি কুল হাসিয়া আকুল
আরো হর্ষে নাচে রাজা হইয়া ব্যাকুল।
হেন কালে ভিক্ত পত্নীপা হ'তে খুলিয়া
বিলাতি পাদুকা এক হাতেতে লইয়া
কহিল। " ও মহারাজ ! তব বক্ষোপরে
সম্মানের কতচিহ্ন ঝল্ মল্ করে
কিন্তু দক্ষিনের দিকে শূন্য বক্ষ হেরি
এ যন্ত্রনা মহারাজ সহিবারে নারি;
বিশেষতঃ তব নৃত্যে তব সমাদরে
মোহিত হইয়া মোরা হরষ অন্তরে
এই উপহার আজি দিতেছি তোমায়
পাদুকা, পদক, দেখি কি ভাল দেখায়?'
মহা যত্নে মহারাজ হাত পাতি লয়ে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ফিতা না দেখিয়ে
ব্যস্ত হয়ে উপবীত বাহির করিয়া
তাহে বাঁধি দিলা গলে হর্ষে ঝুলাইয়া।
মহাহ্লাদে বিবি কুল দিলা করতালি
উ'ঠে সবে "ধন্য পশু ধন্য পশু" বলি।
হেন মতে নানা রঙ্গে কাটিয়া সর্ব্বরি
নিশি শেষে মহারাজা গৃহে এল ফিরি।
গৃহিনী সুমতি রাণী নাথ অপেক্ষায়
এতক্ষণ ছিল বসি, দেখিয়া তাঁহায়
কহিলা, "কেমন নাথ—কি দেখিলে বল'
কহিলেন মহারাজ বর্ণিয়া সকল।
মহাগর্ব্বে বিবরিয়া সে সব ঘটনা
বক্ষের পাদুকা তুলি বলিলা "দেখনা—
এই সেই উপহার রমণী হাতের
অতি সম্মানিত বস্তু মোর জীবনের।"
উপাসক সম্মুখেতে পূজ্য প্রতিমার
শিরে যদি ঢালে কেহ ঘৃণ্য তিরস্কার
তাতে উপাসক হৃদে যেকষ্ট না হয়
তদপেক্ষা শতগুণ কষ্ট রাণীপায়।
মহাকষ্টে মহাদুঃখে বড়ই ঘৃণায়
কহিলা সুমতি রাণী—"কি কব তোমায়
কি আর কহিব তোরে ধিক পশুনাথ!
কেন না হইল মোর শিরে বজ্রাঘাত
তাহলে ত আজি এই শ্রবণ আমার।
শুনিত না তোর এই পশু ব্যবহার॥'
যে বক্ষে শোভিত হায় মনি মুক্তাহার
সেই বক্ষে আজি কিনা এই উপহার!
এ যন্ত্রনা হায় বিধি রাখিব কোথায়
বলরে বলরে বিধি বলরে আমায়। —
তোদের কারণে হায় জমিদার কুল
সুশিক্ষিত সমাজের আজি চক্ষু সুল।
হায়রে কি লজ্জা হেন ঘৃণ্য কার্য্য করে
তাহাই আবার বল হেন উচ্চস্বরে
তোরে ধিক, —তাদেকেও ধিক শতবার
তোর আদর্শেতে যারা দেখে জমিদার!
হায় কি বলিব আর আমি কুলনারী
তবুও এ লজ্জা আর সহিবারে নারি"
এত বলি দুখে ক্রোধে দারুণ লজ্জায়
বাম পদাঘাত করে পশুর মাথায়।
পদাঘাতে পশুপতি ভুতলে পড়িয়া
কিছুক্ষণ মৌনরহি ইসদ্ হাসিয়া
বলে পরে ধীরে ধীরে রাণীরে সম্বোধি
"এত কি কপালে মোর লিখেছিল বিধি?
পদাঘাতে ভূমিসাৎ তাহে দুঃখনাই
নেটিবের পদাঘাত দুখ মাত্র এই॥"

শিল্প ব্যবসায় কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি।

দাড়িম্ব।

একটি পরিপক্ক ও বিদারিত দাড়িম্ব ফল দেখিতে যেমন চক্ষুর প্রীতিকর, উহার মধুরাম্ল রস বিশিষ্ট প্রবাল মালার ন্যায় সুদৃশ্য দানাগুলি ও আহারে তেমনি রসনার তৃপ্তিকর। সংস্কৃতে এই ফলকে রোচন, মনিবীজ, মধুবীজ, সুফল ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

এদেশের দাড়িম অপেক্ষা পাটনাই দাড়িম দেখিতে সুন্দর। পাটনাই অপেক্ষা কাবুলের বেদানা আরও সুন্দর ও সুস্বাদু।

দাড়িম কেবল দেখিতে বা খাইতেই সুন্দর নহে ইহার অন্যরূপ উপকারিতা ও আছে। ইহার ফলের এবং ফুলের আবরণ অংশ গুলি অনেক পীড়ায় ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ফলের ত্বক অংশ কোষ্ঠ বদ্ধ করণ আবশ্যক হইলে উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করান হয়। কিন্তু ইহার মধ্যের শাস বা সার অংশ কিম্বা ইহার মূলের ত্বক উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ঠিক উহার বিপরীত ক্রিয়া করে, অর্থাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার পক্ষে সহায়তা করে। দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ত্বক ক্রিমি নাশ করিতে যেমন বিশেষ কার্য্য-কারী এরূপ আর কিছুই নহে।

আমরা ক্রিমি নাশার্থে ইংরেজি ঔষধ (Santonine) স্যাণ্টোনাইন প্রয়োগ করিয়াও দেখিয়াছি এবং স্থল বিশেষে দেশীয় এই সামান্য ঔষধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াও দেখিয়াছি; অনেক সময় স্যানটোনাইন অপেক্ষা দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ত্বকেই অধিক উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ক্রিমির পক্ষে দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ত্বক অব্যর্থ মহৌষধ কিন্তু ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে অনিষ্ট হইতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। দাড়িম্ব বৃক্ষে "ট্যানিক এসিড্" এর পরিমাণ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গলার বেদনায় দাড়িম গাছের ছাল পেষণ করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক সময় উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ইংরাজ ডাক্তারেরা দাড়িম্বের যে সকল গুণ ব্যাখ্যা করেন আমরা এপর্য্যন্ত তাহাই বলিলাম। আয়ুর্ব্বেদে ইহার আরও অনেক উপকারিতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ সম্বন্ধে রাজ বল্লভ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,—

"দ্বিবিধং তত্তু বিজ্ঞেয়ং মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
মধুরং তৎ ত্রিদোষঘ্নমম্লং বাতকফাপহং॥

রাজনির্ঘণ্ট বলেন——

"দাড়িম্বং তাপহারি মধুরং লঘু পথ্যং।"

রাজ নির্ঘণ্ট ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আর এক স্থানে বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

১। মধুরাম্ল
২। কসায়
৩। কাসবাত কফ শ্রমপিত্ত বিনাশি।
৪। দীপন কারী

৫। রুচি কারী।
৬। হৃদ্য।
৭। তৃষ্ণা নাশ কারী।
৮। কণ্ঠ শোধন কারি।
৯। শীতল গুণ বিশিষ্ট।
১০। স্থল বিশেষে উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট।

"ভাব প্রকাশ" গ্রন্থে দাড়িম্বের উপকারিতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

দাড়িম্ব—" তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদম্লং কেবলাম্লকং
তত্তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং, তৃড়্‌দাহজ্বর নাশনং ॥
হৃৎ কণ্ঠ মুখ রোগঘ্নং তর্পনং শুক্রলং লঘু।
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেদোবলাবহং ॥
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাত কফাপহং ॥

এতদ সম্বন্ধে আর ও অনেক বিষয় বলিবার থাকিলে ও বাহুল্য ভয়ে দাড়িম্বের ঔষধ স্বরূপ গুণাগুণ বিষয়ে আমরা আর অধিক বলিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

এক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যে দাড়িম্বের কতদূর মূল্য হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। এদেশ হইতে এবং কাবুল হইতে ইয়োরোপে যত দাড়িম রপ্তানী হয় ইহার অধিকাংশ ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত ইহুদিরা তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ অনুমোদিত কতগুলি কার্য্যে দাড়িম্ব অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। এরূপেও অনেক দাড়িম্ব ইয়োরোপের নানা নগরে বিক্রীত হয়। দাড়িম গাছের ত্বক দ্বারা ইয়োরোপের অনেক স্থানে চর্ম্ম রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। এদেশে বিলাতি "মরোক্কো" চাম যাহা সচরাচর দেখা যায় ইহার প্রায় সমস্তই দাড়িম্বের ত্বক দ্বারা রঞ্জিত। এদেশের চর্ম্ম কারেরা দালিমের ছাল ব্যবহার করিতে জানে না। দালিমের ছাল দ্বারা চাম রঞ্জিত করিয়া লইলে একদিকে যেমন তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হয় অন্যদিকে কীটের দৌরাত্ম হইতে ও অনেক পরিমাণে রক্ষা হইতে পারে। ঠনঠনিয়ার চর্ম্ম পাদুকা প্রস্তুত কারকেরা দাড়িম্বের ছালের এই গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখে, এইরূপ কোন উৎসাহশীল যুবক যত্ন করেন ইহা আমাদের অনুরোধ। বিলাতে দাড়িম্বের ফুল দ্বারা রেশম-বস্ত্র রঞ্জিত করা হয়। ইহা দেখিতে বড়ই মনোরম্য হয়।

কলমের দ্বারা দাড়িম্বের গাছ উৎপাদন করিলে ভাল হয়। বীজ দ্বারাই সচরাচর দাড়িম্ব বৃক্ষ উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। যাহারা একটি দুইটি গাছ রোপণ না করিয়া ব্যবসায়ের জন্য দাড়িম্বের আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আমের কলমের ন্যায় দাড়িম্বের কলম করিয়া চারি চারি হাত ব্যবধানে এক একটি বৃক্ষ রোপণ করিবেন। সকল স্থানেই দাড়িম্ব জন্মিতে পারে। হরীত বর্ণের পুষ্প বিশিষ্ট দাড়িম্বের গাছ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না উহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। প্রায়ই দাড়িম্ব ফলে কীট লাগিতে দেখা যায়। কীটের আক্রমণ হইতে দাড়িম্ব রক্ষা করিতে হইলে কাপড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাগ প্রস্তুত করিয়া ফলগুলি আবরণ করিয়া রাখা আবশ্যক।

——০::০——

প্রাত্যহিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে

প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে,-"মুনির্নিক্তে মৃদ'দদ্যাৎ মৃদস্তে
ত্বপ এবচ, দাতব্য মুদকং তাবৎ
যাবৎ স্যাৎ মৃত্তিকা ক্ষয়ঃ।"

গুহ্যদেশে মৃত্তিকা প্রদান করিয়া জল প্রদান করিতে থাকিবে। এবং যে পর্য্যন্ত (ধৌত দ্বারা) মৃত্তিকা শেষ না হয়, তাবৎ কাল জল প্রদান করিবে। অগ্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া উত্তম রূপে ধৌত করিলে, মলাংশ এবং দুর্গন্ধ বিদূরিত হইয়া থাকে। বিষ্ণু পুরাণে,——

"বল্মীক মুষিকোৎখাতাং মৃদ মন্তর্জ্জলা-
স্তথা, শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নদদ্যাৎ
লেপ সম্ভবাং। অন্ত প্রান্যব পম্নাঞ্চ
হলোৎ খাতাং সকর্দ্দমাং।,,

উই এবং মুষিকোত্তোলিত, জল বিশিষ্ট, শৌচাবশেষ গৃহ হইতে উত্তোলিত, চূণখাত জাত, প্রাণিবস্তু, (যাহাতে কীটাদি বাস করে) লাঙ্গলোৎক্ষিপ্ত, ও কর্দ্দম যুক্ত মৃত্তিকা শৌচকার্য্যে ব্যবহার করিবেনা। বল্মীক ও মুষিকোত্তোলিত মৃত্তিকাতে কঙ্কর থাকে। অতএব তাহা শৌচ কার্য্যে ব্যবহার করিলে গুহ্যদেশ অথবা হস্ত ক্ষত হইতে পারে। সজল মৃত্তিকা দ্বারা হস্তাদি মর্দ্দন করিলে সম্যক রূপে ঘ্রাণ দূর হয়না, বিশেষতঃ ব্যবহারেও অসুবিধা। প্রাণি বস্তু মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ কার্য্য করিলে কীটাদিতে দংশনকরা সম্ভব। এবং অকারণ প্রাণী হিংসা হইয়া থাকে। হলোৎখাতা মৃত্তিকা অতিশয় কঠিন ও কঙ্কর যুক্ত, অতএব তদ্দ্বারা শৌচকার্য্য করিলেও ক্ষত জনিত ক্লেশ হইতে পারে। গৃহ মৃত্তিকাতেও কঙ্কর থাক, বিশেষতঃ প্রতিদিন গৃহ হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিলে ক্ষতির কারণ হয়। শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা মলাংশে পূর্ণ থাকে, অতএব তাহা ব্যবহার করা অতীব ঘৃণিত কার্য্য। চুণজাত মৃত্তিকা দ্বারা হস্তাদি মর্দ্দন করিলে মৃত্তিকাস্থিত চূণাংশ কর্তৃক চর্ম্মের অপকার সাধিত হয়। সকর্দ্দম মৃত্তিকা দুর্গন্ধ ময়, অতএব তদ্দ্বারা শৌচ কার্য্য করিলে দুর্গন্ধে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাৎ জন্মে। এতদ্দ্বারা কীট কঙ্করাদি বিহীন (বিশুদ্ধ মৃত্তিকা) দ্বারা শৌচ কার্য্য করাই আর্য ঋষি গণের অভিপ্রায়।

মনুদক্ষৌ,——

"একালিঙ্গে গুদে তিস্রো দশবামকরেতথা,
হস্ত দ্বয়েচ সপ্তান্যা মৃদাঃ শৌচপ্রপাদিকা"

লিঙ্গে একবার গুহ্য দেশে তিনবার, বামহস্তে দশ বার, এবং উভয় হস্তে সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিলেই শুচি লাভকরা যায়।

লিঙ্গে একবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। কারণ মূত্রের গন্ধ একবার মৃত্তিকা প্রদানেই দূরিত হইতে পারে। বিষ্ঠার গন্ধ সহজে দূরীভূত হয়না, কাজেই গুহ্য দেশে তিনবার মৃত্তিকা প্রদানকরা ব্যবস্থেয়। হস্তের দুর্গন্ধ বিশেষ রূপে দূর হওয়া উচিত, কেননা হস্ত সর্ব্বদা নানা কার্য্যে লিপ্ত হয়, ও নানাদ্রব্য

স্পর্শকরে, এবং অনেক সময়ে নাসা রন্ধ্রের সমীপস্থ হইয়া থাকে। এইজন্য বাম হস্তে দশবার, ও উভয় হস্তে সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে।

শঙ্খ দক্ষৌ,— 'তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা নখ বিশোধনং তিস্রস্তু পাদয়ো র্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ।' নখ বিশোধনং তৃণাদিনা নখান্তর্মল শোধনং। তিস্রস্তু হস্তয়ো রিতিশেষঃ।৹

তৃণাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরস্থ মল পরিষ্কার করিয়া যত্ন পূর্ব্বক পদ দ্বয়ে তিন বার মৃত্তিকা প্রদান করিবে : (তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ) এইটি হস্তের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। নখের অভ্যন্তরস্থ মল পরিষ্কার করা অতীব কর্ত্তব্য। কারণ, ভক্ষ্য দ্রব্যে হস্ত প্রদান করিলে নখস্থ মল ভক্ষ্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হয়, ভোজন কালে ঐ সূক্ষ্ম মলাংশ উদর প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। মল মূত্র ত্যাগ কালে পদদ্বয়ে মূত্র বিন্দু পতিত ও মল সংযুক্ত শৌচ ক্রিয়ার জল সংলগ্ন হইয়া থাকে। এবং গমনাগমন সময়ে অজ্ঞাতসারে অপবিত্র পদার্থে পদার্পিত হয়। অতএব মৃত্তিকা প্রদান পুর্ব্বক পদ ধৌত করা কর্ত্তব্য। দক্ষঃ,——

"অর্দ্ধ প্রসৃতি মাত্রাতু, প্রথমা মৃত্তিকা স্মৃতা. দ্বিতীয়াচ তৃতীয়াচ তদর্দ্ধার্দ্ধা প্রকীর্ত্তিতা,,——

হস্তকোষ যে পরিমাণ মৃত্তিকাতে পূর্ণ হয় তাহার অর্দ্ধপরিমাণ মৃত্তিকা প্রথম বার গ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় বারে তাহার অর্দ্ধাংশ ও তৃতীয় বারে তদর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিবে।' কারণ, উক্ত পরিমাণ মৃত্তিকা দ্বারাই গন্ধাদি নিবারিত হওয়া সম্ভব।

"যদাতু উক্ত প্রমানয়া মৃদা গন্ধ লেপক্ষয়ো নভবতি, তদা অধিকয়াপি কর্ত্তব্যং।"—

যদি উক্ত প্রমাণ মৃত্তিকা দ্বারা গন্ধ ও মললেপ দূরীভূত না হয়, তবে ততোধিক মৃত্তিকা দ্বারাও (শৌচ সাধন) কর্ত্তব্য। কারণ,—

"গন্ধলেপক্ষয় করং শৌচং কুর্য্যাদ তন্দ্রিত,,— ইতিযাজ্ঞবল্ক্যঃ

সংক্ষেপ নাকরিয়া গন্ধ লেপ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত শৌচক্রিয়া করিবে। বস্তুতঃ, দুর্গন্ধাদি নিবারণই শৌচ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম পুরাণে,—

"যাবৎ শুদ্ধিং নমন্যেত, তাবৎ শৌচসমাচরেৎ ন্যূনাধিকং নকর্ত্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমভীপ্সিতা,,

যেপর্য্যন্ত শুদ্ধি বোধ নাহয়, তাবৎ কাল শৌচ ক্রিয়া করিবে। ইহার ন্যূনাধিক কর্ত্তব্য নহে। যে হেতুক, শুদ্ধিলাভ মাত্রই শৌচের অভিপ্রায়। পরিমাণাপেক্ষা শৌচক্রিয়া ন্যূন করিলে গন্ধাদি দূর নাহওয়ায় স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ হয়। এবং পরিমাণাধিক শৌচেও (অধিক জল ব্যবহারে) শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত হইয়া নানারূপ ব্যাধি জন্মিতে পারে। ও অধিক মৃত্তিকা লেপনে ও চর্ম্ম ক্ষয় হয়।

দক্ষঃ,—"যথোদিতং দিবা শৌচং অর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে, আতুরেতু তদর্দ্ধং স্যাৎ তদর্দ্ধন্তু পথি স্মৃতঃ।,,

রাত্রিতে দিবা নির্দ্দিষ্ট শৌচের অর্দ্ধশৌচ, ও রোগী ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধাংশ, এবং পথি-

মধ্যে তদৰ্দ্ধ শৌচ-ক্রিয়া করিবে। দিবাতে যে পরিমাণ জল ব্যবহার সহ্য হয়, রাত্রিতে সেপরিমাণ জল ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। ব্যাধি গ্রস্ত ব্যক্তি সম্পুর্ণ শৌচে স্বভাবতই অক্ষম, বিশেষতঃ অনেক পীড়ায় অধিক জল ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এই জন্যই রাত্রিতে অর্দ্ধশৌচ ও পীড়িতের পক্ষে রাত্রি-বিহিত শৌচের অৰ্দ্ধ শৌচ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

দক্ষ যোগায়নৌ,-"দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্য
দ্রব্য প্রয়োজনং উপপত্তি মব-
স্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ।"

দেশ, কাল, নিজের শারীরিক অবস্থা, দ্রব্য,-(জল মৃত্তিকা পাত্রাদি) দ্রব্যের প্রয়োজন, সঙ্গতি, ও অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া শৌচ ক্রিয়া করিবে। পথি মধ্যে অনেক সময় অনেক বিষয়ের অভাব ঘটে, সুতরাং পথে পীড়িত-ব্যক্তি-বিহিত শৌচের অৰ্দ্ধ শৌচ ব্যবস্থেয়। শৌচ দ্বারা যে মনের সন্তোষতা জন্মে তাহা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "সন্তোষাদনুত্তম সুখ লাভ" ইতি পাতঞ্জল দর্শনে সন্তোষ হইতে অনুত্তম—সুখ লাভ হইয়া থাকে। আন্তরিক সুখই শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রধান কারণ, এই জন্যই আর্য্য মহর্ষিগণ সন্তোষের প্রধান অঙ্গ-শৌচ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গাদাস ঠাকুর।

——০:(৫):০——

অর্থের অভাব না অভাবের বৃদ্ধি?

এদেশের লোকের সুখ সচ্ছন্দতা যে দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইতেছে তাহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। জমিদারের উচ্চ রাজ প্রাসাদ হইতে কৃষিজীবির ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই যে অন্নচিন্তার দীর্ঘ নিশ্বাসের বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা অভ্যন্তর দর্শী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। হস্তিদন্ত বিনির্ম্মিত মূল্যবান পর্য্যঙ্কের উপরি শায়িত ধনীসন্তানের বক্ষে, কিম্বা মৃৎশয্যায় শায়িত কাঙ্গালের হৃদয়ে, সকল স্থানেই যে দুরন্ত অভাবের বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রনা ধীরে ধীরে উপলব্ধি হইতেছে ইহাতে আর এক্ষণে কাহারই সংশয় করিবার বিষয় নাই। বাঙ্গালার প্রতি গৃহস্থের গৃহে যে কি দুদর্শা উপস্থিত হইয়াছে তাহা কেনা জানিতেছেন? বাঙ্গালির গৃহে যে এখন সুখ শান্তি নাই ইহা সুনিশ্চিত।

যে বাঙ্গালাদেশ প্রাচুর্য্যের খনি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যে দেশবাসিগণের অর্থ সচ্ছলতা ও সুখ সম্পদ "বার মাসের তের পর্ব্ব" রূপে উথলিয়া উঠিয়াছিল, যে দেশবাসিগণের রন্ধন গৃহ অন্নক্ষেত্র, এবং বাস গৃহ প্রতিনিয়ত "রঙ্গালয়" রূপে বিদেশীয়গণের নিকট উপলব্ধি হইত, সেই বাঙ্গালার হটাৎ এ দুদশা কেন ঘটিল একঠিন প্রশ্ন কয়জন বাঙ্গালীর মনে উদিত হয়,—উদিত

হইলেই বা কয়জনের মনে দুই দণ্ডের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়?

দিন দিন দেশে যে হাহাকারের শব্দ জাগিয়া উঠিতেছে এ হতাশের নাদ সময়ে কোথায় যাইয়া স্থান পাইবে কে বলিতে পারে? অভাব সামগ্রীটি বড় ভয়ঙ্কর। ইহাতে যে কোন দেশের যে কোন জাতিকে হয় ক্রমে স্বর্গের উচ্চ চুড়ায় উঠায় অথবা নরকের গভীরতল দেশে নামাইয়া দেয়। উন্নতি এবং অবনতির দুইটি পথ আসিয়া যে মায়াময় স্থানে একত্রিত হইয়াছে, যে স্থানে ঐই দুইটি পথ আসিয়া মিশিয়াছে ঠিক সেই ভয়ঙ্কর স্থানেই অভাবের রাজ্য। অভাব এই সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া কোন জাতিকে বা উন্নতির দিকে কোন জাতিকে বা অবনতির দিকে পথ দেখাইয়া দেয়। এই অভাবের ভয়ঙ্কর স্থান হইতে সুপথ পাইয়া এমেরিকানরা উন্নতির সোপান আরোহণ করিতে করিতে অবশেষে আসিয়া "সাধারন তন্ত্র" রত্ন পাইয়াছে আবার এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতেই অন্য পথে যাইয়া রুশিয়ার নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় দিন দিন অবনতির গভীরতল দেশে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই কারণেই আমরা বলিতেছিলাম ভাল মন্দের সন্ধিস্থান অভাবের রাজ্যটি বড়ই ভয়ঙ্কর। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ভারতবর্ষ উনবিংশ শতাব্দির শেষাংশে এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের উন্নতি অবনতির সন্ধি স্থান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যে সকল মহাত্মারা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেহবা নবভারত, কেহবা নবযুগ, কেহবা নব অরুণ উদয়, ইত্যাদি কল্পনার নেত্রে দেখিতেছেন তাঁহারা সকলেই যে ভ্রম পতিত একথা বলিতে আমাদের সাহস বা ক্ষমতা না থাকুক, তাঁহারা সকলেই যে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের চিত্র আঁকিতেছেন ইহা আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি। প্রকৃত পক্ষে ভারতে নবযুগের আরম্ভ হয় নাই। তবে ইহা আমরা অবশ্য মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য যে, ভারতে নবযুগের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। ভারত যে অবস্থায় এক্ষণে উপনীত তাহাকে পরিশুদ্ধ রূপে "যুগ সন্ধ্যা" কিম্বা অধিক পরিশুদ্ধ রূপে "যুগ সন্ধি" বলা যাইতে পারে। এই যুগ সন্ধির পর এক্ষণকার কার্য্য অনুসারে রাত্র বা দিবা উপস্থিত হইতে পারে। যে সকল ভারতবাসি ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দে আট খানা হইতেছেন তাঁহাদিগের নিকটে আমাদের সানুনয়ে নিবেদন এইযে, এক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত হইবার সময় নহে। এক্ষণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তিত হইবার সময়। কেননা এক্ষণকার কার্য্যের ফলাফলের উপরই, ভারতের ভবিষ্যৎ আকাশে উজ্জল দিবা কিম্বা অনন্ত রাত্রি দেখাদিবে ইহা স্থির হইবে। এই কারণে এদেশের বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-নির্ম্মাতা, সংস্কারক ও পরিচালক এবং রাজনৈতিক বায়ু প্রবাহক ও রাজনৈতিক

চিন্তা—স্রোত রূপ গঙ্গার পথ নির্দ্দেশক রূপি ভগীরথগণের সন্নিকটে আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যে নরম মৃত্তিকার উপর এক্ষণে পদ নিক্ষেপ করিতেছেন তাহা সম্যক রূপে তাঁহারা অগ্রে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। কীর্ত্তির স্তূপ নির্ম্মাণ করা বড় কঠিন নহে কার্য্যের উদ্যান রচনা করাই কঠিন। কীর্ত্তির দিকে লক্ষ রাখিয়া চলা অপেক্ষা কার্য্যের দিকে লক্ষ রাখিয়া চলাই কঠিন।

যে পর্য্যন্ত মানুষের আহার বিহার সচ্ছন্দে চলিয়া যায়, যে পর্য্যন্ত অন্ন বস্ত্রের জন্য চিন্তিত হইবার আবশ্যক না থাকে, সে পর্য্যন্ত মানব জাতির অবস্থা একভাবেই থাকে অর্থাৎ সেরূপ অবস্থায় উন্নতি অবনতি কিছুই হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। যখন অভাববোধ আসিয়া মানব সমাজে দেখাদেয় তখনই মানুষকে ব্যস্ত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। মুমূর্ষ রোগীর অচেতন প্রায় দেহে বিষাক্ত রসায়ণ যেরূপ ক্রিয়াকরে, কর্ম্ম শূন্য ও জড়ত্বপ্রাপ্ত জাতি বিশেষের দেহে 'অভাব বোধ' তেমনি ক্রিয়াকরে। দুর্ব্বল দেহে তীব্র বিষাক্ত ঔষধে যেমন কাহার কাহার জীবন সঞ্চার করিয়া দেয়, কাহার বা জীবন আরও সত্বর সংহারকরে, তেমনি অভাবের বৃশ্চিক দংশনে কোন কোন জাতির দেহে নব জীবন প্রদান করে, কোন কোন জাতির দেহে বা আরও অবসন্নতা আনিয়া দিয়া তাহাকে অবশেষে অনন্ত মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করে। এই কারণে কোন দেশে যখন অভাবের বৃশ্চিক দংশন অল্পে অল্পে অনুভূত হইতে থাকে তখনই সেই জাতির শিরস্থানীয় ব্যক্তি দিগকে অধিক সতর্ক হইতে হয়; কেননা তখনই সেই জাতির 'যুগসন্ধি' উপস্থিত। তখনই সেই জাতি উন্নতি ও অবনতির সন্ধিপথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে। ভারতবর্ষ এক্ষণে এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট ময় স্থানে উপস্থিত। ভারতবর্ষের প্রতি পল্লির প্রতি গৃহস্থের গৃহে গৃহে যে অন্নাভাব, অর্থাভাব, অর্থের অসচ্ছলতা, পারিবারিক সুখ সচ্ছন্দতার অভাব, অল্পে অল্পে মুখব্যাদান করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা আর কাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হইবে,—ইহাত সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন। এই কারণে ভারতে যে আজি 'যুগসন্ধি' উপস্থিত হইয়াছে ইহাও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে সুচিকিৎসক গণের ইহাই বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, আমরা অদ্য যে অবস্থায় উপস্থিত, যে অভাবের বৃশ্চিক দংশনে আমরা অদ্য দংশিত হইতেছি তাহার মূল জন্মস্থান কোথায়? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে উপস্থিত হইলে তদ্ পূর্ব্বে আর কতকগুলি প্রশ্ন আসিয়া আপনা আপনি মনে উদিত হইবে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান এই—ভারতবর্ষ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্থেরই অভাব হইতেছে অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের মোহিনী শক্তিতে ভারত বাসিগণের দিন দিন অভাবেরই বৃদ্ধি হইতেছে?

শিল্পানুরাগি জাপান।

ইংলণ্ড ইয়োরোপ মধ্যে একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ হইয়াও যেমন স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতায় কেবল ইয়োরোপে নহে, সমস্ত জগৎ মধ্যে অতি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন রাজ্য বলিয়া খ্যাত, তেমনি এসিয়ার মধ্যে জাপান দ্বীপ একটী সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও জাপান বাসিদিগের অধ্যবসায়, তাহাদের বিজ্ঞান ও শিল্পানুরাগিতা এবং সভ্য ও সুশিক্ষিত ইয়োরোপীয় জাতিদিগের সমকক্ষ হইবার জন্য তাহাদের ঐকান্তিক ব্যগ্রতা ও লালসা থাকায় জাপান এক্ষণে "এসিয়ার ইংলণ্ড" নামে অভিহিত হইয়াছে। উন্নতি বিষয়ে ইয়োরোপ মধ্যে ইংলণ্ড যে স্থলাভিষিক্ত, এসিয়া মধ্যে জাপান ও অদ্য প্রায় তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে।

জাপান অল্প দিবস মধ্যে যেরূপ অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে তাহা নিতান্ত বিস্ময়কর; এবং জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এমনকি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। শত বর্ষ পূর্ব্বে জাপানকে কেহ জানিতনা এক্ষণে জাপানকে জানা দূরেথাকুক জাপানের অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া মোহিত ও চমৎকৃত নাহইয়াছে এবং জাপানের নিকট হইতে অধ্যবসায় শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহে এরূপ জাতি সভ্যজগতে নিতান্ত অল্প। বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে জাপান হইতে ইয়োরোপের এবং এমেরিকার নানাস্থানে নানা বিষয়ের শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাত্র প্রেরিত হইত, এক্ষণে ইয়োরোপের এবং এমেরিকার প্রধান প্রধান ব্যক্তি জাপানের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য অতি আগ্রহের সহিত জাপানে আগমন করিয়া থাকেন। জাপানের উন্নতাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতে অল্প কথায় ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে। সম্প্রতি বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ইয়োরোপের এবং এমেরিকার প্রধান প্রধান নগর ও স্থান সকল পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে সকলদেশ দর্শন করিয়া তাঁহার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অবশেষে তাঁহাকে জাপান গমন করিতে হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত তিনি জাপানে গমন না করিয়া ছিলেন সেপর্য্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় নাই এইরূপ নাকি তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

জগতের ইতিহাস পাঠে জানাযায় পূর্ব্বকালে এক এক জাতি এক এক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণেও স্থলযুদ্ধকার্য্যে জার্ম্মান জলযুদ্ধে ইংলণ্ড, চিত্রে সংগীতে ইটালি, যন্ত্র বিজ্ঞানে ফরাসি, রাজনৈতিক সমাজনৈতিক বিষয়ে এমেরিকা এইরূপে এক ২ জাতি এক ২ বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে জাপান সকল বিষয়েই সমান উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। রাজ নৈতিক সুব্যবস্থায় এহেন ইংলণ্ডকেও জাপান লজ্জা প্রদান করিয়াছে। রুসিয়া সভ্যতাভিমানি ইয়োরোপের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য। রু-

সিয়ার সম্রাট স্বীয় রাজ্যে নিজের অসীম আধিপত্য বিস্তার ও স্বীয় হস্তে স্বেচ্ছাচারি রাজশক্তি রক্ষা করিবার জন্য সদা ব্যতিব্যস্ত; অন্যদিকে জাপানের সম্রাট স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নিজের আধিপত্য নষ্ট করিয়া স্বদেশীয় লোকের হস্তে রাজ্যভার দিতে ইচ্ছুক হইয়া সাধারণ তন্ত্র সৃষ্টি করিতে ব্যগ্র।

সভ্য জগতে যে জাপানদ্বীপ বাসিগণ এতদূর প্রশংসনীয় ও সম্মানিত হইয়া উঠিতেছেন "পূর্ব্বদিকের উদীয়মান তপন" বলিয়া যে জাতিকে সময় সময় সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে সেই জাতির এক্ষণকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কিছু কিঞ্চিৎ অবগত হইবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে এই বিবেচনায় জাপানের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যতদূর জ্ঞাত হইতে ও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য সংক্ষেপে এস্থলে তাহা লিখিতেছি।

জাপানের বর্ত্তমান রাজার নাম মুৎসুহিত। ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৮৬৭ অব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারিতে সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রি সানজু সন্যাসী অতি উপযুক্ত ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তি এবং ইহার অসাধারণ বুদ্ধি বলেই জাপান রাজ্যের এতদূর উন্নতি সাধন হইতে পারিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় জাপান গবর্ণমেণ্টের ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও এক এক বিভাগে এক এক জন সেক্রেটারি আছেন। রাজ কার্য্য অধিকাংশই ফরাসি প্রথার অনুকরণে তাঁহারা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি জাপানের রাজা পারলিয়ামেণ্টের অনুকরণে একটী ব্যবস্থাপক সভাও সংস্থাপন করিয়াছেন।

জাপানের সৈন্য সংখ্যা সাধারণতঃ ৬১৮৮১ কিন্তু যুদ্ধ বা অন্য কার্য্য উপস্থিত হইলে তম্মুহূর্ত্তেই ৬৮৮৮০ সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা আছে। জাপান গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও এমেরিকা হইতে দুই তিন খানি যুদ্ধ জাহাজ ক্রয় করিয়া আনয়ন করেন কিন্তু পরে নিজেরাই যুদ্ধ জাহাজ সকল প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ জাপান গবর্ণমেণ্টের ৩১ খানি রণতরি আছে। লৌহ রণতরিও কয়েক খানি ইহারা প্রস্তুত করিয়াছেন। জল যুদ্ধেও জাপান বাসী এক্ষণে সুশিক্ষিত।

জাপান রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও বাণিজ্য ব্যবসায় এবং শিল্প ও কৃষি কার্য্যে জাপানের আয় নিতান্ত অল্প নহে। গত বৎসর অর্থাৎ ১৮৮২—৮৩ অব্দে জাপান গবর্ণমেণ্টের সাধারণ রাজস্ব প্রায় ১৩৫২৮২৪০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ বর্ষে রাজকীয় ব্যয় মাত্র কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে মাত্র। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে জাপান প্রতি বর্ষেই প্রচুর টাকা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০

কোটি টাকা আয় এবং ব্যয় ও প্রায় তদ্রূপ। ভারতবর্ষের আয়তন ১৪৮৬৩১৯ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ২৬ কোটির অধিক। জাপানের আয়তন ১৪৭৬২৯ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। উভয়ে তুলনা করিলে জাপানকেই অধিক প্রশংসা করিতে হয়। এই তুলনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি রত্নগর্ব্ভা ভারত অপেক্ষা রত্নহস্তা জাপানেরই আয় অধিক। ভারতের গর্ব্ভে অসংখ্য রত্ন আছে সত্য কিন্তু জাপানের হস্তে রত্ন। তাহারা হস্তের সাহায্যে শিল্প কার্য্যে এবং কলকৌশলে নিযুক্ত থাকিয়া জগতের নানা-স্থান হইতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশের অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। ভারতের অর্থ ভাণ্ডার দিন দিন শূন্য হইতেছে। অসভ্য ও অশিক্ষিত এসিয়া বাসী এক জাতির রাজ্য সাশনে ও জগতের মধ্যে সুশিক্ষিত ও সভ্যা-ভিমানি আর এক জাতির রাজ্য সাশনে এরূপ আশ্চর্য্য তারতম্য যে থাকিতে পারে ইহা হয়ত বৈষয়িক তত্ত্বের পাঠকগণ মধ্যে অনেকে একদিন চিন্তা করিয়াও দেখেন নাই।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে জাপানের আয়তন ১৪৭৬২৯ বর্গ মাইল। কিন্তু ইহার অধিকাংশই পর্ব্বতে আচ্ছাদিত। কাজে কাজে ইহার ছয় ভাগের এক ভাগও কৃষি কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। নগর পল্লিগ্রাম, নদ, নদী, পর্ব্বত, বন জঙ্গল বাদদিলে অবশিষ্ট অতি অল্প স্থানই কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও জাপান গবর্ণমেণ্টের ভূ সম্পত্তির রাজস্বই একটি প্রধান আয়। অধ্যবসায় বলে এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জাপান বাসিগণ এক বিঘা জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন করে আমরা এহেন উর্ব্বর দেশে পঞ্চাশ বিঘা জমিতে ও সেই পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিতে পারি কিনা সন্দেহ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জাপানদ্বীপবাসিগণ সকল বিষয়েই উন্নতি করিয়াছে। কৃষি কার্য্যে ও তাহাদের উন্নতি অতি বিস্ময়কর। এমন কি জগতের কোন জাতিই কৃষি কার্য্যে তাহাদের সমকক্ষ নহে। জারমান গবর্ণমেণ্ট জাপান হইতে কৃষি কার্য্য বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিবার জন্য কিছু দিবস হইল ডাক্তার মোরাণ নামক এক ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্যয় দিয়া জাপানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত "Report To The Minister of Agriculture at BERLIN on Japanese Husbandry" নামক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইলাম জাপান বাসী দিগের কৃষি যেমন সুপ্রণালী বদ্ধ ও বিজ্ঞানানুমোদিত এরূপ জগতের আর কোনস্থানেই নহে। তাঁহার রিপোর্টের এক্‌স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"All these natural advantages have been most carefully turned to account by an industrious, ingenious, and sober people; and husbandry in Japan has become a truly national occupation. The Japanese have thoroughly mastered the difficulty of maintaining agriculture in a state of the highest perfection."

জাপান বাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বি। এইকারণে গো দ্বারা জমি কর্ষণ করিবার প্রথা জাপানে নাই। গোপালন করিতে ঘাসের জন্য অনেক জমি পতিত

রাখিতে হয়; ইহার পরিবর্তে সেইস্থানে অনায়াসে শস্য উৎপাদন করিয়া লওয়া যাইতে পারে বলিয়া জাপান বাসিগণ গো পালনের প্রথাই উঠাইয়া দিয়াছে। জাপানে পতিত জমি নাই। এমনকি রাজ পথের দুই পার্শ্বও তাহারা নিরর্থক ও অব্যবহার্য্য অবস্থায় রাখে না। নানা ফল ফুলের বৃক্ষে জাপানের সাধারণ পথ সকল আবৃত।

জাপান বাসিগণ সকল বস্তুই কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। একজন ইংরেজ জাপানের ইতিহাস লিখিতে এক স্থানে বলিয়াছেন জাপানের অভিধানে "নিরর্থক" শব্দ নাই। অন্য বিষয় দূরে থাকুক মানব শরীরের পরিত্যক্ত মলমূত্রের ও জাপানে অনাদর নাই। কৃষি কার্য্যে ভূমির সার জন্য মানুষের মল জাপানে অতি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এদেশের সহর নগরে মলমূত্র দূরী করণ জন্য যেমন একটি ট্যাক্স আছে জাপানে ও তদ্রূপ ট্যাক্স আছে। প্রভেদ এই যে এদেশে গৃহ স্বামীগণকে ট্যাক্স দিতে হয় জাপানে মেথর ব্যবসায়ী দিগকে ট্যাক্স দিতে হয় এবং গৃহ স্বামীগণ মেথর দিগের নিকট হইতে তাঁহাদের শরীরের পরিত্যক্ত পদার্থের বিনিময়ে মূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মেথরগণ কৃষক দিগের নিকট উচ্চ মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

জাপান বাসিগণের কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে আর একটি বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এদেশের কৃষকগণ যেমন আকাশের দিকে চাহিয়া শস্য ক্ষেত্রে শস্য রোপন করে জাপান বাসিগণ তদ্রূপ করে না। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি তাহাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে গঠিত শস্য ক্ষেত্রের উপর অল্পই ক্রিয়া করিতে পারে। জাপানে প্রায় দুর্ভিক্ষ হয় না। ডাক্তার মোরাণ তাঁহার রিপোর্টের এক স্থানে লিখিয়াছেন।—

"The Japanese husbandman treats his field as a plastic material, to be turned to account in any way or form he pleases, Just as a tailor may fashion, out of a piece of cloth, cloaks, coats, trowser, or vests, and occasionally makes the one out of the other, To-day we find a plot of ground covered with a wheat crop; eight days hence wheat is reaped, and half the field is transformed into a swamp thorougly saturated with water, in which the farmer, sinking knee-deep, is busy planting rice; whilst the other half is a broad and dry plot, raised two or two-and-a-half feet above the rice-swamp, and ready to receive cotton, or sweet-potatoes, or buck-wheat or anything else the farmer chooses to grow."

জাপানের কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলেও প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

জাপান বাসিগণ, কৃষি কার্য্যের ন্যায় শিল্প কার্য্যেও বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন। জাপানের শিল্প কার্য্য ইয়োরোপে বিশেষ আদৃত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল; ঐ অব্দে জাপান হইতে ইংলণ্ডে প্রায় ছয় কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরিত হইয়াছিল। উভয় দেশের সহিত ইংলণ্ডের সংস্রব ও দূরত্বের তুলনা করিলে এবিষয়েও জাপান বিশেষ

প্রশংসনীয় জাপানের রপ্তানী সামগ্রী মধ্যে চা, রেসম, তাঁবা, কর্পূর; মরিচ মাটীর পাত্র, শুষ্ক মৎস্য, ছবি, বেঁতের ও কাঠের সামগ্রী; বারনিস্ ইত্যাদি প্রধান। অন্য দেশ হইতে জাপানে যে সকল দ্রব্য আমদানী হয় তাহার মধ্যে তুলা, ধাতু, ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক দ্রব্য, যুদ্ধের সামগ্রী ইত্যাদি প্রধান। এই তালিকা হইতেও পাঠক জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক অবগত হইতে পারিবেন।

জাপানের বাণিজ্য ব্যবসায়ের দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। ইয়োরোপ এবং এমেরিকার প্রায় প্রতি বৃহৎ নগরেতেই এক্ষণে জাপানের বণিক দেখিতে পাওয়া যায়। লণ্ডন নগরে জাপানী দিগের জন্য একটী পৃথক পল্লিই নির্ম্মিত হইয়াছে।

জাপানবাসি দিগের আশ্চর্য্যও চিত্তবিনোদক শিল্প কৌশলে সভ্য জগতের প্রত্যেক জাতিই মুগ্ধ। ইয়োরোপ এমেরিকা দূরে থাকুক, এই ভারত বর্ষে যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজ পুরুষ অবস্থিতি করেন তাঁহাদের বাস গৃহের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সমুস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যের অন্তত এক আনা অংশও জাপানের শিল্প জাত লক্ষিত হইবে। ইংরাজ মহিলাগণ জাপানের শিল্পজাত বস্তুতে অধিক অনুরক্তা।

কি উপায়ে এই সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইত পূর্ব্বে অনেক চেষ্টায় ও ইংরাজ গণ ইহা স্থির করিতে, কি ইয়োরোপের কোন জাতিই জাপানের শিল্পজাত বস্তুর অনুকরণ করিতে কৃত কার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প দিবস হইল মাত্র মিঃ রাফেল পম্পালি নামক এক জন এমেরিকান বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া জাপানে যাইয়া তথাকার শিল্পকার দিগের নিকট হইতে কতগুলি সঙ্কেত ও কৌশল শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে সেই সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। *

জাপানের রাজকীয় কার্য্য, বাণিজ্য ব্যবসায়, কৃষি প্রণালী, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়ে দৃষ্টি করিলেই জাপান বাসিগণের বিশেষ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু তাহাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইতে হয় এবং তাহাদের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভক্তির কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়।

জাপানে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে স্ত্রীজাতি এক স্বামী বর্ত্তমানে অন্য পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিতে না পারিলেও স্ত্রীলোকের পক্ষে বহু পুরুষ গমন দোষজনক নহে। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য জাপানের যুবতী রমণীরা অতি অশ্লীল পথ অবলম্বন করিলেও তাহা নিন্দা জনক বলিয়া কথিত হয়না। পিতা মাতা অর্থ প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনিময়ে অনায়াসে স্বীয় কন্যাকে অসৎ কার্য্যে লিপ্ত হইতে দিয়া থাকেন। বেশ্যা বৃত্তি জাপানে ঘৃণ্য নহে। এমনকি দেব মন্দিরেও অতি যত্নের সহিত প্রধান প্রধান বারাঙ্গনাদের মূল্যবান প্রতি মূর্ত্তি সকল সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তি অনেক সময় সাধারণের নিকট পূজণীয়া হয় এবং অনেকে বহুদূর হইতে আসিয়া আগ্রহের সহিত সেই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেম সংগীতে দেব মন্দির প্রতিধ্বনিত করিতে থাকে। ইন্দ্রিয় শাসনে জাপান বাসিগণ এখনও অধিক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

* এই পুস্তিকা খানির জন্য আমরা বিলাতে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছি। পাইলেই উহা হইতে আবশ্যকীয় বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য "জাপানের শিল্প কৌশল" শীর্ষক আর একটি প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করিব।

সংগ্রহ ও সংকলন।

নোটের ন্যায় কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায়।

নোট যেরূপ শক্ত কাগজে প্রস্তুত হয় ঐ রূপ কাগজে দলিল দস্তাবেজ লিখিলে অধিক কাল থাকে এই জন্য দলিল কি চিরস্থায়ী বা সদাব্যবহার্য্য কোন সনন্দ, সার্টিফিকেট ইত্যাদিও ঐ রূপ কাগজে অনেক সময় লিখিত হইয়া থাকে। এই রূপ কাগজকে পার্চমেণ্ট বলা হয়। ইহা চর্ম্ম দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই কারণে এই কাগজের মূল্য অধিক। যাঁহারা অধিক মূল্য দিয়া পার্চমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিতে পারেন না উঁহাদের জন্য কৃত্রিম উপায়ে পার্চমেণ্টের মতন আর এক রূপ কাগজ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই কৃত্রিম পার্চমেণ্টের ও মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। মূল্য অধিক হইলে ও ইহা প্রস্তুত করা বড়ই সহজ। পূর্ব্বে জল দিয়া ভিজাইয়া ভিজা অবস্থায় যে কোন আকারের কাগজ কাটিয়া লইয়া একটি কাঁচ পাত্রে (Dilute Sulphuric Acid) অর্থাৎ জল মিশ্রিত গন্ধক দ্রাবকের মধ্যে চারি পাঁচ সেকেণ্ডের অনধিক কাল ডুবাইয়া রাখিয়া পরে অতি নিস্তেজ এমোনিয়া Weak Aminonia দ্বারা ধুইয়া লইলেই ঠিক পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় দেখাইবে এবং পার্চমেণ্ট অর্থাৎ নোটের কাগজ কিম্বা সাধারণ কাগজ ইহা সহসা সকলে বুঝিতে পারিবে না।

—০:(+):০—

দলিল দস্তাবেজের জন্য অদহনীয় কাগজ।

পল্লি গ্রামে গৃহদাহে প্রায়ই অনেকের মূল্যবান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় পাট্টা, কবুলিয়ৎ, খত, পত্র, দলিল দস্তাবেজ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতের ব্যাঙ্ক বা বড় হৌস ইত্যাদির মূল্যবান কাগজ পত্র ও এই রূপে অনেক নষ্ট হইত এই জন্য অদ্য কয়েক বৎসর হইল একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের যত্নে যাহাতে অগ্নিতে পুড়িয়া কাগজ পত্র নষ্ট হইতে না পারে এরূপ একটি আশ্চর্য্য কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে বিলাতের রাজকীয় কার্য্যালয়ে এবং ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে ও এই উপায়ে মূল্যবান কাগজ সকল রক্ষা করা হইয়া থাকে। উপায়টি অতি সহজ। একছটাক পরিষ্কার টেলো সাবানের ফেনার সহিত ঐ পরিমাণ এলাম মিশ্রিত করিয়া জল প্রস্তুত করিয়া ঐ জলে কাগজ প্রস্তুত করিলে অধিক উত্তাপেও সে কাগজ নষ্ট হয় না।

—০:(*):০—

জলে কাগজ নষ্ট না হইবার উপায়।

উপরে অগ্নি হইতে কাগজ রক্ষা করিবার উপায় বর্ণিত হইল এক্ষণে জলে কি উপায়ে কাগজ নষ্ট না হইতে পারে, তাহাই আমরা বলিতেছি। প্রথমতঃ ৮ তোলা এ্যালাম (ALUM) আর ৩॥ তোলা ক্যাষ্টাইল সাবান, পরিমাণ মত জলে দ্রব করিয়া লইতে হইবে। অনন্তর পরিষ্কার গঁদ দুই তোলা এবং চারি তোলা নীল পৃথক পৃথক রূপে সাধারণ জলে মিশ্রিত করিতে হইবে। এক্ষণে এই সমস্ত গুলি একটি পাত্রে একত্রিত করিয়া অল্প উষ্ণ করিতে হইবে। উষ্ণ অবস্থাতেই ঐ পাত্রের মধ্যে কাগজ ডুবাইয়া লইয়া বাতাসে রাখিয়া দিয়া ধীরে ধীরে উহা শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এই রূপে যে কাগজ প্রস্তুত হইবে জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে ও জলে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।

—০:(*):০—

অদহনীয় বাক্স প্রস্তুতের সহজ উপায়।

দলিলের জন্য অদহনীয় কাগজ প্রস্তুত করিলেও অগ্নির উত্তাপে উহা না পুড়িতে পারুক কিন্তু কাগজের বর্ণ এবং বাহ্যিক অবস্থা নিতান্তই কুৎসিত হয়। বিশেষতঃ সকল সময় সকল কাগজ ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এই কারণে মূল্যবান কাগজ সকল অদহনীয় বাক্সে রক্ষা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্সের মূল্য অত্যন্ত অধিক,— এমন কি দুই তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত ও আছে। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে যে কোন বাক্স অদহনীয় করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মফঃস্বলের তৃণাচ্ছাদিত গৃহবাসী গৃহস্থ লোক দিগের সুবিধার জন্য আমরা এই অতি প্রয়োজনীয় শিল্প কৌশলটি এখানে প্রকাশ করিতেছি।

চারি পাঁচসেরের আটালে মাটি শুষ্ক করিয়া উত্তম রূপে চুর্ণ করিয়া তাহার সহিত দুইসের লোহচুর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। তদনন্তর তাহার সহিত একসের মেগনেসিয় এবং অর্দ্ধসের সামুদ্রিক লবণ এবং অর্দ্ধসের বোরাক্স মিশ্রিত করিয়া পরিমাণ মত জল দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাটিতে হইবে। মলমের মত কোমল ও অতি সুচিক্কণ হইলে বিলম্ব না করিয়া সত্বর টিনের বা লোহার বাক্সের বাহিরের এবং ভিতরের সকল স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। তদনন্তর সেই বাক্সটি ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে অগ্নিতে এত উত্তপ্ত করিতে হইবে যে শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠে। শীতল হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া লইলেই অদহনীয় বাক্স প্রস্তুত হইল। এক্ষণে আগুনের মধ্যেই ফেলিয়া দাওয়া হউক অথবা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত জল মধ্যেই ডুবাইয়া রাখা হউক বাক্সের মধ্যে এক স্ফুলিঙ্গও অগ্নি বা এক বিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারিবে না।

——০ঃঃ০——

জল শীতল করিবার সহজ উপায়।

এই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্ন সময়ে যখন পিপাসায় প্রাণ অধীর হইয়া উঠে তখন এক গ্লাস শীতল জলের জন্য মন কতই ব্যাকুল হয়। সহর বাসিরা বরফ দ্বারা জল শীতল করিয়া লইয়া সহজেই আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারেন কিন্তু মফঃস্বল বাসিগণ হাজার চেষ্টা করিয়াও ইচ্ছা অনুরূপ জলকে শীতল করিতে পারেন না। দুইশত টাকা ব্যায় করিয়া একটি বরফের কল বা প্রতি নিয়ত অর্থব্যয় করিয়া দূর স্থান হইতে বরফ আনয়ন করা সকলের সাধ্যায়ত্ত কার্য্য নহে এরূপ অবস্থায় পানীয় জল শীতল করিবার যে একটি অতি সহজ উপায় আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি ইহা দ্বারা সকলেই সকল স্থানেই অল্প ব্যয়ে ইচ্ছামত শীতল জল পানের পরমানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন। দুইসের সালফেট অব্ সোডা একসের মিউরেট অব্ এমনিয়া এবং ঐ পরিমাণ নাইট্রেট অব্ পটাস একত্রিত করিয়া সমান পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিবা মাত্র সমস্ত জল মুহূর্ত্ত মধ্যে অতি শীতল হইয়া পড়িবে। তখন সেই পাত্রের মধ্যে এক গ্লাস পানীয় জল রাখিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই বরফ মিশ্রিত জলের ন্যায় জল শীতল হইবে। এই দ্রব্য গুলির মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ আছে এই জন্য সাবধান হইয়া ব্যবহার করিতে হইবে। এই সকল দ্রব্যই যে কোন ডাক্তার খানায় পাওয়া যাইতে পারে।

জল বায়ুর লক্ষণ।

কতগুলি নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া সাধারণে অল্পবৃষ্টি হইবে, কি অতি বৃষ্টি হইবে, ঝড় হইবে কি অপরিষ্কার আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হইবে এই সকল বিষয় স্থির করিয়া থাকে কৃষকদের এই সকল প্রবাদ বাক্যকে ভ্রম সংস্কার মূলক বলিয়া অনেক সময় উড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই সকল প্রবাদ বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতের একখানি সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর প্রায় সকল প্রবাদই সংযুক্তি মূলক এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী ভুয়োদর্শনে স্থিরীকৃত। পাঠকগণের অবগতির জন্য ইহার দুই তিনটি বিষয়ের অনুবাদ করিয়া আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বিলাতের কৃষকেরা বলিয়া থাকে,——

"রামধনু দেখলে পূবে
করসা আকাশ জানবে সবে।
উঠলে ধনু পশ্চিমাকাশে
ক্ষেতের জমি জলে ভাসে॥"

ইহার গূঢ়ার্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে বৃষ্টি হইতেছে এরূপ মেঘ অথবা অধিক বাষ্প পূর্ণ মেঘ সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে থাকিলেই তবে রামধনু বা ইন্দ্র ধনু দেখা যায়। সূর্য্য প্রাতে পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যায় সময় পশ্চিমে থাকে। বিলাতে সচরাচর পশ্চিম দিকের বাতাসে মেঘ আসিয়া থাকে। ইহা হইতেই উপরোক্ত প্রবাদ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিহার প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যে ও এই মর্ম্মের একটি প্রবাদ আছে যথা——

"পূবে হোয়, রামধনু।
তব, পানিকাওয়াস্তে মাটি খনু।"

(অর্থ—পূর্ব্বে রামধনু দেখা দিলে জল হইবে না, জলের জন্য মৃত্তিকা খনন কর।)

"পশ্চিমে হোয়, তরবোরা।
তব, জল হোয় তর পুখরা॥"

(অর্থ-পশ্চিমে 'তর বোরা' অর্থাৎ রামধনু দেখা দিলে এত জল হয় যে তাহাতে পুষ্করিণী পূর্ণ হইয়া যায়।)

যে পত্রিকা হইতে আমরা "রামধনু" বিষয় উদ্ধৃত করিলাম তাহারই এক স্থানে, উচ্চ আকাশে ও নিম্ন আকাশে চড়ুই পাখীর বিচরণ দেখিয়া আর একটি বিষয় অবধারণ করিবার যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিলাতের কৃষকেরা বলিয়া থাকে "When Swallows fly high. fine weather is near when they fly low rain is almost Surely approaching." ইহার যুক্তি তিনি এইরূপ দিয়াছেন যে "Swallows follow the flies and flies usually delight in warm Strata of air; and as warm air is lighter and usually moister, than cold air, when the warm Strta of air are high there is less chance of moisture being thrown down from them by the mixture with cold air; but when the warm and moist air is close to the Surface it is almost certain that as the cold air flows down into it a diposition of water will take place." পাখীরা যে কীট পতঙ্গ আহারের উদ্দেশে যেখানে কীট পতঙ্গ থাকিবে সেই স্থানেই বিচরণ করিবে ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে; এবং শীতোষ্ণের সহিত যে কীটাদির কোন সম্বন্ধ আছে তাহা বৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পিপীলিকা শ্রেণী বদ্ধ গমন এবং সময় সময় পক্ষ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের আকাশে উড্ডিয়মান অবস্থা দেখিয়া এদেশের লোকেও বৃষ্টি হইবে না হইবে অনুমান করিয়া থাকেন। পশ্চিম প্রদেশীয় কৃষকেরা বলিয়া থাকে।——

"বাচ্চা বুচ্চি নিকলকে চিউঁটি অন্ বিহরমে যায়।
ঝাটং বর্ষন হোগা ডাকে ইয়াবাৎ বাৎলায়॥"

অর্থ এইযে, সন্তান সন্ততি সকল সহিত বাহির হইয়া পিপীলিকা যদি অন্য গর্ত্ত মধ্যে যায় তবে সত্বরই বর্ষা হইবে ইহা ডাকে বলিয়া দিতেছে। এদেশে যেরূপ খনার বচন, পশ্চিম প্রদেশে তেমনি ডাক নামক কোন ব্যক্তির কতগুলি বচন আছে। উপরোক্ত বাক্যটি সেই ডাকের উক্তি।

বিলাতের ধীবরেরা নদীতে যাত্রা করিবার সময় যদি এক জোড়া মাছরাঙ্গা পাখী দেখিতে পায় তবে তাহাদের যাত্রা শুভ বিবেচনা করে, একটি মাছ রাঙ্গা পাখী দেখিলে যাত্রা অশুভ, সে যাত্রায় তাহার আশানুরূপ মাছ পাইবেনা ইহা সিদ্ধান্ত করে। ইহার যুক্তি তিনি এইরূপ দিয়াছেন "And the reason is, that in cold and Stormy weather one Magpie alone leaves the nest in Search of food, the other remaining Sitting upon the eggs or the young ones; but when the two go out togather. it is only when the weather is warm and mild. Warm and mild weather are favourable for fishing." অর্থাৎ ঝড় বৃষ্টী বা অধিক শীত হইলে ডিম্ব বা শিশু শাবক গুলির রক্ষার জন্য এক একটি পাখী বাসায় থাকে, যখন দিন পরিস্কার ও উষ্ণ থাকে তখন শাবক বা ডিম্ব রক্ষার জন্য কাহার ও বাসায় থাকা আবশ্যক করে না এই কারণে দুইটিই খাদ্য সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। ঝড় বৃষ্টীর সময় মৎস্য অধিক জলের নিচে থাকিয়া থাকে পরিস্কার ও উষ্ণ দিবাতেই সচরাচর মৎস্য উপর জলে ভাসিয়া উঠে। কাজে কাজে সেই সময়েই মাছ ধরিবার অধিক সুবিধা হয়। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে এ দেশীয় ধীবরেরা ও ঠিক এই মর্ম্মেরই আর একটি প্রবাদ বাক্য সচরাচর বলিয়া থাকে। প্রবাদ বাক্যটি এই

"টনকি জোড়া আখমে গিরা তব গোড়িকা খেল।
আউর ছোড়া টনকি দেখকে কভি টাপি নাহিফেল॥"

ইহার অর্থ এই যে, টনকি জোড়া (অর্থাৎ মাছরাঙ্গা দুইটী) চক্ষুর সম্মুখে পড়িলে তবেই গোড়িকার (অর্থাৎ ধীবরদের) আনন্দে ক্রীড়ার সময় উপস্থিত হয়; আর একটী মাছরাঙ্গা দেখিয়া কখন টাপি (অর্থাৎ একরূপ জাল) জলে নিক্ষেপ করিবেনা।

গ্রাম্য প্রবাদ বাক্য গুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য উদ্ধার করিতে যত্ন করিলে অনেক সময় অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সকল জানা যাইতে পারে। লক সাহেব যেরূপ তাঁহার স্বদেশের কৃষি ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ গুলি সংগ্রহ করিয়া তাহার গুঢ়ার্থ অনুসন্ধান করিতে যত্ন করিয়াছেন এদেশের কোন শিক্ষিত ব্যক্তি কি তদ্রূপ অনুসন্ধান করিতে যত্নবান হইবেন?

———০:০———

আমগাছে পোকা নিবারণের, উপায়

কিছু দিবস হইল সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর সংবাদ পত্রিকায় এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যিনি আম গাছের পোকা নিবারণের কোন সদুপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি কোন পুরস্কার প্রদান করিবেন। আমরা কোন বিলাতি সংবাদ পত্রে এতদ বিষয়ক একটী সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম, ভরসা করি কৃষিকার্য্যের উন্নতি অভিলাষী ও স্বদেশানুরাগী উক্ত মহাত্মা স্বদেশে এইটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহার ফলাফল আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। এপ্রদেশের আমগাছে কীট জন্মেনা এই কারণে স্বয়ং আমাদিগের ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুবিধা নাই। কথিত পত্রিকায় বৃক্ষে কীটের উপদ্রব নিবারণের এই অতি সহজ সঙ্কেতটী লিখিত হইয়াছে। যথা—"চিনির সিরা প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গন্ধক চূর্ণ বা তাম্র চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে তৎপর উহার দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণে Arsenic সেকো চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের ডালে স্থানে স্থানে লেপন করিয়া দিতে হইবে। এই মিশ্র পদার্থ যাহাতে কোনরূপে কোন মনুষ্যের উদরস্থ না হয় তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেহেতু ইহা বিষাক্ত। এইরূপে এই মিশ্র পদার্থ যে কোন গাছে কিছুকাল লেপন করিতে থাকিলেই কীট সকল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।"

——০:(*):০——

তাম্রপাত্র পরিষ্কার করিবার সহজ উপায়,

অনেক সময় পুরাতন তাম্র পাত্র অনেক কষ্টেও এক কালীন পরিষ্কার করা যায়না। তেঁতুল দ্বারাই সচরাচর তাঁবার পাত্র পরিষ্কার করা হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে পাত্র হইতে কাল দাগ গুলি সমস্ত উঠিয়া তাঁবার প্রকৃত রক্তবর্ণ বাহির হয়না। তাম্র পাত্রের প্রকৃত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বাহির করিতে হইলে অগ্রে পাত্র খানি অগ্নিতে কিছুকাল দগ্ধ করিয়া লইতে হইবে। উষ্ণ থাকিতে থাকিতেই উহাতে খানিকটা তারপীন তৈল বা Spirits of Tar ঢালিয়া দিতে হইবে। তদনন্তর নরম বনাত কিম্বা ফ্লেনাল দ্বারা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সজোরে মার্জ্জিত করিয়া শীতল জলে ধুইয়া লইলেই প্রাতঃকালের তরুণ তপনের আরক্তিম বর্ণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণের আভা উহা হইতে বাহির হইতে থাকিবে।

ইংরাজি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এইরূপে তাম্র পাত্র পরিষ্কার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রাচীন কালে সদাসর্ব্বদা তাম্র পাত্র ব্যবহৃত হইত। তখন এদেশে কিরূপে তাঁবার পাত্র পরিষ্কার করা হইত ইহা জানিবার জন্যও অনেকের কৌতুহল জন্মিতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থে এই প্রণালীতে তাম্র পাত্র পরিষ্কার করিয়া লইবার বিধান আছে। যথা—

"পিত্তলী কৃত পত্রাণি তাম্রস্যাগ্নেই প্রতাপয়েৎ।
নিষিঞ্চেৎ তপ্ত তপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে॥
গোমূত্রে চ কুলোত্থনাং কষায়েচ ত্রিধা ত্রিধা।
এবং তাম্রস্য পত্রাণাং বিশুদ্ধিঃ সং প্রজায়তে॥"

তাম্র পাত্রে ভোজনের অপকারিতা।

যদিও প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের মধ্যে তাম্রপাত্রের সদা সর্ব্বদা ব্যবহার ছিল কিন্তু তাম্র পাত্রে ভোজনের বিধি ছিল না। যথা— মনু

"তাম্র পাত্রেনভুঞ্জীত ভিন্ন কাংস্যে মলাবিলে।
পলাশ পদ্ম পত্রেষু গৃহী ভুক্ত্বৈন্দবং চরেৎ॥" ইত্যাদি

কিন্তু ইংরাজেরা কলাই করা তাম্র পাত্রে রন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ইহার অনুকরণে কোন কোন বাঙ্গালিও আজি কালি তামার পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাম্র পাত্রে রন্ধন কি ভোজন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ

কার্য্য। উহা হইতে একরূপ ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পদার্থ উঠিয়া খাদ্য বস্তুর সহিত উদরস্থ হইলে বিশেষ অনিষ্ট কর হয়। তাম্রের অংশ কোন রূপে উদরস্থ হইলে নানারূপ পীড়া জন্মায়। আয়ুর্ব্বেদে তাম্রের অপ কারিতা সম্বন্ধে লিখিত আছে।——

"আয়ুঃ শুক্র বলনাশিত্বং রোগ বৃদ্ধি চ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছা ভ্রম
ক্লেদ নানারোগ কুষ্ঠ শূল বিদাহস্বেদারুচিচিত্ত সন্তাপ কারিত্বং
বিষতুল্যত্বঞ্চ।" ইত্যাদি —

কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের বা সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থের বাক্যের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা না জন্মিতে পারে। কিন্তু "সোমপ্রকাশ" সংবাদ পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নে যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ইহা হইতে তাম্র পাত্রে ভোজনের অপকারিতা সহজেই সকলের উপলব্ধি হইতে পারিবে। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছেন।

"অনেক কলিকাতা সহরে তাঁবার কলাই করা হাড়ি ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহাতে সময়ে সময়ে অনিষ্ট হয়। এই হাড়ি হইতে কলাই উঠিয়া গেলে তাহাতে যে সকল দ্রব রন্ধন হয়, তাহা দেহের অপকারী হইয়া উঠে এবং রন্ধন করা দ্রব্য বিষতুল্য হইয়া উঠে। ইহাতে দেহ নানা রোগাক্রান্ত হইয়া পরিশেষে মৃত্যু ঘটনা হয়। সম্প্রতি মান্দ্রাজে একজন ইংরাজ সপরিবারে এই বিষ ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"

——০:(*):০——

প্রাচীন ভারতে কৃষি।

(পতাকা হইতে উদ্ধৃত)

"আমাদের পুরাকালের আর্য্যঋষিগণ, কেবল ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রত ব্রতাদি সামাজিক আচার ব্যবহারের ব্যবস্থা লইয়াই যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন পাঠকগণ তাহা মনে করিবেন না। তাঁহারা মানব মণ্ডলীর জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়েও আপনাদিগের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেমন ধর্ম্ম নীতি ও রাজনীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, লোকে ধর্ম্ম ও শান্তি স্থাপন করিয়া যান, সেইরূপ, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াও সংসারের সর্ব্ব প্রকার অভাবের মোচন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে, ব্রাহ্মণেরা দেশে ধর্ম্ম বিস্তার করিতেন,— রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়েরা, দেশের সর্ব্বতঃ শান্তি বিধান করিতেন— এবং বৈশ্যেরা কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য দ্বারা দেশের ধন বর্দ্ধন করিতেন। এইরূপে পুরাকালের আর্য্যসমাজ, অনন্ত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, পূর্ব্বতন ধর্ম্মভাবের ন্যায় সামাজিক জীবনোপায়, কৃষি বাণিজ্যাদির ও সমূহ অবনতি হইয়াছে এখন আমরা বাণিজ্যের মধ্যে মুদিখানার দোকান বুঝিয়া থাকি। তাহাও আবার নিম্নতম শ্রেণীর উপর ভার দিয়া রাখিয়াছি। এবং কৃষি বিষয়ে নিরক্ষর মূর্খ চাষার উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। আর আমরা উচ্চ শ্রেণীর লোক হইয়া অতি জঘন্য-বৃত্তি বা চাকরি ও ভিক্ষা বৃত্তির দ্বারা দিনপাত করিতেছি। এই জন্যই বর্ত্তমান আর্য্য সমাজের এরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। আমাদের শিক্ষিতগণ যদি,——

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

এই মহার্থ বাক্য অবলম্বন করিয়া, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা অনেকটা অবশ্যই বিদূরিত হয়। প্রাচীন ভারতের কৃষি, কিরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আর বর্ত্তমান ভারতের কৃষির অবস্থা কত দূরই বা অবনত হইয়াছে, পরাশরের কৃষি

সংগ্রহের সমালোচনা করিলে, তাহা স্পষ্টই উপলক্ষিত হইবে। এই জন্য আমরা অদ্য তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

পরাশর স্বীয় গ্রন্থের প্রথমে কৃষির প্রশংসা উপলক্ষে বলিয়াছেন;——

"একয়ৈব পুনঃ কৃষ্যা প্রার্থকোনৈব জায়তে।
কৃষ্যান্বিতো হি লোকেঽস্মিন্ ভূপাদেকশ্চ ভূপতিঃ॥
সুবর্ণ রৌপ্য মাণিক্য বসনৈরপি পুরিতাঃ।
তথাপি প্রার্থয়ন্ত্যেব কৃষকান্ ভক্ততৃষ্ণয়া॥
কণ্ঠে হস্তেচ কর্ণেচ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপি স্যাৎ অন্নাভাবেন দেহিনাং॥
অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং অন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং।
দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ।
অন্নন্তু ধান্যসম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা নচ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ।
কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ॥"

ভগবান্ পরাশর এইরূপে কৃষির প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, কৃষিকার্য্যে লোকের উপর ভার দিলে চলিবে না; স্বয়ং কৃষিকার্য্য অবেক্ষণ করিতে হইবে যথা;——

"ফলত্যবেক্ষিতা স্বর্ণং দৈন্যং সৈবানবেক্ষিতা।
কৃষিঃ কৃষিপুরাণজ্ঞ ইত্যুবাচ পরাশরঃ।"

স্বয়ং অবেক্ষণ করিলে কৃষি স্বর্ণ-প্রসবিনী হয়, আর যদি স্বয়ং অবেক্ষিত না হয়, তাহা হইলে দৈন্যদশা ঘটিয়া থাকে। কৃষিপুরাণজ্ঞ পরাশর ইহা বলিয়া গিয়াছেন। পরাশর ভিন্ন অন্যান্য মুনিরাও কহিয়াছেন,———

"পিতৃবস্তঃ পুরং দদ্যাৎ মাতৃবদ্দদ্যাৎ মহানসং।
গোষু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥
কৃষির্গাবো বাণিদ্যাঃ স্ত্রিয়োরাজকুলানিচ।
ক্ষণেনৈবাবসীদন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ॥
গোহিতঃ ক্ষেত্রগামী চ কালজ্ঞো বীজতৎপরঃ।
বিতন্দ্রঃ সর্ব্বশস্যাঢ্যঃ কৃষকো নাবসীদতি॥"

পিতৃতুল্য লোকের উপর অন্তঃপুরের ভার দিয়া মাতৃতুল্য লোকের উপর পাকশালার ভার দিয়া, এবং আত্মতুল্য লোকের উপর গো-শালার ভার দিয়া স্বয়ং কৃষিক্ষেত্রে গমন করিবে। কৃষি, গো, শাস্ত্রবিদ্যা, স্ত্রী ও রাজকুল এই সকল যদি মুহূর্ত্ত কালও অবেক্ষিত না হয় তাহা হইলেই অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে কৃষক, গো-গণের হিতাভিলাষী, স্বয়ং ক্ষেত্রগামী, কালজ্ঞান সম্পন্ন, বীজসংগ্রহ তৎপর ও উৎসাহশীল, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশস্যসম্পন্ন হয় এবং কখনই অবসন্ন হয় না।

গো প্রভৃতি বাহনগণ কৃষি কার্য্যের প্রধান সাধন। এই জন্য পুরাকালের রাজাদের গোরক্ষাও একটি প্রধান রাজধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা রঘুবংশ পাঠ করিলে জানিতে পারি, রাম লক্ষণ প্রভৃতির আট পুত্র, সেতু, বার্ত্তা ও গজবন্ধ প্রভৃতি ফলবান্ কর্ম্ম সমূহে অতিশয় সমর্থ ছিলেন। মল্লিনাথ ইহার ব্যাখ্যা কালে বলেন "সেতুঃ জলবন্ধঃ—বার্ত্তা কৃষি গো রক্ষণাদিঃ—গজবন্ধঃ আকরেভ্যঃ গজ গ্রহণম।" অতএব দেখা যাইতেছে কৃষি ও গোরক্ষণ কেবল বৈশ্যবের নয়, পুরাকালের রাজাদেরও প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। কামন্দকও আপনার রাজনীতি শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন।

"কৃষি র্বণিক পথো দুর্গংসেতুঃ কুঞ্জরবন্ধনং।
খন্যাকরধনাদানং শৈন্যানাঞ্চ নিবেশনং।
অষ্টবর্গমিমং সাধুঃ স্বয়ং বৃদ্ধেঽপি বর্দ্ধয়েৎ॥"

ইহা দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু রাজাকেও অষ্টবর্গ বৃদ্ধি করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই অষ্ট বর্গের মধ্যে কৃষি-গোরক্ষণ ও বাণিজ্যেরও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে পাঠক, বুঝিয়া দেখুন, পুরাকালে কৃষির কিরূপ গৌরব ছিল। ভগবান্ পরাশর, গোরক্ষণ বিষয়ে, বাহন বিধান ও গোশালা বিধান

এই দুইটি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বাহন বিধানে বলিয়াছেন,—

"কৃষিস্তাদৃশীং কুর্য্যাৎ যথা বাহং ন পীড়য়েৎ।
বাহপীড়ার্জ্জিতং শস্যং গর্হিতং সর্ব্বকর্ম্মসু।
বাহপীড়ার্জ্জিতং শস্যং ফলতশ্চ চতুর্গুণম্।
বাহনিশ্বাসবিফলঃ কৃষকো নিঃস্বতাং ব্রজেৎ।
তণ্ডুলৈর্য্যবসৈর্ধূমৈস্তথান্যৈরপি পোষণৈঃ।
বাহাঃ কটিস্থাঃ সদা সায়ং প্রাতশ্চ চারণাৎ॥"

এরূপে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে, যেন বাহনের পীড়া না জন্মে। বাহনকে কষ্ট দিয়া যে শস্য অর্জ্জন করা হয়, তাহা সকল কার্য্যেই গর্হিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাহনকে নিপীড়িত করিয়া যদি চতুর্গুণ শস্যও উৎপন্ন হয়, তাহাও বাহনের নিশ্বাসে বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং কৃষককে নিঃস্ব হইতে হয়। বাহনগণকে তণ্ডুল, যব, ভুসি, কুঁড়া প্রভৃতি খাওয়াইতে হইবে। প্রত্যহ ঘাস দিতে হইবে, প্রতিদিন ধূম সেবা করাইবে এবং সন্ধ্যাকালে ও প্রাতঃকালে চরাইতে হইবে। এইরূপ এবং অন্যরূপ পোষণ করিলে বাহনগণ কখনই অবসন্ন হয় না।

আমরা অদ্যাপি অনেক কৃষি-প্রধান পল্লীগ্রামে এইরূপ বাহন বিধান দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানের কৃষকগণ যতই কেন বাহনের প্রতি যত্ন করুক না দুইটি বাহন দ্বারা যতদিন হলা কর্ষণ প্রথা এদেশে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন কিছুতেই বাহন পীড়নের হ্রাস হইবে না এবং অধিক শস্যও উৎপন্ন হইবে না। পূর্ব্বকালে কোনও কৃষক দুইটি বাহন দ্বারা হল কর্ষণ করিত না। এজন্য পরাশরের শাসন ও অতিশয় গুরুতর। যথা,——

"হলমষ্টগবং ধর্ম্মং ষড়্গবং ব্যবসায়িনাম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাম্॥"

আটটী গরুর দ্বারা হল চালনা করাই ধর্ম্ম সম্মত। যাঁহারা ব্যবসায়ী, তাহারা ছয়টি গরুর দ্বারা হল চালনা করে। যাহারা নিষ্ঠুর, তাহারা চারিটি গরুদ্বারা হল কর্ষণ করে; এবং গো-খাদকেরাই দুইটি গরু ব্যবহার করে। পাঠক দেখুন, পরাশরের কেমন কঠিন শাসন। হিন্দুর-গোখাদক কথাটী কতদূর কঠিন দিব্য। কিন্তু আমাদের এদেশে এক্ষণে দুইটি বাহন দ্বারাই হলকর্ষণ সাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার দ্বারা কেবল যে বাহনের পীড়ারূপ দোষ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নহে। কালক্রমে দুইটি বাহন দ্বারা হল চালনায় বাহনের কষ্ট দেখিয়া কৃষকেরা লাঙ্গল ফালেরও দীর্ঘতা কমাইয়া দিয়াছে, তাহাতে হল কর্ষণের গভীরতার হ্রাস হইয়াছে। সুতরাং শস্যোৎপাদিরও লাঘব হইয়াছে। ভূমি যতদূর গভীর রূপে কর্ষিত হইবে, ততই অধিক শস্য উৎপাদন করিবে। এই জন্য পরাশর অষ্ট বাহন দ্বারা হলকর্ষণ ধর্ম্ম-সঙ্গত কহিয়া গিয়াছেন।

বাহন বিধানের পর, পরাশর গোশালা বিধানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন,——

"গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়-বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ॥
শকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গা বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ॥"

গোশালা সুদৃঢ় হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা সর্ব্বদা শুচি ও গোময়-বর্জ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ হইলে বিনা পোষণেও বাহনগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর যে গো-শালায় বাহনগণ মলমূত্রলিপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে তথায় উত্তমরূপে পোষিত হইলেও বাহনেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে দুই পাত ইংরাজী পড়িয়া যাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পাইসে না তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া থাকি। কিন্তু

পুরাকালের মুনি ঋষিরা কখনই মূঢ়বুদ্ধি ছিলেন না তাঁহারা যে বিনা কারণে একটা বাজে কথা কহিয়া লোক ভুলাইবেন ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে। তবে আমরা তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না বলিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া থাকি। পরাশর কহিয়াছেন যদি ভাদ্রমাসে গো-শালা প্রস্তুত করা হয় তাহা হইলে সেই গো-শালাস্থ গোরু বিনষ্ট হয়। গো-শালার যদি চাউল ধোয়া জল, তপ্ত ফেন, আঁইস জল, কার্পাস তুলা, অস্থি ও তুষ নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে গো নাশ হয়। গোশালায় যদি সম্মার্জ্জনী মুষল (ঢেঁকির মোনা) ও উচ্ছিষ্ট নিক্ষেপ করা হয় এবং গো-শালায় যদি ছাগ বন্ধন করা হয়, তাহা হইলেও গো বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—

"সিংহগেহস্থিতে চৈব গো-শালাং কুরুতে যদি।
প্রমাদাদল্পবুদ্ধিত্বাৎ গবাংনাশো ভবেৎ তদা ॥
তণ্ডুলানাং জলঞ্চৈব তপ্তমণ্ডং ঝসোদকম্।
কার্পাসাস্থিতুষঞ্চৈব গোস্থানে গোবিনাশকৃৎ ॥
সম্মার্জ্জনীঞ্চ মুষলমুচ্ছিষ্টং গো-নিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশ মাপ্নোতি তথা ভত্রাজ বন্ধনে ॥"

বোধ হয়, বিশেষ চিন্তা করিলে ইহার যুক্তি ও কারণ ন্যায্য বলিয়া প্রতীত হইবে। ভগবান্ পরাশর এইরূপে গো-শালা বিধান করিয়া কৃষকের অবস্থা বিষয়ে বলিয়া গিয়াছেন;—

"নিত্যং দশহলে লক্ষ্মীঃ নিত্যং পঞ্চহলেধনম্।
নিত্যান্নং ত্রিহলে ভক্তং নিত্যমেকহলে ঋণম্।
আত্মপোষণমাত্রন্তু দ্বিহলেন চ সর্ব্বদা ॥"

যে কৃষকের দশখানি হল আছে লক্ষ্মী তাঁহার ঘরে বাঁধা আছেন। যাহার পাঁচখানি হল, সে ধনবান্ বলিয়া গণ্য। যাহার তিনখানি হল, তাহার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ হয় না। দুই খানি হল থাকিলে কেবল আত্মপোষণ হয় এবং একখানি হলে কেবল ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

কিন্তু আমরা এক্ষণে দশখানি হলশালী কৃষককেও অন্নবস্ত্রের ক্লেশে পীড়িত ও ঋণগ্রস্ত দেখিতে পাই। ইহার অনেকটা কারণ এক্ষণে এদেশের লোকের কৃষিকার্য্যে অনভিজ্ঞতা। প্রস্তাব দীর্ঘ হইল বলিয়া, অদ্য আমরা এস্থলেই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। বারান্তরে আমরা কৃষি কার্য্যের উপযোগী হল সামগ্রীর পরিমাণাদি বিবরণ এবং বীজবপন মদিকা দান, ধান্য রোপণ, প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনা করিব।

পরাশর মুনি ও কৃষি।

পুরাকালে কৃষিকর্ম্মোপযোগী হল সামগ্রী যতগুলি ছিল, তাহাদের পরিমাণ যেরূপছিল, যেরূপে গো-পর্ব্ব হইত যেরূপে ক্ষেত্রে সার দেওয়া হইত এবং যে সময়ে কৃষকেরা হল প্রসারণ, বীজ স্থাপন বীজবপন ও ধান্য রোপণ করিত অদ্য সেই সকল বিষয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। মহামুনি পরাশর এই সকল বিষয়ে যে সকল বিধি দিয়াগিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র লইয়া চিরকাল আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন সামাজিক আচার ব্যবহারের বিধি বিধানে যিনি অভিনিবিষ্ট ছিলেন এবং মোক্ষ প্রতিপাদক ধর্ম্মের আলোচনায় যিনি মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই পরাশর যে আমাদের জীবনোপায় কৃষির উন্নতি সাধনে এতদূর যত্নবান ছিলেন ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ফলতঃ তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ সাধন বিষয়ে যেরূপ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতে বিরল।

বর্ত্তমান ভারতে হল কর্ষণের উপযোগী যে সকল সামগ্রী প্রচলিত আছে প্রাচীন ভারতেও সেই সকল সামগ্রী প্রচলিত ছিল। তবে এক্ষণে ঐ সকল সামগ্রীর পরিমাণ-গত বৈষম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পরাশর কহিয়া গিয়াছেন ১ ঈশ, ২ যুগ, ৩ হলস্থাণু, ৪ নির্যোল, ৫ নির্যোল পাশিকা, ৬ অড্ডচন্দ্র, ৭শৌল

৮ পাচনী এই অষ্টবিধ হল সামগ্রী। যথা,—

"ঈশোযুগো হলস্থাণু নির্যোল স্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পাচনী চ হলাষ্টকম্‌॥"

ঈশ—অর্থাৎ লাঙ্গলদণ্ড বা ঈশ। যুগ—অর্থাৎ যোয়াল। স্থাণু অর্থাৎ লাঙ্গলের মুড়। নির্যোল—অর্থাৎ আকড়া। নির্যোল পাশিকা—অর্থাৎ আকড় দড়ি। অড্ডচল্ল—অর্থাৎ আড়চাল। শৌল—অর্থাৎ শোল বা যোয়ালের উভয় পার্শ্বস্থ গোঁজ এবং পাচনী—পাওনী। মহর্ষি পরাশর এই অষ্টবিধ হল সামগ্রীর পরিমাণ বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেনঃ—

"পঞ্চহস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ।
সার্দ্ধহস্তস্তু নির্যোল যুগ কর্ণসমানকঃ।
নির্যোল পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানোহি শৌলোহ রত্নিপ্রমাণক।
সার্দ্ধদ্বাদশমুষ্টির্বা কার্য্যা বা নবমুষ্টিকা।
দৃঢ়া পাচনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা॥"

ঈশ—পঞ্চহস্ত পরিমিত। স্থাণু—পাঁচ বিতস্তি অর্থাৎ ৫ বিঘৎ প্রমাণ। নির্যোল দেড়হস্ত পরিমিত। যুগ ও নির্যোল পাশিকা কর্ণ পর্য্যন্ত আয়ত। অড্ডচল্ল—দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত। শৌল অরত্নি প্রমাণ অর্থাৎ মুটম হাত এবং পাচনিকা সাড়ে বার মুটি, অভাব পক্ষে নয় মুষ্টি পরিমিত। ইহার অগ্র ভাগ লৌহময় অবশিষ্ট ভাগ বংশসম্ভূত হইবে।

এই আটটী ভিন্ন আরও সাতটী হল সামগ্রী আছে। তাহাদের নাম—১ আবন্ধ, ২ যোক্ত্র, ৩ রজ্জু, ৪ ফালক, ৫ পাশিকা, ৬ বিন্ধক, ৭ মদিকা। ইহাদের আকার ও পরিমাণ বিষয়ে মহর্ষি পরাশর কহিয়া গিয়াছেনঃ—

"আবন্ধো মণ্ডলকারঃস্মৃতঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।
যোক্ত্রং হস্ত চতুষ্কঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মিকা।
পঞ্চাঙ্গুলাধিকো হস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ।
অর্কপত্রসদৃশ পাশিকাচ নবাঙ্গুলা।
একবিংশতি শল্যস্তু বিন্ধকঃ পরিকীর্ত্তিত।
নবহস্তাতু মদিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মণি।
ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশরমুনে র্মতা॥"

আবন্ধ—অর্থাৎ আইদ্‌। ইহা যোয়ালের সঙ্গে আকড়াকে বন্ধন করিয়া রাখে, ইহা গোলাকার ইহার পরিমাণ ১৫ পনর আঙ্গুল। যোক্ত্র—অর্থাৎ যোত। ইহা যোয়ালের উভয় পার্শ্বের গোঁজকে বন্ধন করিয়া রাখে। ইহার পরিমাণ চারি হাত। রজ্জু—অর্থাৎ দড়ি ইহা জোতের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া বাহনকে আটকাইয়া রাখে ইহার পরিমাণ পাঁচ হাত। ফালক—অর্থাৎ লাঙ্গলের ফাল। ইহার পরিমাণ একহাত পাঁচ অঙ্গুল, অভাব পক্ষে এক হাত। ইহা আকন্দ পতার আকারে নির্ম্মিত হইবে। পাশিকা—অর্থাৎ ফালের মুখের সামী ইহা নয়অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। বিন্ধক—অর্থাৎ বিদে। একখানা কাষ্ঠখণ্ডে কতকগুলি সূক্ষ্মাগ্র লৌহকীলক বিদ্ধ থাকে। ইহা দ্বারা কৃষকেরা ক্ষেত্রের তৃণাদি অপনয়ন করে। ইহাতে ২১ একুশটী শল্য অর্থাৎ লৌহকীলক থাকিবে। মদিকা—অর্থাৎ মৈ। ইহার আয়তন ৯ নয় হাত মহামুনি পরাশর সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চদশ হল সামগ্রীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃষিকর্ম্মে এই সকলই প্রশস্ত। ইহার মধ্যে পাচনিকা, বিন্ধক ও মদিকা এই তিন বস্তু হলের সঙ্গ থাকেনা ইহারা স্বতন্ত্র।

আমরা বর্ত্তমান সময়ের এদেশীয় হলসামগ্রী অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি ভূমি কর্ষণের প্রধান সাধন যে লাঙ্গলের ফাল যাহার পরিমাণ পূর্ব্বে এক হাত পাঁচ অঙ্গুলি ছিল তাহাই এক্ষণে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইয়া উঠিয়াছে ইহার দ্বারা অর্দ্ধ হস্তের অধিক গভীর ভূমি কর্ষিত হয় না। সুতরাং শস্যও তাদৃশ জন্মে না। এইরূপ অন্যান্য হল সামগ্রীরও পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে কৃষি কার্য্যের এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, এক্ষণে কৃষক দিগের আর কোনও পর্ব্ব আমরা

দেখিতে পাই না। পূর্ব্বে গো-পর্ব্ব প্রভৃতি কতকগুলি পর্ব্ব ছিল তাহাতে হল সামগ্রী ও বাহন সকল প্রদর্শিত হইত। ইহাতে বাহন ও হলোপকরণ সকলের সমূহ উন্নতি সাধিত হইত। এক্ষণে মান্দ্রাজ নগরে বর্ষে বর্ষে এক প্রকার কৃষি সামগ্রীর প্রদর্শন হইয়া থাকে। বড় দিনের উৎসবের সময় সৈদাপেট কৃষিক্ষেত্র লাঙ্গলের লড়াই হয়। তাহাতে দেশী ও বিলাতী উভয় বিধ লাঙ্গলের যুদ্ধে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যদি আমাদের দেশীয় পূর্ব্বোক্ত বলরামী লাঙ্গলের কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করা যায় তাহা হইলে ইহা বিলাতীয় লাঙ্গলকে পরাজয় করিতে পারে। মান্দ্রাজে এই কৃষি পর্ব্বে কৃষিকার্য্যোপযোগী দ্রব্য সকল ও বাহন সকল প্রদর্শিত হয়। এই কারণেই এক্ষণে মান্দ্রাজ নগর সমস্ত ভারতের মধ্যে কৃষি কার্য্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। যদি এখানকার কৃষকের পরাশরের বিধি অনুসারে হল সামগ্রী সকলের প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে এদেশে কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে উপরে যে গো-পর্ব্ব প্রভৃতি কতকগুলি পর্ব্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে গো-পর্ব্ব বিষয়ে পরাশর বলেন

"গো পূজাং কার্ত্তিকে কুর্য্যাং লগুড়প্রতিপত্তিথৌ
বদ্ধা শ্যামলতাং স্কন্ধে লিপ্তা তৈলহরিদ্রয়া
কুঙ্কুমৈশ্চন্দনৈশ্চাপি কৃত্বা চাঙ্গে বিলেপনম্।
উদ্যম্য লগুড়ং হস্তে গোপালাঃ কৃতভূষণাঃ।
ততো বাদ্যৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ মণ্ডয়িত্বাম্বরাদিভিঃ।
ভ্রাময়েদ্ বৃষং মুখ্যং গ্রামে গোবিঘ্ন শান্তয়ে।
গবামেতেদ্যা দদ্যাৎ কার্ত্তিক প্রথমে দিনে।
তৈলং হরিদ্রয়া যুক্তং মিলিত্বা কুঙ্কুমৈঃ সহ।
উষ্ণলোহাদিকং তত্র গবামঙ্গে প্রদাপয়েৎ।
ছেদনঞ্চ প্রকুর্বীত লাঙ্গুলকচকর্ণয়োঃ।
সর্ব্বা গোজাতয়ঃ সুস্থা ভবন্ত্যেতেন তদ্গৃহে।
নানাব্যাধি বিনির্মুক্তা বর্ষমেকং নশংসয়

কার্ত্তিক মাসের লগুড়-প্রতিপদ তিথিতে [illegible] গোপালেরা শ্যামলতা স্কন্ধে বাঁধিয়া তৈল হরিদ্রা মাখিয়া কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে লেপন করিয়া আপনারা অলঙ্কৃত হইয়া বৃষগণকেও বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া লগুড় হস্তে বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে ঐ বৃষগণকে গ্রামের মধ্যে ভ্রমণ করাইবে। ইহা করিলে গো-বিঘ্ন শান্তি হয়। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে কুঙ্কুমের সহিত তৈল ও হরিদ্রা বৃষগণের অঙ্গে বিলেপন করিবে। এবং লৌহ উষ্ণ করিয়া বৃষগণের অঙ্গে দাগ দিবে। তাহাদিগের লাঙ্গুলের চুল ও কর্ণ দ্বয়ের অগ্রভাগ ছেদন করিবে এরূপ করিলে গো জাতির স্বাস্থ্য হানি হয় না। তাহারা সকল ব্যাধি বিনির্মুক্ত হইয়া সংবৎসরকাল সুস্থ শরীরে অবস্থিতি করে।

পাঠকগণ দেখুন, পরাশরের গো-পর্ব্বের বিধান কেমন সুন্দর। এরূপে গোজাতির যে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় আমরা তাহাতে সন্দেহ করি না। এক্ষণকার বঙ্গদেশের কৃষকের মধ্যে আমরা এরূপ গো-পর্ব্ব দেখিতে পাই না। এই জন্যই বোধহয়, এক্ষণে গোজাতির ভাল স্বাস্থ্য নাই, তাহারা সদাই পীড়িত এবং মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ গো মড়কও উপস্থিত হয়।

পরাশর বলেন, প্রতিবৎসরই ক্ষেত্রে সার দিতে হয়। শস্য বপনের সময়ে অগ্রে শস্য ক্ষেত্রে সার ছড়াইবে, পশ্চাৎ বীজ বপন করিবে। ইহা না করিলে ধান্য বর্দ্ধিতও হয় না এবং ফলেও না। কিরূপে সার দিতে হয়, তদ্বিষয়ে পরাশর বলেন,—

"মাঘে গোময়কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সারং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈ স্তোলয়েৎ ততঃ।
রৌদ্রে সংশোধ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডক রূপিণং।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো বপনকালেতু কুর্য্যাৎ সার বিমোচনং।
বিনা সারেন ধান্যাং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি॥"

মাঘ মাসে বর্ষ পূর্ব্বের গোবর জল ঢালিয়া রাখিয়া, ফাল্গুনে সেই সার, কোদাল দ্বারা তুলিয়া রৌদ্রে বিশুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই সকল চূর্ণ করিয়া ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক ক্ষেত্রের এক ধারে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিবে। পরে বীজ বপন কালে সেই সার তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে। এইরূপে সার না দিলে ধান্য বর্দ্ধিত ও ফলিত হয় না।

পরাশর বলেন, হেমন্ত কালে ভূমি কর্ষণ করাই প্রশস্ত। বসন্ত কালে ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে তদপেক্ষা অল্প শস্য জন্মে। গ্রীষ্ম কালে কর্ষণ করিলে তাহা অপেক্ষাও অল্প শস্য হয়। কিন্তু যে কৃষক বর্ষা কালে ক্ষেত্র কর্ষণ করে তাহার কিছুই শস্য জন্মে না। যথাঃ—

"হেমন্তে কর্ষ্যতে হেম বসন্তে তাম্র রৌপ্যকং।

ধান্যং নিদাঘ কালেতু দারিদ্র্যন্ত ঘনাগমে॥"

হেমন্ত কালে কর্ষণ করিলে সোণা ফলে, বসন্ত কালে কর্ষণ করিলে রূপা ও তামা ফলে, গ্রীষ্ম কালে কর্ষণ করিলে ধান ফলে, আর বর্ষা কালে কর্ষণ করিলে দারিদ্র্য দশা ঘটে।

পাঠক! পরাশরের এই বচনটির ভাবার্থ বুঝিয়া দেখুন; তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন, তিনি ভূমি কর্ষণ বিষয়ে কিরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে হেমন্ত কালে কর্ষণের প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে বসন্ত কালে কর্ষণের প্রথা চলিত আছে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালে সকলেই কর্ষণ করিয়া থাকে।

পরাশর এইরূপে ভূমি কর্ষণের বিধি দিয়া পশ্চাৎ বীজ স্থাপন সম্বন্ধে কহিতেছেন;—

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি সর্ব্ব বীজস্য সংগ্রহঃ।

শোষয়েদাতপে সম্যক্ নীহারে বিনিধাপয়েৎ॥"

মাঘ কিংবা ফাল্গুন মাসে সকল বীজ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা রৌদ্রে সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক করিয়া রাত্রি কালে শিশিরে রাখিবে। এইরূপ করিলে উত্তম বীজ হয় ও তাহা হইতে উত্তম অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের কৃষকেরা অদ্যাপি এইরূপ বীজ স্থাপন করিয়া থাকে। প্রস্তাব দীর্ঘ হইল বলিয়া অদ্য এই স্থানে বিরত হওয়া গেল, পরে এবিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করা যাইবে।

——•::•——

কৃষি পুরাণজ্ঞ পরাশর স্বীয় কৃষিশাস্ত্রে জলমোচন ও জলরক্ষণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। যথা——

"নৈরুজ্যার্থং হি ধান্যানাং জলং ভাদ্রে বিমোচয়েৎ।

মূলমাত্রন্তু সংস্থাপ্য কারয়েজ্জলমোক্ষণম্॥

ভাদ্রে চ জল সম্পূর্ণং ধান্য বিবর্দ্ধমাধুকৈঃ।

প্রপীড়িতং কৃষাণানাং ন ধত্তে ফলমুত্তমম্॥"

"ভাদ্র মাসে ধান্যক্ষেত্র হইতে জল নিঃসারণ না করিলে ধান্যের হানি জন্মে। অতএব ঐ সময়ে কেবল মূলভাগে জল রাখিয়া অবশিষ্ট জল নিষ্কাশিত করিয়া দিবে। ভাদ্র মাসে যদি ধান্য বৃক্ষ সকল জল পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে, তাহা নানা দোষে দূষিত হয় এবং তাহাতে ভাল ফসল হয় না।"

যেমন, ভাদ্রমাসে ক্ষেত্র হইতে জল নিঃসারণ করিতে হয়, সেইরূপ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে আবার ক্ষেত্রে জল রক্ষা করিতে হয়। যথা;——

"আশ্বিনে কার্ত্তিকে চৈব ধান্যস্য জলরক্ষণম্।

নকৃতং যেন মূর্খেণ তস্য কা শস্যবাসনা।

যথা কুলার্থী কুরুতে কুলস্ত্রী পরিরক্ষণম্।

তথা সংরক্ষ যেদ্ বারি শরৎকালে সমাগতে॥"

"আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যে মূর্খ কৃষক ধান্যক্ষেত্রে জল রক্ষা না করে; তাহার শস্য বাসনা কোথায়? যেমন কুলার্থী ব্যক্তি কুল রক্ষার্থ কালে কুলস্ত্রী রক্ষা করিয়া থাকেন; সেইরূপ ধান্যার্থী ব্যক্তি ধান্য রক্ষার্থ শরৎকাল সমাগত হইলে, ক্ষেত্রের জল রক্ষা করিবে।"

পতাকা।

ক্রীড়া কৌতুক ও রহস্য।

দাবা বা চতুরঙ্গ ক্রীড়া।

(ষষ্ঠ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ব্যাস উবাচ।——

যাত্রা যাতে রথী নৌকা বলং হস্তি যুধিষ্ঠির।
রাজা গজো হয়শ্চাপি ত্যক্তা যাত্রং নিহস্তিচ॥
অত্যক্তং স্ববলং রক্ষেৎ স্বরাজা বল মুত্তমং।
অল্পস্যারক্ষয়া পার্থ হন্তব্যং বল মুত্তমং॥
নৌকায়াশ্চত্বারি পদানি অশ্বস্যাষ্টৌ পদানি ইত্যাধিক্যমশ্বস্য।
মত্তকুঞ্জস্য গর্ব্বেণ রাজা ক্রীড়তি নির্ভরং॥
তস্মাৎ সর্ব্ব বলং দত্বা রক্ষেৎ কৌন্তেয় কুঞ্জরং।
সিংহাসনং চতুরাজী যদবস্থানতো ভবেৎ॥
সর্ব্বসৈন্যৈর্গজৈর্বাপি রক্ষিতব্যো মহীপতিঃ।
অন্যত্রাজপদং রাজা যদাক্রান্তো যুধিষ্ঠির॥
তদা সিংহাসনং তস্য ভণ্যতে নৃপ সত্তম।
রাজা চ নৃপতিং হত্বা কুর্য্যাৎ সিংহাসনং যদা॥
দ্বিগুণং বাহয়েৎ পণ্য মন্যথৈকগুণং ভবেৎ।
দ্বিগুণং পণ্যং দাতব্যন্তেন প্রাপয়েৎ॥
মিত্র সিংহাসনং পার্থ যদারোহতি ভূপতিঃ।
তদা সিংহাসনং নাম সর্ব্বং নয়তি তদ্বলং॥
যদা সিংহাসনং কুর্ত্তুং রাজা ষষ্ঠ পদাশ্রিতঃ।
তদা ঘাতে২পি হন্তব্যো বলেনাপি সুরক্ষিতঃ॥
বিদ্যমানে নৃপে যত্র স্বকীয়ে চ নৃপত্রয়ং।
প্রাপ্নোতি চ তদা তস্য চতুরাজী যদা ভবেৎ॥
নৃপেণৈব নৃপং হত্বা চতুরাজী যদা ভবেৎ।
দ্বিগুণং বাহয়েৎ পণ্যমন্যথৈকগুণং ভবেৎ॥
স্বপদস্থং যদা রাজা রাজানং হন্তি প্রার্থিব।
চতুরঙ্গে তদা ভূপ বাহয়েচ্চ চতুর্গুণং॥

যদা সিংহাসনে কালে চতুরাজী সমুস্থিতা।
চতুরাজী ভবেত্যেব নতু সিংহাসনং নৃপ।
অত্রেদং বীজং উত্তরথা জয়েহপি পর সিংহাসনাদি।
কারাৎ পর রাজবধে শৌর্য্যাধিক্য নিষ্কণ্টকত্ব দর্শনাৎ॥
ক্রীড়ায়া মপি তথা কল্প্যতে।
রাজদ্বয়ং যদা হন্তে আত্মনো রাজ্ঞি সংস্থিতে॥
পরেণ সংহতেস্তৈকো বলেনাপ্যপ হার্য্যতে।
রাজদ্বয়ং যদা হন্তে ন স্বাদন্য কয়ে পরঃ॥
তদারাজা হি রাজানং ঘাতে২পি তং হনিষ্যতি।
নৃপাকৃষ্টে যদা রাজা গমিষ্যতি যুধিষ্ঠির॥
ঘাত্রা ঘাতে২পি হন্তব্যো রাজা তত্র ন রক্ষকঃ।
কোনং রাজ পদং ত্যক্তা বটিকান্তং যদা ব্রজেৎ॥
বটি নয়েৎ পদং নাম তদা কোষ্ঠ বলং চ ষট।
যদি তস্য ভবেৎ পার্থ চতুরাজী চ ষট পদং॥
তদাপিচ চতুরাজী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
পদাতেঃ ষটপদে বিদ্ধে রাজ্ঞা বা হস্তি না তথা॥
ষটপদং ন ভবেত্তস্য অবশ্যং শৃণু প্রার্থিব।
সপ্তমে কোষ্ঠকে যা স্যাদ্বটিকা দশ কেনচৈব॥
তদান্যোন্যঞ্চ হন্তব্যং স্বথায় দুর্ব্বলং বলং।
ত্রিবাট কশ্য কৌন্তেয় পুরুষস্য কদাচন।॥
ষট পদং ন ভবত্যেব ইতি গৌতম ভাষিতং।
নৌকৈকা বটিকা যস্য বিদ্যতে খেলনে যদি॥
গঢ়োবটীতি বিখ্যাতো পদং তস্য ন ভূষ্যতি।
গঢ়ো ঘাত্যা পদং রাজ পদং কোণ পদঞ্চ তৎ॥
হন্তে রঙ্গে বলং নাস্তি কাককাষ্ঠং তদা ভবেৎ।
বদন্তি রাক্ষসাঃ সর্ব্বে তস্য ন স্তো জয়াজয়ৌ॥
প্রার্থিতে পঞ্চমে রাজ্ঞি যুত বট্যাঞ্চ ষট পদে।
অশৌচং স্যাত্তদা রাজন্ চলিত্বা চালিতং পদং॥
দ্বিরাবৃত্যা গতৌ তস্মাদ্বলাৎ পর বলং জয়ী।

পার্থ সিংহাসনে স্থানে কাকপৃষ্ঠং যদা ভবেৎ

সিংহাসনং তদাজ্ঞেয় কাকপৃষ্ঠং ন ভন্যতে।

উপবিষ্টশ্চ যৎ স্থানং তস্যোপরিচতুষ্টয়ে।

নৌকা চতুষ্টয়ং যত্র ক্রিয়তে যস্য নৌকয়া॥

নৌকাচতুষ্টয়ং তত্র বৃহন্নৌকেতি ভন্যতে।

ন কুর্য্যাদেকদা রাজন্ গজস্যাপি যুধং গজঃ॥

যদি কুর্ব্বীত ধর্ম্মজ্ঞ পাপগ্রস্তো ভবিষ্যতি।

স্থানাভাবে যদা পার্থ হস্তিনং হস্তি সম্মুখঃ॥

করিষ্যতি তদা রাজন্নিতি গোতম ভাষিতং।

প্রাপ্তে গজদ্বয়ে রাজন্ হন্তব্যো বাসতো গজঃ॥

মহাভারত উদ্ধৃত উপরি উক্ত শ্লোক হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে চতুরঙ্গ ক্রীড়া প্রচলিত আছে। তবে বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে প্রণালীতে চতুরঙ্গ ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত মহাভারতোক্ত চতুরঙ্গ ক্রীড়ার কিছু বিভিন্নতা আছে সত্য।

এরূপ জন প্রবাদও অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাণী মন্দোদরী রাবণকে সংগ্রামাদি অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে চতুরঙ্গ ক্রীড়া সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং রণোন্মত্ত রাবণকে এই কৌশলে অনেক দিন কৃত্রিম রণ ক্রীড়ায় মত্ত রাখিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। রাণী মন্দোদরী চতুরঙ্গ ক্রীড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এরূপ আমাদের বোধ হয়না। এতদ্ বিষয়ক কোন প্রমাণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এপর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হইতে পারিনাই।

যাহাই হউক চতুরঙ্গ ক্রীড়া যে ভারতবর্ষ জাত এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও কোন কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়া থাকেন চীনদেশে কোন সেনাপতি কোন দুর্গে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়া তাহার অধীনস্থ সৈন্য গণকে কোন একটী প্রীতিকর কার্য্যে লিপ্ত রাখিবার জন্য প্রথম এই ক্রীড়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু চীনের ইতিহাসে এরূপ কোন কথা পাঠ করিয়াছি আমাদের স্মরণ হয় না। অন্ততঃ ক্লগার কৃত চীনের ইতিহাসে, এবং সার জন ডেবিস কৃত "Description of china and its Inhabitants" গ্রন্থের কোন স্থানেই যে উপরিউক্ত মতের পোষক বাক্য নাই, ইহা আমরা নিঃসংশয় চিত্তে বলিতে পারি। এই ক্রীড়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন নামের সহিত যে একটি আশ্চর্য্য শব্দগত মিল আছে আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি, তৎপ্রতি এবং পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের উদ্ধৃত শ্লোকের উপর নির্ভর করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, চতুরঙ্গ ক্রীড়া ভারতবর্ষীয় চিন্তা-শক্তিদ্বারাই প্রথমে আবিষ্কৃত এবং ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়।

পূর্ব্বে এদেশে কি প্রণালীতে চতুরঙ্গ ক্রীড়া সম্পাদিত হইত তাহা মহাভারতের উদ্ধৃত শ্লোক একটি দ্বারাই সুন্দররূপে জানা যাইতে পারিবে। এক্ষণে এদেশে যে প্রণালীর চতুরঙ্গ ক্রীড়া প্রচলিত আছে বিলাতিয় চতুরঙ্গ ক্রীড়াও প্রায় তদ্রূপ তবে দুই একটি বিষয়ে সামান্য সামান্য একটু বিভিন্নতা আছে। এদেশে যে প্রণালীতে চতুরঙ্গ ক্রীড়া হইয়া থাকে এস্থলে আমরা তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ৮টী চতুষ্কোন ঘর আট পংক্তিতে সমান ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৬৪ টি ঘরে চতুরঙ্গ ক্রীড়ার "ছক" "ছত্র" বা "ক্ষেত্র" * প্রস্তুত করা হয়। ইংরাজিতে ইহাকে cless Board বলে। ক্ষেত্রের এক একটী ভাগকে "ঘর" বা "কোট" বলা হইয়া থাকে, ৬৪টী চতুষ্কোন ঘর দ্বারা গঠিত চতুরঙ্গ ক্রীড়ার ক্ষেত্রের বা ছকের প্রতিরূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

---

* সাধারণতঃ দাবার ছক বলাহইয়া থাকে। ছক অপেক্ষা ক্ষেত্র শব্দ অধিক পরিশুদ্ধ এই কারণে আমরা অতঃপর ক্ষেত্র শব্দই ব্যবহার করিব।

চতুরঙ্গ ক্ষেত্র।
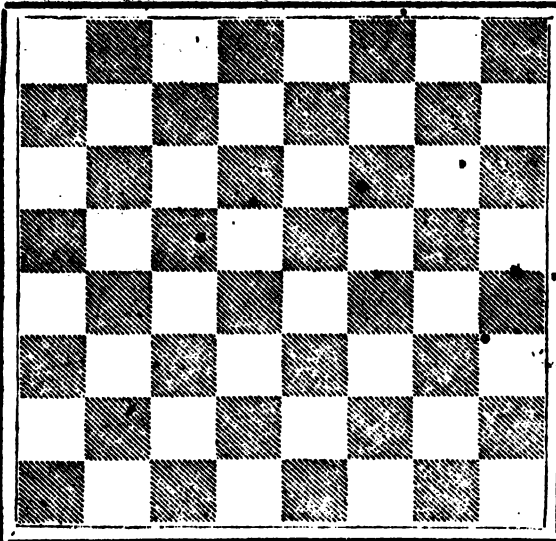
চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় দুই দল পুত্তলিকার আবশ্যক। ১৬ টী পুত্তলিকা দ্বারা এক এক পক্ষ বা দল গঠিত হইয়া থাকে। বুঝিবার সুবিধার জন্য এক এক পক্ষের পুত্তলিকা এক এক প্রকার বর্ণে চিত্রিত করা হয় এবং বর্ণের দ্বারাই পক্ষের নাম করণ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক পক্ষকে "কাল পক্ষ" অন্য পক্ষকে "সাদা পক্ষ" নামে ব্যাখ্যা করা হয়।

পুত্তলিকার যেমন দল দুইটী, চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় তেমনি দুইজন ক্রীড়কের আবশ্যক। এক একজন ব্যক্তিকে এক এক দল পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিতে হয়। কাল বর্ণের পুত্তলিকা লইয়া যিনি ক্রীড়া করেন, তিনি কাল পক্ষের ক্রীড়ক এবং সাদা বর্ণের পুত্তলিকা লইয়া যিনি ক্রীড়া করেন তিনি সাদা পক্ষের ক্রীড়ক। উভয় ক্রীড়কের মধ্যে ক্ষেত্র বক্ষ স্থাপন করিয়া আপন আপন দিকের "ক্ষেত্রে" প্রথম ১৬ ঘরে নিজের ষোলটী পুত্তলিকা স্থাপন করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ ক্ষেত্রের এক প্রান্তের ১৬ ঘরে এক পক্ষের ১৬ টী পুত্তলিকা এবং অপর প্রান্তের ১৬ ঘরে অপর পক্ষের ১৬ টী পুত্তলিকা স্থাপন করিয়া মধ্যের ৩২ টী ঘর প্রথমতঃ শূন্য অবস্থায় রাখিতে হয়। যে প্রণালীতে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া পুত্তলিকা গুলি বসাইতে হয় তাহা আমরা পশ্চাতে বলিব।

১৬ টী পুত্তলিকা দ্বারা এক এক পক্ষ গঠিত হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই ১৬ টী পুত্তলীকার প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা——রাজা, মন্ত্রী, গজ, অশ্ব নৌকা বা রথ, এবং বড়ে বা পদাতিক। এক এক দলে রাজা একটী, মন্ত্রী একটী, রাজার গজ একটী, মন্ত্রির গজ একটী, রাজার অশ্ব একটী, মন্ত্রীর অশ্ব একটী এবং রাজার রথ একটী ও মন্ত্রীর রথ একটী একুনে আটটী বল বা শক্তি এবং এই প্রত্যেক শক্তির এক একটী পদাতিক বা বড়ে আছে। কাল এবং সাদা উভয় পক্ষেই রাজা, মন্ত্রী, গজ, অশ্ব, রথ, এবং বড়ের বা পদাতিকের সংখ্যা সমান; প্রত্যেক পক্ষের ১৬ টী পুত্তলিকার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকিলেও আকারে সকলেরই পৃথক পৃথক রূপ নহে। পদাতিক আটটীরই একরূপ আকৃতি গজ দুইটীরও একরূপ আকৃতি। অশ্ব দুইটীর আকারেও কোন প্রভেদ নাই, দুইটি রথ সম্বন্ধে ও ঐরূপ মন্ত্রীর ও রাজার আকার ভিন্ন।

পূর্ব্বে হস্তি দন্ত, ধাতু বা কাষ্ঠ দ্বারা চতুরঙ্গ ক্রীড়ার পুত্তলি সকল প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইত এবং নামের স্বরূপই পুত্তলিকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইত। এক্ষণেও ঐরূপ পুত্তলিকা অপ্রাপ্য নহে কিন্তু ঐরূপ পুত্তলিকাতে ক্রীড়ার সময় (এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বারম্বার তুলিতে রাখিতে) অসুবিধা হয় জন্য সাধারণতঃ নামের অর্থ জ্ঞাপক কাষ্ঠ খণ্ড বা হস্তি দন্ত দ্বারাই ক্রীড়া নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে। বাজারে নানা অবয়বের ঐ সকল কাষ্ঠ খণ্ড ও ক্রয় করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চিত্র দ্বারা পাঠকগণকে আরও পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য উহার মধ্যের এক প্রকারের পুত্তলিকার আদর্শ লইয়া আমরা এতদ সংক্রান্ত ছবি সকল খোদাইয়া লইয়াছি এবং পাঠকগণের বুঝিবার ও পড়িবার সুবিধার জন্য নিম্নে পুত্তলিকার কল্পিত মূর্ত্তি, তাহাদের নামও

তাহাদের প্রত্যেকের "চাইলের" অর্থাৎ গতির বিবরণ ও নিয়ম সকল ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতেছি।

রাজা King

রাজা যখন যে ঘরে স্থিত সেই স্থান হইতে সম্মুখে পশ্চাতে দুই পার্শ্বে এবং চারি কোণে সকল দিকেই এক এক ঘর যাইবার ক্ষমতা আছে। কিস্তি পড়িবার পূর্ব্বে একবার অশ্বের ন্যায় আড়াই ঘর যাইবার ক্ষমতা আছে। যে স্থানে থাকিলে কিস্তি পড়িত সেই স্থানে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজ পক্ষের কোন বল বা পদাতিক যে ঘরে আছে সেই ঘরে, ভিন্ন পক্ষের রাজা যে ঘরে আছে সেই ঘরে এবং ভিন্ন পক্ষের রাজা যে ঘরে স্থিত তাহার এক কালীন সংলগ্ন কোন ঘরে যাইবার ক্ষমতা নাই। এক এক বার এক ঘরের অধিক যাইবার ক্ষমতা নাই।

মন্ত্রী Queen

মন্ত্রী—কেবল গজ ও রথ বা নৌকা এই উভয় বলের ক্ষমতাই মন্ত্রীতে আছে।

গজ Bishop

গজ যখন যে ঘরে স্থিত সেই ঘরের সমসূত্রে চারি কোণে যত ঘর ইচ্ছা যাইবার ক্ষমতা আছে। মধ্যের অন্য বল উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে পারিবেনা নিজ পক্ষের রাজা, ভিন্ন পক্ষের রাজা বা নিজপক্ষের কোন বল যে ঘরে থাকিবে সে ঘরে যাইবার ক্ষমতা নাই।

অশ্ব Knight

অশ্ব যখন যে ঘরে থাকিবে তাহার সম্মুখ পশ্চাৎ বা যেকোনপার্শে সরল ভাবে দুই ঘর যাইয়া ঐ ঘরের পার্শ্বেরঘরে (আড়াই ঘর) চালিত হইতেপারিবে। কেবল নিজ পক্ষের বল থাকিলে সেই ঘরে যাইবার ক্ষমতা নাই। নিজ পক্ষের রাজা ও বি পক্ষের রাজার ঘরে যাইবার ক্ষমতা নাই, এক বারে আড়াই পদের অধিক যাইবার ক্ষমতা নাই।

নৌকা Rook or Castle.

নৌকা বা রথ যখন যে ঘরে স্থিত সেই ঘরের চারি কোণব্যতীত কেবল চারি পার্শ্বে যত ঘর ইচ্ছা যাইবার ক্ষমতা আছে। অন্যান্য বিষয়ে গজের ন্যায়।

পদাতি. Pawn

পদাতিযে ঘরে স্থিত সেই ঘরের সম্মুখে এক পদ মাত্র যাইতেপারিবে। কিন্তু মারিবার সময় গজের ন্যায় কোণে এক ঘর মাত্র গতি হইবে। উভয় পক্ষের রাজা কি উভয় পক্ষের যে কোন বল সম্মুখে থাকিলে তথায় যাইবার ক্ষমতা নাই। (ক্রমশ)

স্থানাভাব এবং ৬ষ্ঠ সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বে প্রকাশিত ১ নং চতুরঙ্গ প্রশ্নাবলীর বিশুদ্ধ উত্তর এপর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত নাহওয়ায় এ সংখ্যায় নূতন প্রশ্ন প্রকাশিত হইলনা আগামি সংখ্যায় দুইটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইবে এবং দুইটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কতগুলি পুস্তক ও পত্রিকা সমালোচন জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানা ভাব জন্য নাম উল্লেখ করাযাইতে পারিলনা। এজন্য আমরা দুঃখিত হইতেছি।

পতাকা— প্রথম সংখ্যা হইতেই এই পত্রিকা খানি আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। এই সংখ্যায় অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনার আবশ্যকীয় স্থান নাথাকিলেও এই পত্রিকা খানি সম্বন্ধে আমাদের অভিমত সংক্ষেপে প্রকাশ নাকরিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। অল্প কথায় বলিতে হইলে পতাকা অতি সুলভ মূল্যের, সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠোপযোগী এক খানি সরল ও তেজস্বীভাষায় লিখিত উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্র। পতাকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া কৃষি বিষয়ক একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আমরা প্রকাশ করিলাম। আমরা আশাকরি পতাকা সময়ে সকলের উর্দ্ধে উড্ডিয়মান হইবে।

☞ এই পত্রিকা তাহির পুর 'তত্ত্বপ্রকাশ' যন্ত্রে শ্রীবরদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈষয়িকতত্ত্ব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

"বৈষয়িকতত্ত্ব" নামে যে একখানি মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং উপজীব্যের কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য আছে। ইহার অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বদেশীয় ব্যক্তিবর্গের বৈষয়িক উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা একটী মুখ্যতম উদ্দেশ্য। ইহার উপজীব্য কেবল গ্রাহকমণ্ডলীর অনুগ্রহ মাত্র নয় প্রসিদ্ধ তাহিরপুর নগরস্থিত দাতব্য কৃষিকার্য্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও ইহার সম্ভাবিত দীর্ঘ স্থায়িত্বার একটি হেতু। * * আমাদের দেশে একথা নিশ্চিত, ও যদি সে দিকে যত্ন করিবার নিমিত্ত অবসর পায়, এবং [illegible] পারে, তবে একটী প্রকৃত [illegible] মোচন হইবার আশা জন্মে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং বৈষয়িকতত্ত্বের সর্বাঙ্গীন পারিপাট্য অনুভব করিয়া আমরা এই পত্রিকার আবির্ভাবে দর্শনে মধ্যে সন্তোষ লাভ করিলাম" (এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)

"স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় নির্দ্দেশ করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং এক বিষয়ে এই পত্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন। ইহার বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য; প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক শিখা যায়" (সঞ্জীবনী)

---বঙ্গের বৈষয়িক উন্নতি এই পত্রের প্রধান লক্ষ সুতরাং ইহাতে রাজনীতির প্রচুর সমালোচনা থাকিবে। সমাজনীতি ও সামাজিক প্রথার দোষগুণের আন্দোলন ও আলোচনা থাকিবে। সম্পাদক দেশের সাধারণ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় অবধান করিতে ও লাভকর কৃষি বাণিজ্য শিক্ষাদির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যত্ন করিবেন। + + এইস্থলে সমালোচনায় পাঠকবর্গ অবশ্যই কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, বৈষয়িকতত্ত্বে কিরূপ উপকরণ থাকিবে এবং কিরূপ প্রকরণ পদ্ধতিতে ইহা প্রকাশিত হইবে। এইরূপ পত্রের জন্য বৈষয়িক লোক বিশেষ অভাব বোধ করিতেছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে বৈষয়িকতত্ত্বের বহুল প্রচারে যে আমাদের দেশের অনেক উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দুই রূপ মুদ্রণ বা সংস্করণ থাকিবে। মূলকের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আড়াই টাকা। অন্য সংস্করণ পাঁচ টাকা। ইহাতে প্রতি মাসে চৌকা বড় পেজির ৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে। এমন জিনিষ আড়াই টাকায় বাস্তবিকই সুলভ বলিতে হইবে।

লেখা সাদা গোড়া বেশ পরিস্কার। শব্দের আড়ম্বর নাই ভাবের জটিলতা নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ পত্রিকায় বহুল প্রচার হয়, ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা; সেই জন্য ভাষার ও গাঁথনির নমুনা স্বরূপ আমরা প্রথম প্রবন্ধের মুখভাগ উদ্ধৃত করিলাম।" (সাধারণী)

"পত্রিকাখানি চালাইলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।" (সঞ্জীবনী)

বৈষয়িক তত্ত্বের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বৈষয়িক তত্ত্বের লেখা অতি সরল এবং সুখবোধ্য। এই পত্রিকাখানির একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী প্রথম সংখ্যায় যে কয়েকটী বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং রচনা নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম" (হালিসহর প্রকাশিকা)

"আমরা বৈষয়িকতত্ত্বের উদ্দেশ্য দেখিয়াই প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে প্রত্যুত উহা পাঠ করিয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইয়াছি। ইহার প্রায় সকল প্রস্তাবই সুপাঠ্য ও জ্ঞান প্রদ হইয়াছে। লেখকেরা যোগ্যতাশালী তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ও দেশহিতৈষণার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায়না। এই পত্রিকার কতকার্য্যতা যে প্রার্থনীয়, তাহা বলা বাহুল্য" (হিন্দুরঞ্জিকা)

বৈষয়িকতত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা সদ্দেশ লাভবান হইবে। কল্পনা প্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্য ক্ষেত্র উদ্ঘাটিত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য,, (সঞ্জীবনী)

ইহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। এখানি যাহাতে দীর্ঘায়ু হয় বঙ্গবাসীর তদপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত,, (আনন্দ বাজার পত্রিকা)

ইহার কলেবর বৃহৎ। এরূপ বৃহদায়তনের মাসিক পত্র এখন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়না।" (রঙ্গপুর দিক প্রকাশ)

The two numbers are well writen and deserve great creditwe can certify that the magazine will be a successif regularly conducted as servlce hunters will do a great good to them elves and to their country if they read it (The Indian Opinion)

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি
বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। } তাহিরপুর—(রাজসাহী) { ৮ম সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং পাঠক ও লেখকগণের স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজ মতের অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করি না।

২। শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত ও সত্য সকল সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এতদ্বিষয়ক সকল তত্ত্বই যে অভ্রান্ত হইবে ইহা কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না। কেহ কোন ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে এবং যাঁহারা এই পত্রিকার প্রকাশিত কোন কোন বিষয়ে নিজে কার্য্যতঃ লিপ্ত হইয়া দেখিবেন তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

৩। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বহুলরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িকতত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করি নাই বরং এই পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিছু কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগিগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় আলোচনা করেন তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

৮ম সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বের সূচী পত্র।

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা লাভ।

বিলাতের সংবাদ পত্রিকায়, পার্লিয়ামেণ্টে এবং সভাসমিতিতে আজি কালি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নানা বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজে কাজে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য বিলাতের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেশ পর্য্যটন উপলক্ষে এদেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অল্প দিবস হইল সামুর গি, সার উইলফ্রেড, ব্লণ্ট প্রভৃতি কএক জন খ্যাতনামা ব্যক্তি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নানা ছন্দোবন্দে সুদীর্ঘ প্রবন্ধাবলীতে বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন এবং সাধারণে সেই গুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেছে।

ভারতবর্ষ প্রতি বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তির যে বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহা বিলাতের প্রসিদ্ধ "ওয়ারলড্" পত্রিকার এই মন্তব্যটি পাঠ করিয়াও আমরা জানিতে পারিতেছি।

"India seems now to be the chosen resort for invalids and persons seeking rest or recreation in change of air. If gossip-paragraphs were obtained, as is sometimes stated, by listening at Keyholes or bribing servants, the cabin-doors and punkah-wallahs of the P. and O. company's ships might be effectually utillised, so "smart" and so numerous is the society envoyage. Lord Randolph has just gone out the Duke of Connought is just coming home, and the Eastern voyaging of notabilties seems to be endless."

(ক্রমশঃ)

সামাজিক ও নৈতিক প্রস্তাব।

ক্লাব সংস্থাপন।

আজি কালি কি সংবাদ পত্রিকায় কি বক্তৃতা গৃহে, কি "ভদ্রমজলিসে" সকল স্থানে সকলের মুখেই শুনিয়া থাকি "সকলে ঐক্য হও, অনৈক্যই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, একতা ভিন্ন কিছুতেই দেশের মঙ্গল নাই।" একতা ভিন্ন যে দেশের মঙ্গল নাই ইহাত আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বলেন এবং সকলেই জানেন। কিন্তু তথাপি এদেশবাসিগণের কার্য্য কর্ম্মে এপর্য্যন্ত এক বিন্দুও একচিত্ততার পরিচয় কেন যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ইহাই অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের মধ্যে উপদেষ্টার সংখ্যা অধিক এবং প্রকৃত-কর্ম্মার সংখ্যা নিতান্তই অল্প; এইটীই আমাদের পক্ষে বড় শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। একতার প্রশংসা কীর্ত্তন এবং ঐক্য হইবার উপদেশ প্রদান করিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু কি উপায়ে যে পরস্পর মধ্যে একতা জন্মিতে পারে, অনৈক্য ও দুর্ব্বল জাতির মধ্যে ঐক্য বল কি উপায়ে এবং কি কৌশলে ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত হইতে পারে, এদিকে দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। একতা জাতীয় উন্নতির জন্মদাতা, এ কথায় কাহারই প্রতিবাদ নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। তবে কি উপায়ে আমাদের পরস্পর মধ্যে একতা জন্মিতে পারে এক্ষণে ইহাই চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ইহা দেখিতে হইলে ভিন্ন

দেশে তদ্দেশবাসিগণ কি উপায়ে তাহাদের মধ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছে, কোন রূপ যত্নে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে, এই সকল বিষয়ের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মানব সমাজে দেখা সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা থাকিলেই পরস্পর মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়, আলাপ পরিচয় হইতেই ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা জন্মে। অধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিলেই পরস্পারের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন, গ্রহণ, প্রত্যর্পণ, মিশ্রণ সাধন দ্বারা ক্রমে ক্রমে পরস্পর মধ্যে একটী একভাবত্ব জন্মে। জল এক বর্ণের দুগ্ধ অন্য বর্ণের রঙ্। দূরে থাকিলে চিরকাল দুইটীই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ থাকিতে পারে; কিন্তু উভয়কে এক পাত্রস্থ করিলে মিশ্রণ দ্বারা যেমন কতক দুগ্ধ জলের বর্ণ এবং কতক জল দুগ্ধের বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া জল এবং দুগ্ধের মাঝামাঝি একটা বর্ণ আসিয়া উভয়েই অবশেষে উপস্থিত হয়, মনুষ্যের মনের ভাবও তেমনি দূরস্থ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বলিয়া লক্ষিত হইতে থাকিলেও মিশ্রণে মাঝামাঝি একটা বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মানসিক ভাবের একরূপ অবস্থা, চিন্তা প্রণালীর এক দিকে গতি এবং রুচি বা আকাঙ্ক্ষার এক দিকে লক্ষ্য হইলেই পরস্পর মধ্যে একতা জন্মে। পরস্পর মধ্যে অধিক পরিমাণে একত্ব জন্মাইতে হইলে পরস্পরের মানসিক ভাব, চিন্তাপ্রণালী লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা যাহাতে একাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার যত্ন ও উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। কি উপায়ে একাবস্থাপন্ন হইতে পারে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি। মিশ্রণ সাধনই একমাত্র ইহার প্রধান উপায়। আলাপ পরিচয় আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা হইতেই হয়। পরস্পরের মনের ভাবের মিশ্রণ সাধন হয় তাহাও আমরা উপরে বলিয়াছি। দেখা সাক্ষাতের সুবিধা থাকিলেই যে পরস্পর মধ্যে স্বভাবতই ক্রমে ক্রমে আলাপ পরিচয় আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে ইহা হইতে এক্ষণে দেখা যাইবে যে কোন সমাজে একতা বৃদ্ধি করিতে হইলে সেই সমাজের ব্যক্তিগণের পরস্পর মধ্যে সদা সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবার সুযোগ উপায় বিধান করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যেখানে পরস্পর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের অধিক সুযোগ সেই খানেই পরস্পর মধ্যে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা অধিক। যেখানে পরস্পার মধ্যে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা অধিক সেই খানেই একতা অধিক। আমাদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন লোকের সদা সর্ব্বদা একত্রে মিলন ঘটিতে পারে, দশ স্থানের দশ জন লোক যাহাতে দুই এক দণ্ড বসিয়া পরস্পরের মনের ভাব গ্রহণ প্রত্যর্পণ অর্থাৎ দেওয়া লওয়া করিতে পারে এরূপ উপায় সকল উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য। সভা সমিতি, একজিবিশন মেলা, তীর্থযাত্রা দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে কতক পরিমাণে এই মহৎ কার্য্য সাধন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবেও বিশেষরূপে কেবল এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিলাতে আর

এক পথ অবলম্বন করা হইয়া থাকে। ইহার নাম ক্লাব সংস্থাপন। বিলাতে এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে সময় সময় অবকাশ মত ভদ্রলোক সকল একত্রিত হইয়া কোন স্থানে বা রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা, কোথায় বা সাহিত্য বিজ্ঞানের কথা, কোথা বা, সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন, কোথাও বা খোস গল্প এইরূপ এক এক স্থানে এক এক বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এইরূপ স্থান সকলকে ক্লাব বলা হইয়া থাকে। সভ্যগণের রুচিভেদে কোন স্থানে তাস, পাশা, দাবা, বিলিয়ার্ড, টেনিস্, ব্যাণ্ড, মিণ্টন ইত্যাদি ক্রীড়া সরঞ্জাম, কোথায় বা শিল্প ও বিজ্ঞান চর্চ্চার আবশ্যকীয় সামগ্রী, কোথা বা রাজনৈতিক আলোচনার জন্য নানা সংবাদ পত্র, পুস্তক, রিপোর্ট ইত্যাদি বহুল পরিমাণে রক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে আলাপের এবং বিশ্রামের এবং কোন কোন স্থলে বাসের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে। এই সকল কার্য্যের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সভ্যগণের বার্ষিক বা মাসিক একটি নির্দ্দিষ্ট চাঁদা প্রদান করিতে হয়।

কেহ বলিতে পারেন এদেশে বিলাতের ন্যায় ক্লাব স্থাপনের আবশ্যক দেখা যায় না। কারণ এদেশে সাধারণতঃ বন্ধু বান্ধবের গৃহেই সকলে সমবেত হইয়া রাজনৈতিক সমাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, ক্লাব নাম দিয়া একটী স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়া সেই স্থানে সময় সময় দশজনে একত্রিত হইয়া দুই ঘণ্টা কথোপকথন করিলেই দেশে জাতীয় একতা কিরূপে বৃদ্ধি হইবে, একতা-বন্ধনের ইহা উপায় বলিয়াই কথিত হইতে পারে না। এক কথাতেই আমরা এ দুইটী আপত্তির উত্তর দিতে ইচ্ছা করি; ইয়োরোপের বিশেষতঃ ফরাসীদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায় যে, রাজনৈতিক বিষয়ে জাতীয় একতা বন্ধন দৃঢ় করিতে ক্লাব কতদূর কার্য্যকরী। ফরাসীজাতি বাঙ্গালীদের ন্যায় অধিক সামাজিক এবং বন্ধুবান্ধবগণ মধ্যে পরস্পর যাতায়াত ও সমাগম ফরাসীজাতির মধ্যে যেমন অধিক প্রচলিত এরূপ বোধ হয় এদেশবাসিগণের মধ্যেও নহে। এরূপ অবস্থাসত্ত্বে ফরাসীদেশে ক্লাব স্থাপন প্রথা প্রচলন করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। পাঠক। ফরাসীর ইতিহাসে দেখিতে পাইবেন প্রথম ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত হইবার সময় ইংলণ্ডের অনুকরণে স্থানে স্থানে ক্লাব স্থাপন দ্বারা কি ভয়ানক ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের নানা স্থানে ক্লাব স্থাপন দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা দেখিয়া এমন কি রাজপুরুষগণ এক সময়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলেন। অবশেষে পুলিস দ্বারা ক্লাব সকল উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার রাজবিপ্লব সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যাসন্যাল এসেম্ব্লি প্রভৃতি অতি প্রভূত শক্তি সম্পন্ন শত শত ক্লাব দ্বারা যে কিরূপ কার্য্য সকল ঘটিয়াছিল ফরাসী-দেশের ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ফ্রান্সের ক্লাব ডিফিউলাস এবং যে জুবিন্ন ক্লাবের অসীম ক্ষমতা ও অতুল আধি-পত্যের কথা কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না

যে কুবিল ক্লাব ক্রমে ক্রমে সমস্ত ফরাসীদেশে অসীম আধিপত্য বিস্তার করিতে এমন কি ফরাসী-দেশে একরূপ আন্দোলন করিয়া দেখিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে কুবিল ক্লাবই ফরাসী-রাজ্য শাসন করিয়াছেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেবল ফরাসীদেশেই নহে এই সময় জার্ম্মানি, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি সকল স্থানেই ফরাসীদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণে শত শত ক্লাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এমন কি একটী আইন পর্য্যন্তও প্রণয়ন করিয়া দেশ হইতে ক্লাব সকল উঠাইয়া দিবার আবশ্যক উপস্থিত হইয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় ফরাসীদেশ হইতে ক্লাব সকল উঠাইয়া দেওয়াতে বিপ্লব অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াছিল। শেষ বারের অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে আবার দেশ মধ্যে শত শত ক্লাব শির উত্থান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল ঐতিহাসিক সত্যের উপর দৃষ্টি-পাত করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে ভাল বিষয়েই হউক বা মন্দ বিষয়েই হউক দেশের জাতীয় একতা বন্ধন দৃঢ় করিতে এবং রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে ক্লাব কতদূর কার্য্যকারী। কোন এক দেশে কোন কোন ক্লাব হইতে কুফল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ক্লাব সংস্থাপন প্রথারই দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যদিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীদেশের কর্তৃপক্ষগণ এবং আজিকালি রুশিয়ার রাজপুরুষগণ ক্লাবের প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দৃষ্টি করিলে অন্যরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংলণ্ডের ক্লাব সকল দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক দেশের বিস্তর উপকার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইংলণ্ডের অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের জীবনের অধিক সময়ই কোন না কোন ক্লাব গৃহে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের লিবারেল ও কন্‌সারভেটিব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ রাজনৈতিক মন্ত্রণাই অনেক সময় ক্লাব গৃহের অভ্যন্তরে হইয়া থাকে। যাঁহারা বিলাতের সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন লণ্ডনের "ন্যাসন্যাল লিবারেল ক্লাব" এবং "রিফরম" ক্লাবের সম্ভ্রম ও আধিপত্য কতদূর বিস্তৃত; ভারতের অতীত গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন স্বদেশে প্রত্যাগমন সময় এদেশ হইতে এত সম্মান ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াও বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের চক্ষে সেরূপ সম্মানিত হইতে পারেন নাই। কেবল উপরোক্ত "ন্যাসন্যাল লিবারেল ক্লাবের" এক নিমন্ত্রণ ও ভোজ প্রাপ্ত হইয়াই যেরূপ অসীম ও অতুল সম্মান প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন, ইহা হইতেই "ন্যাসন্যাল লিভারেল" ক্লাবের ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

বিলাতের এরূপ প্রভূত ক্ষমতা সম্পন্ন ক্লাবের বিষয় আলোচনা করিতে বহু দিবস হইতে বিলাতে ক্লাব সংস্থাপন প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং কোন্ মহাত্মাই বা প্রথম এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন এই সকল বিষয় জানিবার

জন্যও স্বভাবতঃই পাঠকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। এই কৌতূহল নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের এবং ফ্রান্সের ইতিহাসের নানা স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্য্যন্ত আমরা জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিতে পারি নাই। রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব সময় এক স্থানে একটী ক্লাবের উক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি। ইহার পূর্ব্বেও ক্লাব ছিল কি না এ বিষয় এখনও আমরা কিছু নিশ্চয় করিতে পারি নাই। রাণী এলিজাবেথের সময় লণ্ডন নগরের ফ্লিট ষ্ট্রীটে একটি ক্লাব সংস্থাপিত থাকিবার কথা জানা যায়। এই ক্লাবে সেক্ষপীর, বেন, জন্সন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সদা সর্ব্বদা গতায়াত করিতেন। অতঃপর "ব্রুক্স ক্লাব, হোয়াইট্‌স ক্লাব" নামক দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের দুইটি ক্লাবেরও উল্লেখ স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। এই দুই ক্লাবে পার্লিয়ামেণ্টের আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনা এবং আপন আপন দলের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় সকল মন্ত্রণা করিয়া পূর্ব্বে অবধারণ করা হইত।

এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষতঃ লণ্ডন নগরে ক্লাবের আর অন্ত নাই। প্রতি গলিতে গলিতে ক্লাব আছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথের "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে", বিলাত প্রত্যাগত অন্যান্য বঙ্গীয় যুবকের রচিত গ্রন্থে এবং সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতে ইংলণ্ডের ক্লাবের অনেক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে—অনেকে তাহা পাঠও করিয়াছেন এজন্য ক্লাব জীবনের আহ্লাদ আমোদ এবং কৌতুক রহস্যাদি এস্থলে আমরা অনাবশ্যক বোধে বাহুল্যরূপে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম; কিন্তু লণ্ডনের প্রধান প্রধান দুই চারিটি ক্লাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকের প্রীতিকর হইতে পারে বিবেচনায় কোন বিলাত প্রত্যাগত সহৃদয় বন্ধুর নিকট হইতে ঐ সকল ক্লাব সম্বন্ধে আমরা যতদূর যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ন্যাশন্যাল রিভারেল ক্লাবের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই ক্লাব লণ্ডনের ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে সংস্থাপিত। ইহার সভ্য সংখ্যা প্রচুর। কেবল লণ্ডনেই এই ক্লাবের প্রায় তিন চারি হাজার সভ্য আছেন। এই ক্লাবের প্রতি সভ্যকে অনূ্যন চল্লিশ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হয়। গ্লাডষ্টোন, লর্ড হার্টিংটন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি গণ এই স্থানে গতায়াত করেন।

রিফরম ক্লাবও লিবারেল সম্প্রদায়ের একটি প্রধান মিলন স্থান। এই ক্লাবটি পঞ্চাশ বর্ষেরও অধিক হইল স্থাপিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বক্তা ব্রাইট্ সাহেব এই ক্লাবের বিশেষ হিতৈষী এবং উদ্যোগী।

কন্সটিটিউসনেল ক্লাব কন্‌সারভেটিব দল দ্বারা গঠিত। ইহার বার্ষিক চাঁদা একশত টাকা। এই ক্লাবটিও বহু দিবস হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই ক্লাবের গৃহ লণ্ডন নগরের একটি অতি সুন্দর প্রাসাদ বলিয়া খ্যাত। কলিকাতায় যেমন হাইকোর্টের গৃহ দেখিতে শত শত লোক গমন করিয়া থাকে লণ্ডনে এই ক্লাবের ঘর দেখিতেও নিত্য কত লোক গমন করে তাহার সংখ্যা নাই। রিজেন্ট্ ষ্ট্রীটে এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। রিজেন্ট্ ষ্ট্রীটই আদৌ

লণ্ডন মধ্যে একটি সুন্দর স্থান; এবং এই স্থানে এই ক্লাব গৃহ নির্ম্মান হওয়ায় আরো অধিক শোভার কারণ হইয়াছে।

"নর্থব্রুক ক্লাব" নামক ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের জন্য একটি ক্লাব আছে। আমাদের ভুতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের যত্নে এইটি স্থাপিত হইয়াছে।

"ইষ্টইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ সর্ব্বিস ক্লাব" নামক একটি ক্লাব ভারত প্রত্যাগত ইংরাজগণ স্থাপন করিয়াছেন। উপগান প্রাপ্ত এদেশীয় সিবিলিয়ান গণ অধিকাংশ সময় এস্থানে অতিবাহিত করেন।

ইহা ব্যতীত আলপাইন ক্লাব, আর্ম্মি ও ক্লাবি ক্লাব, সিবিল ও মিলিটারি ক্লাব, ওরিয়াণ্টাল ক্লাব, অক্সফোর্ড ক্লাব, কেম্ব্রিজ ক্লাব ইত্যাদি আরো শত শত ক্লাব আছে। ইহার কোন স্থানে রাজনীতি, কোন স্থানে সমাজনীতি, কোথায় বা সাহিত্য দর্শনের আলোচনা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চতুরঙ্গ ক্লাব, চুরট ক্লাব, বন্দুক ক্লাব প্রভৃতি অন্যবিধ উদ্দেশেও শত শত ক্লাব আছে। ইহার কোন স্থানে চতুরঙ্গ ক্রীড়া, কোথাও কেবল ধূমপান ও খোসগল্প, কোথাও বা পশু পক্ষী শীকারের বা ঘোড়দৌড়ের কথা বার্ত্তা লইয়া সভ্যগণ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ক্লাবের মধ্যেও প্রধান প্রধান লর্ড উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারী এবং সুশিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও অনেক আছেন।

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয়ত এরূপ বিবেচনা করিতে পারেন যে, বিলাতের ক্লাবের কার্য্য এদেশে সভা সমিতি দ্বারাই যখন সাধিত হইতেছে তখন এদেশে বিলাতের অনুকরণে ক্লাব সংস্থাপন জন্য এত দীর্ঘ প্রস্তাব অবতারণার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। সভায় যে কোন এক বিষয়ে বলা বা শুনা মাত্র হয় বিবেচনা হইতে পারে না। ক্লাবে বলা, কহা, শুনা, চিন্তা করা, বিবেচনা করা, অবধারণ করা সকলই হইতে পারে। সভার সহিত ক্লাবের আর একটি গুরুতর প্রভেদ আছে। সভায় রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক কোন বিষয়ের আলোচনার অনুরোধেই যাইয়া সেই এক বিষয়েরই আলোচনা করা বটে মাত্র; ক্লাবে দু দণ্ড বিশ্রাম লাভ করিবার এবং বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের জন্য যাইয়া উপস্থিত মত কোন রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বিষয়ে গল্পচ্ছলে দশ জন বন্ধু বান্ধব মিলিয়া আলোচনা করা হয়। সভায় ইচ্ছা মত পানাহার করিবার সুবিধা থাকিতে পারে না। ক্লাবে কেবল পানাহার নহে সঙ্গীত, সংবাদ পত্র বিশুদ্ধ ক্রীড়ার সকল বিষয়েরই সদ্ ব্যবহার আছে। শেষোক্ত আকর্ষণী শক্তি দ্বারা ক্লাব সভা অপেক্ষা কি সাধারণ লোকসকলকে কি সুশিক্ষিতগণকে সকলকেই অধিক আকর্ষণ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত ক্লাবে ও সভায় আর একটি প্রভেদ এই যে, সভায় মন খুলিয়া সকল সময় সকল কথা বলা যাইতে পারে না সতর্ক হইয়া সকল কথাই বলিতে হয়। ক্লাবে সেরূপ সঙ্কোচিত ভাবে কোন বিষয়েরই আলোচনা করিবার আবশ্যক থাকে না। সভা প্রকাশ্য স্থান, ক্লাব আপন গৃহবৎ। পরিশুদ্ধ রূপে বলিতে হইলে কোন স্থানের কেবল সভাতেই কোন বিষয়ের আলোচনা হয়

না, বক্তাগণ পূর্ব্ব আলোচিত ও পূর্ব্ব স্থিরীকৃত বিষয় সকল আলোচনার নাম করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে আলোচনা করিবার ও বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার জন্য একটি পৃথক্ স্থানের আবশ্যক। এদেশে একজন বন্ধুর বাটিতে কিম্বা রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দশ জন বন্ধু একত্রিত হইয়া সকল বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন। বিলাতে তাহার পরিবর্ত্তে এই কার্য্যের জন্য একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই স্থানের নামই ক্লাব। বিলাতের ক্লাবে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিষয়ের এতই আলোচনা হয় যে, বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের অধিক বেতনভোগী সংবাদদাতা সকল গুরুতর ও প্রয়োজনীয় সংবাদের অধিকাংশই ক্লাব গৃহ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন। বিলাতে Club gossip শিরনাম দিয়া সংবাদ পত্রে কতখানি স্থান কেবল ক্লাবের সংবাদ প্রকাশের জন্যই নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়। এদেশের Statesman, Englishman, Pioneer, প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ পত্রেও বিলাতের সংবাদ দাতাগণের লিখিত Club gossip শীর্ষক দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ক্লাবের প্রয়োজনতা, কার্য্যপ্রণালী ও ইতিহাস সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত আমরা যাহা কিছু উল্লেখ করিলাম ইহা হইতেই পাঠকগণ এদেশেও ক্লাব সংস্থাপনের যে এক্ষণে আবশ্যক ও সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে কি প্রণালীতে ক্লাব সংস্থাপন ও ক্লাবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা দেখা যাউক।

বিলাতের ন্যায় এদেশেও সাহেবেরা কোন কোন স্থানে ক্লাব সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, চা ব্যবসায়ী ও নীলকর সাহেবগণ এবং সৈনিক পুরুষগণ লইয়াই প্রায় এদেশের দুই একটি ক্লাব যাহা আছে তাহা গঠিত হইয়াছে। এই সকল ক্লাবের কার্য্য প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এদেশের বঙ্গীয় যুবকগণের দ্বারাও যে উপরোক্ত ক্লাব সকলের অনুকরণে কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের স্থানে স্থানে ক্লাব স্থাপিত সহজেই হইতে পারে এবিষয়ে আর কাহারো সংশয় করিবার হেতু থাকিবে না।

এদেশে ইংরাজদের যে সকল ক্লাব আছে, তাহার মধ্যে "বেঙ্গল ক্লাব" একটী প্রধানতম। এই ক্লাবে হাইকোর্টের জর্জ বোর্ডের মেম্বার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি এবং উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত অন্যান্য ইংরাজ অনেক সভ্য আছেন, এই ক্লাবে প্রবেশদক্ষিণা দুই শত টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ছয় শত ও বার শত টাকা। চাঁদার অঙ্ক হইতেই উপলব্ধি হইবে, সঙ্কীর্ণ-আয় বলে কোন ইংরাজই এই ক্লাবে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই ক্লাবের সম্মান অধিক এবং ব্যবস্থা-স্থাপক সভার সভ্য অনারেবল মিঃ রবার্ট মিলর এবং মিঃ জে, জে, কেস্বুইক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণ, এই ক্লাবের অধ্যক্ষ। চৌরঙ্গিরোডে "বেঙ্গল ক্লাবের" সদৃশ বৃহৎ অট্টালিকা, কলিকাতায় যাঁহারা তিন দিবসের জন্য আগমন করিয়াছেন, তাঁহারাও দেখিয়াছেন। পাঁচ সাতটী পৃথক্ পৃথক্ বৃহৎ অট্টালিকা দ্বারা "বেঙ্গল ক্লাব" গৃহ গঠিত হইয়াছে। এই ক্লাবের সভ্যসংখ্যা প্রায় আট শত।

এই ক্লাবের অনতিদূরেই "বেঙ্গল ইউনাইটেট্ সর্ব্বিস্ ক্লাব"। এই ক্লাবের সভ্যগণের মধ্যে সৈনিক পুরুষ এবং বারিষ্টার ও রাজকর্ম্মচারির সংখ্যাই অধিক। হাইকোর্টের জর্জ মাননীয় ফিল্ড সাহেব এবং সুযোগ্য ও সিবিলিয়ান-কুলগৌরব মিঃ ডাব্লিউ, এইচ, গ্রিমলি ও এইচ, জে, এস, কটন্ সাহেব প্রভৃতি এই ক্লাবের অধ্যক্ষ। "বেঙ্গল ক্লাব" হইতে ইহার চাঁদার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইলেও ইহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ অবস্থিতি করেন এবং বেঙ্গল ক্লাব হইতে সম্ভ্রম বিষয়ে কোন অংশেই ক্ষুদ্র নহে। যদিও এই উভয় ক্লাবেরই আহার বিহারের ব্যবস্থার ন্যূনাধিক্য সম্বন্ধে অথবা ইহার অন্য কোনরূপ সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে অক্ষম কিন্তু এই উভয় ক্লাবেই (কার্য্যোপলক্ষে) অনেক সময় গতায়াতে ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ জানিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে, যে, সমস্ত কলিকাতা নগরীর ইংরাজ মহল্ল মধ্যে সন্ধ্যার পর যদি কোন স্থান কেবল বিশুদ্ধ ও ভদ্র আনন্দ পূর্ণ হর্ষের ক্রীড়াভূমি ও জাতি-বিচ্ছেদ-চিন্তাবিবর্জ্জিত খোস গল্প করিবার নিবাস থাকে, তবে তাহা ইউনাইটেট্ সর্ব্বিস্ ক্লাবের পাঠ-গৃহ।

উপরি উক্ত ক্লাব দুইটীর ন্যায়, এদেশে আরও কয়েকটী ক্লাব আছে। কিন্তু কি সভ্যসংখ্যায়, কি আনন্দ উপভোগের সুচারু ব্যবস্থায়, কি প্রশস্ত সুন্দর গৃহে, কোন বিষয়েই অন্যান্য ক্লাব উপরি উক্ত ক্লাব দ্বয়ের সমতুল্য নহে। দার্জ্জিলিং, সিমলা, নয়নিতাল, মসুরি প্রভৃতি অধিক সংখ্যক ইংরাজের বাসস্থানমাত্রেই ক্ষুদ্র হউক বা বড় হউক দুই একটি ক্লাব আছে। সিমলা ও নৈনিতালের ক্লাব আমরা দেখি নাই, দার্জ্জিলিং ক্লাব সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে ক্ষুদ্রের মধ্যে দার্জ্জিলিং ক্লাবের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্টই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রের সময়, তাঁহারই বিশেষ উৎসাহে ও যত্নে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, "দার্জ্জিলিং ক্লাব" স্থাপিত হয়। একণে রাজসাহী বিভাগের কমিস্যনর শ্রীযুক্ত লর্ড ইউনিক ব্রাউন্ এই ক্লাবের প্রধান অধ্যক্ষ। তাঁহার তত্ত্বাবধানেই এক্ষণে এই ক্লাবের অধিক উন্নতি হইয়াছে। এই ক্লাবের প্রবেশ-দক্ষিণা চল্লিশ টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা মাত্র। দুই শতের অধিক সভ্যসংখ্যা নহে। এই অল্প আয়েও বিলিয়ার্ডক্রীড়া, সংবাদ পত্রিকা পাঠের ও সঙ্গীতাদির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান ও সুব্যবস্থা আছে।

সাহেবদের অপেক্ষা, অনেক অল্প ব্যয়ে এদেশীয়দের দ্বারা ক্লাব স্থাপন ও ক্লাবের কার্য্য চলিতে পারে; এমন অনেক প্রকারের ব্যয় আছে, যাহা ইংরাজদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এদেশীয়দের জন্য, তাহার আদৌ কিছুই আবশ্যক হয় না। অধিকাংশ ক্লাবেই পানীয় জলের পরিবর্ত্তে, সাহেবেরা বিয়ার মদ ব্যবহার করিয়া থাকেন; আমরা সেস্থলে শীতল জল, নিতান্ত পক্ষে না হয়, নারিকেলোদক ব্যবহার করিতে পারি। এইরূপ আরও অনেক বিষয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে

পারে। অল্প দিবস হইল, কুচবিহারের মহারাজার উৎসাহে, কলিকাতা বাকসাল ষ্ট্রীটে "ইণ্ডিয়া ক্লাব" নামে একটী, ইংরাজ ও এদেশীয় সভ্য মিশ্রিত ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ক্লাবের কার্য্য-বিবরণী পাঠে আমরা জানিতে পারিতেছি, অতি অল্প ব্যয়েই ইহার কার্য্য সুন্দররূপে চালিত হইতেছে।

কেবল সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বঙ্গবাসিগণের জন্য, কলিকাতায় একটী ক্লাব স্থাপন করিতে এবং মফস্বলে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকারে ক্লাব স্থাপন করিতে, প্রথমতঃ কি পরিমাণ ব্যয়ের আবশ্যক এবং মাসে মাসেইবা কত ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে; এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা আলোচনা করিব ॥

(ক্রমশঃ)

রোমীয় কাব্য উদ্যান হইতে নৈতিক পুষ্প সংগ্রহ।*

"Quid quid Praeceics, esto brevis."

যখন কোন নৈতিক উপদেশ উপস্থিত করিবে, তখন তাহা যত সংক্ষিপ্ত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। নীতিকথা সাধারণের প্রিয় নহে।

"Scribendi recte sapere est principium et fons."

ভাল লিখিবার প্রথম সূত্র ও মূলস্থান হইতেছে,—ভাল করিয়া চিন্তা করিতে অভ্যাস করা।

—•—

"Quid de quoque viro, et cui dicas, saepe caveto—"

যে কথা তুমি বল, তাহা ভাবিয়া বলিও এবং যাহাকে বলিতেছ তাহাও ভাবিও।

—•—

"Rem facias rem
Recte si possis si non quocunque modo rem."

সম্পদ্—সম্পদ্, যদি তুমি পার, তবে সৎ উপায়েই বৃদ্ধি করিও। কিন্তু তাহা যদি না পার, তথাপি যে উপায়েই হউক, চেষ্টা করিও।

(ঠিক এই ভাবের একটি কবিতা আমরা ইংরাজ কবি পোপের গ্রন্থেও পাঠ করিয়াছি। যথা—

"Get wealth and power, if possible with grace ;
If not, by any means, get wealth and place."

অনুবাদ—অর্থ ও ক্ষমতা লভ থাকি সৎপথে।
যদি নার, তবু তারে লভ কোন মতে ॥

—•—

"Qui cupit optatam cursu contingere metam,
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit."

যে ব্যক্তি সত্বর অভিলষিত সীমায় উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে প্রথম হইতেই অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

—•—

* রোমের প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি HORACE এর গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহিত। উদ্ধৃত শ্লোকগুলির অবিকল অনুবাদ, সহজ-বোধ্য হইবে না আশঙ্কায়, মর্ম্ম মাত্র অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

"Principiis obsta, sers medicina paratur
Cum mala per longas convaluere moras."

গোলযোগের সূত্রপাতেই তাহা নষ্ট কর। যখন পীড়া বদ্ধমূল হয়, তখন হয়ত ঔষধ প্রয়োগের আর সময় থাকে না।

—•—

"Omnem cleste diem libi diluxisse supremum."

মনে কর যে অদ্য তোমার জীবনের শেষ দিন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক। এই বিশ্বাস কর যে মৃত্যু, যে কোন সময়েই হইতে পারে।

—•—

"Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus."

পর্ব্বতের প্রসববেদনা উঠিল কিন্তু সন্তান হইল কি না ইন্দুর-শাবক। অর্থাৎ সামান্য কার্য্যের বৃহৎ ভূমিকা হাস্যজনক।

—•—

"Quid rides:
Mutats nomine de te fabula narrateer."

তুমি হাস্য কর কেন?

নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া তোমার নামটি গল্পে লাগাইয়া দেও, দেখিবে তোমার পক্ষেও ইহা ঠিক খাটিতেছে!

—•—

"Post factum nullum consilium."

কার্য্য করিবার পুর্ব্বে পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করিয়া পরামর্শ করিবার ফল কি?

(এই ভাবে একটি ইংরাজি প্রবাদ বাক্যও আছে। যথা—

"After the deed is done what is the need of consultation?"

এই ভাবের উপদেশ পূর্ণ অন্য প্রণালীর একটি সংস্কৃত শ্লোকও আছে—

"নির্ব্বাণ-দীপে কিমু তৈলদানম্,
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতা বিলাসঃ,
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ?"

—•—

"Movet cornicula risum furtivis nudata coloribus."

কাকে তালকে নিজের সামগ্রী বলিয়া ব্যবহার করিতে যাইয়া, ফেলিয়া দিয়া হাস্যাস্পদ হয়। অর্থাৎ একজন অন্য জনের মত বা চিন্তাকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে বসিয়া, সাধারণের হাস্যভাজন হয়।

—•—

"Per multum risum, soteris congnoscere stultum."

উচ্চ হাস্য দ্বারা পাগলামির পরিচয় প্রদান করা হয়।

(গোল্ড স্মিথ তাঁহার একটি কবিতাতেও এইরূপ একটি ভাব বিন্যস্ত করিয়াছেন—

"And the loud laugh that spoke the vacant mind."

—•—

"Rusticus Eexpectat dum definat amnis at ills
Labitur et labetur in omne volubilis aevum."

এক চাষা, নদীর তীরে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে যে, জল, বেগে চলিয়া যাইতেছে, আর একটু থাকিলেই অবশিষ্ট জলখানি চলিয়া যাইবে, তখন আমি শুষ্ক নদী পার হইব। মুর্খতা এইরূপই প্রতারক।

—•—

"Quid leges sine moribus
Vanae proficiunt ?"

নীতি শিক্ষা না হইলে, অলস আইনে কি করিতে পারে ? মানুষের যদি নীতি মন্দ হয়, তবে অতি বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞের প্রবর্ত্তিত আইন কানুনের প্রবীন দণ্ড ভয়েও কোন ফল হয় না।

ফলিতার্থ এক।

মুসলমানধর্ম্মের আদিপুরুষ মহম্মদ, তাঁহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া একদিবস বলিয়াছিলেন,—"তোমরা সকলে অমুক সময়ে উপস্থিত হইও, দেখিবে আমার আদেশে সম্মুখস্থ ঐ বৃহৎ পর্ব্বতটি আমার সহিত সম্মিলিত হইবে"। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলেই উপস্থিত হইল। মহম্মদও বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পর্ব্বত-সম্মুখস্থ মাঠের এক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই তিনবার পর্ব্বতকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন। সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, পর্ব্বত একপাদও অগ্রসর হয় না। তখন অনুচর ও শিষ্যবর্গ বারংবার পর্ব্বতের অবাধ্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মহম্মদ কোন উত্তর না দিয়া ক্রমে একপদ দুই পদ করিয়া পর্ব্বত-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; অবশেষে পর্ব্বতের মূলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল,—"প্রভু এ কিরূপ ?" মহম্মদ তখন গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রিয় শিষ্যবৃন্দ ! মহম্মদের মুখের বাক্য কখন অন্যথা হইতে পারে না। আমি বলিয়াছিলাম,—"তোমরা দেখিবে পর্ব্বতের সহিত আমার সম্মিলন হইবে। যদি পর্ব্বত মহম্মদের নিকটস্থ না হয়, তবে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকটস্থ হউক ! মহম্মদের বাক্য অন্যথা হইবে না।"

মুসলমানদের ইতিহাসের এই ঘটনাটি অদ্য ভারতবর্ষে অন্যরূপে অভিনীত হইতেছে। ভবিষ্যদ্দর্শী আর্য্য-ঋষিগণ ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্র আঁকিতে বসিয়া কল্কিপুরাণে লিখিয়াছেন,—"এ সময়ে সকলে একাকার হইবে ; এক বর্ণ হইবে ; ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণ হইবে" ইত্যাদি। আর্য্য-মুনি-ঋষিগণের মুখের বাক্য অন্যথা হইতে পারে না। যখন এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ শূদ্র হইয়া উঠিতে পারিল না, তখন কাজেকাজেই পর্ব্বত মহম্মদের নিকটস্থ না হইলে মহম্মদকেই পর্ব্বতের নিকটস্থ হইতে হয় ;—শূদ্রগণকেই ব্রাহ্মণ হইতে হয়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণে উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের 'নে'টুকু বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ রাখিয়া এক নূতন সৃষ্ট পদার্থ হইতে ইচ্ছুক হইতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ সে স্রোত ফিরিয়া গেল,—ব্রাহ্মণে আর উপবীত ত্যাগ করেন না, আপনাকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতেও ইচ্ছা করেন না। কাজেকাজে মুনিঋষিদিগের বাক্যের যথার্থতা রক্ষা করিবার জন্য অগত্যা শূদ্রজাতিকে উপবীত গ্রহণ করিতে হইতেছে। কায়স্থগণ ব্রহ্মার 'কায়া' হইতে উদ্ভব হইয়াছেন—স্থির করিয়া নানা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। পশ্চাতের লোক, অগ্রে যায়, দেখিয়া বৈদ্যগণ তামাদি দোষ খণ্ডন করিয়া পৈতৃক স্বত্ব উপবীতের দাওয়া

উপস্থিত করিলেন। কোন পক্ষ হইতে আপত্তি উপস্থিত না হওয়ায় এক তরফা ডিক্রিতে বৈদ্যগণ উপবীত প্রাপ্ত হইলেন। সুবর্ণবণিক অধিক পুঁথি পাঁজি না ঘাঁটিয়া স্বীয় নামের সরল ব্যাখ্যা করিয়াই উপবীতের উপর দাওয়া করিতে পারেন দেখিয়া তিনিই বা কেন মৌন হইয়া থাকিবেন বিবেচনা করিলেন। তবে আশুই ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণের তাদৃশ আবশ্যক হইতেছে না দেখিয়া তাঁহারা বৈশ্য নাম গ্রহণ করিয়াই এক্ষণে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন। কায়স্থ এবং বৈদ্যগণের ন্যায় কলিকাতায় সুবর্ণবণিকগণেরও একটি সভা হইয়াছে। অতঃপর আমরা শুনিতেছি,—এক্ষণে বস্ত্রব্যবসায়ী যুগীরাও উপবীত গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না, যে আমরা কৌতুক করিতেছি। প্রকৃতই একটি নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ২১ মার্চ্চ তারিখের "ষ্টেটস্‌ম্যান" সংবাদ পত্রিকায় আমরা দেখিতে পাইলাম, গোবরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রব্যবসায়ী যুগীরা উপবীত গ্রহণের জন্য বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে *।

কিছু দিবস পূর্ব্বে একস্থানে আমরা কএকজন বন্ধু বসিয়া আছি,এমন সময় একজন হাড়ি আসিয়া "ব্রাহ্মণে ভোং নম" বলিয়া নমস্কার করিয়া বসিল। "ভোং নম" শুনিয়াই আমরা সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। আমাদের একজন বন্ধু, ব্যক্তিটিকে জানিতেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"বাদলা এ কি রে?" বাদলা হাড়ি, তখন একটু মৃদু হাসিয়া হাসিয়া বলিল,—"আজ্ঞে, এই পৈতে দেখুন, ব্রাহ্মণ হয়েছি। ও পাড়ার কায়স্থ বাবুরা নাকি ব্রহ্মার "কায়া" হ'তে বেরিয়েছেন বলে ক্ষত্রিয় হচ্ছেন, আমাদের ত বেশি জোর আছে, আমরা হাড়ি ব্রহ্মার খাঁটি হাড়ের ভিতর হ'তে আমরা বেরিয়েছি। আপনারা বামন ঠাকুর, ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়েছেন,—আপনারা ব্রহ্মার বমি, আর আমরা ব্রহ্মার হাড়ের মজ্জা!" এই বলিয়া আর একবার "ব্রাহ্মণে ভোং নম" বলিয়া বাদলা হাড়ি টলিতে টলিতে প্রস্থান করিল। আমরা তখন হাঁসিয়াছিলাম।

কিন্তু এক্ষণে এই ঘটনাটি স্মরণ হইলে আর আমরা হাসি না; কেননা এখন আমরা দেখিতেছি ইহা আর কিছুই নহে,--ইহা কেবল পর্ব্বত মহম্মদের নিকটস্থ হইল না দেখিয়া মহম্মদই পর্ব্বতের নিকটস্থ হইতেছে।

কেবল এদেশে নহে, আজি কালি আর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া ইয়োরোপের জারমেন জাতিও আপনাদের নামের পশ্চাতে "শর্ম্মণ" শব্দ যুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিলাতের বড় বড় লোক উপবীতের ন্যায় লম্বমান করিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত দীর্ঘ চেইন ঝুলাইয়া তাহাতেই ঘড়ী বা চশমা সময় সময় সংযুক্ত করিয়া রাখিবার প্রথা নামাইয়াছেন।

* Here is an instance of how strong and universal has been our rage for social reformation. The *joyees*, a low class people, weavers by profession, and in habits half-way between Hindoo and Mussulman, are taking the holy thread. They say that they were formerly Brahmins, but how they have come to be our weavers I leave to our Pundits to determine.

(THE STATESMAN—21 MARCH.)

ইহার পর কল্কি পুরাণের—

"সূত্রমাত্রেণ বিপ্রত্বং দণ্ডমাত্রেণ মস্করী॥" (ইত্যাদি)

এ বাক্যের আর ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। কলিযুগে সকলেই অব্রাহ্মণ হইবেন, মুনি বাক্য সিদ্ধ হইল। পর্ব্বতই মহম্মদের নিকটস্থ হউক বা মহম্মদই পর্ব্বতের নিকটস্থ; ফলিতার্থ এক।

পাঠকগণ এই প্রবন্ধটিতে এরূপ তিক্ত ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া প্রবন্ধ-লেখকের উপর বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে এই উত্তর, যে এক্ষণে দিন দিন জ্ঞানের বিস্তারে সমাজের কুসংস্কার সকল দূরীভূত হইবে, তাহা না হইয়া প্রাতঃকালের সূর্য্য মধ্যাহ্নের দিকে না জাইয়া আবার ঘুরিয়া রাত্রের অভিমুখে যাইতেছে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়াছি। দারুণ কষ্টেতেই এই কথাগুলি আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে॥

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

সেবিংস্ ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

প্রায় প্রতি পল্লিগ্রামেই ডাকঘরের সংস্রবে এবং পোষ্টমাষ্টারগণের তত্ত্বাবধানে এক একটি "সেবিংস্ ব্যাঙ্ক" বা সঞ্চয়-ভাণ্ডার এক্ষণে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাদের অভাব অধিক এবং আয় অল্প, তাহাদের হাতে অর্থ আসিলেই ব্যয় হইয়া যায়। এরূপ লোক কিছুতেই দুই টাকা সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারে না। যখন শরীরে শক্তি ও সামর্থ্য থাকে, তখন কোনরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে সত্য, কিন্তু পরে অধিক বয়সে উপার্জ্জনের শক্তি কমিয়া যাইলে অর্থাভাবে উদরান্নের জন্য সেই সকল লোককে নিতান্তই কষ্টে পড়িতে হয়। পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিলে প্রাচীন বয়সে কিংবা পীড়াগ্রস্ত হইলে এরূপ কষ্টে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ব্যতীত পল্লিগ্রামের সামান্য কৃষক বা শ্রমজীবিগণের হাতে একযোগে নিত্য-প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আসিলেই যেমন নানা বিষয়ে অপব্যয় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি তস্কর ইত্যাদি দ্বারা অপহৃত হইবারও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। নিরক্ষর কৃষি প্রজা বা অনাথা বৃদ্ধা রমণী, অনেক সময়, একজনের নিকট বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দুই টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আর তাহা পাইতে পারে না। এইরূপ নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের হিতের জন্য, সচরাচর সকলেই যাহাতে এ সুবিধা ভোগ করিতে পারে এই উদ্দেশে প্রতি-ডাকঘরে এক একটি সেবিংস্ ব্যাঙ্ক বা টাকা জমা রাখিবার আফিস স্থাপন করিয়াছেন। সকল অবস্থার লোকেই নিশ্চিন্ত হইয়া এই স্থানে তাহাদের সঞ্চিত টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারে এবং দরিদ্র লোকে অল্পে অল্পে আজি

দুই আনা, কালি চারি আনা, এইরূপ করিয়া দশ বৎসরে দশ টাকা সঞ্চয় করিতেও পারে। বাক্সে বন্দ করিয়া রাখার ন্যায় অনর্থক টাকাগুলি পড়িয়া না থাকে, কিছু কিছু লাভ হইতেছে দেখিয়া দশজনের মনও আকৃষ্ট হয়, এই উদ্দেশে গচ্ছিত টাকার জন্য কিছু কিছু সুদ দিবারও গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের এই সৎ-উদ্দেশ্যটী সর্ব্বসাধারণে এ পর্য্যন্ত যে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে,—এরূপ বোধ হয় না। কারণ, এতৎ-সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যায়, যে এই সকল সেবিংস্ ব্যাঙ্কে এখন পর্য্যন্তও অধিক পরিমাণে টাকা জমা হইতে আরম্ভ হয় নাই।

নূতন কোন বিষয়ে সাধারণ লোকে,—বিশেষতঃ পল্লিগ্রামবাসি লোকে, সহসা হাত দিতে সাহস করে না। পূর্ব্বে কিংবা আর কোন স্থানে এরূপ হইয়াছে কি না এবং তাহাতে টাকা রাখিয়া লোকের লাভ কি ক্ষতি হইয়াছে? এই সকল বিষয় জানিয়া নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে মানুষের স্বভাবত প্রবৃত্তি জন্মে। দৃষ্টান্তের উপকারিতা ও মাহাত্ম্য এতই উচ্চ-কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই কারণে বিলাতে কি প্রণালীতে সেবিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য হয়? ইহা আগামী সংখ্যায় আমরা আলোচনা করিব॥

(ক্রমশঃ)

সময় নিরূপণ করিবার উপায়।

সময় নিরূপণ করিবার জন্য ঘটিকা যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। ঘড়ির সাহায্যে দিবা কতখানি হইয়াছে? কি রাত্রি কতখানি হইয়াছে? ইহা আমরা নিরূপণ করিতে পারি। সকল লোকের ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া একটী ঘড়ি কিনিবার শক্তি নাই, কিন্তু রাত্রি কতখানি হইয়াছে? বা বেলা কয়টা বাজিয়াছে? ইহা জানিবার সকলেরই প্রয়োজন উপস্থিত হয়। বিষয়ীলোকদিগের সময় ঠিক করিবার ও ঠিক সময় জানিবার যত দরকার হয়, এত আর কাহারই হয় না। অর্থের অপ্রতুলতা নিবন্ধন, একটি ঘড়ী ক্রয় করিয়া এ অসুবিধা দূর করিবার সামর্থ্য সকল লোকের নাই, এই কারণে অধিকাংশ লোককেই প্রতিবেশী কোন ধনী লোকের গৃহ হইতে, কিংবা (কলিকাতা হইলে) পথি পার্শ্বের গির্জার ঘড়ী দেখিয়া কিংবা সুদূরে রেল-গতায়াতের শব্দ শুনিয়া সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়। ইহার অভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কয়টা বাজিয়াছে ঠিক করিতে হয়। ইহাতে সাধারণের কত অসুবিধা এবং সময় সময় কত ক্ষতি হয়, তাহার সীমা নাই। এই কারণে পাঠকগণকে আমরা বিনা মূল্যের অথচ সর্ব্বদা ঠিক সময় জানা যাইতে পারে, এরূপ একটি ঘড়ী অদ্য উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমরা পাঠকগণকে যাহা অদ্য উপহার দিতেছি, পরিশুদ্ধ রূপে বলিতে হইলে তাহাকে ঘড়ী না বলিয়া স্বাভাবিক ঘড়ী হইতে সময় দেখিয়া লইবার একটি

যন্ত্র বলা সঙ্গত। এই যন্ত্র-কয়েকটি হৃদয়ের মধ্যে রাখিলেই পাঠক যেখানে যখন গমন করুন না কেন, সকল স্থান হইতেই কতখানি বেলা হইয়াছে বা রাত্রি হইয়াছে? ইহা ইচ্ছা করিলেই পরিশুদ্ধ রূপে জানিতে পারিবেন। এ যন্ত্রটী আমাদের নিজের আবিষ্কৃত নহে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের প্রীতির জন্য আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"ছায়া-পাদ-রসোপেতে একবিংশশতং ভজেৎ।
লব্ধাঙ্কে ঘটিকা জ্ঞেয়া শেষাঙ্কে চ পলাঃ স্মৃতা॥"

এই বচনের সাহায্যে দিবার যে কোন সময়ে হউক না কেন, সূর্য্যের কিরণে দাঁড়াইয়া নিজের শরীরের ছায়া মাপ করিয়া কত দণ্ড কত পল বেলা হইয়াছে, ইহা পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ্মরূপে স্থির করা যাইতে পারে। শরীরের যে দিকে ছায়া পড়ে, সেই দিকে মুখ করিয়া শরীরের ছায়ার শেষ সীমায় একটি চিহ্ন দিয়া বাম পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ছায়ার শেষ চিহ্নিত স্থান পর্য্যন্ত, যত পাদ ব্যবধান হইবে অর্থাৎ ছায়ার দৈর্ঘ্য যত পাদ হইবে, তত অঙ্ক লিখিয়া তাহাতে ৬ যোগ করিতে হইবে। তৎপর ১২১ অঙ্ককে পূর্ব্বোক্ত যুক্ত অঙ্ক দ্বারা হরণ করিয়া যত বার যাইবে, তত দণ্ড এবং উদ্বৃত্ত যত অঙ্ক থাকিবে, তত পল, বেলা; ইহাই স্থির করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত—মনে করুন, বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে শরীরের ছায়ার শেষ সীমার দৈর্ঘ্য আট পাদ হইল। ৮ সহিত ৬ যোগ করিতে হইবে। যোগ করিয়া হইল ১৪। এক্ষণে ১২১ কে ১৪ দ্বারা হরণ করিতে হইবে।—

১৪) ১২১ (৮ দণ্ড।
১১২
———
৯ পল।

এতদ্দ্বারা জানা গেল,—বেলা ৮ দণ্ড ৯ পল হইয়াছে। আড়াই দণ্ডে ইংরাজী এক ঘণ্টা। অতএব ৮ দণ্ড ৯ পলে প্রায় ইংরাজী ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট হইবে। ৬ টায় প্রভাত হইলে ৬ সহিত ৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট যোগ করিয়া স্থির করিতে হইবে বেলা নয়টা বাজিয়া ১৬ মিনিট হইয়াছে।

কাষ্ঠ খণ্ড, বৃক্ষ পত্র ও সূত্র দ্বারা সময় পরিমাণ জানিবার আর কয়েকটি সঙ্কেত আছে, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না॥

দিবার সময় নিরূপণ করা যেমন সহজ, রাত্রির সময় নির্দ্ধারণ করা তদ্রূপ সহজ নহে। সূর্য্যের গতির ন্যায় চন্দ্রের গতি নহে। প্রতি দিবস এক স্থান এবং এক সময়, চন্দ্রের আকাশে উদয় হয়-না। অমাবস্যাদি তিথিতে আদৌ এককালেই চন্দ্রের উদয় হয় না। এই কারণে নক্ষত্র দ্বারা রাত্রে সময় নিরূপণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এক নক্ষত্র দ্বারা প্রত্যহ সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে না। নক্ষত্র দ্বারা রাত্রে সময় নিরূপণ করিতে হইলে, অগ্রে নক্ষত্র-পরিচয় হওয়া আবশ্যক। মুখে বলিয়া এবং সাক্ষাতে থাকিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া না দেখাইয়া দিলে কোন্ নক্ষত্র কিরূপ? এবং কোন্ স্থানে কখন কোন্ নক্ষত্র থাকে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন,—এমন কি অসম্ভব। তবে অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কতকাংশে অনুমানে বুঝিতে পারেন,

এই আশয়ে আমরা নক্ষত্রগুলির আকার এবং কয়টি তারায় এক একটি নক্ষত্রের দেহ গঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিতেছি। যথা—

নক্ষত্রের নাম।	আকার।	যে কয়েকটী তারায় দেহ গঠিত হইয়াছে।
শ্রবণা	বাণের মত	৩
ধনিষ্ঠা	মাদলের মত	৫
শতভিষা	মণ্ডলের আকার	১০০
পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	ভারের মত	২
উত্তর ভাদ্রপদ	দুইটী মাথার ন্যায়	২
রেবতী	মাছের মত	৩২
অশ্বিনী	ঘোড়ার মত	৩
ভরণী	'ব' অক্ষরের মত	৩
কৃত্তিকা	দীপশিখার মত	৬
রোহিণী	গাড়ির মত	৫
মৃগশিরা	বিড়ালের পায়ের মত	৩
আর্দ্রা	উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়	১
পুনর্ব্বসু	ধনুকের মত	৫
পুষ্যা	+	১
অশ্লেষা	কুক্কুরের লাঙ্গুলের মত	৫
মঘা	ঐ	৫
পূর্ব্বফল্গুণী	+	২
উত্তরফল্গুণী	+	২
হস্তা	মানুষের হাতের মত	৫
চিত্রা	মুক্তার ন্যায় বর্ণ	১
স্বাতি	লালবর্ণ	১
বিশাখা	তোরণের মত	৫
অনুরাধা	সর্পের মত	৭
জ্যেষ্ঠা	+	৩
মূলা	শঙ্খের মত	৯
পূর্ব্বাষাঢ়া	কুলার মত	৪
উত্তরাষাঢ়া	কুলার মত	৪

এই সকল নক্ষত্র যতক্ষণ রাত্রির পর, যে দিন যে স্থানে উদিত হইবে, ইহা জানা থাকিলেই রাত্রির সময় নিরূপণ করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা করিব॥

লটারি বা অদৃষ্টপরীক্ষা ক্রীড়া।

সম্প্রতি হায়দারাবাদের লটারির ফলাফল সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকে টিকিট ক্রয় করিয়া একটাকার বিনিময়ে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়া এক দিবসে 'বড় লোক' হইবেন বলিয়া কএক মাস যাবৎ আশা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেরই আশা নিষ্ফল হইল। লক্ষ লোকের মনস্তাপের বিনিময়ে একজনমাত্র অদৃষ্টবান্ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। যিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন, তিনি এবং তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ত কথাই নাই,—যিনি টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, যিনি একখানি টিকিট ক্রয় করিতে একবার মনে মনে ইচ্ছাও করিয়াছিলেন, অথবা যাঁহার বন্ধু বান্ধব বা পরিচিতমধ্যেও কেহ একখানি টিকিট ক্রয় করিয়াছেন, অদ্য সকলেই যেখানে সেখানে "লটারির" কথা লইয়া বিব্রত। পল্লিগ্রামে, নগরে, সকল স্থানেই কেবল এই লটারির ফলাফলেরই আলোচনা। এই সময়ে "লটারি বিষয়টি কি?" এরূপ প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হইতে পারে এবং এই চিত্তাকর্ষক ক্রীড়ার সম্বন্ধে দুই

চারি কথা জানিবার জন্যও অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। বিশেষত এই ক্রীড়ার সহিত দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় ও সাধারণ আর্থিক অবস্থার কিরূপ সুদূর সম্বন্ধ, ইহাও প্রসঙ্গ ক্রমে দেখান আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

"লটারি" শব্দের ঠিক বাঙ্গালা অনুবাদ যাহাই হউক, আমরা উহার পরিবর্ত্তে এস্থলে "অদৃষ্ট-পরীক্ষা ক্রীড়া" শব্দ ব্যবহার করিলাম। লটারি বা অদৃষ্টপরীক্ষা ক্রীড়া এদেশে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, কোন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আমরা এ পর্য্যন্ত ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। সম্ভবত এরূপ প্রণালীর ক্রীড়া প্রাচীন কালে এদেশে প্রচলিত ছিল না। "ধর্ম্ম গুলি" দ্বারা সময় সময় অর্থী প্রত্যর্থীর বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার প্রথা ছিল সত্য, কিন্তু উহাকে বোধ হয় লটারি বলিয়া গ্রহণ না করিলেও করা যাইতে পারে। মুসলমানদিগের সময় অন্য প্রণালীতে ইহা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সাধারণত " চিঠিখেলা " কোন কোন স্থানে " সুরতিখেলা " বলিয়া একরূপ ক্রীড়া, যাহা আমরা এক্ষণে এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই, তাহারই অন্যতম নাম " লটারি " বা " অদৃষ্ট পরীক্ষা ক্রীড়া। "

এই ক্রীড়া মুসলমান এবং ইংরাজ জাতির মধ্যে বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দেও যে ইংলণ্ডে এই ক্রীড়া প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। এই সময় ইংলণ্ডে এই ক্রীড়ার এতদূর বিস্তৃতি হইয়াছিল, যে রাজপুরুষগণকে ইহার জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। লোকের প্রচুর ক্ষতি হইতে আরম্ভ হওয়ায় এবং ইহার অনিষ্টকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, কুইন্ এলির রাজত্বকালে অবশেষে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে একটি আইন প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বসাধারণকে এই ক্রীড়ার অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছিল।

এই ক্রীড়ার অনিষ্টকারিতা কিরূপ, তাহা বোধ হয় সামান্যরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন কার্য্যে একদিকে একটাকা ক্ষতি, অন্যদিকে একলক্ষ টাকা লাভের সম্ভাবনা, উপস্থিত দেখিলে সেরূপ কার্য্যে এক টাকা ব্যয় করিতে স্বভাবতই প্রবৃত্তি জন্মে। বনিক্‌গণ একদিকে দশহাজার টাকা লাভ, অন্য দিকে লক্ষটাকা ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়াও লাভের আশায় ক্ষতির আশঙ্কা না করিয়াও অনায়াসে বর্ষাকালের পূর্ণদেহ-পদ্মার স্রোতে বাণিজ্যসামগ্রীপূর্ণ নৌকা ভাসাইয়া দেয়, সেরূপ স্থলে এক টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়াও লক্ষটাকা পাইবার আশায় একটী টাকা লটারির স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সাধারণের কেননা প্রবৃত্তি জন্মিবে ?

কাজেকাজেই লটারির বিজ্ঞাপন সংবাদ পত্রিকায় দেখিলেই ইংলণ্ডের লোক উন্মত্ত হইয়া টাকা প্রেরণ করিতে থাকিত। সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট লোকেরা লটারির নাম করিয়া প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে দীনদরিদ্র অন্নহীন বস্ত্রহীন লোকেরাও লক্ষ টাকা পাইবার মোহিনী-আকর্ষণী শক্তিতে নিজের উদ-

রের দিকে দৃষ্টি না করিয়াও ভিক্ষোপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই এই উদ্দেশে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পকারগণ স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় ও কার্য্যের প্রতি মন না দিয়া তাহাদের যে যৎকিঞ্চিৎ আয় হইত, সমস্তই লটারিতে ব্যয় করিতে লাগিল। লটারি ক্রীড়ার এই সকল কু-ফল দেখিয়া রাজপুরুষগণকে আইনের দ্বারা উহা নিবারণের চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। যদিও কুইন্ এলির রাজত্ব সময়ে পারলিয়ামেণ্টের আইন দ্বারা ইংলণ্ড হইতে লটারি ক্রীড়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পরে এক সময় গবর্ণমেণ্টের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় অথচ টেক্স ইত্যাদি কোন উপায়েই সে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় এবং কেবল ঋণ গ্রহণ ব্যতীত আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ হইবার আর উপায় না দেখিয়া, রাজপুরুষগণ, অবশেষে লটারি ক্রীড়ার সাহায্যে আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ করিতে মনঃস্থ করিলেন। এইরূপে ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে দশলক্ষ টাকা লটারি দ্বারা উঠাইয়া লইতে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং বাধ্য হইয়াছিলেন। তদবধি প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লটারি ক্রীড়া উপস্থিত করিয়া সময় সময় আবশ্যকমত বহুতর টাকা সংগ্রহ করা হইত। ইহা হইতে কেবল বিলাতেই নহে, ইংলণ্ডের প্রায় সকল রাজ্যেই এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠিল। এখনও ফরাসি, অষ্ট্রিয়া, জারমেনি প্রভৃতি দেশে প্রায় প্রতি বর্ষেই কোন না কোন উপলক্ষে লটারি দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। লটারির প্রথা এক সময়ে ইংলণ্ডে এতদূরই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, যে "ইংলণ্ডের আইনসংগ্রহ" মধ্যে আমরা একটা আইন এমনও দেখিতে পাইতেছি যে লটারি কেবল আইন-অনুমোদিত নহে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে উহাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টে পাঁচশত টাকা কর দিতে হইবে। এই আইনটী ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইহার কু-ফল হাতে হাতে যখন দেখা যাইতে লাগিল, তখন ব্যবস্থাপকদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্স্ লটারির অপকারিতা অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটি বা সভা নিযুক্ত করেন। এই সভা ইংলণ্ডের নানা স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া একটী রিপোর্ট প্রকাশ করেন। কএক খণ্ডে এই রিপোর্ট খানি শেষ হয়, কিন্তু প্রবন্ধ লেখকের আয়ত্বাধীনে ইহা একখানিমাত্রের অধিক না থাকায় পাঠকগণকে এই অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক রিপোর্টের সারমর্ম্ম অবগত করাইতে পারা গেল না। কিন্তু প্রথম খণ্ডের একস্থল হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকগণকে দেখাইতেছি ;—ইংলণ্ডে এই ক্রীড়াদ্বারা কতদূর ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছিল।—

"The foundation of the lottery system is so radically vicions, that your committee feel convenced that under no system of regulations that can be devised will it be possible for parliament to adopt it as an efficacions source of revenue, and at the same time divest it of all the evils of which it has hitherto proved so baneful a source."

এই সকল আন্দোলনের ফলে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে একটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ

হইয়া লটারি ক্রীড়া একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। তবে উক্ত আইনের বর্জ্জিত বিধি দ্বারা কোন কোন স্থলে এই ক্রীড়া দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।*

পারলিয়ামেন্টের এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরে এদেশে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টও একটী আইন প্রণয়ন করিয়া এদেশ হইতে লটারি ক্রীড়া উঠাইয়া দিয়াছেন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রায়ই কোন না কোন কার্য্য উপলক্ষে লটারি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা হইত। কলিকাতার বৃহৎ বৃহৎ পূর্ব্বতন রাজঅট্টালিকার অনেকগুলিই এইরূপে লটারি-সংগৃহীত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। পাঠকগণমধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন পুরাণের নন্দনকানন সম "ইডন গার্ডেন"টিও এইরূপ লটারির টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে।

কথিত আছে কলিকাতার কোন আফিসের একজন ক্ষুদ্র কেরাণী দশ টাকার টিকিট ক্রয় করিয়া পঞ্চাশহাজার টাকা মূল্যের একটী বাড়ী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইয়োরোপের মধ্যস্থ পারিস নগরীর একজন দরিদ্র লোক, এই ক্রীড়াতে একযোগে অকস্মাৎ এক লক্ষ টাকা পাইয়া আনন্দে অজ্ঞান হইয়া অল্পক্ষণ পরেই মরিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি আর একটী এইরূপ ঘটনা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে একজন সাহেব "ভিয়ানা লটারি"র একখানি টিকিট ক্রয় করেন। ইনি দীর্ঘকালেও ইহার ফলাফল জানিতে পারেন না। ইহাঁর শরীরের অবস্থার সহিত, ইহাঁর বৈষয়িক অবস্থাও দিন দিন মন্দ হইয়া ক্রমে ইহাঁর যাহা কিছু ছিল, ঋণের জন্য বিক্রয় হইয়া যায় এবং ইহাঁরও মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর, এই হতভাগ্য ব্যক্তির যে যৎকিঞ্চিৎ অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা রাজপুরুষগণের হস্তগত হয় এবং ইহাঁর বাক্সে অন্যান্য কাগজ পত্রের মধ্যে "ভিয়ানা লটারি"র টিকিট একখানি পাওয়া যায়। তাঁহার টিকিটের নম্বরের সহিত সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত নম্বরের মিল করিয়া দেখাগিয়াছে;—তিনিই দেড় লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন! এই সাহেবের উত্তরাধিকারী কেহই নাই এরূপ শুনা গিয়াছে। এক্ষণে এই টাকা কি অবস্থায় থাকিবে? এই বিষয় বিবেচনা হইতেছে। এই টাকাটি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কিম্বা ভিয়ানা গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য? ইহাই বিচারের স্থল।

লটারি ক্রীড়ার প্রথা পুনঃ প্রচলিত হউক! এক্ষণে এই বিষয় লইয়া আবার আলোচনা হইতেছে। অল্প দিবস হইল ইংলণ্ডের London Institute of Bankers. সভায় মিঃ ওয়াগফোর্ড নামক একজন সাহেব Lotteries and the part they have had in state and private finance. শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে আবার এই লটারি ক্রীড়ার প্রথা প্রচলনের আবশ্যক আছে কি না? এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

এদেশেও কোন কোন সংবাদ পত্রিকায় এক্ষণে এই বিষয়ের আলোচনা হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ইহার অনুকূলে যত যুক্তিই দেওয়া হউক না কেন, ইহার পুনঃ প্রচলন

* [illegible] 9, 10, Vict. c. 48. [illegible]

দ্বারা উপকারের অপেক্ষা দরিদ্র ভারতবাসিগণের অপকারেরই অধিক সম্ভাবনা। লটারি বা অদৃষ্ট-পরীক্ষা ক্রীড়ার অপকারিতা সম্বন্ধে "Wealth of Nations" গ্রন্থের এক স্থলে প্রসিদ্ধ এডাম স্মিথ অতি অল্প কথায় সুন্দর ও অকাট্য যুক্তি দিয়া যে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে লটারির দোষ প্রদর্শন করাইয়া দিবার ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই আছে। এই কারণে এডাম স্মিথের মূল্যবান সেই কয়েকটি বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

"লটারিতে লাভের সম্ভাবনাই প্রত্যেক মানুষ অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকে; ক্ষতির সম্ভাবনা অল্পই দেখে। এ পর্য্যন্ত জগতে কেহই বিশুদ্ধ লটারি দেখিতে পায় নাই,—পাইবার সম্ভাবনাও নাই। এমন লটারি কখনই হয় নাই যাহাতে লোকের ক্ষতির সংখ্যার অনুরূপ লাভ হইয়াছে। এরূপ হইতেও পারে না—কারণ তাহা হইলে উদ্যোগ-কর্ত্তাগণের থাকিবে কি? রাজকীয় লটারিতে আরো ক্ষতি হয়।" * * * "শান্তস্বভাব লোকে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ টাকার জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করাকে দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন না। ইহা সকলেই জানেন যে সামান্য এক টাকা দুই টাকা করিয়া যত টাকা পুরস্কার বা লাভ পাইবার প্রত্যাশায় দেওয়া হয়, মূল পুরস্কারের টাকাটা তাহা অপেক্ষা কুড়ি পঁচিশ গুণ ন্যূন। অনেকে পাইবার সম্ভাবনা অধিক বৃদ্ধি করিবার জন্য অধিক টিকিট ক্রয় করেন; কেহবা তাহা অপেক্ষাও অধিক টিকিটের ভগ্নাংশ ক্রয় করেন। এক টিকিটে যদি ক্ষতির সম্ভাবনা একগুণ থাকে তবে হাজার খানা টিকিট ক্রয় করিলে যে সেই ক্ষতির সম্ভাবনা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হয়; ইহা অপেক্ষা অঙ্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অধিক সুস্পষ্ট আর কি হইতে পারে? যদি তুমি সমস্ত টিকিটই ক্রয় কর! তাহা হইলেও টিকিট ক্রয়ের সমস্ত টাকা যে পাইবে না, ইহা ত নিশ্চয়!—তবে যত অধিক টিকিট ক্রয় করা হয়, ততই যে সেই নিশ্চয়ের অভিমুখে অধিক যাওয়া হয়, ইহাতে আর সন্দেহ কি?"*

শ্রীশ—

---

*"The chance of gain is by every man more or less over-valued, and the chance of loss is by most men under-valued. The world neither ever saw, or ever will see, a perfectly fair lottery, or one in which the whole gain compensated the whole loss; because the undertaker could make nothing by it. In the state lotteries the tickets are realy not worth the price which is paid by the original subscribers, and yet commonly sell in market for twenty, thirty and sometimes forty per cent advance. The vain hope of gaining some of the great prizes is the sole cause of this demand. The soberst people scarce look upon it as a folly to pay a small sum for the chance of gaining ten or twenty thousand pounds; though they know that even the small sum is perhaps twenty or thirty per cent more than the chance is worth. In a lottery in which no prize exceeded twenty pounds though in other respects it approach much nearer to a perfectly fair one than the common state lotteries, there would not be the same demand for tickets. In order to have a better chance for some of the great prizes, some people purchase several tickets, and other small shares in a still greater number. There is not however, a more certain proposition in mathematics than that the more tickets you adventure upon the more likely you are to be a loser. Adventure upon all the tickets in the lottery and you lose for certain; and the greater the number of your tickets the nearer you approach to this certainty."

(Wealth of Nations)

গোলমরিচ।

অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য সামগ্রী, এমন কি যাহা রুলের মধ্যে গণনীয় নহে; এরূপ বিষয় লইয়া আবার একটি প্রবন্ধ কেন? এরূপ প্রশ্ন অনেক পাঠকের মনে সহসা উদিত হইতে পারে। তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে আকার ক্ষুদ্র হইলেও ব্যবসায়ীর ও বিষয়ী ব্যক্তির চক্ষে গোলমরিচ নিতান্ত সামান্য সামগ্রী নহে। সুমাত্রা দ্বীপ এই গোলমরিচের জন্যই জগতের নানা দেশের নিকট বিশেষ পরিচিত এবং নানা দেশের অর্থে পরিপূর্ণ। ইয়োরোপ, এমন কি আমেরিকা হইতেও বণিকগণ আসিয়া বহু অর্থ দিয়া সুমাত্রা দ্বীপ হইতে গোলমরিচ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বিলাতের অনেক বণিক কেবল গোলমরিচের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বড়লোক হইয়াছেন।

ব্যবসায়ীর চক্ষে গোলমরিচের যে কেবল এক্ষণেই এরূপ আদর হইয়াছে এরূপ নহে। এমন কি প্রাচীন রোমের ইতিহাসের মধ্যেও এক স্থলে আমরা এই সামান্য সামগ্রীর উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি। পঞ্চম শতাব্দীতে যখন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এটিলা রোম নগর আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান্ দ্রব্য সকল লুণ্ঠন করিতে থাকেন, তখন অন্যান্য মূল্যবান্ সামগ্রীর মধ্যে চল্লিশ মণ গোলমরিচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

যদিও গোলমরিচের জন্মস্থান সুমাত্রা দ্বীপ এবং সুমাত্রাদ্বীপেই ইহার কৃষি বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে, কিন্তু ইয়োরোপবাসীদিগের নিকট মালাবার উপকূলের উৎপন্ন গোলমরিচ যেমন আদৃত, এরূপ আর কোন স্থানেরই নহে। আম্র ফলের জন্মস্থান লঙ্কা হইলেও ভারতের স্বর্ণভূমিতে আসিয়াই যেমন আম "রসাল" নাম পাইয়াছে তেমনি সুমাত্রা, জাবা প্রভৃতি দ্বীপ গোলমরিচের প্রধান কৃষির স্থান হইলেও ভারতের মৃত্তিকায় আসিয়াই গোলমরিচ ইয়োরোপবাসীদিগের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুমাত্রা দ্বীপে গোলমরিচ পরিমাণে অধিক জন্মিলেও ভারতজাত গোলমরিচেরই মূল্য অধিক।

কেবল মালাবার উপকূলে নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গোলমরিচ সুন্দররূপে জন্মে। ত্রিবাঙ্কুরে বনে জঙ্গলে পর্য্যন্ত গোলমরিচ জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশেও উত্তমরূপে ইহার কৃষি হইতে পারে। গোলমরিচের কৃষিও অতি সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্য। কি প্রণালীতে ইহার কৃষি করিতে হয়, এ বিষয় পশ্চাৎ আমরা বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিতেছি।

গোলমরিচ খাদ্যসামগ্রীরূপে অধিক ব্যবহৃত হইলেও ঔষধস্বরূপেও ইহার ব্যবহার নিতান্ত অল্প নহে। এদেশ হইতে বিলাতে যে সকল গোলমরিচ রপ্তানি হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই ঔষধ প্রস্তুতকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার উপকারিতাও বিস্তর। বিলাতের পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গোলমরিচে নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

১। Acrid soft resin.
২। Volatile oil.
৩। Piperin.
৪। Gum.
৫। Bassorine.
৬। Malic.
৭। Tartaric acid.

গোলমরিচের যে ঘ্রাণ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা সম্ভবত (Volatile) তৈলাক্ত পদার্থের অংশ হইতেই অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ডাক্তারেরা (Stimulant) উত্তেজক ঔষধস্বরূপে গোলমরিচ অনেক সময় ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতিসাররোগে বমন নিবারণের জন্য গোলমরিচ ভাজিয়া তাহার চূর্ণ রোগীকে সেবন করাইয়া অনেক সময় বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গোলমরিচের গাছের মূল টনিক অর্থাৎ বলকারক ঔষধরূপে কখন কখন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। গোলমরিচ দ্বারা (Liniment) মালিস প্রস্তুত করিয়া পুরাতন বাতরোগে ব্যবহার করিলে প্রায় উপকার হয়। গোলমরিচের ক্বাথ অর্থাৎ উষ্ণ-জলে উহা সিদ্ধ করিয়া জল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহা দ্বারা কবল করিলে গলার বেদনা নিবারণ হয়। Vertigo প্রভৃতি শিরোরোগে গোলমরিচ বিশেষ উপকারী। ইস্পিরিটে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া অতিসার ইত্যাদি পীড়ায় কর্পূরের আরক যেরূপ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বিলাতের কোন কোন ডাক্তারের মতে গোলমরিচের তদ্রূপ আরক প্রস্তুত করিয়া অতিসার কেন জ্বর ইত্যাদি পীড়াতেও আসন্নকালে যখন শরীর শীতল হইয়া আইসে সেই সময় ব্যবহার করিলে লুপ্তপ্রায় নাড়ী আবার অনেক সময় জাগিয়া উঠিতে পারে। এই সকল ব্যতীত গোলমরিচের আর একটী বিশেষ গুণ আছে। সেঁকো বিষ আহার করিয়া কেহ মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন কিন্তু সংজ্ঞা আছে এবং হস্তপদ অবশ হয় নাই, এমন সময়েও খানিকটা গোলমরিচ বাটিয়া কোনরূপে রোগীর উরদস্থ করাইয়া দিতে পারিলে, অনেক স্থলেই জীবন রক্ষা হইতে পারে। বিষচিকিৎসায় যদিও গোলমরিচ এইরূপ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে উহা স্বয়ংই বিষবৎ কার্য্য করে। মানুষের পক্ষে অধিকমাত্রায় গোলমরিচ বিষবৎ কার্য্য করে; কিন্তু শূকরের পক্ষে অতি অল্প পরিমাণেও উহা অতি ভয়ঙ্কর অনিষ্টকারী। মানুষের পক্ষে সর্পবিষ যেরূপ শূকরের পক্ষে গোলমরিচও প্রায় তদ্রূপ।

আয়ুর্ব্বেদেও গোলমরিচের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ আছে। গোলমরিচের গুণাগুণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ।
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকি স্যাদপিত্তলম্।"

চিকিৎসকের চক্ষুতে গোলমরিচের যে সকল উপকারিতা এ পর্য্যন্ত আমরা তাহাই উল্লেখ করিলাম। ব্যবসায়ীর চক্ষে গোলমরিচের আর একটি গুণ আছে। গোলমরিচে উৎকৃষ্ট একরূপ মদ প্রস্তুত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোলমরিচের কৃষি অতি সহজ। এদেশে তুঁতের যে প্রণালীতে চাস করা হইয়া থাকে গোলমরিচেরও সেই প্রণালীতে ডাল কাটিয়া রোপণ করিয়া চাস করা যাইতে পারে। বীজের দ্বারাও আবাদ হইতে পারে। বীজ দ্বারা আবাদে অধিক সময় আবশ্যক করে এবং ফলনও তাদৃশ অধিক হয় না; এই কারণে সাধারণতঃ ডাল কাটিয়া কলম করিয়াই উহার

কৃষি করিবার প্রথা সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত। বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া অন্ততঃ এক হস্ত ব্যবধানে গোলমরিচের এক একটী ডাল রোপণ করিতে হয়। মৃত্তিকা সারযুক্ত হওয়া আবশ্যক কিন্তু অধিক নরম এবং ভিজা হইলে ইহার গাছ উত্তমরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। রোপণের তিন বৎসর পরে ফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়। একটু ছায়াযুক্ত স্থান হইলে ইহার কৃষির কিছু সুবিধা হয়। গোলমরিচের আবাদের একটী প্রধান সুবিধা এই যে অন্য বড় গাছের তলদেশে ইহা সুন্দররূপে জন্মিতে পারে। এই কারণে এ দেশের বৃহৎ বৃহৎ আম বা কাঁঠাল বাগানে গোলমরিচের কৃষি অনায়াসে ও অধিক সুবিধার সহিত করা যাইতে পারে। ইহাতে এক দিকে যেমন এক জমি হইতে দুই শ্রেণীর শস্য জন্মিতে পারে, অন্য দিকে বড়গাছের ছায়ায় গোলমরিচের বৃদ্ধি ও কাজে কাজে ফলন ও অধিক পরিমাণে হইতে পারে। গোলমরিচের গাছ লতাইয়া যায় এই কারণে বাঁসের মাচা (মঞ্চ) অর্থাৎ লতার আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ফলগুলি সুপক হইবার একটু পূর্ব্বেই তুলিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ, পরিপক ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। গোলমরিচগুলি ঈষৎ পক অবস্থায় তুলিয়া পরে পরিষ্কার স্থানে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই তখন ব্যবহারোপযুক্ত হয়।

বৈষয়িকতত্ত্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ১৮৯ পৃষ্ঠায় উদ্ভিদের পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমরা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, গোলমরিচের লতায় উহার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার রক্সবার্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কেবল স্ত্রীজাতীয় গোলমরিচের গাছে যে সকল ফল উৎপন্ন হয় তাহা তাদৃশ উত্তম নহে এবং অনেক স্থলেই তাহা অপরিপক অবস্থায় গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে কিন্তু স্ত্রী ও পুংচিহ্ন মিশ্রিত লতায় যে সকল ফল হয়, তাহা অধিকাংশ স্থলেই উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদবিশিষ্ট হয়। এই কারণে পুষ্প উৎপত্তির সময়েই দেখিয়া দেখিয়া স্ত্রীজাতীয় লতাগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়॥

রেসমের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রেসম পোকা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বাগ্রে উহার প্রধান খাদ্য সামগ্রী তুঁত পাতা সংগ্রহের যত্ন করিতে হয়। তুঁতের কৃষি কি প্রকারে করিতে হয় এবং কিরূপ জমিতেই বা তুঁত জন্মে? এই সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে যদিও বঙ্গ দেশের যে যে স্থানে তুঁতের আবাদ আছে, তথায় আসিয়া স্বয়ং এই সকল বিষয় দর্শন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু যে প্রতিবন্ধকে সাধারণের পক্ষে তাহা ঘটিতে পারে না তাহাও আমরা বলিতেছি। তুঁতের কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় গ্রন্থে লিখিয়া পাঠকগণকে জানাইতে পারিবার কতকটা সম্ভাবনা থাকিলেও কিরূপ জমিতে তুঁতের আবাদ করা কর্ত্তব্য? ইহা সম্যক্ রূপে জানাইতে পারা অসম্ভব। এক জেলারই এক এক স্থানে জমির ভিন্ন ভিন্ন নাম। যে জমিকে এক দেশে

"দো আঁশলা" বলে অন্য স্থানে তাহাকে "ভুলি" আবার কোথায় বা তাহাকেই "দোদালি" জমি বলা হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় কোন প্রদেশীয় শব্দ দ্বারা জমির নির্দ্দেশ করিয়া ঐরূপ জমিতে তুঁতের কৃষি করিতে উপদেশ প্রদান করাও যে কথা আর শূন্য মার্গে শস্য নিক্ষেপ করিয়া আকাশের গাত্রে আবাদ করিতে পরামর্শ প্রদান করাও তেমনি কথা। অবোধ্য বশতঃ এই উভয়বিধ পরামর্শই পাঠকগণের নিকট তুল্য রূপে গৃহীত হইবে এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন জমির নাম উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে এবং সাধারণ ভাবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে পাতলা ও সারযুক্ত এবং ঈষৎ কর্দ্দম বা কালবর্ণের মাটিতে তুঁতের আবাদ অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। তুঁতের কৃষি সম্বন্ধে "Observation on the Indian Mulberry tree" Vol 2. V. ৩৭০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। উহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে আমরা প্রকাশ করিতেছি।—

For the cultivation of this tree-plant over Bengal for feeding silkworms, a light, rich, elevated soil is made choice of ; for the Hindoo cultivators say clayey ground or such as allows the water to settle about the roots of the bushes will not do ; the plantations, they say, require to be renewed once in three or four years to insure a constant succession of the best leaves. Cuttings are employed and planted about the close of the rains in rows three feet asunder, and about half that distance in the rows.

A plantation once formed requires no great labor to keep it in order,as the close luxuriant growth of the plants keeps the weeds pretty well under; however, it is necessary to dress the ground now and then and to earth up the plants while young, or when rain washes away the earth from their roots. The ground generally so moist at all times of the year in Bengal as to render irrigation almost unnecessary—an advantage the coast of Coromandel cannot boast of, and will ever render it impossible for that country to cultivate silk at as low a rate as in Bengal.

The plant is usually cut four times in the year, and stripped of its leaves twice. The latter mode is practised during the rains, when cutting the plants would injure them by the water penetrating the cut parts ; besides, by leaving the branches at this season at their full length there is less danger of thus being overflowed during the inundation of the Ganges.

The ryots who cultivate the mulberry bush do not always rear the worm. When they do not, they cut and sell the leaves upon the tender twigs to those who breed the animal but do not cultivate the plant, by the basketful, in some parts called a *coopie*, and which is said to weigh on an average about one hundred pounds avoirdupois. The average price is about three coopies for the Rupee. While the worms are very young, they not only strip the leaves from the twigs, but cut them small ; afterwards, when the worms are larger, the whole leaves upon twigs are given, and they remove the sticks when the leaves are consumed. The annual value of the crop per beegah (the third of an English acre) taking the general average of markets and also the general average of lands in point of quality of the soil may be about Rs 8 ; deducting for the rent of the land Rs 2, it leaves a profit of Rs 6 to the ryot for his labor &c. * * * * *

(ক্রমশঃ)

সাবানের ব্যবসায়।

বিলাতী হার্ড সোপ বা কঠিন সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ইংলণ্ডে চর্ব্বী ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে চর্ব্বীর পরিবর্ত্তে অপরিষ্কার অলিভ তৈল ব্যবহৃত হয় কেহ কেহ এই সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য পাম্ তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়াগনর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে পাম তৈলের পরিবর্ত্তে আমাদের দেশী মৌয়ার তৈল দিলে বেশ চলিতে পারে; চর্ব্বী, অলিভ তৈল, পাম তৈল, মৌয়ার তৈল, রেড়ীর তৈল প্রভৃতি অনেকগুলি তৈল সাবানের জলে সহজে গলিয়া যায়। সুতরাং এই সকল দ্রব্যে

সাবান প্রস্তুত করায় অনেক অল্প পরিশ্রম আবশ্যক করে। চর্ব্বী হইতে সাবান প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ হইতে ছয়, সাত দিন লাগে। তবে ভাল কারখানায় সর্ব্বদা কাজ চালাইলে সপ্তাহে দুই বার অথবা তিন বারও সাবান তৈয়ার করা যায়; এক বার সাবান প্রস্তুত করিতে ৩।৪ দিন লাগে। বার মন চর্ব্বী ব্যবহার করিলে প্রায় কুড়ি মন সাবান তৈয়ার হয়। তৈলে দ্বারাও এই পরিমাণে সাবান প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

সাবান প্রস্তুত করিবার আগে সাবানের জল প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে সাবানের ব্যবসায়ীরা কিরূপে সাবানের জল প্রস্তুত করে তাহা অগ্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের দেশে কঠিন সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে সাজিমাটিই সাবানের জল প্রস্তুত করিবার প্রধান উপকরণ। বিলাতে সাজিমাটির বদলে সোডা এশ বা বাজারে কারবনেট অব সোডা ব্যবহার হয়। সোডা এশে যে কারবনেট অব সোডা আছে, আমাদের দেশী সাজিমাটিতে অর্দ্ধেকেরও অধিক তাহা আছে। সুতরাং অতি সুলভ সাজিমাটি থাকিতে বিলাতী সোডা এশ বা সোডা কষ্টাল্ ব্যবহার করায় আমাদের সুবিধা হইবে না। সে যাহা হউক, সাবানের জল প্রস্তুত করিবার যে উপায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিলাতে প্রায় সেই উপায়েই উহা প্রস্তুত করে। সেখানে ৪।৫ হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ৩ হাত গভীর এরূপ লোহার পাত্রের তলার কিছু উপরে একটি ঝাজরি বসাইয়া তাহার উপর এক পুরু খড় দিয়া তদুপরি কারবনেট অব সোডা বা সোডা এশ এবং নূতন পোড়ান ও ফুটান চুন থাকে থাকে সাজাইয়া দেয় নিম্নতম থাকে চুন থাকিবে। তাহার পর পাত্রটী পূর্ণ করিয়া জল দিয়া ১২।১৩ ঘণ্টা পরে তলার ছিপি খুলিয়া ঐ জল ছাকিয়া লইয়া পাত্রান্তরে রাখিতে হয়। তাহার পর আবার ঐরূপ জল দিয়া ১২।১৪ ঘণ্টা অন্তর তাহা ছাকিয়া লইয়া দ্বিতীয় পাত্রে রাখিবে। এইরূপ ৬।৭ বার সাবানের জল ছাকিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম বারের জলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং শেষ বারের জলে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ক্ষার থাকে। এই সমস্ত জলই ব্যবহৃত হয়। এই সাবানের জলগুলিকে প্রথম বারের জল, দ্বিতীয় বারের জল এইরূপ নাম দেওয়া হয়।

এইরূপে সাবানের জল প্রস্তুত করিয়া পরে সাবানের জলের সহিত তৈল বা চর্ব্বী জ্বাল দিতে হইবে। সাবান জাল দিবার জন্য বড় একটী লোহার কড়ার প্রয়োজন। আমরা ইহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদান করিব। বিলাতে সচরাচর একেবারে ৩০।৪০ মন কখন বা তাহার ৫।৬ গুণ সাবান প্রস্তুত করা হয় সুতরাং সাবান প্রস্তুত করিবার কড়াও সেইরূপ বৃহৎ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ সাবান একেবারে প্রস্তুত করিবে সে সেই পরিমাণে বৃহৎ লোহের কড়া প্রস্তুত করাইয়া থাকে। এই লোহার কড়ার নিম্ন দিয়া একটী নাল বাহির করিয়া কলের নলের জল মুখ বন্ধ করা কলের মত একটী কল (stop cock) তাহার মুখে লাগাইবে। এরূপ না করিলে পম্প বা ছোট বোমা কলের দ্বারা, ঐ কড়ার নীচে যে জল জমিবে, তাহা উঠাইয়া লইতে হয়। ইহাতে কতকটা অসুবিধা হইয়া থাকে।

উল্লিখিত লোহার কড়া মৃদু জালে চড়াইয়া, উহাতে যে পরিমাণে সাবান তৈয়ার করিবে তদনুসারে চর্ব্বী ঢালা হয়। আমাদের দেশে এ প্রথা অনুসারে সাবান তৈয়ার করিতে হইলে, মৌয়ার তৈল কি তিল তৈল যাহা সুবিধা হয় তাহা ব্যবহার করিলেই চলিবে। জাল কয়লার আগুনে দিলেই চলে। জালের কথাও আমরা পরে লিখিব। আমাদের দেশে মোটা কাঠের গুড়ির আগুন উক্ত কড়ার নীচে জালান হইয়া থাকে। এইরূপে চর্ব্বী (কি তৈল) জালে চড়াইয়া তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা কম তেজী সাবানের জল (অর্থাৎ সর্ব্ব শেষে যে সাবানের জল ছাঁকা হইয়াছে তাহা) দিতে হইবে। যদি এক মন চর্ব্বী বা তৈল দেওয়া হয় তবে ৩৬ সের সাবানের জল দিতে হইবে। সাধারণতঃ বিলাতে প্রথম বারে ২৮ মন চর্ব্বী এবং ১৫ মন সাবানের জল দেওয়া হয়। তাহার পর চারি পাঁচ ঘণ্টা জালে ফুটিয়া যখন সাবানের জলের ক্ষারত্ব নষ্ট হয় অর্থাৎ যখন জিবে লাগাইলে আর লোণা লাগে না তখন চর্ব্বী (বা তৈল) অনেক পরিমাণে সাবানে পরিণত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এক্ষণে যদি কড়া হইতে কতকটুকু উঠাইয়া মোটা গড়ার রাখিয়া নিংড়াইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে গড়াতে সাবান লাগিয়াছে দেখা যাইবে। তাহার পর আগুন নিবাইয়া এক ঘণ্টা স্থিরভাবে রাখিলে ইহার জলীয় ভাগ নীচে পড়িয়া যাইবে। বিলাতে সোডা এশ দেওয়া হয়; এই সোডা এশে কতক পরিমাণে লবণ থাকে। সুতরাং আর লবণ

না দিলেও উক্ত জল নীচে পড়িয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের দেশের সাজিমাটি ব্যবহার করিলে লবণ না যোগ করিলে সমস্ত জলীয় পদার্থ সাবান হইতে পৃথক না হইয়া সাবানের সহিত মিলিয়া থাকে। লোণা জলে সাবান গুলে না এই জন্য লবণ যোগ করিয়া জল লোণা করিতে হয়। নীচে যে জল পড়িয়া যায় তাহাতে গ্লিসারিন কিয়ৎ পরিমাণে সোডা সল্‌ফেট আর লবণ মিলিত থাকে। ১০০ মন তৈল বা চর্ব্বীর সাবান করিতে প্রায় সর্ব্ব শুদ্ধ ষোল সত্তর মন লবণ লাগিবে। সাবানের জল সমস্ত নীচে থিতাইলে পূর্ব্বোক্ত কড়ার নীচের কল খুলিয়া অথবা রোমাকল দিয়া সমস্ত জল উঠাইয়া লইতে হয়। তাহার পর ইহাতে পুনর্ব্বার কিছু চর্ব্বী মিলাইয়া (কেহ কেহ বলেন চর্ব্বী আর না মিলাইলেও চলে) তাহাতে সেই পরিমাণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক ক্ষার যুক্ত সাবানের জল মিশাইয়া পুনর্ব্বার মৃদু মৃদু জাল দিতে হয়। পরে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে ঠিক সেইরূপ করিয়া শেষে নীচেকার জল ফেলিয়া দিতে হয়। যাহারা ভাল কারিকর তাহারা প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার এইরূপে জল দিতে পারে। যাহা হউক, ৬।৭ দিন এইরূপ করিয়া ক্রমাগত নূতন নূতন চর্ব্বি বা তৈল মিশাইয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষারযুক্ত সাবানের জলে জাল দিতে হয় ও সেই জলের ক্ষার দূর হইলে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। এই রূপ করিলে তবে ক্রমে ক্রমে সমস্ত চর্ব্বি বা তৈল সাবানে পরিণত হইবে। প্রথমবারে যে ক্ষারের জল দেওয়া হয় তাহার গুরুত্ব ১০০৪০, আর শেষ বারের জলের গুরুত্ব ১০১৩। এইরূপে অল্প ক্ষারের জল হইতে ক্রমে ক্রমে অধিকতর ক্ষারের জল মিশাইতে হয়।

সমস্ত চর্ব্বি কিম্বা তৈল সাবানে পরিণত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া তবে ক্ষারের জল বা সাবানের জল দিয়া জাল দেওয়া শেষ করিতে হয়। পাকা কারিকরেরা উপর হইতে একটু সাবান তুলিয়া হাতে টিপিয়া দেখিলেই সাবান সম্পূর্ণ রূপে তৈয়ার হইয়াছে কি না বুঝিতে পারে। সাবান দুই আঙ্গুলে টিপিলে যদি আঠা আঠা বা তেলা বোধ হয় তবে সাবান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই ; কিন্তু যদি ইহা সম্পূর্ণ নরম হইয়া থাকে, তেলা বোধ না হয়, টিপিলে বেশ ঘন ক্ষীরের মত বোধ হয় ; আর চর্ব্বির মত তাহার আস্বাদ না থাকে তবেই জানিবে যে সাবান প্রস্তুত হইয়াছে। সাবান প্রস্তুত হইয়াছে কি না জানিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় এই, ইহার কতক টুকু লইয়া মদে (অথবা স্পিরিট) গুলিয়া দিয়া জাল দিলে যদি তাহা সম্পূর্ণ রূপে গুলিয়া যায় তবেই সাবান সম্পূর্ণ হইয়াছে, নতুবা সাবান তৈয়ার সম্পূর্ণ হয় নাই।

এই রূপে সাবান প্রস্তুত হইলেও তাহা সম্পূর্ণ ব্যবহারোপযোগী হইবে না। ইহার পরেও আর একবার শুধু জলে অথবা সামান্য ক্ষারযুক্ত জলে জাল দিতে হইবে। যখন জল ও পূর্ব্বোক্ত সাবান সমস্ত একত্রিত হইয়াছে দেখিবে, তখন তাহাতে পুনর্ব্বার অত্যন্ত ক্ষারযুক্ত জল ঢালিয়া জাল দিতে হইবে —এবং অনবরত নাড়িতে হইবে। অবশেষে সাবান সমস্ত একত্রিত হইয়া চাপ বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে সম্পূর্ণ রূপে চাপ বাঁধিয়াছে, তখন নীচেকার আগুন নিবাইয়া লোহার কড়ার মুখ লোহার কি তামার ঢাকনি দিয়া সুন্দর রূপে বন্ধ করিয়া দুই তিন দিন স্থির ভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর ঢাকনি খুলিয়া সাবান ক্রমে উঠাইয়া লইয়া—উপযুক্ত ছাঁচে ফেলিয়া লইলেই উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইল।

উপরে সাবান প্রস্তুত করার যে প্রণালী উল্লিখিত হইল তাহা হার্ড বা কঠিন সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে অবলম্বন করিতে হয়। যদি ইয়েলো [পীত সাবান] বা রঞ্জন সাবান প্রস্তুত করিতে হয় তবে পর লিখিত মতে করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

সংগ্রহ ও সংকলন।

আশ্বিনমাসে আম নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু "আমসত্ত্ব" প্রস্তুত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে

বার মাসই আমের অভাব আংশিক রূপে পূরণ করা যাইতে পারে। শীতকালের ফল কমলালেবু এক্ষণে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। কমলালেবুর অভাব পূরণ করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই সত্য কিন্তু আমরা কমলালেবু রক্ষা করিবার একটি কৌশল নিম্নে প্রকাশ করিতেছি; এই উপায়ে বার মাস না হউক আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত আমাদের প্রিয় পাঠক কমলার রস আস্বাদনের সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। উপায়টী অতি সহজ। পরিষ্কার ও শুষ্ক বালির দ্বারা একটি চারি হাত চতুষ্কোণ কাঠের বাক্স সুন্দর রূপে পূর্ণ করিয়া স্তরে স্তরে একের সহিত অন্যের সংশ্রব না থাকে এইরূপে কতকগুলি কমলালেবু তাহার মধ্যে সাজাইয়া রাখিলে এবং বাক্স সুন্দররূপে বদ্ধ করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিলে কমলালেবু তিন চারি মাস রক্ষা করা যাইতে পারিবে।

—০—

যাঁহারা বাগান করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, কীটের দ্বারায় গাছপালার কত ক্ষতি হয়। হুকার জল নিক্ষেপ প্রভৃতি অনেক উপায় দ্বারা কীট দূর করিবার যত্ন করা হয় কিন্তু ইহাতে অনেক সময়ে কোন ফল দর্শে না। ষষ্ঠ সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বে আমরা ইহার একটি সদুপায় বলিয়াছি। সম্প্রতি "নেচর" নামক পত্রিকা পাঠ করিয়া কীট দূর করিবার আমরা আর একটি উপায় জানিতে পারিয়াছি। উক্ত পত্রিকা পাঠে আমরা অবগত হইলাম টামটো অর্থাৎ বিলাতি বা রাঙ্গা বায়গুণের গাছের একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে। যে স্থানে ইহার আবাদ করা যায় তথায় উদ্ভিদ নষ্টকারী কীটাদির দর্শন পাওয়া যায় না।

—*—

বিলাতি দেশলাই এখন প্রতি গৃহস্থের রন্ধনগৃহে হুকার পার্শ্বে এবং শয়ন ঘরের প্রদীপের নিকট স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে এবং কাহার দ্বারা আমাদের এক্ষণকার অত্যাবশ্যকীয় ও অতি প্রয়োজনীয় সদা ব্যবহার্য্য সামগ্রীটি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে? ইহার ইতিহাস অনেকেই অবগত নহেন। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য আমরা "হিন্দুপেট্রিয়ট" হইতে দেশলাইয়ের জন্মের ইতিহাস অনুবাদ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

ইহার আবিষ্কর্ত্তার নাম ক্যামেরিয়ার। ইনি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় কারাগৃহ মধ্যে এই বিষয়ের প্রথম চিন্তা করেন। অনেক অনুনয় বিনয়ে কারারক্ষকের দ্বারা তিনি কতকগুলি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লয়েন। অনেক চেষ্টার পর ফস্‌ফরাস সহযোগে ইনি স্বীয় অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু প্রথমত ইহার এক অসুবিধা এই হয় যে টান দেওয়া মাত্রেই তাহার মিশ্রিত পদার্থ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাকে ভয়ানক অনিষ্টকর পদার্থ বিবেচনায় এতদ্ বিষয়ে আর কোনই চেষ্টা করিতে দেন না। কোন ক্রমে অষ্ট্রিয়া বাসীরা এই সঙ্কেত

জানিয়া লইয়া প্রকাশ করে এবং পরে ইংলণ্ডে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের যত্নে দেশলাই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দেশলাইয়ের আবিষ্কার কর্ত্তা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পাগলাগারদের মধ্যে জীবনলীলা সম্বরণ করেন।

সকলেই জানেন বীজ অঙ্কুরিত না হইলে গাছ হয় না, অনেক বীজ অঙ্কুরিত হইতে দীর্ঘ সময় আবশ্যক করে। কোন কোন বীজ নানা কারণে অঙ্কুরিত হইতে না পারিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এদেশের কৃষকদের অনভিজ্ঞতা বশতঃ কত বীজ যে শস্যক্ষেত্রে অনর্থক নষ্ট হইয়া যায় এবং অসময়ে পক্ষীর ও ইন্দুরের উদরে স্থান পায় তাহার পরিসীমা নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সকল প্রকার বীজকেই অতি সহজে অঙ্কুরিত করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধীয় কতকগুলি সহজ সহজ সঙ্কেত আমরা এস্থলে পাঠকগণকে জানাইতেছি। সাধারণতঃ যে জলে বীজ ভিজাইয়া রাখা হয়, তাহার মধ্যে খানিকটা কর্পূর গুলিয়া দিলে বীজ অতি সত্বর অঙ্কুরিত হয় এবং পরে শস্যক্ষেত্রে সেই গুলিকে কোন কীটেও নষ্ট করিতে পারে না। ডাক্তারখানায় আয়োডিন নামক এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায় কর্পূরের পরিবর্ত্তে তাহা ব্যবহার করিলে আরও উত্তম হয়।

নানাবিধ নবাবিষ্কৃত ঔষধ।

সংবাদ পত্রিকার পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সংবাদাবলির মধ্যে অনেক সময়েই নানাবিধ পীড়ার নূতন নূতন ঔষধ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাঠ করিবার সময় সাধারণ পাঠকবর্গের সেই সংবাদ গুলি স্মরণ করিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন থাকে না কিন্তু সময়ান্তরে কোন বন্ধু বান্ধবের অথবা নিজের সেই পীড়া উপস্থিত হইলে কোন্ সংবাদ পত্রিকায় এবং কোন্ সপ্তাহের পত্রিকায় সেই পীড়ার একটি ঔষধ পাঠ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিবার জন্য বিস্তর চিন্তা করিতে হয় এবং অনেক সময় চিন্তা করিয়াও কোন ফল হয় না কারণ তাহা আর স্মরণ হয় না।

নানা সংবাদ পত্রিকা হইতে সংগৃহীত ও একত্রীভূত হইয়া এক স্থানে সেই সংবাদগুলি সন্নিবেশিত থাকিলে সংবাদ পত্রিকার ফাইল অনুসন্ধানের পরিশ্রম হইতে অনেকে যেমন পরিত্রাণ পাইতে পারেন, তেমনি উহা অনেক সময় অনেক লোকের অন্যবিধ উপকারেও আসিতে ও কার্য্যে লাগিতে পারে। এই কারণে প্রায় প্রতি সংখ্যা বৈষয়িক-তত্ত্বেরই " সংগ্রহ ও সংকলন " বিভাগে এই শ্রেণীর সংবাদ সকল, আমরা যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকি। বৈষয়িকতত্ত্বের কোন পাঠক যদ্যপি সাধারণের উপকারের জন্য নীজের পরীক্ষিত বা জ্ঞাত এই শ্রেণীর কোন ঔষধির বিষয় আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অবগত করান, তবে তাহাও সাদরে আমরা এই পত্রিকায় সন্নিবেশ করিব। সম্প্রতি আমাদের কোন বন্ধু অম্লপিত্ত রোগের একটি অব্যর্থ ঔষধের বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আমরা স্বয়ং ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।

এই ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি হইলে আমরা আগামী সংখ্যায় এই ঔষধটি প্রকাশ করিব।

সোমপ্রকাশ হইতে আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করিলাম—"ডিপথিরিয়া অতি ভয়ঙ্কর রোগ। ইহার কোন ভাল ঔষধ নাই বলিলেই হয়। এই রোগের প্রথম অবস্থায় আল জিহ্বার দুই পার্শ্বের গ্রন্থিতে সাদা দাগ দৃষ্ট হয়। সেই সময়ে সোনা অথবা সোনামুখীর জোলাপ দেওয়া উচিত। পেট পরিষ্কার হইলে হাইড্রো ক্লোরিক এসিড শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিতে হয়। এই সময়ে দুই ঘণ্টান্তর গরম দুগ্ধ ও চুনের জল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে কুল্লি করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম উদ্যমেই এইরূপ করিলে পীড়ার শান্তি হইয়া যায়।"

নববিভাকর লিখিয়াছেন—"রক্তস্রাব রোগ মাত্রেই নাকি কলাপাতার রস মহোপকারী। রস খাওয়াইতে হয়, লাগাইতে হয়। অধ্যাপক কুইনন্যান এই কথা বলেন।"

হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন—"অপামার্গের মূল শরীরে ধারণ করিলে পালাজ্বর ভাল হয়। গর্ভিণীর প্রসবে কষ্ট হইলে ঐ অপামার্গের মূল সূত্রে বদ্ধ করিয়া নাভিদেশে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয়। উহা কণ্ঠদেশে ধারণ করিলে রাত্র্যন্ধ দোষ নষ্ট হয়। ইহা আমাদের পরীক্ষিত মহৌষধ।"

নববিভাকর হইতে আমরা আর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিলাম—"শ্বেতদূর্ব্বার শিকড়ে অনেক কাজ হয়. সিদ্ধি ও ধুতুরা খাইয়া পাগল হইলে শ্বেতদূর্ব্বার শিকড় মরিচ দিয়া বাঁটিয়া খাইলে পাগলামি সারিয়া যায়। অঙ্গের কোন স্থানে চিতি চাটিলে শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া দিলে ফুলা ও ব্যথা ভাল হয়। বক্ষঃ বা পার্শ্ব বেদনায় দুগ্ধের সহিত শ্বেতদূর্ব্বার শিকড় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা ভাল হয়। বুজরুকেরা বলেন, ইন্দুর-মৃত্তিকার উপরি হস্ত রাখিয়া অঙ্গুলিগর্ভে ঐ শিকড় দিলে হাত চলিয়া থাকে। এখন শুনা যাইতেছে ২১টি মরিচের সহিত শ্বেতদূর্ব্বার শিকড় বাঁটিয়া খাইলে সর্প দংশন হইতে অব্যাহতি পায়, ইহা গবর্ণমেণ্টের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।"

রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ বলেন—"যাঁহারা অম্লশূলের বেদনায় অস্থির হইয়া পড়েন, তাঁহারা সাজিমাটী, গোলমরীচ ও কর্পূর প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ আনা লইয়া চূর্ণ করিয়া সেবন করিবেন। বেদনার তীব্রতা অমনি কমিয়া যাইবে। ইহা পীড়া নির্ম্মূল হইবার ঔষধ নহে।

হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন—"সাধারণীর কোন পত্রপ্রেরক বলেন, সে দিন শ্রীরামপুরে এক ব্যক্তিকে গোক্ষুরা সাপে দংশন করে। ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আস্‌-সেওড়া গাছের (মূল ও পত্রশুদ্ধ) রস খাওয়াইয়া এবং ঐরূপ গাছ বাটিয়া তাহার প্রলেপ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া আরাম করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক বলেন, ডাক্তার পূর্ব্বে একটী কুকুরের কাছে এই ঔষধ শিখিয়াছিলেন।

১৯শে পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঔষধের সংবাদগুলি উদ্ধৃত করিলাম—নিশিন্দার পাত /১০ দেড় সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধসের থাকিতে নামাইয়া পেঁপুলের গুড়া ৪০ রতি রোগ (বিশেষে ৬০ রতি মাত্র) তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে "বিকারী রোগীর" পীড়া আরোগ্য হইবে। ২। কালকেসন্দার বীচি হুঁকার কটু জল দিয়া বাঁটিয়া দদ্রু স্থানে ২।৩ দিন লাগাইলে দাদ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৩। বিষল্যকরণী নামক গুল্ম বিশেষের পাত বাঁটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়। কাটা ঘা জোড়া, ফোড়া ফাটান ও শুকান ইহার দ্বারা হইয়া থাকে। ৪। জলে বাঁটিয়া বিষল্যকরণী প্রতি দিন প্রাতে ৩ তোলা করিয়া সেবন করিলে নূতন ও পুরাতন পরদলের পীড়া আরাম হয়। ৫ খানকুড়ে বা পোদালের পাতা জলে ধৌত করতঃ মাখনের স হত বাঁটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে গলিত পচা ঘা আরাম হয় উক্ত পাতার তেলা পীঠ সাধারণতঃ মুখামৃত দিয়া ঘা মুখে দিলে ঘা শুকাইয়া যায় ও বিপরীত পীঠে ঘা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬। আমরুলের শিকড় সিকি তোলা পরিমাণ আড়াই টা মরীচ ও আড়াই টা জিরে একত্রে পিষিয়া বাসী জলের সহিত প্রাতে তিন দিন ক্রমান্বয়ে সেবন করিলে রক্তামাশয় নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ৭। মানকচুর শিকড় ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে তুঁতে উভয়ে সমাংশে একত্র বাঁটিয়া উত্তপ্ত করতঃ ক্ষত স্থানে লাগাইলে নালী ঘা আরাম হয়। ৮। সপ্তপর্ণ বা ছাতিম বৃক্ষের কচি ডালের ভিতরের শাঁস এক ইঞ্চ পরিমাণ ২১ খানা কাটিয়া ও তদুপযুক্ত আদার সঙ্গে মিলিত

করিয়া পাঁচ বৎসরের শিশু হইতে দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে প্লীহা রোগে সেবন করাইলে প্লীহা আরাম হয় ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তির দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যবহারে আরোগ্য হয়। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ তিল ভাজিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে। পরে ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীর সর্ব্ব শরীর গরম কাপড় ও লেপের দ্বারা উত্তম রূপে আবৃত করিয়া রোগীকে গরম স্থানে শয়ন করাইয়া দিবে। বিশেষ রূপে শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইলে রোগীকে উঠাইয়া কাঁচা জলে স্নান করাইবে ও পথ্য দিবে। রোগী সদ্য আরাম হইবে। ৯। আগুনে পুড়িয়া যাইবামাত্র ঘৃত কুমারীর শাঁস দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয় ও ফোস্কাদি কিছুই হয় না। ১০। মিষ্ট দাড়িম্বের রস শিশিতে পুরিয়া একপক্ষ রৌদ্রের উত্তাপে রাখিয়া পরে নেত্রে দিলে নেত্রদোষ দূর হইয়া জ্যোতি বৃদ্ধি এবং নেত্রকণ্ডু ভাল হয়। পদ্মমধুর ন্যায় উপকারী। ১১। বিহিদানার সরবত পানে পিপাসা ও বমন নিবারণ হয়। ১২। দাড়িম্বের ছাল চূর্ণ মর্দ্দনে শোথের উপশম হয়। ১৩। পক্ষীর পালকভস্ম ঘায়ে দিলে ক্ষত পূর্ণ হয়। ১৪। যাহাদের একশিরা ফুলিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক জ্বর হয় তাঁহারা গোবর জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহার ভাবরা একশিরাতে দিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। টাটকা গোবর একটা হাড়িতে জলের সহিত গুলিয়া শরা দ্বারা হাড়ির মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক খুব সিদ্ধ করিয়া কেবল শিরফুলাতে অল্প অল্প করিয়া (যেরূপ উত্তাপ সহ্য হয়) দিবসে দুই বার ভাবরা দিতে হয়। একদিবসেই অনেক আরাম বোধ হইবে এবং ২।৩ দিন ঐরূপ করিলে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

চক্ষু রোগ।

(রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ হইতে)

একালে জনসমাজ মধ্যে চক্ষু রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য দেখা যায়। এমন কি, তরুণবয়স্ক কলেজ বা স্কুলের ছাত্র দিগের মধ্যেও অনেক সময়ে এই রোগের অস্তিত্বের কথা শ্রবণ করা যায়। আমাদিগের বিবেচনায়, ক্ষুদ্র ২ অক্ষরে পরিপূর্ণ মুদ্রিত পুস্তক অধিক পরিমাণে পাঠ করাতেই চক্ষু রোগের বা দৃষ্টির অল্পতা রূপ রোগের উৎপত্তি হয়। আমাদিগের পিতৃ-পিতামহের সময়ে এ প্রকার চক্ষুরোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তাঁহাদিগের সময়ে মুদ্রিত পুস্তকের নিতান্ত অল্পতা ছিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকের একেবারেই অসদ্ভাব ছিল। তবে হস্ত লিখিত যে সকল গ্রন্থাদি ছিল, তাহার পাঠক-সংখ্যা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলী মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। তাঁহারাও আবার এখনকার লোকের ন্যায় অহরহঃই পুস্তক পাঠে রত থাকিতেন না; সুতরাং পাঠ নিবন্ধন নেত্ররোগ দ্বারাও আক্রান্ত হন নাই। বিশেষতঃ সেই সকল গ্রন্থ ও অক্ষরগুলি নাতি বৃহৎ নাতি ক্ষুদ্র ছিল, কখনই অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষর থাকিত না। বৈষয়িক লোকেরা তো কেবল "কাশীদাসী রামায়ণ" "চৈতন্য চরিতামৃত" প্রভৃতি দুই চারিখান গ্রন্থ অবসর সময় কিছু কিছু পাঠ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতেন, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে পুস্তক পাঠজনিত চক্ষু-রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন বিদ্যোপার্জ্জন পক্ষে "প্রথমেনার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়েনার্জ্জিতং ধনং" এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। একালের মনুষ্যেরা সমুদয় জীবনকেই বিদ্যার্জ্জনের সময় মনে করে। তখন বিষয়ী লোকের সন্তান দিগকে পুস্তক পাঠ কার্য্য অতি অল্পই করিতে হইত কিন্তু এখনকার ছাত্রেরা শিশুকাল হইতেই পাঠ আরম্ভ করিয়া রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে বাধ্য হয়। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অতি ক্ষুদ্র অক্ষর বিশিষ্ট গ্রন্থাদি পাঠ করিলে, দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা সুতরাং উপন্যাসাদি গ্রন্থ কোন ক্রমেই অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য নহে। দার্শনিকের নিকট দার্শনিক গ্রন্থ, কবির নিকট কাব্য গ্রন্থ, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক

সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত প্রকার গ্রন্থ পাঠও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত না হইলে তৃপ্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, সংক্ষেপতঃ আপন আপন প্রিয়পাঠ্য পুস্তক বিদ্যার সকল শাখাধ্যায়ীর নিকটই অধিকক্ষণ পাঠ জন্য যে বিশেষ আগ্রহ ও অভিলাষ উৎপাদন করিবে, তাহাতে সন্দেহাভাব। সুতরাং যে সকল পুস্তকে পাঠকের পাঠ একযোগে অধিকক্ষণ স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তৎসমুদয়েরই অক্ষর অতি ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট করা উচিত নহে। যাহা হউক উপন্যাসাদি চিত্তরঞ্জক পুস্তক যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর বিশিষ্ট হওয়া উচিত নহে, এ কথা একটুকু বিশেষ করিয়া বলাই উচিত, যেহেতু উৎকৃষ্ট উপন্যাসাদি অনেক লোকের পক্ষেই অধিকক্ষণ পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। দার্শনিক, কবি প্রভৃতিও উকৃষ্ট উপন্যাস অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িতে পারেন* ॥

অভিধানাদি ক্ষণিক আলোচ্য পুস্তকাদিতে অতি ক্ষুদ্র ২ অক্ষরের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা বিধেয় অতি ক্ষুদ্র ২ অক্ষর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, দর্শন শক্তির হানি হয়, একথা যথার্থ হইলে, লেখক, পাঠক এবং গ্রন্থ প্রকাশক সকলেরই তাদৃশ অক্ষর পূর্ণ গ্রন্থাদি প্রকাশ না হওয়া পক্ষে অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত।

---

* সংবাদ পত্রাদির ক্ষুদ্রাক্ষরে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের বড় অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র এ সম্বন্ধে কিছু দিবস পূর্ব্বে Statesman পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে বিবেচনায় নিম্নে কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি (সং বৈঃ)—

The deterioration of eyesight now so common, is being attributed to its true cause—a direct violation of the physiological laws that control the organs of sight. Cross lights from opposite windows, insufficient light, or light shining directly on the face, and worse than all—in these days of high-pressure examinations which alone open the portals to a successful career—small reading types that force the student to lean forward on his desk and bring his eyes too close to the book, are not alone answerable for the prevalent and increasing short-sightedness among our youth of both sexes. If these were all remedied, other causes—as a scientific home journal has pointed out—would still remain. The veriest tyro in medico-science can tell us that the rays of the sun are reflected by a white body and absorbed by a black one; and yet we print our books, periodicals, and newspapers, in direct opposition to the suggestions of optical science. Few people are aware of the exhausting process by which the eye conveys to the mind, the understanding of even one short paragraph. When we read a book we do not see the letters, which, being black, are nonreflective. The shapes indeed, reach the retina, but they are not received by a spontaneous direct action of that organ. The reason of this is that the *white surface of the paper* is reflected, but the letters are detected only by a discriminative effort of the optic nerves! This effort, as we all know, annoys the nerves, and when long continued, as in the case of hard study, exhausts their susceptibility. "The human eye cannot long sustain the glare of a white surface without injury. The sunlight reflected from fields of snow, unrelieved by the verdure of trees or the colours of other objects, or from the white sands of the desert, is, the world over, productive of ophthalmia, if not absolute blindness. Why, then, should not coloured paper be substituted for white? Nature and science declare that it should be green. Green grass covers the ground, green leaves are above and around us, and no colour is so grateful to the eye. Let our books then be printed on green paper with red, yellow, or white ink." The warnings of science may long pass unheeded, but there can be no doubt that the present practice of printing black type on a white body is scientifically a blunder, and answerable for much of the short-sightedness and ophthalmia now so increasingly prevalent amongst students in all countries, and that are causing such serious concern at home.

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি
বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। | তাহিরপুর—(রাজসাহী) | ৯ম সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং পাঠক ও লেখকগণের স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজ মতের অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করি না।

২। শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত ও সত্য সকল সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব এতদ্বিষয়ক সকল তত্ত্বই যে অভ্রান্ত হইবে ইহা কেহ স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন না। কেহ কোন ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিলে এবং যাঁহারা এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কোন বিষয়ে নিজে কার্য্যতঃ লিপ্ত হইয়া দেখিবেন, তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে আমরা বাধিত হইব।

৩। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখসম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বহুলরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িকতত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করি নাই বরং এই পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদির মধ্যে যদি কিছু কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগিগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

রাজনৈতিক ও রাজকীয় প্রসঙ্গ।

ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা লাভ।

(৮ম সংখ্যার ২৭০ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বিলাতের কনসরভেটিব দলের প্রধান নেতা, লর্ড চর্চ্চহীল আবার সম্প্রতি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ও এদেশের [illegible] অবস্থা পরিদর্শন উদ্দেশে এদেশে আগমন করিয়াছেন; এবং বোম্বাই ইত্যাদি নগর দর্শন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সম্ভ্রান্ত ইংরাজদিগকে উৎসাহী দেখিয়া [illegible] আমরা পরম সন্তোষ লাভ না করিয়া থাকিতে পারি না [illegible] বিষয় ইঁহাদের পরিশ্রম-লব্ধ অভিজ্ঞতা, [illegible] ইহা যখন আমরা দেখিতে উপস্থিত হই, তখনই আমাদের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। কিছু দিন হইল একজন সাহিত্যানুরাগিনী সম্ভ্রান্তা ইংরাজমহিলা ভারতবর্ষের [illegible] লাভ করিবার জন্য এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াই "In the Himalayas" নামে একখানি বৃহদাকারের পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশের কেরাণীবাবু হইতে জেলার হাকিম পর্য্যন্ত এবং সামান্য ভিক্ষুক হইতে রাজ চক্রবর্ত্তী ভারতের গবর্ণর জেনারেল পর্য্যন্ত, সকলের প্রতিই গ্রন্থকর্ত্রীর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে এবং সকল বিষয়ের

আলোচনাই তাঁহার গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে; কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি শিখর পর্য্যন্ত সকল স্থানই তিনি দর্শন করিয়াছেন। এবং তাঁহার গ্রন্থে প্রায় সকল স্থানেরই চিত্র আঁকিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রী কোন বিষয়ের উপরেই হস্তক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সকল সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা কতদূর আছে, তাহা পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইলে, আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; ছুই একটি কথার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইনি কাশীধামের বর্ণন সময়ে এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে বিষ্ণুর স্ত্রীর নামই রামচন্দ্র! কেবল ইহাই নহে, তিনি এলাহাবাদে গঙ্গানদীর উপর একটি কল্পনার বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে মহারাষ্ট্রীয়েরা সকলেই বৌদ্ধ। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণকে কুলি কহা যায়! এবং বাবু ও কেরাণী এক শ্রেণীর জন্তু! ২০১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্রী দিল্লীর বর্ণন সময়ে দিল্লী শব্দের উৎপত্তি লইয়া বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দিল-হি, অর্থাৎ দিল = প্রাণ, হি = হিন্দুস্থান বাসী মোগলদের অতএব যাহা মোগলরাজত্বের প্রাণ।

লর্ড চর্চহিল ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই প্রতুল! কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছুই নাই; বিজাতীয় ও বিদেশীয় লোক, বিশেষত যে সকল লোকের চরণ, গবর্ণরের রাজপ্রাসাদের নিম্নতলেও অবতরণ করিতে পারে না, তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা আর কতদূর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? তবে দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের এইরূপ অভিজ্ঞতাই যাঁহাদের গর্ব্বের বিষয়, তাঁহাদের ইঙ্গিতের উপরেই আবার ভারতের জীবন-মরণ সর্ব্বক্ষণ নির্ভর করিয়া থাকে।

কিছু দিবস হইল, আমরা ভ্রমণ উপলক্ষে দারজিলিং যাইতেছিলাম। আমরা যে গাড়িতে ছিলাম, সেই গাড়িতে আরও ৩।৪ জন সাহেব ছিলেন। তন্মধ্যে একজন সাহেব বিলাত হইতে অল্প দিবস হইল এদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি একজন লিবারেল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করাও তাঁহার এদেশে আসিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বিশেষ যত্নের সহিত রেলের দুই পার্শ্বের গ্রামের ও শস্যক্ষেত্রের এবং মাঠের অবস্থা দেখিতেছিলেন এবং সময় সময় পকেটবুকেও কিছু কিঞ্চিৎ লিখিয়া লইতেছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছিলাম। নানা গল্পের পর যখন আমরা শিলিগুড়ি যাইয়া উপস্থিত হইলাম তখন, পূর্ব্বোক্ত সাহেবটী একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"দেখ বাবু! তোমাদের দেশের উন্নতি ও একতাবন্ধনের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি প্রায় ৩০০ শত মাইল রেলে আসিলাম, ইহার মধ্যে দেখ কুড়ি পঁচিশ রকম পৃথক্ পৃথক্ খাদ্যসামগ্রী আহার করে, এরূপ নানা জাতির লোক, এই অল্প স্থান মধ্যেই বাস করে, দেখিতে পাইলাম। যে জাতির আহার্য্য বস্তুর মধ্যেও একতা নাই, সে জাতির রাজনৈতিক বিষয়ে একতা থাকা অসম্ভব।" আমরা বলিলাম,—আহার্য্যবস্তুর মধ্যে একতা নাই কিরূপ? বুঝিতে পারিলাম না; বাঙ্গালাদেশে আমরা সকলেই ত অন্ন আহার করি।" সাহেব চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"সে কি? কলিকাতা ছাড়িয়া দেখিলাম, সে প্রদেশের প্রধান খাদ্য কলা ও নারিকেল, রাণাঘাট বগুলা প্রভৃতি স্থানে দেখিলাম তাহাদের খাদ্য ধান্য, পোড়াদ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে লঙ্কা মরিচ। গঙ্গা নদীর এ পাড়ে নাটোর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিলাম সে দেশের খাদ্য তুঁত গাছ। আর কিছু দূর আসিয়া দেখিলাম সে দেশের প্রধান খাদ্য পাট। এখানে আবার দেখিতেছি এ দেশের প্রধান খাদ্য বাঁস গাছ। পাঠক হাস্য করিবেন না। বরং চক্ষের জল বিসর্জ্জন করুন;—এইরূপ "ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা" লাভ করিয়া যাইয়া যাঁহারা বিলাতে ভারতবর্ষীয় অবস্থাজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত ও পরিচিত, তাঁহারাই ভারতবন্ধু এবং তাঁহারাই আমাদের আশা ভরসার স্থল।

পাঠক, এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে অতি-রঞ্জিত ভাষায় আমরা এই প্রবন্ধটি লিখিলাম। এদেশ হইতে এইরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যে আমাদের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তারূপী বিলাতের মহাপুরুষগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ইহা অনেক ইংরাজ সম্পাদকেও বাধ্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ হেন "ইংলিসম্যানও" তাঁহার শনিবাসরীয় সভের মুখ দ্বারা কয়েক দিবস হইল বলিয়াছেন—

"Our distinguished visitor, Lord Randolph Churchhill, has come amongst us gone without having been persuaded to give us any speech in public, intimating his ideas on Indian affairs in general. In this I consider his Lordship displayed good common sense, very different

to some other M. P.'s and travellers who make a three months tour through India and and then return home and pose before the British public as authorities on all Indian matters."

কিন্তু ইহাতে এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে যাঁহারা বিলাত হইতে ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য এদেশে আসিয়া কেবল তিনমাস মাত্র বাস করিয়া প্রস্থান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এদেশবাসী ইংরাজদেরই এদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞতা আছে। এদেশে যে সকল রাজপুরুষ ২০।২৫ বৎসর বাস করিতেছেন, তাঁহারা সময় সময় এদেশের অবস্থার আলোচনা করিতে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা ইংলিশম্যান সম্পাদকের কি সেইশ্রেণী ব্যক্তির নিকট অতি মূল্যবান্ হইলেও এদেশীয় শিক্ষিত ও উচ্চ সম্প্রদায় দূরে থাকুক, এদেশের বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক বালকের নিকট, এমন কি অন্তঃপুরের রমণীর নিকটেও "পঞ্চানন্দের" ছবি অপেক্ষা অধিক হাস্যজনক ও হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু সেই সকল কথা ভারতের হিতকামী প্রবীন ও প্রাচীন ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যোদ্দিপক নহে, পক্ষান্তরে হৃদয়বিদারক ও নিতান্ত কষ্টকর।

রুষিয়ার বিবরণ।

সম্প্রতি ইংরাজজাতির সহিত রুষিয়ার একটী তুমুল সংগ্রাম হইবার উপক্রম হওয়ায় রুষিয়ার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে; রুষিয়ার রাজকার্য্য প্রণালী, সৈনিক বলাবল, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়াছে। ভারতবাসিগণ যে ইংরাজজাতিকে জগতে অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী, অতুল ক্ষমতাবান্ এবং অসীম কৌশলী বলিয়া শিশুকালাবধি ভক্তি ও সম্ভ্রম করিয়া আসিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, অদ্য হঠাৎ বনজঙ্গলপূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত এক দেশ হইতে অর্দ্ধসভ্য এক জাতি আসিয়া সেই ইংরাজজাতির সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। ইহা শুনিয়া সেই অপরিচিত জাতির অবস্থা জানিবার জন্য যে নিতান্ত উৎসুক হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

সংবাদ পত্রিকা পাঠে রুষিয়ার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। কোন সংবাদপত্রিকা বলেন,—"রুষিয়াবাসিরা অতি সভ্যজাতি। তাহাদের আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। তাহারা মধ্য-এসিয়ায় যে সকল দেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছে তথায় অত্যাচার অবিচার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং সেই সকল স্থানে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হইয়াছে। দেশীয়দের প্রতি শাসনকার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। তাহাদের সুখ সৌভাগ্যের আর সীমা নাই।" আবার কোন সংবাদপত্রিকা বলেন,—"রুষেরা নিতান্ত অসভ্য, [illegible] পশু হইতে একপদমাত্র অগ্রসর; তাহাদের নিজের দেশেই ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লব, অত্যাচার, অ-শাসন, বিজিত দেশের তো কথাই নাই ইত্যাদি।" এইরূপ বিপরীত বাক্য দ্বারা রুষিয়া সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের কোন একটী স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ অবস্থায় সংবাদপত্রিকার বিচ্ছিন্ন সংবাদাবলির মধ্যে এক এক স্থানে এক একরূপ চিত্র দেখিয়া রুষিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা সকল পরিশুদ্ধরূপে জানিতে পারা

দূরে থাকুক অধিকাংশ স্থলেই ভ্রমাত্মক সংস্কারের দাস হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ ভ্রম-সংস্কারের দ্বারা একস্থলে ভাল ফল যেমন জন্মিতে পারে, অন্য স্থলে মন্দ ফলও তেমনি উদ্ভাবিত হইতে পারে। সর্পকে মূল বলিয়া জানা যেমন একদিকে দোষাবহ, তেমনি অন্য দিকে ব্যাঘ্র বলিয়া জানাও অনিষ্টকর। সর্পকে সর্প বলিয়া জানিতে পারাই সর্ব্বাবস্থায় সঙ্গত। এই কারণে রাজনৈতিক অনুরোধেই হউক অথবা যে উদ্দেশ্যেই হউক, শত্রু পক্ষেরই হউক বা মিত্র পক্ষেরই হউক, কোন স্থলেই প্রকৃত অবস্থার বিপরীত বর্ণনের আমরা পক্ষপাতী নহি।

রুষিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারার সুবিধা অতি অল্প। ইংরাজজাতির রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধে না হইলেও রাজকীয় কার্য্য বিবরণ সকল, যেমন সহজে শাসন বিজ্ঞাপনি রিপোর্টাদি পাঠের দ্বারা অনেক পরিমাণ জানা যাইতে পারে, রুষ সম্বন্ধে তদ্রূপ নহে। রুষিয়ার রাজনৈতিক কৌশলের তো কথাই নাই সাধারণ রাজকার্য্যসকলও দ্বাররুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে সম্পাদিত হয়। বার্ষিক শাসন বিজ্ঞাপনী এবং বিভাগীয় Administration Reports সকল সাধারণের পাঠ্য নহে বা সাধারণের পক্ষে সহজ প্রাপ্যও নহে। বিলাতের কথা দূরে থাকুক, দেশের রাজকীয় কার্য্যের প্রত্যেক বিভাগেরই প্রায় বার্ষিক বিজ্ঞাপনি প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সংবাদপত্রিকায় সেই সকল বিষয় লইয়া যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা করা হইয়া থাকে। রুষিয়ায় তদ্রূপ হইতে পারে না। এদেশে প্রকাশ্য ব্যবস্থাপক সভায় রাজ্যের আয়-ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশিত হয়। রুষিয়ার আদৌ বার্ষিক আয় ব্যয়ের বিবরণী প্রস্তুত হয় কি না? এ বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করেন; কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা সঙ্গত নহে। কেন না রুষিয়ার ন্যায় একটী বৃহৎ রাজ্যের আয়-ব্যয়ের স্থিরতা নাই, এরূপ অপবাদ নিতান্তই বিদ্বেষ-মূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল ইহা হইতে অন্ততঃ এইটী জানা যাইতে পারে যে রুষিয়ার রাজকার্য্য কত সঙ্গোপনে নির্ব্বাহ হয়। রুষিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিবার পক্ষে কত অসুবিধা, তাহা ইহা হইতেই পাঠক সহজে বিবেচনা করিতে পারেন। তাহার উপর, রুষিয়ার ভাষায় আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রুষিয়া সম্বন্ধে যে কোন তত্ত্ব জানিতে হউক, হয় ইংরাজীভাষার অথবা ফরাসীভাষার কোন গ্রন্থের সাহায্যে জানিতে হয়। অগত্যা এই উপায়েই আমরা রুষিয়া সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, অদ্য পাঠকগণকে তাহাই জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। রুষিয়ার বিবরণ লিখিতে উপস্থিত হইলে, প্রথমেই রুষিয়ার ইতিহাসের উপর দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু রুষিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা, অদ্য অধিকাংশ পাঠকের প্রীতিকর নাও হইতে পারে আশঙ্কায় আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক নহি। রুষিয়ার ইতিহাস বা ভূগোল অতি অল্প মূল্যে কলিকাতার প্রায় সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এবং তাহার প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা মনোনিবেশ করিলেই রুষিয়ার ঐতি-

হাসিক ভৌগোলিক তত্ত্ব সকল অনায়াসে ও সহজে জানা যাইতে পারিবে। রুষিয়ার বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, রাজ্যশাসনপ্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী, সৈনিক বলাবল, সামাজিক অবস্থা এবং বৈষয়িক তত্ত্বে আমরা রুষিয়ার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কাজে কাজে রুষিয়ার শিল্প কৃষি ব্যবসায় ইত্যাদিরও অবস্থা এবং এই শ্রেণীর আর আর বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্যই আমরা অদ্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। এই কারণে যদিও এই প্রস্তাব হইতে ইতিহাসের ও ভূগোলের কথা পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এই বিষয়ে স্থানে স্থানে দুই এক কথা বলিবার আবশ্যক হইতে পারে।

রুষিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে ইহা সকলেই অবগত আছেন। রুষিয়ার ন্যায় বৃহৎ রাজ্য জগতে আর নাই। ভারতবর্ষের আয়তন ৮৬৮২৪৪ বর্গ মাইল, বিলাতের আয়তন ১২০৮৩২ বর্গ মাইল, এই উভয় দেশ যোগ করিলে যত বড় একটি বৃহৎ দেশ হয় রুষিয়া তাহারও আটগুণ বৃহৎ। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া কেবল বিলাত ধরিলে, রুষিয়া বিলাতের প্রায় পঁচিশগুণ বৃহৎ। কিন্তু কেবল দেশের আয়তন দেখিয়াই রাজনৈতিক শক্তিতে রুষিয়া ইংলণ্ড অপেক্ষা বড় এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ নাই; লোক সংখ্যার তুলনা করিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে—

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা	...	১৮৫৫৩৭৮৫৯
রুষিয়ার লোকসংখ্যা	...	১০০৩৭২৫৫৩
বিলাতের লোকসংখ্যা	...	৩৫২৪১৪৮২

কিন্তু ইহা হইতে যেমন এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্য রাজনৈতিক শক্তিও ভারতবর্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি দেশের আয়তন দ্বারাও রাজনৈতিকশক্তির তুলনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

রুষিয়ার লোকসংখ্যা যদিও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক ন্যূন কিন্তু রুষের সৈন্যসংখ্যা ভারতবর্ষের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অধিক। যুদ্ধক্ষেত্রে রুষিয়া ২২০০০০০ সৈন্য উপস্থিত করিতে পারেন এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের বিষয় থাকিলেও রুষিয়ায় প্রতিনিয়ত যে অন্যূন সাত লক্ষ সৈন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজেরাও ইহা স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের দেড় লক্ষের অধিক সৈন্য রাখিবার এ পর্য্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। হায়দারাবাদ, কাশ্মীর, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি মিত্র রাজগণের সৈন্য সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা যোগ করিলেও সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে তিন লক্ষের অধিক হইবে বোধ হয় না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষীয় সৈন্যের যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে ১৮৮৩—৮৪ অব্দের সৈন্য ২৪৮৭ আফিসার ৩৪৮৩ নন্‌কমিঃ আফিসার ৫৫৬৭১ ব্যাঙ্ক ফাইল সমষ্টিতে ৬১৬৪১ ইংরাজসৈন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত আছে জানা যায়।

উপরি উক্ত হিসাব হইতে একটি সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। দেশের অন্তর্বিপদ বা বহি-

বিপদ যত অধিক থাকিবে সৈন্য তত অধিক রাখিবার আবশ্যক হইবে। রুষিয়ার লোক সংখ্যার তুলনায় সৈন্য সংখ্যা অনেক অধিক। ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় সৈন্য সংখ্যা অতি অল্প। ভারতের আভ্যন্তরিক শান্তির সুপ্রমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? এক্ষণে রুষিয়ার সৈন্য বল কিরূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে দেখা যাউক। পূর্ব্বে কৃষক শিল্পকার ইত্যাদি শ্রেণী হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। তুরুস্ক যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট এইরূপ একটি ঘোষণা প্রচার করেন যে ২১ বৎসর বয়ক্রম যাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যাহাদের শারিরীক কোন রূপ অসম্পূর্ণতা বা পীড়া নাই এরূপ সমস্ত প্রজাকেই যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। যে দেশে এরূপ রাজাদেশ সে দেশে আবশ্যক হইলে বাইশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হওয়া অতি সামান্য কথা।

নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিকট সৈনিক কার্য্য যেমন প্রীতিকর ভদ্র শ্রেণীর যুবকগণের পক্ষে যে তদ্রূপ প্রীতিকর নহে ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে; রুষিয়ার গবর্ণমেণ্টও ইহা না জানেন এমত নহে। এই কারণে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ২১ বৎসরের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি প্রাপ্ত হইতে না পারিলে ধনীর সন্তানই হউক বা দরিদ্রের সন্তানই হউক সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সৈনিক জীবন ভাল না লাগে বিদ্যা শিক্ষা কর, আর বিদ্যা শিক্ষা করিতে না পার যুদ্ধে মরিবার জন্য প্রস্তুত হও—রুষিয়ার রাজ্যে আলস্যের সেবা কেহই করিতে পারিবে না! যিনি বিদ্যাশিক্ষায় লিপ্ত থাকিবেন তাঁহাকে সৈন্য হইতে হইবে না সত্য, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল ভলন্টিয়ার বা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরলের প্রাইভেট সেক্রেটারি Mr. Mackenzie Wallace কৃত "Russia" নামক গ্রন্থে এবং Alfred Rambaud কৃত রুষিয়ার ইতিহাসে রুষিয়ার সৈন্য গঠন সম্বন্ধে যাহা জানা যাইতে পারিতেছে এবং উপরে আমরা যাহা বলিলাম তাহা কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইয়া সম্প্রতি অন্যরূপ নূতন নিয়ম হইয়াছে ইহাও আমরা অবগত আছি। গত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান সম্রাট রুষিয়ার সৈন্য গঠন প্রণালীর একটি সংস্কার করিয়াছেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূতন প্রণালীতে কার্য্য চলিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং যুদ্ধ বিভাগে অনেক ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছে ইহাও জানা গিয়াছে। এ নূতন নিয়ম কি প্রণালীর এবং কি কারণ প্রবর্ত্তন হইল তাহা রুষিয়ার সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ভিন্ন অপর কেহ জানেন কি না আমরা অবগত নহি; অন্তত কোন বিলাতি বা এদেশীয় সংবাদপত্রে এ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমরা কোন কথাই পাঠ করি নাই।

রুষিয়ার গবর্ণমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা প্রচুর সত্য, কিন্তু রুষিয়া গবর্ণমেণ্টের সাত লক্ষ সৈন্যই অবশ্য সমান যোদ্ধা নহে। রুষিয়ার সৈন্যগণ মধ্যে কোসাক সৈন্যই বলবিক্রম ও যুদ্ধকার্য্যে অতি প্রধান। রুষিয়ারাজ্যের ডনকোসাক প্রদে-

শের লোকসংখ্যা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ। সম্রাটের ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রেল তারিখের প্রসিদ্ধ ঘোষণা পত্রের আদেশ অনুসারে এই প্রদেশের পঞ্চদশ হইতে সাইট বৎসর বয়স্ক পুরুষমাত্রেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। এই সকল লোকের কোন বেতন নির্দ্ধারণ নাই কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে এই প্রদেশের রাজস্বমাত্রই গ্রহণ করা হয় না। এই প্রদেশের শাসনকার্য্যও আশ্চর্য্যরূপে সম্পাদিত হয়। এই সকল লোককে সম্রাট শাসনকর্ত্তা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দিয়াছেন এবং বিচারকার্য্যের জন্যও দেশের লোকেরাই লোক মনোনীত করিয়া থাকেন। সম্রাট এই প্রদেশ হইতে জমীদারশ্রেণী একবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রামবাসিগণ সমান ভাগ করিয়া গ্রামের জমি চাস আবাদ করিয়া থাকে এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা তাহারা যাহা কিছু উৎপন্ন করে তাহা দ্বারা পরিবার প্রতিপালন, যুদ্ধের জন্য ঘোটক ও যুদ্ধাস্ত্র ও পোষাক সকল সংগ্রহ এবং জীবনের আবশ্যকীয় সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ হয়। এইরূপ সুখের অবস্থায় থাকিয়া সকলে আলস্য পরায়ণ না হয় এই জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে প্রতি দিবসই প্রতি নগরে সকলে একত্রিত হইয়া যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা করিবে এবং আবশ্যক সময়ে সম্রাটের আদেশ পাইবামাত্র দেশের সমস্ত লোক দশ দিবস মধ্যে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবে। বৃদ্ধা ও পিতৃ-মাতৃ-হীন বালক বালিকার জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল সৈন্য যখন রুষ সম্রাটের রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে যুদ্ধের জন্য গমন করিবে তখন আহারের এবং পথের ব্যয় এবং তদরিক্ত কিছু কিছু বেতন পাইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কোসাক জাতিই রুষ সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত।

রুষ গবর্ণমেণ্টের স্থলযুদ্ধে কিরূপ সৈন্যবল আছে তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা যে যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম তাহাতেই বুঝা যাইতে পারিবে। অনেকের বিশ্বাস রুষ গবর্ণমেণ্ট জলযুদ্ধে নিতান্ত দুর্ব্বল একণে রুষ গবর্ণমেণ্টের জলযুদ্ধে কিরূপ সামর্থ্য আছে তাহাই দেখা যাউক। রুষিয়ার যুদ্ধ জাহাজ নানা সাগরে ভিন্ন ভিন্ন থাকায় অন্য জাতির পক্ষে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সুবিধা অতি অল্প। বল্টিক সাগরে ২১৬ খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। কৃষ্ণ সাগরে অন্যূন একশত যুদ্ধজাহাজ আছে। সাইবেরিয়ার উপকূলে ১০।১২ খানি, কাস্পিয়ান সাগরে ৮ খানি এবং এসিয়া, ইয়ুরোপ, আমরিকা প্রভৃতি নানা স্থানে আরো কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ আছে। ইংরাজেরা যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাতে রুষিয়া গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭৩ খানি যুদ্ধ জাহাজ আছে এরূপ অনুমান করা হয়। রুষিয়া গবর্ণমেণ্টের লৌহরণতরী প্রায় ত্রিশ খানি।

ত্রিশ খানি লৌহরণতরীর মধ্যে "পিটার দি গ্রেট" নামক জাহাজের আকৃতি এবং বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮৭৪ অব্দের ইলাষ্ট্রেটে ও লণ্ডন নিউসের কোন সংখ্যায় আমরা ইহার একটী চিত্র দেখিয়াছিলাম স্মরণ হয়। ইহার বিবরণ সম্বন্ধে বিলাতের একখানি সংবাদপত্রিকা

হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি অনুবাদ করিয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি।

'পিটার দি গ্রেট' রণতরীর দৈর্ঘ প্রায় দেড় শত গজ এবং পরিশর কুড়ি গজের কিঞ্চিৎ অধিক। এক ফুটেরও অধিকপুরু লোহার পেটা চাদরে এই জাহাজ খানি সুন্দররূপে আবরিত; কাজে কাজে বৃহৎ কামানের গোলাতেও ইহার সঙ্গে সহজে দন্তস্ফুট করিতে পারে না। এই জাহাজে যে সকল কামান আছে তাহার মধ্যে চারিটী প্রধান। ইহার এক একটীর ওজন এক হাজার মনেরও অধিক। আট হাজার অশ্বশক্তির অনুরূপ বাষ্পীয় যন্ত্রে ইহা চালিত হয়। রুষিয়ায় ইহার যে ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার দ্বারা সুন্দররূপ কার্য্য না চলায় ১৮৮১ অব্দে বিলাত হইতে নূতন প্রণালীর যন্ত্র সকল সংযোগ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান রণতরী "Iuflexible" এর দৈর্ঘ "পিটার দি গ্রেট" অপেক্ষা কিছু ন্যূন কিন্তু পরিশর "পিটার দি গ্রেট" অপেক্ষা অধিক এবং আবরণের লৌহপাতও অধিক পুরু। ইহারও প্রধান চারিটী কামান কিন্তু এক একটি কামানের ওজন দুই হাজার মনেরও অধিক। রুষিয়ার লৌহ রণতরী অপেক্ষা ইংলণ্ডের লৌহ-রণতরীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক। ইংলণ্ডের সর্ব্বশুদ্ধ যুদ্ধ জাহাজ কি পরিমাণ আছে ইহা বুঝিতে হইলে ইংলণ্ডের যুদ্ধ জাহাজের কেবল নাবিকের সংখ্যাই ৩৫ হাজার, ইহা মনে করি-লেই যথেষ্ঠ হইবে। ইংলণ্ড জলযুদ্ধে জগতের অন্য কোন জাতিকে সমকক্ষ বিবেচনা করেন না। রুষিয়ার জলযুদ্ধে পটুতার এ পর্য্যন্ত কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে না পারিলেও জল-যুদ্ধে যে রুষিয়ায় এককালীন কোনরূপ আয়ো-জন নাই ইহা বলা যাইতে পারে না। যে সকল যুদ্ধ জাহাজ আছে তাহা ব্যতীত আরও যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে। গত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল জাহাজ প্রস্তুত করিবার জন্য কণ্ট্রাক্ট (চুক্তি) করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার একখানি আগামী বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। "পিটার দি গ্রেট" অপেক্ষায় ইহা বৃহৎ হইবে এবং চারিটি স্থলে ছয়টি বৃহৎ কামান ইহাতে স্থাপিত হইবে নয় হাজার অশ্বশক্তিতে ইহা চালিত হইবে। এইরূপ রণতরী কেবল একখানিমাত্র প্রস্তুত হইতেছে না। এই সকল জাহাজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও বৃহৎ বৃহৎ আরও অনেক রণতরী প্রস্তুত হইবে। অল্প দিন হইল একজন ইংরাজ উভয় রাজ্যের এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ রণতরী প্রস্তুতের জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড এবং রুষিয়া সমুদ্রের উপরস্থ মৃত্তিকার রাজ্য-বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া এখন বুঝি অতল সমুদ্রের তলে রাজ্য বিস্তৃত করিতে চলিলেন! কৌতুক দূর যাউক, যুদ্ধে বলবান দুর্ব্বল সকল-কেই যে অবসাদ প্রাপ্ত হইতে হয় ইহাতে আর সন্দেহ কি? দুঃখের বিষয় ক্রোধ, মোহ ও অহ-ঙ্কারের কুজ্ঝটিকায় হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল তখন কি ইংলণ্ডের Right Hon. William Gladstone এর ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, দূরদর্শী বোদ্ধা কি রুষিয়ার Necolar Carlovich De giers এর ন্যায় কৌশলী এবং নিপুন যোদ্ধা কেহই আর সময়োপযোগী

স্থির চিত্ততার সহিত কোনই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন না। সাধারণ মতরূপ তরঙ্গের উপরে তখন সকলেই অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া থাকেন।

রুষিয়ার সৈন্যবল সম্বন্ধে আমরা এ প্রস্তাবে আলোচনা করিল্যম। দ্বিতীয় প্রস্তাবে রুসিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা ও অর্থ বল সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব।

সামাজিক ও নৈতিক প্রস্তাব।

হাঁসি রহস্য।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ
সামান্যমেতৎ পশুভিনরানাম্।
ধর্ম্মো হি তেষা মধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥"

এই সংস্কৃত শ্লোকটির "ধর্ম্মে হি বিশেষ" স্থলে "হাস্যো হি বিশেষ" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আমাদের বিবেচনায় শ্লোক রচয়িতা অধিক কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন। আহার, নিদ্রা, ভয় ইত্যাদি মানুষের যেমন আছে পশুরও তেমনি আছে ; ধর্ম্মজ্ঞান মানুষের অতিরিক্ত থাকায় পশু হইতে মানুষকে বিশেষ করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের যে প্রণালীর চিন্তাকে আমরা ধর্ম্মজ্ঞান বলি পশুর যে সে প্রণালীর চিন্তা নাই ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না। উভয় শ্রেণীর জীবের মধ্যেই অনেক সময় কল্পনাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা উপরে যে লক্ষণ দ্বারা পশু হইতে মানুষকে বিশেষ করিতে চাহিয়াছি এ বিষয়টিতে আর কাহারই কোন আপত্য থাকিতে পারে না। হাসিবার ক্ষমতা কেবল এক মানুষের ভিন্ন জগতের আর কোন প্রাণীর যে আছে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে, কেবল মানুষেরই যে হাসিবার ক্ষমতা আছে এই মতের পোষক বাক্যই অনেক পণ্ডিতে তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে লিখিয়াছেন। বিলাতের কবিগুরু মিল্টন এক স্থানে লিখিয়াছেন—

> "Smiles from reason flow, to brutes denied,
> And are of love the food."

কেবল মিল্টন এরূপ বলেন নাই, হাঁসি যে কেবল মানুষেরই নির্ব্বিরোধি, সম্পত্তি এবং এ সম্পত্তিতে যে পশুপক্ষিকীটাদির কোন অংশ বা স্বত্ব নাই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই কারণে আমাদের এমন একটি নির্ব্বিরোধি সম্পত্তির দলিল্ দস্তাবেজ্ সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা অনেক পুরাতন গ্রন্থকারের সেরেস্তা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর যাহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ জন্য এ স্থলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমত একদিন একখানি দর্পণের সম্মুখে

মুখ লইয়া মুখের প্রতিরূপ দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিলাম,—অমনি মনের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে একটি প্রশ্ন উদয় হইল "কেন হাসি?" কেন হাসি এ প্রশ্নটি ক্রমে কিছু গুরুতর হইয়া দাড়াইল। কেন হাসি ইহার আর কিছুই উত্তর স্বর্গমর্ত্তপাতাল অনুসন্ধান করিয়া পাই না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই হাসে, কিন্তু তাহাতে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের কোনই মীমাংসা হয় না। বুঝিলাম হাসিতে হাসিতে হাসির তত্ত্ব উদ্ধার করা অসম্ভব। হাসির গূঢ়তত্ত্ব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতেও অধিক গভীর গুহায় নিহিত!

কিন্তু হাসির গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য আমিই গুহার মধ্যে প্রথম পদ নিক্ষেপ করি নাই ইহা জানিতে পারিয়াও আশ্বস্ত হইলাম। বহু পূর্ব্ব হইতেই বহু বহু পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাপুরুষগণ হাঁসিকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়াও পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তাঁহাদের পদ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা কোন স্থানে উপনীত হইয়াছেন তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিলেও আমার এ স্বয়ংসৃষ্ট দুশ্চিন্তা দূর হইতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দিত হইলাম।

অনেক চিন্তা করিয়া প্রথমত প্রাচীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক Aristotle উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহারই মত মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে এরিষ্টটল সন্তান জন্মিবার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন তিনি সন্তানের ওষ্ঠ প্রান্তের সাময়িক বক্রভাব ঘটনের একটি কারণ অবধারণ করিতে পারেন নাই ইহা মনেও কল্পনা করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহার শরীরতত্ত্বের দীর্ঘ গ্রন্থ আদি অন্ত ঘণ্টন্ত করিয়া অবশেষে ইহাই মাত্র জানিতে পারিলাম যে—"এমন কোন কারণ হইতে হাসি জন্মে, যে কারণ না অধিক দোষাবহ অথচ দেখিতে কুরূপ, কিন্তু সে কুরূপ এরূপ নহে যাহাতে কষ্ট হয়।" হাসি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঙ্গে করিয়া এরিষ্টটলের গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচন করিয়াছিলাম সেই অভিজ্ঞতা সঙ্গে করিয়াই তাঁহার গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা আবরণ করিয়া গমন করিলাম।

ভাবিলাম বিখ্যাত পণ্ডিত সিসিরো কি বলেন তাহাই না হয় দেখি। দেখিলাম সিসিরো হাসি সম্বন্ধে বলেন—"The cause of Laughter lies in a certain offensiveness and Deformity" এরূপ সিদ্ধান্তের হেতু এই যে সেই সকল কথাতেই আমরা হাসিয়া থাকি যাহাতে এমন কোনরূপ ভাবের উক্তি যাহাতে আমাদের অসন্তোষ না জন্মিয়াও দুঃখ জন্মে। বলা বাহুল্য এরূপ সান্ত্বনাবাক্যে আমাদের হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারে না।

হবস্ একজন বিখ্যাত ভাবুক। তিনিই বা হাসির সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন জানিবার জন্য কৌতুহল জন্মিল। হবস্ সিদ্ধান্ত করেন;—হাসি কিছুই নহে, হাসি কেবল "A sudden glory arising from a sudden conception of some eminency in our-selves by comparison with the infirmity of other or with our formerly" অন্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং নিজের অহঙ্কারের উচ্ছাস হইতে যে হাসি জন্মে এ কথাটি যেন একটু সারবান বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা

হইতেছিল কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা শূন্যে লয় পাইল। ডাক্তার ক্যাম্বেল তাঁহার কৃত "Philosophy of Rhetoric" গ্রন্থে অশেষ বিশেষ প্রকারে হবসের এ মত খণ্ডন করিয়াছেন। ডাক্তার ক্যাম্বেল বলেন—"Laughter doth not result from contempt, but solely from the perception of oddity, with which the passion is occasionally not necessarily combined." তিনি নিম্ন লিখিত হেতুতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (১) 1st contempt may be raised in a very high digree, both suddenly and unexpectedly, without producing the least tendency to laugh. (২) "2nd Laughter may be, and often is, produced by the perception of incongruous association, where there is no contempt."

দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট (*Kant*) হাসি সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন প্রথমে শুনিতে যদিও তাহাতেই হাসি উদ্দীপন করে কিন্তু স্থির-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার বাক্য নিতান্তই অসঙ্গত বোধ হয় না। ক্যাণ্ট বলেন—"বহুক্ষণস্থায়ী এবং উরস্থায়ী আশা হঠাৎ শূন্যে পরিণত হইলেই হাসি জন্মে।" ক্যাণ্টের মত আমাদের নিকট এই কারণে ভাল বোধ হয় যে ইহার সত্যতার প্রমাণ হাতে হাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাসির গূঢ়তত্ত্ব বাহির করিতে সঙ্কল্প করিয়া এই আড়ম্বরপূর্ণ প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া আমরা যদি এই স্থানেই এই প্রস্তাবের ইতি করি তবে পাঠকের আশা শূন্যাকারে পরিণত হইয়া ক্যাণ্ট বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবে।

অর্থনীতি কি ?

রাজনীতি এবং অর্থনীতি লইয়াই সংবাদপত্রের সকল কথা। বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক যদি আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করেন "ক" কাহাকে বলে তবে তাহা শুনিতে যেমন মন্দ শুনায়, কোন সংবাদপত্র যদি "অর্থনীতি" বিষয়টা কি এই বিষয় লইয়া স্বগত চিন্তা করিতে বসিয়া নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক একটি সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন তবে তাহাও, উপস্থিত দর্শকজনের নিকট তেমনি কষ্টকর হয়! যিনি অন্যকে শিক্ষা দিবেন তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে আর যাহাই হউক অন্তত বর্ণমালার অক্ষরগুলি পরিচয় থাকা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ যিনি সংবাদপত্রের লেখক আসনে উপবিষ্ট হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতে উপস্থিত তাঁহার আর অন্য বিষয়ে যত অভিজ্ঞতা থাকুক না থাকুক, রাজনীতি অর্থনীতি বিষয়টা যে কি অন্তত এটি কিয়ৎ পরিমাণেও জানা থাকা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন স্থলে যেমন আমরা "ক" অক্ষর-জ্ঞান-বর্জ্জিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেখিতে পাই তেমনি এ হতভাগ্য বঙ্গদেশে কোন কোন সংবাদপত্রে—সংবাদপত্রের জীবনস্বরূপ অর্থনীতি শাস্ত্রেরও আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে দেখিতে পাই। কোন বিষয় না জানিয়া তাহাতে হাত দেওয়া অপেক্ষা সুকুমারমতি শিশুর ন্যায় সরলভাবে সে বিষয়টী কি ইহা জিজ্ঞাসা করা শতগুণে ভাল। না জানিয়া সে বিষয়ে বিদ্যা প্রকাশের চেষ্টা অপেক্ষা সরলভাবে নিজের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্ব্বাংশে উত্তম। কিন্তু এ মহৎ গুণের বিকাশ আমরা অতি অল্প স্থলেই দেখিতে পাই। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন সহযোগী "হিন্দুরঞ্জিকা"র এই অসামান্য গুণটি আছে দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি।

বর্ষান্তে বর্ষ সমালোচন করিবার প্রথা সকল সংবাদপত্রেই আছে। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে অন্য সংবাদপত্র সকল কিরূপ বর্ষ সমালোচন করেন তাহা বিশেষরূপে মনোযোগের সহিত দেখিয়া তাহার মধ্যে কোন ভ্রম প্রমাদ বা অসম্পূর্ণতা থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া সম্পূর্ণ ও পরিশুদ্ধরূপে বর্ষ সমালোচন করিবার জন্যই হউক অথবা যে কারণেই হউক

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকা বৈশাখের দ্বিতীয় সপ্তাহে ১২৯১ সনের প্রধান প্রধান ঘটনা সমালোচন করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ষ সমালোচন করিবার সময় ক্রমান্বয়ে "ধর্ম্ম" "রাজনীতি" "পররাষ্ট্রনীতি" "বিচার" "সাহিত্য" "পীড়া ও মৃত্যু" ইত্যাদি সকল বিষয়েই দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়া আসিয়া দেশের 'অর্থনীতি' আলোচনার সময় জ্ঞানিজনোচিত সরলভাবে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ভারতে আবার অর্থনীতি কি? আলোচনাই বা কি আছে?" ইত্যাদি। অতঃপর গবর্ণমেণ্টের ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয় বেশী এবং কোটীকর আয় অধিক উল্লেখ করিয়া, বোধ হয় আগামী বর্ষের সমালোচনকার্য্যটিও এই এক সময়েই শেষ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে এ বৎসরে ৯০ নব্বই কোটী টাকা অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হইবে ইহাও সকলকে জানাইয়া, এদেশীয় লোক "সস্তা চক্‌চকে বিলাতি কাপড়ের ভক্ত" এবং এই শ্রেণীর আর দুই একটী অর্থনীতি সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন—"দেশের জমিদার, প্রজা, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই অবস্থা মন্দ। ঋণ প্রায় অধিকাংশ লোকেরই করিতে হইয়াছে। আর অর্থনীতি কি?"

আমাদের সুযোগ্য সহযোগী যেমন সরল কথায় হৃদয়ের ভাবটি খুলিয়া দিয়া এই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন অতি অল্প সংবাদপত্রেই এরূপ উক্তি আমরা দেখিতে পাই। আমাদের সহযোগী অর্থনীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ নহেন। তথাপি তাঁহার মুখে এরূপ প্রশ্নে তাঁহার হৃদয়ের উদার ভাবেরই আরও পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। উপরি উক্ত কয়েকটী প্রশ্নে এবং তাহার অর্থনীতি বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে পরিষ্কাররূপে হৃদয়ের ভাব খুলিয়া নীজের সন্দিগ্ধ বিষয়ে সাধারণের মত যেমন আমাদের সহযোগী জিজ্ঞাসা করিতে পারিয়াছেন; এদেশে আর কয়খানি সংবাদপত্র তদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন?

আমাদের সুবিজ্ঞ সহযোগী "অর্থনীতি কি?" প্রশ্ন করায় আমরা আশা করিয়াছিলাম আমাদের অন্য কোন সহযোগী অবশ্যই ইহার কোন না কোন একটী উত্তর দিবেন। কোন সভায় শত পণ্ডিতের মধ্যে একজন প্রাচীন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক হউক বা অপ্রাসঙ্গিক হউক হঠাৎ কোন একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলে, কেহই যদি তাহার উত্তর দিবার প্রয়োজন বোধ না করিয়া অথবা তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে বা কথোপকথনে লিপ্ত থাকেন তবে সে দৃশ্যটি যেমন কষ্টকর হয় আমাদের প্রাচীন সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকার প্রশ্নটি তদ্রূপ শূন্যে শূন্যে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া আমাদেরও তেমনি কষ্ট অনুভব হইতেছে। নিষ্প্রয়োজনবোধে অথবা উত্তরের অনুপযুক্ত বিবেচনায় অথবা আমাদের সহযোগীর স্বাভাবিক মৃদুভাষা আদৌ কাহার কানে প্রবেশেরই অধিকার প্রাপ্ত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত কেহই আমাদের সহযোগীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, এরূপ আমরা কখনই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। কারণ হিন্দুরঞ্জিকা বালিকা নহেন,—সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী, কাজে কাজে বঙ্গীয় সংবাদ পত্রিকাদলের মধ্যে অনেকেরই অগ্রগণ্যা এবং হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রি *। অতএব হিন্দুরঞ্জিকা প্রতি কাহার অশ্রদ্ধা সম্ভবে না। সম্ভবতঃ অন্য কারণ থাকিতে পারে। যে কারণই থাকুক এক ব্যক্তি দশজনের সমক্ষে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর না পাইয়া যে অপ্রতিভ-ভাব-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে সকলের প্রতি চাহিতে থাকেন তাহা দেখিতে নিতান্তই কষ্টকর। এই কারণে আমরা এই গুরুতর প্রশ্নটীর উত্তর দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেও অন্ততঃ আমাদের নিকট সম্বন্ধীয় এক জেলার পত্রিকার সম্মান রক্ষার জন্যও সদুত্তর হউক বা অসদুত্তর হউক একটা কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি। আমাদের সম্মানাস্পদ হিন্দুরঞ্জিকা ইতিপূর্ব্বেই যখন আমাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"বৈষয়িক তত্ত্ব বালকের ন্যায় চপলতা প্রকাশ করিতেছে" তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে উদ্যত হইবার ধৃষ্টতা প্রকাশ হইলেও অনুগৃহীত বৈষয়িক তত্ত্ব সে বিষয়ে অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইবে ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

সহযোগী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—' ভারতে আবার অর্থনীতি কি? আলোচনাই বা কি আছে?" আর এক স্থানে বলিয়া-

---

* "হিন্দুরঞ্জিকা ১৭ বৎসর পূর্ব্বে, যে কর্ত্তব্য সাধন জন্য জন্মগ্রহণ করে, যৌবনে তাহার সার্থকতা দেখিয়া আপনাকে পরম ধন্য বিবেচনা করিতেছে।" ৫২১ পৃষ্ঠা—১০ বৈশাখ ১২৯২

ছেন "দেশের জমিদার, প্রজা, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই অবস্থা মন্দ। ঋণ প্রায় অধিকাংশ লোকেরই করিতে হইয়াছে।" তবে "আর অর্থনীতি কি?"

ভারতের অর্থনীতি কি এবং তাহার আলোচনাই বা কি আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক এ প্রশ্ন উচ্চারণ করিতেও ইচ্ছা হয়, একবার বলি—"বসুমতি, তুমি দ্বিধা হও, এ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না;—আর কেন?" জগতে যদি কোন দেশে অর্থনীতি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হইয়া থাকে? তবে সে এই ভারতবর্ষে—আজ সেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় প্রদান করেন তাঁহাদের মুখে অর্থনীতি শাস্ত্র কি এইরূপ কথা আবার শুনিতে হইতেছে! মৎস্যকে আবার জল কি? ইহার পরিচয় দিয়া দিতে হয়! অথবা পক্ষীকে আবার শূন্য কি? ইহা বুঝাইয়া দিতে হয়! জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচনা এই ভারতভূমেই আরম্ভ হয়, অদ্য সেই ভারতভূমিতেই ভারতবাসীর মুখেই আবার শুনিতে হইতেছে "ঋণ প্রায় অধিকাংশ লোকেরই করিতে হইয়াছে" অতএব "অর্থনীতি আর কি?" হা অদৃষ্ট! ভারতের দুর্দ্দশার আর বাঁকি কি? অর্থনীতি শাস্ত্রের যিনি প্রথম সূত্র পড়িয়াছেন, তিনিও ইহা বুঝিতে পারেন যে ভিন্ন দেশের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ না করিয়া স্বদেশে পরস্পর মধ্যে শত সহস্র ঋণ থাকিলেও তাহা দেশের ঋণ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। "ভারতবর্ষে অর্থনীতির আলোচনাই বা কি আছে?" এ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জগতে যদি কোন দেশে বর্ত্তমান সময়ে অর্থনীতি শাস্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা করার কারণ থাকে, তবে সে এই ভারতবর্ষে। যে দেশের অর্থস্রোত জলস্রোতের ন্যায় প্রতিনিয়ত ভিন্ন দেশে যাইয়া পড়িতেছে, যে দেশের প্রতি পল্লীর প্রতি গৃহের প্রতি কক্ষে কক্ষে "হা অন্ন! হা অন্ন!" নাদ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সে দেশে যদি অর্থনীতি আলোচনার সময় উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে আর কোন দেশে অর্থনীতি আলোচনার সময় উপস্থিত?

অর্থনীতির আলোচনার যে সময় উপস্থিত হয় নাই, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগীও এ কথা বলেন না, কারণ তাহা হইলে, তিনি স্বয়ং কেন অর্থনীতির আলোচনা করিতে বসিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দুরই যে অর্থনীতির প্রতি দৃষ্টি পড়া কর্ত্তব্য! এ কথা যেমন এ দেশের অন্যান্য সংবাদপত্র বলিয়া থাকেন, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকাও নিজে অর্থনীতির আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়া কার্য্যত তাহাই বলিয়াছেন। তবে অন্যের সহিত প্রভেদ এই যে সকলে সাধারণতঃ অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্তর্গত কোন একটি বিষয় লইয়া তাহারই আলোচনা করেন, আমাদের সহযোগী মূল অর্থনীতিকেই ধরিয়া "দেশীয় লোক সস্তা চকচকে বিলাতি কাপড়ের ভক্ত" ইত্যাদি অর্থনীতি শাস্ত্রের অতি গূঢ় বিষয় সকল ব্যাখ্যা করিয়া এবং সংক্ষেপে অন্যান্য বিষয় সকল শেষ করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "আর অর্থনীতি কি?"

অর্থনীতি কি জিজ্ঞাসা করায়, হিন্দুরঞ্জিকার অর্থনীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার পরিবর্ত্তে হৃদয়ের উদারতাই যে অধিক পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সহযোগী অর্থনীতিশাস্ত্রে যে অনভিজ্ঞ নহেন ইহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অর্থনীতির যে কোন স্থানে যতরূপ ব্যাখ্যা আছে, তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকিলেও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতে এবং ইয়োরোপে অর্থনীতির কিরূপ অর্থ প্রচলিত? সম্ভবতঃ ইহা জানিবার জন্যই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী উপর্য্যুক্ত প্রশ্নটি করিয়াছেন। এই কারণে—এবং সহযোগীর ও তৎসঙ্গে আমাদের অন্যান্য পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ জন্য, আমরা বর্ত্তমান সময়ের অর্থনীতি কি এবং বর্ত্তমান অর্থনীতি শাস্ত্রের অঙ্গ সকল কোন্ কোন্ মহাত্মা দ্বারা কিরূপ প্রণালীতে ক্রমে ক্রমে কত দিনে এরূপ ভাবে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে? ইত্যাদি বিষয় সকল সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

অর্থনীতি কি? এ প্রশ্নের, পূর্ব্বে পূর্ব্বে, এক এক জন পণ্ডিত এক এক রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ অর্থনীতির কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন? তাহা এ স্থলে আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ এ প্রস্তাবে ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ অর্থনীতি সম্বন্ধে যেরূপ

যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেবল তাহারই আলোচনা করিব, ইহাই আমাদের ইচ্ছা এবং ইহা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ইয়োরোপের মধ্যে গ্রীস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ। গ্রীসের প্রধান দার্শনিক সক্রেটিসের নিজের অর্থনীতিসংক্রান্ত কোন বিশেষ গ্রন্থ আছে কি না? আমরা অবগত নহি কিন্তু সক্রেটিসের ছাত্র Æschines Socraticus কৃত "The Eryxias" নামক অর্থনীতি শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় এক খানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। "Eryxias" এর প্রকৃত গ্রন্থকর্ত্তা Socraticus কি না? এ বিষয়, যদিও ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান পণ্ডিতসম্প্রদায় মধ্যে মতভেদ আছে কিন্তু "Eryxias" যে অর্থনীতি সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ এ বিষয় অনেকেরই সংশয় নাই,—অন্তত আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইংরাজি অর্থনীতি বিষয়ক নানা গ্রন্থে Eryxias এর আংশিক অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। এইরূপ অনুবাদ দেখিয়া যতদূর জানা যাইতে পারে তাহাতে Eryxias সহিত বর্ত্তমান অর্থনীতি শাস্ত্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই গ্রন্থকে অধিক পরিশুদ্ধরূপে বলিতে হইলে অর্থনৈতিক অপেক্ষা সমাজনৈতিক গ্রন্থ বলিলেই ভাল হয়। প্রকৃত পক্ষে অর্থনীতি শাস্ত্রের জন্মদাতার নাম করিতে হইলে Aristotle (এরিষ্টটলের) নাম করাই সঙ্গত। কারণ ইঁহার কৃত Economics গ্রন্থেই বিষদরূপে এবং যথারীতিতে অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে*। এই গ্রন্থে মানুষের সহিত সম্পত্তির কিরূপ সম্বন্ধ? তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন, কাজে কাজে অর্থনীতি শাস্ত্রের মূল ভিত্তি, এই স্থান হইতেই প্রথম উত্থিত হইয়াছে।

কি এরিষ্টটল, কি তৎসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিত, অর্থনীতিকে সমাজনীতির সহিত এত মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সাময়িক অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সকল মিশ্রিত অর্থনীতিকে অর্থনীতির গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই অনেক সময় ইচ্ছা করেন না। আজিও প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতগণ অর্থনীতিকে সমাজনীতির অন্তর্ভূত করিয়া রাখিতেই ইচ্ছা করেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক M. J. B. Say তাঁহার কৃত "Traite. d. Economie Poletequе" গ্রন্থে অর্থনীতির যেরূপ সূত্র অবধারণ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি বলেন—

"Political Economy is the economy of society; a science combining the results of our observations on the nature and functions of the different parts of the social body."*

দার্শনিক পণ্ডিতদের ন্যায়, মঁস সিস্মন্দির মতও অপূর্ব্ব। অধ্যাপক সিস্মন্দি বলেন,—গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন জাতির বাহ্যিক সুখ বৃদ্ধির জন্য যে কোন প্রণালীতে চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহার নামই অর্থনীতি। এইরূপ বোথারো, স্যানটোনি ডি মণ্ডরেসাঁ, স্যানটোনিসের জেয়ান দাস্ত তার্তুলো, গমেজ এবং জন ডি রুক্ষকার্ ইত্যাদি ইয়োরোপের প্রধান প্রধান প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ অর্থনীতির আলোচনায় এক এক জন এক এক রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এই সকল মতের বিস্তার আলোচনা না করিয়া ইংলণ্ডের পণ্ডিতমণ্ডলী অর্থনীতি সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

---

* See Economics book II, Chapter T.

* এই কয়েক পংক্তি ইংরাজির তাৎপর্য্য এই যে—অর্থনীতিই সমাজনীতি, এবং ইহা মানবসমাজের প্রকৃতি, ক্রিয়াপ্রণালির গবেষণা ও পর্য্যালোচনার ফলস্বরূপ একটি বিজ্ঞান বিশেষ। বাঙ্গালা করিয়া বুঝাইয়া না দিলেও পাঠকগন উপরি-উক্ত কয়েকটি কথা সহজেই বুঝিতে পারিতেন কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী "হিন্দুরঞ্জিকা"র অনুরোধে বাঙ্গালা করিয়া বলিতে হইল। আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ সহযোগী ইংরাজি বুঝেন না, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে কি না কিছু দিবস হইল "আনন্দবাজার পত্রিকা" এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"হিন্দুরঞ্জিকা লিখিয়াছেন যে আগামী মে মাসে সর্ব্বগ্রাসা "চন্দ্রগ্রহণ" হইবে। বোয়ালীয়াস্থ সহযোগীর নিকট আমরা জিজ্ঞাসা করি Solar Eclipse অর্থ কি চন্দ্রগ্রহণ? আবার গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা লিখিয়াছেন যে আগামী ২৮শে বৈশাখ তারিখে রাত্রিতে সর্ব্বগ্রাসা "সূর্য্যগ্রহণ" হইবে। কুমারখালিতে রাত্রিতে সূর্য্য উঠে নাকি?"

নীরস অর্থনীতির আলোচনা মধ্যে এরূপ দুই একটি কৌতুক অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইবে।

ইংলণ্ডের প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে হবস্ (Hobbes) তাঁহার প্রসিদ্ধ Leviathan গ্রন্থে অর্থনীতি সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। হবসের পূর্ব্বে ইংরাজ দার্শনিকদের মধ্যে আর কেহ অর্থনীতির আলোচনা করিয়াছেন বোধ হয় না। হবস্ ষোড়শ খৃষ্টাব্দের লোক। তাঁহার "Leviathan" ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের এক স্থানে অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "The Nutrition of a common wealth consisteth in the plenty and distribution of meterials conducing to life."* ইহার গ্রন্থের অন্যান্য অংশেও এই প্রকারের মতই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

হবসের "Leviathan" অপেক্ষা লক্ এর "Civil Government" গ্রন্থে অর্থনীতির সূত্র সকল অধিক পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হবস্, লক্, ডেবিড হিউম, সার জেমস্ ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রধান প্রধান অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতের পরস্পরে আংশিক কিছু কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও মূল বিষয়ে ইঁহাদের সকলের সিদ্ধান্তই প্রায় এক শ্রেণীর। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ এডাম স্মিথ (Adam Smith) পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের মত সকল খণ্ডন করিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে "An Enquiry into the Nature andC auses of the Wealth of Nations' নামক অর্থনীতি বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অর্থনৈতিক জগতে একটি যুগান্তর উপস্থিত করেন। এক্ষণে ইয়োরোপে অর্থনীতি যে আকার ও গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মূলই এই মহাত্মা। পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা এডাম স্মিথ অর্থনীতি বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সাময়িক সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি সেই সকল মতেরই বিকাশ সাধন ও পরিবর্দ্ধন ভিন্ন, কিছুই খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

এডাম স্মিথই প্রথম ইহা অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দেন যে অর্থের অর্থ কেবল টাকা, পয়সা বা মোহর নহে,—অর্থ বলিতে মানুষের আবশ্যকের এবং সুখসম্ভোগের যত প্রকার বস্তু আছে, সমস্তই বুঝিতে হইবে। তিনিই ইহা প্রমাণ করিয়া দেন যে অর্থের মূলস্থান টাকশাল কিম্বা রূপার অথবা সোনার খনি নহে, অর্থের প্রকৃত মূলস্থান শ্রম। শ্রম ভিন্ন অর্থ জন্মিতে পারে না। কিন্তু শ্রমের নামই অর্থ নহে। এক জন লোক দিবারাত্র সমুদ্রের জল সেঁচিয়া ফেলিতে নিযুক্ত থাকিলে এবং কেবল এই কার্য্যে তাহার সমস্ত জীবন কাটাইলেও সে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবে না। অনর্থক শ্রমের মূল্য নাই। ফলোৎপাদক শ্রমেরই মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এডাম স্মিথ বলেন তিন শ্রেণীর শ্রমের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। কৃষিকার্য্যে, শিল্পকার্য্যে এবং ব্যবসায়ে মানুষ দৈহিক শ্রম নিয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এডাম স্মিথের "শ্রম" সম্বন্ধীয় গভীর গবেষণার স্থূল মর্ম্মও প্রকাশ করা কঠিন। সময়ান্তরে এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে।

যদিও প্রথম শুনিতে এডাম স্মিথের এই মতটি অতি ভাল বোধ হয় কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফরাসী দার্শনিকগণ ইহার মধ্যেও নানা আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর Fourier বলেন কেবল শ্রমকেই অর্থের জন্মদাতা বলা যাইতে পারে না। প্রতিভা (Talent) ভিন্ন কেবল শ্রমের কোনই মূল্য নাই। তাঁহার মতে প্রতিভাই অর্থ উৎপাদনের আদি কারণ। এ মতেও অনেকে অনেকরূপ দোষ দিয়াছেন। অবশেষে এক্ষণে ইহাই স্থির হইয়াছে যে অর্থের জনকস্থানীয় যেমন শ্রম, জননীস্থানীয় তেমনি প্রতিভা। উভয়ের মিলনেই অর্থের জন্ম এবং উভয়ের বিচ্ছেদেই অর্থের ধ্বংস।

অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে যত পণ্ডিতই যত প্রকার মত প্রকাশ করুন না কেন, জন ষ্টুয়ার্ট মিল ইহার যেরূপ অবয়ব প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের সভ্য জগতে তাহারই সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের নাম শুনিলেই আমাদের হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী সহযোগী হিন্দুরঞ্জিকা হয়ত একদমেই নাসিকাগ্রভাগ শিরোদেশেরও ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারেন কিন্তু মিলের "Three Essays" গ্রন্থ হইতে এ প্রস্তাবে আমরা কোন কথাই তুলিব না, অতএব এ বিষয়ে সহযোগী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। মিলের "Principles of Political Economy" গ্রন্থে অতি বিশদরূপে অর্থনীতির আলোচনা করা হইয়াছে এবং এতৎসংক্রান্ত নানাবিধ যুক্তি ও তর্ক, অতি দক্ষতার সহিত উপস্থিত করা হইয়াছে। মিলের এই সুবৃহৎ গ্রন্থে অর্থনীতি কি? কেবল এই বিষয়েই যত কথা

* See Leviathan Chapter 24.

লিখিত হইয়াছে, তাহার স্থূল স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতে হইলেও এই পত্রিকার আট দশ পৃষ্ঠায় তাহা সঙ্কলন হয় কি না সন্দেহ। এই সুন্দর গ্রন্থখানির মর্ম্ম বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া কোন মহাত্মা প্রকাশ করিলে তিনি প্রকৃত পক্ষেই দেশের একটি মহৎ উপকার করিতে পারেন। পাঠক! শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের ৯৮ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের অনেক বিবরণ জানিতে পারিবেন।

মিল অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"In so far as the economical condition of nations turns upon the state of physical Knowledge, it is a subject for the Physical sciences and arts founded on them; but in so far as the causes are moral or psychologcial, dependent on institutions and social relations, or on the principles of human nature, their investgation belongs not to physical but to moral and social science, and is the object of what is called Political Economy."

মিলের এই বাক্য হইতে অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত কি? ইহা পরিষ্কাররূপে জানা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে মিল যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

এ পর্য্যন্ত অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রধান পণ্ডিত কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন? তাহাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। নানা পণ্ডিতের নানাবিধ মত দ্বারা ক্রমে পরিপোষিত ও পরিপুষ্ট হইতে হইতে এক্ষণে অর্থনীতি কিরূপ অবস্থা ও অবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতেছি।—

এক্ষণকার অর্থনীতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে 'অর্থ' শব্দের অর্থ করা আবশ্যক। অর্থ শব্দের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে, যাহার কোনরূপ বিনিময় মূল্য আছে, তাহাই অর্থ। অর্থনীতি শাস্ত্রের চক্ষে কেবল টাকাই অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং আমরা ভরসা করি আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী 'হিন্দুরঞ্জিকা'ও তাহা বিবেচনা করেন না। বিনিময় মূল্য যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহাই যে, প্রকৃত অর্থ শব্দের অর্থ, ইহা প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিলেও জানা যাইতে পারে। এডাম স্মিথের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় চীনদেশে জমাট "চা"র এক একটী গোলা অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। এ দেশে পূর্ব্বে কড়ি ব্যবহৃত হইত।

এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অর্থ শব্দের যদ্যপি উপর্যুক্ত মত অর্থ নির্দ্ধারণ করা হয়, তবে টাকা শব্দে কি বুঝিতে হইবে? ইহার উত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, বিনিময়ের মধ্যবর্ত্তী এবং মূল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশক বস্তুকেই টাকা বলা যাইতে পারে। টাকাকে তখনই মূল্যের পরিমাণ নির্দ্দেশক বস্তু বলা যাইতে পারিবে, যখন দেশের সাধারণ-সম্মতি ক্রমে উহাতে এমন একটী পরিমাণজ্ঞাপক শক্তি প্রদান করা হইবে, যাহা দ্বারা অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুর মূল্যের পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে।

অর্থ শব্দের তাৎপর্য্য কি? ইহা বুঝিলে অর্থনীতি কি? ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ ম্যাক্‌লোড সাহেব এতৎ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যে,—"The word is one of the great fundamental conceptions upon the true settlement of which, a permanent science of political Economy is built." অতএব আজি কালি "অর্থ" শব্দের যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা উপরে আমরা যেরূপে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিলাম, তাহা হইতেই অর্থনীতি কি? এ প্রশ্নের মীমাংসাও আপনা আপনি সহজে হইয়া আসিবে। অর্থনীতি শাস্ত্র এমন একটী সামগ্রী, যাহা দুই দশ কথায় সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে নিতান্ত সংক্ষেপে বলিতে হইলে ভারতহিতৈষী মহাত্মা ফসেটের সহধর্ম্মিণী বিবি ফসেট, সুকুমারমতি শিশুদিগের জন্য যে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার ভাষায় অর্থনীতির এইরূপ সূত্র অবধারণ করা যাইতে পারে যে, "অর্থনীতি সেই শাস্ত্র, যাহা দ্বারা অর্থতত্ত্ব অনুসন্ধান এবং অর্থের উৎপত্তি ও বিনিময় বিভাগের নিয়মপ্রণালী নিরাকরণ করা যাইতে পারে।"

ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটী দীর্ঘ হওয়ায় এতৎ সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা কিছু বক্তব্য আছে, সে সকল বিষয়ের আলোচনা হইতে অগত্যা (আপাতত) আমাদিগকে ক্ষান্ত থাকিতে হইতেছে। প্রস্তাবান্তরে এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার আমাদের

ইচ্ছা রহিল এবং আমরা ইহাও ভরসা করিতেছি যে, আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের সংস্কৃত ভাষানুরক্ত হিন্দু-রঞ্জিকার নিকট হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অর্থনীতির কিরূপ ব্যাখ্যা আছে তাহাও আমরা জানিতে পারিব এবং এই বিষয়ে পুনরালোচনার সময় বৈষয়িকতত্ত্বের পাঠকগণকেও তাহার মর্ম্ম জানাইতে পারিব। আমাদের সহযোগী শিক্ষাবর্দ্ধক হইতে অর্থনীতিজ্ঞ চাণক্য পণ্ডিতের তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই যে, হিন্দু অর্থনীতির সকল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন আমরা কখনই এরূপ আশা করিতে পারি না। সম্ভবতঃ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য প্রণীত অর্থনীতির মূল গ্রন্থ হইতেই অর্থশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়া আমাদিগের এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ হিন্দু পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণ করিবেন। সহযোগী আমাদের প্রতি যত নির্দ্দয় হউন না কেন, তাঁহার উচিত প্রাপ্য প্রশংসা হইতে কখনই আমরা তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারি না। সহযোগী বর্ত্তমান সময়ের অর্থনীতি বিষয়ে বিজ্ঞজনোচিত অজ্ঞতা যে পরিমাণেই প্রকাশ করুন না কেন প্রাচীন হিন্দু অর্থনীতিতে যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে এ বিষয়ে আমাদের সংশয় মাত্র নাই। উপসংহারে আমরা সহযোগীকে ইটালের পণ্ডিতচূড়ামণি সিসিরোর নিম্নলিখিত নীতি বাক্যটীর অর্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি—

"Nam non solum scire aliquid, artis est, sed quaedam ars etiam docendi!"

তুলসি বন হইতে নৈতিক মঞ্জরি সংগ্রহ। *

তুলসি যব্ জগমে আয়ো
জগো হসে তোম্ রোয়্।
আয়সা কর্ণিকর্ চলো কি
তোম্ হসো জগো রোয়্॥

অর্থ—তুলসি দাস কবি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে "তুলসি! তুমি যখন জগতে আসিলে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিলে তখন তুমি কাঁদিতেছিলে কিন্তু আর সকলে হাসিতেছিল তাহার প্রতিফল দিবার জন্য তুমি এমন করিয়া চল, যে পৃথিবী হইতে যাইবার সময় তুমি হাসিতে হাসিতে যাইতে পার কিন্তু আর সকলে যেন সে সময় তোমার জন্য ক্রন্দন করে।"

—•—

সব্কি ঘট্‌মে হরি হৈঁয়,
পহছান্ তো নাহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ মৃগনাহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই॥

সকলের হৃদয়েই জ্ঞান আছে কিন্তু কেহ দেখিতে পায় না। মৃগের নাভিতেই কস্তুরি থাকে কিন্তু আপন সুগন্ধে মোহিত হইয়া এখানে সেখানে কত স্থানে সেই সুগন্ধ সামগ্রীর অনুসন্ধানে মৃগ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ নিজের হৃদয়ের দিকে না তাকাইয়া জ্ঞানের জন্য কত স্থানে কত বিষয়ে কত গ্রন্থে সদা সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়।

—০—

জল বিচ্ কুমদ্ বসে
চন্দাবসে আকাশ্।
যো জন্ যাকে হৃদবসে
সে জন তাকো পাশ্॥

---

* বৈষয়িক তত্ত্বের গত সংখ্যায় লাটিনভাষায় লিখিত কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি নীতিবাক্য অনুবাদসহ প্রকাশ করায় অনেক পাঠকের তাহা প্রীতিকর হইয়াছিল। এ বার তুলসিদাস কবি কৃত হিন্দিদোঁহা হইতে ঐরূপ প্রণালীতে কতকগুলি নীতি বাক্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

জলে কুমুদিনী আকাশে চন্দ্র; উভয়ে কত ব্যবধান কিন্তু যে যাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করে, সে তাহার দূরস্থ হইয়াও অতি নিকটস্থ।

ঠিক এই মর্ম্মে সংস্কৃত ভাষাতেও একটি সুন্দর কবিতা আছে। কবিতাটি এই—

ন হি ভবতি বিয়োগঃ স্নেহবিচ্ছেদহেতুঃ,
জগতি গুণনিধীনাং সজ্জনানাং কদাপি।
ঘনপটল নিরুদ্ধো দূরসংস্থোঽপি চন্দ্রঃ,
কিমু কুমুদবনানাং প্রেমভঙ্গং করোতি? ॥ ১

—•—

অলী পতঙ্গ মৃগ মীন্ গজ্
ইয়াঁকো একই আঁচ্।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গৎ
যাকো পিছে পাঁচ্॥

ভ্রমর নাসিকা ইন্দ্রিয়ের অনুরোধে গন্ধের আকর্ষনে, পতঙ্গ দর্শনন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত হইয়া রূপের আকর্ষনে, মৃগ শ্রবনেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় শব্দের অনুসরণে এবং হস্তী স্পর্শ সুখের লোভে মুগ্ধ হইয়া, কেহ বা কেতকী পুষ্পের রেণুর মধ্যে যাইয়া পড়িয়া, কেহ বা জ্বলন্ত দীপশিখার মধ্যে যাইয়া পড়িয়া, কেহ বা হিংস্র জন্তুর হাতে যাইয়া পড়িয়া, কেহ বা পদ্মবনে কর্দ্দমের মধ্যে পড়িয়া সকলেই নষ্ট হয়। ইহাদের এক এক ইন্দ্রিয়ের পিপাসাধিক্য জন্য এইরূপ দুর্দ্দশা হয়; এখন মানুষ, যাহার পাঁচ ইন্দ্রিয় সমান দুর্দ্দান্ত এবং পিপাসিত তাহার বিপদ কত? এবং গতিই বা কি? তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

সংস্কৃতেও এই মর্ম্মের একটি কবিতা আছে—

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ ভৃঙ্গ-
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমদী স কথং ন হন্যতে,
যঃ সেবতে পঞ্চ ভিরেব পঞ্চ॥

—•—

পণ্ডিত ও মশাল্‌চি
ইন্‌কি গৎ কহা না যায়।
পরকে দিয়া দেখায়্ কে
আপ্ আঁধারে ধায়্॥

পণ্ডিত এবং মশাল বা লণ্ঠনধারি লোক ইহাদের দুর্গতির কথা বলা যায় না,—দুই জনেই অন্যকে আলো দেখায় কিন্তু নিজে অন্ধকারে যায়।

কতকটা এই মর্ম্মের একটি ইংরাজি কবিতা আছে—

"Glories like glow-worms, afar off Shine bright,
But looked too near, have neither hat nor light."

—•—

এমন্ রসনা সাফ্ করো
ধরো গরিবী বেশ।
শীতল বোলী লই চলো
সব হি তোমারা দেশ॥

এমন করিয়া জিহ্বাকে পরিষ্কার কর, দীনবেশ ধারণ কর এবং শীতল কথা সঙ্গে লইয়া চলিও যে, সমস্ত দেশই তোমার নিজের দেশ হয়।

একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে—

প্রিয়বাক্যপ্রদানেন, সর্ব্বে তোষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাৎ তদেব কর্ত্তব্যং, বচনে কা দরিদ্রতা॥

"Speak gently! It is better far
To rule by love than fear——
Spheak gently,—let no harsh words mar
The good we might do here."

—•—

ছোড়হু ছয় দোষ সদা যো চাহ কল্যাণ।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয় আলস দার্ঘগুমান॥

যিনি কল্যাণ কামনা করেন, তিনি নিদ্রা, তন্দ্রতা, ক্রোধ, ভয়, আলস্য এবং দীর্ঘ সূত্রিতা ত্যাগ করিবেন।

এই মর্ম্মের একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে,—
ষড়িমান্ পুরুষেণেহ, হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়ং ক্রোধম্, আলস্যং দীর্ঘসূত্রিতা॥

—•—

পণ্ডিত জন কো শ্রম মরম
জান ত যে মতি ধীর!
কবুহুং বাং কন জানহি
তন প্রসূত কি পীর॥

পণ্ডিতজনের শ্রম এবং মর্ম্ম যে ব্যক্তি ধীর এবং পণ্ডিত তিনিই বুঝিতে পারেন। বন্ধ্যা স্ত্রী প্রসববেদনা কিরূপ বুঝিবে।

এই মর্ম্মের একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে,—
বিদ্বানেব হি জানাতি, বিদ্বজ্জন পরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজনীয়াদ্, গুর্ব্বী-প্রসববেদনামম্॥

—•—

সাচ্চা কহে ত মারে লাট্টা
ঝুঁঠা জগৎ ভুলাই।
গোরস গলি গলি ফিরে
সুরা বৈঠল বিকাই॥
চোরকা ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিক্ কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা
দুখ লাগে আওর হাঁসি॥

সত্য কথা কহিলে লাঠী মারে, মিথ্যা কথায় জগৎ ভুলায়। দুগ্ধ পথে পথে বিক্রয় জন্য লইয়া বেড়ায় কিন্তু মদ এক স্থানে বসিয়াই অনায়াসে বিক্রীত হইতে পারে। চোরকে ত্যাগ করিয়া সাধু ব্যক্তিকে বাঁধে এবং নির্দ্দোষী পথিকের প্রাণদণ্ড হয়। কলিযুগ! তোমার ব্যাপার দেখিয়া দুঃখও হয় হাসিও পায়॥

শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

জল—জলের ব্যবহার ও

জল পরিষ্কার করণের নানাবিধ কৌশল।

(৮ষ্ঠ সংখ্যা ২৯৯ পৃষ্ঠা হইতে)

সিসার নলে আবদ্ধ থাকিয়া কলের জল বিষাক্ত হয় ইহা কেবল আমরাই বলিতেছি এরূপ বিবেচনা করিবেন না। ইয়োরোপের অনেক

সম্ভ্রান্ত ডাক্তারেরও এইরূপ মত। আমরা তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি হইতেই কলের জলের এই অনিষ্টকারিতার কথা জানিতে পারিয়াছি।

বিলাতের প্রধান প্রধান অনেক নগরেই এখন সিসার নলের পরিবর্ত্তে লোহার নল ব্যবহৃত হইতেছে। তথাপি পরিষ্কার স্রোতস্বতী নদী কিম্বা নির্ম্মল উৎসের জলের সহিত তুলনা করিলে বিলাতের লৌহ নলে আবদ্ধ কলের জলেরও মূল্য অনেক কম হইয়া যায়। এ দেশের অনেকেরই একটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক সংস্কার আছে যে,কলের জল হইলেই সে এককালীন নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হইল,—সে জলে আর কোনই দোষ নাই। প্রকৃত পক্ষে, ইহা কিন্তু ঠিক নহে। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখিতে উপস্থিত হইলে কলের জলের মধ্যেও বিস্তর কদর্য্য ও অনিষ্টকর বস্তু আছে জানা যায়। কাগজপত্রে এবং পুস্তকাদিতে আমরা যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে ফরাসিদেশে পারিস নগরে পানীয় জল সংগ্রহের ব্যবস্থাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানানুমোদিত ও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। লণ্ডনের পানীয় জলও নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু আমাদের কলিকাতার এত প্রশংসিত কলের জলের প্রতি যখন আমাদের চক্ষু পড়ে, তখন সত্য সত্যই জলের প্রতি নিতান্ত অরুচি হয়। অন্যরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা দূরে থাকুক, সামান্য একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কলিকাতার—বিশেষতঃ কলিকাতা নগরের উত্তরার্দ্ধের—কোন একটি দ্বিতল বাটীর কল খুলিয়া তাহার প্রথম এক বিন্দু জল কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখিলেই আমাদের উপরি-উক্ত বাক্যের প্রতি কাহারই আর সন্দেহ থাকিবে না। আমরা কলিকাতার কলের জল নিতান্ত ন্যূন কল্পে হইলেও দেড় শত দুই শত বার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ক্রমেই ইহার অপবিত্রতার অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও মফঃস্বলের অনেক স্থানের কদর্য্য জলাশয় অপেক্ষা কলিকাতার কলের জল যে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। কাজে কাজে আজি কালি বঙ্গদেশের মফঃস্বল নগর সকল অপেক্ষা কলের জলের অপকৃষ্টতাসত্ত্বেও কলিকাতা যে অধিক স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া গণনীয় হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জলের অপরিষ্কৃতাবস্থার আলোচনা করিতে কি কি বস্তুর সংযোগে জল অপরিস্কৃত হয় এবং অপরিষ্কৃত জলে সাধারণত কি কি পদার্থই বা থাকে ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল জন্মিতে পারে। অপরিস্কার জলের অবস্থা জানিতে হইলে অগ্রে পরিস্কার জল কি? ইহাই জানা কর্ত্তব্য। এ দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আমরা যতদূর দেখিতে পাইতেছি তাহাতে "ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম" এই পাঁচটী ভুতের

মধ্যে জলকেও একটি ভুত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। যে পাঁচটি মূল পদার্থ দ্বারা বিশ্ব গঠিত, তাহার মধ্যে জলও একটি ইহাই প্রাচীন দার্শনিক গণের মত। প্রাচীন রোমে, গ্রীশে এবং আধুনিক ইয়োরোপেও এইরূপ সিদ্ধান্তই বহুদিবস হইতে চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু কএকবৎসর হইল এ মত পরিবর্ত্তিত হইয়া জগতের মূল পাঁচটী ভুতের স্থলে (৬৫) পঁয়ষট্টি ভুত বা Elements আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে *। ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এখনও ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে, জগতের উপাদান পদার্থ মধ্যে এই কএকটি ভুত ভিন্ন আর ভুত নাই। তবে তাঁহারা ইহা নিসংশয়চিত্তে বলিয়া থাকেন যে, যে পঁয়শট্টিটি প্রধান ভুত বা Elements আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে "জল" গণনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে দুইটি ভিন্ন-প্রকৃতির ভুতের সংযোগে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহারই অন্যতম নাম "জল"। ৬৮টি ভুত বা মূল পদার্থের মধ্যে যে দুইটির সংযোগে জল উৎপন্ন হয় তাহার নাম hydrogen এবং *Oxygen*। বিজ্ঞানের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক গেলাস জলে দুইভাগ হাইড্রোজন্ এবং এক ভাগ অক্‌সিজন্ পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে যে জল পরীক্ষা করিয়া এই দুই পদার্থ মাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সেই জলই অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। পরীক্ষায় জলে এই দুইটি ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী আছে জানিতে পারিলেই স্থির হইল সে জল বিশুদ্ধ নহে। (ক্রমশ)

— —

* "Elements of Chemistry" গ্রন্থে ডাক্তার উইলিয়াম মিলার এক্ষণকার আবিষ্কৃত ভুত বা পৃথিবীর উপাদানের প্রধান পদার্থ গুলির এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন——

I. Alkali Metals.

1. Potassium. 2. Lithium. 3. Rubidium.
4. Sodium. 5. Caesium.

II.—Alkaline Earth Metals.

1. Barium. 2. Strontium. 3. Calcium.

III.—Earth Metals.

1. Aluminium. 2. Glucinum. 3. Yttrium.
4. Erbium. 5. Terbium. 6. Cerium.
7. Lanthanum. 8. Didymium.

IV.—Magnesium Metals.

1. Magnesium. 2. Zinc. 3. Cadmium.

V.—Metals more or less analogous to Iron.

1. Cobalt. 2. Nickel. 3. Uramium.
4. Iron. 5. Chrominum. 6. Manganese.

VI.—Metals which yield Acids.

1. Tin. 2. Titanium. 3. Zirconium.
4, Thorinum. 5. Molybdenum. 6. Niobium.
7. Tungsten. 8. Tantalum. 9. Vanadum.
10. Arsenicum. 11. Antimony. 12. Bismuth.

VII.—Metals.

1. Copper. 2. Led. 3. Thallium. 4. Indium.

VIII.—Noble Metals.

1. Mercury. 2. Silver. 3. Gold.
4. Platinum. 5. Palladium. 6. Rhodium.
7. Ruthenium. 8. Osmium. 9. Pridium.

ধাতু ভিন্ন অনাবিধ ভুতের নাম —

1. Baron. 2. Bromine. 3. Carbon. 4. Chlorine.
5. Fluorine. 6. Hydrogen. 7. Iodine. 8. Nitrogen.
9. Oxygen. 10. Phosphorus. 11. Sulphur. 12. Selenium.
13. Silicon. 14. Tellurium.

রেসমের ব্যবসায়।

(৮ম সংখ্যার ২৮৩ পৃষ্ঠার পর হইতে)

"Observation on the Indian Mulberry tree" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কয়েক পঁক্তির স্থূল তাৎপর্য্য নীম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে—

রেসম পোকার খাদ্যসংগ্রহের উদ্দেশে বঙ্গদেশে যে সকল স্থানে তুঁতের আবাদ করা হইয়া থাকে সে স্থানে ভুস্‌ভুসে, সারযুক্ত এবং উচ্চ স্থানের জমিরই অধিক আদর। এদেশের কৃষকেরা বলে, আঠালে এবং কঠিন মৃত্তিকায় তুঁতের আবাদ বড় ভাল হয় না, কারণ তুঁতগাছের মূলের নিকট জল আবদ্ধ হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে গাছ নষ্ট হইয়া যায়। বড় বড় পাতা হইতে পারে এই উদ্দেশে, তিন চারি বৎসর পর পরই পুরাতন গাছ তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে নূতন গাছ রোপন করা আবশ্যক। বর্ষার শেষেই তুঁতের নূতন চারা রোপন করিবার সময়। বর্ষার শেষে বৃষ্টি বন্দ হইয়া যাইলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া এক হাত ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তুঁতের কলম রোপন করিতে হয়।

একবার গাছ গুলি উত্তম রূপে লাগিয়া উঠিলে পরে, আর অধিক পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন হয় না। মধ্যে মধ্যে দুই একবার ঘাস তৃণ নষ্ট করিয়া দিলে এবং কখন বৃষ্টিতে মূলদেশের মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাইলে স্থানে স্থানে কিছু মৃত্তিকা দিলেই যথেষ্ট হয়। আর অন্য কোন রূপ শুশ্রূসা করিবার প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালাদেশের মৃত্তিকা স্বভাবতই এমন সিক্ত যে তুঁতের ন্যায় জমিতে নিয়মমত জল সিঞ্চন না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। এই কারণে তুঁতের আবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের যেমন সুবিধা আছে এমন আর অন্য কোনও দেশের নাই; এই জন্যই বাঙ্গালার সহিত রেসম ব্যবসায়ে অন্য দেশের প্রতিযোগিতা করা বড় কঠিন এমনকি অসম্ভব।

সাধারণত বৎসরে চারিবার তুঁত গাছের ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। বর্ষাকালে কেবল উপরের দুই চারিটা ডাল এবং পাতা কাটিয়া দেওয়া হয় কারণ সে সময় অপেক্ষাকৃত বড় ডালগুলি কাটিলে সেই সকল স্থানে বৃষ্টিজল প্রবেশ করিয়া গাছের অনিষ্ট করিতে পারে। ইহা ব্যতীত বর্ষাকালে গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইয়া অনেক স্থান এককালীন জলার্ণব হইয়া যায়; তুঁতগাছের সমস্ত ডাল পাতার উপর দিয়া জল চলিয়া যাইলে সে গাছের কোন ক্রমেই আর রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

কি প্রণালীতে তুঁতের কৃষি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় এবং অধিক পরিমাণে তুঁতপাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে একবার একটী স্যারকুলার প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় রামপুর বোয়ালীয়া হইতে মিঃ হাইড সাহেব তুঁতের কৃষি সম্বন্ধে যে একটী অতি সুন্দর ও বিস্তৃত রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ হইতে কএক পঁক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা নীম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

"In the Beauleah aurungs the mulberry-cultivation

is entirely accomplished from cuttings of five or six inches in length; and in the course of five or six months after plantation, they become sufficiently rooted in the ground to admit of the shrubs being cut. The cuttings are set three or four together, with six inches space between each cluster, and in rows, leaving sufficient width between the rows to admit of the ground being turned up by the Khodali and the small plough used in Bengal. The fields are never irrigated; but if the weather be favourable, with a seasonable supply of rain, five or six crops may be obtained throughout the year, but never fewer than four, unless the season should be unusually droughty. If the mulberr-yplants be originally planted in good land, well attended, and kept well weeded, the plant will last ten or fifteen years. The height to which it grows before it is cut varies as the weather may be favourable or otherwise. It may be stated from two to four feet. The plant when required, is cut three or four inches from the ground, except in the rainy season and when the stumps are allowed to be eight or ten inches in length. After the plant has been used for the worm in July, it is allowed to grow to waste, in order that the rains or inundation may not distroy or injure it. The rains having subsided, the plant is cut down, the land ploughed and dressed as may be requisite for the grand *bund* of the year called the Novemberdand.

(ক্রমশঃ)

চীনে-বাসন।

প্রাচীন মুনিঋষিগণ বলিয়াছেন—

"দোষহৃদ্ধ্রুচিদং পথ্যং হৈমং ভোজনভাজনম্"।
"শৈলজে মৃণ্ময়ে প্যাত্রে ভোজনং শ্রীনিবারণম্"॥

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ভোজন সময়ে স্বর্ণপাত্র রজতপাত্র ব্যবহৃত হইত,—যখন সোনা রূপা দেশ হইতে উড়িয়া গেল, তখন কাজে কাজে "কদলি পত্র" ভোজনপাত্রের স্থান অধিকার করিল। এখন অবস্থাপন্ন লোকেই কাংসপাত্রে অথবা প্রস্তরপাত্রে আহার করিয়া থাকেন, সাধারণে আহার কার্য্যে কদলিপত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আজি কালি আবার ইহারও পরিবর্ত্তন হইতে চলিল। শিক্ষিত যুবকগণমধ্যে অনেকে এক্ষণে বিলাতি চীনে বাসনের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। অনেকস্থলে বিশেষত ঢাকা প্রদেশে, শিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে চীনেবাসন এবং কাঁচের গেলাসের ব্যবহার অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামগ্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মায়, বঙ্গীয় যুবকগণের রুচির সুদিকে পরিবর্ত্তনেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় এইরূপ রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ ভাবে আর একটী কার্য্য হইতেছে। বিলাতের ব্যবসায়ীগণের অর্থোপার্জ্জনের একটী নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, অর্থহীন বঙ্গের অর্থ স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িবার আর একটী নূতন দ্বারসৃষ্টি হইতেছে।

কদলীপত্র এবং ধাতুপাত্রের পরিবর্ত্তে চীনেবাসন যদি শিক্ষিত যুবকগণের অধিক প্রিয় হয়, তবে যাহাতে স্বদেশেই ঐরূপ সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইতে পারে তাহারই চেষ্টা করা সঙ্গত; নতুবা স্বর্ণমূল্য দিয়া মাটির বাসন ক্রয় করা এবং স্বদেশে বাস করিয়া স্বদেশের পবিত্র মৃত্তিকার উপর বিদেশী মৃত্তিকার পাত্র রাখিয়া তাহাতেই ভোজন করা, কত দূর সঙ্গত কার্য্য; ইহা সকলে

সহজেই বিবেচনা করিতে পারেন। ফলত চীনেবাসন আমাদের ব্যবহারের উপযোগী বোধ হইলে, যাহাতে এদেশে ঐরূপ বাসন প্রস্তুত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

চীনেবাসন প্রস্তুত করা কিছু কঠিন নহে। যদিও ত্রিশ, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে চীনেবাসন কিরূপে প্রস্তুত করা হইত, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেন না এবং ইয়োরোপের ও এমেরিকার ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও চীন এবং জাপান হইতে ঐ সকল সামগ্রী বহু যত্নের সহিত লইয়া যাইতেন কিন্তু এক্ষণে বিলাতেই চীনেবাসন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এদেশে সাধারণত আমরা যে সকল চীনেমাটির বাসন দেখিতে পাই, ইহার সকল না হইলেও অধিকাংশই বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া থাকে। ইংলণ্ড অপেক্ষা ফরাসিদেশেই এই সকল মৃৎপাত্র অধিক প্রস্তুত হয়, এবং ফরাসিদেশের প্রস্তুত পাত্রেরই মূল্য অধিক। বিলাতের চীনেবাসন এবং ফরাসিদেশের চীনে-বাসনের বাহ্যিক পার্থক্য আমাদের চক্ষে কিছু উপলব্ধি না হইলেও, রুষ, জার্ম্মান এমন কি ইংরাজেরাও ফরাসিদেশের Villeroi Porcelain এর অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আহারের এক প্রস্থ সমুদায় বাসন ক্রয় করিতে কোম্পানীর দোকানে আট শত টাকা সেটেরও চীনেবাসন ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এক জন মধ্য শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সামাজিকতার এবং বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজ দিবার অনুরোধে পাঁচ সাত হাজার টাকার চীনেবাসন গৃহে রাখিতে হয়। বিলাতের সামান্যমত ধুমধামের ভোজেও দুই চারি পাঁচ শত টাকার চীনেবাসন অসাবধানতাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। এদেশে এক টাকার কলাপাতে সহস্র লোকের ভোজন সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

বিলাতের মৃত্তিকা চীনেবাসন প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, এই কারণে চীনদেশ হইতে মাটি লইয়া যাইয়াও বিলাতের ব্যবসায়ীগণ স্বদেশে চীনেবাসন প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং এইরূপে বহু কষ্ট ও বহু ব্যয় স্বীকার করিয়াও তাঁহারা ইহা দ্বারা প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আমরা কলিকাতার বার্ণ কোম্পানীর এক জন কার্য্যকারকের নিকট কিছু দিবস হইল শুনিয়াছিলাম এদেশে স্থান বিশেষে চীনেবাসন প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রচুর পরিমানে পাওয়া যাইতে পারে। চীন দেশেরও সকল স্থানের মৃত্তিকায় চীনেবাসন (Porcelain) প্রস্তুত হয় না। সার জন ডেবিস প্রণীত "Description of China" গ্রন্থে জানা যায় সমস্ত চীন দেশ মধ্যে "কিংটিচিং" নামক প্রদেশে যেমন উৎকৃষ্ট চীনেবাসন প্রস্তুত হয় এমন আর কোন স্থানেই হয় না। কথিত আছে, দশ লক্ষ লোক চীন দেশে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশে বীরভূমে এবং রাণীগঞ্জ প্রদেশে চীনেবাসন প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বার্ণ কোম্পানী রাণীগঞ্জে চীনেবাসনের অনুকরণে এ দেশের আবশ্যকানুরূপ মৃৎপাত্র সকল প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু দিবস হইল একটি "কারখানা"

স্থাপন করিয়াছেন। মিঃ হোয়াইট সাহেবের তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। ইহাদের প্রস্তুত নানারূপ মাটির বাসনের নমুনা (Sample) আমরা দেখিয়াছি। এই স্থানে যেরূপ সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র সকল প্রস্তুত হয়, ইহা কোন অংশেই বিলাতি বাসন অপেক্ষা আমাদিগের নিকট মন্দ বলিয়া বোধ হইল না। বিলাতি বাসন এবং রাণীগঞ্জের বার্ণ কোম্পানীর প্রস্তুত বাসন, দেখিতে তুল্য হইলেও, রাণীগঞ্জের বাসনের মূল্য অনেক কম। কি পরিমাণ উত্তাপে এবং কি প্রকারের মৃত্তিকা কি প্রণালীতে পোড়াইলে, ভাল বাসন প্রস্তুত হইতে পারে, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য যদি কোন পাঠকের কৌতূহল জন্মে, তবে তিনি এই কারখানার মিঃ হেফারনন সাহেবের নিকট তত্ত্ব করিলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পাইতে পারেন।

এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, এ দেশের নানাস্থানে ইহার কারখানা হওয়া উচিত, এই শ্রেণীর দুই চারি কথা ভিন্ন, এ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আমরা এমন কোনই উপদেশ দিতে পারি না, যে কেবল তাহা পাঠ করিয়াই আমাদের পাঠক অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজগৃহে আপনা আপনি চীনেবাসন প্রস্তুত করিতে পারেন। দেখিয়া শিক্ষা না করিলে কেবল গ্রন্থপাঠে চীনেবাসন প্রস্তুত করিতে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। বিলাতে এক্ষণে যে উৎকৃষ্ট চীনেবাসন প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মূল কারণ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Reaumur। তিনিই ইউরোপে ইহার সঙ্কেত আনয়ন করেন। এক্ষণে ইউরোপের অন্যদেশের কথা দূরে থাকুক, কেবল ইংলণ্ড হইতেই বৎসরে প্রায় ১৯৭৮৪৪৫০ টাকা মূল্যের চীনেবাসন অন্যদেশে রপ্তানি হয়। বলা বাহুল্য ইহার অধিকাংশই ভারতবর্ষে আইসে।

কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার শীলবংশীয় কোন অর্থশালী ব্যক্তি, কলিকাতার কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার তীরে চীনেবাসন প্রস্তুতের উপযুক্ত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য অধিক বেতন দিয়া কএক জন ইংরাজও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পারিবারিক দুর্ঘটনায় কারখানাটি এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে এদেশে এক্ষণে কেবল এক রাণীগঞ্জেই বার্ণ কোম্পানীর একটি মাত্র কারখানা আছে। রাণীগঞ্জ প্রদেশে এই কার্য্যের উপযুক্ত মৃত্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে বলিয়াই বার্ণ কোম্পানী এই স্থানে কারখানা খুলিয়াছেন। রাণীগঞ্জে আর এক প্রকার মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা দ্বারা সুন্দর "সিমেণ্ট" Cement প্রস্তুত হইতে পারে। এই সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্যও রাণীগঞ্জে কএক জন সাহেব একত্রিত হইয়া অংশ করিয়া একটি কারখানা খুলিয়াছেন। এই কারখানার নাম "Indian Portland Cement Company L. D."প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে এই বিষয়ের উল্লেখ মাত্র আমরা করিলাম, প্রস্তাবান্তরে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিব এবং কি উপায়ে "Cement"

বা বিলাতিমাটি প্রস্তুত করিতে হয়,তাহাও বিশেষ করিয়া লিখিব। চীনেবাসন বা "Porcelain" প্রস্তুত করিতে কত অংশে কোন কোন সামগ্রী একত্রে মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন, আমরা কেবল তাহাই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাহারই একটি তালিকা নিম্নে দিতেছি———

Bones	....	৩৬০ সের
Cornish clay	....	২৩০ সের
Cornish stone	....	৫০ সের
Flint	....	২০ সের
Blue clay	....	২০ সের
Blue clax	....	৷৹ অর্দ্ধসের

সাবানের ব্যবসায়।

(গতবারের অবশিষ্ট)

পূর্ব্বে প্রায় সমুদয় চর্ব্বি বা তৈল সাবানে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শেষবারে যে সাবানের জল দেওয়া যায় তাহাতেই রজন সাবান পরিণত হয়। কারণরজনকে সাবান করিতে সামান্য ক্ষারই আবশ্যক করে। যাহা হউক এবারে ক্ষারের জল কিছু অধিক পরিমাণে দিতে হইবে। সাবান তৈয়ার হইয়াছে কি না তাহা পূর্ব্ব-লিখিত উপায়েই বুঝিতে হইবে। সাবান তৈয়ারী সম্পূর্ণ করিবার জন্য কঠিন সাবানের বেলায় যেরূপ পুনর্ব্বার অধিক ক্ষারজ জলে জাল দিতে হয়, সেই রূপ ক্ষারের জলের সহিত জাল দিতে হইবে। যদি তাহার পর আরও একবার কিছু বার খুব সামান্য ক্ষার যুক্ত জলে সিদ্ধ করা যায়, তবে সাবান আরও উত্তম হয়। কোন কোন কারিগর এই পীত সাবান প্রস্তুত করিতে চর্ব্বির গন্ধ তৈলের সহিত অল্প পরিমাণে পাম তেলে (আমাদের দেশে মৌয়ার তেল হইলেই চলে) দিয়া থাকে। ইহাতে রজনের দুর্গন্ধ দূর এবং বর্ণ আরও গাঢ়তর পীত হয়।

ইহা ব্যতীত শুধু রজনেই সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। রজনকে খুব গুঁড়া করিয়া কড়ায় চড়াইয়া তাহাতে সাবানের জল দিয়া দুই ঘণ্টা আন্দাজ জাল দিলেই রজন সাবান প্রস্তুত হয়। এ সাবন শুধু ব্যবহার করা হয় না। অন্যান্য সাবানের সহিত একত্র ব্যবহার করিতে হয়।

মটলড বা বুটিদার সাবান প্রস্তুত করিবার প্রনালী এইরূপ। সাধারণ কঠিন সাবান যেরূপে প্রস্তুত করিতে সেই রূপে সাবান প্রস্তুত করিয়া কিছু পরিমাণে হীরাকশের জল, প্রথম সাবানের জল দিবার সময়ে অথবা তাহার পরে লোহার কড়ায় ঢালিয়া দিতে হইবে। এই হীরাকসের (গন্ধক-দ্রাবক নামক) অম্লাংশ ক্ষারের সহিত মিলিয়া, হীরাকশের লৌহাংশ সাবানের সহিত সূক্ষ্মভাবে মিলিয়া গিয়া সাবানের গায়ে নানা বর্ণের চিত্র করিয়া দেয়। হীরাকসের জল দিয়া সাবান খুব সাবধানে নাড়িতে হয়, যেন উহা সকল স্থানেই মিলিতে পারে।

মারসেলিস সাবান নামক এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট বুটিদার সাবান ফ্রান্সে প্রস্তুত হয়। ইহার গন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং দেখিতে প্রকৃত বুটিদার মতই বোধ হয়। ইহা অলিভ্ তৈলেই তৈয়ার হয়। ১০০ ভাগ অলিভ্ তৈলে ১৭৫ ভাগ উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়। ইহাতে জলের ভাগ খুব কম থাকে ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক; কারণ শেষে জলের ভাগ একটু অল্প বা অধিক হইলে দেখিতে সুন্দর হয় না ও মূল্য অনেক কমিয়া যায়। এই রূপ বুটিদার সাবানের অধিক মূল্য বলিয়া এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেল তৈলের সাবান প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিবার সময় আমরা এ কথার সবিশেষ উল্লেখ করিব,যাহাই হউক অ[illegible] প্রকারে এই বুটিদার সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। অলিভ তৈল, জল এবং সোডা সলফেট (বা (Glanbors Salt.) একত্র মিসাইলে ৫।৭ ঘণ্টা অন্তত ১০ ঘণ্টা পরে সাবান প্রস্তুত হয়। ইহা জালে চড়াইলে সাবানের সহিত যে অন্যান্য পদার্থ মিশান থাকে, তাহা চলিয়া যায় এবং সাবানের আকৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত বুটিদার সাবানের মত হয়।

এইরূপেও বুটিদার সাবান প্রস্তুত হইতে পারে, তবে ইহার গন্ধ ভাল নহে।

আমরা যে পূর্ব্বোল্লিখিত নানা প্রকার কঠিন সাবানের বিষয় উল্লেখ করিলাম, আমাদের সচরাচর ব্যবহারোপযোগী বার-সাবানও তাহার অন্তর্গত। আজ কাল বার সোপ আমাদের দেশী সাবানের ব্যবহার এক রূপ উঠাইয়া দিতেছে। সুতরাং ইহা প্রস্তুত করিবার সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে উল্লিখিত হইল। ৩০ সের জলে ২০ সের কার্বনেট ডাকে ৩০।৩৫ সের সাজি মাটি ও ৩ সের চুন দিয়া জাল দিয়া খুব ক্ষারযুক্ত সাবান জল প্রস্তুত করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উপায়ের সাবানের জল হইলেও চলিত। প্রথমে ১৫ সের চর্ব্বী বা তৈল জালে চড়াইয়া তাহাতে এক পোয়া সোহাগা দিয়া পরে ক্রমে ক্রমে সাবানের জল দিয়া জাল দিবে। কিছু পরে ১০ সের গুঁড়ান বরজন তাহাতে দিয়া সাবানের জল পুনর্ব্বার দিবে। ইহাতে এক পোয়া মোম মিলাইয়া সাবান প্রস্তুত করিলেই উত্তম বিলাতী বার-সাবান প্রস্তুত হইবে॥

জাম।

এ সময় বাঙ্গালাদেশ আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম ইত্যাদি নানা সুখাদ্য ফলে যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সকল ঋতুতেই বাঙ্গালাদেশ প্রকৃতির উদ্যান; কিন্তু এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যেন সেই উদ্যানটি আবার বিশাল একটি ফলের ডালা এবং ফুলের তোড়ায় পরিণত হয়। যাঁহারা লালাইত-জিহ্বায় প্রকৃতির এই মনোরম উপঢৌকন সামগ্রীর উপর অনুরক্ত হয়েন, তাঁহারা কেবল ইহার বাহ্যিক শোভা দেখিয়াই মোহিত হইয়া থাকেন। অভ্যন্তরের দিকে যাঁহাদের অনুসন্ধান আছে, তাঁহারা জানেন ভারতের উদ্যানে এমন ফলই নাই যাহার ভিতরে সোণা না ফলে। রাঙ্গাবর্ণের আম কাঁঠালের মধ্যে সোণা থাকা'ত সম্ভবই হইতে পারে; এ হেন ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ কাল জামের মধ্যেও যে কত মূল্যের কত প্রয়োজনীয় বস্তু ও সোণা-রূপা আছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। শত শত গুণের মধ্যে আমরা জামের দুই চারি দশটা গুণের কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, অদ্য পাঠকগণকে সংক্ষেপে তাহাই জানাইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

যদিও আমাদের অনেক পাঠক, প্রথমে ফল হইতে ইহার গুণাগুণ শুনিবার জন্যই অধিক ইচ্ছুক হইতে পারেন কিন্তু উঠিবার সুবিধা জন্য মূল হইতে ইহার উপকারিতার পরিচয় দেওয়াই আমরা ভাল বিবেচনা করি। জাম গাছের মূল একটু বিষাক্ত। ডাক্তারি বা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে ইহার মূলের কোনরূপ ব্যবহারের বিষয় লিখিত নাই কিন্তু পল্লীগ্রামের কোন কোন বৃদ্ধার নিকট আমরা শুনিয়াছি, ইহার মূল নাভি-দেশে ধারণ করিলে স্ত্রীলোকের প্রসবকালীন কষ্টের অনেক লাঘব হয়।

গাছের ছালের (ত্বকের) একটি প্রধান গুণ আছে। ইংরাজ ডাক্তারেরা বলেন, ইহার ত্বকে সঙ্কোচক গুণ (Astringent properties) অধিক পরিমাণে আছে। পুরাতন আমাশয় পীড়ায় কোন কোন কবিরাজকে জামগাছের ত্বক্ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কথ ব্যবস্থা করিতে আমরা দেখিয়াছি। এক জন মুসলমান হাকিম জামের ত্বক্ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা চিনি ঢালিয়া দিয়া

"সিরা" প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে পরিপক্ক কয়েকটি জাম কিছুকাল ডুবাইয়া রাখিয়া এক জন কঠিন উদরের পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তিকে, সেই এক একটি ফল, সময় সময় ভক্ষণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতেই তাঁহার উদরের পীড়া সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি।

ত্বকের ন্যায় ইহার কাষ্ঠের কোনরূপ রোগনাশিতা শক্তি আছে কি না আমরা অবগত নহি; কিন্তু কাঠের অন্যরূপ উপকারিতা আছে। জামকাঠের রঙ্গ লাল,—ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিলে ইহা হইতে নীলের ন্যায় এক প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহার স্বাভাবিক বর্ণ লাল, এ জন্য এ গুলিও লালবর্ণের হয়। ইহা দ্বারা রেশমি বস্ত্র রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। জামকাঠ শক্ত এবং ঘন-পরমাণুবিশিষ্ট, এ কারণ ইহা দ্বারা ব্যবহার্য্য তৈজষপত্র উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইতে পারে। পশ্চিম প্রদেশে জামকাঠে অনেক সামগ্রী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহার একটি প্রধান গুণ যে ইহাতে সহসা উই বা অন্য কোন কীট লাগিতে পারে না। আর একটি ইহার প্রধান গুণ যে অধিককাল জলে ফেলিয়া রাখিলেও ইহা পচিয়া যায় না। রাজপুতানা প্রদেশে এই কাঠের দ্বারা কূপের বেষ্টন-চক্র প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

জামপাতারও একটি বিশেষ গুণ আছে। ছাগদুগ্ধের সহিত জামপাতার রস মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে পান করিলে আমাশয় পীড়া আরোগ্য হয়।

জামের মূল, ত্বক্, এবং কাষ্ঠের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমরা বলিলাম, এক্ষণে ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যাইতেছে। জাম, ভক্ষণে রসনার অতি তৃপ্তিকর ইহা আর লিখিয়া জানাইবার প্রয়োজন নাই, সকলেই অবগত আছেন। আয়ুর্ব্বেদে জামের রুচিবর্দ্ধন গুণের কথা বিশেষ করিয়া লিখিত আছে।

জামের পিপাসানাশক শক্তির কথাও আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে। রুচিবর্দ্ধন এবং পিপাসা নাশ করিবার শক্তি ভিন্ন জামের আর একটি প্রধান গুণ এই, যে ইহার ব্যবহারে কৃমি-দোষ নষ্ট হয়। জামের আর একটি প্রধান গুণ,—ইহা পীত্তঘ্ন অথচ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক; জামের, রস কিঞ্চিৎ লবনের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি বোতলে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ইহার দুই এক তোলা ব্যবহার করিয়া দেখিলে সকলেই ইহার অসাধারণ অগ্নি-বর্দ্ধন শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

জামের রসের আর একটি বড় আশ্চার্য্য গুণ আছে।—চেষ্টা করিলে ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট এক রূপ মদ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের কলিকাতা "এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির" কার্য্য-বিবরণীতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, রামপুর-বোয়ালিয়া হইতে জামের রসের মদ সম্বন্ধে এক জন লিখিয়াছেন, যে ইহাতে যেমন উৎকৃষ্ট মদ হয়, বিলাতি আঙ্গুরের মদ তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। জামের মদ যেমন খাইতে সুমধুর ইহার গুণও তেমনি প্রচুর। আবার ইহার মূল্য অতি

স্থলে। তিনি দুইমন ফলে এক মন মদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এক মন মদ প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার কেবল তিন টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইবে জামের মদ, এক আনা বোতল বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ থাকে। এরূপ অসম্ভব লাভ অতি অল্প বিষয়েই হইতে পারে॥

সংগ্রহ ও সঙ্কলন।

লাল পদ্মকে নীল পদ্ম করিবার উপায়।

যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, একটি নীল পদ্মের জন্য রাম কত কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সেকালে যাহা ত্রিসংসারে অপ্রাপ্য ছিল, এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে চারি পয়সামাত্র ব্যয় করিয়া সকলেই নিজ নিজ গৃহে তাহা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। পাঠক! নিম্নলিখিত সহজ কৌশলে, একটি সাধারণ লাল পদ্ম বা গোলাপ ফুল, নূতন নীলবর্ণে পরিণত করিয়া অনায়াসে দশ জন বন্ধু-বান্ধবকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিতে পারেন। সঙ্কেতটি এই— একটি কাঁচের গেলাসের মধ্যে খানিকটা ইথার (Ether) রাখিয়া তাহার মধ্যে আনুমানিক উহার দশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ তরল এমোনিয়া (Liquid Ammonia) মিশ্রিত করিয়া, ঐ মিশ্রিত পদার্থমধ্যে লাল পদ্ম, গোলাপ, জবা অথবা অন্য কোন লালরঙ্গের ফুল কিছু ক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিলেই দেখা যাইবে ফুলটি সুন্দর নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ মিশ্রিত পদার্থ মধ্যে আবার শ্বেত পদ্ম ডুবাইলে পদ্মটি সোনার ন্যায় হরিদ্রাক্ত বর্ণে রঞ্জিত হইবে। ইটালি দেশে M. Gabba প্রথম এই কৌশলটি আবিষ্কার করেন। ইহার সাহায্যে বিলাতে নূতন নূতন পুষ্প-ব্যবসায়ীগণ বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়াছেন।

পুস্তক ধোপারবাড়ী পাঠান।

একখানি ময়লা এবং অপরিস্কার পুস্তক হাতে করিয়া একদিন আমাদের একজন বন্ধু বলিতেছিলেন, কাপড়ের ন্যায় যদি পুস্তক ধোপার বাড়ী পাঠাইয়া ধুইয়া আনা যাইতে পারিত, তবে বড়ই উত্তম হইত। এই কথা শুনিয়া আমাদের একজন বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ মাননীয় বন্ধু বলিলেন,—ইহা তামাসার বিষয় নহে, সত্য সত্যই পুস্তক ধোপার বাড়ীতে পাঠাইয়া ধৌত করিয়া আনা যাইতে পারে। পুস্তক ধৌত ও পরিষ্কার করিবার নিম্নলিখিত কৌশলটি তিনি আমাদিকে বলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বয়ং আমরা ইহা পরিক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই।

একটি প্রশস্ত পাত্রে Oxygenated muriatic acid খানিকটা রাখিয়া তাহার মধ্যে পুস্তকের পাতা গুলি পরস্পর সংযোজিত না থাকে এরূপ করিয়া কিছু কাল ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার মধ্য হইতে তুলিয়া লইয়া দুই তিন বার পরিষ্কার জলের পাত্রমধ্যে ডুবাইয়া বাতাসে শুখাইয়া লইলেই দেখা যাইবে ঠিক যেন নূতন মুদ্রিত করা পুস্তকের মত পরিষ্কার এবং সাদা হইয়াছে। কোন পাঠক এইটি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, এইটি আমাদের অনুরোধ; কিন্তু প্রথমেই মূল্যবান্ পুস্তক না লইয়া সামান্য এক খানি পুস্তক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

দাউদমর্দ্দনের পাতা।

সকলেই জানেন দাউদমর্দ্দন নামক একটি গাছ আছে। ইহার পাতা দ্বারা দাউদ (দদ্রু) ভাল হয়। এই গাছের যে আরও কোন বিশেষ গুণ আছে, ইহা অনেকে জানেন না। সম্প্রতি এক জন সুশিক্ষিত ডাক্তারের নিকট আমরা অবগত হইলাম, বিলাতি ঔষধ Extract of colocynth এর পরিবর্ত্তে ইহার

পাতার সার ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবার ইহার শুষ্ক পাতা দাঁতের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার আর একটী মহৎ গুণ আছে ;—অসাবধানতা বশত শরীরের কোন স্থানে দন্তের বা নখের আঘাতে ক্ষত, স্ফীত, বা চিহ্নিত হইলে, এই বৃক্ষের পাতার দ্বারা ঘর্ষণ করিলে তাহা ভাল হইয়া যায়। কেহ কেহ ইহাকে দাউদমর্জ্জনের পরিবর্ত্তে দাউদমর্দ্দন বলিয়া থাকেন॥

গন্ধকের ধূম ও কার্ব্বলিক এসিডের ধূম।

১৫ই বৈশাখের নববিভাকর লিখিয়াছেন ;—"পাস্তুর প্রভৃতি বিখ্যাত ফরাসি চিকিৎসকেরা স্থির করিয়াছেন, গন্ধকের ধূমের মত সংক্রামক রোগ নিবারক এবং বায়ুশোধক পদার্থ আর কিছুই নাই। তবে গন্ধকের পরিবর্ত্তে বাই-সলফাইড-কার্ব্বন পোড়াইলে ঘরের আসবাবগুলি কিছু ভাল থাকে।"

ঐ পত্রিকা আরও বলেন—

যদি মশা মাছীর হাত এড়াইতে চাও, তবে ঘরে কার্ব্বলিক-এসিডের ধোঁয়া দেও। অধিক কিছু করিতে হইবে না, একখানা গণগনে পোড়া কাট একটা পাত্রে রাখিয়া তাহার উপর এক কাঁচ্চা বা এক চামচ পরিমাণ কার্ব্বলিক এসিড্ ঢালিয়া দিলেই ধূমে ঘর পুরিয়া যাইবে। দ্বার জানালা বন্ধ থাকিলে দেখিবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মশা মাছী সব মরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু সাবধান কার্ব্বলিক এসিড যেন জ্বলিয়া না উঠে। কার্ব্বলিক এসিডের ধূম আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল বই মন্দ নহে। ব্যবস্থাটা আমাদের স্ব-বুদ্ধি রচিত নহে, "সিড্‌নি মর্ণিং হেলড্‌" নামক পত্রে ইহা প্রচারিত হইয়াছে॥

"মাটিতে টাকা পুতিয়া রাখা।

বাঙ্গালার লোক ভূ-সম্পত্তির জন্য ব্যাকুল। সঙ্গতি ও সামাজিক প্রতিপত্তিতে ভূ-স্বামীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের লাভ যথেষ্ট, অথচ কোম্পানির কাগজের কথা ছাড়িয়া দিলে আর সর্ব্বপ্রকার আয় অপেক্ষা নিশ্চিত। এই সকল কারণ বশতঃ সকলেই ভূ-সম্পত্তির জন্য লালায়িত। বণিক্, আইন-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, সকলেই কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিতে পারিলে, যতক্ষণ সঞ্চিত অর্থের অন্ততঃ কিয়দংশ ভূ সম্পত্তি ক্রয় করিতে না পারেন, ততক্ষণ সুস্থ নহেন। এই প্রবল ইচ্ছা, একটি সর্ব্বব্যাপী সামাজিক রোগে পরিণত হইয়াছে এবং দেশের যথেষ্ট অমঙ্গল সাধন করিতেছে।

ভীরুতা ও উদ্যমহীনতা আমাদের জাতীয় লক্ষণ। যে কারণে বাঙ্গালীর হৃদয়, কখন সমরোৎসাহে মাতিয়া উঠে না, সেই কারণেই বাঙ্গালী অর্থকর-বিষয়েও এত অধঃপতিত রহিয়াছে। আমরা ঘরের টাকা বিদেশীয় বণিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত আছি, অথচ এ সাহসটুকু রাখি না, যে সেই টাকায় আপনারা স্বাধীনভাবে একটা কারবার চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। যাহাতে উদ্যম ও সাহসের প্রয়োজন যত স্বল্প, তাহা ততই আমাদের প্রার্থনীয়। এই ভীরুতা, এই উদ্যমহীনতা, আমাদের ভূমি-লিপ্সার অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হয়। যেই কিঞ্চিৎ সঙ্গতি হয়, অমনি আমরা সতৃষ্ণ নয়নে এই প্রত্যাশায় চারিদিকে চাহিয়া থাকি যে, কোথায় কবে একটি জমিদারী বিক্রয় হইবে। হয়ত, এই প্রত্যাশায় আমাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? সিন্দুকের ভিতরে পড়িয়া টাকা পচিতে থাকুক সেও ভাল, কিন্তু তবু যতদিন সুবিধায় একটী জমিদারী বিক্রয় না হইতেছে, ততদিন আলোক কাহাকে বলে, তাহা উহাকে জানিতে দিব না।

এই সকল কারণ বশতঃ আমাদের জাতীয় ধনের অধিকাংশ, ভূমিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহাতে লাভ-লোকসান কি হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। যে দেশে মূল ধনের এত অভাব, সেখানে জাতীয় অর্থ বিশেষ সাবধানে ব্যয়িত হওয়া উচিত। জাতীয় অর্থ, জাতীয় উন্নতির মূল-কারণ। বাঙ্গালার ন্যায় দরিদ্র দেশের কথা ছাড়িয়া দাও, অতি সমৃদ্ধিশালী দেশও জাতীয় অর্থ মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া উন্নত হইতে পারে না ; অথচ আমরা ঠিক তাহাই করিতেছি।— আমাদের স্বল্প জাতীয় অর্থের অধিকাংশ, মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া সুখে নিদ্রা

যাইতেছি। কারণ, জমিদারী ক্রয় করা, আর ততগুলি টাকা মাটিতে পুঁতিয়া রাখা, এই দুইটীতে কোন প্রভেদ দেখিতে পাই না। ইহাতে ক্রেতার নিজের অবশ্য যথেষ্ট লাভ আছে। কিন্তু আমরা এস্থলে ব্যক্তি-বিশেষের কথা বলিতেছি না,—জাতীয় লাভালাভের কথা বলিতেছি। জাতীয় লাভালাভ ধরিতে গেলে, সে টাকাগুলি মাটীতে পুঁতিয়া রাখা ব্যতীত আর কিছু নহে।

এ স্থলে একটী কথা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। আমরা মাটীতে টাকা পুতিয়া রাখিবার কথা বলিতেছি। কিন্তু ভূ-সম্পত্তিতে অর্থ ব্যয়িত হইলেই যে তাহা মাটীতে পুতিয়া রাখা হইল, তাহা বলিতেছি না। যে অর্থে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সাহায্য হয়, তাহার দ্বারা জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে সুতরাং তাহা মাটীতে পুঁতিয়া রাখা নহে। যদি ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির জন্য, দশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ধনীর সেই দশহাজার টাকা মজুত থাকে, অথচ উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বে যে পরিমাণেই শস্য উৎপন্ন হইত, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইবে—অর্থাৎ জাতীয় ধন পরিবর্দ্ধিত হইবে সুতরাং ইহার নাম "মাটীতে টাকা পুতিয়া রাখা" নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জমিদারগণের টাকা এরূপে ব্যয়িত হইতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা বস্তুতই মাটিতেপুতিয়া রাখেন।

মনে কর, এক জন এক লক্ষ টাকা মূল্যে একটি জমিদারী ক্রয় করিলেন। তাহাতে দেশের লাভ হইল কি? কিছুই না। এই লক্ষ টাকা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির কি কিছু সাহায্য করিবে? ভূমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, সমুদয়ই কৃষকদিগের অর্থে ও পরিশ্রমে। জমিদার যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার দ্বারা তিনি কৃষকদিগের অর্থ ও পরিশ্রমজাত উৎপন্ন সামগ্রীতে ফলভোগী হইয়াছেন মাত্র। তিনি থাকায় যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে, না থাকিলেও ঠিক সেই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে সুতরাং ভূমির উৎপাদিকাশক্তির সহিত তাঁহার কোন সংশ্রবই নাই; অথচ ভূ-স্বামিত্ব লাভ করিবার জন্য, তাহাকে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। সেই রাশি রাশি অর্থ মাটিতে পুতিয়া রাখা হইয়াছে বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? তাহার দ্বারা নরলোকের কি উপকার হইল? জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য বাঙ্গালায় বর্ষে বর্ষে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, সেই অর্থ ব্যয় করিবার অন্য এমন অনেক উপায় আছে যাহার দ্বারা ধনীর নিজের বিশিষ্ট লাভ এবং প্রভূত পরিমাণে জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইতে পারে। যে দেশে মূল-ধনের অভাববশতঃ ব্যবসা বাণিজ্য অতি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তথায় রাশি রাশি টাকা এইরূপে ব্যয়িত হইলে কি নিস্তার আছে? আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, বাঙ্গালীর এ ব্যাধি বশতঃ জাতীয় ধন বৃদ্ধির বিশিষ্ট অপকার হইতেছে। আজ যদি জমিদারগণ আপন আপন সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে কল্য হইতে দেখিতে পাইবে যে, যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা জমিদারী ক্রয় করিতে না পাইয়া, আপন আপন টাকা ব্যবসা বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য ব্যাকুল। ইহাতে ধনীর নিজেরও যথেষ্ট লাভ হইবে; অথচ দেশেরও যথেষ্ট মঙ্গল হইবে; কিন্তু সে মঙ্গল কি আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে? জমিদারীক্রয়ের রোগে আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়া রাখিয়াছে।

এ স্থলে হয়ত কেহ আপত্তি করিবেন যে, ক্রেতা যে অর্থ ব্যয় করিয়া ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেন, তাহা ভূমিতে আবদ্ধ রহিল কেমন করিয়া?—তাহা ক্রেতার হস্ত হইতে বিক্রেতার হস্তে হস্তান্তরিত হইল মাত্র। বিক্রেতার দ্বারা সেই অর্থ চাই কি এরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহাতে তাহার দ্বারা জাতীয় ধন পরিবর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এরূপ আপত্তিকারীগণের বুঝা উচিত যে, বিক্রেতৃগণ আপন আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পান, প্রকৃতপক্ষে সে টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইয়া থাকে। জমিদারগণ আয় ব্যয় না বুঝিয়া চলিবার দরুন ঋণগ্রস্ত না হইলে কি তাঁহাদের জমিদারী কখন বিকিয়া যায়? জমিদারী বিক্রীত হইবার প্রকৃতপক্ষে ইহাই কি প্রধান কারণ নহে? এরূপে অর্থ ব্যয়িত হইলে জাতীয় ধন যে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না, তাহা অবশ্য বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। অর্থনীতি শাস্ত্রে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং আমার এই প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহার খণ্ডন হইল না। আমরা বলিয়াছি যে ভূমি-লিপ্সা আমাদের জাতীয় ব্যাধি এবং এই ব্যাধি, আমাদের জাতীয় ধনাগমের প্রধানঅন্তরায়। আমরা এই দুই কথা পুনরায় বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।"

(ভারতমিহির)।*

* ভারতমিহির—কলিকাতা পঞ্চানন তলা ৪৬নং হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১।০ টাকা।

খেশারি দাইল।

খেশারি দাইলের অপকারিতা সম্বন্ধে ১৪ই বৈশাখের "ঢাকা প্রকাশে"* এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন ——

"এতদ্দেশীয় খেশারি দাইলকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে লাথিরস্ সাটাইবস্ বলে। ইহা একটী বিষাক্তগুণবিশিষ্ট উদ্ভিদ। সর্ব্বসাধারণ ইহার বিষময়ীশক্তির কথা অবগত নহেন। এই দ্রব্য বাঙ্গলাদেশের অনেকস্থানে উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ববঙ্গেই ইহার প্রচুর উৎপত্তি। ডাক্তার ব্রায়েন, হামিল্টন, কার্ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খেশারি দাইলের বিষাক্ততার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যবহারেবাত, রাতবাত ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মে। অনেক সময় ঐ সকল রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হয় না। সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া নির্দ্ধন লোকেরা খেশারি দাইলের অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে, এজন্য নিম্নশ্রেণীতেই বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি পীড়ার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। অধিক পরিমাণে জন্মে বলিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালায় এই দাইলের খুব অধিক ব্যবহার, সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গীয় অনেকানেক স্থানে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামসকলে শ্রমজীবি বা কৃষকের স্ত্রী, পুরুষ উভয়শ্রেণীতে বাতরোগের এবং তন্নিবারক "গুলের" ছড়াছড়ি দেখা গিয়া থাকে।

ডাক্তার কার্ক বলেন, খেশারি দাইল দ্বারা যে কত বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যদি এ সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে ইহার বপনকার্য্য বোধ হয় এতদিনে রহিত হইয়া যাইত। সংবাদপত্র সম্পাদকগণ যদি খেশারি দাইল ও তৎশ্রেণীস্থ অপরাপর অপকারক ভক্ষ্যদ্রব্যসম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতেন, তাহা হইলেও অজ্ঞজনগণ বিষাক্ত দ্রব্যের অহিতকারী শক্তিতে ব্যাধিগ্রস্ত হইত না। ভরসা করি, এবিষয়ে তাঁহাদের মতিগতি জন্মিবে। সাধারণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা সাধ্যানুসারে বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহার উঠাইবার যত্ন করিয়া জনসমাজকে নীরোগ ও সুখী করুন। অন্যান্য বিষাক্ত দ্রব্যের কথা ক্রমে উল্লেখ করিবার বাসনা রহিল।

* ঢাকাপ্রকাশ—ঢাকা, বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বার্ষিক মূল্য ৫ টাকা।

৯ম সংখ্যক বৈষয়িক তত্ত্বের সূচী-পত্র।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। | তাহিরপুর,—কৃষি-কার্য্যালয়। | ১০ম সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে, সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং পাঠক ও লেখকগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয়-বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করিনা।

২। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে বহুল রূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িক তত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করি নাই; বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগীগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

—০:০—

শিল্প ও কৃষি ওবিজ্ঞান।

আগ্যা ঘাসের ওজ ধাতু বৃদ্ধি করিবার শক্তি।

১ম ও ৩য় সংখ্যা "শিল্প ও কৃষি পত্রিকায়" আগ্যা ঘাস সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আগ্যা ঘাসের নানা গুণাগুণের কথা উল্লেখ করিয়া এক স্থানে বলা হইয়াছে—

"আমাদের কাশীস্থ কোন শ্রদ্ধাস্পদ এবং পূজনীয় বন্ধুর নিকট শুনিলাম, প্রসিদ্ধ পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী দুগ্ধে এই ঘাস ভিজাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতেন। এই রূপ করিয়া দুগ্ধ পান করিবার কারণ এই যে, ইহাতে যোগী এবং সন্ন্যাসীগণের ক্লান্তি নষ্ট করিয়া শরীরের ওজ ধাতু বৃদ্ধি করে। কিন্তু কৃষক শ্রেণীর পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট কৃষি পত্রিকায় এরূপ গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই কারণে বৈষয়িক-তত্ত্বে এ বিষয়ের অন্যান্য কথা লিখা হইল।

এখানে কেবল আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আগ্যা ঘাসের যে সকল গুণের কথা আমরা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় বলিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও ইহার অনেক গুণ আছে; কিন্তু সে সকল বিষয় ডাক্তার কবিরাজ ভিন্ন সাধারণ লোকের জানিবার প্রয়োজন নাই।"

এক্ষণে ওজ ধাতু কি এবং যোগীদিগের ওজ ধাতু বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। ওজ ধাতুর আলোচনা কিছু কঠিন হইবে এবং সাধারণ কৃষক-শ্রেণীর সহজ বোধ্য হইবে না আশঙ্কায় "শিল্প ও কৃষি পত্রিকায়" এই বিষয়টী বুঝাইতে যত্ন না করিয়া এই পত্রিকায় এতদ্‌বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ নরদেহে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াও এ পর্য্যন্ত ওজ ধাতু নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারেন নাই। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে মানব শরীরের প্রধান জীবনী শক্তি—রসরক্ত মজ্জা, শুক্রের সর্ব্বসার পদার্থ ওজ ধাতুর অস্তিত্ব, স্বরূপ ও লক্ষণ বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে উচ্চ কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের মতে ওজই মানুষের জীবনী শক্তি। যাহার দেহে যত অধিক ওজ আছে, তিনি ততই বলবান্, দীর্ঘায়ু জ্ঞানী এবং মহান্ পুরুষ। শরীরে এক বিন্দু ওজ ধাতু থাকিতে মানুষের মৃত্যু হয় না। ওজ ধাতুর আধিক্য ব্যতীত যোগী ঋষিরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না; এই কারণে যোগীরা স্ব স্ব শরীরে ওজ ধাতু বৃদ্ধি করিতে এত যত্নবান্।

এক্ষণে ওজ কি পদার্থ, তাহাই দেখা যাউক। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—

"স্বাগ্নিভিঃ পচ্যমানেষু মজ্জান্তেষু রসাদিষু। ষট্‌সু ধাতুষুজায়ন্তে মলানি মুনয়ো জগুঃ॥ যথা সহস্র ধ্মাপাতেন মলং কিল কাঞ্চনে। তথা রসে মুহুঃ পক্বেন মলং শুক্রতাঙ্গতে॥ ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌভাগৌ ভবতঃ স্থূল সূক্ষ্মশ্চ। তত্র সূক্ষ্ম স্নেহভাগঃ ওজ॥"

উপরি উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রস ইত্যাদি ছয়টী ধাতু নিজ নিজ অগ্নিতে পরিপক্ক হইলে, ছয় ধাতু হইতে ছয় প্রকার মল জন্মে। যেরূপ সোণা সহস্র বার ধৌত হইলে বিশুদ্ধ হয়, তেমনি রস বারম্বার পক্ক হইয়া শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবশেসে বিশুদ্ধ হয়। তখন সেই সারভূত স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে স্নেহময় সূক্ষ্ম ভাগ ওজ রূপে পরিণত হয়।

ওজের লক্ষন এই রূপ করা হইয়াছে।—

"ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্। সোমাত্মকং শরীরস্য বল পুষ্টিকরং মতম্॥"

অর্থ—ওজ শরীরের সকল স্থানেই অবস্থান করে। ওজের বর্ণ সাদা এবং ওজ ধাতু শীতল, স্নিগ্ধ, স্থির এবং সোমাত্মক, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারী। স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে—

"গুরুশীতং মৃদুস্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদুস্থিরং তথা। প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো-দশগুণং স্মৃতম্॥"

অর্থ— ওজের এই দশটী গুণ যথা,— গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, স্বাদু, স্থির, প্রসন্ন, পিচ্ছিল এবং সূক্ষ্ম।

সুস্থ ব্যক্তির শরীরে কি পরিমাণ ওজ ধাতু থাকে, এ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন—

"অষ্ট-বিন্দু প্রমাণং তদীষদ্রক্তং সপীতকম্। অগ্নি সৌমাত্মকত্বেন দ্বিরূপং বর্ণিতন্ত তৎ॥"

অর্থ—মানুষের শরীরে অষ্টবিন্দু পরিমাণ ওজ ধাতু থাকে। ওজ ধাতুর বর্ণ ঈষৎ রক্ত সংযুক্ত পীত। উষ্ণতা ও শীতল গুণ উভয়ই ইহাতে আছে।

"হৃদি তিষ্ঠতি যচ্ছুদ্ধং রক্তমীষৎসপীতকং। ওজঃ শরীরে সংজাতং তন্নাশান্নাশমৃচ্ছতি লমরৈঃ ফল পুষ্পেভ্যো যথা সংভ্রিয়তে মধু। তদ্বদোজঃ শরীরেভ্যো ধাতুঃ সংভ্রিয়তেনৃণাং॥"

বাগ্‌ভটকৃত অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে ওজ ধাতুর বিবরণ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ওজস্তু তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম্। হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতি নিবন্ধনম্॥ ওজঃ প্রবৃদ্ধ্যা দেহস্য তুষ্টি পুষ্টি বলোদয়াঃ। যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্॥ নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়া। উৎসাহ প্রতিভা ধৈর্য্য লাবণ্য সুকুমারতাঃ॥"

উপরিউক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, শুক্র ইত্যাদি যে কয়েকটী ধাতু আছে, তাহার সকলের প্রধান ওজ। হৃদয় উহার আধার স্থল হইলেও, সমস্ত শরীর ব্যাপিয়াই উহা থাকে এবং শরীর রক্ষার প্রধান কারণই ওজ। ওজ বৃদ্ধি হইলেই শরীরের তুষ্টি, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহার স্থিতিতে জীবনের স্থিতি এবং উহার নাশে জীবনের নাশ। ওজ ধাতুর গুণেই শরীরে উৎসাহ, বলবীর্য্য, ধৈর্য্য, লাবণ্য, প্রতিভা ইত্যাদির উদয়।

জীবনের এমন প্রয়োজনীয় বস্তু ওজ ধাতু বৃদ্ধি না হউক, অন্ততঃ সমভাবে থাকে, এদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানসিক শ্রমে বিশেষতঃ যোগাদি-জনিত শ্রমে শরীরের ওজ ধাতু ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যোগীরা সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য নানা রূপ প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন। দুগ্ধ এবং ঘৃত ওজ ধাতু বৃদ্ধি করে। কেবল দুগ্ধ অপেক্ষা দুগ্ধের সহিত আগ্যাঘাস মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে ওজ ধাতুর বৃদ্ধি পক্ষে অধিক সহায়তা করে। পবিত্র নাম দয়ানন্দ সরস্বতী দুগ্ধের সহিত আগ্যাঘাস প্রায় প্রত্যহই ব্যবহার করিতেন। দয়ানন্দকে যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তিতে কিরূপ প্রতিভার উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইত, তাঁহার ললাট দেশে কেমন অপূর্ব্ব তেজোরাশি প্রতিভাত হইত! অন্য যত কারণই থাকুক, আগ্যাঘাসের প্রতি অনুরাগও যে তাহার একটী অন্যতম কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

———০০৪৪০০———

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের শিল্প ও কৃষি।

যদিও বিদেশীয় বাণিজ্যের প্রতিযোগীতায় বাঙ্গালার স্বদেশজাত বাণিজ্য দ্রব্যের দিন দিনই অবনতি হইতেছে; যদিও ঢাকাই তুলা বস্ত্র এবং রাজসাহী প্রদেশের কৌসেয় বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্ত-বিনির্ম্মিত বস্তু এবং রঙ্গপুরের তৃণ ও বাঁশের শিল্প কার্য্য সকলই দিন দিন লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহা হইলেও আজি এ হতভাগ্য দেশে পূর্ব্ব গৌরবের যে কিছু চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইতে অবশিষ্ট আছে, এখনও সে গুলি রক্ষা করিতে যত্ন করিলে, সময়ে শুষ্কপ্রায় তরু হইতেও আবার শাখা পত্রের সহিত সুমিষ্ট ফল দেখা দিতে পারে।

ভাণ্ডার হইতে যখন রত্নরাজি দিন দিনই গৃহের চৌর কর্ত্তৃক অলক্ষিত ভাবে লুণ্ঠিত হইয়া যাইতে থাকে, তখন সে গুলি রক্ষা করিবার একটীমাত্র উপায় অবশিষ্ট দ্রব্যগুলির একটী তালিকা প্রস্তুত করা। বহু সামগ্রী লইয়া যাহার গৃহস্থলী, কোন্ সময় কোন্ গৃহ হইতে তাহার কোন্ বস্তুটি অযত্নে নষ্ট হইয়া যায়, অথবা তস্করের করস্পর্শে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কঠিন। সম্পত্তির তালিকা থাকিলে কতকাংশে এ অসুবিধা দূর হইতে পারে; তালিকাদ্বারা সকল বস্তু চক্ষুর উপর রাখা যাইতে পারে। মনে কর, তোমার সহস্র ভাণ্ডের মধ্যে একটী ভাণ্ড মুক্তায় পূর্ণ রহিয়াছে। ইন্দুরে প্রতিদিনই দুইটী চারিটী করিয়া মুক্তা অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তোমার এক ভাণ্ড মুক্তা লইয়া ব্যবসায় নহে যে সর্ব্বদাই ভাণ্ডটী সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিতে পার। দশ দিনে পাঁচ দিনে একবারও ভাণ্ডের প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে কি না সন্দেহ। এক দিন যখন তুমি ভাণ্ডের প্রতি চাহিয়া দেখিলে অর্দ্ধ ভাণ্ড মুক্তা রহিয়াছে, তখন ভাবিতে পার তোমার সম্পত্তিই বোধ হয় ঐ পরিমাণ। তোমার সকল বস্তুর তালিকা থাকিলে, ভাণ্ডের প্রতি এক চক্ষু, আর তোমার তালিকার প্রতি এক চক্ষু রাখিলে, তখন আর এরূপ ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। এই কারণে বিষয়ী লোক, সকল বিষয়েরই তালিকা করিতে এত অভ্যস্ত।

এ দেশের এখনও কোন্ পল্লিগ্রামের কোন্ প্রান্তে কোন্ দরিদ্র শিল্পকারের গৃহে কত উৎকৃষ্ট শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া সাধারণের অযত্নে অলক্ষিত অবস্থাতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। বগুড়া জেলার একটী ক্ষুদ্র অজানিত গ্রামে আবু ফকির নামক এক জন শিল্পকার সিলাই না করিয়া একটী রেসমের কামিজ নিজের তাঁত যন্ত্রে প্রস্তুত করিতে পারিত। একটী কামিজ উপহার দিয়া এক জন বড়লোকের নিকট হইতে এই ব্যক্তি শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিল। এই আশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের সংবাদ আমরাই সর্ব্ব প্রথম অদ্য সংবাদ-পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। সাধারণে এই অত্যাশ্চর্য্য শিল্প কার্য্যের তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলে, ভিক্ষান্নের দ্বারা এরূেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পকা-

রের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার আবশ্যক হইত না। দশ বার বৎসর হইল, এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। বিলাতে আবু ফকিরের জন্ম হইলে, অদ্য কত পুস্তক পত্রিকায়, আবুর জীবনচরিত প্রকাশিত হইত। আবু ফকির আবু আমির নামে পরিচিত হইত। দুঃখের বিষয়, এখনও এ হতভাগ্য বঙ্গ দেশে কত আবু ফকির স্বীয় গুণের পরিচয় দিতে না পারিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বঙ্গের কোন্ পল্লিগ্রাম, কি রূপ শিল্প কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ, কোন্ প্রদেশে কি রূপ শস্য উৎকৃষ্ট জন্মে, বঙ্গের কোন্ পল্লিগ্রামে কোন্ প্রসিদ্ধ এবং খ্যাতনামা শিল্পকার আজিও বর্ত্তমান আছেন, এই সকল বিষয় তালিকা আকারে লিপিবদ্ধ থাকিলে একদিকে যেমন লুপ্তপ্রায় রত্নরাজির ভগ্নাংশগুলি এখনও নষ্টের গ্রাস হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, অন্য দিকে আর একটী উপকারও হইতে পারে। তোমার একখানী হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ছড়ি ক্রয় করিবার আবশ্যক হইল, তুমি কলিকাতার নানা দোকানে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া হেমিল্টন কোম্পানীর হৌস হইতে এক শত টাকা মূল্য দিয়া একখানী বিলাতি হস্তি দন্ত নির্ম্মিত ছড়ি ক্রয় করিলে; কিন্তু তুমি যদি জানিতে, মুর্শিদাবাদে সেখ খোদাবক্সের দোকানে পচিশ টাকায় বিলাতি ছড়ি অপেক্ষা ভাল ছড়ি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তবে তোমার ৭৫৲টাকা অনায়াসে রক্ষা হইতে পারিত।

এই সকল কারণে আমরা এই পত্রিকায়, বাঙ্গালার কোন্ কোন্ স্থানে কি কি উৎকৃষ্ট শিল্প ও কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং প্রসিদ্ধ শিল্পকারদিগের নাম ধাম এবং আর আর জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, এই বিস্তৃত বঙ্গ দেশের সকল স্থানের অবস্থা আমাদের জানিবার সুবিধা নাই। কেবল বৈষয়িকতত্ত্বের গ্রাহক ও পাঠকবর্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুসন্ধান ও তত্ত্ব বার্ত্তা সকল দিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা নহে,—শিক্ষিত ব্যক্তি এবং স্বদেশের শিল্প ও কৃষি কার্য্যানুরাগী মাত্রেই এই সংগ্রহ কার্য্যে আমাদের সহায়তা করেন, ইহাও আমাদের প্রার্থনা।

——০০::৪৪৪::০০——

তেঁতুল।

তেঁতুলের সংস্কৃত নাম তিন্তিড়িক। অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা প্রভৃতি ইহার আরও কতকগুলি আয়ুর্ব্বেদিক নাম আছে, যথা—

"অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপিচ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়িকাচ তিন্তিড়ী॥"

পশ্চিম প্রদেশে ইহাকে আম্‌লি বলা হইয়াথাকে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতিগৃহস্থের বাড়ীতেই ইহার দুই একটী গাছ আছে। দরিদ্র বঙ্গবাসীর ভোজন পাত্রের এক পার্শ্বে লবণ এবং অন্য পার্শ্বে তেঁতুলই, আহারের প্রধান উপকরণ সামগ্রী।

কেবল আহারের প্রধান উপকরণ সামগ্রী বলিয়াই যে তেঁতুলের এত আদর ইহা নহে, তেঁতুলের অনেক গুণ আছে। কাঁচা তেঁতুলের তাদৃশ গুণ না থাকিলেও, পরিপক্ক বিশেষতঃ পুরাতন তেঁতুল সম্বন্ধে আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন। পরিপক্ক তেঁতুল দীপন, অগ্নি বৃদ্ধিকর, উষ্ণ, কফঘ্ন, বাতনাশক এবং শুক্রাদি বৃদ্ধিকর। তেঁতুল সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন—

"অম্লিকাম্লা গুরুর্ব্বাতহরী পিত্ত কফাস্রকৃৎ।
পক্বাতু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥"

ইহা ব্যতীত "রাজবল্লভ" গ্রন্থে ইহার আর কয়েকটী গুণের উল্লেখ আছে। তেঁতুলের একটী প্রধান গুণ ইহা মুখের অত্যন্ত রুচি জন্মায়। তেঁতুলের বিরেচনশক্তিও বেস আছে। তেঁতুলের সরবত অনেকেই ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যে প্রণালীতে ইহার সরবত প্রস্তুত করিবার বিধান আছে, তদ্রূপ করিয়া প্রস্তুত করিলে আরও অধিক উপকারী হয়। কেবল উপকার অধিক হয় এমত নহে, পান করিতেও অধিক সুমিষ্ট ও রসনার প্রীতিকর হয়। এই রূপে ইহার সরবত প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

"অম্লিকায়াঃ ফলং পক্বং মর্দ্দিতং বারিণা দৃঢ়ং। শর্করামরিচোন্মিশ্রং লবঙ্গেন্দু সুবাসিতং॥"

এবং ইহার গুণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"অম্লিকা ফল সম্ভূতং পানকং বাতনাশকং।
পিত্ত শ্লেষ্মকরং কিঞ্চিৎ সুরুচ্যং বহ্নি বোধকং॥"

অনেক ইংরেজও এ দেশে আসিয়া তেঁতুলের সরবতে বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা জানি, কোন্ কোন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী প্রত্যহ নিয়ম মত তেঁতুলের সরবত পান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা অন্য রূপে ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এক গেলাস শীতল জলে তেঁতুলের সার বা Extract এক তোলা কিম্বা দুই তোলা ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার মধ্যে খানিকটা Syrup এবং দুই তিন ফোটা Essence of Lemon অথবা অল্প পরিমাণ সেরি মিশ্রিত করিয়া কোন কোন সাহেব রাত্রে আহারান্তে শয়নের সময় পান করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রাতে পান করেন। রাত্রি জাগরণ এবং পান ও আহারের অমিতাচারিতা জনিত শারীরিক কষ্ট ইহাতে অনেক পরিমাণে নিবারণ করে। অনেক বাঙ্গালিতেও কোষ্ঠবদ্ধ রোগের প্রতিকার উদ্দেশে প্রত্যহ নিয়ম মত তেঁতুলের সরবত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তেঁতুলের সরবতে স্থানবিশেষে জ্বর বিকার পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। নানাবিধ চিকিৎসায় কোন রূপ ফল প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে হরিবোলা হইয়া কেবল তেঁতুল গোলা পান করিয়া অনেকে আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কঠিন শিরঃপীড়ায় তেঁতুলের সরবতে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার নিবারণ হইতে আমরা দেখিয়াছি। আমরা কোন বন্ধুর নিকট অবগত হইলাম, যাঁহাদের শরীরে মেদের অংশ অধিক, তাঁহারা মধুর সহিত তেঁতু-

লের ক্বাথ ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইতে পারেন।

ডাক্তারেরাও তেঁতুল, ঔষধ স্বরূপে যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তেঁতুলের রসে Acid এবং Saccharine পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে, ইহা ব্যতীত তেঁতুলে নিম্ন লিখিত পদার্থগুলিও আছে।

(১) Sugar.

(২) Mucilage.

(৩) Citric Acid.

(৪) Tartaric Acid.

(৫) Malic Acid.

তেঁতুলের ফুল উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিলে প্লীহা ও যকৃতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ডাক্তারেরা পিপাসা নিবারণ করিতে তেঁতুলের সরবত স্থল বিশেষে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ডাক্তারেরা এইরূপ প্রণালীতে সরবত প্রস্তুত করিতে বলেন, এক পিন্ট তেঁতুল একটী পাত্রে রাখিয়া তাহার মধ্যে উষ্ণ জল এক কোয়ার্ট পরিমাণ ঢালিয়া দিয়া এবং খানিকটা মিশ্রি উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পাত্রটির মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। ডাক্তারেরা কোন কোন জ্বরেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিরেচন কার্য্যে সরবত না করিয়া অন্য রূপে তেঁতুল ব্যবহার করিবারও ব্যবস্থা আছে। কোন এক জন প্রসিদ্ধ সিবিল সার্জ্জন এ সম্বন্ধে এই রূপ উপদেশ করেন,—এক পিন্ট দুগ্ধ একটী পাত্রে করিয়া আগুণের উপর তুলিয়া দিয়া যখন সিদ্ধ হইয়া ঘন হইয়া আসিতে থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে দুই চামচে পরিষ্কার ও পরিপক্ব তেঁতুলের সার নিক্ষেপ করিয়া আবশ্যক মত মিষ্ট দিয়া নাড়িতে নাড়িতে মোহনভোগের ন্যায় ঘন হইয়া উঠিলে, তাহা নামাইতে হইবে। শীতল হইলে উহা আহার করিলে এক দিকে উহা যেমন রসনার তৃপ্তিকর হইবে অন্য দিকে বিরেচন কার্য্যেও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ইংরেজীতে ইহাকে Tamarind Whey বলে।

কোন রূপ ধাতুবিষ উদরস্থ হইলে, তেঁতুল গুলিয়া ব্যবহার করিলে অনেক সময় উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। ডাক্তারেরা ইহার বীজের চূর্ণ আমাশয়ে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তেঁতুলের পাতা উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পুলটিস স্বরূপ ব্যবহার করিবারও ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্ব্বেদেও তেঁতুলের পাতায় বেদনা নাশ করিবার শক্তির উল্লেখ আছে। যথা— "অস্যাঃ পত্রস্যগুণঃ—শোথরক্তদোষব্যথা নাশিত্ব।"

ডাক্তারেরা তেঁতুল পাতার ক্বাথ আর একটী পীড়ায় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে Jaundice অর্থাৎ কাওল পীড়ায় ইহার ক্বাথ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

তেঁতুল গাছের ত্বকেও অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। বৈদ্যদিগের রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লিখিত আছে— "অস্যাঃ শুষ্কত্বক্‌ক্ষারস্য গুণঃ শূল মন্দাগ্নিনাশিত্বং।" রাজ নির্ঘণ্ট কেবল তেঁতুলের ত্বকের শূল এবং মন্দাগ্নি নাশ করিবার

ক্ষমতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ডাক্তারেরা ইহা ব্যতীত ইহার আরও কয়েকটী অতিরিক্ত গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

গলা বেদনায় তেঁতুলের ত্বক্ সিদ্ধ করিয়া সেই জলদ্বারা কবল করিতে ডাক্তারেরা উপদেশ করিয়া থাকেন। ইহাতে সদ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। প্রবন্ধ লেখক স্বয়ং ইহার উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। Ulcer প্রভৃতি ক্ষত রোগে তেঁতুল গাছের ত্বকের আঠার চূর্ণ মহৌষধির ন্যায় কার্য্য করে, ইহাও পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তেঁতুলের বীজের শ্বেত অংশের চূর্ণ উষ্ণ জলে মিশ্রিত করিয়া কাঁই প্রস্তুত করিয়া স্ফোটকে দিলে স্ফোটক পাকিয়া গলিয়া যায়।

কিছু দিবস হইল, সুলভসমাচারে তেঁতুলের উপকারিতা সম্বন্ধে কএক পংক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আমাশয় পীড়ায় উদরের অধিক কামড়ানি থাকিলে এবং আঠা মত অল্প অল্প মল পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইলে, তেঁতুল পত্র অল্প লবণের সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে ২।৩ দিন মধ্যে আমাশয় নিঃশেষ আরোগ্য হয়। শূলরোগে যখন লোকে উদরের ব্যথায় অস্থির হয়, তখন তেঁতুল-ছাল ভস্ম করিয়া সেই ভষ্ম এক আনা মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথার উপশম হয়। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে পক্ক তেঁতুলফল শীতল জলে গুলিয়া একটু লবণের সহিত সেই জল পান করিলে বহু কালের সঞ্চিত বদ্ধমল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পাকস্থলী বিশুদ্ধ হয়।"

ঔষধ স্বরূপ তেঁতুলের যত প্রকার ব্যবহার এবং উপকারিতার বিষয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাহাই উল্লেখ করা হইল। এক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যে ইহার কতদূর মূল্য হইতে পারে, তাহাও দেখা যাউক।

তেঁতুলের কাঠ শক্ত ও তৈলাক্ত; কাযে কাযে জ্বালান কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। বারাকপুরে গবর্ণমেণ্টের বারুদ প্রস্তুতাগারে পর্ব্বতাকার তেঁতুল কাষ্ঠের রাশি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন, অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা বারুদ প্রস্তুত কার্য্যে ইহারই আদর অধিক। বারুদের জন্য কয়লা প্রস্তুত করিতে তেঁতুল কাষ্ঠই প্রশস্ত। জল পরিষ্কার করিবার ফিল্‌টার যন্ত্রে ব্যবহার করিবার জন্য তেঁতুল কাষ্ঠের কয়লাই ভাল। আমরা কোন প্রাচীন ও বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিয়াছি, ইটের পাজা পোড়াইতে অন্যান্য কাষ্ঠ অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। এমন কি, তাঁহার মতে পাথুরে কয়লা অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠ পাজা পোড়াইবার পক্ষে অধিক উপযোগী।

অনেক কারখানায় এবং পাটের কলে আমরা দেখিয়াছি, বড় বড় চাকার দাঁতগুলি তেঁতুল কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ঘর্ষণে অন্য কাষ্ঠ অপেক্ষা তেঁতুল কাষ্ঠ অধিক স্থায়ী বলিয়াই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

তেঁতুল পাতার ক্বাথ যেমন ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়, তেমনি শিল্প কার্য্যেও ইহার ব্যবহার আছে। তেঁতুল পাতার ক্বাথ মধ্যে রেসম বা পট্টবস্ত্র ডুবাইয়া রাখিলে, উহা সুন্দর হরিদ্রা বর্ণ প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত করিলে তাহা সহজে উঠিয়া যায় না জন্য যখন পাকা রং করা আবশ্যক হয়, তখনই কেবল ইহা ব্যবহার করা হয়। রেসম বস্ত্র বা রেসমের সূতা প্রথমে নীলের মধ্যে ডুবাইয়া নীল রঙ্গ করিয়া লইয়া তেঁতুল পাতার উষ্ণ ক্বাথ মধ্যে ডুবাইলে অতি উৎকৃষ্ট সবুজ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। আবার কাশ্মীর প্রদেশে পসমি কাপড় তেঁতুলের পাতার ক্বাথে রাখিয়া লাল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়।

তেঁতুলের বীজ সিদ্ধ করিয়া তাহার কাল বর্ণ আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্বেত অংশটী বাহির করিয়া লইয়া শিরীষের সহিত মিশ্রিত করিয়া একরূপ আঠা প্রস্তুত করা হয়। কাষ্ঠ একত্রে সংযোগ করিয়া রাখিতে এরূপ উৎকৃষ্ট আঠা অতি অল্পই পাওয়া যায়। দেশীয় চিত্রকরেরা বর্ণ ফলিত করিতে তেঁতুল বীজের ক্বাথ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। স্বর্ণকারেরাও রূপা উজ্জ্বল করিতে লবণ এবং তেঁতুল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে।

দুর্ভিক্ষাদি সময়ে দরিদ্র লোকে তেঁতুলের বীজ আহার করিয়া থাকে। উপরের কাল আবরণ তুলিয়া মধ্যের শাঁস ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে নিতান্ত মন্দ নহে। সাধারণের সংস্কার আছে ইহার বীজ গুরুপাক; কিন্তু আমরা স্বয়ং আহার করিয়া ইহার কোন অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

এদেশে প্রায় প্রতিগৃহস্থের বাড়ীতেই বৃদ্ধারা প্রতিবৎসর একটী মৃণ্ময় পাত্রে পুরাতন করিবার জন্য তেঁতুল যত্ন করিয়া রাখিয়া দেন। পুরাতন তেঁতুল অনেক পীড়ার মহৌষধি। পাত্রটি কেবল তেঁতুলদ্বারা পূর্ণ না করিয়া আমেরিকায় যেমন করিয়া তেঁতুল রক্ষা করা হইয়া থাকে, তাহা করিলে তেঁতুলগুলি যেমন ভাল থাকে, রসেরও তেমনি উৎকর্ষতা সম্পাদন হয়। পরিপক্ক তেঁতুল একটী পাত্রে রাখিয়া চিনির সিরা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, অনেক দিন ভাল অবস্থায় থাকিতে পারে। *

কলিকাতার উইলসন হোটেল হইতে বিলাতে বা অন্যান্য দূরস্থানের ব্যবহার জন্য যে সকল তেঁতুলের বাক্স প্রেরিত হয়, তাহাতে অন্য প্রণালীতে তেঁতুল রক্ষা করা হইয়া থাকে। এক বৎসর পর বাক্স খুলিলেও বোধ হয় যেন পূর্ব্ব দিবস গাছ হইতে তুলিয়া পরিপক্ক তেঁতুল-

* "In the West Indies the pods of fruit, being gathered when ripe, and freed from the shelly fragments, are placed in layers in a cask and boiling Syrup poured over them, till the cask be filled: the Syrup pervadis every part quit down to the bottom; and when cool, the cask is headed for sale." (Thomson Dispensatory)

গুলি বাক্সে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যত প্রকারে তেঁতুল রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়টী আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। একটী পাত্রে প্রথমে এক অঙ্গুলি পরিমাণ পরিষ্কার দোবারা চিনি রাখিয়া তাহার উপর এক সারি তেঁতুল রাখিয়া আবার ঐরূপ চিনি দিয়া, ক্রমান্বয়ে পর পর তেঁতুল এবং চিনি সাজাইয়া সকলের উপরে চারি আঙ্গুল পরিমাণ পুরু করিয়া চিনি দিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে, সমান অবস্থায় অনেক দিন তেঁতুলগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

এ দেশ হইতে বিলাতে প্রতিবৎসর বিস্তর তেঁতুল রপ্তানি হইয়া থাকে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এক লক্ষ টাকার তেঁতুল বিলাতে চালান দিলে, নিতান্ত ন্যূন পক্ষেও চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এক বিঘা জমিতে তেঁতুলের কৃষি করিলে ব্যয় বাদে যাইট, সত্তুর টাকা লাভ থাকিতে পারে। তেঁতুল গাছের ছায়ায় অন্য কোন গাছ হয় না, এরূপ অনেকের সংস্কার আছে; কিন্তু আনারসের কৃষি করিলে সুন্দর আনারস জন্মিতে পারে। ইহাতেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। চিনে তেঁতুল, আহারে রসনার অধিক তৃপ্তিকর। একরূপ তেঁতুল আছে, কাঁচা অবস্থাতেই সিন্দুরের ন্যায় তাহার অভ্যন্তরে লালবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

—০০০০—

রেসমের ব্যবসায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বোয়ালিয়ার রেসিডেণ্ট মিঃ হাউড সাহেব তাঁহার রিপোর্টের আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—

" In the Beauleah aurungs not a worm is reared from tho leaf of the tree; but the large or annual worm prefers the leaf of the shrub which is well matured to that which is young and tender. Hence it is inferable that the annual worm would thrive better with the tree leaf than the shrub leaf.. The tree though never used in this dirtrict, is said to be cultivated in part of the Rungpur. The mulberry shrub, notwithstanding it occasions more labour and expense is more profitable than the tree, from its yielding four or five crops in the year, and there by is more suited to the *Desi* and *nistri* worm. "

মিঃ হাউড সাহেবের রেসম বিষয়ক রিপোর্টের দুই স্থান হইতে আমরা যে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;— বোয়ালিয়া কারখানায় পাঁচ ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালের কলম মৃত্তিকায় রোপণ করিয়া তুঁতের কৃষি করা হয়। রোপণের পাঁচ ছয় মাস পরেই গাছগুলি এমন সুন্দর হইয়া মাটিতে লাগিয়া যায় যে, তখন ইহার ডাল পাতা কাটিয়া ফেলিলেও, আর মরে না। তিন চারিটী করিয়া ডাল একত্রে ছয় ইঞ্চি স্থান ব্যবধানে এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করা হয় যে, সময় সময় কোদালি দ্বারা মূলদেশের মৃত্তিকা খনন করিয়া দিতে কোন রূপ অসুবিধা না হয়। ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা হয় না। সময়োপযোগী সামান্য বৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেই বৎসরে পাঁচ ছয় ফসল উৎপন্ন হয়। চারি ফসলের ন্যূন কখনই হয় না। তবে বিশেষ অনাবৃষ্টি হইলে

অন্য কথা। ভাল জমিতে গাছ রোপণ করিয়া আবশ্যক মত কিছু যত্ন সহকারে তত্ত্বাবধান করিলে এবং সময় সময় ঘাস বন জঙ্গল নিড়াইয়া দিলে একটী গাছ অনায়াসেই দশ পনর বৎসর থাকিতে পারে। এক গাছ অধিক দিন রাখিতে হইলে, প্রতিবৎসরেই সার মাটী কিছু কিছু দেওয়া আবশ্যক। গাছের কলম মৃত্তিকায় রোপণ করিলে কত দিন পরে পাতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। মৃত্তিকার অবস্থা এবং যত্ন, তত্ত্বাবধানের উপর ইহা নির্ভর করে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ বৎসর পরেই আবার নূতন করিয়া গাছ রোপণ করা আবশ্যক হয়। তুত গাছ কত উচ্চ হইলে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহার কোন নিয়ম নাই। জল বায়ু এবং জমির অবস্থা অনুসারে তাহা অবধারণ করা হয়। সাধারণতঃ দুই তিন ফিট উচ্চ হইতেই গাছ কাটিয়া ফেলা হয়। গাছের প্রায় মূলদেশ হইতেই গাছ কাটিয়া ফেলা হয়, তবে বর্ষা সময়ে কাটিতে হইলে প্রায় এক ফুট পরিমাণ রাখিয়া কাটা হয়। রেসম পোকার খাদ্য সংগ্রহ জন্য আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গাছ রাখিয়া আষাঢ় মাস হইতে সম্পূর্ণ বর্ষাকাল পর্য্যন্ত এমনই বৃদ্ধি হইতে দেওয়া হয়, পরে বর্ষার শেষে গাছ কাটিয়া ফেলিয়া, মাটি চষিয়া পৌষের বন্দের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়।

যদিও রেসম পোকা (বড়জাত) বড় তুত গাছের পাতাই অধিক ভাল বাসে; কিন্তু বোয়ালিয়া কারখানায় বড় তুত গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করিয়া পোকা প্রতিপালন করা হয় না। তুতের ছোট ছোট চারা গাছ অপেক্ষা অধিক দিনের বড় গাছ হইতে পাতা তুলিয়া পোকাকে দিলে পোকা অপেক্ষাকৃত অধিক পুষ্টি লাভ করে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এ জেলায় যদিও তুতের বড় গাছের পাতায় পোকা প্রতিপালন করা হয় না; কিন্তু রঙ্গপুর জেলায় তদ্রূপ করা হয়। তুতের বড় গাছ অপেক্ষা ছোট ছোট চারা গাছ প্রস্তুত করিতে যদিও অধিক ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চারা গাছ হইতে বৎসরে চারি পাঁচ বার ফসল উৎপন্ন হওয়ায় এবং "দিশি" বা "নিস্তারিণী" রেসমপোকার অধিক উপযোগী হওয়ায় এদেশে চারা গাছেরই প্রচলন অধিক।

এদেশীয় রেসম ব্যবসায়ী কুঠিয়াল সাহেবগণের পত্রে এবং গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে তুত গাছের কৃষি সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা জানিতে পাইতেছি, এপর্য্যন্ত তাহারই আলোচনা করা হইল। সাধারণতঃ তুতের কৃষি কি প্রণালীতে হইয়া থাকে, ইহাদ্বারাই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে এদেশে, অর্থাৎ রাজসাহী প্রদেশে কি প্রণালীতে এবং কিরূপ মৃত্তিকায় তুতের কৃষি করা হইয়া থাকে এবং কৃষকেরা কিরূপ প্রণালীর তুতের কৃষির অধিক পক্ষপাতী, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এদেশের কৃষকেরা তুতের কৃষি জন্য "দোঁয়াস" মৃত্তিকা অধিক পছন্দ করে। বৃষ্টির জল অধিকক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে,—বেস সহজে সরিয়া যাইতে পারে, এইরূপ মৃত্তিকা তুতের কৃষির জন্য প্রশস্ত। ইংরেজিতে Porous, Friable এবং Sharp ইত্যাদি বিশেষণ যেরূপ মৃত্তিকায় প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইরূপ মৃত্তিকাই তুতের কৃষির উপযোগী।

এইরূপ মৃত্তিকাযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া লইয়া কৃষকগণ প্রথমতঃ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় সমতল ভূমিতে তুতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয় না। সাধারণ এবং সমতল ভূমি হইতে দুই তিন হাত উচ্চ ক-

রিয়া তুতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। সহজে বর্ষাকালে নদী-প্লাবনের জল ক্ষেত্রের উপর উঠিতে না পারে এবং বৃষ্টির জল ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া থাকিতে না পারে, এই উদ্দেশে তুতের ক্ষেত্র উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার আর একটী সুবিধা আছে। গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের উপর উঠিয়া পাতা নষ্ট করিতে পারে না। বৃষ্টির জল সহজে গড়াইয়া পড়িতে পারে, এই কারণে ক্ষেত্রের চারি দিকে কিছু ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। নিম্নের চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে ক্ষেত্রের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।
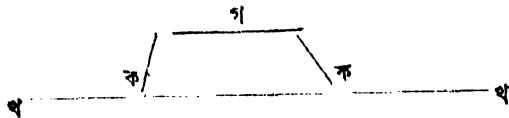
খ খ চিহ্নিত রেখা সমতল জমি। ক চিহ্নিত স্থান হইতে বেদির মতন উচ্চ করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। "গ" চিহ্নিত স্থান ক্ষেত্রের শিরোভাগ, এই স্থানে তুতের চারা লাগান হয়।

পাঁচ কাঠা দশ কাঠা হইতে দুই বিঘা পাঁচ বিঘা স্থানব্যাপী এক একটী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। অবস্থাপন্ন কৃষক ইহা অপেক্ষা বড় করিয়াও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে; কিন্তু কৃষকদের বিশ্বাস, বিস্তৃত ক্ষেত্র অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলে তুতের কৃষি ভাল হয়। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে কোদাইল দ্বারা মৃত্তিকা একবার আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া তাহার উপর "মই" দিয়া মৃত্তিকাখণ্ডগুলি চূর্ণ করিয়া এবং সমান করিয়া দিয়া হস্ত ব্যবধানে এক একটী চারি অঙ্গুলি গভীর এবং অর্দ্ধ হস্ত পরিধি গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জল দিয়া তুতের চারা রোপণ করা হয়। কিরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তুতের চারা রোপণ করা হয়, নিম্নের চিত্র দেখিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ক্রমশঃ]
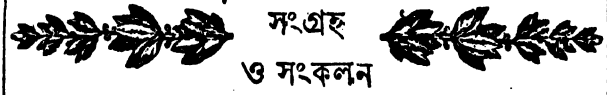
 সংগ্রহ ও সংকলন

পুরাতন লেইস্ নূতন করিবার উপায়।

ব্যবহার্য্য টুপি বা জরির পোষাক পুরাতন হইলে কাল হইয়া যায়। নূতন সময়ের চাক্‌চিক্য অধিক দিবস কিছুতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। এদেশের সাধারণ ধোপা কিম্বা দরজিরা পুরাতন টুপি পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আরও নষ্ট করিয়া ফেলে। নিম্নলিখিত সহজ সঙ্কেতটি জানা থাকিলে, অনায়াসে পুরাতন অব্যবহার্য্য টুপি বা জরির পোষাক নিজে নিজেই ঘরে নূতনের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সঙ্কেতটি এই—প্রথমে লেইসএর উপর ঈষৎ উষ্ণ ইস্তিরি করিয়া ভাঁজ করিতে হয়। পরে পরিষ্কার কাপড়ের একটী থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া ২৪ ঘণ্টা বাদামের তৈলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। একটী পাত্রে সাবান-গোলা জল তপ্ত করিয়া তাহার মধ্যে ঐ থলেটী ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া, তুলিয়া লইয়া শীতল জল দিয়া ধুইয়া বাতাসে শুখাইয়া লইলেই দেখা যাইবে, পুরাতন লেইস নূতন হইয়াছে।

কেরসিন্ ল্যাম্প।

যাঁহারা কেরসিন্ তেলের ল্যাম্প ব্যবহার করেন, তাঁহারাই জানেন, সময় সময় সলিতায় আলো জ্বালিয়া দিবামাত্র বেসী ধূম উঠিতে থাকে। কেরসিন্ তেলের ধূম যেমন দুর্গন্ধময়, তেমনি অপকারী। সলিতা হইতে ধূম উঠা নিবারণের একটী সহজ সঙ্কেত আছে। ভাল ভিনিগারের মধ্যে সলিতা কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া বাতাসে উত্তম রূপে শুষ্ক করিয়া লইয়া সেই সলিতা ল্যাম্পে ব্যবহার করিলে আর ধূম উঠিবে না।

কেরসিন্ ল্যাম্পের চিম্‌নি (Chimney) বা চোং প্রতিনিয়ত পরিষ্কার না করিলে বড়ই ময়লা হইয়া যায়। তখন উহা হইতে ভাল আলো বাহির হয় না, চুণ দিয়া

বা সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলিলেও সকল দাগ উঠিয়া যায় না। চিমনিই হউক, অথবা কাঁচের অন্য পাত্রই হউক, ধূমায় বিবর্ণ হইয়া যাইলে তাহাকে পরিষ্কার করিতে হইলে এক গামলা গরম জলের মধ্যে আধ ছটাক সোডা (Soda) নিক্ষেপ করিয়া ঐ জলের সঙ্গে এক তোলা (Oil of *Vitriol*) মিশ্রিত করিয়া চিমনি বা কাঁচপাত্র দুই ঘণ্টাকাল উহাতে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরে তুলিয়া ফেলালেন দিয়া ঘসিয়া ফেলিলেই ঠিক নূতন বস্তুর মত বোধ হইবে।

রেসম বস্ত্র পরিষ্কার করিবার উপায়।

রেসমের কোট, কামিজ বা চাপকান, চোগা অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ধোপার বাড়ী হইতে অন্যান্য বস্ত্রের সহিত পরিষ্কৃত হইয়া আসিলে, ইহার সৌন্দর্য্য ও কোমলত্ব নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া, অনেকেই অনেক সময় কষ্ট বোধ করিয়াও থাকেন। সাধারণতঃ এদেশের ধোপারা অন্যান্য বস্ত্রের ন্যায় রেসমবস্ত্রও সেই চিরাগত এক প্রণালীতেই ধৌত করে এবং অনেকে আবার রেসম বস্ত্রের উপর ইস্ত্রিরিও করে। ইহাতে রেসম বস্ত্রের কোমলত্ব ও চাকচিক্য এক কালে নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার বড় বড় মেমসাহেবদের রেসমি গাউন এবং কামিজ ইত্যাদি তাঁহাদের পরিচারিকারা গৃহে যে প্রণালীতে ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া লয়, তাহার সঙ্কেত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ নিজ নিজ ধোপাকেও এইরূপে রেসম বস্ত্র ধৌত করিতে উপদেশ করিয়া দেন, এইটী আমাদের প্রার্থনা। প্রথমতঃ রেসম বস্ত্র একখানী টেবিলের উপর রাখিয়া, গরম জলে ফেলালেন একখণ্ড ডুবাইয়া তাহাতেই সাবান মাখিয়া, সেই ফেলালেন-খণ্ডদ্বারা রেসম বস্ত্রখানিকে বারম্বার পুঁছিয়া আনিতে হইবে। আধ ঘণ্টা এইরূপ করিয়া পরে খানিকটা শীতল জল রেসম বস্ত্রের উপর ঢালিয়া দিলে ময়লা সকল ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। তখন রৌদ্র বা উত্তাপ না লাগে এমন স্থানে বাতাসে ঝুলাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে শুষ্ক করিয়া ভাঁজ করিয়া লইয়া তাহার উপর একখানী কাগজ রাখিয়া সেই কাগজের উপর অল্প উষ্ণ ইস্ত্রিরি ধীরে ধীরে দুই চারিবার টানিয়া লইলেই কার্য্য শেষ হইল।

—***—

অদহনীয় কালী।

৭মসংখ্যক বৈষয়িকতত্ত্বে, কিরূপে দলিল দস্তাবিদের জন্য অদহনীয় কাগজ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমরা পাঠকগণকে জানাইয়াছি। কিরূপে অদহনীয় কালী প্রস্তুত করিতে হয়, অদ্য তাহাই বলিতেছি। ১২॥০ রতি পরিমাণ কোপাল গঁদের চূর্ণ একশত রতি ল্যাবেণ্ডার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আগুনের উপর রাখিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লইতে হইবে। তদনন্তর দেড় রতি প্রদীপের শীষের কালী এবং এক সিকি রতি নীল তাহার মধ্যে দিয়া ঘুটিয়া লইলেই অদহনীয় কালী প্রস্তুত হইল। এই কালীতে পত্র লিখিতে কাগজ পুড়িয়া নষ্ট হইলেও অক্ষর অনায়াসে পড়া যাইতে পারিবে।

অদর্শনীয় কালী।

অদহনীয় কালী অপেক্ষা অদর্শনীয় কালী বিজ্ঞানের আর একটী উচ্চ বাহাদুরির সামগ্রী। ইহাদ্বারা পত্র লিখিলে সূর্য্যালোকে সাদা কাগজ ভিন্ন কিছুই বোধ হইবে না; কিন্তু অন্ধকার স্থানে প্রদীপের শিখায় পত্রখানী ধরিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অক্ষরগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিবে। সঙ্কেতটি অতি সহজ। কেবল (Solution of muriate of

Cobalt) নামক পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার পেনে সাদা কাগজে পত্র লিখিলেই ইহা সাধারণের অবোধ্য হইবে।

এইরূপ কালী প্রস্তুত করিবার আর একটী সহজ উপায় আছে। (Dilute Nitrate of Silver) দ্বারা পত্র লিখিলে শুষ্ক হইলে সে পত্রের একটী অক্ষরও কেহ সহজ চক্ষে দেখিতে পাইবেনা। পাঠ করিবার সময় (Sulpleate of Ammonia) একটী গেলাসে রাখিয়া তাহার মধ্যে পত্রখানী ডুবাইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে কাগজে রৌপ্যের ন্যায় উজ্জল বর্ণে অক্ষরগুলি ঝলমল করিতে থাকিবে। এরূপ কথিত আছে যে, ফরাসি বিপ্লবের সময় গুপ্ত লিপি সকল এইরূপে লিখিত ও পঠিত হইত।

—•••••—

দ্রব্যগুণ।

উপরে যে প্রণালীতে বিজ্ঞানানুমোদিত দ্রব্যগুণ সকল প্রকাশ করা হইল, অনেক অনুসন্ধানে জানিয়া ও সংগ্রহ করিয়া এবং সময় সময় স্বয়ং পরীক্ষা দেখিয়া সাধারণের সাংসারিক কার্য্যের সুবিধা করিবার উদ্দেশে এই পত্রিকায় আমরা এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকি। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, আজি কালি অনেক মাসিক পত্রিকাও ইহার উপকারিতা বুঝিয়া এই পথ অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন কোন স্থানে নিতান্ত অদ্ভূত এবং আশ্চর্য্য দ্রব্য গুণের বর্ণনও আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি। "বস্তু বিদ্যা" নামক একখানী পত্রিকায় মানুষ অদর্শন হইতে পারিবার এই সহজ কৌশলটি প্রকাশিত হইয়াছে।

"দাঁড় কাকের রক্ত, শৃগালের পিত্ত, ভালুকের বাম দিকের অস্থি এবং পেচকের দক্ষিণ দিকের অস্থি সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বটিকা ছায়াশুষ্ক করিয়া নেত্রে দিলে যতক্ষণ উহা নেত্রে থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে কেহ দেখিতে পাইবেনা। এই যুক্তি পায়ে এবং স্তনেও প্রযুক্ত হয়। পাঠকগণ এই যোগটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। প্রক্রিয়া দুইটি কষ্টসাধ্য বলিয়া হতাশ হইবেন না।"

আমাদের অনুরোধ "বস্তু বিদ্যার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই অদ্ভূত যোগটি একবার স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বলা বাহুল্য, এইরূপ অদ্ভূত "যোগ" দ্বারা অনেক সময় বড়ই কুফল হয়। সরলমতি যুবকগণ এই সকল বিষয়ে কৌতুহল নষ্ট করিয়া বিজ্ঞানানুমোদিত দ্রব্যগুণ পরীক্ষা কার্য্যেও আর সহসা হাত দিতে সাহস করেন না।

বস্তু বিদ্যা "মানুষ অদর্শন" হইবার উপায় অবধারণ করিতে বিরত না থাকিয়া "মুষ্টিযোগ" শীর্ষক প্রস্তাবে যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজপ্রাপ্য ঔষধ প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সকল বিষয়ের আলোচনায় অধিক স্থান নিযুক্ত করিয়া রাখিলে, সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। "মুষ্টিযোগ" গুলি আমরা পশ্চাতে উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। পাঠক, দেখিতে পাইবেন, দুই টাকা ব্যয় করিয়া বস্তু বিদ্যার গ্রাহক হইলে ইহার প্রকাশিত একটী ঔষধ দ্বারা সময়ে শত মুদ্রার উপকার পাইতে পারেন।

—•❀•—

বৈজ্ঞানিক রন্ধন কার্য্য।

"বস্তুবিদ্যার" কথা উল্লেখ করিতে "পাকপ্রণালী" নামক একখানী মাসিক পত্রিকার বিষয়ও আমাদের স্মরণ হইল। এই পত্রিকাখানী এক বৎসরের অধিক হইল প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচন জন্য ইহার দুই সংখ্যা

আমরা প্রাপ্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত ইহার সমালোচন দূরে থাকুক, প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে না পারিয়া আমরা বড়ই লজ্জিত আছি। পত্রিকাখানী সুন্দর হইয়াছে। বঙ্গবাসী ইহার প্রতি আগ্রহও যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে "পাকপ্রণালীর" সুযোগ্য সম্পাদকের নিকট আমাদের একটী অনুরোধ এই যে, কেবল মোগলাই খিচুড়ি বা মোচার ঘণ্টদ্বারা "পাকপ্রণালীর" উদর পূর্ণ না করিয়া সময় সময় রন্ধন-বিজ্ঞানের আলোচনাতেও ইহার কিয়দংশ স্থান নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

রন্ধনের আবার বিজ্ঞান কি, এ প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য, যে ইংরেজ জাতি বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি, শিল্প হইতে যুদ্ধ কার্য্যের পর্য্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সেই ইংরেজ জাতি রন্ধন কার্য্যে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করিতে ত্রুটী করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। রন্ধন কার্য্যেও কিরূপে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে প্রদান করিতেছি। সকলেই জানেন, জল যত উষ্ণ হইবে, খাদ্য বস্তু ততই সত্বর সিদ্ধ হইবে। বিজ্ঞানে এ কুসংস্কার তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। বিজ্ঞানে বলে, ২১২ ডিগ্রি উত্তপ্ত জলের মধ্যে একটী মুরগের ডিম্ব ছাড়িয়া দিলে আদৌ তাহা সিদ্ধই হইবে না। উহা অপেক্ষা অন্ততঃ ৫২ ডিগ্রি কম উষ্ণ জল ভিন্ন ডিম সিদ্ধ হইবে না। যে বস্তু অধিক উষ্ণ জলে সিদ্ধ হয় না, সে বস্তু অল্প উষ্ণ জলে সিদ্ধ হইবে, একথা শুনিতে আপাততঃ নিতান্তই অসঙ্গত বোধ হইবে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই উপরিউক্ত কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে।

বিজ্ঞানে আর একটী বিষয় সপ্রমাণ করিয়াছে। দশমিনিট উষ্ণ জলে ছাড়িয়া দিয়া রাখিলে ডিম সিদ্ধ হইবে, কিন্তু সেই উষ্ণ জলে একঘণ্টা কাল রাখিলে ডিম অসিদ্ধ অবস্থায় আছে দেখা যাইবে। অধিক সিদ্ধ করিলে ডিম নরম না হইয়া আরও কঠিন হইয়া উঠে।

মাংস পাকের সম্বন্ধেও এই রূপ নিয়মসকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় গৃহিণীরা দুই ঘণ্টা ধরিয়া পাঁঠা সিদ্ধ করিতে যত্ন করিয়াও অনেক সময় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। বিজ্ঞানে বলে রন্ধন-পাত্রে লবণের সঙ্গে দুই চারি রতি (Carbonate of potash) দিয়া পনের মিনিট মধ্যে ছাগ মাংস সুসিদ্ধ করিয়া নামাইতে পারেন। কার্ব্বনেট অব পটাস দূরে থাকুক, এক খণ্ড সামান্য পিপে (কাঁচা পিপে হইলে ভাল হয়) মাংসের মধ্যে দিলে অতি অল্প সময়েই মাংস সিদ্ধ হইয়া যায়।

মুষ্টিযোগ।

তুঁতিয়া জলে ঘর্ষণ করিয়া নখকুনির বেদনায় দিলে অনতিবিলম্বে বেদনা ভাল হয়। (১)

৫।৭টা গোলমরিচ গুড়া করিয়া মিছরির পানার সহিত সেবন করিলে তখনই পেট ফাঁপা ভাল হয়। (২)

হরীতকী, বচ এবং কুড় এই তিনটী দ্রব্য সমভাগে গুড়া করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকের দুধ তোলা রোগ ভাল হয়। (৩)

বড় পানার শিকড় ২।৩ দিন চিবাইলে দুদে দাঁতে পোকা ধরা ভাল হয়। (৪)

খর্জ্জুর পত্ররস লবণের সহিত সেবনে কৃমি নষ্ট হয়। (৫)

আপাং গাছের মূল সৈন্ধব লবণের সহিত ভক্ষণে অজীর্ণ ও শূলরোগ নষ্ট হয়। (৬)

উষ্ণ গব্য ঘৃত সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃশ্চিক দংশন ক্ষত স্থানে দিলে বৃশ্চিক দংশন জনিত ক্লেশ দূরীকৃত হয়। (৭)

শিরীষ বীজ সীজের আটায় বাটিয়া দিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। (৮)

গমের আটা জলদিয়া কাই করিয়া রগে দিলে মাথা ব্যাথা ভাল হয়। (৯)

মাথার চুলে উকুন হইলে চাপা পাতার রস চুলে মাখাইয়া শুকাইবেক, পরে ধুইয়া ফেলিলে অবশ্য উকুন মরিয়া যাইবে। (১০)

গাভী ঘৃত গলাইয়া সন্ধ্যার পর রাতকাণা ব্যক্তির ব্রহ্ম তালুকায়, চক্ষের পাতার উপর এবং হাতের ও পায়ের তালুদ্বয়ে মলিবেক। রাত্র্যন্ধ দোষ নিবারিত হইয়া তখনি দেখিতে পাইবেক। (১১)

অস্ত্রাঘাতে হাত পা কাটিয়া গেলে গন্ধক গুড়াইয়া কাপড়ে উত্তপ রূপে ছাঁকিয়া ক্ষতস্থানে দিবে। (১২)

ব্রণ হইবার সময় ধুতুরা পাতার বোঁটা লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ব্রণ ভাল হয়। (১৩)

হরীতকী, শুঁট ও চিনি প্রত্যেকের ৬ মাষা একত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে কফ জনিত মন্দাগ্নি আরোগ্য হয়। (১৪)

কর্পূর চন্দনে মিলাইয়া রগে দিলে রগ বেদনা ভাল হয়। (১৫)

হরিতাল, বয়ড়া ও বৃহতীর মূল সমভাগে লইয়া মধুতে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে মাথার টাক ভাল হয়। (১৬)

তালমূলী মধুর সহিত কিম্বা নারিকেল জলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। (১৭)

স্বর্ণ শেফালিকার মূল ১ পল কাঞ্জি দ্বারা পেষণ করিয়া দদ্রুতে লেপন করিলে দদ্রুরোগ আরাম হয়। (১৮)

কৃষ্ণ তিল ও গুলঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোবেদনা ভাল হয়। (১৯)

কেউ মূলের রস ২ তোলা আধতোলা মধুর সহিত অথবা তিক্ত লাউ বীজ ২ তোলা ঘোলের সহিত সেবনে কৃমি নষ্ট হয়। (২০)

প্রসূতি প্রসব বেদনায় কাতর হইলে তেঁতুলের চারা তুলিয়া বীচি (চারার নীচে যেটা থাকে) সমেত মাথার সিঁতির চুল এক গাছি দিয়া নাসিকার সম্মুখে এরূপ ভাবে ঝুলাইয়া দিতে হইবে, যেন উত্তম রূপে তাহার ঘ্রাণ পায়। এই প্রক্রিয়ানুসারে কার্য্য করিলে দেখিতে দেখিতে প্রসব হইবে। (২১)

মাষ কলাই ও জ্যেষ্ঠমধু চূর্ণ মধুর সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয়। (২২)

ব্যাঘ্রে কামড়াইলে ঘা মুখে বিষ্ঠা দিবে, তাহা হইলেই বিষ ভাল হইবে। (২৩)

সিকি পেয়ালা আঙ্গুরের রসে একটু পাঁওরুটির পাশ ভিজাইয়া পাক ড়ার উপর পুলটিসের ন্যায় রাত্রিতে দিয়া রাখ। প্রাতে উঠিয়া দেখিবে কড়ায় আর ব্যথা নাই, সেটা নরম হইয়া গিয়াছে। তখন অনায়াসে কড়াটি তুলিয়া ফেলিতে পার। সদ্য এক বারেই আরাম হইবে। (২৪)

(বস্তুবিদ্যা *)

পুস্তক পাঠজনিত চক্ষুরোগ।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে ক্ষুদ্র২ অক্ষরযুক্ত পুস্তক অধিক ক্ষণ পাঠ করিলে যে, চক্ষুরোগের আশঙ্কা থাকে, তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে অধিক লোকের যে দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমত বোধ হয় না। এক্ষণ আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এবিষয়ে

* মাসিক পত্রিকা। মূল্য দুই টাকা।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে। ২৭এ বৈশাখের সঞ্জীবনীতে এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে। "কোন জর্ম্মাণ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, যদি হরিৎ কাগজে ঘন নীল অক্ষরে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে চক্ষের জ্যোতি নষ্ট হয় না। বার্লিন সহরে এই ধরণে এক পুস্তক ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।" অনেক দিন হইল, হিন্দুপেট্রিয়টে দেখিয়াছিলাম যে, রুশিয়ার কোন ডাক্তারও এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তর আন্দোলন হওয়া উচিত। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরযুক্ত পুস্তক এককালে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আরও শত শত লোক না চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। (রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ *)

—•••••—

আগ্যাঘাস।

(শিল্প ও কৃষি পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

সকলেই জানেন, ঘাসের মত আর তুচ্ছ জিনিস জগতে কিছুই নাই। ঘাস কেহই পুছে না। এত সামগ্রী থাকিতে আমরা প্রথমেই ঘাসের কথা বলিতে বসিয়াছি, ইহাতে পাঠক হাসিতে পারেন। কিন্তু কৃষি বিদ্যার সাহায্যে এই সামান্য ঘাসেরই কত গুণ জানা যাইতে পারে। এই সামান্য ঘাসের দ্বারাই কত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, এইটী দেখাইবার জনাই আজ আমরা এত জিনিস ছাড়িয়া ঘাসের কথা তুলিলাম।

ঘাস কত রকম আছে। আমরা অদ্য যে ঘাসের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার নাম আগ্যাঘাস। ইহার পাতাগুলি সাধারণ খড়ের মত লম্বা লম্বা। গোড়া হইতেই থোপা থোপা পাতা বাহির হয়। পাতার গায়ে একটু আঁস আঁস আছে। স্থলবিশেষে দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অন্য দেশে ইহার কি নাম, আমরা বলিতে পারিনা—এ দেশে অর্থাৎ রাজসাহী প্রদেশে ইহার নাম আগ্যাঘাস।

ইহার গুণ সম্বন্ধে প্রথমে বলিতেছি। ছেলেপেলের পেটের অসুখ হইলে ইহার কাৎ খাওয়াইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। রস একটু তিক্ত। এই ঘাসের বিচি হইতে এক রকম তেল বাহির করা যাইতে পারে; এই তেল বাতের পীড়ার পক্ষে মহৌষধ। ঘোলের সঙ্গে পাতা বাটিয়া লাগাইয়া দিলে যে কোন রূপ উৎকট দাউদ (দক্রু) হউক ভাল হইবে। কিন্তু সকল অপেক্ষা পেটের পীড়াতেই অধিক কাজ করে। এমন কি, ভেদবমি পীড়ায় অনেক সময় বমন পর্য্যন্ত নিবারণ হইতে দেখা গিয়াছে। জ্বরের সময় অত্যন্ত পিপাসা হইলে ইহার দুইটী পাতা একটু জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল খাওয়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ পিপাসা শান্তি হইবে।

এই ঘাসের উপরিউক্ত গুণ সকল আমরা কেবল শুনা কথা হইতে সংগ্রহ করি নাই। এই ঘাস লইয়া এ দেশের ডাক্তার সাহেবেরাও অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ফরেষ্ট বিভাগের মিঃ ছিঃ কোন্‌হফ্‌ সাহেব ইহার অনেক গুণ সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টে এক রিপোর্ট করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবের লিখা দেখিয়াই প্রথমতঃ এই ঘাসের প্রতি আমাদের মনোযোগ পড়ে। আমরা নিজে উহার অনেক গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

কেবল ইহার ঔষধ স্বরূপ এই সকল গুণ আছে এরূপ নহে, ইহার অন্য প্রয়োজনতাও আছে। আমাদের শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণ হয়ত শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, দুই টাকা, আড়াই টাকা দিয়া ভার্ণিস এসেন্স যাহা তাঁ-

* সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র। কাকিনা, রঙ্গপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৸০।

হারা কিনিয়া যত্ন করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা এই দেশের আগ্যাঘাস হইতেই প্রস্তুত করা হয়। ইংরেজিতে এই ঘাসকে লিমনগ্রাস কহে। সিলোন দ্বীপ হইতে প্রতিবৎসর বিলাতে প্রায় ১০০০০ টাকা মূল্যের এই ঘাস রপ্তানি হয়। এদেশের বনে জঙ্গলে কত রাশিরাশি এই ঘাস পাওয়া যায়; কিন্তু কে অনুসন্ধান করিয়া দেখে, কেহই বা একটু পরিশ্রম করিয়া ইহা হইতে অর্থ লাভ করিবার যত্ন করে?

* * * * *

কৃষি পত্রিকার ১ম সংখ্যায় আগ্যাঘাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইবার পর এযাবৎ নানাস্থান হইতে প্রায় ত্রিশ জন ভদ্র ও কৃষকে এই ঘাসের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অনেকে কোন ঘাসকে "আগ্যাঘাস" বলা হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া, ঘাসের ছবি খোদাইয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রথম হইতেই সাধারণের এই রূপ উৎসাহ দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। একটি সামান্য ঘাসের কথায় এত লোকের মন আকৃষ্ট করিবে, এরূপ আমরা আশা করি নাই।

আগ্যাঘাস যেরূপ একটি অতি আশ্চর্য্য হিতকর বস্তু, তাহাতে এত দিন যে ইহার নাম গন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ১ম সংখ্যা কৃষি পত্রিকায় এই ঘাসের যে সকল অসাধারণ গুণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়া ইহার আর কয়েকটি গুণ আছে, আমরা এক্ষণে জানিতে পারিলাম। আমাদের কাশীস্থ কোন শ্রদ্ধাস্পদ এবং পূজনীয় বন্ধুর নিকটে শুনিলাম, প্রসিদ্ধ পরমহংস দয়ানন্দ সরস্বতী দুগ্ধে এই ঘাস ভিজাইয়া সেই দুগ্ধ পান করিতেন। এই রূপ করিয়া দুগ্ধ পান করিবার কারণ এই যে, ইহাতে যোগী এবং সন্ন্যাসীগণের ক্লান্তি নষ্ট করিয়া শরীরের শুক্র ধাতু বৃদ্ধি করে। কিন্তু কৃষক শ্রেণীর পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট কৃষি-পত্রিকায় এরূপ গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই কারণে বৈষয়িকতত্ত্বে এবিষয়ের অন্যান্য কথা লিখা হইল। এখানে কেবল আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আগ্যাঘাসে যে সকল গুণের কথা আমরা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় বলিয়াছি, তাহা ছাড়া আরও ইহার অনেক গুণ আছে; কিন্তু সে সকল বিষয় ডাক্তার কবিরাজ ভিন্ন সাধারণ লোকের জানিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা এই ঘাসের যে সকল উপকারের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে এক স্থানে লিখা হইয়াছিল, ছেলে পিলের পেটের পীড়ায় ইহার কাথ বড় উপকারী। পাতা, মূল, কিম্বা ডাঁটার ক্বাথ উপকারী, ইহা পরিষ্কার করিয়া লিখিবার জন্য বনগ্রাম হইতে বাবু নীলমণি দাস আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ঐ স্থানে মূলের ক্বাথ বুঝিতে হইবে। পরিমাণ /০ এক আনা।

ভেদ বমিতে ইহা বমন নিবারণ করে যে স্থানে লিখা হইয়াছে, সেখানে ইহার পাতার ঐ শক্তি আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ উহার পূর্ব্বেই "ঘোলের সহিত পাতার রসে দাউদ নষ্ট করে" একথা লিখা হইয়াছে।

আগ্যাঘাস হইতে কিরূপে আতর অর্থাৎ ভার্ব্বিনা-এসেন্স প্রস্তুত করিতে হয়, ইহা আমরা জানি না। এই ঘাস লইয়া যাইয়া বিলাত হইতে কোন কলে আতর প্রস্তুত করিয়া আনা হয়। তবে এই ঘাস হইতে তৈল কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমরা কতক পরিমাণে জানি। এই ঘাসের বীজ ঘানিতে না ভাঙ্গিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া বগযন্ত্রে চোয়াইয়া লইলে ভাল হয়। একটি হাড়িতে কাপড়ে ছাকা কয়লাচূর্ণ পুরিয়া

তলে ছিদ্র করিয়া সেই হাঁড়িতে ঐ তৈল চালিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। আগ্যাঘাসের তেলে বাতের বেদনা ভাল করিবার যে এক ক্ষমতা আছে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; তাহা ছাড়া উহার আর একটি গুণ আছে, কর্পূরের আরকের মত এই তেল দশ পনের ফোটা চিনির সহিত মিশাইয়া ভেদ বমির রোগীকে খাওয়াইয়া দিলে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার হয়।

আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, এই ঘাসের আবাদ করিলে প্রতিবিঘায় প্রায় পঞ্চাশ ষাইট টাকা লাভ হইতে পারে। যশোহর, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পাবনা ও ফরিদপুরে ইহার আবাদ ভাল হইতে পারে। জলের নিকটে ইহার আবাদ ভাল হয়।

—•••❋•••—

আদর্শ কৃষক—জীবন।

(সুরভি হইতে উদ্ধৃত)

ইউরোপের কোন ভাগে একটী ক্ষুদ্র দেশ আছে। দেশটী বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী। কৃষি কার্য্যের তথায় বিশেষ উন্নতি। সেখানে নানা প্রকার শস্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কৃষকগণ সকলেই স্ব স্ব ভূমির স্বত্বাধিকারী। যে যতটুক ভূমি কর্ষণ করে, সে তাহারই স্বত্বাধিকারী বিবেচিত হয়। কৃষকগণ রাজাকে কিঞ্চিৎ কর দিয়া থাকে। রাজাকে কর দিয়া, ভূমি কর্ষণোপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া এবং ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া কৃষকগণের বর্ষে যে অর্থ লাভ হয়, তাহাতে তাহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে এবং ভবিষ্যতে বিপদ ও দুঃখের সময়ের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের কৃষকগণের ন্যায় ইহাদিগকে এক সন্ধ্যা আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয় না।

কৃষকগণের কুটীরগুলি অতি সুন্দর। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক কুটীরের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে খানিকটা অনাবৃত স্থান আছে এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী ক্ষুদ্র ফলের বাগান ও সম্মুখভাগে একটী ফুলের বাগান আছে। কৃষকের অল্পবয়স্ক পুত্র, কন্যাগণকে এই দুইটী গৃহোদ্যানের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত দেখা যায়। উদ্যানগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বৈকালে ক্ষেত্রের কার্য্য সমাধা করিয়া কৃষক ও কৃষকপত্নী পুত্র কন্যাগণকে লইয়া গৃহোদ্যানের একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া আমোদ প্রমোদ করেন।

রাজ্যে যত শ্রেণীর লোক আছে, তন্মধ্যে এই কৃষকশ্রেণী বিশেষ সুস্থ ও বলবান। কৃষকগণ নিকটবর্ত্তী প্রধান নগরের স্বাস্থ্য রক্ষক চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। স্বাস্থ্য-রক্ষার কোন নিয়ম জানিবার আবশ্যক হইলে, কৃষকগণ তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাহা জানিয়া আইসে; রাজ্যের নিয়মানুসারে তজ্জন্য স্বাস্থ্যরক্ষক চিকিৎসক মহাশয়কে কিছুই অর্থ প্রদান করিতে হয় না। শরীর রক্ষার্থে কৃষকগণ বিশেষ মনোযোগী। গ্রামে কোন সংক্রামক রোগ কিম্বা স্বাস্থ্যহানির কোন কারণ উপস্থিত হইলে, কৃষকগণ স্বাস্থ্যরক্ষক চিকিৎসকের নিকট তাহা নিবারণের সমস্ত উপায় অবগত হইয়া উৎসাহের সহিত তাহা অবলম্বন করে। দেখা যায়, প্রত্যেক কৃষক স্বাস্থ্যরক্ষার তিনটী প্রধান নিয়ম,—বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার, বিশুদ্ধ পানীয় পান ও বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী।

অন্যান্য দেশে কৃষকগণ অশিক্ষিত, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, কিন্তু এদেশে সেরূপ নাই। যে যে গ্রামে কৃষকগণের বাস, তত্তৎগ্রামে এক একটী বিদ্যালয় আছে। অতি অল্প বেতন দিয়া তথায় কৃষক পুত্র কন্যাগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে

পারে। এইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেক কৃষকপুত্র ও কৃষক-কন্যা কৃষি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নগরে গমন পূর্ব্বক কেহ বা কেরাণী, কেহ বা ইঞ্জিনিয়ার, কেহ বা ব্যবসায়ী হইত; কিন্তু এক্ষণে সে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। যাহারা ঐ সকল কার্য্য করিতে গিয়াছে, তাহারা সকলেই ঐ সকল কার্য্য অপেক্ষা কৃষিকার্য্য অধিক সুখকর ও পবিত্র জ্ঞান করিয়া আক্ষেপ করিতেছে! এক্ষণে অতি অল্প সংখ্যক কৃষকপুত্র বা কৃষককন্যা শিক্ষিত হইয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং অধিকাংশ কৃষকপুত্র ও কৃষককন্যা পৈতৃক ব্যবসায়েরই অনুসরণ করিয়া থাকে। কৃষকগণ শিক্ষিত হওয়াতে, তাহাদিগের জীবন আরও সুখকর হইয়াছে। বাল্যকালে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বয়োবৃদ্ধি সহকারে সকলেরই জ্ঞান-তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতে থাকে। কৃষকপত্নীগণ প্রায়ই প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা কাল পুস্তক পাঠ ও জ্ঞানালোচনায় ক্ষেপণ করেন। প্রত্যেক গ্রামে এক একটী পুস্তকাগার আছে। মাসের শেষে দুই আনা পয়সা দিলেই প্রত্যহ তথায় গমন করিয়া সকলে পাঠ করিতে পারে। পুস্তকাগারে বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক নানা পুস্তক আছে এবং দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা গৃহীত হইয়া থাকে। তুমি একটী সামান্য কৃষক বা কৃষকপত্নীকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে পৃথিবীর নানা স্থানের নূতন সংবাদ দিবে। মধ্যে মধ্যে দেশের কোন কোন বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্মোপদেষ্টা গ্রামে আসিয়া পুস্তকাগারে বিজ্ঞান বা ধর্ম্ম বা অন্যান্য কোন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিতে সমস্ত গ্রামবাসী একত্রিত হয় এবং বক্তার সহিত আলাপ করিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। কৃষকগণের হস্তে বড় বড় কবি, দার্শনিক বা রাজনীতিজ্ঞ বা সাহিত্যকার প্রণীত পুস্তক দেখা যায়। শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোক কৃষি কার্য্য করিতেছে, ইহা অতি সুন্দর দৃশ্য।

প্রত্যেক গ্রামে এক একটী সঙ্গীতাগার আছে। তথায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কৃষক ও কৃষকপত্নীগণ নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে সঙ্গীত করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। এই বিশুদ্ধ আমোদে সকলে হৃদয়ের সহিত যোগ দিয়া সমস্ত দিবসের পরিশ্রমজনিত ক্লেশ বিস্মৃত হয়েন।

এই দেশের কৃষকগণের মধ্যে ধর্ম্মের নিয়ম অতি দৃঢ়। সকলের হৃদয়েই দয়া, স্নেহ ও প্রেমপূর্ণ দেখা যায়। পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই পুত্র কন্যাগণকে বিশেষ যত্ন সহকারে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কখন কাহারও চরিত্র দূষিত হইলে, সকলে একত্রিত হইয়া তাহার চরিত্র সংশোধনে চেষ্টিত হয়।

কৃষকগণ অতি নীচ শ্রেণীর লোক, সাধারণ লোকের এই মত, উক্তদেশের কৃষকগণ অত্যন্ত ভ্রমাত্মক মনে করেন। কৃষক-জীবন অতি উন্নত পবিত্র জীবন, ইহাই ইহাদিগের বিশ্বাস। কৃষক হইয়াছেন বলিয়া ইহাঁরা কিছুমাত্র লজ্জিত নহেন। ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে, ইহ জীবনে শরীর, মন ও আত্মার রক্ষা ও উন্নতি সাধন জন্য ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল পালন করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, ইহা জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা হইল। কৃষকের পরিশ্রমের জন্য সমস্ত দেশ ধন ধান্যে পূর্ণ হইতেছে, অতএব তাহার কার্য্য কোন প্রকারে নীচ না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে মহৎ, ইহাই ইহাদিগের দৃঢ় সংস্কার। বস্তুতঃ যদি কৃষকগণ জমির স্বত্বাধিকারী হয়, যদি তাহাদিগকে রাজাকে অল্প কর দিতে হয়, যদি দেখা যায় তাহাদিগের আয় সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী হয়, যদি তাহারা উদ্যান বেষ্টিত সুন্দর পরিষ্কার কুটীরে বাস করিতে পারে, যদি তাহারা স্বাস্থ্যের সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া সুস্থ ও দৃঢ়কায় হয়, যদি তাহারা শিক্ষিত হইয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিবার যথেষ্ট সময় পায়, যদি তাহারা অধ্যয়নপটু ও জ্ঞানী হয়, যদি তাহারা

সঙ্গীতালোচনা করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ করিতে পায়, যদি তাহারা ধর্ম্মের নিয়ম জানিয়া ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে কে কৃষক হইতে ঘৃণা করিতে পারে? তাহা হইলে কৃষক জীবন সকলের মাননীয় হইয়া উঠে।

বঙ্গবাসী কৃষকগণের অবস্থা কবে এই প্রকার উন্নত হইবে, কবে তাহাদিগের জীবন এই আদর্শ কৃষক জীবনের অনুরূপ হইবে? কৃষকের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তজ্জন্য স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য। (সুরভি)

বারুদ।

বারুদ কোথায় কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং কিরূপে ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে বারুদ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এস্থলে লিখিত হইল। আমাদের দেশের সাধারণ বাজীকরগণ যে রূপে ও যে হিসাবে বোম প্রস্তুত করিবার জন্য বারুদ তৈয়ার করে, সাধারণ বারুদ প্রস্তুতের প্রণালীও প্রায় সেইরূপ। সকলেই বোধ হয় জানেন, বারুদের উপকরণ,—সোরা, গন্ধক ও কয়লা। ইহার সমস্তগুলিই আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বাস্তবিক অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরা পাওয়া গিয়া থাকে। এ দেশে সোরাওয়ালা নামে এক জাতিই আছে। ইহারা প্রত্যহ প্রাতে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া নর্দ্দামা ও গোশালার স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিয়া যেখানে সোরা হইয়াছে, বুঝিতে পারে, তাহা সংগ্রহ করে এবং তাহাই জলে গুলিয়া রৌদ্রে রাখিয়া সোরা জমাইয়া লয়। ভাল বারুদ করিতে হইলে এরূপ অপরিষ্কৃত সোরায় চলে না। পুনঃপুনঃ জলে গুলিয়া রৌদ্রে অথবা অগ্নির উত্তাপে তাহা জমাইয়া লইতে হয়। সোরার সহিত সচরাচর লবণ মিশ্রিত থাকে।

এইরূপ, গন্ধকও আমাদের দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভারতের নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ হইতেও ইহার যথেষ্ট আমদানি। গন্ধকও পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ইহা পরিষ্কার করিবার প্রণালী দুই প্রকার। এক,—আগুণে মৃদু জ্বাল দিয়া ইহা পরিষ্কার করা যায়; তবে মদ চোঁয়াইবার মত বক যন্ত্রে গন্ধক চোঁয়াইয়া লইতে পারিলেই খাঁটি গন্ধক পাওয়া যায়। *

সকল কাঠের কয়লায় বারুদ ভাল হয় না। যাহা খুব হালকা, পোড়াইলে অতি অল্প পরিমাণে ছাই থাকে, আর জলীয়ভাগ খুব কম থাকে, তাহাই বারুদের উপযোগী। আমাদের দেশের অরহর, ভেরাণ্ডা ও কুল কাঠের কয়লাই বারুদের পক্ষে উপযুক্ত। বিলাতী, আলডার, পপলার, চেসনাট প্রভৃতি গাছের কয়লাতেই বারুদ প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে সচরাচর যেরূপ গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠে জ্বাল দিয়া, কতক্ষণ পরে তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া কয়লা প্রস্তুত করে—সেইরূপে কয়লা তৈয়ার করিলেও চলিতে পারে। †

---

* আর এক উপায়ে গন্ধক পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। গো-দুগ্ধের মধ্যে গন্ধক গলাইয়া ঢালিয়া দিলে অল্প ক্ষণ মধ্যেই অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। সং বৈঃতত্ত্ব।

† বিলাতে আর এক প্রণালীতে কয়লা প্রস্তুত করা হয়। বারুদের কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য আগে কাঠগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া একটী মরিচাশূন্য লৌহ পাত্রে পূরিয়া মুখ আবদ্ধ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিপূর্ণ ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পাত্রটি দগ্ধ করিতে হয়। লোহা রক্ত বর্ণ হইলেও অনেক ক্ষণ পরে পাত্রটি বাহির করিয়া আনিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিয়া তাহার মধ্য হইতে কাঠের খণ্ডগুলি বাহির করিয়া লইতে হয়। উত্তাপে দগ্ধ হইয়াই কাঠ অঙ্গার হইয়া যায়। সেই কয়লা চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া আবার শুষ্ক করিয়া লইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিলেই বারুদের জন্য উৎকৃষ্ট কয়লা প্রস্তুত হয়। সং বৈঃতত্ত্ব।

বারুদ প্রস্তুত করিতে কয়লা, সোরা ও গন্ধক কি পরিমাণে মিশাইতে হয়, তাহার ঠিক রাসায়নিক কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই। তবে জর্ম্মাণিতে যে হিসাবে বারুদ প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা রসায়নশাস্ত্রসঙ্গত বলিতে হইবে। সাধারণতঃ সোরা ৭৫ ভাগ, গন্ধক ১১॥ ভাগ, আর কয়লা ১৩॥ ভাগ মিলাইলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত হয়। বারুদ প্রস্তুত করিতে হইলে এই দ্রব্যগুলিকে স্বতন্ত্র ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া পরে একত্র মিশাইতে হয়। বারুদ যাহাতে বেশ দানা বাঁধে ও চক্‌চকে হয়, তাহার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার বিবরণ এস্থলে লিখিবার আবশ্যক নাই।

আজকাল রাসায়নিক শাস্ত্রের উন্নতির সহিত বারুদের ন্যায় আরও কতকগুলি পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা বারুদের কার্য্য বেশ চলিতে পারে। এস্থলে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইল।

হরপ্লি সাহেবের আবিষ্কৃত বারুদ।

সোরার ন্যায় ক্লোরেট্ অব পটাস্ নামক এক প্রকার লবণাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়, ইহা প্রায় সমস্ত ডাক্তারখানাতেই বিক্রীত হইয়া থাকে। বড় বাজারে ইহার এক সেরের মূল্য এক টাকার অধিক নহে। ইহাদ্বারা নানা প্রকার বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে। এই ক্লোরেট অবপটাস উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া নয় ভাগ লইয়া তাহার সহিত গল গাছের গুঁড়া তিন ভাগ অথবা হরীতকীর গুঁড়া ৫ ভাগ আস্তে আস্তে উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে, তাহা হইলেই অতি উত্তম, (এমন কি সাধারণ বারুদ অপেক্ষাও কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট) বারুদ প্রস্তুত হইবে। যদি ক্লোরেট্ অব পটাসের গুঁড়া আর ট্যানিন্ (হরীতকীর কষা অংশ) বা হরীতকীর গুঁড়া স্বতন্ত্র রাখা যায়, তবে তাহা হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না, অথচ আবশ্যক মত পরিমাণ মত মিলাইয়া সহজেই তৎক্ষণাৎ সুন্দর বারুদ প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়।

সাদা বারুদ।

৪০ ভাগ ভাল নাইট্রিক আসিড্ ও ১০০ ভাগ সালফিউরিক আসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, তাহাতে ছয় ভাগ পরিষ্কার করা (একেবারে কাপড় কাচার নিয়মানুসারে সাদা করিয়া লওয়া) করাতের গুঁড়া মিশাইতে হইবে। তাহার পর করাতের গুঁড়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহা ঘন সোরার জল দিয়া ধুইয়া লইলেই সুন্দর বারুদ হয়। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নিতান্ত সহজ নহে।

অন্য প্রকার সাদা বারুদ।

ক্লোরেট্ অব পটাস্ দ্বারা আর এক প্রকার বারুদ প্রস্তুত হয়। ক্লোরেট অবপটাস্, কয়লা এবং অল্প পরিমাণে সুরমা (Sulphide of Antimony) গুঁড়া করিয়া গঁদের সহিত মিলাইয়া তাহার মধ্যে ব্লটিং কাগজ ডুবাইতে হইবে। পরে এই কাগজ শুকাইয়া শক্ত করিয়া উড়াইয়া লইলে তাহা সুন্দর বারুদের কাজ করে।

এই বারুদ বড় ভয়ানক জিনিস। অতি সামান্য কারণে ইহাতে আগুন লাগিতে পারে। বারুদের দুটী দানায় পরস্পর ঘর্ষিত হইলেও আগুন লাগিতে পারে। গেল সাহেব বলেন যে, স্থানান্তরে বারুদ পাঠাইবার সময়, বারুদের সহিত কাঁচের গুঁড়া কিম্বা বালি মিশাইয়া দিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। বারুদ ব্যবহার কালে তাহা ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে ৷

পিক্রিক্ আসিড।

সে যাহা হউক, সোরা বা ক্লোরেট অব পটাস্ ব্যতীত, অন্যান্য উপকরণেও বারুদ প্রস্তুত হইতে পারে। অনেকেই কার্ব্বলিক আসিডের নাম শুনিয়াছেন। কার্ব্বলিক্ আসিডের সাবান্ অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সকল ডাক্তারখানায় এই আসিড পাওয়া যায়। ইহা এক্ষণে পাতুরে কয়লা চোয়াইয়া প্রস্তুত হইতেছে। যদি এই কার্ব্বলিক আসিডের সহিত অল্প অল্প করিয়া উত্তম নাইট্রিক আসিড মিশান যায়, তাহা হইতে এক প্রকার দানাদার হরিৎ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে পিক্রিক্ আসিড বলে। ইহা অতি ভয়ানক জিনিস। ইহার সহিত সোরা কিম্বা ক্লোরেড অব পটাস মিশাইয়া লইলে গান্‌কটন্ কিম্বা ভয়ঙ্কর ডাইনামাইটের সমশক্তিসম্পন্ন এবং সমান উপযোগী পদার্থ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই পিক্রিক আসিডের সহিত ক্লোরেট অব পটাস মিশান উচিত নহে। ক্লোরেড অব পটাস কেহ ব্যবহার করিতেও সাহস করেন না। কারণ ইহা অতি সামান্য কারণে আওয়াজ হইয়া যায়। সোরা মিলাইয়া লওয়াই উচিত। কেহ কেহ ইহার সহিত পারদও মিশাইয়া থাকেন।

নাইট্রাস্ ক্লোরাইড ও ব্রোমাইড।

যখন অ্যামোনিয়া দ্রাবকের (Solution of ammonia) মধ্যে ক্লোরিণ গ্যাস অধিক পরিমাণে দেওয়া যায়, তখন অ্যামোনিয়া আরকের উপর যে, তৈলবৎ পদার্থ ভাসিতে থাকে, তাহাকেই নাইট্রাস ক্লোরাইড বলে। এইরূপে ক্লোরিণের পরিবর্ত্তে ব্রোমিন দেওয়া হইলেই নাইট্যাস ব্রোমাইড প্রস্তুত হয়। এই দুই পদার্থই অত্যন্ত তেজস্কর। ইহাদের একবিন্দু মাত্র যদি কোন রূপে স্পর্শ করা যায়, তবে ভয়ানক শব্দ হয় এবং অতি বৃহৎ গৃহও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

ফল্‌মিনেট্।

ইহা ব্যতীত পারদ কিম্বা রৌপ্যের সহিত ক্রমে ক্রমে নাইট্রিক আসিড মিলাইয়া তাহার পর এই নাইট্রেড অব মার্‌কুরি বা নাইটেড অব সিলভারের সহিত কতক পরিমাণে সুরাসার (Alcohol) মিলাইয়া দিয়া তাহা দানা বাঁধিয়া লইলে, আর এক প্রকার তেজস্কর পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহাতেই বন্দুকের ক্যাপ্ (Cap) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গন্‌কটন ও ভয়ঙ্কর ডিনামাইটের কথা আমরা আগামীতে বলিব (বঙ্গবাসী) ❋

ABORTION IN COWS.

Mr. Frederick Hood, M. R. C. V. S. Penicuik, having been asked by many farmers who had sustained losses by abortion in their herds, to give his views and experience in a plain, practical form as to the cause and prevention of this complaint, favours us with an interesting paper, the second portion of which we are obliged to hold over for a week.

Dealing with the history of the ailment, Mr. Hood says:— The continuance and alarming increase of this strange and somewhat disastrous disorder among the milking stock of this country, has excited the intelligent attention of veterinarians and stockholders to a degree somewhat more lively than heretofore, and in a manner more calculated to afford something of a practical and logical solution of its many mysteries.

❋ বঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক পত্র) বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। কলিকাতা ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

The importance attaching to a correct understanding of this condition cannot possibly be overrated, because, taking all other incidental diseases and losses amongst milk stock together, more loss, directly and indirectly, results from this one cause. The essential value belonging to the animal, namely, her milk, is more or less reduced, if not altogether stopped for the time being. The fattening and disposing and replacing of those unprofitable animals, the loss of the calf, together with the extreme difficulty in ridding the byres of the disorder during a period of four or five years after the disorder commences, are quite sufficient to demand an energetic and thoughtful study on the part of those whose duty it is more directly to contribute such.

The history of this disorder is contemporary with the history of civilisation. With the domestication of the cow, it has without cessation continued to exist. Among the ancient Greeks it was familiar, and one strange feature in its early, history, as recorded by one of their most famous poets—a feature which I would especially draw attention to here, as exemplifying what is largely the case at the present day—namely, it occurred to a much more serious extent, the nearer we got to large centres of population. This, as I have already pointed out, and as I shall show further on, is largely the case in this country, and in others at the present moment. We must give due importance to the observations of this intelligent Greek, At the time of the Roman conquest of Britain it existed as an almost universal blight, and continued without interruption for several successive years, both cattle and sheep suffering. On the Continent it is thoroughly well-known in certain provinces, causing all but total destruction of the native stock. In our own country it has existed with greater or less severity as far back as history itself, and causes innumerable and curious were assigned for its origin—the evil influence of sun, moon, and stars—witchcraft—evil disposition on the part of departed souls, each having its believers and each having its own enchantment or charm as a protective influence against infection.

Its Area and Distribution.

Wherever the cow is bred, born, and reared in a state of domestication for the special purpose of giving milk, there exists the disorder. Over the length and breadth of the European Continent, India, New Zealand. Australia, the American States, Great Britain and Ireland, it exists in that form, apparently epidemic, besides the incidental form due to known causes.

In those extensive tracts of natural pasture in America known as cattle, ranches it does not exist nearly to the same extent—indeed, the losses from this cause among the stock pasturing on these pastures, and which are fairly looked after, is an exceedingly small percentage. With more or less accuracy this percentage can be calculated by the simple process of counting; given a certain number of cows, with their proportion of bulls, re-counting every year shows the additional increase, which can be easily compared with what it should be. Its existence, then, is almost universal, no country where the cow is under domestication being exempt.

Pre-disposing Causes.

We have now come to a practical division of our subject, and for purposes of elucidation, and exhausting its consideration as much as possible, I propose to sub-divide its consideration into individual predisposing causes or sub-divisions.

Breed.

Of late much importance has been attached to breed as a pre-disposing influence to many incidental diseases among cattle; rightly or wrongly as this may apply to diseases distinct as disease, no incontrovertible rule can be sustained connecting abortion with breed; and it is by an entirely false rule of application to maintain and argue distinct relationship between the two. Now, this is a fact important to remember, because many farmers and dairymen have been induced to abandon one breed highly profitable as milkers for another breed of inferior quality, on the assumption that former losses from abortion would not be repeated with this change. Breed of itself has nothing whatever to do in the matter—one breed under equal circumstances being as liable to abort as another. But breed in relation to circumstances has a great deal to do with it, and to an extent far more true than many of us are prepared to believe. For instance, climate and soil congenial to one breed is not so to another. Again, certain breeds can stand a great deal of the selective process. What I mean by that is, that for the purpose of getting in a stock of cows capable of giving large quantities, I might almost say unnatural quantities of milk, none but the heaviest milkers are kept and bred off, selection after selection is made for years of the best in the stock, until a complete transformation is made in the character of the animal from what originally was intended by nature.

The cow, intended by nature to be a strong, lively, hardy, and enduring animal with large muscular development, becomes converted by this selective process into a sensitive, delicate, unenduring creature, whose muscles have been transformed into a huge glandular system for producing milk.

Now, this abnormal development of one particular organ at the expense of the other parts of the body means weekness, means susceptibility to disease, means incapacity to perform the function of reproduction in a vigorous natural manner; the, organs of reproduction which depend so much upon general vigour of the system, suffering in a manner much greater than the rest of the body; and that complex series of phenomena coincident with, and essential to, the development and maturing of the calf is faulty and incomplete; the excessive drain upon the substance of the general system to furnish material for milk, leaves litle or nothing to spare for the formation of the young—a process requiring large supplies of the mother's substance.

But the evil does not stop here. This selective process, chronically weakening the reproductive organs of the mother, extends the imperfection to the young, who, in turn, extend it to theirs in an increased form, until, as has been

over and over again observed, it becomes almost impossible to get certain cows in calf at all, the organs being utterly incapable of securing conception; and in many other cases when conception does take place and gone a certain length, the weight of the calf and the quantity of nutriment required is greater than the womb can supply, and hence abortion; to mature the calf further is an impossibility, and nature rids itself of what, if retained longer, would prove injurious to the mother.

SERVICE.

It is within the knowledge of most who have to do with calving cows that unproportionate bulling has a pre-disposing influence towards abortion. I will give the results of an unintentional experiment which was tried under this head, showing, in a clear and intelligible form, the influence unproportionate bulling may have. A dairy of 20 cows, of which were 10 Ayrshires of relatively small size, 5 pure shorthorns and 5 crosses, were served for some time by large, massive English bulls. The first year gave two abortions among the Ayrshires, and one could not be calved. During the second year two abortions again occurred with the Ayrshires; during the third year 4 Ayrshires aborted and 2 crosses; during the fourth year 1 shorthorn aborted with 3Ayrshires; during the fifth and sixth years, circumstances were even more disastrous, as half of the Ayrshirhires could not be put in calf at all, and 3 of the remainder aborted.

Now, no other explanation could be reasonably considered hther than that of disproportionate bulling, as previously abortion among the stock was rare—bulls of smaller proportions being used. Nor is it difficult, in a physiological sense, to account for such. Nature intended and has made provision for calves proportionate to the size of the mother; but when small cows are bulled with bulls as large again as themselves, the womb, or bed, is liable to collapse under the disproportionate weight, and eject the encumbrance.

Again, under this heading we must include putting young cows too soon in calf, especially to large bulls. A quey put in calf at one year or fifteen months is certainly too soon, particularly the smaller breeds. The bed by such a practice is considerably weakened, the energies of the whole animal are unduly taxed : indeed the bed, during the whole of the animal's life, if regularly put in calf, is pre-disposed to abort, and hence one of the many obscure causes in animals, otherwise thriving and healthy, aborting without any known cause.

Super-pureness in breed is another pre-disposing influence towards abortion. With cows, as with all other animals, overrefinement means over sensitiveness to disturbing influences; whatever is prejudicial to the general habit or constitution of the animal, and extremely little is required thus to affect pure-bred animals, tells more or less directly upon the reproductive powers of the animal.

(*North British Agriculturist.*)

☞ এই পত্রিকা খোয়ারিয়া ভগোর যন্ত্রে শ্রীমুরারি-মোহন বিশ্বাস প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সামাজিক ও নৈতিক প্রস্তাব।

তুলসী বন হইতে নৈতিক মঞ্জুরি সংগ্রহ।

"পুথি পড়ি পড়ি জগমুয়া
পণ্ডিত ভয়া ন কোয়।
একৈ অক্ষর প্রেমকা পড়ে
সো পণ্ডিত হোয়॥"

অর্থ—পুস্তক পড়িয়া পড়িয়া জন্ম শেষ হইয়া যায়; কিন্তু তথাপি কেহই পণ্ডিত হয়না। যিনি একটী অক্ষরও প্রেমের চক্ষুতে পড়িয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত হইয়াছেন। ইয়ং নামক এক জন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন।—

"Read Nature: Nature is the friend to truth."

অর্থ— প্রকৃতি পাঠ কর, প্রকৃতিই সত্যের পথ-প্রদর্শক।

"প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ,
অনমিল তেঁং ন মিলায়।
দুধ দহীতে জমত হৈ,
কাঁজিতে ফট্ যায়॥"

অর্থ,—এক প্রকৃতির হইলে অর্থাৎ পরস্পারের প্রকৃতির মিল থাকিলে, মনেরও মিল অবশ্যম্ভাবি। দুগ্ধের সহিত দধি মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ জমিয়া দধি হইয়া যায়, কিন্তু কাঁজির সহিত মিশাইলে দুগ্ধ ভাঙ্গিয়া ছানা হইয়া যায়।

ইটালির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সিসিরো বলিয়াছেন।—

"Neque est ullum certius amicitiae vinculum, quam Consensus et societas Consiliorum et Voluntatum."

অর্থ—সমরুচি এবং সমপ্রকৃতির ইচ্ছাই বন্ধুত্বের মুল কারণ।

"জান বুঝ অজু গত করৈ
তাসোং কহা বসায়।
জাগত হী সোবতপ্পহৈ
তোকোঁ কহা জাগায়?"

অর্থ—যে বুঝিয়াও বুঝিবে না, তাহাকে কে বুঝাইতে পারে? যে জাগিয়াও শয়ন করিয়াথাকে, তাহাকে কে জাগরিত করিতে পারে?

"মি পুট অবুধ সমঝৈ কহা
বুধ জন বচন বিলাস।
কবহুং ভেক ন জানাহীং
অমল কমল কি বাস॥"

অর্থ—ভেক পদ্মবনে থাকিয়াও নির্ম্মল কমলের সুঘ্রাণ বুঝিতে পারেনা; মুর্খও পণ্ডিত সমাজে থাকিয়া পণ্ডিতগণের গুণ গ্রহণ করিতে পারে না।

"কোউ দুর ন কর সকৈ
উলটে বিধিকে অঙ্ক।
উদধি পিতা তউ চন্দ কো
ধোয়ন সক্যো কলঙ্ক॥"

অর্থ— কপালের লেখা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সমুদ্র চন্দ্রের পিতা, সমুদ্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি; কিন্তু এহেন সমুদ্র পিতা হইয়াও চন্দ্রের কলঙ্ক ধৌত করিতে পারিলেন না। একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে।—

"রত্নাকরোজনয়িতা, ভগিনী তথাশ্রীঃ
কল্পদ্রুমশ্চ সহজঃ প্রণয়ী মুরারিঃ।
অন্তঃস্থিতোপি তব শূন্য মতীহশঙ্খ নি-
র্লজ্জ গর্জ্জসি বৃথা পরফুৎ কৃতেন॥"

অর্থ— রত্নাকর সমুদ্র যাহার জন্মদাতা, লক্ষ্মী যাহার ভগিনী, কল্পদ্রুম যাহার ভ্রাতা, মুরারি যাহার প্রণয়ী, এহেন যে শঙ্ক তাহার কেবল অন্তঃশূন্য, অর্থাৎ ভিতরে সার না থাকাতেই যাহার তাহার ফুৎকারে সে নির্লজ্জের মত চিৎকার করে।

"কাল করে সো আজ্ কর;
আজ্ করে সো অব্।
পলমেং পরলে হোয় গো
বহুরি করেগো কব্?"

অর্থ—কল্য যাহা করিবে তাহা অদ্যই কর। যাহা অদ্য করিবে তাহা এখনই কর। পলকে প্রলয় হইতে পারে। সৎকার্য্য কবে করিবে?

"গোঙঁয়া দোকে কুত্তা পাল ওস্‌কি বাছুরা ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে বাপ্ নাপায় রুখা॥
ঘরকা বহুরি পিরীত নাপাওয়ে চিৎ চোরায়ে দাসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ্ লাগে আওর হাসি॥"

অর্থ— গরুর দুধ দুহিয়া কুকুর প্রতিপালন করা হয়, বাছুর ক্ষুধিত থাকে, দুধ খাইতে পায় না। শালাকে নানা উপাদেয় উৎকৃষ্ট বস্তু আহার করান হয়, এদিকে কিন্তু পিতা উপবাসী থাকে, পিতার অন্ন জুটে না। ঘরের স্ত্রী ভালভাসা পায় না, চিত্ত হরণ করে কি না দাসী, দাসীর যত্নের সীমা থাকে না! হায় হায় কলিযুগ! তোমার তামাসা দেখিয়া দুঃখও হয়, হাসিও পায়!

"বড়ে বড়ে যো কহতে হ্যায়।
বড়ে মে তাল খাজুর॥
বয়ঠন কো ছায়া নাহি।
ফল পাওনাকা দুর॥"

অর্থ— বড় বড় সকলেই বলে, সকলেই বড়র প্রশংসা করে। বড়র মধ্যে সকল অপেক্ষা তাল খাজুরকেই অধিক বড় দেখা যায়। কিন্তু তাল খাজুরের তলে বসিবারও সুবিধা নাই;— ছায়া নাই; ফল পাওয়া ত বহুদূরের কথা।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

ব্যবসায়ী স্বদেশ হিতৈষী।

যাঁহারা মাড়য়ার প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে দেশে

কোন লোকের মৃত্যু হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা একটী অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। সে দেশে "কাঁদুড়িয়া" নামক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সহানুভূতি-প্রকাশক লোক আছে। দুই চারি টাকা পারিশ্রমিক দিয়া তাহাদের দুই চারি জনকে আনিয়া তাহাদের দ্বারা মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে অবস্থাবিশেষে দুই দিন হইতে দশ বার দিন পনের দিন এমন কি একমাস পর্য্যন্তও দুই বেলা ক্রন্দন করাইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার পারমার্থিক উপকার করিয়া লওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য অবশ্য অধিক কাঁদুড়িয়া নিযুক্ত করা হয়। অনেক স্থলে আত্মীয়ের মৃত্যু অপেক্ষা কাঁদুড়িয়ার সংখ্যার অল্পতাই মাড়োয়ারি স্ত্রী লোকগণের অধিক কষ্টের ও মনোদুঃখের কারণ হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। "কাঁদুড়িয়ার" কথাটী অনেকের নিকট অসম্ভব বোধ হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবেই পশ্চিমে এইরূপ ব্যবহার আছে। এদেশেও বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদে--বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের ধনবান হিন্দুস্থানীদের মধ্যে "কাঁদুড়িয়া" নিযুক্ত করিয়া শোক প্রকাশ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

কথাটী শুনিতে নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইলেও, চিন্তা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, কেবল হিন্দুস্থানিদের মধ্যে নহে, বিলাতের এহেন সুসভ্য সুশিক্ষিত ইংরেজ জাতির মধ্যেও প্রকারভেদে এই প্রথা প্রচলিত আছে,—এবং দিন দিন আরও প্রচলিত হইতেছে। শোক প্রকাশের জন্য অর্থ দিয়া ব্যবসায়ী-শোক-প্রকাশক নিযুক্ত করা না হউক, দুঃখ প্রকাশের জন্য ব্যবসায়ী দুঃখ-প্রকাশক নিযুক্ত করিবার প্রথা যে বিলাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই শ্রেণীর দুঃখ-প্রকাশকগণকে ইংরেজিতে "Professional Agitator" বলে। বিলাতে ব্যবসায়ী-দুঃখ-প্রকাশক বা Professional Agitator এর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। এই ব্যবসায়ের একটী প্রধান সুবিধা এই আছে যে, অর্থ লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় নাম, মান সম্ভ্রম ও উচ্চ পদও সহজে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

রাজনৈতিক সম্প্রদায়বিশেষ বা কোন বড় লোক, স্বীয় সুবিধা বা স্বার্থের অনুকূলে কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন বা কোন আইন রহিত করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, বহুল পরিমাণে এই সকল ব্যবসায়ী-দুঃখ-প্রকাশক নিযুক্ত করিয়া দেশের নানাস্থানে তাহাদের দ্বারা বক্তৃতাদি করাইয়া ঘোর আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া থাকেন। "বিধি-বিহিত-আন্দোলনের" তুমুল ঝঞ্ঝায় যখন দেশ আলোড়িত বিলোড়িত হইতে থাকে; তখন সেই সুবিধার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার বেশ সুযোগ উপস্থিত হয়! বিলাতের দৃষ্টান্তই আমাদের দৃষ্টির শেষ সীমাস্থল। কাযে কাযে বিলাতের "বিধি-বিহিত-আন্দোলনের" উপকারিতা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে অনেকে আজি কালি "আন্দোলনের" পক্ষপাতী

হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দুই চারিটী করিয়া ব্যবসায়ী-দুঃখ-প্রকাশকের ও আবির্ভাব হইতে থাকিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। তবে দুঃখের বিষয়, এদেশে আন্দোলনের তরঙ্গ অপেক্ষা আন্দোলনকারির তরঙ্গই যেন কিছু অধিক পরিমাণে উঠিতেছে। আন্দোলন করিবার উপযুক্ত জলাশয়ের আয়তন অপেক্ষা ভেক, সফরি প্রভৃতি আন্দোলনকর্ত্তার সংখ্যাই দিন দিন অধিক বৃদ্ধি হইয়া পড়িতেছে। পাঠকগণের নিকট একটী ক্ষুদ্র গল্প বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোন ধনাঢ্যের বাড়িতে বিবাহ উপস্থিত। ধুমধামের সীমা নাই। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব ভদ্র অভদ্রে প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ! কর্ম্মকর্ত্তা, বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিবার সময় বড়ই গোলমালে বিরক্ত হইয়া এক জন ভৃত্যকে বলিলেন, "সকলকে একটু স্থির হইতে বল।" এক জনকে বলিতে দশ জন ভৃত্য চিৎকার করিয়া বলিল "কর্ত্তা বলিতেছেন সকলে একটু স্থির হও।" কর্ত্তা বলিতেছেন, আর চাই কি? দশ জন বলিতে শত জন শত স্থান হইতে চিৎকার করিয়া সকলকে কর্ত্তার আদেশ পালন করিতে বলিতে লাগিল। নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল "স্থির হও" "স্থির হও"। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মুখেই কেবল "স্থির হও" শব্দ মাত্র শুনা যাইতে লাগিল। সকলকে স্থির করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। বাড়িতে মহাকোলাহল উপস্থিত দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাহিরে হয় কি?" পুরোহিত দেখিয়া আসিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কিছু নহে, স্থির হইবার লোক পাওয়া যাইতেছে না, বাড়ি সুদ্ধ সকল লোকেই কেবল স্থির করিবার জন্যই ব্যস্ত, এখন স্থির হইবে কে, ইহার এক জন লোক পাইতে পারিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়।" আমাদেরও এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত! আন্দোলন করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত, আন্দোলিত হইবে কে? এ প্রশ্ন কেহই করিতে চাহে না।

আন্দোলনকারীই বল, ব্যবসায়ী-স্বদেশহিতৈষীই বল, Professional Agitator বল, অথবা সরল দেশী কথায় "রাজনৈতিক কাঁদুড়িয়া" বল, যে শব্দেই অভিহিত কর না কেন, এই শ্রেণীর সংখ্যা ভারতবর্ষের ন্যায় দুর্ব্বল ও রুগ্ন দেশে এরূপ অপরিমিত বৃদ্ধি হওয়া কখনই প্রার্থনীয় নহে। প্রকৃত ও অকৃত্রিম দেশহিতৈষীগণদ্বারা যে দেশের প্রভুত মঙ্গল সাধিত হয়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না; কিন্তু ব্যবসায়ী-দুঃখ প্রকাশক বা Professional Agitator শ্রেণীদ্বারা যে দেশের কোনই মঙ্গল হয় না পক্ষান্তরে প্রচুর অনিষ্ট হয়, ইহাও স্থির নিশ্চিত। উত্তেজনায় উপকারিতা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহাই বলিয়া কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনায় আমরা পক্ষপাতী নহি। রোগী নিজের অবশ অঙ্গের যাতনা-কষ্ট বুঝিতে না পারিলে, তাহার ব্যধিগ্রস্ত স্থানে ব্লিষ্টার প্রয়োগ অযৌক্তিক নহে,

কিন্তু তাহাই বলিয়া ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে স্ফোটকের বীজে টিকা দিয়া নূতন স্ফোটক জন্মাইয়া সেই স্ফোটকের সাহায্যে রক্ত উষ্ণ করিয়া দিতে কোন্ সুচিকিৎসক উপদেশ করিবেন? স্ফোটকের বীজে টিকা দিয়া নূতন স্ফোটক জন্মাইয়া সেই স্ফোটকের সাহায্যে রক্ত উষ্ণ করিয়া দিতে যত্ন করাও যে কথা, আর স্ফোটকাধম দুষ্ট ব্রণ ব্যবসায়ী-স্বদেশ হিতৈষীদ্বারা জাতি-বিশেষের রক্ত উষ্ণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে যত্ন করাও সেই কথা। উভয়েরই চরম ফল অতি মন্দ!

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংক্রামকতায় ভারতবর্ষে,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আজি কালি কৃত্রিম আন্দোলনের স্রোত কিছু বেশী বহিয়াছে দেখিয়া আমরা বাস্তবিক চিন্তিত হইয়াছি! স্বার্থান্বেষী অপরিণামদর্শী কতকগুলি হাতুড়ে রাজনৈতিক চিকিৎসকের অবিবেচকতায় মুমূর্ষু ভারতের কি হইতে কি হইয়া পড়িবে, এ চিন্তায় সত্যই আমরা বড় ব্যথিত হইয়াছি!

বিলাতের পরিপুষ্ট, সুস্থ ও মেদযুক্ত দেহে যে সকল অত্যাচার সহ্য হয়, ভারতের মুমূর্ষু-প্রায় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ দেহে সে অত্যাচার সহ্য হইতে পারে না। বিলাতে যে প্রণালির আন্দোলনে সুফল ফলিতে পারে, এ দেশে সে প্রণালির আন্দোলনে ঘোর অনর্থ ঘটিতে পারে। তরুণ জ্বর-বিকারে বিষ-চিকিৎসা অনেক সময় সুফলপ্রদ হইলেও, পুরাতন উদরাময়, আমাশয়, কাশি বা প্লীহা-জ্বরে, বিষ-চিকিৎসার ব্যবস্থা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। যাঁহারা ইহাতেও আমাদের কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আমরা একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। সহস্র হেতুগর্ভ দীর্ঘ বক্তৃতা অপেক্ষা একটী দৃষ্টান্তে আলোচ্য বিষয় অধিক পরিষ্কার করিয়া দেয়। লর্ড রীপণ দণ্ডবিধি আইনে এতদ্দেশীয় ইংরেজগণের স্বার্থের প্রতিকূলে একটী ধারা সন্নিবেশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইংরেজগণ এদেশে ও বিলাতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া বৈধ অবৈধ নানা বিঘ্ন বাধা সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন। তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণই উপযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গীয় প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের বেলায় এদেশের জমিদারগণ সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে যাইয়া কিরূপ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন কি? সকলেই তাহা অবগত আছেন। এক সময়েই এক ঔষধ দুই সম্প্রদায়ে দুইরূপ ফল প্রদান করিল, ইহা চক্ষুর উপর দেখিয়াও এদেশের রাজনৈতিক বৈদ্যগণের শিক্ষা হইতেছে না, ইহাই অধিক পরিতাপের বিষয়!

আন্দোলনের দ্বারা বিলাতে যে সময় সময় সুফল উৎপাদন করে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতের সঙ্গে ভারতের পার্থক্যের কথা দূরে থাকুক, ভারতবাসী ইংরেজ, এমন কি ফিরিঙ্গিগণের সহিতও বিশুদ্ধ ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের অবস্থার কত দূর পার্থক্য, তাহাও উ-

পরি উক্ত একটী দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ভারতের ভাঙ্গা নৌকায় বিলাতি আন্দোলনের বাষ্পীয় কল জুড়িয়া দিয়া যে অ-ধিক পথ নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া যাইতে পারেনা, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই কারণে এক্ষণে এদেশীয় শিক্ষিত যুবকগণের বিলাতি আন্দোলনের দিকে যত দৃষ্টি না পড়ে, ততই মঙ্গল। বিলাতি Constitutional Agilution বা "বিধি-বিহিত অবৈধ আন্দোলন" অপেক্ষা ভারতের স্বদেশজাত "চিন্তিত" বা "মনন" ভা-রতের পক্ষে অধিক উপযোগী, একথা বলাই অতিরিক্ত। আন্দোলন অপেক্ষা ভারতের বর্ত্ত-মান অবস্থায় "স্তম্ভনের" অধিক প্রয়োজন। প্র-কৃতির চিত্রপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই, ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। বিশাল পদ্মা নদী শ্রাবণ মাসে স্ফীত, প্রসারিত, স্তম্ভিত হয়; পরে ভাদ্র মাসে পূর্ণ-দেহে ঈষৎ বায়ুর আঘাত প্রাপ্ত হইলেই, স্রোতের আবর্ত্তনে আন্দোলনের তরঙ্গের আস্ফালনে হুলস্থুল উপস্থিত করিয়া দেয়! চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে, যে পর্য্যন্ত হৃদয় স্ফীত, স্তম্ভিত, প্রসারিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আন্দোলন উঠিবে কিসে? শুষ্ক সং-কীর্ণ ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিতে পারে না। এই গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রের পরিব্রাজকগণ যদি বৃথা বাহ্য আন্দোলনের আয়োজন ত্যাগ করিয়া প্র-কৃত স্থায়ী কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তবে দেশের বিস্তর উপকার হইতে পারে। কিন্তু "ব্যবসায়ী স্বদেশ-হিতৈষীগণ" তাঁহাদের এমন লাভকর ব্যবসায় ত্যাগ করিবেন কেন?

১০ম সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বের সুচি পত্র।

শিল্প ও কৃষি ও বিজ্ঞান।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

২য় ভাগ। | তাহিরপুর,—কৃষি-কার্য্যালয়। | ১১শ সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তী থাকিয়া যে কেহ যে কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে, সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে, এবং পাঠক ও লেখকগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয় বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকা সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়িত্ব স্বীকার করিনা।

২। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বসাধারণ মধ্যে বহুল রূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করাই বৈষয়িকতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িক তত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করি নাই; বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিঞ্চিৎও প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগীগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

—•:•—

শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান।

৩১এ আষাঢ়ের ভয়ঙ্কর ভু-কম্প।

৭১ সালের "আশ্বিনের ঝড়" যেমন বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার একটী চিরস্মরণীয় বিষয় হইয়া অদ্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তেমনি ৯২ সালের "৩১এ আষাঢ়ের ভু-কম্প"ও বঙ্গবাসীগণের বহুকাল স্মরণ-পথে জাগ্রত থাকিবে, এবং সম্ভবতঃ বঙ্গের ইতিহাস-লেখকগণের লেখনি দ্বারাও এই ভয়ঙ্কর ভু-কম্পের বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি অপেক্ষা এরূপ ভু-কম্প নিতান্ত ক্ষুদ্র বিষয় নহে। একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে যতখানী নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হয় এবং দেশের যত অনিষ্ট ও অর্থ ব্যয় হয়, গত ৩১এ আষাঢ়ের ভু-কম্পে কোন অংশেই তাহা অপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের যত স্থান হইতে

এই ভু-কম্পজনিত যত মৃত্যু এবং অনিষ্ট সংবাদ জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। মানুষ এবং অন্যান্য জীব জন্তুর মৃত্যু সংখ্যা না ধরিয়া কেবল অট্টালিকা ইত্যাদির যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল হিসাব করিতে উপস্থিত হইলেই দেখা যাইবে, সমস্ত বঙ্গদেশে নিতান্ত ন্যূনকল্পেও দেড় কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে। দরিদ্র বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা সামান্য নহে!

এই ভু-কম্প বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই অল্প বিস্তর অনুভূত হইয়াছিল। সংবাদ পত্রিকা পাঠে যত দূর জানা যাইতেছে, তাহাতে ৩১এ আষাঢ়ের সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা ৭॥০ ঘটিকা সময় মধ্যেই সর্ব্বত্র কম্পিত হয়। বাঙ্গলার কোন্ স্থানে, ঠিক কোন্ সময়, কোন্ দিক হইতে কম্প আইসে এবং কোন্ স্থানের কত ক্ষতি হইয়াছে, ইহা "বঙ্গবাসী" এবং "ষ্টেট্‌সম্যান" প্রভৃতি পত্রিকায় বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বৈষয়িকতত্ত্ব মাসিক পত্রিকায় ঐ সকল সংবাদ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন, এবং পাঠকগণও সেরূপ ইচ্ছা করিবেন না। বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বৈষয়িকতত্ত্বে ভু-কম্প সম্বন্ধীয় যে সকল তত্ত্বের আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য এবং পাঠকগণ এই পত্রিকায় এই বিষয়ের যেরূপ আলোচনা দেখিতে আশা করেন, আমরা তদ্রূপ ভাবেই এতৎ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

৩১এ আষাঢ়ের ভয়ঙ্কর ভু-কম্পের প্রথম বেগ যখন নিবৃত্ত হইল, এবং ভু-কম্প-জনিত আতঙ্ক যখন ক্রমে তিরোহিত হইল, তখন স্বভাবতঃ সকলের মনেই এরূপ প্রশ্ন উদয় হইয়া থাকিতে পারে "ভু-কম্প কেন হয়?" ভু-কম্প কেন হয়, এ প্রশ্নের আজিও সুন্দর এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত কোনই উত্তর অবধারিত হয় নাই। কি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, কি ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ কেহই এ পর্য্যন্ত ভু-কম্পের মূল কারণ অবধারণ করিতে পারেন নাই। তবে প্রকৃতির যখন যেরূপ অবোধ্য ক্রীড়াই দেখা যাউক না কেন, তাহার কোন না কোন একটী কারণ কল্পনা করিয়া লইতে সকল দেশের মানুষই অভ্যস্ত। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলি কল্পনার জগতে বিচরণ করিয়া যেমন এক দিকে ভু-কম্প সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> "মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলিত ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে চাপে মীন কুলীরভে চ বৃষভে সত্য; চলেৎ কচ্ছপঃ। যূকে কুম্ভ ধরে মৃগেন্দ্র মিথুনে কন্যা মৃগে পন্নগস্তেষামেকতমো যদি প্রচলতি ক্ষৌণী তদাকম্পতে॥" *

তেমনই ইংরেজ ভাবুক পণ্ডিতও আতঙ্কে কম্পিত হইয়া বলিয়াছেন—

> "She quakes at His approach. Her hallow womb,
> Conceiving thunders, through a thousand deeps

* জ্যোতিস্তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

And fiery caverns roars beneath His foot.
The hills move lightly and the mountains smoke,
For He has touch'd them. From the extremest point
Of Elivation down into the abyss,
His warth is busy and His frown is felt."

যদিও প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই কল্পনার সূত্র ধরিয়াই ভূ-কম্পের কারণ অনুসন্ধান করিতে যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতেও উভয় সম্প্রদায়ের কল্পনা-শক্তির আশ্চর্য্য ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য-ঋষিরা বলেন, অনন্ত সর্পের মস্তকে পৃথিবী সংস্থাপিত। সর্পের মাথায় এ হেন প্রকাণ্ড পৃথিবী কিরূপে থাকিতে পারে ভাবিয়া অনেকেই আর্য্য-ঋষিগণের কল্পনা-শক্তির নিন্দা করিতে পারেন। কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে না দেখিয়া ভাবুকের চক্ষে কবির কাব্যের অর্থ গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলে, তখন অন্যরূপ অর্থ আসিয়া চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। অনন্ত সর্প একটী ক্ষুদ্র কেউটা বা গোক্ষুর সাপ হইবে কে বলিল ? সর্পের অন্য নাম "কাল"। কাল অনন্ত, এ বিষয়ে কাহারই সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। অনন্ত কালের শিরে বিশ্ব-সংসার অবস্থিত, এ অর্থ করিলে কি দোষ হইতে পারে ? সম্ভবতঃ প্রবীণ আর্য্য-ঋষিগণ যে অনন্ত সর্পের শিরে পৃথিবীকে দেখিয়াছেন বা রাখিয়াছেন, সে অনন্ত সর্পের সঙ্গে অনন্ত কালের কোনরূপ পার্থক্য না থাকিতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ যিনিই সে অনন্ত হউন, তাঁহার শিরেই অর্থাৎ তাঁহার দ্বারাই পৃথিবীর বহন কার্য্য শোভা পায়। তাঁহাকে পৃথিবী বহন করে, ইহা শুনিতে সুশ্রাব্য নহে। কারণের উপর কার্য্য ভিন্ন, কার্য্যের উপর কারণের অবস্থিতি সম্ভবে না। এ দিকে দেখ, ইংরেজ পণ্ডিত কি বলেন—

"Earth, thow great footstool of our God."

অর্থ—"পৃথ্বি তুমিই আমাদের ঈশ্বরের পা রাখিবার টুল" অর্থাৎ পৃথিবী আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর উপরই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা অবস্থিত।

ইংরেজ কবি বলেন,—"ঈশ্বরের কোপে পৃথিবী কম্পিত হয়। ঈশ্বর-কোপই ভূ-কম্পের কারণ।" আর্য্য-কবিগণ বলেন,—"পাপে ভারাক্রান্ত হইয়া ধরণী কম্পিত হয়। পাপ-ভারই ভূ-কম্পের কারণ।" এখন এই দুইটী কবি-বাক্যের মধ্যে কোন্‌টী অধিক যুক্তি ও বিজ্ঞান-সম্মত, পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন।

পাপ-ভার-জনিত ধরণীর ক্লেশ এবং যন্ত্রণা সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্রকারেরা বলেন—

"স্বধর্ম্মাচারহীনাশ্চ তেষাং ভারেণপীড়িতা।
পিতৃ মাতৃ গুরু স্ত্রীণাং পোষণং পুত্র পোষ্যয়োঃ॥
যে ন কুর্ব্বন্তি তেষাঞ্চ ন শক্তা ভার বাহনে।
যে মিথ্যাবাদিন স্তাত দয়া সত্য বিহীনকাঃ॥
নিন্দকা গুরুদারাণাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদায়কঃ॥
বিশ্বাসঘ্নঃ স্থাপ্যহারী তেষাং ভারেণ পীড়িতা।
জীবঘাতী গুরুদ্রোহী গ্রামযাজীচ লুব্ধকঃ॥
শবদাহী শূদ্রভোজী তেষাং ভারেণ পীড়িতা।
পূজা যজ্ঞোপবাসাদি ব্রতানি নিয়মাংস্তথা॥
যে যে মূঢ়া নিঘ্নন্তি তেষাং ভারেণ পীড়িতা।

শয্যাগীনাঞ্চ ভারেণ পীড়িতাহং যথাবিধে ॥
অতোহধিকেন দৈত্যানাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা।
ইতোহমুত্র বহুধা করোমিচ মুহুর্মুহুঃ ॥” ইত্যাদি।

আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মতে এই সকল মহাপাপে বসুন্ধরা ভারাক্রান্ত হইলে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি অমঙ্গল ঘটনা সকল ঘটিতে থাকে। ইহার ফলও অতি মন্দ। ঘন ঘন ভূমিকম্প হইলে তাহার ফল আরও মন্দ। আর্য্যঋষিরা বলেন,—

“ত্রি চতুর্থ পঞ্চমদিনে মাসে পক্ষে ত্রিপক্ষকে।
ভবতি যদা ভূকম্পঃ প্রধান নৃপ নাশনং কুরুতে ॥”

বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণও বলেন,—

“Many writers refer to appearances in the heavens or changes in the atmosphere, which to them seem to have some connection with the catastrophes they narrate. They tell of irregularities in the seasons preceding or following the shock, of sudden gusts of wind interrupted by sudden calms, of violent rains at unusual seasons or in countries where such phenomena are almost unknown, of a reddening of the sun's disc, of a haziness in the air often continued for months and similar phenomena.”

ইউরোপের বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতাভিমানী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এতদিন পর এক্ষণে যাহা কহিতেছেন, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভূ-কম্প সম্বন্ধে সেই সকল তত্ত্ব আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে,—

“বজ্রাশনি মহীকম্পে সন্ধ্যানির্ঘাত নিস্বনাঃ।
পরিবেশ রজোধূম রক্ত কাস্ত মরোদয়াঃ।
* * * * * *
তারোল্কাপাত কলুষং কপিলার্কেন্দুমণ্ডলং।
অনগ্নি জ্বলনং স্ফোটং ধূম রেণুনিরাকুলং।
রক্তপদ্মারুণা সন্ধ্যা নভঃ ক্ষুব্ধার্ণবোপমং।
* * * * * *
শক্রায়ুধ পরীবেশৌ বিদ্যুচ্ছুক বিরোহণং।
কম্পোদ্বর্ত্তনবৈকৃতং রসনং দরণং ক্ষিতেঃ।” ইত্যাদি

ইহা অপেক্ষা আরও প্রাচীন গ্রন্থ “যামল তন্ত্রের” এক স্থানেও লিখিত আছে—

“ভূমেরন্তর্গতৈ দেবি! তেজোহম্বুপবনৈঃ সদা।
নিকুর্ব্বদ্ভিঃ প্রজায়ন্তে সহযোঘাতকা শিবে ॥
তৈরেবংচালাতে ভূমিরূর্দ্ধ মুৎক্ষিপ্যতে কচিৎ।
উৎপদ্যন্তে মহাসারা ভূধরাঃ কাপিসুব্রতে ॥”

কেবল তন্ত্রে নহে, বেদ, শ্রুতি, সংহিতাদি গ্রন্থেও ভূকম্পের উল্লেখ ও তাহার ফলাফল বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ঐন্দ্রশ্রুতিতে ভূকম্প সম্বন্ধে অনেক বিষয় পাঠক দেখিতে পাইবেন। “বৃহৎ সংহিতায়” লিখিত হইয়াছে—

“অভিজিচ্ছ্রবণধনিষ্ঠা প্রজাপত্যেন্দ্র বৈশ্বমৈত্রাণি সুরপতিমণ্ডল ভত্বে ভবন্তিচাস্য স্বরূপাণি। চলিতাচলবর্ষ্মণো গম্ভীরবিরাবিণস্তড়িত্বন্তঃ, গবলালিকুলাহিনিভা বিসৃজন্তি পয়ঃপয়োবাহাঃ।”

নারদ-সংহিতাতেও ভূকম্প সম্বন্ধে অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। যথা—

"ভূভারখিন্ননাগেন্দ্র নির্বনিশ্বাস সম্ভবঃ। ভূকম্পঃ সোঽপি জগতামশুভায় ভবেৎ সদা ॥১ স মাসভেদেন ভূকম্পো বিজ্ঞেয়ো মনিষ্টদঃ। অনিষ্টদঃ ক্ষিতীশানাং সন্ধ্যায়াং চ ভবেদপি ॥২ অর্গমাদ্যানি চত্বারি দারুণানিতি ভণিতঃ। মাসানামগ্রণং তত্র যস্মিন্ কম্পো ভবেদ্যদি ॥৩ নৃপনাশো বণিক্ক্লেশো শিল্পবৃষ্টি বিনাশকঃ। পুণ্যস্থিতৈর্নভঃপ্রাণী পিতৃভাগ্যাক্ষয়ানি চ ॥৪ আগ্নেয়ং মণ্ডলং তত্র যস্মিন্ কম্পো ভবেদ্যদি। নৃপা বৃষ্টির্ঘনাশায় চন্দ্রমুখ স্বতঃ করান্ ॥৫ অভিজিচ্চ ভূবৈশ্বপ্রবাসু বৈষ্ণবমৈত্রভম্। বারুণং মণ্ডলং তত্র যস্মিন্ কম্পো ভবেদ্যদি ॥৬ রাজনাশায় কোপায় ভস্মিমাত্রেয় দর্দ্দুরান্। মৃগাস্তির্ধ্রা বরুণপৌষ্ণভাদ্রাভিভানি চ ॥৭ বারুণং মণ্ডলং তত্র যস্মিন্ কম্পো ভবেদ্যদি। রাজনাশকরাত্যন্তং পৌণ্ড্রচীন পুলিন্দকান্ ॥৮ প্রাণেণ শিথিলোৎপাতা ক্ষিতীশানাম নিষ্টদাঃ। ষড়ভির্মাসৈশ্চ ভূকম্পোঽজভাং দাহফলপ্রদঃ ॥ ৯. অন্যুকঃ পঞ্চভির্মাসৈ স্তদাগ্নী ফলদং রকঃ ॥"

রোমের ইতিহাসে এবং বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে ভূ-কম্পের অমঙ্গলকারিতা সম্বন্ধে অনেক স্থানেই উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের পূর্ব্বে ঘন ঘন ভূকম্প হইবার কথা বিশেষ রূপে উক্ত হইয়াছে। চীন এবং জাপানবাসীরাও ভূ-কম্পকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, জগতের প্রায় সকল জাতিই ভূ-কম্পকে অমঙ্গল-সূচক বলিয়া বিবেচনা করেন। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বাস হইতেই অন্যান্য আধুনিক জাতি ভূ-কম্পের মূল কারণ ঐশ্বরিক কোপ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর্য্যগণের উচ্চ কল্পনার ঈশ্বর, ক্রোধ, রোষ, দয়া, দাক্ষিণ্য সর্ব্বপ্রকার দোষ গুণ হইতে বিমুক্ত,—এ কারণ ভূ-কম্পের সহিত তাঁহার ঐরূপ ভাবের সংস্রব থাকা আর্য্য-ঋষিগণের নিকট কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতে পারে নাই। কাযে কাযে পাপভারই ভূকম্পের কারণ বিবেচিত হইয়াছে। *

ভূ-কম্পের প্রকৃত কারণ অবধারণ করিতে যাইয়া কি এ দেশের, কি ভিন্ন দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ কত গভীর কল্পনার বালুকা-স্তূপই যে দুই হাতে খনন করিয়াছেন এবং কত হাস্যকর অদ্ভুত সিদ্ধান্তই যে করিয়া বসিয়াছেন, ভাবিয়া এক্ষণকার বিজ্ঞানানুরাগী যুবকগণ মধ্যে অনেকেই মনে মনে হাস্য করিতে পারেন; কিন্তু এক্ষণকার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ ভূ-কম্পের যে সকল কারণ অবধারণ করিতেছেন, তাহাও যে ভবিষ্যতে হাস্যকর সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত না হইবে, কে বলিতে পারে? ফলতঃ, ভূ-কম্পের প্রকৃত কারণ কি? ইহা আজি পর্য্যন্ত কেহই নিসংশয় রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালের ভারতীয় পণ্ডিতগণ দার্শনিক কল্পনার বলে, প্রাচীন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কাব্যের কল্পনার বলে এবং বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক কল্পনার বলে স্ব স্ব মন মত এক একটী কারণ অবধারণ করিতে প্রয়াস

* পুরাণে ভূকম্পের যে কারণই কল্পিত হউক, বৃহৎসংহিতাদি নামা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত গ্রন্থে ভূকম্পের যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতের অল্পই পার্থক্য লক্ষিত হয়।

পাইয়াছেন ভিন্ন, প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সম্যক্ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন বোধ হয় না।

ভূ-কম্প সম্বন্ধে কি এ দেশীয়, কি ইউরোপীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত এবং বিশ্বাস কিরূপ ছিল, এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা বলিলাম, ইহা হইতেই পাঠকগণ তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারিবেন। ভূকম্প সম্বন্ধীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনার অনুরোধে প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে দুই চারিটী বচন আমাদিগকে উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে, ইহাতেই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমরা ধর্ম্মালোচনায় লিপ্ত হইতেছি, পাঠক এরূপ বিবেচনা করিবেন না। প্রাচীন কালের এ দেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভূকম্প সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার ছিল, কেবল তাহাই দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল মাত্র। এক্ষণে ভূকম্প সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কিরূপ অভিমত, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এক্ষণকার কোন২ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অতি উষ্ণ জলবৎ একরূপ তরল পদার্থ আছে। তাঁহাদের মতে পৃথিবী একটী নারিকেল ফলের ন্যায়,—অর্থাৎ নারিকেলের বাহির আবরণের নীচে যেমন একটী শক্ত কাষ্ঠ-আবরণ, তাহার নীচে অপেক্ষাকৃত নরম শাঁসের (শস্যের) আর একটী আবরণ এবং সকলের অভ্যন্তরে যেমন তরল জল, পৃথিবীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। নারিকেলের যেমন একটী বাহ্যিক ত্বকের আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীরও চারি দিকে তেমনই বায়ুর একটী আবরণ আছে। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় এক শত ক্রোশ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপ্ত হইয়া এবং এই ভাবে পৃথিবীর চারি দিক বেষ্টন করিয়া বায়ুর এই আবরণটী রহিয়াছে। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ অভিমুখে প্রথম চারি পাঁচ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানে যে বায়ু আছে, তাহা কতকটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে। অধিক উর্দ্ধের বায়ু এত সূক্ষ্ম যে, তাহা মানব-ইন্দ্রিয়ের অনুভবের সামগ্রী নহে। কেবল যন্ত্র দ্বারাই উহার অস্তিত্ব স্বিরীকৃত হইয়াছে। নারিকেলের কাষ্ঠ-আবরণের সহিত পৃথিবীর ভূমি ভাগের আবরণের তুলনা করা যাইতে পারে। এই ভূমির-আবরণের গভীরতাও নিতান্ত ন্যূন নহে। কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, এই ভূমির আবরণের গভীরতা ১৫ ক্রোশেরও অধিক। তাহার নীচে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত কর্দ্দমবৎ একরূপ বস্তু আছে। সকলের মধ্যভাগে জলবৎ তরল যে একটী পদার্থ আছে, তাহার উষ্ণতা এত অধিক যে, পৃথিবীর উপরের অগ্নি বা কোন বস্তু দিয়াই তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বহু কোটী ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এই অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ রহিয়াছে। কোন পণ্ডিতের মতে এই তরল পদার্থের তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তাহার ঘাত প্রতিঘাতে উপরের ভূমির আবরণ কম্পিত হয়,—ইহাই ভূ-কম্পের কারণ; কিন্তু

অনেকে এই মত খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ মত সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মিঃ ডেভিই বিশেষরূপে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন।

মিঃ ডেভি বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তরল পদার্থ আছে, তাহার তরঙ্গে ভূকম্প হওয়া কিছুতেই সম্ভবিতে পারে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত স্থানই যদি তরল পদার্থে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া থাকে, তবে তরঙ্গ উত্থিত হইবে কি প্রকারে? শূন্য স্থান না পাইলে তরল পদার্থ আদৌ তরঙ্গিত হইতে পারে না। একটী কলসির মধ্যে কতকাংশ শূন্য রাখিয়া জল-পূর্ণ করিলে, ঘটনাবশতঃ কখন সেই জল নড়িয়া উঠিতে পারে; পূর্ণ কলসি জলে তদ্রূপ ঘটিবার কিছুতেই সম্ভাবনা থাকে না। ইহা ব্যতীত অত্যন্ত উষ্ণ অবস্থায় কোন বস্তুই তরল থাকিতে পারে না। অত্যন্ত উষ্ণে সমস্ত পদার্থই (Gaseous-matter) বাষ্পাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মিঃ ডেভি বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তর ধাতুর বাষ্পে পূর্ণ। জলের Oxygen পদার্থের সহিত ঐরূপ বাষ্পের মিলন হইলে হঠাৎ ভয়ঙ্কর তাপ বৃদ্ধি হয়। এই তাপেই ধাতু, প্রস্তর, নানাবিধ বস্তু গলিয়া আগ্নেয় পর্ব্বতের মুখ দিয়া চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এবং এই তাপেই পৃথিবী সময় সময় কম্পিত হইয়া উঠে। ভিতরের তাপাধিক্যে যেমন রন্ধন করিবার সময় রন্ধন পাত্রের মুখে থালা বা কিছু দিয়া আবরণ করিয়া রাখিলে তাহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, পৃথিবীর পক্ষেও তদ্রূপই ঘটিয়া থাকে।

মিঃ ম্যালেট নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, ভূকম্পের কারণ সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ আলোড়ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমুদ্রের জল ভূ-মধ্যস্থ উষ্ণ স্থলে প্রবিষ্ট হইলেই বাষ্পাকারে পরিণত হয়। যে কোন বস্তু বাষ্পাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই অধিক স্থান অধিকার করে। আবশ্যক অনুরূপ স্থানের অভাব হইলেই বাষ্প বাহির হইয়া পড়িবার জন্য পথ করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এই হেতুতেই বারুদের বাষ্পে কামানের প্রকাণ্ড গোলা বেগে বাহির হইয়া পড়ে। যে কারণে কামানের গোলা বাহির হয়, সেই কারণেই, অর্থাৎ বাষ্পের অসাধারণ বেগে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ বাষ্প বাহির হইয়া পড়িবার সময় মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু ঊর্দ্ধ মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ইহাতেই আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হয়। সমুদ্র মধ্য হইতে এইরূপ এক একটী বাষ্পের প্রকাণ্ড বুদ্বুদ উঠিবার সময় যেরূপ ভাবে পৃথিবীর স্থলবিশেষ আলোড়িত হয়, তাহারই বেগ যতদূর পর্য্যন্ত চালিত হয়, ততদূর পর্য্যন্তই সাধারণতঃ ভূকম্প অনুভূত হইয়া থাকে। মিঃ ম্যালেট বহু বর্ষের ভূ-কম্পের তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানেই আগ্নেয় গিরি এবং ভূ-কম্প অধিক হইয়া থাকে।

ভূ-কম্প সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আর একটী মত আছে। ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, পৃথিবীর চারি পার্শ্বে বহু ক্রোশ-

ব্যাপী বায়ুর একটী আবরণ আছে। আমরা সচরাচর শরীরে বায়ুর আঘাত অনুভব করিয়া থাকি; কিন্তু কোন্ স্থানের বায়ু যে কি পরিমাণ গুরু বা লঘু, তাহা বিনা যন্ত্রে আমরা অনুমান করিতে পারি না। এমন একটী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে, যাহার সাহায্যে বায়ুর গুরুত্বের পরিমাণ করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে অবধারিত হইয়াছে, সাধারণতঃ পৃথিবী পৃষ্ঠে এক ইঞ্চি চতুষ্কোণ স্থান ব্যাপিয়া যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তাহার ওজন প্রায় সাড়ে সাত সের। এই হিসাবে ধরিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, এক মাইল দীর্ঘে এক মাইল প্রস্থ স্থানে অন্যূন ৭০০০০০০০ সাত কোটী মণ বায়ু আছে। সমস্ত বঙ্গদেশের উপর যতখানী বায়ু চাপিয়া রহিয়াছে, তাহার পরিমাণ করিতে উপস্থিত হইলে, কল্পনা শক্তিও অবসন্ন হইয়া পড়ে! সমস্ত বঙ্গদেশের উপর যতখানী বায়ু আছে, তাহার পরিমাণ ১০৯৫৯৪৮০০০০০০০ মণ!! ভারতবর্ষের সহিত তুলনায় বঙ্গদেশ অতি ক্ষুদ্র, আবার পৃথিবীর সহিত পরিমাণ করিতে বসিলে ভারতবর্ষইবা কতটুকু? এখন সমস্ত পৃথিবীর চারি পার্শ্বে যে পরিমাণ বায়ু আছে, পাঠক একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। চারি দিক হইতে সমান চাপ প্রাপ্ত হওয়াতেই পৃথিবী এখনও চূর্ণিত বিচূর্ণিত না হইয়া রহিতে পারিয়াছে। শীত উষ্ণাদি হেতুতে বায়ুর সর্ব্বত্র সমান ওজন থাকে না। পৃথিবীর কোন এক অংশে প্রতি ইঞ্চি স্থানে যদি এক অব পরিমাণও বায়ুর গুরুত্ব হ্রাস হইয়া স্থানান্তরে ঐ পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতেই মহাঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইয়া কত স্থান একবারে অবসাদে যায়। বায়ু পরিমাপক যন্ত্র (Barometer) সাহায্যে বায়ুর ওজনের গুরুলঘুত্ব বিবেচনা করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কখন ঝড় হইবে না হইবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে কলিকাতা ৫ নং রসেল ষ্ট্রীট এই যন্ত্রের সাহায্যে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদির অবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য কয়েক বৎসর হইল একটী কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এ, পেডলার এই কার্য্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। বায়ুর গুরুত্ব লঘুত্ব দেখিয়া কখন ঝড় হইবার সম্ভাবনা থাকিলে দুই এক দিবস পূর্ব্বেই এই কার্য্যালয় হইতে তাঁহার সংবাদ সাধারণে প্রচার করিয়া দেওয়া হয়। এই প্রণালীতে হঠাৎ বায়ুর গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়া ভূমির উপরি ভাগে স্থলবিশেষে অধিক চাপ পড়িলে তৎকারণে কখন কখন ভূকম্প হইতেও দেখা যাইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্যই ভূকম্পের কারণ। বায়ুর চাপের ন্যূনাধিক্য ভূকম্পের কারণ হউক না হউক, ভূকম্পের অব্যবহিত পর বা পূর্ব্বে সময় সময় হঠাৎ অত্যন্ত ঝড় বা জল বৃদ্ধি হইতে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে *।

* প্রায়ই দেখা যায় ভয়ানক ভূমিকম্প হইলে সেখানে হয় বড় ঝড় হয়, কি অত্যন্ত বর্ষা হয়। ভূমিকম্প সম্বন্ধে আর একটী নূতন কথা আমরা কৃষকদিগকে জানাইতেছি। ভূমিকম্পের অল্প আগে গরু বাছুর ঘাস খাওয়া বন্ধ করে, পাখী উড়ে না, এবং বাতাস বহে না।

(শিল্প ও কৃষি পত্রিকা।)

কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন, "মধু-চক্রের" ন্যায় পৃথিবীর অভ্যন্তরে কতকগুলি কক্ষ আছে। কোন কারণ বশতঃ ইহার দুই একটী ভাঙ্গিয়া যাইলে ভূকম্প হয়। এই রূপ অকর্ম্মণ্য ও অসার আরও আট দশটী মত আছে; ইউরোপের প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এ গুলি সমস্তই খণ্ডন করিয়াছেন। এই কারণে, বিশেষতঃ প্রস্তাব বৃদ্ধি আশঙ্কায় এস্থলে এই সকল মতের উল্লেখ করিতে আমরা বিরত থাকিলাম। যাঁহারা বাহুল্য রূপে এই সকল মত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মিঃ ম্যালেট-লিখিত ব্রিটিস এসোসিয়েসনের বৃহৎ রিপোর্টে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হইবেন।

ভূকম্পের কারণ সম্বন্ধে আজি কালি অনেকের মুখে আর একটী কথা সচরাচর প্রায় সকল স্থানেই শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকেন, ভূগর্ভে গন্ধক এবং পারদের মিশ্রণদ্বারা এক রূপ অগ্নি বা তেজ জন্মে, তাহার বেগেই ভূকম্প হয়। সাধারণে ইহাই ভূকম্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ভূকম্পের প্রকৃত কারণ কি, তাহা যদিও আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারি, কিন্তু গন্ধকের সহিত পারদের মিশ্রণে ভূকম্পের যে বিন্দু বিসর্গও সম্বন্ধ নাই, এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে। দুই চারি সের গন্ধক ও পারদ লইয়া মৃত্তির মধ্যে কিছুকাল পুঁতিয়া রাখিলেই সহজে উপরি উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইতে পারে।

ফল, এ পর্য্যন্ত ভূকম্পের কারণ অবধারণ করিতে ইউরোপে এবং আমেরিকায় যে যে মহাত্মা যত্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মিঃ ডেভির মতই অধিক আদরণীয়। ভূকম্প সম্বন্ধে মিঃ ডেভির কি মত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মিঃ জাদং, জর্ম্মণ-দেশীয় অধ্যাপক জে, মিলিন, অধ্যাপক রোসিডিরোম প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সকলেই মিঃ ডেভির মতের কোন না কোন অংশ সমর্থন করিয়া ভূকম্প সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

ভূকম্পের কারণ সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিলাম, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই জানা যাইতে পারে না। তবে ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্চার যেরূপ ক্রমিক উন্নতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদির ন্যায় ভূকম্পের প্রকৃত কারণ যে সত্বরই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, ইহা অবশ্যই আশা করা যাইতে পারে।

একটী বিষয়ের আভ্যন্তরিক কারণ অবধারণ করিতে তৎসংক্রান্ত কতকগুলি বাহ্য অবস্থার প্রতি অগ্রে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। ভূকম্পের মূল কারণ নিঃসংশয় রূপে ইউরোপে নিরূপিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, ভূকম্প সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূকম্প সম্বন্ধীয় অনেক গুরুতর বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। ভূকম্প-সময় আমরা সাধারণতঃ একরূপ কম্পই অনুভব

করি; কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ভূকম্পের পৃথক্ পৃথক্ চারি ভাবের কম্পন আছে স্থির হইয়াছে। যথা——

(১) Earth quakes.

(২) Earth tremours.

(৩) Earth Pulsations.

(৪) Earth Oscillations.

নিম্ন হইতে কম্পের উত্থান, পার্শ্বদেশ হইতে কম্পের তরঙ্গের আবির্ভাব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম অবধারণ করা হইয়াছে। এক কারণ হইতে ভূকম্পের উৎপত্তি হইলে সকল স্থলে এবং সকল সময় এক ভাবেরই কম্পন লক্ষিত হইত। কিন্তু ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মধ্যে যিনিই যখন ভূকম্পের কারণ অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই নিজ নিজ যুক্তি অনুসারে একটী মাত্র কারণ হইতেই ভূকম্পের উৎপত্তি ভিন্ন নানা কারণে নানা রূপ ভূকম্প হয়, ইহা কোন স্থলেই বলেন নাই। যদিও মহা মহা পণ্ডিতের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হয় নাই, আমাদের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ কোন কথা উচ্চারণ করা দূরে থাকুক, করিতে ইচ্ছা করাও দারুণ বাচালতা প্রকাশ করা ও উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র; কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে আমরা সে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে বাধ্য। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপই বলুন, ভূকম্প সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর অবশেষে এক্ষণে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভূকম্প যে স্থলে চারি প্রকারে দেখা যাইতেছে, ভূকম্পের কারণও সম্ভবতঃ সে স্থলে চারি প্রকার থাকিতে পারে। সংস্কৃত গ্রন্থাদির মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বাসে উপনীত হইতে আমাদের আরও অধিক প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এক স্থলে যে একটী পুরাণের বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক দেখিয়াছেন, পৃথিবী নিম্ন লিখিত কয়েক কারণে কম্পিত হয়।

(১) পৃথিবীর নিজ কম্পন।

(২) কূর্ম্মের গতি।

(৩) অনন্ত সর্পের গতি।

(৪) গজের গতি।

যদিও এই কথাগুলি শুনিতে সহসাই কবির কম্পনা বলিয়া বোধ হয় এবং হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানের (1) Earth quakes, (2) Earth tremours, (3) Earth Pulsations, (4) Earth Oscillations. প্রভৃতির পাশে পাশে (১) পৃথিবীর নিজ কম্পন, (২) কূর্ম্মের গতি, (৩) অনন্ত সর্পের গতি, (৪) গজের গতি লিখিয়া যদি আমরা পাঠ করিতে বসি, তবে ভাব-গত আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্যে আমাদিগকে চমকিত হইতে হয়! আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে "ভেক গতি নাড়ি" "বক গতি নাড়ি" "হংস গতি নাড়ি" ইত্যাদি পাঠ করিয়া যেমন নাড়ির মধ্যে ভেক, বক, বা হংস আছে সিদ্ধান্ত করিতে হয় না, ঐ ঐ জীবের গতির ন্যায় নাড়ির গতি, ইহাই বুঝিতে হয়। আমাদের

বিবেচনায় এস্থলে কূর্ম্ম, অনন্ত সর্প, গজেরও কতকটা ঐরূপ ভাবে অর্থ পরিগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলে অন্যায় হয়, বোধ হয় না। ইংরাজি চিকিৎসা গ্রন্থের Dicrotic Pulse, Thread like Pulse, Wiry Pluse, full Pluse ইত্যাদি শব্দে যাহা বুঝায়, আয়ুর্ব্বেদীয় "ভেক গতি নাড়ি" "বক গতি নাড়ি" "হংস গতি নাড়ি" ইত্যাদি শব্দেও যেমন কার্য্যতঃ সেই ভাব প্রকাশ করে, তেমনি আমাদের বিবেচনায় ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে 1. Earth quakes, 2. Earth tremours, 3. Earth pulsations, 4. Earth Oscillations. শব্দে যাহা ব্যক্ত করে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত ১পৃথিবী গতি, ২ কূর্ম্মের গতি, ৩ অনন্ত সর্পের গতি, ৪ গজের গতি শব্দেও সূক্ষ্ম ভাবে সেই অর্থ ব্যক্ত করে।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে অদ্য "Seismometers" যন্ত্রের সাহায্যে ভূকম্পের চারিবিধ কম্পন যাহা স্থির করিতেছেন, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্য পণ্ডিতগণ কাব্যচ্ছলে সেই চারিবিধ কম্পনের আভাস দিয়া গিয়াছেন দেখিয়া আমাদের পাঠকগণ গর্ব্বিত হইবেন না, কারণ আর্য্য পণ্ডিত ভূকম্প সম্বন্ধে আরও যে সকল অতি উচ্চ উচ্চ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সে সকল তত্ত্বের সমীপবর্ত্তী হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের এখনও বহু বর্ষ সময় আবশ্যক হইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে ঐন্দ্র উপনিষদের একটী মাত্র কথা আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ঐ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পৃষ্ঠায় এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক গূঢ় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

উপনিষদের এক স্থলে এই ভাবে কথিত হইয়াছে যে, ভূকম্পাদি আপদ নিবারণ জন্য হে গ্রহপতি ও নব গ্রহ, তোমাদিগকে স্তুতি করি। এক্ষণে ইহা হইতে ভূকম্পের সহিত অন্যান্য গ্রহের যে কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। চন্দ্রের আকর্ষণে যদি সাগরের জল স্ফীত হইয়া এক দিকে উঠিয়া আসিতে পারে, তবে বৃহস্পতি ও রবির যুগবৎ আকর্ষণে সহসা পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থল ভাগের কোন অংশ মুহূর্ত্তের জন্য স্ফীত হইয়া উঠিতে না পারিবার কোন হেতু বুঝা যায় না; বরং সম্ভাবনাই বোধ হয়।

আর্য্য-পণ্ডিতগণ কেবল ভূকম্পের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভূকম্প, জলকম্প, বাতকম্প, এমন কি স্থানে স্থানে অগ্নি কম্পেরও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রস্তাব বহির্ভূত বিষয় জন্য সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে এ স্থলে আমরা বিরত হইলাম। ঐন্দ্রউপনিষদে ও পুরাতন আগমাদিতে পাঠকগণ এই সকল বিষয়ের, এমন কি, গ্রহণের ন্যায় ভবিষ্যৎ ভূকম্প গণনারও বহু উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।*

---

* গ্রহণের ন্যায় গণনা করিয়া যে ভূকম্পের বিষয়ও পূর্ব্বে বলা যাইতে পারে, ইহা বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকগণ দূরে থাকুক, এ দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও হয় ত অবগত নহেন। উহার কতকগুলি সঙ্কেত ও বচন আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। ভূকম্পেরও যে গণনা করা যাইতে পারে, এ বিষয়ের প্রমাণ জন্য আমাদিগকে অন্য চেষ্টা করিতে হইবে না; "ইংলিসম্যান" পত্রিকা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।—

"Not only has this one writter foretold all these cataclysms, but it appears that there would be frequent earthquakes this year was foretotd by Hindo astrologers long ago." (Englishman, Saturday, Evening 18 July, 1885.)

ভূকম্প সম্বন্ধীয় নীরস বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পাঠকগণকে অধিক কাল আর আমরা বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। প্রস্তাবান্তরে এতৎ সম্বন্ধীয় দুই একটী কৌতুককর বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

নারিকেল।

সংস্কৃত ভাষায় একটী কবিতা আছে——

"ধিক্ সর্ব্বর্ত্তু ফলোদয়ং ধিগমৃত স্বাদূপমেয়ং জলং
ধিক্ শস্যং ঘৃতপূর সার সদৃশং ধিকৃত্তেচ বৃক্ষোন্নতিং।
ত্বদ্বল্লীষু বসন্তি যেচ বিহগা স্তৈ ক্ষুধা পীড়িতা
যান্ত্যন্যত্র ফলার্থিন স্তবফলৈঃ কিন্নারিকেল দ্রুম॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই—"তোমার সকলেতেই ধিক্! তোমার পাথায় যে সকল বিহঙ্গ আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া স্থানান্তরে খাদ্য অন্বেষণে যাইতে বাধ্য হয়, তোমার ফলে লাভ কি?"

সামান্য ভাবে দেখিতে বসিলে; নারিকেল বৃক্ষ এমনই হেয় ও অকর্ম্মণ্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়! ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সুখের বিষয়, জগতে সকল শ্রেণীর দর্শকই আছেন। এক দিকে এক জন সংস্কৃত কবি যেমন নারিকেল বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া উপরের লিখিত কবিতাটী বলিয়াছেন, অন্য দিকে আর এক জন বহুদর্শী কবি নারিকেল বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া আবার ইহাও বলিয়াছেন,——

"প্রথম বয়সি দত্তং তোয়মল্পং স্মরন্তঃ
শিরসিনিহিত ভারা নারিকেলা নরেভ্যঃ।
সলিল মমৃতকল্পং দত্যুরাজীবনান্তং,
নহিকৃত মুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥"

যে কবি শেষোক্ত কবিতাটী রচনা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে নারিকেল বৃক্ষ যে কি বস্তু, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের ফলের উদ্যানে যত বৃক্ষই আমরা দেখিনা কেন, নারিকেলের ন্যায় উচ্চ বৃক্ষ আর কোথায়? কেবল আকৃতিতে নারিকেল সর্ব্বোচ্চ নহে, গুণেও নারিকেল সর্ব্বোচ্চ!

যদিও আমাদের গৃহের চারি দিকেই নারিকেল বৃক্ষ, যদিও আমাদের জীবনে এমন একটী দিনও অতিবাহিত হয় না, যে দিন নারিকেল বৃক্ষ-জাত কোন না কোন বস্তু আমাদের ব্যবহারে না আইসে; কিন্তু এত পরিচয়ের কারণ থাকা সত্ত্বেও কয়টী ব্যক্তি নারিকেলের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হইয়াছেন? নারিকেলের যখন মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত এবং কাষ্ঠ হইতে পত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুটীর উপকারিতার বিষয় আমরা চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন সত্য সত্যই নারিকেলের গুণে মোহিত হইতে হয়!

নারিকেলের পাতা, কাষ্ঠ, মূল, ফল সকলেরই উপকারিতার পরিচয় ক্রমে ক্রমে আমরা পাঠকগণকে দিতে যত্ন করিব। নারিকেল হইতে নানা বাণিজ্য দ্রব্য কিরূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা এই প্রবন্ধে ক্রমে বলিব।

উড়িষ্যা প্রদেশে নারিকেল পাতার এক রূপ মাদুর প্রস্তুত হয়। এই গুলি দেখিতেও যেমন সুচিক্কণ, ব্যবহারেও তেমনি সুবিধাজনক। দরিদ্র লোকে শয়নাদি কার্য্যে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। নারিকেল পাতার মধ্যের সলাকাগুলি বাহির করিয়া লইয়া তাহাদ্বারা একরূপ সুন্দর বাস্কেট বা ঝাঁপি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আট আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে ইহার এক একটী বিক্রয় হয়।

নারিকেল-পাতা পোড়াইলে তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে Potash প্রাপ্ত হওয়া যায়। নারিকেল-পাতা শুষ্ক করিয়া উহার মধ্যের দণ্ডগুলি বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি এক সঙ্গে বাঁধিয়া গৃহ-মার্জ্জনী বা ঝাঁটা প্রস্তুত করা হয়। বঙ্গীয় গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে এই নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুটীর কত প্রয়োজন, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। বঙ্গীয় গৃহিণীর প্রধান যুদ্ধাস্ত্র এই নারিকেল-দণ্ড বিনির্ম্মিত মার্জ্জনী! কৌতুক দূরে যাউক, গৃহের আবর্জ্জনা দূর করিতে নারিকেল-বৃন্তের মার্জ্জনী যেমন সুন্দর এবং কার্য্যোপযোগী, বাঁশের বা অন্য কোন বস্তুরই ঝাঁটা তদ্রূপ নহে।

অনেকের নিকট শুনা যায়, নারিকেল বৃক্ষের কাঠ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, কোন কার্য্যেই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে না। এই সংস্কারটী নিতান্ত ভ্রমমূলক। জ্বালানি কার্য্যে কিম্বা তক্তা প্রস্তুত কার্য্যে অথবা তাল-কাষ্ঠের ন্যায় গৃহের কড়ি কাষ্ঠ স্বরূপ ব্যবহার করিবার পক্ষে যদিও নারিকেল-কাষ্ঠ উপযোগী নহে সত্য; কিন্তু ইহার যে কোনই ব্যবহার নাই এরূপ নহে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, কাবুল যুদ্ধের সময় এ দেশ হইতে খণ্ড খণ্ড কত নারিকেল-কাষ্ঠ পেসোওয়ারে এবং সীমান্ত প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। চলিত দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্যে নারিকেল-কাষ্ঠের বিশেষ আদর। উহার স্থিতিস্থাপকতা গুণে কামানের গোলায় বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই কারণে যে সকল স্থানে গোলা গুলি আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য তাহার সম্মুখে নারিকেল-কাষ্ঠ দ্বারা বেড়া দেওয়া হইয়া থাকে।

—০০০—

বিলাতের ব্যাঙ্ক।

দেশের অর্থ-বৃদ্ধি করিতে হইলে, নানা স্থানে জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হয়। বিলাতে এক একটী ব্যাঙ্কের আয় কত, ইহা বৈষয়িকতত্ত্বের ৫ম সংখ্যায় "ব্যাঙ্ক ও জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী" শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা আলোচনা করিয়াছি। বিলাতে এক একটী ব্যাঙ্কে কত কোটি টাকা খাটিতেছে, তাহাও আমরা ঐ প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। ঐ সকল ব্যাঙ্কের অনুকরণে এদেশেও স্থানে স্থানে দশ জনে মিলিয়া এক একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন, ইহা আমাদের নিতান্ত প্রার্থনা। কিন্তু আমরা বিশেষ রূপে জানি, আমাদের এরূপ শত শত প্রার্থনা এবং এই শ্রেণীর শত সহস্র প্রবন্ধে যে ফল না

হইতে পারে, একটী সুদৃষ্টান্তদ্বারা তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক ফল হয়। দুঃখের বিষয়, এ-দেশে এ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই, কেবল বাঙ্গালী যুবক একত্রিত হইয়া বৃহদাকারে ব্যাঙ্ক বা জয়েণ্ট-ষ্টক কোম্পানী স্থাপনের উদ্যোগ করেন নাই, কাযে কাযে বঙ্গীয় পাঠকগণকে স্বদেশজাত কোন সুদৃষ্টান্তের সাহায্যে এই সকল কার্য্যে অনুরক্ত করিবার কোনই উপায় আমরা দেখিতে পাইতেছি না। অগত্যা, বিলাতের দৃষ্টান্ত ঋণ করিয়া তাহা দ্বারাই আলোচ্য বিষয় বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক হইতেছে। বঙ্গীয় যুবকগণ এ দেশে বিলাতের অনুকরণে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে বিলাতে কি প্রণালীতে ব্যাঙ্কের কার্য্য হয়, বিলাতের ব্যাঙ্কের লাভালাভইবা কিরূপ এবং বিলাতে ব্যাঙ্ক কত দিবস হইতেইবা প্রচলিত হইয়াছে, এই সকল বিষয় জানিবার জন্য স্বভাবতঃই ইচ্ছুক হইতে পারেন।

ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে এই সকল বিষয় জানিতে হইলে, বিলাতের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী এবং ইংলণ্ডের মধ্য সময়ের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলেই সকল বিষয় পরিষ্কার রূপে জানা যাইতে পারে। এতৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে, বিলাতের প্রধান কয়েকটী ব্যাঙ্কের কার্য্য-বিবরণী হইতে সংগ্রহ করিয়া বিলাতের ব্যাঙ্কের লাভালাভের স্থূল মর্ম্ম পাঠকগণকে আমরা অবগত করাইয়াছি। এই কারণে বিলাতের ব্যাঙ্কের লাভালাভের পুনঃ আলোচনা না করিয়া এই প্রস্তাবে ব্যাঙ্কের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়েরই আলোচনা করিতে আমরা ইচ্ছা করিয়াছি।

এ দেশের ন্যায় বিলাতেও অতি পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক বা তদ্রূপ কোন পদার্থই ছিল না। এ দেশে এখন যেমন ব্যক্তি-বিশেষে ঋণ-দানের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, বিলাতেও তেমনি, পূর্ব্বে এক শ্রেণীর লোকে এই কার্য্য করিতেন। অধিকাংশ স্থলে "জু" বা ইহুদিজাতীয় ধনশালী ব্যক্তিরাই ঋণ দান ও টাকা গচ্ছিত রাখিয়া টাকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। ক্রমে এ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া এক সময় গবর্ণমেণ্টের টাকশালে সাধারণ লোকের টাকা গচ্ছিত রাখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহুদিদের দ্বারা অনেক স্থলে বিশ্বাসের অপব্যবহার হওয়ায়, সাধারণে তাহাদের নিকট আর টাকা গচ্ছিত রাখিতে সাহস করিতেন না; কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে কোন রূপ আশঙ্কার কারণ না থাকায়, বিশেষতঃ ঋণ, সকল সময় অন্যস্থানে পাইবার তাদৃশ সুবিধাও না থাকায়, ইহুদিদের নিকট হইতে কেবল ঋণ লইবারই প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা এইরূপ ঋণ দান ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজিতে "Money Scriveners" বলা হইত।

এক স্থানে টাকা গচ্ছিত রাখিবার এবং আর এক স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার আবশ্যক হওয়ায়, বাণিজ্য ব্যবসায় এবং কারবারের বড়ই অসুবিধা হইত। ইংলণ্ডের লোকে যখন

এই অসুবিধা বড়ই অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ আর একটী ঘটনা সংঘটিত হওয়ায়, বিলাতের অর্থের বাজারে, একটী মহা-হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এই সময় Charles I. ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, অন্য কোন উপায়েই আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া টাকশাল হইতে সাধারণের গচ্ছিত কতকটী টাকা তিনি আত্মসাৎ করেন। যাঁহারা টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ঐ সকল টাকার জন্য যদিও তিনি পরে অতি উচ্চ হারে সুদ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং কতক টাকা প্রত্যর্পণও করিয়াছিলেন; কিন্তু লোকের বিশ্বাসের মূলে যে একটী দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার আর কিছুতেই সংশোধন হইল না। কেহই আর পূর্ব্বমত গবর্ণমেণ্টের টাঁকশালে টাকা গচ্ছিত রাখিতে অগ্রসর হইলেন না! তখন নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা গচ্ছিত রাখা যাইতে পারে, এমন একটী স্থানের অভাব সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্যাঙ্ক সংস্থাপনের আদি কারণ এই স্থান হইতেই জন্মগ্রহণ করিল বলিলে, বোধ হয় আমাদের বাক্যে কাহারই মতভেদ হইবে না।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এই ঘটনাটী হয়। এই হইতেই ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার একটী বিপ্লব ঘটিবার সূত্রপাত হইল। ভিন্ন দেশের যে সকল প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণ কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই অত্যন্ত অসুবিধা হইল। অনেকে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকেরা তাহাদের সঞ্চিত দুই শত, পাঁচ শত টাকা স্বর্ণকারদের দোকানে গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্ণকারেরা ঐরূপ গচ্ছিত টাকার জন্য অল্প অল্প সুদ দিতে প্রস্তুত দেখিয়া ক্রমে অনেক লোকেই তাহাদের নিকটই টাকা গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিল। স্বর্ণকারেরাও ঐ টাকার সাহায্যে সোণা রূপার বস্তু অধিক প্রস্তুত করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই বিলাতে অনেক স্বর্ণকার ধনী হইয়া পড়িল, ইহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন অতি প্রবল হইয়া উঠিলেন,— এমন কি, সময়ে সময়ে টাকা ঋণ দিয়া গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ক্রমওয়েলের (Cromwell) সময় এই সকল স্বর্ণকারের সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্য উদ্ধার হইয়াছে।

এই সময় ইংলণ্ডের বড়ই একটী বিপদের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিপ্লব এবং অর্থের অত্যন্ত অসচ্ছলতা জানিতে পারিয়া ডাচেরা সমুদ্র-পথে ইংলণ্ডের নানা স্থানে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল,— এমন কি, চ্যায়াম প্রভৃতি স্থান করায়ত্ত পর্য্যন্তও করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক দিন হঠাৎ লণ্ডন নগরের নিম্নস্থ টেম্‌স নদীতে কামানের গর্জ্জন হইতে শুনিয়া, নগরবাসীগণ অত্যন্ত ব্যস্ত

হইয়া পড়িলেন,— কে কোথায় পলায়ন করেন কিছুই স্থির নাই। কেন পলায়ন করা হইতেছে, কি হইয়াছে, ইহাও অনেকে না জানিয়া অন্যের দেখাদেখি উন্মত্তের ন্যায় অনেকে রাজ-পথে ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন। এই সময় যে সকল লোকের সঞ্চিত অর্থ স্বর্ণকারদের দোকানে গচ্ছিত ছিল, তাহারা দলে দলে যাইয়া টাকার জন্য সেই সকল দোকানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু সকলেরই শিরে বজ্রাঘাত হইল! স্বর্ণকারদের দোকানে গচ্ছিত টাকা নাই, সমস্তই রাজা ঋণ স্বরূপ বহু পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা এই বিপদ-সময় বড়ই বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮ই জুন তারিখে এই মর্ম্মে একখানী ঘোষণা-পত্র সাধারণে প্রচার করিলেন যে, গচ্ছিত টাকা রাজ-কার্য্যের জন্য গৃহীত হইয়াছে, তিনিই এই টাকার জন্য দায়ী এবং সকলকেই টাকা পরিশোধ করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইতেছেন; ইহাতেও যিনি টাকার জন্য চিন্তিত হইবেন, তিনি রাজকোষাগারে উপস্থিত হইলে, রাজ্যের বিপদ ঘটিলেও তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে তাঁহার টাকা প্রত্যর্পণ করা হইবে। এইরূপ ঘোষণাপত্রদ্বারা যাঁহাদের টাকা গচ্ছিত ছিল, কেবল তাঁহারাই আশ্বস্ত হইলেন না, অন্য লোকেরও রাজার প্রতি বিশেষ ভক্তির উদ্রেক হইল এবং অনেকেই নিজ নিজ টাকা রাজ-কোষাগারে গচ্ছিত রাখিতে লাগিলেন।

এই সময় টাকার অসচ্ছলতা বশতঃ বিলাতের বাণিজ্য ব্যবসায়ের এতই অসুবিধা হইতে লাগিল যে, এই কারণে অনেকেই অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তৎসাময়িক অনেক প্রবীণ রাজ-নীতিজ্ঞ ও অর্থ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সামুয়েল ল্যাম্ব (Samuel Lamb) রাজার নিকট এই মর্ম্মে একখানী আবেদন-পত্র প্রদান করিলেন যে, হলাণ্ড দেশে ব্যাঙ্ক থাকায়, দিন দিনই তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইতেছে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডে ঋণ গ্রহণ এবং সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখিবার জন্য কোন স্থানবিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকাতেই, ইংলণ্ডে এতদূর আর্থিক অসচ্ছলতা বৃদ্ধি হইতেছে। ইংলণ্ডও হলাণ্ড দেশের অনুকরণে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে সম্ভবতঃ অল্প দিন মধ্যে দেশের অর্থের অসচ্ছলতা দূর হইতে পারে। ল্যাম্ব সাহেবের এই প্রস্তাব শুনিয়া, অদ্য যেমন অনেক বঙ্গীয় যুবক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, সেই সময় ইংলণ্ডেও অনেকে তাঁহার এই প্রস্তাবে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন না। রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রস্তাবকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু ল্যাম্ব ইহাতেও নিরুদ্যম হইলেন না। উদ্যম ভঙ্গ করিতে অভ্যস্ত নহে বলিয়াই, ইংরেজ জাতি অদ্য ভারতের অধীশ্বর।

১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সামুএল ল্যাম্ব, হাউস অব্ কমন্সে

(House of Commons) এই বিষয়ে আবার আর এক সুদীর্ঘ দরখাস্ত করিলেন। সভা হইতে এ-কটী কমিটির উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবারও ভার প্রদান করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার শেষ ফল কি হইল, ইংলণ্ডের কোন ইতিহাসেই আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। সম্ভবতঃ অ-নুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা পর্য্যন্তই হ-ইয়াছিল; আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য আর একবার প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। এদেশে নাবালগদিগের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন কোর্টঅবওয়ার্ড্‌স্‌ আছে, তেমন বিলাতে লণ্ডনের পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালক বালিকা-গণের সম্পত্তি ও অর্থাদি রক্ষার জন্য একটী কার্য্যালয় আছে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব সময় লণ্ডন-মিউনিসিপাল-সভার সহিত এই কার্য্যালয় সংযুক্ত ছিল এবং মিউনিসিপাল-স-ভার উপরেই ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল। পিতৃ-মাতৃহীন বালক বালিকাগণের সম্পত্তির উপ-স্বত্ব যে তহবিলে জমা হইয়া থাকিত, তাহাকে ইংরেজিতে "Orphans fund" বলা হইত। এই তহবিলে এক সময় প্রচুর টাকা সঞ্চিত হওয়ায়, সুদ প্রাপ্তির আশায় অধ্যক্ষগণ এই সমস্ত টাকা রাজাকে ঋণ দিয়াছিলেন। সম্পত্তির অধিকারি-গণকে টাকা বুঝাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইলে, রাজার নিকট হইতে টাকা প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অধ্যক্ষগণ কিছু বিপদে পড়িলেন। আপনাদিগকে দায়ী হইতে হয় জন্য অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহারা অর্থ সংগ্রহের এক উপায় স্থির করিলেন। তাঁহারা লণ্ডনে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া এতদ্বিষয়ক একটী সুদীর্ঘ অনু-ষ্ঠান পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই অনুষ্ঠান পত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হইয়া-ছিল এবং ইহার এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছিল, "England's Interest, or the great benefit to trade by Banks, or Offices of Credit, in London." দুঃখের বিষয় এই, গুরুতর কার্য্যের অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবল এই অনুষ্ঠান পত্র মাত্র প্রকাশই সার হইয়াছিল, প্রকৃত ফল কিছুই হইয়াছিল না। অর্থ কিছুতেই সংগ্রহ হইল না!

১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ইটালি দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের উদ্যোগে ইংলণ্ডে ব্যাঙ্ক স্থাপ-নের আবার একটী প্রস্তাব উপস্থিত হয়। ইং-লণ্ডের তৎসাময়িক রাজা তৃতীয় উইলিয়মের কিছু টাকা প্রয়োজন হয়। অন্য উপায়ে টাকা সংগ্রহ হইতে না পারায়, লটারি (Lottery) * বা অদৃষ্ট পরীক্ষা ক্রীড়ার সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করিয়া কএক জন ইংরেজ এবং ইটালি দেশীয় ব্যবসায়ী, একটী বিজ্ঞাপন প্র-কাশ করেন। শত শত লোকে এই লটারির টি-কিট ক্রয় করায়, আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল। উদ্বৃত্ত টাকাদ্বারা ল-

* লটারি ক্রীড়া সম্বন্ধে ৮ম সংখ্যা বৈষয়িকতত্ত্বে আ-মরা বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

টারির অধ্যক্ষগণ একটী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ইংলণ্ডে শুভক্ষণে ইহাই সর্ব্ব প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল। ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ২৪ জন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অল্প দিবস মধ্যেই দশ জনের এক এক মুষ্টি টাকায় সর্ব্বসুদ্ধ ব্যাঙ্কের মূলধন ৫০০০০০০ লক্ষ টাকারও অধিক হইল। অংশিদারগণ প্রচুর লাভ পাইতে লাগিলেন।

ইহার পর, ক্রমে ক্রমে একটী দুইটী করিয়া ইংলণ্ডে অল্প দিবস মধ্যেই অনেক ব্যাঙ্ক জন্মগ্রহণ করিল। পূর্ব্ব প্রস্তাবেই আমরা বলিয়াছি, এক্ষণে বিলাতে—আয়ার্লণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ব্যতীত কেবল ইংলণ্ডেই চারি শতেরও অধিক প্রধান প্রধান ব্যাঙ্ক আছে; ক্ষুদ্র ব্যাঙ্ক কত আছে, তাহার ত সংখ্যাই নাই। ইংলণ্ডের এখন প্রতিলোকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ব্যাঙ্কের দ্বারা দেশের কত উপকার হইতে পারে। ইংলণ্ডে কোন ব্যাঙ্কে যাঁহার একটী অংশও আছে, তিনি আপনাকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করেন। ব্যাঙ্কের উপকারিতা সম্বন্ধ ইংলণ্ডের প্রাচীন অর্থ-নীতিজ্ঞ এডমস্মিথ হইতে জনষ্টুয়ার্ট মিল পর্য্যন্ত সকলেই অতি উচ্চকণ্ঠে বিস্তর বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ John Law বলেন।—

"The introduction of credit, by means of a Bank, augments the quantity of money more in one year, than a prosperous commerce ceuld do in ten."

বৈষয়িকতত্ত্বের প্রস্তাবনায় ব্যক্ত করা হইয়াছিল, পত্রিকার সংগ্রহ ভাগ মধ্যে ইংরেজি এবং বাঙ্গালা উভয়বিধ সংবাদ এবং সাময়িক পত্র হইতেই শিল্প, কৃষি বিজ্ঞানাদি বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সকল সময় সময় উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করা হইবে। প্রস্তাব অনুরূপ কার্য্য না হওয়ায়, কোন কোন পাঠক এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণ হইতে প্রতিসংখ্যাতেই দুই একটী সুন্দর ইংরাজী প্রবন্ধ, যাহাতে ইহাতে সন্নিবেশিত হয়, এ বিষয়ে আমাদের যত্ন থাকিবে। গত সংখ্যায় বিলাতের কোন পত্রিকা হইতে গো জাতি সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবার আগ সম্বন্ধে একটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইল।

কি উপায়ে বৈষয়িক উন্নতি করিতে হয় এবং কেমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, এই বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ সঞ্জীবনী হইতে উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাতে প্রকাশ করা হইল। পাঠকগণ প্রবন্ধটী আদিঅন্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

পূর্ব্ব বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন— "আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, রামেন্দ্র যন্ত্রাধিকারী কল্যাণদি নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্র চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার চৌধুরী মহোদয়গণ, তাঁহাদের প্রজাদের উন্নতি জন্য, কলের লাঙ্গল আনয়ন করিতে মনন করিয়াছেন। কলের লাঙ্গলের মূল্যাদি অবগত হওনার্থ বোম্বাই চিঠি লিখা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বাবুগণ চাষের কল আনাইয়া বঙ্গের জমিদারগণের দৃষ্টান্তস্থানীয়

হইবেন। বঙ্গের জমিদারগণ রক্ত শোষিতে পটু,—কিরূপে রক্ত বৃদ্ধি করিয়া শোষিতে হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না। কথিত বাবুগণ উদ্যমশীল এবং অধ্যবসায়ী; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দেশের ও সমাজের এবং সাধারণের উপকারজনক কার্য্য হইবার যথেষ্ট আশা আছে।”

যখন যে দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই দিকেই উন্মত্ত হইয়া পড়া বঙ্গবাসীগণের একটী রোগ। কলকৌশলে অনুরাগ থাকা ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাই বলিয়া কল শব্দ মাত্রেরই ভক্ত হইয়া উঠা ভাল নহে। বিলাতি কলের লাঙ্গলের যে এদেশে কোনই প্রয়োজন নাই এবং বিলাতি কলের লাঙ্গল এদেশের মৃত্তিকার এবং অবস্থার যে উপযোগী নহে, ইহা অল্প চিন্তাতেই সহজে অনুভূত হইতে পারে। আমরা রামেন্দ্র বাবুকে পনর ও কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করিবার পূর্ব্বে এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

—✻—

ধাতু মিশ্রণ।

ধাতুমিশ্রণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব বঙ্গবাসী লিখিয়াছেন—দারমুজ (সম্বল) ও দস্তায় সমভাগে (কিম্বা দারমুজের ভাগ কিছু ন্যূন হইলেও ক্ষতি নাই) মিশ্রিত হইলে দস্তা রৌপ্যের ন্যায় চাক্‌চিক্যশালী হয়। লৌহ এবং ইস্পাত সহিত দারমুজ মিশ্রিত হইলে অত্যন্ত কঠিন শ্বেতবর্ণ এবং পরিষ্কার ও পালিসের উপযুক্ত হয়। লৌহ সহিত অত্যল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত হইলেও, ঐ প্রকার গুণবিশিষ্ট ধাতু উৎপত্তি হয়। ঐরূপ প্রকারের লৌহদ্বারাই বিলাতের রজার কোম্পানি পরিষ্কার এবং পালিস ছুরি, তরবারি, কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশী কর্ম্মকারেরা যাহারা কাটারী এবং খড়্গ প্রস্তুত করে, তাহারা এই প্রকারে লৌহের গুণ বৃদ্ধি করিয়া লইলে লাভবান্ হইতে পারে।

—••✻✻✻••—

সীসাদ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত।

ঢাকা—হাসরা হইতে বাবু হারাণচন্দ্র বসু সীসাদ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুতের নিম্ন লিখিত সঙ্কেতটি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, আমরা স্বয়ং ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই। কোন পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ফলাফল লিখিলে আমরা বাধিত হইব।

“হরিদ্রা বর্ণের ধুতুরা ফুলের রস ॥০ তোলা, সীসা ॥০ তোলা, আকন্দ ও লাঙ্গলীয়ার রস দ্বারা নিয়মিত রূপে দগ্ধ করিলে স্বর্ণ হয়। ঘুঁটের আগুণে দগ্ধ করিতে হইবে।”

—••::✻::••—

টিবিটের বৃহৎ কটাহ।

ভারতমিহির লিখিয়াছেন—“এক জন ভদ্রলোক এক মজলিসে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আষাঢ়ে গল্প করা তাঁহার রোগবিশেষ। তিনি বলিতেছিলেন, “আমি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু এক স্থানে যে একটী আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি, তদ্রূপ আর কোথাও দেখি নাই। এই আশ্চর্য্য বস্তু একটী কপি শাকের গাছ। ঐ গাছটী এতবড় যে, তাহার প্রত্যেক পাতার নীচে বসিয়া অন্যূন ৫০ জন লোক আহার করিতে পারে।” আর এক ব্যক্তি সেইখানে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, “আমিও অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি। জাপানে কোন এক নগরে দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড তামার ডেগ প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় দেড় শত লোক তাহার মধ্যে বসিয়া পাত্রটী পালিস করিতেছে।” এই কথা শুনিয়া প্রথম ব্যক্তি

বলিয়া উঠিলেন, "এতবড় পাত্র কি কাজে লাগিবে ?" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "কেন, অতবড় পাত্র না হইলে আপনি যে কপি গাছটীর কথা বলিলেন, উহা কিসে রন্ধন হইবে ?"

যদিও আমাদের সহযোগী কৌতুক করিয়াই এই সংবাদটী লিখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির বিস্তৃত রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে। তিব্বৎ দেশে সত্যসত্যই এমন একটী বৃহৎ রন্ধন-পাত্র আছে, যাহার মধ্য হইতে আহার্য্য বস্তু উঠাইবার সময় সোপান বহিয়া উঠিতে হয় এবং নামিতে হয়। এই পাত্রটী একটী বৌদ্ধ-মন্দিরে আছে। একবারে ইহাতে বহু সহস্র লোকের রন্ধন হয়। প্রাচীন শিল্প কার্য্যের নিকট আজিও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নত হইয়া রহিয়াছে।

—•••—

অসাবধানতার মন্দ ফল।

দিক্‌প্রকাশ লিখিয়াছেন— বিলাতের ল্যান্‌সেট নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, জিহ্বার লালায় টিকিট ভিজাইয়া আঁটিয়া দেওয়ায় বিষময় ফল হইতে পারে। ইহার দ্বারা অনেক সময় জিহ্বায় ঘা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব বঙ্গবাসী বলেন— কলিকাতায় ধনুষ্টঙ্কার রোগে ছোট ছোট শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের রসায়ন-পরীক্ষক ওয়াড্‌ল সাহেব বলিয়াছেন যে, অনেক স্থলে কুঁচিলার ছাল খাওয়ায় ধনুষ্টঙ্কার রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ওয়াড্‌ল সাহেব বলেন যে, কুর্চ্চির ছালের পরিবর্ত্তে ক্রমক্রমে কুঁচিলার ছাল দেওয়ায় ঐরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ধারণা অন্য প্রকার। ধনুষ্টঙ্কার রোগ প্রায়ই যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার বিধবা স্ত্রীলোকদিগের হইয়া থাকে।

ভারতবাসী লিখিয়াছেন— "পাতিয়ালার এক জন জমিদার সম্প্রতি ট্রেনে করিয়া লাহোরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই জন ভ্রমণকারীর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। লাহোরের "মুণ্ডাক সরাইয়ে" তাঁহারা আড্ডা লয়েন। এই স্থানে উক্ত দুই জন ভ্রমণকারী তাঁহাকে কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দেন। মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া জমিদার মহাশয় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দেখেন যে, ভ্রমণকারীদ্বয় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।" এই কারণেই আর্য্যশাস্ত্রকারেরা অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত একত্রে ভোজন, শয়ন করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন।

———

কাচের কারখানা।

একজন বোম্বাইবাসী আমেরিকা হইতে কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। যিনি আমেরিকা হইতে এই বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নাম ভাস্কর বিনায়ক রাজওদি। বোম্বাই হাইকোর্টের একজন উকিল এবং একজন ডাক্তার ইহাঁকে গ্লাস প্রস্তুত শিক্ষার জন্য আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

ভাস্কর বিনায়ক ইতিপূর্ব্বে ঝিনুকে বোতাম প্রস্তুত শিক্ষা করিবার জন্য আপন ব্যয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করেন; কিন্তু শারীরিক অসুস্থ বিধায়, তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর, চীনের পটকা প্রস্তুত শিক্ষার জন্য তিনি চীন দেশে যান; কিন্তু চীনের লোক বিদেশীদিগকে কোন বিদ্যা শিখায় না, সুতরাং চীন হইতেও তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গ্লাস প্রস্তুত করিতে আমেরিকায় গমন করিয়াও, তিনি ভারি সঙ্কটে পড়েন। প্রথম তাঁহাকে কেহই ইহা শিক্ষা দিতে সম্মত হয় না, তৎপরে আমেরিকার একজন দয়া করিয়া তাঁহাকে একটি কারখানায় প্রবেশ করান। তিনি

এখানে প্রবেশ করিলে, কারখানার কারিগরগণ তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে সম্মত হয় না, কিন্তু কারখানার কর্তৃপক্ষদের শাসনে কারিগরগণ ইহাতে পরে স্বীকৃত হয়। ডাক্তর-বিনায়ক এখানে দশ মাস কাজ শিক্ষা করেন, এবং এই দশ মাসের মধ্যে তিনি কৃতবিদ্য হইয়াছেন।

আমেরিকায় অবস্থিতি কালে তিনি যে সমুদয় কাচ-পাত্র প্রস্তুত করেন, তাহা দেখিয়া আমেরিকায় অনেকে সন্তুষ্ট হন। তাঁহার পারদর্শিতা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীরা অনেকে তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তিনি বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এবং বোম্বাইয়ে একটি গ্লাসের কারখানা খোলার উদ্যোগ হইতেছে।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে সামান্য অবস্থায় গ্লাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফৌজদারি বালাখানায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাসের কারখানা আছে। কিন্তু এখানে প্রায় ফুকো শিশি ও অন্যান্য কদর্য্য কাচপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপর দেশে যে প্রণালীর কাচপাত্র প্রস্তুত হয়, এদেশে সেইরূপ কাচপাত্র প্রস্তুত করার জন্য, অনেক দিন হইতে এদেশে যত্ন হইতেছে। বালি এবং চূণ কাচ প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ। এদেশে বালির একরূপ কোন মূল্য নাই। আবার চূণও বিস্তর আছে। ইহার জন্য অনেকে ইহার প্রতি যত্নশীল হন।

আমরা শুনিলাম, আজ ২০ বৎসর কি তাহার অধিক দিন হইল, কলিকাতার শ্যাম মল্লিক তিন জন পার্শির সঙ্গে একত্রিত হইয়া, গ্লাসের কারখানা আরম্ভ করেন। তাঁহারা ইউরোপ হইতে কারখানার সরঞ্জাম এবং কারিগরগণ আনয়ন করেন। গ্লাস প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। সোডা-ওয়াটরের বোতল উৎকৃষ্ট কারিগর ভিন্ন প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহারা ইহা প্রস্তুত করেন। যাহারা বোতল পরীক্ষা করিতে পারেন এইরূপ অনেকে, তাঁহাদের নির্ম্মিত সোডাওয়াটারের বোতলের পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইংলণ্ড হইতে সোডাওয়াটারের যে বোতল আইসে, উহা অপেক্ষা এ বোতল কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। তাঁহারা বোতল প্রস্তুত করিয়া দেখেন যে, ইউরোপীয় বোতল এদেশে যে মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে উহা বিক্রয় করিলেও, উহাতে তাহাদের লভ্য থাকিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শ্যাম মল্লিকের মৃত্যু হইল, এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই কারখানা বন্ধ হইয়া গেল।

তাহার পর, ইণ্ডিয়ান-লীগের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে গ্লাস প্রস্তুতের উদ্যোগ হয়। তাঁহারা ইহার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করেন, কাচ গলাইবার জন্য যেরূপ উনুনের প্রয়োজন, সেরূপ উনুন প্রস্তুত হয়, এবং ইহার অন্যান্য উপকরণ দ্রব্যও আনয়ন করেন; কিন্তু যে কারিগরের হস্তে এই কার্য্যের ভার থাকে, সে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। উপযুক্ত কারিগরের অভাবে কাজেই উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা কারখানা বন্ধ করিয়া দেন।

কলিকাতা একজিবিশনে অষ্ট্রেলিয়া হইতে একজন কারিগর আগমন করেন। এই ব্যক্তি মেলায় একটী দোকান খোলেন এবং দোকান খুলিয়া দর্শকদিগকে নানা-বিধ কাচদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেখান। অনেকে ইহা দেখিয়া আকৃষ্ট হন। আমাদের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে এই কারিগরের কথা হয় এবং আমাদের আত্মীয়ের প্রস্তাবমতে এই কারিগর ভারতবর্ষে গ্লাসের কারখানা খুলিতে সম্মত হন। কারিগর বলেন যে, তিনি নিজে আসিয়া কি নিজের ব্যয়ে এখানে কারখানা খুলিতে পারিবেন

না। তবে ভারতবাসী যদি কেহ গ্লাসের কারখানা প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তিনি অষ্ট্রেলিয়া হইতে একজন কারিগর পাঠাইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহাকে পাঠাইবেন, তাহাকে একটি বাসস্থলি ও মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতন দিতে হইবে। কারিগর এক বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে, গ্লাস প্রস্তুত শিখাইয়া যাইতে পারিবে। আমাদের বন্ধু হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১০ কি ১৫ হাজার টাকা হইলে গ্লাসের কারখানা খোলা যাইতে পারে। কলিকাতার এদেশীয় দুই জন ডাক্তারও এই কারখানা খুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আবার বোম্বাইবাসী একজন আমেরিকা হইতে গ্লাস প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া, ইণ্ডিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠিত স্কুলের অধিনায়কগণ, আবার এই কার্য্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছুক হইতেছেন।

গ্লাসের কারখানায় কত মূলধনের প্রয়োজন, তাহা আমরা জানি না। আমরা শুনিলাম, শ্যাম মল্লিক তিন লক্ষ টাকা মূলধনে এই কারখানা আরম্ভ করেন। ইণ্ডিয়ান লীগের স্কুলে যে কারিগর ইহা আরম্ভ করে, সে বলে যে ১০ কি ১২ হাজার টাকা মূলধন হইলে, ইহা আরম্ভ করা যাইতে পারে। এক্‌জিবিশনে যে কারিগর আইসেন, তাঁহারও মতে ঊর্দ্ধ ১৫ হাজার টাকার অধিক মূলধনের প্রয়োজন হইবে না। আবার আমেরিকা হইতে যে বোম্বাই, ইহা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্লাসের কারখানায় কেবল দুই দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন—চূণ এবং বালি। ইহাতে বড় বড় কোন যন্ত্রের প্রয়োজন করে না; তবে দক্ষ ব্লোয়ারের (অর্থাৎ যাহারা ফুঁ দিয়া গ্লাস প্রস্তুত করে) তাহাদের প্রয়োজন, এবং যদি আমেরিকা হইতে জন কয়েক এইরূপ ব্লোয়ার আনয়ন করা যায়, এবং দুই কি তিন বৎসর এখানে থাকিয়া এদেশীয় লোককে ইহারা ইহা শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে কারখানার জন্য আর অন্য দেশ হইতে লোক আনার প্রয়োজন হয় না।

বোম্বাই-কারিগর যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও বোধ হয়, কাচের কারখানা খুলিতে অধিক টাকার প্রয়োজন করে না। বোম্বাইয়ের কারিগর আপন হস্তে গ্লাস প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন, এবং কলিকাতায় যাহারা হুঁকো শিশি প্রস্তুত করে, তাহারা যদি এই কারিগরের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, বিদেশ হইতে ব্লোয়ার আনারও প্রয়োজন করে না।

বোম্বাইয়ের কারিগর যদি [illegible] পারদর্শী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এদেশে এখন গ্লাসের কারখানা আরম্ভ করার অনেক সুবিধা হইয়াছে। ১৫ কি ২০ হাজার মূলধন বড় কঠিন কথা নহে। যদি দশ জন যুটিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, ইহার জন্য অর্থ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা হয় না। আবার আমরা উপরে যেরূপ অনুমান করিলাম, যদি বোম্বাই কারিগরের নিকট হইতে ফৌজদারি বালাখানায় যাহারা গ্লাস প্রস্তুত করে, তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিদেশ হইতে আর কারিগর আনারও প্রয়োজন করে না।

তবে গ্লাসের কারখানা খুলিলে ইহাতে লাভ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, এই বিষয় এখন আমাদের বিবেচনা করা উচিত। প্রথম দেখা উচিত যে, কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্যের এদেশে কাটতি হইবে কি না এবং দ্বিতীয়, কাটতি হইলেও আমরা বিলাতি দ্রব্য হইতে সুলভ মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে পারিব কি না।

কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্যের এদেশে বিস্তর প্রয়োজন। শার্সি-দরজার, পানীয় গ্লাসের সোডাওয়াটার এবং অন্যান্য দ্রব্যের বোতলের কেরোসিন তৈলের ব্যবহার হওয়ায় ল্যাম্পের ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়ালগিরি প্রভৃতি শত শত বিষয়ের জন্য এদেশে এখন কাচপাত্রের প্রয়োজন হইতেছে; সুতরাং কাচ-দ্রব্যের যে কাট্‌তি হইবে, সে বিষয়ের কোন সন্দেহ নাই।

আবার এদেশে আমরা বিনা মূল্যে বালি প্রাপ্ত হইতে পারি, চুনের এদেশে অতি সামান্য মূল্য, কারিগর ও অন্যান্য শ্রমোপজীবিদেরও এখানে অধিক বেতন দিতে হইবে না ও কাচের কারখানার জন্য কোন গুরুতর কলেরও প্রয়োজন হইবে না; সুতরাং যদি ভাল কারিগর হয় এবং ইউরোপ কি আমেরিকায় যেরূপ কাচের দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, এখানে যদি সেইরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, এখানে আমরা কাচপাত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব।*

—§—

কেমন করিয়া করিতে হয়?

১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতের রক্‌ডেল্ নগরে একদল তাঁতি বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহারা যে কাপড় বুনিত, তাহার বাজার বড় মন্দা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের মাসিক আয় অত্যন্ত কমিয়া গেল। স্ত্রী, পুত্র পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য কি করিবে, তাহা ভাবিয়া ইহারা বড় আকুল হইল। আয় অল্প, অথচ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বেজায় দুর্ম্মূল্য, তার পর অধিক মূল্য দিয়াও অনেক সময় এত খারাপ জিনিষ কিনিতে হয় যে, তাহা ব্যবহার করিলে পীড়া না হইয়া যায় না; সুতরাং এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য বিষণ্ণ প্রাণে ২৮ জন তাঁতি একত্রিত হইল, অনেক পরামর্শ হইল। যে সকল উপায়ের কথা ভাবা হইল, তাহার সমস্ত গুলিই অর্থ-সাপেক্ষ; কিন্তু বেচারা তাঁতিরা অর্থ পায় কোথায়? সুতরাং বিড়াল-ভীতিগ্রস্ত ইন্দুরের মার্জ্জারকণ্ঠে ঘণ্টা বাঁধার পরামর্শের মত তাহাদের প্রায় সকল পরামর্শই বৃথা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে একজন একটী উপায়ের কথা সকলের সমক্ষে বিবৃত করিল। সে উপায় অবলম্বিত হইলে যে তাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে, যদিও এ ধারণা কাহারও হইল না, একথা কেহ বিশ্বাস করিল না—কিন্তু তবু উপায়টী নাকি তাহাদের ক্ষমতার অন্তর্ভূত; সুতরাং সেই উপায় অবলম্বন করাই স্থির হইল।

তাঁতিরা যে সকল জিনিষ মুদী দোকান হইতে কিনিত, তাহার মধ্যে চিনি ও চাএতেই বড় ঠকিত। ভাল চিনি আর ভাল চা তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিত না। তাই পরামর্শ হইল যে, যে যা দিতে পারে, একত্রিত করিয়া একেবারে কতকটা চিনি ও চা বড় দোকান হইতে পাইকারী দরে কিনিয়া গুদামজাত করা যাক্। তারপর যখন যার যে পরিমাণ চা বা চিনি দরকার হইবে, সে সেই গুদাম হইতে নগদ মূল্যে কিনিয়া লইবে। এ প্রস্তাব ধার্য্য হওয়া মাত্র তাহাদের একজন টাকা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিল, আর একজন জিনিষ গুছাইয়া নিজের বাটীর এককুঠরীতে রাখিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি শনিবার দিবস আবশ্যক মত আপনাদের মধ্যে সেই জি-

* আনন্দবাজার পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ৮৲। কলিকাতা-বাগবাজার ২ নং আঃ চাটুর্য্যের লেন হইতে প্রকাশিত।

নিষ বিক্রয় করিবার ভার গ্রহণ করিল। প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। গরিব তাঁতিরা কেহ সপ্তাহে দুই আনা, কেহ তিন আনা, কেহবা ততোধিক দিয়া ২৮ জনে কিয়ৎকালের মধ্যে ২৮০ টাকা জমা হইলে একদিন তাহাদের দুই তিন জনে যাইয়া পাইকারী দরে একটা বড় দোকান হইতে চা ও চিনি কিনিয়া আনিল এবং তাহা লইয়া একটা ছোট দোকানে দিল। এই ২৮ জন তাঁতির চা বা চিনির দরকার হইলে, তাহারা নগদ মূল্য দিয়া এই দোকান হইতে বাজার দরে তাহা কিনিয়া আনিত। ইহাতে তাহাদের আপাততঃ কোন লাভ হইল না বটে, কিন্তু উচিত মূল্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চা ও চিনি খাইয়া তাহারা অনেক উপকৃত হইল। দোকানের চা ও চিনি ফুরাইয়া গেলে, তাহারা আবার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সেই সকল জিনিষ কিনিয়া আনিল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। লাভের মধ্যে আপাততঃ তাঁতিরা দেখিল, যে মূল্য দিয়া খারাপ জিনিষ পাইত, এখন সেই মূল্যে অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্য উপভোগে অধিকারী হইতেছে। কিয়ৎকালের মধ্যে অপরাপর বন্ধু-বান্ধব আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল। এক বৎসর কাটিয়া গেল।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে তাহারা দেখিতে পাইল যে, আরও ৪৬ জন লোক তাহাদিগের দলে আসিয়া জুটিয়াছে। আর এই ৪৬ জনের চাঁদা ও দোকানের লাভে তাহাদের মূলধন পরিবর্দ্ধিত হইয়া ২৮০ স্থানে ১৮১৬। ১৫ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে কারবার আরও ভাল রকম চলিতে লাগিল। আরও অনেক লোক তাহাদের সহিত যোগ দিল। লাভ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে দ্বাদশ বৎসর কাল কার্য্য করার পর দেখা গেল যে, ২৮ জনের স্থানে ১৬০০ শ্রমজীবি গরিব লোক এই উপায়ে আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইয়াছে। আর দোকানে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুই শত টাকা মূলধন দাঁড়াইয়াছে এবং এই মূলধনে সারা বৎসরে ছয় লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকার বেচা কেনা হইয়া উনচল্লিশ হাজার দুই শত দশ টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছে।—অর্থাৎ ১৬০০ শ্রমজীবী বাজার দরে জিনিষ কিনিয়া, পূর্ব্বমূল্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগের অধিকার পাইয়া বৎসরের শেষে অবাধে চল্লিশ হাজার টাকা জমাইয়া ফেলিল। বলা বাহুল্য যে, মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা চা ও চিনি ব্যতীত আরও নানাবিধ সামগ্রী পাইকারী দরে কিনিয়া আনিয়া আপনাদের দোকানে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত করিয়াছিল। ইহার পর সভার কাজ আরও উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিল। বিগত ১৮৮২ সনের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় যে, ইহার বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ১০৮৯৪ জন। বৎসরে ২৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৭০ টাকার দেনাপাওনা হইয়াছে ও তাহাতে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার সাত শত সত্তর টাকা লাভ হইয়াছে। দেখ, ২৮ জন লোক ২৮০ টাকা মূলধন লইয়া ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যে ব্যাপারের সূত্রপাত করিয়াছিল, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সেই ব্যাপার এত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইল যে, তদ্দ্বারা প্রায় এগার হাজার গরিব লোক নানাপ্রকারে উপকার লাভ করিয়া, অল্প মূল্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী উপভোগ করিয়া, ৮২ সনে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা বাঁচাইতে সমর্থ হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ইহারা কত টাকা বাঁচাইয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে মন বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়! (সঞ্জীবনী) *

—***—

* সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ২৲। কলিকাতা ৪৫ নং বেণেটোলা লেন হইতে প্রকাশিত।

THE MANGO.

[BY DR. E. BONAVIA.]

WHENEVER I ask natives why they don't sow the stones of all the good mangoes they eat, they always reply, "Bij se accha am nahin hota; *kulmi* âm accha." When, however, a good mango fruit comes out of a seedling, they dislike the fact, which tallies not with their theory, and half apologize for the tree's weakness, by saying:—"Bījo to hai, lěken *accha* âm děta." Europeans have evidently taken the notion from natives, that seedling have no chance of bearing good mangoes, and in order to get good fruit, you must obtain *grafts* from some good mango tree. Let us now look at the matter from a philosophical point of view, and see whether this theory will hold water. There are, I think, only two ways in which we can look upon matters. (*a*) Either the present cultivated varieties of mangoes existed, *all*, as well as the wild one, in the original "Garden of Eden;" or (*b*) the wild kind (jungli âm) was the only one there, and that *all* the cultivated varieties now in existence, descended from that, through seed, and not by *graft;* that all cultivated kinds bear a close family resemblance to the wild one, shows that, *somehow*, they are related to it. Now, variation by seed-bud is very common, in fact, so common, that in certain plants, no two seedlings are *exactly* alike, while variation by stem, or root-bud, although possible, is *very rare*. The nectarine is said to have originated by stem bud variation from the peach, the original variation being only a *hairless* peach, and then from this smooth peach, or nectarine, various other nectarines originated by seed. I do not see any escape from the conclusion, that all the fine mangoes we now have, as different from the wild one, as the Arabian date is from the "khajoor," must have descended, as other cultivated plants have descended, by *seed*, from the jungle species. Moreover, the great probability is that no variety now in existence descended from the wild kind in *one* jump. That seedlings sometimes do make a great jump from the level of their parents is true, but the probability is that the steps by which the present mangoes originated were *very gradual*, and that the wild kind is only a *very remote* ancestor of all the cultivated kinds, and that a succession of seed steps, in the relation of mother to daughter, has been the history of the modern mangoes.

The moment a number of primitive varieties were brought together, the production of new, and perhaps startling, seedling varieties, by insect or wind crossing, was made easy. Afterwards, when a number of good varieties were thus unconsciously created, naturally, the owners would have noticed the great difference between these and the wild and inferior kinds. Having learnt that from the stones, the *identical* kind could not easily, and with certainty, be propagated, they began to think how they could propagate and multiply *that* very kind, by removing pieces or cuttings of the tree, and somehow rooting them. The history of grafting mangoes is not, I think, known, but it is not impossible that a natural graft, where two branches rubbed together and adhered, originally gave the hint to some Indian Newton; that is to say, if the idea has not been imported from China, Japan, or elsewhere. Once the art of obtaining grafts from a particular mango was learnt, the rapid

propagation of the best mango trees, then in existence, became a simple matter.

Then came the distinction between 'bijoo' and 'kulmi.' The 'bijoo' of course fell into disrepute, on account of the uncertainty of reproducing its parental qualities; while the 'kulmi,' being a stem-bud (or buds), *undisturbed by foreign pollen*, reproduced the *exact* characters of the parent. It is therefore not difficult to see that, in course of time, people put faith in "kulmi âm" only, and quite forgot that many of the originals from which 'kulmi' mangoes were taken, had been *'bijoo.'* And so far did they forget all about it, that, as I said, whenever a good seedling turned up, they attempted to apologize for its weakness in producing good mangoes. They were so far right, that having originally obtained, through seed, a good variety, their object was to multiply *that*, and in no other known way could they do so, than by 'kulm.' The modern chain of reasoning is absurd enough, and would appear to be this—because man has learnt the art of propagating, by grafting, the valuable characteristics of a particular mango, *ergo*, nature has lost its power of producing good varieties through seed-buds! This power undoubtedly still exists, and is so well known in Europe and America, and in that cradle of the art of gardening—China and Japan—that, especially in the former countries, when a new plant is introduced, if it has any valuable qualities, numbers of new and better varieties, through the seeds, are soon created by horticulturists.

It would certainly appear that there is no good reason why, because we have a certain number of good kinds of mangoes already, we should not have many more. The law of variation (want of law would better express it) does not limit itself simply to size and flavor, but it makes progress forwards, backwards (if the expression be allowed), sideways, upwards, and downwards. From seeds, varieties turn up, which may be larger, smaller, sweeter, sourer, smoother, more fibrous, less turpentiny, more turpentiny, than the parents. Earlier, later, thicker skinned, thinner skinned, smaller stoned, thicker pulped, redder, yellower, greener than the parents, are also possible. In short, we might go on *ad infinitum* through all the changes possible, by mixing and shaking the atoms composing the mango-kaleidoscope. One condition is usually necessary for the production of varieties in any number through seed, *viz*, that the sowing should not be by ones and twos, but by *thousands*. Now as thousands of *inferior* mango stones are perpetually being sown for various purposes, there does not seem any good reason for *excluding* the stones of the *superior* ones, from the race of life. The wood of the mango is very useful, and any trees which vary backwards, or in any direction that is not desired, can be easily prevented from propagating their inferior qualities, by cutting them down, and using their wood for firing or other purposes. While any new useful kinds that appeared might be *further* cultivated and *multiplied* by grafts.

This interesting pursuit can, however, only be carried on by some wealthy Native, with a

turn for mango culture; and who would undertake the creating of new kinds, by planting stones of the best and most varied kinds, especially those from *Baghs*, which contain many varieties, so as to admit of the seed being the result of *crosses*. This industry, we might call it, would have to be on a colossal scale, on soil suited to this particular tree, and the mango 'baghs' would have to be rather *forests* than *groves*.

Let us now look over what raw materials we have from such a great mango forest. Sir J. D, Hooper, in his 'Flora of British India,' describes what botanists call 20 distinct species of mangifera, and says there are in all about 30 species. The range of the Indian Mango (Mangifera Indica) alone, he says, is from 1 to 3,000 feet in altitude, and from Kumaon to Bhootan, and the valleys of Behar, the Khasia hills, Burmah, Oudh, and the Western Peninsula, from Khandeish southwards. Westwards it goes as far as Muscat, and in the opposite direction it is found in all Eastern tropical Asia. Here, then, is a fine field from which varieties may be selected for crossing, in the *one* species alone, Mangifera Indica. But there are upwards of 20 others. so distinct, as to be considered *species* by botanists. *M. Sclerophylle* found in Malacca, has very distinct foliage. *M. Oblongifolia* has leaves up to a foot long, and up to 2½ inches broad. It is cultivated in Malacca, under the name of *Quenee* mango. *M. Maingayi* is cultivated also in Malacca under the name of *Sampany*. *M. Superba* is a gigantic tree, with leaves up to 16 inches long, and up to 5 inches broad, with a panicle 2 feet long, and with lilac flowers ¾ inch in diameter. Sir J. D. Hooper says:—"It is curious that no one but Maingay should have met with so conspicuous a tree." It is allied to *M. Cæsia*, which is cultivated in Malacca, under the name of *Beenjai*. These I maintain are materials, out of which wonderful results might be obtained, if centres of cultivation, crossing, and seed sowing were maintained, in the north, for varieties of northern climates and high altitudes; and in the south, for varieties of southern and tropical climates.

* * * * *

A great deal has been done for the wheat trade in India, in spite of its having competitors in other parts of the world. But for the Indian fruit trade, I think nothing has been done. It appears that, beyond short distances, it is simply *nil*, although railways have made it possible to carry fruit to long distances from the place of growth. For instance, Calcutta, Bombay, and South India have a superabundance (or at all events could have) of plantains, pine-apples, and a dozen of other fruits. Cannot these be transported at cheap rates to Upper India, where there is a scarcity of them on account of climate ? And could not the fruit of Cashmere and other northern districts be distributed to southern climates, where their growth is impossible ? If wheat can be carried from the Punjab to England at a profit, it would seem that northern and southern India

might exchange fruit without loss, and with advantage to every one. The plaintain is so accommodating, that if cut a few days before ripening, *as is always done*, it would travel for a thousand miles without damage. Its bunches could hang securely, and be packed closely so as to fill a waggon, if certain fittings were put in. The Bengali and Parsee would appear cut out by nature for such a trade. Then with regard to the mango, it is equally accommodating, and can be carried to whatever station railways go. If a little under-ripe, packed in straw, it will travel for days, and be in *perfection* by the time it reaches its destination. Only a little ingenuity is needed to discover the best mode of packing in each case. To make such a trade pay, however, the Railway carriage would have to be reduced to a minimum. Independently of any development of local trade, the mango has, I think, a real future in the foreign trade. If salmon can be carried from Greenland to Australia in refrigeratory ships, the mango can be carried all round the world under similar conditions. Australia, the Cape, the whole of the Mediterranean, might be supplied with it. But in order to develope the mango to its utmost, no resources should be thrown away. If every one who eats a mango, with any character worth propagating, such as size, flavor, smallness of stone, earliness, lateness, &c., &c., were to sow the stone, and care for the resulting plant afterwards, he would be doing a good work, and there would be all over India, literally, a *million* changes of valuable sorts, coming out of the seedlings of the best kinds of mangoes. Now probably these millions of mango-stones are thrown away, under the impression that they are of no use. *

* * * * *

Finally, considering the range over which the mango is found, there does not appear any other limit to its cultivation, than that of cold. In my observations in Lucknow, I found that certain varieties resisted cold much better than others; that all suffered more or less from frost, when young, and up to the height of of 7 or 8 feet, the height to which the severest frost in Lucknow reached (50° below freezing point). There is therefore little doubt that this useful tree, by variation, through seed, might in course of time be extended further north, and to a higher altitude, than is the case at present.

(Statesman)

—§—

* In addition to what has been said here of the usefulness of Mango-stones there are others worth mentioning. It has some Excellent medical properties. It acts as diaphoretic and refrigerant. When burnt to ashes it proves a wonderful specific for toothache. The kernels of the nut are widely used as food by the poorer class during the times of scarcity and famine. They are first boiled and then taken with salt & chillies. It is very nutritions. Ed. Baysaik Tattwa.

☞ এই পত্রিকা বোয়ালিয়া তমোঘ্ন যন্ত্রে শ্রীমুরারি-মোহন বিশ্বাস প্রিণ্টার কর্তৃক মুদ্রিত।

ক্রীড়া-কৌতুক ও রহস্য।

বৈষয়িকতত্ত্বে "চতুরঙ্গ" ক্রীড়ার ১নং প্রশ্ন বাহির করিবার পর, চিত্র প্রস্তুত করণের নানারূপ গোলযোগ ঘটায়, গত দুই সংখ্যায় নূতন সচিত্র প্রশ্ন প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। আমরা এ জন্য দুঃখিত হইতেছি। ভরসা করি, কোন এক সংখ্যায় এক যোগে দুই তিনটী প্রশ্ন বাহির করিয়া পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে আমরা সক্ষম হইব। ১নং প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বাগ্রে যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং যিনি আমাদের প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার নাম স্থানান্তরে প্রকাশ করা হইল। আমরা ভরসা করি, এই বিশুদ্ধ আনন্দদায়ক প্রতিভা-প্রবর্দ্ধক "চতুরঙ্গ" ক্রীড়ার প্রশ্নাবলীর উত্তর দান করিতে আমাদের অন্যান্য গ্রাহকগণও যত্ন করিবেন।

শুষ্ক, নীরস বৈষয়িক বিষয়ের আলোচনার বিশ্রাম সময়ে চতুরঙ্গ প্রশ্নের ন্যায় নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক আরও দুই একটী কৌতুককর বিষয়ের কথা বার্ত্তা পাঠক ও গ্রাহকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না বিবেচনায়, এই সংখ্যা হইতে "প্রহেলিকা" ও "পাদ পূরণ" দুইটী নূতন বিষয় প্রবর্ত্তন করা হইল। ইহার জন্য স্বতন্ত্র পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইল।

(সং বৈঃতত্ত্বের ক্রীড়া কৌতুক বিভাগ)

চতুরঙ্গ।

১নং চতুরঙ্গ প্রশ্নের উত্তর সর্ব্বাগ্রে পাবনা (পাবনা) হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় প্রেরণ করায়, তিনিই উত্তর দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন এবং তিনিই ১নং চতুরঙ্গ প্রশ্নের জন্য নির্দ্ধারিত পুরস্কার পাইবেন। ১নং চতুরঙ্গ প্রশ্নের পুরস্কারের গ্রন্থের তালিকা—

(১) Morphys Games of chess.

(২) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পাঁচু ঠাকুর।

চতুরঙ্গ প্রশ্ন নং ২
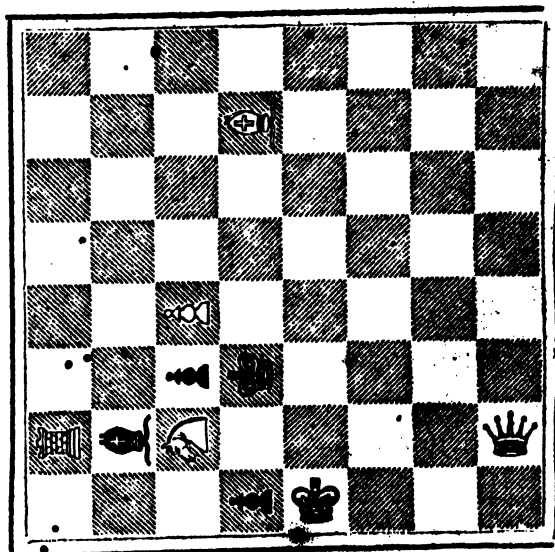
(কাল রাজাকে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প চাইলে মাত করিতে হইবে)। এই প্রশ্নের উত্তর আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

পাদ-পূরণ।

নিয়ম—১। যে সংখ্যায় যে প্রশ্ন বাহির হইবে, তাহার পর সংখ্যায় উত্তর প্রকাশিত হইবে। ২। পত্রিকা প্রকাশের এক পক্ষ পরে আর উত্তর গৃহীত হইবে না। ৩। যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনিই পুরস্কার পাইবেন। ৪। উত্তরদাতাগণ নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া না লিখিলে এবং বৈষয়িকতত্ত্বের নিয়মিত গ্রাহক না থাকিলে, বা নিয়মিত গ্রাহকের অনুরোধ-পত্র সহ উত্তর প্রেরণ না করিলে, তাঁহার উত্তর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও, পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না এবং তিনি পুরস্কার পাইবেন না। পুরস্কার— বৎসরে চারিটী মাত্র পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। প্রতি ছয় মাসে (৬ সংখ্যায়) দুই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। উত্তর দাতাগণ মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাদপূরণে উৎকৃষ্ট উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি প্রথম হইবেন এবং প্রথম পুরস্কার পাইবেন, যিনি দ্বিতীয় হইবেন, তিনি দ্বিতীয় পুরস্কার পাইবেন। ১ম পুরস্কার একটী রৌপ্য গিলটি করা এলামিং ঘটিকা যন্ত্র। ২য় পুরস্কার পাঁচ টাকা মূল্যের ইংরেজী বা বাঙ্গলা পুস্তক।

১। নং— "This is the deepest of our woes."

২ নং— "অদত্তাং দত্তবত্যপি"

৩ নং— "শ্বশুরে মুখের ঘাম মুছাইয়া দেয়।"

৪ নং— "বিন্দু বা বিসর্গ!"

৫ নং— "হাসিতে হাসিতে বালা কাঁদিয়া আকুল।"

—•••—

প্রহেলিকা।

(পাদপূরণ সংক্রান্ত নিয়ম দ্রষ্টব্য)

নং ১

জলেতে অনল জলে অনলেতে জল।
বল দেখি দেখেছ কি কেন কোন স্থল॥

নং ২

পদ নাই আছে গতি বহে রাজ্য দেশ।
ধরি না রাখিলে গতির নাহিক তার শেষ॥
অদৃশ্যেতে যায় সেই দৃশ্য কভু নয়।
মানুষে নয়ন মুদে যদি দেখা দেয়॥

—০:*:*:*:০—

রোমীয় কাব্যোদ্যানে ভ্রমণ।*

"Romános rerum dominos"

অর্থ— রোম্ তুমিই এ বিশ্ব রাজ্যের অধিপ!

"Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen aënis,
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ,
Omnia peruolitat late loca, jamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti."

অর্থ— তরল নির্ম্মল জলের তরঙ্গে যখন সূর্য্যের রশ্মি বা চন্দ্রের আভা প্রতিভাত হয়,

* Virgilius হইতে সংগৃহীত। অবিকল অনুবাদ সুপাঠ্য হইবে না জন্য ভাবার্থের অনুবাদ করা হইল।

তখন সে জ্যোতির প্রতিবিম্ব কত উর্দ্ধে শূন্য-মার্গে, কত অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদেই যাইয়া পড়িতে থাকে।

"O curas hominum! O quantum est in rebus ivane!"

অর্থ— অহো মানুষের অদৃষ্ট! মানুষের অবস্থার অভ্যন্তরে কি সর্ব্ব শূন্যময় অস্থিরতা বিরাজ করে!

"Nox erat, et placidum carpebant fessa soporem
Corpora per terras, sylvaeque et sæva quièrant
Acquora: cum medio volvuntur sidera lapsu,
Cumtacet omnis ager, pecudes, pictæque volucres,
Quæque lacus late liquidos, quæque aspera dumis
Rura tenent, somno positæ sub nocte silenti
Lenibant curas, et corda oblita laborum."

অর্থ— এখন গভীর রজনী ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মানুষ সকল বিশ্রাম লাভেচ্ছায় ব্যাকুল! সাগর, পর্ব্বত সকলেই নিস্তব্ধ! সমস্ত জগৎ নিঃশব্দ! কি গাভি, কি বিহঙ্গম, কি নির্ম্মল জলাশয়ের অধিবাসিরা সকলেই নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত! তাহাদের আর যন্ত্রণা-বোধের শক্তি নাই!

ইংরেজ কবি মিল্টন এক স্থানে বলিয়াছেন।—

"Now began
Night with her sullen wings to double-shade
The desert; fowls in their clay nests were couch'd,
And now wild beasts came forth, the woods to roam.'

রাত্রি আসিয়া এখন মরুভূমিকে অন্ধকারে আবরণ করিতে আরম্ভ করিল। জীব জন্তু স্ব স্ব নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নিশাচর জন্তুরা আসিয়া এখন সচ্ছন্দ হৃদয়ে বনে বনে বিচরণ করিতেছে।

একটী সংস্কৃত কবিতা।—

"ধ্বান্তৌঘঃ কবলী করোতি জগতীং নো ভান্তি সূর্য্যোপলাঃ। খদ্যোতাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি সততং সীদন্তি পদ্মোৎকরাঃ। যেতু ধ্বাক্ষভয়েন কোটর রহিনিযান্তিনো পেচকাস্তেহপ্যুচ্চৈ র্বিহরন্তি হা দিনমণে কুত্রত্বয়া প্রস্থিতং॥"

অর্থ—তিমিরে গ্রাসিল ধরা, সূর্য্যমণি দীপ্তি হারা,
খদ্যোতেরা নাচে সদা এবে।
কমল বিসন্ন মুখ, পেচকের স্ফীত বুক
ভীত যারা ছিল কাক বরে॥
এবে তারা গর্ব্বে ধায়, সবই এ হায় যায়
রবি এক তোমার অভাবে!

"Hic tomen hanc mecum poteras requiescere noctem
Fronde super virioli; sunt nobis mitia poma,
Castaneae molles, et pressi copia lactis:
Et jani summa procul villarum culmina fumant.
Majoresque cadunt altis de montibus umbrae."

অর্থ— অন্ততঃ এই রাত্রখানী তৃণ পত্রাদির উপর নির্ভর করিয়াই থাক। আমাদের আর কিছু থাকুক না থাকুক, নানা ফল মূল আছে, দধি, দুগ্ধ, মাখন আছে। ঐ দেখ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কুটীর গৃহ হইতে অল্প অল্প ধূম বাহির হইতেছে! পর্ব্বত-শেখর দীর্ঘ স্থায়ী অন্ধকারকে এক্ষণে অল্পে অল্পে উৎক্ষেপ করিয়া দিতেছে।

"O socii, neque enim ignari sumus ante malorum;
O pussi graviora, dabit Dens his quoque finem."

অর্থ— অহে প্রিয় সহচরগণ! আহা! তোমরা যথেষ্টই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ। ধর্ম্ম সত্বরই এ সকলের শেষ করিবেন।

"Jupiter ipse duas aequato examine lances
Sustinet,et fata imponit diversa duorum;
Quem damnet labor, et quo vergat pondere letum."

অর্থ— জোব স্বয়ং সমভাবে তুলা যন্ত্র ধরিয়া আছেন এবং উভয়ের অদৃষ্ট তুলা যন্ত্রে রাখিয়া দেখিতেছেন, কে বা জয় লাভ করিবে, কে বা অধঃপতনের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে!

কবি মিল্টন বলিয়াছেন।—

"Had not soon
Th' Eternal, to prevent such horrid fray,
Hung forth in heav'n His golden scales."

বৈষয়িকতত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসায় কৃষি বিজ্ঞান গার্হস্থ্য বিজ্ঞান
প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনোপযোগী নানাবিষয়ক
সচিত্র

সাময়িক পত্র।

১ম ভাগ] [১২শ সংখ্যা।

তাহিরপুর।

কৃষিকার্য্যালয় হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

"The sun of liberty is set; you must light up the candle of industry and economy." BENJAMIN FRALKLIN.

বৈষয়িক তত্ত্ব।

(সংবাদ পত্রের মত।)

বৈষয়িকতত্ত্বের উপকারিতা সম্বন্ধে—

"স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের উপায় কীর্ত্তন করাই এই মাসিক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুতরাং এক বিষয়ে এইপত্র বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন জিনিষ। বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কীয় প্রবন্ধ কয়েকটী সুপাঠ্য, প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক শিখা যায়"

(বঙ্গবাসী)

বৈষয়িকতত্ত্বের নমুনা দেখিয়া প্রতীতি হয় ইহা দ্বারা বঙ্গদেশ লাভবান হইবে। কল্পনা প্রিয় বাঙ্গালীর সম্মুখে বিশাল কার্য্য ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হইবে। বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রদর্শন এ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য"

(সঞ্জীবনী)

ইহার মধ্যে প্রায় সকলগুলিই সারগর্ভ ও সুপাঠ্য। এখানি যাহাতে দীর্ঘায়ু হয় বঙ্গবাসীর তদপক্ষে বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত"

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

The two numbers are well-written and deserve great credit. We can certify that the magazine will be a success if regularly conducted and service hunters will do a great good to themselves and to their country if they read it. (The Indian Opinion)

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এবং বৈষয়িকতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য অনুভব করিয়া আমরা এই পত্রিকার আবির্ভাব দর্শনে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম"।

(এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ)

বৈষয়িকতত্ত্ব লিখনপ্রণালি সম্বন্ধে—

লেখা আগা গোড়া বেশ পরিষ্কার। শব্দের আড়ম্বর নাই ভাবের জটিলতা নাই। (সাধারণী)

"বৈষয়িকতত্ত্ব—এই মাসিক পুস্তকখানির ছয়খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কৃষি শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকটন করিয়া দেশীয়গণকে বৈষয়িক ব্যাপারে প্রবৃত্তিমান ও দক্ষ করা এতৎ প্রচারের মুখ্যোদ্দেশ্য। এপর্য্যন্ত ইহাতে সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল ভাষায় যে সকল সারগর্ভ প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ভূয়সী সম্ভাবনাই আছে। পত্রখানিকে সমুৎসাহিত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তাহিরপুরনিবাসী * * * বিশেষ অর্থানুকূল্য করিয়া যে কৃষি ও শিল্প জীবীদিগের মধ্যে ইহা বিতরণ করিতেছেন, নিতান্তই প্রশংসার বিষয়। অন্যান্য ধনকুবেরগণ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসারী হন, দেশের অনেক উপকার হইতে পারে। বৈষয়িকতত্ত্বের দীর্ঘজীবন একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

(ঢাকাপ্রকাশ)

বৈষয়িকতত্ত্বের সুলভমূল্য সম্বন্ধে—

ইহার দুই রূপ মুদ্রণ বা সংস্করণ থাকিবে। সুলভের মূল্য ডাক মাশুল সমেত আড়াই টাকা। অন্য সংস্করণ পাঁচ টাকা। ইহাতে প্রতিমাসে চৌকা বড় পেজি ৪০ পৃষ্ঠা থাকিবে। এমন জিনিষ আড়াই টাকায় বাস্তবিকই সুলভ বলিতে হইবে।

(সাধারণী)

ইহার কলেবর বৃহৎ। এরূপ বৃহদায়তনের মাসিক পত্র এখন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" (রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ)

বৈষয়িকতত্ত্বের প্রথম দ্বাদশ সংখ্যায় যে এক ভাগ সম্পূর্ণ হইল তাহাতে ক্রোড়পত্র ছবি মানচিত্র ও অতিরিক্ত সংখ্যাদি সহিত চৌকা বড় পেজি পাঁচ শত পৃষ্ঠার ও অধিক (অর্থাৎ এদেশের সাধারণ মাসিক পত্রিকার ডিমাই আকারে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠা পরিমাণ স্থানে, অতি সরল ভাষায়লিখিত সহজে অর্থ উপার্জ্জন ও গৃহকার্য্য সম্পাদনোপযুক্ত নানাবিধ শিল্প, লাভকর কৃষি, বাণিজ্য ব্যবসায়, বিজ্ঞান, গার্হস্থ-বিজ্ঞান চিকিৎসা এবং সাধারণের পাঠোপযোগী রাজনীতি, সমাজনীতি, ক্রীড়া কৌতুক প্রহেলিকা প্রশ্ন প্রভৃতি নানা হিতকর অথচ সুখ পাঠ্য বিষয় এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হইতে সুন্দর সুন্দর সারগর্ভ প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ সংখ্যার এক খণ্ড সম্পূর্ণ একত্রে বাঁধাইকরা ৫৲ টাকা অর্দ্ধমূল্য সংস্করণ ২।।০ টাকা ১ম খণ্ড সম্পূর্ণ যাহাদের প্রয়োজন হইবে পোষ্ট কার্ডে নাম ঠিকানা লিখিলে V. P. পোষ্টে পাঠান যাইবে। ভ্যালুপেবেলের কি অতিরিক্ত দিতে হইবে না। শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ রায়।

বৈষয়িকতত্ত্ব প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হইতে সম্ভবের অতিরিক্ত অতিশয় বিলম্ব হওয়ায় এবং নিয়মিত রূপে এরূপ বৃহদায়তনের বৈজ্ঞানিক পত্র প্রতিমাসে প্রকাশ করা কঠিন এজন্য বর্ত্তমান বর্ষ হইতে ত্রৈমাসিক নিয়মে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রতি সংখ্যায় পূর্ব্ব তিন মাসের স্থূল রূপে সমস্ত সভ্য জগতের এবং বিশেষ রূপে বাঙ্গালা দেশের যাবতীয় প্রধান ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ, বৈষয়িক ব্যাপার সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও নূতন নূতন প্রস্তাব বাঙ্গালার সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং অতীত তিন মাস মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তৎ সমস্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। ফলতঃ এদেশের বিষয়ী লোকের সময়াভাব এবং দরিদ্রের অর্থাভাব জন্য সকল পুস্তক পত্রিকাদি দেখিবার উপায় না থাকায়, সাধারণের সুবিধার্থে, হিতকর অর্থকর এবং প্রয়োজনীয় নানা তত্ত্ব নানা স্থান হইতে, প্রকাশকগণের বিপুল পরিশ্রমে, সংগৃহীত ও একত্রীভূত হইয়া ইহাতে সন্নিবেশিত থাকিবে। ত্রৈমাসিক বৈষয়িকতত্ত্বের মূল্য ৷৷০ আনা।

বৈষয়িক তত্ত্ব।

রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যজ্ঞান প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ক মাসিক পত্র।

১ম ভাগ। } তাহিরপুর,—কৃষি-কার্য্যালয়। { ১২শ সংখ্যা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। এই পত্রিকার আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে সুরুচি ও সুনীতির সীমার অন্তর্বর্ত্তি থাকিয়া যে কেহ য কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে, সাদরে তাঁহাদের প্রেরিত প্রবন্ধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং পাঠক ও লেখকগণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন জন্য আমাদের নিজমতের অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ প্রস্তাবই পত্রস্থ করা হয়। এই কারণে পত্রিকার সন্নিবিষ্ট সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ীত্ব স্বীকার করিনা।

২। দরিদ্র বঙ্গের পার্থিব সুখ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণ মধ্যে বহুল রূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করাই বৈষয়িকতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। এই কারণে অন্য কোন পত্রিকার ন্যায় বৈষয়িক তত্ত্বের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি অন্য সহযোগী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হওনের পক্ষে আমরা নিবারণ সূচক কোন নিয়ম করি নাই, বরং এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি মধ্যে যদি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে এবং তাহা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগীগণ সাধারণের হিতার্থে উদ্ধৃত করিয়া নিজ পত্রিকায় প্রকাশে ইচ্ছুক হয়েন, তবে তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইবে জানিয়া আমরা অধিক সন্তোষ লাভ করিব ও বাধিত হইব।

শিল্প ও কৃষি ও বিজ্ঞান।

লবণ। (১)

লবণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ; প্রয়োজন কেবল স্বাদের জন্য নহে, ইহা আমাদের শরীর ধারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশু পক্ষ্যাদি জীবগণ এবং উদ্ভিদগণের জীবন ধারণের জন্যও ইহার বিশেষ আবশ্যক (২)। শিল্পাদি কার্য্যে প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হইয়া

(১) কলিকাতা এসিয়াটিক মিউজিয়মের ইকনোমিক খনিজোৎপন্ন সংগ্রহ বিভাগের ৫ নম্বর সাধারণ গাইড্ বুক এবং মেঃ ডেক্সটার প্রণীত কত "খনিজ ও ধাতু" নামক এতদুভয় পুস্তকের অনেক সাহায্যে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

(২) উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতে লবণ প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ্‌ভোজী পশ্বাদিরা উদ্ভিদ্‌-শরীরস্থিত লবণ পাইয়া থাকে। পশ্বাদির মাংসাদিতে যে লবণ থাকে, তাহা অপর আম মাংসাদি-ভোজী পশ্বাদিরা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা যদি সকল প্রকার কাঁচা উদ্ভিজ্জ, এবং আম মাংসাদি ভক্ষণ করিতাম, তাহা হইলে ভিন্ন ভাবে আমাদের লবণ গ্রহণে আবশ্যক থাকিত না। আমরা ঐরূপ করিব না বলিয়াই, প্রকৃতি ভিন্ন ভাবে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচুর লবণ প্রাপ্তির উপায় করিয়াছেন।

থাকে। অতএব কোথায় কোথায় প্রচুর লবণ পাওয়া যায়, ইহার ব্যবহারাদি ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে বোধ হয়, পাঠকের অপ্রীতিকর হইবে না।

বাণিজ্যোপযোগী প্রচুর লবণ প্রধানতঃ দুই প্রকার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১মা সমুদ্র, লবণ-উৎস, (Brine spring) লবণ হ্রদ, (Salt Lake) এবং লবণ কূপাদির জলের সহিত। পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরাদির তীরবর্ত্তী অনেক স্থানে সূর্য্য কিরণ ও অগ্ন্যুত্তাপে সাগরাদির বারি শুষ্ক করিয়া প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হইত। প্রথম প্রকার উপায়ে প্রাপ্ত লবণকে পাঙ্গা ও শেষোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত লবণকে করকচ্ বলা হইত। কয়েক বৎসর হইল, ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাঁহাদের স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতি সাধন জন্য ঐ সকল স্থানের লবণ প্রস্তুত কার্য্য আইন দ্বারা রহিত করিয়াছেন। ইহাতে ঐ সকল স্থানের জমিদারদিগের এবং সাধারণ লোকের বিস্তর ক্ষতি ও ক্লেশ হইয়াছে। সমুদ্রাদির তীরবর্ত্তী পৃথিবীর নানা স্থানে সমুদ্রাদির সলবণ জল উত্তোলন করতঃ সূর্য্য কিরণ কিম্বা অগ্ন্যুত্তাপে বাষ্পীভূত করিয়া প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রায়শঃ সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। আমেরিকার কোন কোন স্থানে, ইংলণ্ডে চেসায়ার এবং উরসেষ্টার নামক স্থানদ্বয়ে অনেক লবণ উৎস আছে। চেসায়ার এবং উরসেষ্টারে ১৭৩ ফিট ভূগর্ভ খনন করিয়া কৃত্রিম উপায়েও অনেক উৎস বাহির করা হইয়া থাকে। ১৭৩ ফিট ভূনিম্নে সলবণ জল এরূপ প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে যে, খনন কার্য্য শেষ হইলেই উহা সমতল ক্ষেত্র পর্য্যন্ত উৎসেচিত (উথলিয়া) হইয়া উঠে। উৎস জল প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করিলেও, হ্রাস বা গুণের কোন ব্যতিক্রম শীঘ্র ঘটে না। ঐ সকল উৎস জলে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ লবণ থাকে। উৎস-জলকে অগ্ন্যুত্তাপে বাষ্পীভূত করিয়া শুষ্ক করিতে কুড়ি ফিট চতুষ্কোণ দশ বা বার ইঞ্চ গভীর লৌহ নির্ম্মিত কটাহ সকল ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের বিস্তৃত বহির্ব্বাণিজ্য এবং শিল্পাদি কার্য্য ও স্বদেশের ব্যবহারাদির জন্য যে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশ ঐ সকল লবণ উৎস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পৃথিবীর নানা স্থানে ছোট বড় অনেক লবণ হ্রদ আছে। ভারতবর্ষে রাজপুতনায় অনেকগুলি অগভীর লবণ হ্রদ আছে। তন্মধ্যে সম্বর সর্ব্ব প্রধান, তন্নিম্নে দিদিওয়ানা। সম্বর দশ ক্রোশ দীর্ঘ এবং আড়াই ক্রোশ প্রস্থ। বর্ষা শেষে ইহাতে তিন ফিটের অধিক কোথাও জল হয় না। বর্ষা শেষে ক্রমে অনেক জল মারিয়া আসিলে, হ্রদের স্থানে স্থানে ঘাস এবং কর্দ্দমদ্বারা আইল দেওয়া হয়, অর্থাৎ হ্রদের জলকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করিলে হ্রদের জল সূর্য্যকিরণে শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত হইয়া শুষ্ক হইতে থাকে। জল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে হ্রদ তলে দুই ইঞ্চ বা ততোধিক পুরু লবণ সঞ্চিত হয়। তৎপরে উত্তোলনাদি করিয়া ইহার বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সম্বর হ্রদে লবণ প্রস্তুত করিতে ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ খরচ পড়িয়া থাকে। ১৮৭৮—৭৯ খৃঃঅব্দে প্রতি এক শত মণে এক টাকা পনর আনা এবং ১৮৮১-৮২ খৃঃঅব্দে প্রতি এক শত মণে ৮৸৹ আট টাকা তের আনা খরচ পড়িয়াছিল। শেষোক্ত অব্দের মত অতিরিক্ত খরচ কখন পড়ে নাই। ১৮৮২-৮৩ খৃঃঅব্দে সম্বর হ্রদ হইতে ৪৫, ৪০,০০০ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ লবণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

দিদিওয়ানা দুই ক্রোশ দীর্ঘ, তিন পোয়া ক্রোশ প্রস্থ। বর্ষাশেষে ইহাতে এক ফুট বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জল থাকে। গ্রীষ্মকাল পড়িবার কিছু পরেই উহা সম্পূর্ণ রূপে শুষ্ক হইয়া যায় এবং সম্বর হইতে ইহাতে বিভিন্ন উপায়ে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হ্রদে জল থাকিতেই হ্রদের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি পনর ফিট গভীর কূপ খনন করা হয়। ঐ সকল কূপে যে লবণ জল পূর্ণ হইয়া যায়, তাহাই উত্তোলন পূর্ব্বক কুড়ি গজ চতুষ্কোণ এবং চটাল (Shallow) মৃণ্ময় পাত্রে বাষ্পীভূত করিয়া জল শুষ্ক করিতে হয়। কিন্তু সূর্য্য-কিরণে কিম্বা অগ্ন্যুত্তাপে বাষ্পীভূত করিতে হয়, সে কথা পূর্ব্বোক্ত সা-

ইডবুক লেখক ম্যালেট সাহেব কিছু বলেন নাই। ১৮৮২-৮৩ খৃঃ অব্দে পদিদিওয়ানা হ্রদ হইতে দুই লক্ষ নব্বই হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

গুরগাঁও জেলাতে, এবং ভরতপুরে লবণ-কূপ হইতে কিছু লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যোধপুরে পাঁচভদ্র নামক স্থানে একটী পুরাতন মরা নদীর তলে দীর্ঘাকার খানা (Oblong pit) কাটিয়া দুই বৎসর রাখিয়া দিলে, তাহাতে প্রচুর লবণ সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই লবণকে দানাদার করিবার জন্য গোরাল্গী নামক এক প্রকার সকণ্টক গাছ খানা মধ্যে নিমজ্জিত করিতে হয়। এই উপায়ে উক্ত স্থান হইতে ১৮৮২—৮৩ খৃঃ অব্দে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল।

২য়। খনি, এবং পাহাড়াদিতে প্রস্তর বা চাঙ্গড়াকারে লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডে নর্থউইচ নামক স্থানে লবণের খনি আছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মেঃ ডেক্সটার তাঁহার "খনিজ এবং ধাতু" নামক পুস্তকে ঐ খনি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এস্থলে লিখিত হইল। "৪৫ হইতে ৫০ গজ ভূমিয়ে ইহার প্রথম স্তর। উপরের ঐ ৪৫ বা ৫০ গজ মৃত্তিকা; এক প্রকার কঠিন বালুকা (Gravel); চলনশীল বালুকা (Quick sand); মার্ল (ইহা এক প্রকার মৃত্তিকা বিশেষ, কৃষি কার্য্যে সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে); এবং জীপ্সম্ (ইহা হইতে পারিস প্লাষ্টার প্রস্তুত হইয়া থাকে) ইত্যাদি বস্তুতে পরিপূর্ণ। প্রথম স্তরের লবণ ২৫ গজ ঘন; এবং নিকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ইহার নিম্নে দশ গজ কঠিন নীলাভ কটাসে বর্ণের মৃত্তিকাতে (ঐ দুই প্রকার মৃত্তিকা দ্বারা উত্তম মাটীর বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে) পরিপূর্ণ। তন্নিম্নে ইহার দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরও পঁচিশ গজ ঘন, কিন্তু এই স্তরের অধিকাংশ লবণই অতি অপরিষ্কার, কেবল তলদেশের পাঁচ গজ স্থানের লবণ কিঞ্চিৎ ভাল। ষ্টাফোর্ড, সায়ারের পাথুরিয়া কয়লার খনন প্রণালীতে এই লবণ খনির খনন কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ অক্ষত রাখিবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা অপেক্ষা বৃহদাকারের লবণ স্তর সকল পরিত্যক্ত রাখিতে হয়। ঐ সকল খনিতে দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়না এবং খনন কার্য্য অতি সহজ।"

পোলাণ্ড এবং হঙ্গারিতে বিস্তৃত ভাবের লবণ খনি বা আকর আছে। পোলাণ্ডে ক্রাকো নামক স্থানে ছয় শত ফিট ভূগর্ভ নিম্ন হইতে পর্য্যাপ্ত লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে। এই স্থানের খনি সকলের মধ্যে খনন করিয়া প্রশস্ত পথ, শিল্প চাতুর্য্যবিশিষ্ট গির্জ্জা এবং গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ সকল গির্জ্জা প্রভৃতিতে অধিক সংখ্যক আলোক দিলে নয়ন প্রীতিকর অতি মনোহর দৃশ্য দেখায়। ঐ সকল গৃহাদিতে অনেকে আজীবন বাস করিয়া থাকে, কোন কষ্ট হয় না এবং খনি মধ্যে অতি পরিষ্কৃত চোয়ান জল সদা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২৫১ বার শত একান্ন খৃঃঅব্দে ঐ খনির খনন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এখন ইহাতে যে পরিমাণ লবণ আছে, হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া উহা হইতে সমস্ত পৃথিবীতে সরবরাহ হইতে পারিবে।

পঞ্জাবে অনেকগুলি লবণ-খনি আছে। পূর্ব্বোক্ত গাইডবুক পাঠে জানা যায় যে, ১৮৮২-৮৩ খৃঃঅব্দে নিম্ন লিখিত খনি সকল হইতে নিম্ন লিখিত পরিমাণ অনুযায়ী লবণ উত্তোলিত হইয়াছিল। সল্টরেঞ্জ মাইন্স হইতে যোল লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ, কোহাট মাইন্স হইতে চারি লক্ষ ষোল হাজার মণ এবং মান্দিমাইন্স হইতে এক লক্ষ মণ উত্থিত হইয়াছিল। ঐ সকল খনি হইতে লবণ উত্তোলন করিতে গত কয়েক বৎসরে প্রতি এক শত মণে দুই টাকা চৌদ্দ আনা খরচ পড়িতেছে। সল্টরেঞ্জ মাইন্স মধ্যে মার্ল এবং জীপ্সম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (সম্প্রতি কলিকাতা আর্টস্কুলে ঐ জীপ্সম আনিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে ঐ সকল জীপ্সম হইতে অতি উৎকৃষ্ট পারিস প্লাষ্টার প্রস্তুত হইয়াছে।)

স্পেন দেশে ভূপৃষ্ঠে তিন চারি শত ফিট উচ্চ লবণের পাহাড় আছে। বাবেরিয়া সালজবর্গ, হঙ্গারি, পোলাণ্ড, ওয়ালাসিয়া, টাইরল, ট্রানসেল ভেনিয়া, গ্যালেসিয়া, অপার সিলিসিয়া, সুইটজারলাণ্ড, পারস্য, চীন, এসিয়া-

এটিক রুশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশাদিতে ছোট বড় অনেক পাথুরিয়া লবণের পাহাড় বা ঢিবি আছে।

বঙ্গদেশে যে সকল চাঙ্গড়াকারের লবণ আসিয়া থাকে, ঐ সকল কোন প্রকারে পরিষ্কৃত করা নহে, খনি প্রভৃতি হইতে উত্তোলনাদি হইয়া সেই অবস্থাতেই এদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ সকল লবণের সহিত মৃত্তিকাদি অনেক মলিন পদার্থ রহিয়া যায়। আমাদের দেশের লোকে ঐ সকল প্রকার মলিন লবণ অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান করিয়া হবিষ্যাদির সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। বিশেষত নবদ্বীপ, কাটোয়া, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের লোকেরা নিত্য ভোজন করেন। বঙ্গদেশে যে চূর্ণ লিভারপুলি লবণ আমদানি হইয়া থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত। ইউরোপীয়দিগের জন্য অধিকাংশ লবণ বারম্বার পরিষ্কৃত করিয়া অতি শুভ্র দানাদার প্রভৃতির আকারে পরিণত করা হইয়া থাকে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, গত কলিকাতা মহামেলার ইংলিস-কোর্টে একটী সুন্দর গ্লাস কেস মধ্যে কত প্রকার স্ফটিকাকৃত শুভ্র লবণ দেখান হইয়াছিল।

লবণের ব্যবহার সকল।—১। বহুবিধ প্রকার রন্ধন অরন্ধন আহারীয় পদার্থকে স্বাদু করিবার, অথবা আমাদের জীবন ধারণ জন্য প্রধানতম রূপে, অত্যধিক পরিমাণে লবণের ব্যবহার হইয়া থাকে।

২। গৃহ-পালিত পশ্বাদিরা অতি লবণপ্রিয়, বিশেষতঃ অশ্বেরা। অনেক দুরন্ত পশুদিগকে কিছু দিন, কিছু পরিমাণে লবণ খাইতে দিয়া বশম্বাপন্ন করা যাইতে পারে। গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুরা খাদ্যের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ পাইলে, কিম্বা লবণ সারযুক্ত ক্ষেত্রের তৃণাদি পাইলে অতি সুরুচিতে ভক্ষণ করে। গাভীকে লবণ খাইতে দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়।

৩। ইউরোপাদি ভূভাগে কৃষি কার্য্যে প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যে লবণ প্রদত্ত হয় না; কিন্তু দিতে পারিলে প্রভূত ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ইংলণ্ডে লবণ, চূণ এবং মৃত্তিকার মিশ্রণে এক প্রকার উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে উহা কি প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে এবং ঐ সার ও লবণ কি পরিমাণে কোন্ কোন্ শস্যক্ষেত্রে প্রদত্ত হইলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। সমুদ্রাদির তীরবর্ত্তী উদ্ভিদগণকে (অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিদ স্বভাবতঃ সমুদ্রাদির তীরে জন্মে এবং বর্দ্ধিত হয়) সমুদ্রাদি হইতে দুরবর্ত্তী স্থান সমূহে লইয়া রোপণ বা চাস করিতে হইলে, লবণ সারের বিশেষ আবশ্যক। ক্ষেত্রাদিতে কোন কোন কীট লাগিলে লবণ ছড়াইয়া মারিয়া ফেলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যে লবণ ব্যবহার হইবার প্রধানতম প্রতিবন্ধক উহার দুর্ম্মূল্যতা। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ না করিলে তিন টাকা মণ লবণ খরিদ করিয়া এ দেশীয় কৃষকেরা কখনই ক্ষেত্রাদিতে লবণ দিতে পারিবে না।

৪। লবণের পচন নিবারণের শক্তি আছে। এই জন্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য মৎস্য, মাংস, মাখন, পনীর, ফল, মূল প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে লবণাবৃত এবং অপর কতকগুলিকে লবণ সিক্ত করিয়া অনেক দিন রক্ষা করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গোয়ালন্দ, সাঁড়া, দামুকদিয়া, বোয়ালিয়া প্রভৃতি পদ্মাতীরবর্ত্তী অনেক স্থানে ইলিস মৎস্য লোণা করিয়া বঙ্গ দেশের নানা স্থানে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্যান্য মৎস্য আমাদের দেশে লোণা করিয়া বাণিজ্য হয় না। ইহার কারণ বোধ হয় অন্যান্য মৎস্যে ইলিস অপেক্ষা তৈলের ভাগ অল্প এবং জলের ভাগ অধিক। অন্যান্য মৎস্য (বড় হইলে ইলিসের মত কর্ত্তিত করিয়া এবং ছোট হইলে অক্ষত রাখিয়া) সকলের গাত্রে অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক পরিমাণে লবণ মাখাইয়া পাঁচ ছয় মাস একত্রে রাশি করিয়া রাখিয়া দিলে, লবণের জল আকর্ষণী শক্তিদ্বারা যখন মৎস্যগুলি হইতে লবণ-জল গড়াইতে থাকিবে, তখন তলদেশে ছিদ্রযুক্ত বড় পিপায় (যাহাতে আট দশ মণ মৎস্য ধরিতে পারে) ভরিয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে

ক্রমিক দশ পনর দিবস চাপ দিলে, মৎস্যগুলি হইতে অনেক সলবণ জলাদি বাহির হইয়া যাইবে (৩)। উহার পর পিপা হইতে মৎস্যগুলিকে বাহির করিয়া বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, এমত ভাবে কোন পাত্র মধ্যে রাখিয়া দিলে, অনেক দিন ঐ গুলি ভাল অবস্থায় থাকিতে পারে। মৃত্তিকার জালাও সছিদ্র, এ জন্য উহাতে মৎস্য রাখিতে হইলে উহার গাত্রে পিচ মাখাইয়া দেওয়া এবং জালা ভিজা কিম্বা তন্মধ্যে সজল বায়ু থাকিতে না পারে, তজ্জন্য অগ্রে উত্তম রূপে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া উচিত। উক্ত উপায়ে মৎস্য লোণা করিয়া অল্প দিবসের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিলে, আবদ্ধ পাত্রে না রাখিলেও চলিতে পারে। ভারতের যে সকল স্থানে মাখন, ছানা, ফল, মূলাদি প্রচুর বা সুলভ, সেই সকল স্থান হইতে ঐ সকল বস্তু লবণাবৃত করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি যে সকল স্থানে ঐ সকল বস্তু অপ্রচুর বা মহার্ঘ তথায় আনিয়া বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের মূল্যে লবণ খরিদ করিয়া ঐ সকল কার্য্য হইতে পারে না।

আহারীয় লবণের উপাদান ক্লোরিণ এবং সোডিয়ম। এই জন্য উহার আর একটী নাম ক্লোরাইড অব সোডিয়ম্। ক্লোরিণ ক্ষয়কারী, ভারী এবং সবুজ বর্ণাভ গ্যাস্। সোডিয়ম শ্বেত রৌপ্য-সদৃশ ধাতু। কোন পাত্রে লবণ রাখিয়া তাহাতে আবশ্যক মত পরিমাণে গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, লবণ ও গন্ধক-দ্রাবক বিশ্লিষ্ট (Decomposed) হইয়া লবণ স্থিত ক্লোরিণ এবং গন্ধক দ্রাবক স্থিত হাইড্রোজেন বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়, পাত্র মধ্যে যাহা থাকে তাহাই অপরিষ্কৃত সল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা। গ্লবার সাহেব লবণ হইতে সল্‌ফেট অব সোডা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন বলিয়া উহা গ্লবারস্ সল্ট নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উক্ত অপরিষ্কৃত সল্‌ফেট্‌ অব সোডা বা গ্লবারস্ সল্টকে পরিষ্কৃত বা কার্ব্বোনেট, বাই কার্ব্বোনেট এবং কষ্টিক সোডাদিতে পরিণত করা হইয়া থাকে। সোডাগুলি প্রধানতঃ নানা প্রকার সাবান ও কাচ প্রস্তুতের জন্যই অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন কোন চীনে এবং প্রস্তরাদির বাসনাদিতে চাকচিক্য (Glaze, or enamel) সম্পাদন, বস্ত্রাদি রঞ্জিত করণ ও অন্যান্য শিল্পাদি কার্য্যেও অনেক সোডার আবশ্যক হইয়া থাকে। ঔষধার্থেও নানা প্রকারে সোডা ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডে সুলভে গন্ধক দ্রাবক এবং লবণ হইতে সোডা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার হওয়া অবধি ইংলণ্ডে শিল্প বাণিজ্যের অসামান্য উন্নতি হইয়াছে।

সল্‌ফেট্‌ অব্‌ সোডা প্রস্তুত করিবার সময় যে ক্লোরিণ এবং হাইড্রোজেন বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাকে চোঙ্গার সাহায্যে জল পূরিত আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চার করিয়া জল বহিষ্করণ পূর্ব্বক তাপ বা গুরুতর চাপ প্রয়োগ করিয়া তরলীকৃত করিলে লবণ দ্রাবক প্রস্তুত হয়। লবণ-দ্রাবকে সম

---

(৩) উক্ত উপায়ে এক সময়ে ইংলণ্ডে হেরিঙ্গ, পিলকার্ড, সালমন প্রভৃতি মৎস্য রক্ষিত হইত। ঐ রূপে এক হন্দর (আশী সিক্কার ওজনে ১/৩॥ সের) মৎস্য লবণাক্ত করিতে অনুমান এক মণ লবণ আবশ্যক। উক্ত সলবণ মৎস্য-রস কৃষকদিগের নিকট সাদরে বিক্রীত হইতে পারে, কারণ উক্ত পদার্থের সার উদ্ভিদগণের পক্ষে বড় উপকারী। এখন ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশাদিতে শুষ্ক বায়ু জমান যন্ত্রাদির দ্বারা, মৎস্য, মাংস, ফল, মূলাদি রক্ষিত হইয়া থাকে। "The Haslam Foundry & Engineering Co. Lim. Derby, England." এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে শুষ্ক বায়ু জমান যন্ত্র (Dry Air Freezing Machine) প্রভৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যাইতে পারে। ইউরোপাদি ভূভাগে সমুদ্রাদির তীরবর্ত্তী অনেক স্থানে সার্ডিন প্রভৃতি মৎস্য ভর্জ্জিত করতঃ, জলপাই তৈল, (oliveor sweet oil) এবং বায়ু রোধক টীন বাক্স মধ্যে রক্ষিত করিয়া দেশ দেশান্তরে, এমন কি আমাদের এই বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ইউরোপাদি ভূভাগে মৎস্যাদি লোণা করা প্রথা লোপ হয় এখনও কোন কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পরিমাণ ক্লোরিণ এবং হাইড্রোজেন থাকে। লবণ দ্রাবক অনেক প্রকার ধাতু প্রভৃতি পদার্থ দ্রব করিতে পারে বলিয়া রসায়ন এবং শিল্পাদি কার্য্যে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। লবণ দ্রাবক আবশ্যক মত ভাগে যবক্ষার দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হইলে, নাইট্রো মিউরেটিক বা অ্যাকোয়া রিজিয়া (দ্রাবকরাজ) নামক অতি উগ্র অ্যাসিড্ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য অ্যাসিডে অদ্রবনীয় স্বর্ণ প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতু সকলও ইহাতে দ্রব হইয়া যায়। রাসায়নিকেরা যখন জানিতেন না যে, ক্লোরিণ হইতে একটী অত্যাবশ্যকীয় দ্রাবক পাওয়া যায়, তখন সোডা প্রস্তুত কালীন মনুষ্য শরীরের অপকারী ঐ ক্লোরিণ বাষ্পকে অতি উচ্চ চিম্নি দ্বারা আকাশ বায়ুর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইত।

লবণ দ্রাবক হইতে হাইড্রোজেন বিচ্যুত করিয়া বিশুদ্ধ ক্লোরিণ বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্লোরিণ বাষ্পের একটী চমৎকার গুণ এই যে, সকল প্রকার উদ্ভিদ্ এবং জান্তব বর্ণ বিনাশ করিতে পারে। এই জন্য কাগজ প্রস্তুতোপযোগী নানা প্রকার বর্ণবিশিষ্ট অপ্রস্তুত উপাদান (rand materials) গুলিকে কুট্টিত বা চূর্ণীকৃত করিয়া কোন আবদ্ধ পাত্র মধ্যে স্থাপিত করিয়া তন্মধ্যে ক্লোরিণ বাষ্প প্রবাহিত করতঃ কিয়ৎকাল পরে ধৌত করিলে, ঐ গুলি সম্পূর্ণ শ্বেত বর্ণে পরিণত হয়। বস্ত্রাদি ধৌত কার্য্যেও বিলাতে ক্লোরিণ বাষ্পের ব্যবহার হইয়া থাকে। অনেক প্রকার ধাতুর ক্লোরাইড বা লবণ প্রস্তুত জন্য উক্ত বাষ্পের আবশ্যক হয়। যথা,—পোটাসিয়ম্ ক্লোরেট এবং ক্লোরাইড অব লাইম্ (Bleaching powder) ইত্যাদি। নানা প্রকার বাজী, নানা বর্ণের আলোক, বিলাতী দেশলাই এবং ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য প্রচুর পোটাসিয়ম্ ক্লোরেটের আবশ্যক হয়। বস্ত্রাদি ধৌত করিতে প্রচুর ব্লিচিং পাউডার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরও অনেক প্রকার কার্য্যে উক্ত বাষ্পের ব্যবহার হইয়া থাকে। ক্লোরিণ বাষ্প মানব শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। এই জন্য সাবধানে আবদ্ধ পাত্রাদিতে উহার ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মোটা মুটী মাটীর বা পাথরের বাসনাদিকে (যথা যে সকল দোকানে কালী সমেত দুই পয়সায় বিক্রীত হয়, জুতার তরল কালী, লিখিবার কালী, ভিনিগার, পালিস প্রভৃতি রাখিবার বোতল, ষ্টোনজার, ড্রেণ পাইপ, তাড়িৎ কোষ (Battery shell) ইত্যাদি চাক্‌চিক্য করিবার জন্য লবণ ব্যবহৃত হয়। উক্ত কার্য্য এই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে;—চুল্লীমধ্যে বাসনগুলি সম্পূর্ণ দগ্ধ হইবার কিছু পূর্ব্বে, চুল্লীমধ্যে, অর্থাৎ বাসন গুলির মধ্যে আবশ্যক মত লবণ প্রক্ষেপ করিয়া বায়ু প্রবাহ জনন যন্ত্রে দম দেওয়া হয়। ইহাতে লবণ গুলি শীঘ্রই বাষ্পাকার ধারণ করে এবং লবণ-স্থিত সোডা বাষ্প বাসনগুলির উপরে প্রত্যেক অংশে সংলগ্ন হইয়া কাচবৎ চাক্‌চিক্য উৎপন্ন করে। ক্লোরিণ বাষ্প বাসন গুলির লৌহ-কণা গ্রহণ পূর্ব্বক চুল্লী হইতে বাহির হইয়া যায়। এই প্রকারে উৎপন্ন চাকচিক্যের উপর কোন প্রকার অ্যাসিড্ ক্রিয়া দর্শাইতে পারে না, অর্থাৎ কোন প্রকার অম্লদ্বারা চাক্‌চিক্য বা এনামেল বিনষ্ট হইয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

---

(৪) যাঁহারা রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা লবণ হইতে সোডা, লবণ দ্রাবক, ক্লোরিণ বাষ্প, পোটাসিক ক্লোরেট এবং ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থাদি প্রস্তুত প্রণালী অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে, নিম্নলিখিত রসায়ন পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করা উচিত। ইহাতে যে কেবল উক্ত বিষয়গুলির তথ্য জানিতে পারা যাইবে এমত নহে; রসায়ন এবং শিল্প সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। পুস্তকগুলির নাম:— "Nre's Dictionary of Chemistry." "Portir's American Celition of Gray's Cperative Chemisty" A Manval of Chemistry by A O'shagnessy" "Lard ner's by clopaidia". যাঁহারা কালেজে কিম্বা স্বাবলম্বনে রসায়ন বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি উক্ত পুস্তকাদি না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল হইতে অনেক আবশ্যকীয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

বঙ্গদেশে লবণের ব্যবসায়।—লবণ বোঝাই জাহাজ কলিকাতা বন্দরে পৌঁছিলে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উহার বিক্রয় ভার গ্রহণ করেন। এই বিনিময় কার্য্য পরমিটে (Custom House) সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহার লবণ ক্রয় করিবার আবশ্যক হয়, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক ও লবণের বাজার দরে মূল্য সমেত সমস্ত টাকা পরমিটে দাখিল করিতে হয়। তথা হইতে একখানি ছাপ ছাড় প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহার পর লোক নৌকা সমেত নির্দ্দিষ্ট জাহাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জাহাজাধ্যক্ষকে উক্ত ছাড় প্রদর্শন করিলে তিনি তদনুযায়ী লবণ মাপিয়া দিতে আদেশ করেন। যে সকল জাহাজ শীঘ্র খুলিয়া যাইবে, বা যে সকল জাহাজের লবণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রয় শেষ হইল না, সেই সকল জাহাজের লবণ গবর্ণমেণ্টের সালখিয়ার লবণ গোলায় চালিয়া যাইতে হয়। এখান হইতেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে লবণের বিনিময় ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। একটু প্রভেদ এই, জাহাজাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তে গুদামাধ্যক্ষের নিকট ছাড় উপস্থিত করিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। লবণের বিনিময় কার্য্য সাধন করিবার জন্য অনেক দালাল আছে। ইহারা লবণের নমুনা লইয়া মহাজন ও আড়তদারদিগের গদিতে গদিতে ভ্রমণ পূর্ব্বক লবণের গ্রাহক অনুসন্ধান এবং প্রতিদিনের দর জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পরমিটেও অনেক দালালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এক শত মণ লবণের শুল্ক দুই শত টাকা বা প্রতিমণ দুই টাকা। (৫) লবণের মূল্য সময়ানুসারে ৫৫ হইতে ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশে যে সকল লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশ ইংলণ্ড হইতে আসিয়া থাকে। এস্থলে দুই একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, এক মণ লবণের মূল্য আন্দাজ নয় আনা হইতে বার আনা মাত্র। ইহার মধ্য হইতে লবণ প্রস্তুতাদি করিতে কত ব্যয় পড়ে, সুদূর লিভারপুল প্রভৃতি স্থান সমূহ হইতে কলিকাতায় লবণ পৌঁছিতে জাহাজভাড়াই বা কত প্রদত্ত হয় ও এই সকল খরচ খরচা বাদে লবণ প্রস্তুত ব্যবসায়ীদিগেরই বা কি লাভ থাকে? এই প্রশ্নগুলি এইরূপে মীমাংসিত হইতে পারে:—পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে লবণ-উৎস জল হইতেই অধিকাংশ লবণ পাওয়া যায় এবং উৎস জলে গাঢ় রূপে অধিক পরিমাণে লবণ থাকে। ইহাতে বিবেচিত হইবে যে, অল্প অগ্ন্যুত্তাপেই উৎস জল শুষ্ক হইয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর ইহা এক প্রকার নিশ্চয় যে, যে সকল স্থানের সন্নিকট বন কিম্বা পাথুরিয়া কয়লার খনি থাকে, অথবা যে সকল স্থানে নদ্যাদি থাকা বশতঃ কাষ্ঠ এবং পাথুরিয়া কয়লা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ সেই সকল স্থানেই বাণিজ্যোপযোগী লবণ প্রস্তুত এবং খনিজ লৌহ (Iron one) দ্রব করণ কার্য্য হইয়া থাকে। সমুদ্র এবং লবণ হ্রদাদির জল সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিতে যে পরিমাণে খরচ পড়ে, তাহা অপেক্ষা অগ্ন্যুত্তাপে কিছু অধিক খরচ পড়িয়া থাকে। কারণ কাষ্ঠাদি সূর্য্য কিরণের মত

(৫) ১৮৭৭ খৃঃ অব্দ অবধি ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে মণ প্রতি তিন টাকা চারি আনা; মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে এক টাকা তের আনা, এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে তিন টাকা হিসাবে লবণের উপর শুল্ক গ্রহণ করিতেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট থাকাতে গবর্ণমেণ্টকে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কারণ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে শুল্ক অধিক পরিমাণে ন্যূন থাকাতে অনেক সস্তা দরে লবণ বিক্রীত হইত। ধূর্ত্ত প্রবঞ্চকেরা ঐ সকল স্থান হইতে গোপনে লবণ আনিয়া বঙ্গদেশে না বিক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে বঙ্গদেশের চারি দিকে পুলিস প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হইত। বঙ্গদেশের চারি দিকে অধিক বেতনের পুলিস প্রহরী নিযুক্ত রাখা সামান্য ব্যয়সাধ্য নহে। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট ক্রমে বঙ্গদেশের শুল্ক ন্যূন ও বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রদেশের শুল্ক বাড়াইতে লাগিলেন। শেষে (প্রায় দুই বৎসর হইবে), দুই টাকা হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র এক সমান হারে শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিনা মূল্যে পাওয়া যায় না। খনি হইতে খনন করিয়া লবণ উত্তোলন করিতে এবং সমুদ্রাদির জল সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করিতে কিরূপ অল্প ব্যয় পড়ে, তাহা পূর্ব্বে যে পঞ্জাব খনি ও সম্বর হ্রদের খরচের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে, তাহা হইতেই অনুমিত হইতে পারিবে। এখন জাহাজ ভাড়ার বিষয় বিবেচ্য। কলিকাতা প্রভৃতি ভারতের বন্দর হইতে যে সকল শস্যাদি ইংলণ্ডাদি দেশে রপ্তানি হয়, ঐ সকল অপেক্ষা ইংলণ্ডাদি দেশ হইতে যে সকল শিল্পাদি দ্রব্য এদেশে আসিয়া থাকে, ঐ সকলের মূল্য এত অধিক যে, জাহাজের অল্প স্থানেই প্রভূত টাকার জিনিস সমাবেশ হইয়া যায় এবং জাহাজের তলদেশে ঐ সকলের অধিকাংশ জিনিসই আসিতে পারে না। সুতরাং জাহাজের তল দেশের অনেক স্থান শূন্য পড়িয়া থাকে। তল দেশের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া না আসিলে জাহাজ চলিবার ব্যাঘাত জন্মে। এই জন্য প্রস্তর খণ্ড ভরিয়া আনিতে হয়। প্রস্তর খণ্ড বোঝাই করিয়া আসিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কারণ এদেশের রাস্তায় দিবার জন্য দুই তিন টাকা টনে এ দেশেই উহা বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রস্তর খণ্ড সকল জাহাজ বোঝাই এবং জাহাজ হইতে নাবাই করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহা বাদে ঐ সকল বিক্রয় করিয়া অতি অল্পই উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। ইংরেজ জাতির পরম সৌভাগ্য যে, ভারত তাঁহাদের করতল ন্যস্ত। তাই তাঁহারা এদেশের অনেক স্থানের লবণ প্রস্তুত করণ কার্য্য উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্বদেশ হইতে ভারতে লবণ পাঠাইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের দেশে লবণ প্রস্তুতাদি কার্য্যে পাথরের পরিবর্ত্তে অনেক মূলধন খাটে; অনেক শ্রমজীবির অন্ন নিয়োজিত হয় এবং জাহাজ ওয়ালারা কিছু ভাড়াও পাইয়া থাকেন। এই সকল কারণ পরম্পরায় বিবেচিত হইবে যে, লবণের জাহাজ ভাড়া অতি অল্প; মণ প্রতি দুই তিন আনার অধিক হইবে কি না সন্দেহ। ১৮৮১-৮২ অব্দে সমস্ত ভারতবর্ষে ছয় কোটি নব্বই লক্ষ টাকা লবণের শুল্ক আদায় হইয়াছিল। উপসংহারে বক্তব্য, কোন ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ১৭৯২ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রথমে লবণের উপর গুরুতর ট্যাক্স স্থাপিত হয়, ১৮২৩ অব্দে অনেক হ্রাস হয় এবং ১৮৫৮ অব্দে উহা সম্পূর্ণ রূপে উঠিয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে লবণের উপর কিছু শুল্ক গৃহীত হয় কি না, তাহা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ না হইবারই কথা। কিন্তু হয় কি না, এবং যদি হয়, তাহা কত, ইহা প্রত্যেক ভারতবাসির জানা উচিত। এখন কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া থাকেন যে, ভারতের লবণ শুল্ক উঠিয়া যাওয়া উচিত, কারণ উহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ইহাতে অনেকে আপত্তি করেন যে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের প্রায় সাত কোটি টাকা ক্ষতি হইবে। এই অনাটনের সময় সাত কোটি টাকা ক্ষতি হইলে, গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া প্রজাদিগের নিকট অন্য বাবদে কর আদায় করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রজাদিগের বড়ই কষ্ট হইবে। কারণ সাধারণ প্রজারা জানে না যে, তাহাদের নিকট লবণের শুল্ক গৃহীত হইতেছে তাহারা জানে লবণের মূল্যই ঐ রূপ। এই জন্য তাহাদের কিছু কষ্ট অনুভূত হয় না। অন্য বাবদ কর স্থাপন করিলেই প্রজারা বড় ব্যথা পাইবে। এরূপ যুক্তির কোন মূল্য নাই। যাহা হউক, আহারীয় লবণের উপর যে হারে শুল্ক গৃহীত হইতেছে, এখন তাহা ঠিক রাখিয়াও অন্য সুবিধা করা যাইতে পারে। কেবল ফল মূল এবং মৎস্যাদি রক্ষিত ও রাসায়নিক পদার্থাদি উৎপন্ন করিতে এবং কৃষি কার্য্যে যে লবণ আবশ্যক হইবে, তাহারই শুল্ক রহিত করিবার বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বঙ্গোপসাগর এবং বাধা প্রভৃতি নদ্যাদিতে অনেক মৎস্য ধৃত করিয়া লোণা করতঃ ও দূরতর স্থানের ফল মূলাদি লবণ যুক্ত করিয়া অনেকে ব্যবসায় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে। সাধারণের সুলভে মৎস্যাদি খাইতে পাইবে, কৃষি শিল্পাদির উন্নতি হইয়া অনেক পদার্থের প্রাচুর্য্য হইবে, এমতে ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে। আর একটী কথা—প্রকৃতি প্রদত্ত অনায়াস লভ্য অক্ষয় খনিজ লবণের উপর গুরুতর ট্যাক্স স্থাপিত করতঃ কৃষি শিল্পাদির উন্নতির গতিরোধ করিয়া প্রজাদি-

গের মূলে আঘাত দেওয়া কি রূপ ন্যায়সঙ্গত, তাহা একবার রাজপুরুষদিগের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

রাজপুরুষগণ এ সম্বন্ধে কিছুই যে বিবেচনা করিতেছেন না, ইহা আমরা বলি না। তবে রাজপুরুষগণ সম্প্রতি উভয় কূল রক্ষা করিবার জন্য যে রূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কতদূর ফল হইবে বলা যায় না। (৭)

লবণের সহিত দেশের কি ধনী কি দরিদ্র সমস্ত শ্রেণীর এবং সকল অবস্থাপন্ন লোকেরই যেরূপ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সকলেরই প্রতিদিবস এই বস্তুর যেরূপ প্রয়োজন, এবং এদেশের কি কৃষি কি শিল্প সকল বিষয়ে উন্নতি সাধন কার্য্যেই লবণের মূল্য হ্রাসের যেরূপ দরকার, তাহাতে লবণের কর সম্বন্ধে সত্বরই কোন একটী সুবন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(৭) "ক্ষেত্রে লবণ ছড়াইলে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়, বৃষ, বলদ প্রভৃতি পশুদিগকে খাওয়াইলে তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু আমরা যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কখনই ঐ দুই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহাতে অধিক খরচ পড়ে, আর সস্তা দরে ঐ দুই কার্য্যের জন্য লুণ ছাড়িলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বই লাভ নাই। এরূপ অবস্থায়, গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন তাহা এতকাল কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটে ছাপাইয়া দিয়াছেন যে ব্যক্তি লবণ প্রস্তুত করিবার এরূপ প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারিবে যে, উহা মনুষ্যের সেবনোপযোগী হইবে না, অথচ মাঠে দেওয়া ও গরুকে খাওয়ান চলিবে, লবণ প্রস্তুত করিতে মণকরা ।০ আনা বই খরচ পড়িবে না এবং ইহা হইতে মনুষ্য ব্যবহারোপযোগী লবণ কোন সহজ উপায়ে বাহির হইবে না, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাঁচ সহস্র টাকা পুরস্কার পাইবেন।

অনেক ইংরেজ এবিষয় চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ কোন ভাগ্যবান সাহেবই এই পুরস্কারটি পাইবেন। কিন্তু তাহাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকিয়া আমাদের বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে যাঁহারা বিলাত হইতে বিজ্ঞান এবং কৃষি কার্য্য শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কি কেহ এদিকে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন?"

(শিল্প ও কৃষি পত্রিকা)

—...—

জল—জলের ব্যবহার ও জল পরিষ্কার করণের নানাবিধ কৌশল।

(৯ম সংখ্যার ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে)

যদিও আমরা পূর্ব্বে বলিলাম Hydrogen এবং Oxygen পদার্থের মিশ্রণে জলের উৎপত্তি এবং বিশুদ্ধ জলে এই দুইটী পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই; কিন্তু যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে, পর্ব্বতের নির্ম্মল নির্ঝরণীর জল হইতে সহরের শত পরিষ্কৃত কলের জল পর্য্যন্ত সমস্ত জলেই Hydrogen এবং Oxygen ব্যতীত আরও অসংখ্য সামগ্রীর কণা এবং পরমাণু মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এক বিন্দু জল লইয়া যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে নানা ধাতু ও উদ্ভিদের অংশ নানা বর্ণের ও নানা অবয়বের অতি ক্ষুদ্র২ জীব এবং ইহা ব্যতীত আরও কত কি বস্তু ভাসিয়া বেড়াইতেছে।* সামান্য চক্ষে দূরে থাকুক, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও জলে এই সকল মিশ্রিত পদার্থের অস্তিত্ব, সকল অবস্থায় নিরূপণ করা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় প্রধান২ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বহু যত্নে আজি অতি অল্প কয়েক বৎসর হইল, জল পরীক্ষা করিবার কতকগুলি উপায় ও যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ

* বিখ্যাত ডাক্তার ই, ডবলু দয়মন্দ বলেন:—"The resocrves of analytical chemistry are not yet sufficient to determine the existence and naturer of all the organic substances with which water may be contaminated!!

হইয়াছেন। ইহার সাহায্যেই এক্ষণে জলের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোন কোন বিষয় জানিবার যৎকিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণ জন্য সাধারণ জলে লৌহ, সিসা ইত্যাদি ধাতুর অংশ থাকিলে কি রূপ পরীক্ষায় তাহা জানা যাইতে পারে, তাহার কতকগুলি সহজ সঙ্কেত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।—

১। লৌহের পরীক্ষা— জলে লৌহের অংশ আছে কি না, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে, একটী পরিষ্কার কাচ-পাত্রে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ Prussiate of potash solution নিক্ষেপ করিলে জল তন্মুহূর্ত্তে গাঢ় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। Prussiate of potash সংগ্রহ করিতে না পারিলে Gallic Acid দ্বারাও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। Gallic Acid কি কলিকাতা কি মফঃস্বলে প্রায় সকল ডাক্তারখানাতেই সহজে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববৎ পরিষ্কার কাচ-পাত্রে জল রাখিয়া কয়েক রতি Gallic Acid তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে জল যদি লিখিবার কালীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠে, তবে স্থির করিতে হইবে, সে জলে লৌহের অংশ আছে। বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী অনেক জলাশয়ের জলেই এই প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া আমরা লৌহের আধিক্য জানিতে পারিয়াছি। বলা বাহুল্য, স্বাস্থ্য বিষয়ে বৈদ্যনাথ মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানের খ্যাতি এই কারণেই এত অধিক। লৌহ-মিশ্রিত জল আরোগ্যোন্মুখ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে বড়ই উপকারী।

২। সিসকের পরীক্ষা— জলের মধ্যে সিসক ধাতুর অংশ আছে কি না, এ বিষয়ের পরীক্ষা করিতে হইলে একটী কাচ-পাত্রে জল রাখিয়া তাহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ Bichromate of potash তরল করিয়া নিক্ষেপ করিলে, অল্প ক্ষণ মধ্যেই পাত্রের তলদেশে সিসকের পরমাণু সকল আসিয়া একত্রীভূত হইতে থাকিবে।

নিসাদল জলের মধ্যে মিশ্রিত আছে কি না, তাহা জানিতে হইলে জল-পাত্রে Colored solution of zinc অর্থাৎ এক এক বার দস্তা-দ্রব কিয়ৎ পরিমাণ নিক্ষেপ করিলে, জল মধ্যে মেঘের ন্যায় এক প্রকার বস্তু দৃষ্ট হইবে। দস্তা-দ্রব দিয়া জলের এরূপ পরিবর্ত্তন না হইলে বুঝিতে হইবে, সে জলে নিসাদলের কণা নাই।

জলে ধাতব পদার্থ ব্যতীত উদ্ভিজ্জ পদার্থও প্রচুর পরিমাণে থাকে। জল মধ্যে Permanganat of potash দ্রব করিয়া দিলে অথবা দুই এক বিন্দু Condy's fluid দিলে যদি জল গাঢ় মেঘবৎ বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সে জলে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে, ইহাই স্থির করিতে হইবে। Condy's fluid অর্থাৎ Permanganate of Potash এর আরক জলে দিলে জলের দোষও নষ্ট হয় এবং জল পরিষ্কৃত হয়। একারণ যে সকল স্থানে কলে জল পরিষ্কার করিবার সুবিধা নাই, সে সকল স্থানে এই আরকও জল পরিষ্কার করণ কার্য্যে ব্যবহার করা হয়।

——()০::০()——

ব্রহ্মের শিল্প ও বাণিজ্য।

কূল শূন্য সাগরের মধ্যে যাহার আশা ভরসার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে অন্যের নৌকা হইতে নিক্ষিপ্ত একগাছি অনুগ্রহের রজ্জু মাত্র অবলম্বন করিয়া সে অকূল জলে ভাসিতেছে; তাহার চক্ষুর সম্মুখে আর এক খানি নৌকার তদ্রূপ অবস্থা ঘটিতে দেখিলে আরও অধিক ক্ষুণ্ণ হয় কিম্বা সমাবস্থাপন্ন সঙ্গীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল বিবেচনায় একরূপ অব্যক্ত আনন্দ হয় ইহা এই অবস্থায় পতিত ব্যক্তিই কেবল অনুমান করিতে পারেন।

ইহাতে সুখ বা দুঃখ যাহাই হউক, অবস্থার সমতা হেতুতে পরস্পর মধ্যে যে স্বাভাবিক সমবেদনা, অন্তত—পরস্পরের অবস্থা জানিবার জন্য যে উভয়েরই কৌতূহল জন্মিবে ইহা নিশ্চিত। বহু শতাব্দি যাবৎ ভারত পূর্ব্বসীমান্তের অধিবাসী যে ব্রহ্ম জাতি দুর্দ্দম্য মুসলমানদের আক্রমণ হইতে ক্লেশে দুঃখে কোনরূপে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন সম্প্রতি সেই ব্রহ্ম জাতিও জগতের পরাজিত জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চলিলেন। ব্রহ্মদেশও ভারতত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রাচীন ব্রহ্মের রাজ প্রাসাদ উপরিও ব্রিটনের লোহিত বৈজয়ন্ত একদিনে উড্ডীয়মান হইল। ব্রহ্ম ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্য ভুক্ত হইল।

ব্রহ্ম ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল, ইহাতে দাস-প্রথা-দ্বেষী স্বাধীনতা উপাসক ইংরাজ জাতি অবশ্যই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন—কারণ একটী তমসাচ্ছন্ন প্রাচ্য দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িবার এক্ষণে সুবিধা হইল। ব্রহ্ম ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় রাজভক্ত ভারতবাসিগণকেও অবশ্য সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে—কারণ ইংরাজ জাতির মঙ্গলকেই এক্ষণে আমরা আমাদের মঙ্গল জ্ঞান করি, এবং তাঁহাদের আনন্দেই আমরা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকি।

কিন্তু কেবল এইরূপ আনন্দে বিভোর হইয়া, বা পার্শ্বস্থের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্য বিপ্লবে দুঃখে অধীর হইয়া দুইটি মুখের কথায় আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া থাকা কখনই সঙ্গত নহে। ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

উপরিউক্ত বিষয়টি স্থির করিতে ব্রহ্মদেশের অবস্থা আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্ম দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষরূপে যাঁহারা অবগত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং গবর্ণমেন্টের রিপোর্টাদি পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করিব *। ঐ সকল রিপোর্টাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মের শিল্প ও বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধীয় দুই চারিটি কথা সংক্ষেপে এস্থলে আমরা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ব্রহ্ম দেশের লোক সংখ্যা ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ। দেশের আয়তন ১৮৮০০০ বর্গ মাইল। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা ও বাঙ্গালার আয়তনের সহিত ব্রহ্মের লোক সংখ্যা ও দেশের

* Yule's 'Mission to ava' Forbes's, 'Burma' 'Burma and the Burmans' by Archibaln Ross Colpuhoun, Dr. W. W. Hunter's 'Indian Gazette' দ্রষ্টব্য।

আয়তনের তুলনা করিলে ব্রহ্ম দেশে লোকের বসতি অতি বিরল বলিতে হইবে।

যদিও প্রকৃত ব্রহ্মদেশের আয়তন বৃহৎ কিন্তু ইংরাজগণ বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্মের অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন * চীনেরাও উত্তরের কতকাংশ গ্রাস করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কোন কোন পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশ ব্রহ্ম রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়াও অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই সকল বাদ দিলে ব্রহ্মের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যে অংশে ব্রহ্ম রাজের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল তাহার আয়তন প্রায় ৪৪৪৫০ বর্গ মাইল হইবে। লোক সংখ্যাও ১২০০০০০ দ্বাদশ লক্ষের অধিক হইবেনা। এই ক্ষুদ্র দেশ প্রতি এহেন মহান ব্রিটিস সিংহের লোভ জন্মিল কেন? ইহা হঠাৎ দেখিতে আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় লোভ জন্মিবার বিশেষ কারণই আছে। ক্ষুদ্র হইলেও ব্যবসায়ীর চক্ষে ব্রহ্মের ন্যায় অর্থ পূর্ণ দেশ অতি অল্পই আছে †।

ব্রহ্মে নগদ অর্থ অধিক থাকিতে না পারে কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মের ভাণ্ডার অতুল্য! ব্রহ্ম দেশের অন্তর্গত ভামোর নিকট যে একটী বৃহৎ স্বর্ণ খনি আছে এবং বিউদেটান রৌপ্য খনির যেরূপ প্রাচুর্য্য তাহাতে মানুষ এবং টাকশাল থাকিলে এক সপ্তাহ মধ্যে টাকা মোহরে ব্রহ্ম ডুবাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কেবল স্বর্ণ এবং রৌপ্য খনি ব্রহ্মের সম্পত্তি নহে, রাজধানীর ৩০। ৪০ ক্রোশ উত্তরে ব্রহ্মের জগৎ বিখ্যাত রত্নখনি। এই খনিতে যেমন উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায় জগতের আর কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

ব্রহ্ম রাজের বাণিজ্য ব্যবসা প্রতি দৃষ্টি এবং লিপ্সা না থাকায় এই সকল স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন কয়লা কেরসিন খনি গুলি এতদিন ভূগর্ভে অযত্নে পড়িয়াছিল। যাঁহাদের অদৃষ্টে ব্রহ্ম এক্ষণে পড়িল তাঁহারা একমুষ্টি ছাই তুলিয়া লইয়া স্বর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে সক্ষম, তাঁহারা যে এক্ষণে, ইহা হইতে প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিতে পারিবেন ইহা বলা অতিরিক্ত মাত্র।

ব্রহ্মের নিজস্ব আয় কত তাহা নিশ্চয় রূপে আমাদের জানিবার উপায় নাই। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ব্রহ্মরাজ্যে আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র এবং সরকারি বার্ষিক রিপোর্টাদি কিছুই নাই। এদেশের স্বাধিন হিন্দু রাজগণের যেরূপ আয় ব্যয়ের কিছুই নিরূপণ থাকে না—অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা হইতেই যে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ হয় ব্রহ্মরাজ্যেও এপর্য্যন্ত সেইরূপ ঘটিত।

ইংরাজ অধিকৃত ব্রহ্মের (অর্থাৎ যে অংশ পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিসব্রহ্ম নামে খ্যাত আছে) বার্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে ব্রহ্মের আমদানি রপ্তানির কিয়ৎ পরিমাণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এবং ঐ হিসাব দৃষ্টে ব্রহ্মে কি কি শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাও কতক বুঝা যাইতে পারে। এই হিসাব পার্শ্বে প্রদত্ত হইল।

* ব্রহ্মের পশ্চিম অংশ দান প্রদেশ, আসাম, কাচাড়, মনিপুর, পেগু, আরাকান, তেনাসীম, প্রভৃতি প্রদেশ পূর্ব্বে ব্রহ্ম রাজ্যের অধীন ছিল; ১৮২৬ অব্দে ইংরাজগণ এ গুলি অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

† ব্রহ্ম দেশকে লক্ষ করিয়া Mr. Arebibald Ross Colquhonn, বলেন—'The best unopned market in the world'

ব্রহ্মের রপ্তানি ও আমদানি।

ব্রহ্ম হইতে রপ্তানি দ্রব্য	মূল্যের পরিমাণ	ব্রহ্মের আমদানি দ্রব্য	মূল্যের পরিমাণ
	টাকা।		টাকা।
ব্রহ্ম ঘোটক ১২২১	—	পশু—	২৯১০৭
গাভী ১১৩৬১	—	কয়লা—	৫০০৭
ছাগ ১০১	—	তুলা—	৯৭০
বেত ৩০২৮৭ মণ	—	বিলাতি— তুলার কাপড়	১৯১৯১৮০
চীনা বাসন	১৬১৬৭০ টাকা।		
দেশীয় কাপড়	—	অন্যবিধ— বস্ত্র।	১৪১৫৪৯০
নানাবিধ ফল	৮১৪৭০ টাকা।	ঔষধ—	২৯১৫০
গম ২২৮৮৭ মণ	—	রঙ্গ	৪০৫০
শস্য চাউল ৩৩৯৯৪৬ মণ	—	বিলাতি বাসন—	৩০৭০১
চর্ম্ম	৩৫৫০৪০	পাট— ৪৬০১৫ মণ	—
শিং	১৫১৭০		
লা	৩৮৪১০	মদ্য—	৯০১৩০
ধাতু দ্রব্য	৯৮৪০০	ঘি— ৩৫৬ মণ	—
মশলা	৫৪৪০৩৭০		
মেটে তৈল ১২৯৮৯০ মণ	—	পশম— কাপড়	৭৭৪০১০
রেসম	৯১৪৯১০		
চা ১৫০৭০ মণ	—		
তামাক ৬৬৮০ মণ	—		
কাষ্ঠ ৪৩৭৪০৫ মণ	—		

উপরি প্রদত্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলে, ব্রহ্ম দেশে কি কি দ্রব্য অধিক উৎপন্ন হয় এবং দেশে কি কি বস্তুর অভাব, কিয়ৎ পরিমাণে তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ঐ সকল বস্তু ব্যতীতও ব্রহ্ম দেশে আর আর অনেক বস্তু জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহার পরিমাণ স্থির হইতে না পারাতেই, যে সকল বস্তুর নাম গবর্ণমেণ্ট-তালিকায় উক্ত হয় নাই। অন্যান্য গ্রন্থে ব্রহ্মের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। *

ব্রহ্ম দেশের একটী প্রধান সম্পত্তি জঙ্গলের কাষ্ঠ। ব্রহ্মের বনে বৃহৎ বৃহৎ মূল্যবান্ কাষ্ঠ আছে। পঠিকগণ অবগত আছেন, এক দল কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ইংরেজের সহিত ব্রহ্ম-রাজপুরুষগণের বিবাদই বর্ত্তমান ব্রহ্ম যুদ্ধের উপলক্ষস্থানীয় হইয়াছিল। কলিকাতা প্রদর্শনীর "ইকনমিক" বিভাগে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ-খণ্ড দর্শন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ব্রহ্মদেশজাত "মলমিনে" কাষ্ঠ যাঁহারা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন, ব্রহ্ম দেশের জঙ্গলে আজিও কত মূল্যবান্ রত্ন নিহিত রহিয়াছে।

যে দেশে এত বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে, সে দেশে যে নানা জাতীয় পক্ষী প্রচুর পরিমাণে থাকিবে, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে

* See Disiription of the Burmise Empire by Riv. Father Saugermons.

পারে। পক্ষীও ব্রহ্ম দেশের একটী প্রধান সম্পত্তি। ব্রহ্ম দেশে অন্যূন ৭৫০ প্রকার অতি সুন্দর সুন্দর পক্ষী আছে। ইহাদিগের পাখনা সুসভ্য ইউরোপের সম্ভ্রান্তা রমণীগণের শিরোভূষণ জন্য প্রচুর পরিমাণে বিলাতে রপ্তানি হয়।

ব্রহ্ম দেশের বাঁশও একটী সামান্য সম্পত্তি নহে, এক শত, দেড় শত, স্থানবিশেষে দুই শত ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ বাঁশও ব্রহ্ম দেশে জন্মিয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের ন্যায় ব্রহ্মেতেও নানা কার্য্যে বাঁশ ব্যবহার করা হয়। ব্রহ্মের বাঁশের শিল্প-কার্য্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং সামান্য একটী বস্তুতে যেরূপ কারু-কার্য্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে, ব্রহ্মে বাঁশের কার্য্য অতি উত্তমই হয়। কাষ্ঠের কার্য্যেও ব্রহ্ম দেশ ভারতবর্ষের প্রতি সগর্ব্বে কটাক্ষপাত করিতে পারে। মাননীয় সার আসলি ইডেন বাঙ্গালার লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় থাকিতে ব্রহ্মদেশ হইতে নিজের জন্য দুইটী কাষ্ঠের বৃহৎ পুত্তলিকা আনয়ন করিয়াছিলেন। আমরা সেই সময় এই দুইটী পুত্তলিকা দেখিয়া ব্রহ্মের অপূর্ব্ব শিল্প-কার্য্যে সত্যই মোহিত হইয়াছিলাম। ফলতঃ, ব্রহ্ম-দেশবাসিগণ কি বাঁশের উপর, কি কাষ্ঠের উপর সুন্দর শিল্প-কৌশল প্রকাশ করিতে সক্ষম।

ব্রহ্ম দেশের মৃত্তিকার উপরে যেমন রাশীকৃত বৃহৎ বৃহৎ মূল্যবান্ কাষ্ঠ, সুদীর্ঘ বাঁশ এবং অসংখ্য রমণীয় পক্ষী সর্ব্বক্ষণ দেশের সুখ-সম্পদ সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মদেশের মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তেমনি আবার পুঞ্জ পুঞ্জ মূল্যবান্ প্রস্তর, স্বর্ণ-খনি, তাম্র-খনি, কয়লা-খনি, কেরাসিন তৈল-খনি, লবণ-হ্রদ প্রভৃতি লুক্কায়িত থাকিয়া দেশের অসীম আর্থিক সম্পদের সাক্ষী স্বরূপ হইয়া আছে। ফলতঃ, ব্রহ্ম দেশের ন্যায় প্রাকৃতিক বিভবপূর্ণ দেশ জগতে অতি অল্পই আছে।

ব্রহ্ম দেশের অতুল বিভবের বর্ণনা যখন সংবাদ পত্র এবং ইংরেজী গ্রন্থাদিতে আমরা পাঠ করিতে থাকি, তখন অনেক সময়েই ব্রহ্ম দেশকে আরব্য উপন্যাস-উক্ত কোন কাব্য-জগতের দেশ বলিয়া আমাদের মনে হয়। ইহাও অবশ্য মনে করা যাইতে পারে যে, স্বাধীনতাপ্রিয় ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের রসনার লোভ জন্মাইবার জন্যও, হয়ত কোন কোন গ্রন্থকার নানা কল্পিত বর্ণে ব্রহ্ম দেশকে রঞ্জিত করিতে যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত না করাই বোধ হয় সঙ্গত। গ্রন্থের বর্ণনার উপর নির্ভর না করিয়া ব্রহ্ম দেশের অন্য একটী অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলেও, ব্রহ্ম দেশের সুখ সম্পদ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রচুরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন হেতু থাকে না। অধিকাংশ পাঠকই অবগত আছেন, ব্রহ্ম দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন অধিক। চীন, ভোট, সিংহল প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার অধিক। কিন্তু চীন, ভুটান, সিংহল আদি দেশে যে প্রকার বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচ-

লিত ব্রহ্ম দেশে তদ্রূপ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত নহে। এমনকি ব্রহ্মবাসিগণ কেবল জ্ঞানবাদী বৌদ্ধ নহে, তাহারা স্থূল পৌত্তলিকতার নাম গন্ধেও সংশ্লিষ্ট নহে। এমনকি ব্রহ্মবাসীরা শাক্যসিংহের মূর্ত্তি পর্য্যন্তও পূজা করেন না। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মাই কেবল চিন্তার, আরাধনার, ধ্যানের এবং ধারণার—সকল বিষয়েরই একমাত্র মূল সামগ্রী। আত্মধ্যানই ব্রহ্মদেশীয়বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র; আত্মার নির্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্তির চেষ্টাই তাহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থের একমাত্র লক্ষ্য। ব্রহ্ম দেশের শিল্প বাণিজ্যের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ধর্ম্ম কথার কেন আলোচনা আরম্ভ হইল? এতদূর পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠকের মনে এরূপ প্রশ্ন উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। ফলতঃ আমরা অপ্রাসঙ্গিক ধর্ম্মালোচনায় এই প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছি না; ব্রহ্ম দেশের অধিবাসিগণ কতদূর অসাধারণ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা তাহার পরিচয় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশের সুসংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক পরিমাণেই ভারতবর্ষীয় উচ্চাঙ্গ বেদান্ত মতের নিকটবর্ত্তী ইহা ব্রহ্মদেশবাসিদের অল্প আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক নহে। যে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যেও এতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দেশবাসীদের অন্নবস্ত্র এবং আহার বিহারের যে কোনই কষ্ট নাই ইহা অনায়াসেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সভ্যতার ইতিহাস লেখক মিঃ বকল সাহেবের মতে যেদেশে প্রাকৃতিক বিভব এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা অধিক থাকে সেই দেশেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির স্রোতও অধিক বেগে প্রবহমান হয়। ইহা সত্য। ব্রহ্মদেশ প্রাকৃতিক বিভবে পূর্ণ ইহার আর সংশয় নাই। ভারত যদি স্বর্ণভূমি হয় তবে ব্রহ্ম যে রত্ন-ভূমি এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এখন দরিদ্র ভারতবাসী গৃহের পার্শ্বেই একমাত্র ধনী প্রতিবেশীর দ্বার উন্মুক্ত পাইল—সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া যদি নানা দেশী লোকে ব্রহ্ম হইতে নানা রত্নে তাহাদের বাণিজ্যপোত পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকেন এবং ভারতবাসিগণ আলস্য পরায়ণ হইয়া অন্তঃপুরে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকেন তবে সে অপরাধ তাঁহাদেরই।

—:০:—

দেশী ও বিলাতি চাল চলন।

আমাদের সাংসারিক ব্যয় যে পূর্ব্ব হইতে এক্ষণে অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, একথাটি এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে পরিমাণ আয়ে তিনি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করিতেন এক্ষণে সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি দ্বিগুণ আয়েতেও আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতে পারেন না। মাসিক ১০। ১৫ টাকা বেতনে কার্য্য করিয়া সেকালে অনেকে যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াগিয়াছেন—এখন দশ পনের টাকা যাঁহারা প্রতিদিন উপার্জ্জন করেন তাঁহারাও সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেননা। পরিবারস্থ লোকের এবং প্রতিপাল্যের সংখ্যা কিছু অধিক হইলে মাসিক এক শত দেড় শত টাকা আয়ে দুই দশটা ভাল কাজ করা দূরে থাকুক এখন একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রের নিত্য নৈমিত্তিক অন্ন বস্ত্রের ব্যয় ভাল করিয়া সংকুলন হওয়াই কঠিন হইয়া পড়ে।

এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে উপস্থিত হইলে সহসা দুইটি কথা মনে হয়। হয় (১) পূর্ব্ব সময় অপেক্ষা এক্ষণে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, অথবা (২) পূর্ব্ব সময় অপেক্ষা এক্ষণে আমাদের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। অথবা হয়ত এ দুইটিই ঘটিয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস এ দুইটিই ঘটিয়াছে—অর্থাৎ দেশে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য অধিক হইয়াছে এবং পূর্ব্ব অপেক্ষা এখনকার লোকের অভাবও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে বড় লোকে বাঁশের ছাতা মাথায় দিতে লজ্জা বোধ করিতনা, এখন এক জন কাঙ্গাল কৃষককেও বিলাতি ছাতা মাথায় ধরিয়া মাঠে লাঙ্গল বহিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কলাপাতে মানুষে দুধ ভাত খাইত, এখন পিত্তলের থালা হাতে করিয়া লোকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এদেশের রাজা জমিদার বড় লোকেরা সামান্য বাড়িতে সামান্যবেশে অর্থের স্তূপের উপর বসিয়া সুখে দিন কর্ত্তন করিতেন, এখন দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক বড় লোকেই নিজের বাড়ির বাস্তু ভূমি রেহেনে আবদ্ধ রাখিয়া ঋণ করিয়া টাকা তুলিয়া তেতালা বৃহৎ রাজ প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে সুসজ্জিত একটা ঘরে মখমলে মণ্ডিত কৌচের উপর অর্দ্ধ শয়ানে থাকিয়া করজা টাকার সুদ গণিতেছেন অথবা ডিক্রি, দণ্ডক, জেলের ভয় হইতে আশু কিরূপে রক্ষা পাইতে পারেন তাহাই চিন্তা করিতেছেন!

তথাপি এদেশের কৃষক শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণী অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ভাল অবস্থায় আছেন,—প্রতিদিন না হউক অন্তত বৎসরের মধ্যে দুই চারি দিনও উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহারা আহার করিতে পারেন। মধ্যবিত্ত ভদ্র শ্রেণীর যে কি ভয়ঙ্কর দুরবস্থা দিন দিন ঘটিতেছে তাহা চিন্তা করিতে বসিলেও হৃদয় ব্যাকুল হয়। ভাদ্র মাসের শিল্প কৃষি পত্রিকায় "ভদ্র লোকের চলে কিসে?" প্রস্তাবে এবিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতেই পাঠকগণ দেখিয়াছেন একজন ভদ্র লোক মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনের কার্য্যে-নিযুক্ত থাকিয়াও কএকটি সন্তান সন্ততি লইয়া কি ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন।

এদেশের লোকের দিন দিন যেমন অন্নবস্ত্রের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে দারুণ অর্থ অনটনে অন্নবস্ত্রও পরিবার প্রতিপালনের চিন্তায় লোকে চারিদিকে যেমন অন্ধকার দেখিতেছে ইহাতে লোকের কষ্টের কথা না ধরিলেও উহার ভবিষ্যৎ ফল আর একটি গুরুতর বিষয় চিন্তা করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত। এইরূপ অন্নবস্ত্রের কষ্ট দেশ মধ্যে অধিক পরিমাণে হইলেই সেদেশে হটাৎ নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। বিকারের পূর্ব্বে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। বিকার ধরিলে তখন প্রায়ই ঔষধ ধরে না। তখন ঘোর অনিষ্ট ঘটিতে পারে। বিকারের রোগীর রক্ষক আত্মীয় স্বজন যে নিকটে থাকে রোগীর জীবন উগ্রভাবে তাহাদেরও বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। রোগীর ও জীবন নষ্ট হইতে পারে। এজন্য পীড়ার সূত্র পাতে বা পীড়ার সম্ভাবনায় বা পীড়ার কারণের উপস্থিতিতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ পীড়ার ঔষধ কি? এইটিই কথা। আমাদের দেশে আজি কালি অনেক সখের রাজনৈতিক চিকিৎসক এবং সংস্কারক দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা হয়ত এ পীড়ায় কোন বিলাতি বিচিত্র ঔষধের ব্যবস্থা করবেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বিলাতি ঔষধের প্রতি আমাদের অধিক আশক্তিই পীড়ার একটিকারণ;—বিলাতি চাল চলনে অনুরাগই আমাদের এক্ষনকার সাংশারিক ক্লেশ ও অর্থানটনের একটি প্রধান হেতু। কাঙ্গালের সন্তান প্রতিবেশী বড় লোকের অনুকরণে চলিতে উপস্থিত হইলেই বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হয়। বিলাতি এবং দেশী চালচলনের সুবিধা অসুবিধা গুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে উপস্থিত হইলেই আমাদের বর্ত্তমান অর্থানটন পীড়া এবং তাহার প্রতিবিধানের উপায় আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

চন্দ্র ও সূর্য্য।

আমরা যত, যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহার মধ্যে দুইটি বস্তু দেখিয়াই আমাদের হৃদয় অধিক মোহিত হয়। এ দুইটির, একটীর নাম চন্দ্র, আর একটীর নাম সূর্য্য। প্রতিদিন সদাসর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে যদিও স্বভাবতই আমাদের কৌতূহল অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, তথাপি এখনও এক এক সময় চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে হঠাৎ মনে কেমন এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়। ইহা যে কেবল আমার বা তোমার হয় এরূপ নহে। এজগৎ সংসারে কি সুসভ্য কি অসভ্য কি কবি কি কৃপণ এমন লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যাইবে যাহার হৃদয়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় বা সূর্য্যের উদয় অস্ত কালের আরক্তিম কিরণে কোন না কোন দিন একবারও উথলিয়া না উঠিয়াছে। এত কথায় প্রয়োজন কি—এই সূর্য্য হইতেই জগতে কবিত্বের এবং কবিত্বপ্রসূত ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না? আজিকালিকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সময়ে অজ্ঞানের জরায়ু মধ্যে সুষুপ্তাবস্থায় নিহিত ছিল সেই সময়েই প্রাচীন আর্য্যঋষি যুক্তকরে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ভক্তি গদ গদ স্বরে গাহিয়াছেন—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে
এহি সূর্য্য—সহস্রাংশো তেজোরাশে
জগৎপতে অনুকম্পয়ে মাম্ভক্তং" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আর্য্য-ঋষিগণ যে কেবল তেজোময় একটা ভয়ঙ্কর বস্তু দেখিয়া 'রাখালের গীতের' সুরে গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে জোড় করে সূর্য্যের স্তুতিস্তবন করিতেন,—আজিকালিকার কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত অনুসারে—এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলেও বোধ হয় দোষ হয় না। যে আর্য্য-ঋষি সূর্য্যকে জগতের পরিত্রাতা পিতা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন তিনি যে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিতেই সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ঐভাবে না দেখিলে তাঁহারা সূর্য্যকে লক্ষ করিয়া ইহা কখন বলিতে পারিতেন না যে—

"কদম্ব পুষ্পবস্তা স্থানধশ্চোর্দ্ধঞ্চ রশ্মিভিঃ।
বৃত্তোঽগ্নি পিণ্ড সদৃশোদদৃশেনাতি স্ফুটং বপুঃ॥"

অথবা—

"লোপীভূতানি তেজাংশি ভাসয়ন্তি জগত্রয়ং।" *

কিম্বা আরো অধিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে—

"হিমোষ্ণ বারি বৃষ্টিনাং হেতুত্বং সমুপাগতঃ।" +

ফলতঃ আর্য্যঋষিগণ একদিকে যেমন ভক্তিভরে দেবাদিদেব বলিয়া সূর্য্যকে বারম্বার সম্বোধন করিয়াছেন, আবার তাঁহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সূর্য্যমণ্ডলের প্রত্যেক তেজোময় পরমাণুটীরও গুণ এবং শক্তি যেন তাঁহারা তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছেন; সূর্য্য কিরণের বিশ্লেষণ হইতে সূর্য্যমণ্ডলের গতির ক্ষিপ্রতা পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের সত্য উদ্ধার করিতেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যাঁহারা একবার সূর্য্যকে জড়পিণ্ড দেখিয়াছেন আবার তাঁহারাই চৈতন্যরূপী দেবতাস্বরূপ দেখিয়া সূর্য্যকে বারম্বার

* বরাহ পুরাণ।
+ বিষ্ণু পুরাণ

নমস্কার করিয়াছেন; সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে যদিও ইহা নিতান্ত পরম্পর-বিরোধী ব্যবহার বলিয়া বোধ হয় কিন্তু উহাই আর্য্যঋষিগণের চক্ষে ন্যায় সঙ্গত ছিল। আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যঃ মণ্ডল এত তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা সূর্য্যকে দেবতা দেখিয়াছিলেন। আর্য্যঋষিগণই প্রকৃত কবি এবং চক্ষুষ্মান দার্শনিক ছিলেন—কাজেই তাঁহারা বিশ্বকার্য্যের আদ্যক্ষর সূর্য্যের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা পারিবেন বিচিত্র কি?—এই যে দিবসের এক জন ইংরেজ কবি ইংলণ্ডের মেঘাবৃত আকাশের মধ্যে তমসাচ্ছন্ন সূর্য্যের হয়ত ছায়া মাত্র দেখিয়াই কি গাহিয়াছেন পাঠক শুনুন—

"I marvel O sun! that unto thee
In admiration man should bow the knee,
And pour the prayer of mingled awe and love;
For, like a god thou art and on thy way
of glory sheddest with benignant ray
Beauty and life and joy from above"

বিলাতি কবি সাউদি যে কেবল সূর্য্যের মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এরূপ নহে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টন অন্ধতা প্রযুক্ত দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিয়াও জ্ঞাননেত্রে তিনি সূর্য্যকে দেখিয়াছিলেন; এবং জ্ঞাননেত্রে সূর্য্য দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সেই প্রসিদ্ধ কবিতা—

"Hail holy light! offspring off heaven first born.
Or of the eternal Co-eternal beam
May I express thee unblamed? since God is light
And never but in unapproached light
Dwelt from eternity dwelt then in thee,
Bright effluence of bright essence increate"

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সম্পন্ন আর্য্যঋষি যে সূর্য্যকে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যের একবিন্দু তেজ অবলম্বন করিয়া মিল্টন্ বা সাউদি যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন আজিকালিকার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ দিবারাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু দিয়া তাহার কণিকা মাত্রও দেখিতে সক্ষম হইতেছেন না। ইহা বিজ্ঞান বা তাঁহার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অপরাধ নহে—দর্শকের দৃষ্টি শক্তিরও অপরাধ নহে। এক্ষণকার দর্শকগণের বস্তুর বহির্ভাগ প্রতি অধিক আসক্তি, এবং আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে ঔদাসিন্যই হয়ত এরূপ ঘটিবার কারণ।

সূর্য্য প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণেরই যে কেবল অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল ইহা নহে। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে সূর্য্যকে প্রাচীন কালের প্রায় সকল জাতিই দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। মিসরবাসিদের একটী প্রধান দেবতা 'ওসিরিস—মিসরি ভাষায় ওসিরিস শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়। প্রাচীন সিরিয়ানেরা এডোনিসের যে মূর্ত্তি পূজা করিতেন তাহা সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। রোমের এপলো দেব যদ্যপি সূর্য্য হয়েন * তবে সূর্য্য অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট আর কেহই অধিক আদরণীয় ছিলেন না। প্রাচীন পারস্য দেশবাসীদের সর্ব্ব প্রধান দেবতা মিত্রাজ। মিত্রাজ সূর্য্য। এক্ষণকার পারসিদেরও প্রধান দেবতা সূর্য্য; বোম্বাই প্রদেশে আজিও কেবল সূর্য্যোপাসক

* এপোলো এবং হেলি এক কিনা এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। অনেকেই বলেন এপোলো এবং হেলি বা সূর্য্য এক।

অসংখ্য পারসি দেখিতে পাওয়া যায়। আমেরিকার অসভ্য আদিমবাসিদিগের মধ্যে ও অনেক সূর্য্যোপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ কি অতি সুসভ্য জাতি, কি অত্যন্ত বর্ব্বর অসভ্য, সকলকেই কোন না কোন রূপে সূর্য্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে দেখা যায়। কিন্তু কেন?—

"কেন?" ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দিতে, আমাদের শক্তি নাই। আমাদের অপেক্ষা কোন অধিক উপযুক্ত ব্যক্তির লেখনী এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে চেষ্টা করিলে হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। হয়ত এ "কেন?"র উত্তর বৃদ্ধ ইংরাজ কবি গাবিন ডগলস একদিন দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যখন তিনি এদেশের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের ন্যায় জোড় করে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—

"Welcome, the lord of light and lamp of day;
Welcome, fosterer of tender herbis green;
Welcome, quickner of flourished flowers sheen;
Welcome, support of every root and vane;
Welcome, comfort of all kind fruits and grain;
Welcome, the birds green beild upon the briar;
Welcome, master and ruler of the year;
Welcome, welfare of husbands at the ploughs;
Welcome, repairer of woods, trees and boughs;
Welcome, depainter of the bloomit meads;
Welcome, the life of every thing that spreads."

হয়ত আধুনিক কবি বায়রণও এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন যখন তিনি বলিয়াছিলেন।

"Thou earliest minister of The Almighty
 • • • Thou material God
And representative of the unknown
Who chose thee for His shadow; thou chief star!
Centre of many stars!—Which makest our earth
Endurable and temperest the hues
And hearts of all who walk within thy rays!"

মানুষ যাহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয় তাহার নিকটই কৃতজ্ঞ হয়। কৃতজ্ঞতার সহচরী ভক্তি। যে স্থানে কৃতজ্ঞতা উপস্থিত হয় সেই স্থানেই ভক্তি আসিয়া দেখা দেয়। ভক্তির দৃষ্টি ঊর্দ্ধ দিকে। সমশ্রেণী এমন কি নিম্ন বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলেও ভক্তি তাহাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া লইয়া দেখে। উপকার প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা জন্মে এবং কৃতজ্ঞতায় ভক্তি এবং ভক্তিতে লক্ষবস্তুকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয় বলিয়াই আর্য্যগণ পিতা মাতাকে দেবতা দেখেন, এবং গাভীকে জননী স্বরূপ দেখেন। হিন্দুগণ—যেভক্তি—কৃতজ্ঞতা—মিশ্রিত চক্ষে পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ দেখেন এবং গাভীকে জননী এবং দেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, সেই ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে, বিশ্বের, "সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র হেতু" এবং মানবজীবনের এ সমস্ত সুখ সম্পদেরই মূলীভূত কারণ সূর্য্যকে যে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিবেন ইহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

সূর্য্য হইতে আমরা যে প্রকৃতই কত উপ-

কার প্রাপ্ত হই, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। দুই জন ইংরেজ কবি বা দশজন আর্য্য দার্শনিক যে কেবল সূর্য্যের নিকট বারম্বার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন এমন নহে—উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানও সূর্য্যের নিকট হইতে নানা উপকার প্রাপ্তির কথা শতমুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। এক জন ইউরোপীয় চিকিৎসা তত্ত্ববিদ বলেন—

"শরীর বৃদ্ধি ও রক্ষার্থে সূর্য্যকিরণ যে কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা অনেকেই জানেন না। সুস্থ ও বলবান হইতে হইলে স্ত্রী পুরুষ ও বালক, সকলেরই প্রত্যেক দিন কিছুকাল সূর্য্য কিরণ শরীরে লাগান উচিত। গোল আলুর অঙ্কুর যেমন মাটির মধ্যে অন্ধকারে সূর্য্য কিরণ না পাইয়া বিবর্ণ থাকে, যে স্থানে উত্তমরূপ সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে না পারে সেস্থানের উদ্ভিদ সকল যেমন অসম্পূর্ণাবস্থায় বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ যে সকল বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ অন্ধকার পাকের ঘরে ও নানা কারখানায় এবং আলোকহীন সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করেন তাঁহাদের শরীর দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে নবপ্রসূত সন্তানকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে রাখা যে প্রথা প্রচলিত আছে—তাহার উদ্দেশ্য এই বৈ আর কিছু নহে। যে ঘর দিনমানে সূর্য্য কিরণে পরিষ্কৃত না হয় সে ঘরে রাত্রিতে বাস করিতে নাই।

প্রাণী শরীর বৃদ্ধির জন্য সূর্য্যকিরণের যে কত মূল্য তাহা নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। উদ্ভিদ পচা জলে আলো না পাইলে কীটাণু দেখা যায় না কিন্তু কিরণ প্রবেশ মাত্রেই তাহারা সৃষ্ট হইয়া থাকে। বেঙাচি অন্ধকারে থাকিলে কখনই বড় বেঙ হয় না এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারেনা, বেঙাচি অবস্থায় থাকিয়াই মরিয়া যায়। এ্যাল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের গভীর ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় অতি সামান্য মাত্র সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এজন্য সেখানকার অধিবাসিদিগের মধ্যে জড়তা বা বুদ্ধির অসম্পূর্ণ বিকাশ এবং পুরুষানুক্রমে গলগণ্ড রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। হাড়ের কোমলতা অঙ্গের বিকৃতি, হাড়ের বৃদ্ধি ও বক্রতা প্রভৃতি পীড়া অন্ধকার কুটীর গহ্বর ও খনিতে যাহারা বাস করে তাহাদের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যালোক অভাবে আরও যে কত পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহাদের বাহুল্য বর্ণনা এস্থলে অনাবশ্যক।"

ফলতঃ সূর্য্য কিরণে কত প্রকারেই যে আমরা উপকার প্রাপ্ত হই তাহা বিস্তার করিয়া বলিতে হইলে কেবল ইহাতেই এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। বিজ্ঞানে সূর্য্যকিরণ সম্বন্ধে যত বলে, কবিতেও তাদৃশ কল্পনা করিতে পারেন না। বরং কবি, কল্পনার চক্ষে সূর্য্যকে যত মহৎ ও বৃহৎ দেখিয়াছেন বিজ্ঞানে প্রকৃত চক্ষেই কবিকল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়াও বহু সহস্র গুণে তাহাপেক্ষা সূর্য্যকে অধিক মহৎ দেখিয়াছেন! কবির চক্ষে সূর্য্য কেবল—

"Glory of air and lord of light
Great wonder-worker, seer of all skies."

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের চক্ষে সূর্য্য কেবল বায়ুমণ্ডলের গৌরব বস্তু নহেন এবং বায়ুর সৃষ্টি

কারণ নহেন বায়ু প্রবাহ কার্য্যের হেতু; সূর্য্য কেবল আলোকের অধিপতি নহেন, জগতে আলোর মূল প্রস্রবণ; সূর্য্য কেবল জগতের অদ্ভুত কার্য্যের স্রষ্টা নহেন, স্বয়ং মহান অদ্ভুত!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সূর্য্যের আকার প্রকার এপর্য্যন্ত যতদূর অবধারণ করিতে পারিয়াছে তাহাতে জানা যায়, যে সূর্য্যকে আমরা এক খানি ক্ষুদ্র স্বর্ণ থালার ন্যায় দেখি তাহার ব্যাস ৮৫১৫৮৪ মাইল। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার ব্যাস ৭৯১২ মাইল। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র যাহা আমরা সাধারণ চক্ষে সময় সময় সূর্য্য অপেক্ষা বড় দেখিতেপাই সেই চন্দ্রের ব্যাস ২২৫৩ মাইল। পৃথিবীর সঙ্গে এবং চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া সূর্য্যকে দেখিতে উপস্থিত হইলে সূর্য্যকে কি ভয়ঙ্কর বৃহৎবস্তুই দেখা যাইবে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা গণনা করিয়া অবধারণ করিয়াছেন সূর্য্য যত বড় বৃহৎ তাহাতে সূর্য্য দ্বারা ২৪৪৯০৭৪৪ গুলি চন্দ্র অথবা ৩১৪৭৬০ টি পৃথিবী প্রস্তুত হইতে পারিত! অর্থাৎ এতগুলি পৃথিবী বা এতগুলি চন্দ্র যতস্থান অধিকার করিতে পারে সূর্য্য একাই সেই পরিমাণ স্থান নিজের শরীর দ্বারা পূর্ণ করিয়া শূন্যমার্গে রহিয়াছেন। আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য বহু ক্রোশ দূরে আছেন বলিয়াই সাধারণ চক্ষে সূর্য্যকে আমরা এত ক্ষুদ্র দেখি। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক দিগের মতে সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯,২৫০০০০০ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের এই দূরত্ব অবধারণ করিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণকে অল্প পরিশ্রম করিতে হয় নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতিষি মিঃ কেপলার, হেলে, অথবা জার্ম্মান জ্যোতির্ব্বিদ এন্কে ইত্যাদির গণনায় পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ১৩৮০০০০০, মাইলের কিছু অধিক অবধারিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অল্প দিবস হইল ভিনাস, নক্ষত্রের গ্রহণ সময় ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণ একটি সহজ কৌশল অবলম্বন করিয়া পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব স্থির করিয়াছেন। ইহাতেই এক্ষণে স্থির হইয়াছে পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৯২৫০০০০০মাইল। স্থানাভাব হেতুতে এ কৌশলটি পাঠকগণকে আমরা অবগত করাইতেপারিলামনা, প্রস্তাবান্তরে জানাইতে চেষ্টা করিব। আবার ভিনাসের গ্রহণ না হইলে দূরত্ব সম্বন্ধে এক্ষণকার গণনা নির্ভুল কিনা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ভিনাসের গ্রহণ আর আমাদের এজীবনে দেখিতে পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। গত ১৮৮২ অব্দে এই গ্রহণ হইয়াছে, আবার ২০০৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হইবে!

ফল, এককোটি দেড় কোটী হউক কিম্বা দশ কোটি পনের কোটি মাইল হউক, পৃথিবী হইতে সূর্য্য যে বহুই বহুদূরে অবস্থিত, এবিষয়ে আর সংশয় নাই। এতদূরে থাকিয়াও আমরা সূর্য্যের যেরূপ তাপ অনুভব করি ইহাতে সূর্য্য স্বয়ং যে কত ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত বস্তু তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। মিঃ ফেরাডে নামক একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা

করিয়া স্থির করিয়াছেন—লণ্ডন নগরের এক বিঘা জমির উপর একদিন যতখানি সূর্য্য কিরণ পড়ে তাহা যদি একত্র করিয়া তাপ সংগ্রহ করিবার কোন উপায় হইতে পারিত তবে যে তাপ এত পরিমাণ হইত যে পঞ্চাশ মণ কয়লা একস্থানে একবারে জ্বালাইয়া দিলেও সে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইতে পারে না! সমস্ত পৃথিবীতে কত কোটি কোটি বিঘা পরিমাণ স্থান আছে—আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বহু যোজন স্থান ব্যাপিয়া পৃথিবীর ন্যায় কত শত সহস্র গ্রহ উপগ্রহ আছে—এই সকল স্থানে এবং অনন্ত শূন্য মার্গে সূর্য্য কত কাল হইতে কত উত্তাপ অকাতরে ঢালিয়া দিতেছেন, কিন্তু এ অনন্ত তাপ ভাণ্ডারের আর ক্ষয় নাই! ব্যয় আছে অথচ ক্ষয় নাই; তবে কি সূর্য্য অন্য কোন স্থান হইতে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? অথবা সূর্য্যে নিত্যই উত্তাপ উদ্ভূত হইতেছে? এপ্রশ্নে গর্ব্বিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নির্ব্বাক নিরুত্তর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আজিও এপ্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিতে পারে নাই*। মানব জ্ঞানের গরিমা এই স্থানেই চূর্ণ!

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদিকে যদিও অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেনাই কিন্তু ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সূর্য্যের আকার আয়তন এবং কি পদার্থে সূর্য্য গঠিত ইত্যাদি বিষয় সকল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকার এবং আয়তন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই সংক্ষেপে দুই এক কথা আমরা বলিয়াছি; কি পদার্থে সূর্য্য গঠিত তাহাই এক্ষণে দেখাযাউক।

আমেরিকার বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হেনেরি ড্রেপার বহুবর্ষের পরিশ্রমে ১৮৭৭ অব্দে বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়াছেন যে সূর্য্যে আর কিছু থাকুক না থাকুক অম্লজান পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কারচোপ বলেন সূর্য্যে লৌহধাতু যথেষ্ট আছে।

সূর্য্যে কি আছে কি না আছে? ইহা স্থির করা অতি কঠিন। সূক্ষ্ম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে উপস্থিত হইলেও সূর্য্যকে জ্যোতিঃপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। বরং দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্র মণ্ডলে পর্ব্বত গহ্বরাদির অনুরূপ কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য্যে তেজ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মানুষের গাত্রে যেমন আঁচিল থাকে বা ওলের গাত্রে যেমন অর্দ্ধচন্দ্রাকার অংশগুলি লাগিয়া থাকে, তেমনি সূর্য্যের গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ এক একটি আঁচিল আছে। ইহা ভিন্ন কালকাল চিহ্ন সূর্য্য গাত্রের স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিহ্ন সকল কখন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়

"The most intense of all sources of heat is the sun. The cause of its heat is unknown; some have considered it to be an ignited mass experiencing immense eruptions, while others have regarded it as composed of layers acting chemically on each other like the couples of a voltaic battery, and giving rise to electrical currents, which produce light and solar heat. On both hypotheses the incandescence of the sun would have a limit."

(Ganot's physics)

কখন কিছু অল্প দেখিতে পাওয়াযায়। এগুলি কি এখনও নিঃসংশয় রূপে তাহা স্থির হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত জেনেরেল স্যাবাইন চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কালের গবেষণায় এই সকল কাল চিহ্নের সহিত পৃথিবীর অবস্থার একটি আশ্চর্য্য সংস্রব থাকা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে বৎসর সূর্য্যের গাত্রে এই সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বৎসরেই আমাদের পৃথিবীতে দৈব বিপদ অধিক ঘটে অধিক ঝড় বৃষ্টি দুর্ভিক্ষ হয়—এমনকি সেই বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজনৈতিক গোলযোগ সমাজেও অধিক ঘটিতে দেখা যায়। গ্রহনক্ষত্রের সহিত পৃথিবীর এবং পৃথিবীবাসিজীবজন্তুর কি গূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা বিজ্ঞান গর্ব্বিত মানব বুদ্ধির অগোচর।

সূর্য্যে কি কি পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে তাহা অবধারণ করিবার জন্য ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের নাম Spectroscope এক খণ্ড পরিষ্কার ত্রিকোণ আকার বিশিষ্ট কাচ মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ দেখিতে উপস্থিত হইলে—অর্থাৎ সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ করিয়া লইয়া দেখিতে উপস্থিত হইলে, দেখা যাইবে উহাতে কতগুলি রং মিশ্রিত রহিয়াছে। সূর্য্য কিরণের মধ্যে কেন যে এই সকল রং দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন লৌহ ইত্যাদি ধাতু অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ঐরূপ যন্ত্র দ্বারা তাহার জ্যোতি বিশ্লেষণ করিতে উপস্থিত হইলেও তাহাতে এক এক রং দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সূর্য্যেও নানাবিধ ধাতব পদার্থ আছে। সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ করিবার সময় সাতটি স্বতন্ত্র রং দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাতটি রং সমান পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না—কোনটি বা অধিক, কোনটি বা অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সূর্য্য মণ্ডলে কোন ধাতুর আধিক্য এবং কোন ধাতুর অল্পতা অনুমান করা হয়। এক একটি গ্রহে যে এক এক ধাতুর আধিক্য আছে তাহা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি দৃষ্টে ও কতক বোধহয়। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে গ্রহগণের নানা প্রকারে অর্চ্চনের বিধান আছে। এক এক গ্রহকে এক এক প্রকার ধাতু দ্বারা অর্চ্চনার ফলাধিক্য লিখিত হইয়াছে যথা।——

"সীসকং সূর্য্য সূনো রাহো লৌহ" ইত্যাদি বচন।

(জ্যোতিস্তত্ত্বং)

* * * রক্ততাম্রসমঃ সীসাং কাংস্যাৎ বর্ণান্ নিবোধত।
রক্তঃ শুক্লস্তথা রক্তঃ পীতঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ।
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রমাদ্বর্ণা দ্রব্যাণি পুনরন্ততঃ॥
স্থাপয়েদ্ গ্রহবর্ণানি কোমার্থং প্রলিখেৎ পটে।
সবর্ণানি প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ॥"

(গরুড় পুরাণ)

পাঠক! আর একটি বিষয় দেখিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু বর্ষের চেষ্টায় অতি অল্প দিন হইল সূর্য্য কিরণের মধ্য হইতে সাতটি বর্ণ আবিষ্কার করিতে পারিয়া আনন্দে মোহিত হইয়াছেন; প্রাচীন আর্য্য দার্শনিক কবি সূর্য্য কিরণের মধ্যে বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেই

সাতটি অশ্ব দেখিতে পাইয়াছেন,—এবং সূর্য্যকে সপ্ত অশ্বযুক্তরথে অধিষ্ঠিত করাইয়াছেন যথা—

" হয়াশ্চসপ্তছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
স রথোহধিষ্টিতো দেবৈরাদিত্যঋষিভিস্তথা॥"
" সোহয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্য মণ্ডলে মুনি সত্তম।
হিমোষ্ণ বারি বৃষ্টিনাং হেতুত্বং সমুপাগতঃ।"ইত্যাদি
(বিষ্ণুপুরাণ)

" পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজো ভাস্করঃসদা॥
বর্ত্তুলং মণ্ডলং চাস্য অষ্টপত্র সমন্বিতং॥" ইত্যাদি
(কালিকাপুরাণ)

সূর্য্য কিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা সাতটি বর্ণ আমরা দেখিতেপাই বলিয়াই যে কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেন সূর্য্য মণ্ডলে সাতটি সার পদার্থ আছে ইহা আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীর বায়ু-বেষ্টন ভেদ করিয়া সূর্য্য কিরণ আমাদের নিকট আসিতে পার্থিব পরমানুর রাসায়নিক সংযোগে বর্ণের ব্যতিক্রম যে ঘটে না একথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন?

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ সূর্য্যে কেবল সাতটি পদার্থ আছে জানিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া রহেন নাই;—সম্প্রতি আমেরিকার অধ্যাপক হেনারি ড্রাপার এই সাতটি পদার্থের কতকগুলি নাম পর্য্যন্তও অবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এক্ষণে স্থির হইয়াছে সূর্য্য মণ্ডলে hydrogen, magnesium, calcium এবং sodium পদার্থ নিশ্চয়ই আছে।

সূর্য্য মণ্ডল সম্বন্ধীয় আরও কতগুলি তত্ত্ব যাহা অল্প দিবস হইল আবিস্কার হইয়াছে আমাদের পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা ছিল; কিন্তু যে সূর্য্যের আয়তন আমাদের বাসভূমি পৃথিবী হইতে বার লক্ষ গুণেরও অধিক, সেই প্রকাণ্ড সূর্য্যের সকল কথা বৈষয়িক তত্ত্বের ১২ কলম স্থানের মধ্যে সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এজন্য সূর্য্য মণ্ডল ত্যাগ করিয়া আমরা পাঠককে এক্ষণে চন্দ্র লোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছাকরি।

চন্দ্র লোক আমাদের পৃথিবী হইতে অধিক দূরের পথ নহে তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বেই পাঠককে জানাইয়াছি। পৃথিবী হইতে চন্দ্র ১২২৫০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে চন্দ্র লোকে যাইবার জন্য যদি রেল পথ থাকিত তবে আমরা দিবারাত্র সমান ভাবে যাইলে প্রায় ১০৬ দিনে চন্দ্র লোকে যাইয়া পৌঁছিতে পারিতাম। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কিছু দূর বলিয়া বোধ হয় কিন্তু সূর্য্যের সহিত তুলনায় চন্দ্র মণ্ডল আর আমাদের পৃথিবী "এ পাড়া ও পাড়া!"

বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা চন্দ্র মণ্ডলকে আমরা আরও নিকটে আনিতে সক্ষম হইয়াছি। এমনকি দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্র লোকের পাহাড় পর্ব্বত গুলি পর্য্যন্তও এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি।

সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্র আমাদের পৃথিবীর অতিশয় নিকটের বস্তু হইলেও সাধারণ চক্ষে চন্দ্রকেও একখানি রূপার থালার ন্যায় ভিন্ন আমরা আর কিছুই দেখিতে পাইনা। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রকে আমরা যে

পরিমাণ বৃহৎ দেখিতেপাই তাহাতেও আমাদের ইচ্ছানুরূপ চন্দ্র লোকের সকল তত্ত্ব জানিবার সুবিধা হয় না। চন্দ্র লোকে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত গুহা এবং পর্ব্বত আছে দূরবীক্ষণ দ্বারা জানাযায়। সম্প্রতি দুই তিন মাস হইল বিলাতে বহু অর্থব্যয়ে একটি অতি বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ইহার ন্যায় বৃহৎ আকারের যন্ত্র আর প্রস্তুত হইয়াছিলনা। এবং এক্ষণে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা চন্দ্রকে যেমন পরিষ্কার এবং বৃহৎ আকারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এরূপও পূর্ব্বে কখন আর দেখিতে পাইবার উপায় ছিলনা। ইহাতেও এক্ষণে কেবল এই মাত্রই জানিতে পারা গিয়াছে যে চন্দ্রমণ্ডলের স্থানে স্থানে সে সকল গভীর অন্ধকার ময় গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায় তাহার এক একটীর আয়তন দুই শত ক্রোশ। আরও স্থির হইয়াছে চন্দ্রে মেঘের লেশও দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং সমুদ্র, নদী, বা বৃহৎ হ্রদ কিম্বা কোন প্রকার জলাশয় আছে এরূপও বোধ হয় না। চন্দ্র মণ্ডলে বৃক্ষ আদির ও কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দ্রের এক এক স্থানে অত্যন্ত অন্ধকার এবং তাহার পার্শ্বেই যে স্থানে সূর্য্য কিরণ পড়িয়াছে সে সকল স্থান অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখিয়া এক্ষণকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন চন্দ্র লোকে বায়ু বা বাষ্পও সম্ভবত নাই। বাষ্পে সূর্য্য তেজের প্রতিবিম্ব পড়াতেই প্রকৃত সূর্য্য কিরণ যে স্থানে পড়ে তাহার চতুর্পার্শ্বে ও আমরা পরিষ্কার আলোক দেখিতে পাই এবং প্রভাতে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বেও উহার আলোকে আমরা সকল বস্তু দেখিতে পাই। চন্দ্র লোকে বাষ্প এবং বায়ু নাই। জল এবং বায়ুর অভাব দেখিয়া সম্প্রতি বিলাতের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্র লোকে পূর্ব্বে জীবজন্তুর অস্তিত্ব যাহা অনুমান করা হইত তাহা ভ্রম। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র লোকে কোন প্রকার জীবজন্তু নাই। আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে কিন্তু ইহার বিপরীত মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ঋষিগণের মতে চন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে জল আছে এবং বৃহৎ সমুদ্র আছে। তাঁহাদের মতে চন্দ্র মণ্ডলে জীবও বাস করিতে পারে কিন্তু চন্দ্র মণ্ডলে যে সকল জীব বাস করে তাহারা তাদৃশ সুখী নহে। সূর্য্য মণ্ডলে যে সকল জীব বাস করে তাহারাই আর্য্য ঋষিগণের মতে অধিক ভাগ্যবান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আরও কিছু বৃদ্ধ না হইলে এ মতভেদের মীমাংসা হইবে না।

কাগজী লেবুর উপকারিতা

ইহাকে এপ্রদেশে কাগজী জামির বলে এবং ইহা এস্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদমতে কাগজী লেবু অম্ল রস যুক্ত, বাতঘ্ন, দীপন, পাচক ও লঘু। কোন কোন মতে কাগজী লেবু ক্রিমি সমূহের নাশকারী, অরুচি গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় রুচিকর, উদর রোগের শান্তিকারক এবং বায়ুপিত্ত, কফ ও শূল রোগের পক্ষে অতি হিতকারী। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ইহা যে বিলক্ষণ ফলপ্রদ তাহা আমরা নিজে বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোষ্ঠবদ্ধতা ও বিসূচিকা রোগেও কাগজী লেবু বিশেষ উপকারী।

ডাক্তারি মতে গলার বেদনায় লেবুর রস কবল করিলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। চুলকানি রোগে ইহার রস বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে চুলকানি নিবারণ হয়। প্রসব হইবার পর জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ইহার রস খাওয়াইলে ও পীচকারী দ্বারা স্থানিক প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। যাহাদিগকে নিয়ত প্রখর রৌদ্রে

কাজ করিতে হয় তাহাদের মুখের ও অন্যান্য স্থানে চর্ম্মে এক প্রকার কালশিঠে দাগ পড়িয়া থাকে। এরূপ স্থলে লেবুর রস ও গ্লিসিরিণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া ঐ সকল স্থানে লাগাইলে ঐ সকল কাল্‌চে দাগ মিলাইয়া যায়। এই সকল দাগকে এদেশে সাধারণ লোকে মুখে মাছতে পড়া বলে। গ্লিসিরিণ ডাক্তার খানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার মূল্যও অধিক নহে। গ্লিসিরিণের পরিবর্ত্তে মধু দিলেও চলিতে পারে। ইহা লেবুর রসের একটি সামান্য গুণ নহে। ধনী লোকেরা মুখের সামান্য বিবর্ণতা দূর করিবার জন্য মিল্‌ক অভ রোজ Milk of Rose প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধ ক্রয় করিতে কতশত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সামান্য কৃষকদের চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে মাঠে সর্ব্বদা কাজ করিতে হয় এবং তজ্জন্য তাহাদের মুখের ও অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া যায়। যদিও তাহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের জন্য কিছুমাত্র লালায়িত নহে তথাপি যদি বিনা ব্যয়ে ঐ সকল দাগ দূর হইয়া স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য লাভ হয় তাহা হইলে ইহা তাহাদের পক্ষে অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে।

লেবুর রস মিছরির সরবতের সহিত খাইতে অতি উপাদেয় স্নিগ্ধকারী পানীয়। ইহা জ্বরের সময় পিপাসা শান্তি করিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। ইহাতে যে কেবল পিপাসা নিবারণ হয় এরূপ নহে। তৎসঙ্গে অনেক সময় জ্বরের উত্তাপেরও অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। লেবুর রসের বাতঘ্ন গুণ যদিও সকলে স্বীকার করেন না কিন্তু কেবল মাত্র লেবুর রস ব্যবহার করিয়া অনেকে বাত রোগ হইতে মুক্ত পাইয়াছেন অতএব যাঁহারা বাত রোগে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন তাঁহারা যদি প্রতিদিন অল্প অল্প লেবুর রস ভাতের সহিত সেবন করেন তাহা হইলে অনেক উপকার পাইবার সম্ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া সরস ফল মূল খাইতে না পাইলে রক্ত দূষিত হইয়া স্কর্ভী নামক এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে দাঁতের গোড়া ফোলে এবং দাঁতের গোড়া ও নাক দিয়া রক্ত পড়ে। স্থানে স্থানে চর্ম্মের নিচে রক্ত জমায় এক প্রকার কাল দাগ হয় এবং উদরাময় ও আমাশায়ও হইতে পারে। এই রোগে লেবুর রস একটি প্রধান ঔষধ।

লেবুর জ্বর নাশক গুণও বিলক্ষণ আছে। একটী তাজা কাগজী লেবু খোসা সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী পরিষ্কার মাটীর পাত্রে আধসের পরিমাণ জল দিয়া সন্ধ্যার সময় সিদ্ধ করিবে এবং আধ পুরা থাকিতে নাবাইয়া সমস্ত রাত্রি হিমে রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে মুখ হাত ধুইয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ লেবু সমেত জল উত্তম রূপে চাপিয়া একখণ্ড পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পান করিবে। এরূপ করিয়া ৭।৮ দিন পান করিলে দীর্ঘকালের পুরাতন জ্বর ম্যালেরিয়া জর আরোগ্য হয়। লেবুটী প্রতিদিন গাছ হইতে টাট্‌কা তুলিয়া লইলে ভাল হয়। যে স্থানে রাশি রাশি কুইনাইন খাইয়াও কোন ফল হয় না সেরূপ স্থানে এই সামান্য ঔষধটী নিয়মিত রূপে সেবন করিলে অনায়াসে বিনা ব্যয়ে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। সময় সময় প্রবল তরুণ জ্বরেও ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। ইহা সেবন করিলে টাইফয়ড জ্বরেও শরীরের উত্তাপ কমিয়া থাকে।

যখন এই একটী সামান্য লেবু দ্বারা এতগুলি উপকার পাওয়া যায় তখন গৃহস্থ মাত্রেই ইহার দুই একটী গাছ রোপণ করা আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে ইহার রস আহারের সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহার আবাদ করিয়া লেবুর রস প্রস্তুত করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভও হইতে পারে। লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইলে প্রথমতঃ লেবু গুলিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া উত্তম রূপে চাপিয়া সমস্ত রস বাহির করিতে হইবে। পরে এক খানি কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া বোতলের মধ্যে পুরিয়া দৃঢ় রূপে ছিপি বন্ধ করিবে এবং একখানি বড় কড়াতে জল গরম করিয়া ঐ লেবুর রস পূর্ণ বোতল গুলি তাহার মধ্যে রাখিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে পরে শীতল হইলে বোতল গুলি তুলিয়া রাখিবে এই রূপ করিয়া রাখিলে রস শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। লেবুর রসের সহিত ভিনিগার বা এলকোহল নামক সুরাবীর্য্য দশ ভাগের এক ভাগ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেও ইহা নষ্ট হয় না এই রূপ লেবুর রস (Lime juice) জাহাজের নাবিক ও আরোহীরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে। তজ্জন্য ইহার মূল্যও নিতান্ত কম নহে।

লেবুর খোসা হইতে এক প্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ অতি সুগন্ধ যুক্ত তৈল পাওয়া যায়। ইহাকে লেবুর তৈল (Lemonoil) বলে। এই তৈল আস্বাদনে ঈষৎ তিক্ত কিন্তু ইহার বায়ু নাশক ও উত্তেজক গুণ আছে। পেট ফাঁপিলে ইহার দুই এক ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিলে পেট ফাঁপা নিবারণ হয়। শরীরের কোন বেদনাযুক্ত স্থানে এই তৈল মালিস করিলে ঐ স্থানের উগ্রতা সাধন করিয়া বেদনা নিবারণ করে। ইহা প্রায়ই অন্য

ঔষধ সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে লেবুর খোসাকে উত্তম রূপে পিশিয়া বক যন্ত্র দ্বারা তৈল চুয়াইয়া বাহির করা যায়। অন্য উপায়ে কেবল মাত্র চাপিয়া তৈল বাহির করা যায়। এই তৈল কিছু দিন রাখিলে ঘন ও টারপিন তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায় তাহা নিবারণ করিবার জন্য এই তৈলের সহিত কুড়ি ভাগের এক ভাগ এলকোহল নামক সুরাবীর্য্য মিশ্রিত করিবে এবং পরে ঢালিয়া বোতলে উত্তম রূপে ছিপিবন্ধ করিয়া রাখিবে। এই তৈল কলিকাতায় বেশী মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

লেবুর রস হইতে সাইট্রিক এসিড (Citric acid) প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। আধ ছটাক পরিমাণ লেবুর রসে ৩০।৪০ গ্রেন্ সাইট্রিক এসিড পাওয়া যায়। সাইট্রিক এসিডের অভাবে লেবুর রসের সহিত সোডা মিশ্রিত করিয়া অতি অল্প ব্যয়ে সকলেই সোডাওয়াটর পান করিতে পারেন। ইহা বাজারের সোডা ওয়াটর অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। লেবুর রস হইতে সাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করা তত সহজ নহে এবং সাধারণের তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হইবে না বিবেচনায় এ স্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

প্রজা শক্তি।

ফোটা ফোটা জল পড়িয়া এক ফসলা বৃষ্টি হয়। এক ফোটা জলে একটা পাখিরও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না—একটি বালির ও দানা ভিজেনা; কিন্তু ঐ এক এক ফোটা জল একত্র হইয়া এক সঙ্গে যখন পড়িতেথাকে তখন তাহাতেই নদী পুষ্করণী ভরিয়া উঠে, পাহাড় পর্ব্বত ঢসিয়া পড়ে, দেশ ভাসিয়া যায়। একাএক ফোটা জলে কিছুই হয়না, আবার ফোটা ফোটা জল একত্র হইলেই তাহার এত বল, এত শক্তি! একটি রাইয়ৎ বা প্রজা শ্রেণীর লোক একা কিছুর মধ্যেই গণ্য নয়, একটা ফুঁ এর বাতাসেই সে উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই এক একটি প্রজা পৃথক পৃথক না থাকিয়া এক জোট হইয়া একমনে প্রাণে যদি কোন কাজে লাগে তখন তাহার কত বল হয়! সে বলে চক্ষুর নিমেষে পাহাড় পর্ব্বত ঢসিয়া ফেলান যাইতে পারে সমুদ্র ছেঁচিয়া ফেলান যাইতে পারে—সে বলে না করা যাইতে পারে এমন কার্য্য নাই! একতার চেয়ে বল নাই।

যে গ্রামে একশত ঘর প্রজা আছে অথচ কাহার সহিত কাহার বনিবনাও নাই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ, সে গ্রামের কথা আর লিখিব কি? জমিদারের তহশিলদারের সালা সম্বন্ধি হইতে মহাজনের তাগাদগিরের পিসে মেসো এবং পুলিসের চৌকিদারের খুড়া মামা পর্য্যন্ত সকলেই সে গ্রামের মালিক হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে গ্রামে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে।

কিন্তু যে গ্রামে দশ ঘর প্রজাও আছে, অথচ সকলে এক জোটে এক মনে প্রাণে এক হইয়া কার্য্য করে সে গ্রামে জমিদারের তহশিলদারের সালা সম্বন্ধি দূরে থাকুক কোন বড় হাকিম বা স্বয়ং জমিদারের বৃদ্ধ প্রপিতামহ আসিয়া অত্যাচার করিতে উপস্থিত হইলেও কিছু করিতে পারে না। একতার চেয়ে বল নাই।

একটি মৌমাছি তুমি আঙ্গুলে টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে পার, কিন্তু মধু মক্ষিকার চাকে যে একটি ঢিল মারিয়াছে সেই জানিয়াছে মৌমাছির প্রতাপ কত। মৌমাছির একতা আছে বলিয়াই উহাদের এত প্রতাপ—একতার অপেক্ষা আর বলনাই।

কিন্তু প্রজাদের সে একতা, সে বল কি উপায়ে হইতে পারে? আমাদের দেশের প্রজা শ্রেণী বড় দুর্ব্বল। এদেশের প্রজার কি বল উৎপাদন করিবার কোন উপায় নাই?

আমাদের দেশের প্রজা শ্রেণীর বল বৃদ্ধি করিবার জন্য আজিকালি অনেক মহামহো পাধ্যায় ব্যক্তি চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে বিবেচনার দোষে এ সকল চেষ্টা বৃথা সময় নষ্টে এবং বিড়ম্বনায় পরিনত হইতেছে। সুপথে চেষ্টা হইতে অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

আজি কালি কেহ কেহ প্রজার বল বৃদ্ধি করিবার জন্য অনর্থক জমিদার শ্রেণীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাদের রক্ত পান করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ফল; প্রজা বলিতে যে এদেশের কৃষক চাকুরিরা জমিদার মহাজন সকলেই বুঝায়, সকলেই যে প্রজা, এ সামান্য কথাটি ও কেহ কেহ বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। এদেশের জমিদার প্রজার যে একই স্বার্থ তাহাও কেহ কেহ চক্ষু চাহিয়া দেখিবেন না। বিচ্ছেদে মঙ্গল নাই। বিচ্ছেদে যে মঙ্গল নাই—জমিদার প্রজার, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে ভদ্রে অভদ্রে মিলনেই যে দেশের প্রকৃত বল বৃদ্ধি হয় তাহা কেহ কেহ কিছুতেই বুঝিবেন না।

এক শ্রেণীর স্বদেশ হিতৈষী দেশের স্থানে স্থানে বড় বড় "কৃষক সভা" আহ্বান করিয়া তাহাতেই প্রজা শ্রেণীর বল বৃদ্ধি করিবেন মনে করিয়া থাকেন। এইটিও বড় ভুল। যতদিন এদেশে কথার বক্তৃতা না বন্ধ হইবে তত দিন আমাদের হাতের

কাজ আরম্ভ হইবে না। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বুঝেন না যে মুখ হাত এক সঙ্গে চলে না। বড় জাকাল সভায় কুড়ি হাজার লোক একত্র হইয়া বক্তৃতার উপর বক্তৃতা করিলে তাহাতে যে কার্য্য হয় প্রতি গ্রামে প্রতি বাড়িতে ছোট ছোট ঘরওয়া সভায় বা বৈঠকে তাহা অপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক উপকার হইতে পারে।

এদেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বা কোন কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রজা সাধারণকে রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য, আবার আজিকালি কেহ কেহ প্রজাদিগকে "প্রজা নীতি" শিক্ষা দিবার জন্য, যে আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা একটি বিষয় কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? তাঁহারা কি ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে কলিতে মানুষের অন্নগত প্রাণ—অন্নই মানুষের বল বুদ্ধি করে। আগে অন্নের সংস্থান না থাকিলে যে কোন চিন্তাই মনে আইসে না, ইহা কি আবার বলিয়া বুঝাইতে হয়? কেহ কেহ বলেন আগে অন্নের সংস্থান হউক আগে দেশে অর্থ বল বুদ্ধির চেষ্টা হউক—প্রজার অন্যান্য বল তখন সঙ্গে সঙ্গেই আপনাআপনি জন্মিবে। প্রকৃত পক্ষেও অন্নের সংস্থান না হইলে রাজনীতি প্রজানীতি ধর্ম্মনীতি সুনীতি কোন নীতিতেই কিছু মঙ্গল হইবে না, দেশ কেবল দুর্নীতি দুষ্টামিতেই পূর্ণ হইয়া যাইবে। বিলাতি ধরণের রাজনীতি আলোচনা এবং আন্দোলনের রীতি নীতি ঠিক এদেশের উপযোগী নহে উহাতে ঘোর বিভ্রাট ঘটিবে।—এদেশের গ্রাম্য ধরণে প্রজা শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ স্বার্থ সম্বন্ধীয় দুই চারি দশ কথায় আন্দোলন গ্রামের মধ্যে ধীরে ধীরে যাহাতে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থালীর দশ কার্য্যের মধ্যে মিসিয়া প্রজা শ্রেণীর যাহাতে অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয় এবং প্রজার বল বুদ্ধি হয় এই রূপ চেষ্টায় যিনি কার্য্য করিবেন তিনিই দেশের মঙ্গল করিবেন। নতুবা আজিকালিকার হট্টগোলে প্রজা শ্রেণীর নব-উদিত শক্তিটি হয়ত কুপথে চালিত হইয়া মারা পড়িয়া যাইবে।

বয়ঃক্রম নির্ণয় করিবার সাঙ্কেতিক কৌশল।

আমরা একখানি বিলাতি সংবাদ পত্র হইতে নিম্ন লিখিত সঙ্কেতটি তুলিয়া এই স্থানে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ইহা নিম্নের ঘরের এক এক কলমে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এমন কৌশলে কতগুলি অঙ্ক সাজাইয়া রাখা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত বয়স যত তাহা ইহার যে যে ঘরে দেখিতে পাইবেন সেই সেই ঘরের সকলের নীচে এক একটি চিহ্ন বা কালির দাগ মাত্র দিয়া দিলেই বয়স প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তিনি কেবল ঘরে চিহ্ন দিবেন তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে হইবে না। এখন যিনি বয়ঃক্রম গণনা করিয়া বলিতে উপস্থিত হইয়াছেন তিনি চিহ্নিত ঘর গুলির সকলের উপরের অঙ্ক তুলিয়া ঠিক দিবেন—ঠিকে যে অঙ্ক পাওয়া যাইবে তাহাই জিজ্ঞাসার উত্তর, অর্থাৎ প্রশ্নকারীর প্রকৃত বয়ঃক্রম।

দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি। মনে কর তোমার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। তুমি তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিয়া যে যে কলমে, ঘরে, বা শ্রেণীতে ২৭ অঙ্ক দেখিতে পাইলে তাহার নিম্নে এক একটি ফোটা দিয়া গেলে। তোমাকে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৫ম, এই কএক ঘরে চিহ্ন দিতে হইবে কারণ ঐ কএক ঘরেই ২৭ অঙ্ক আছে। পরে যিনি উত্তর দিবেন তিনি ঐ ঐ ঘরের সকলের উপরের আদি অঙ্ক অর্থাৎ ১+২+৮+১৬ এই কএক অঙ্ক তুলিয়া ঠিক দিবেন। ঠিক দিলে দেখা যাইবে ২৭ হইয়াছে। প্রশ্নকারীর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর !!

১	২	৪	৮	১৬	৩২
১	২	৪	৮	[illegible]	৩২
৩	৩	৫	৯	[illegible]	৩৩
৫	৬	৬	১০	[illegible]	৩৪
৭	৭	৭	১১	[illegible]	৩৫
৯	১০	১২	১২	[illegible]	৩৬
১১	১১	১৩	১৩	[illegible]	৩৭
১৩	১৪	১৪	১৪	[illegible]	৩৮
১৫	১৫	১৫	১৫	[illegible]	৩৯
১৭	১৮	২০	২৪	[illegible]	৪০
১৯	১৯	২১	২৫	[illegible]	৪১
২১	২২	২২	২৬	২৬	৪২
২৩	২৩	২৩	২৭	২৭	৪৩
২৫	২৬	২৮	২৮	২৮	৪৪
২৭	২৭	২৯	২৯	২৯	৪৫
২৯	৩০	৩০	৩০	৩০	৪৬
৩১	৩১	৩১	৩১	৩১	৪৭
৩৩	৩৪	৩৬	৪০	৪৮	৪৮
৩৫	৩৫	৩৭	৪১	৪৯	৪৯
৩৭	৩৮	৩৮	৪২	৫০	৫০
৩৯	৩৯	৩৯	৪৩	৫১	৫১
৪১	৪২	৪৪	৪৪	৫২	৫২
৪৩	৪৩	৪৫	৪৫	৫৩	৫৩
৪৫	৪৬	৪৬	৪৬	৫৪	৫৪
৪৭	৪৭	৪৭	৪৭	৫৫	৫৫
৪৯	৫০	৫২	৫৬	৫৬	৫৬
৫১	৫১	৫৩	৫৭	৫৭	৫৭
৫৩	৫৪	৫৪	৫৮	৫৮	৫৮
৫৫	৫৫	৫৫	৫৯	৫৯	৫৯
৫৭	৫৮	৬০	৬০	৬০	৬০
৫৯	৫৯	৬১	৬১	৬১	৬১
৬১	৬২	৬২	৬২	৬২	৬২
৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩	৬৩
০	০	০	০	০	০